প্রবাসী
১৩৭১

স্বীকৃতি

এই সংখ্যায় মুদ্রিত বহু তথ্যাদি আমরা রাজ্য-সরকারসমূহ, পি. আই. বি. এবং বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতাবাস-সমূহ হইতে পাইয়াছি। এই সংখ্যায় মুদ্রিত আলোক-চিত্রসমূহ পি. আই. বি.-র সৌজন্যে প্রাপ্ত। তাঁহাদের সকলকেই আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

নিবেদন

ভগবানের আশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া ১৩৭১ সালের বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইল। এই উপলক্ষে আমরা বর্ষপঞ্জীর অগণিত পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, ও শুভানুধ্যায়ীদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা সম্বল করিয়াই আমরা প্রতি বৎসর বর্ষপঞ্জী প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই।

যে সকল গুণের জন্য বর্ষপঞ্জী সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, বর্তমান সংস্করণে তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্বপ্রকার চেষ্টা ও যত্ন করা হইয়াছে। সমস্ত বিভাগগুলিরই সময়োচিত সংস্কারসাধন করা হইয়াছে। বহু নূতন ও আধুনিক তথ্যাদি সমাবেশের ফলে গ্রন্থের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিভাগগুলি সম্প্রসারণের ফলে পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সংখ্যায় ভারতের একখানি বৃহৎ রাজনৈতিক মানচিত্র সন্নিবেশের ফলে পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হইবেন। শ্রীনেহরু ও শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর দুইখানি সুন্দর চিত্র ও অপর চিত্রসমূহ গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

গ্রন্থের তথ্যাদি যাহাতে নির্ভুল হয় তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তথাপি পাঠক-পাঠিকাগণ কোন ভুল দেখিতে পাইলে তাহা আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। নিবেদন ইতি, ২৭শে আষাঢ় (রথযাত্রা), ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, ইং ১১ই জুলাই, ১৯৬৪।

বিনীত
সম্পাদক

বিষয় সূচী

সিটি সেলস্ অফিস ঃ

পি ১০, মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা-১

বর্ণানুক্রমিক সূচী

হিমানী
স্নো
সকল ঋতুর প্রসাধন
HIMANI
SNOW
PRASA

বিদেশে বাণিজ্য...(৪)
ইতালী
১৯৬৩ সালে
ভারতীয়
বাটা প্রতিষ্ঠান
থেকে
মোট ৭৫000 জোড়া
জুতো কিনেছেন
Bata

কোন কাজ একক ও বিচ্ছিন্নভাবে
বিচার করলে নিতান্তই তুচ্ছ ব'লে মনে
হ'তে পারে ; কিন্তু তাদের সমষ্টিগত
প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত
হয়েই দেখা দেয়। কেউ কোন
কারণে কোন একবার ট্রেনের শিকল
টানলে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা ব'লে
নিতান্ত তুচ্ছ হ'লেও ...
মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন
দেখা যায় এদেশে বছরে এমন
শিকল টানার ঘটনা ৪০ হাজার বার
ঘটেছে, ব্যাপারটা তখন আর মোটেই
তুচ্ছ থাকেনা। এর ফলে অসংখ্য
ট্রেনের যাত্রা বিঘ্নিত হয়, অগণিত
যাত্রীর অকারণ অসুবিধা ঘটে—
আর, রেলের বিপুল অর্থের অপচয়
তো আছেই। অযথা যাঁরা শিকল
টানেন তাঁদের সামান্য একটু সামাজিক
চেতনার উদ্রেক হ'লে এ'সব স্বচ্ছন্দে
এড়ানো যায়।
* অপরিহার্য প্রয়োজনের জন্যই বিপদ-
শৃঙ্খল, অযথা ব্যবহারের জন্য নয়।
পূর্ব রেলওয়ে

সময় চলে যায়...
বয়স বেড়ে যায়... কিন্তু
বোরোলীন কে
কখনও ভোলা যায় না

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
নবরত্ন	... ২০৫	**প**	
নরওয়ে	... ৩৫৭	পটস্‌ডাম চুক্তি	... ১৯৯
নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার	... ২৫১	পঙ্কনীল	... ১৯৬
নাগরিকতা	... ৪০২	পঙ্কমবাহিনী	... ২০৩
নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা	... ৫৭৫	পত্রিকা প্রসঙ্গ (ভারতীয়)	... ২১৫
নাগাল্যাণ্ড	৬৩, ১৫৭, ৪৫২	পত্রিকা সংস্কার	... ২১৮
নাইজার রিপাবলিক	... ৩৫৭	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৫৪৫-৫৩
নাইজেরিয়া	... ৩৫৭	পণ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা	... ৫৫৮
নাজি	... ২০৩	পণ্ডিচেরী	... ৪৮৪
নাব্যখাল	... ২১০	পর্তুগাল	... ৩৬০
নালন্দা	... ২৫৮	পদ্ম-বিভূষণ	... ১৬৪
নিকারগুয়া	... ৩৫৮	পদ্মভূষণ	... ১৬৪
নিউজপ্রিণ্ট	... ৫৯৯	পদ্মশ্রী	... ১৬৫
নিউজিল্যাণ্ড	১৫৭, ৩৫৮	পর্বতশৃঙ্গসমূহ (প্রধান)	... ২১০
নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন	২৪৮	পরমবীর চক্র	... ১৭১
নির্বাচন	১৫৩-১৬২, ৪২২	পরমাণু শক্তি গবেষণা	... ২৩৭
নির্বাচন কমিশন	... ৪৩১	পরিকল্পনা কমিশন	৪৩১, ৫৪৫
নিরক্ষবৃত্ত	... ২১৪	পশ্চিম জার্মানী	৮৮, ৩৫২
নেদারল্যাণ্ডস্	... ৩৫৮	পশ্চিমবঙ্গ	৪৫৯-৮০
নেপাল	৬৬, ৩৫৯	পাকিস্তান	৬৬, ৩৬০, ৬৫৮-৬৯
নেফা তদন্ত	... ৬৪	পাণ্ডবকাল	... ২১৯
নেহরু জওহরলাল	... ৯৩	পাঞ্জাব	... ৪৮১
নোট প্রচার	... ৬১৬	পাট	... ৬০০
নোবেল পুরস্কার	... ১৭০	পানামা	৮৩, ৩৩০
ন্যাটো	... ২০০	পাবলিক সার্ভিস কমিশন	... ৪৩১, ৪৪৪, ৪৬৭
ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফী	... ২৬১		
ন্যাশনাল লাইব্রেরী	... ২৬১	পাভেল পাপোভিচ	... ১৭৭
ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীজ	... ২২৯		

স্মরণীয় দিনগুলি অনেক সময় নিঃশব্দ পদক্ষেপে আসে, কিন্তু তা' বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না। নিজগুণে ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী পরিচয় অর্জন করে' তারাই ঐতিহাসিক রীতিতে ভবিষ্যতের নির্দেশ দেয়। এখানে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও মানুষের সৃষ্টি একই নিয়মে চলে।

জয়মাল্য শুধু বীরেরই প্রাপ্য

১৯৩৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের ইতিহাসে এমনই একটি স্মরণীয় দিন। সর্বজনপ্রিয় সংবাদ-পত্র **যুগান্তর** প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এই দিনে। নির্ভীক প্রগতিশীল ও সুস্পষ্ট জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ—বাঙলা ও বাঙালীর কল্যাণপথের মুখপত্র এবং সংবাদ ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমন্বয় **যুগান্তর** দেশের ও দশের উন্নতি বিধানে আপনার নিত্য সহচর।

রেণুকা ট্যালকম পাউডার

মৃদুমধুর সুগন্ধে ভরা রেণুকা ট্যালকম পাউডার (এ্যাক্টামার যুক্ত) আপনার দেহের ঘামাচি নিবারণে সহায়তা করবে। সর্বপ্রকার ত্বক বিকৃতির আশঙ্কা থেকে নিরাপদে রাখবে। দেহের দুর্গন্ধ দূর করবে।

বিজ্ঞাপন সূচী

অল্প মাল
নিয়ে চলুন.
এই নির্ঝঞ্ঝাট পর্যটকটিকে প্রায়ই বাইরে
বেরোতে হয়। ভ্রমণে তিনি যেমন তৃপ্ত
এবং আগ্রহী, সহযাত্রী হিসেবেও
তিনি সদা-আকাঙ্ক্ষিত। এর কারণ অল্প
মালপত্র নিয়ে তিনি ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত।
অল্প মাল নিয়ে ভ্রমণের অর্থ হচ্ছে
আপনার ও আপনার সহযাত্রীদের জন্য
প্রশস্ততর জায়গা, অধিকতর আরাম।
Mr. Travel Light
দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে.
medium s.e.

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড

বসুশ্রী বিল্ডিংস
১০২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড
কলিকাতা—২৬

বায়োলজিক্যাল সিনথেটিক ও
ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্য নির্মাতা

আদর্শ
লিভার
টনিক
QUMARES

LILY
BRAND
PEARL
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LIMITED

LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
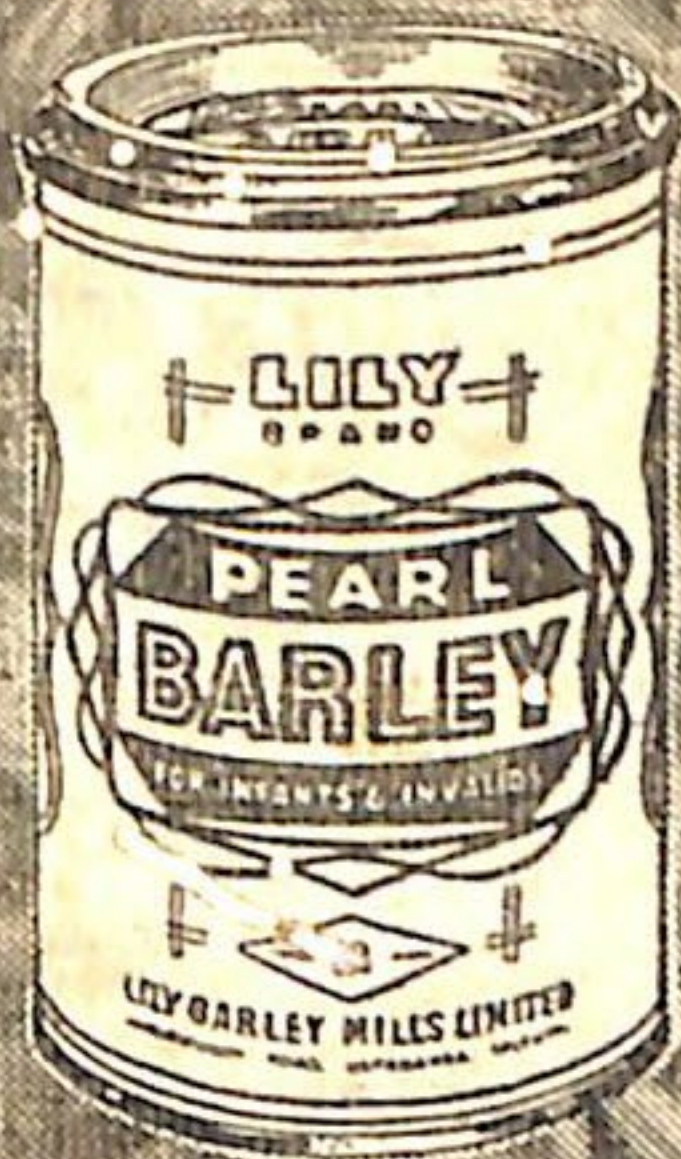
আনন্দে
উৎসবে...
প্রাত্যহিক প্রয়োজনে..
সবার মনোরঞ্জনে...
পরিণামরমণীয়
কেশতৈল
কেশরঞ্জন
কবিরাজ এন. এন. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা-১
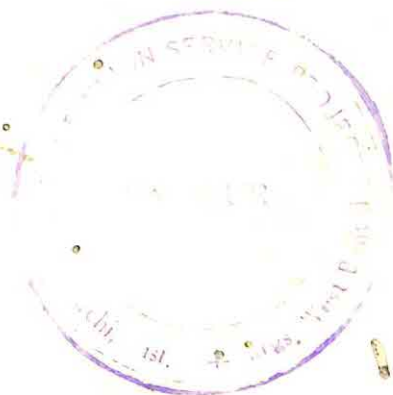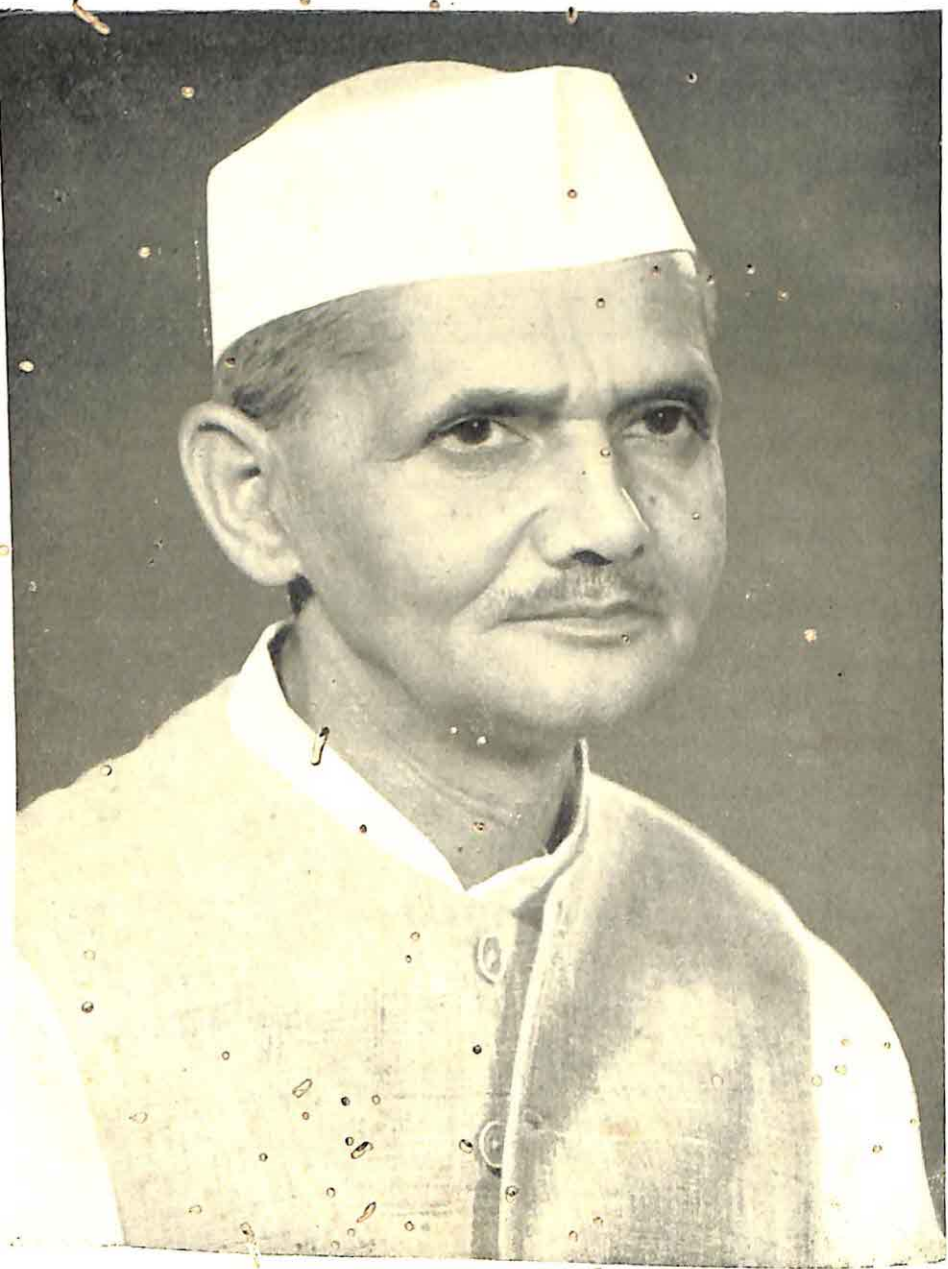
ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

সালতামামী

[১৩৭০ সালের অর্থাৎ, ইংরাজী ১৯৬৩ সালের ১৪ই এপ্রিল হইতে পরবর্তী এক বৎসরের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা।]

৩০শে চৈত্রের ম্লান সন্ধ্যা বছরের শেষ দিনটির উপর যবনিকা টানিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ১৩৭০ সাল চির বিদায় গ্রহণ করিল। এখন হইতে কেবলমাত্র অতীতের পর্যালোচনা প্রসঙ্গেই উহার উল্লেখ দেখা যাইবে। বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় এই বছরটি ভরা। মালয়েশিয়ার জন্ম, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্ট কেনেডীর হত্যা, আণবিক চুক্তি স্বাক্ষর, মার্কিন-পানামা বিরোধ, সাইপ্রাসের অশান্তি, কেনিয়া ও জাঞ্জিবারের স্বাধীনতা লাভ প্রভৃতি বহু বৃহৎ ঘটনার সমাবেশে ১৩৭০ সাল স্মরণীয়। এই অধ্যায়ে আলোচ্য বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করা হইল।

ভারত

চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ সশস্ত্র সংঘর্ষে পরিণত হওয়ায় ১৩৬৯ সাল ভারতের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—এবিষয়টি গত বৎসরের 'বর্ষপঞ্জী'তে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। চীনের একতরফা যুদ্ধবিরতি, আত্মরক্ষার্থে ভারতের দ্রুত সমরসজ্জা, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের বিরোধ এবং আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলির আপসে বিরোধ মীমাংসার প্রয়াসের ফলে ১৩৭০ সালে উভয় দেশের সীমান্ত বিরোধ অধিকতর শোচনীয় আকার ধারণ করিতে পারে নাই। গত বৎসরাধিক কাল ভারত-চীন সীমান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ না হইলেও চীনের সমরসজ্জার কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই কিংবা আপসে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য তাহার কোন আগ্রহও দেখা যায় নাই। ফলে ভারতের পক্ষেও সমর-সজ্জায় শৈথিল্য প্রদর্শন সম্ভব হয় নাই। ইহাতে ভারতের অর্থনীতির উপর যথেষ্ট চাপ পড়িয়াছে সত্য, তবে স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ভারতের পক্ষে ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

বর্তমানে ভারত-চীন সীমান্তে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অবসান কবে হইবে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না কেন না নেফা ও

লাদাকের ব্যর্থতার পর যুদ্ধের দ্বারা চীন ও ভারতের সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা যে ঘটিবে না এ প্রতীতি চীনের হইলেও, ভারতীয় ভূখণ্ডের উপর নিজের অন্যায় দাবী চীন এখনও ত্যাগ করে নাই। কলম্বো সম্মেলন হইতে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার যে সূত্র ভারত ও চীনের সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছিল ভারতবর্ষ তাহা মানিয়া লইলেও, চীন এ পর্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই। অথচ মুখে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই প্রতিনিয়ত আপসে বিরোধ মীমাংসার বুলি কপচাইয়া থাকেন। ১৯৬৪ সালের গোড়ায় চীনা প্রধান মন্ত্রীর সিংহল ও পাকিস্তান সফর উপলক্ষে তিনি একাধিকবার আপস আলোচনার মাধ্যমে ভারতের সহিত সীমান্ত বিরোধ মিটাইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে চীন কলম্বো সম্মেলনের আপসের সূত্র গ্রহণ করে নাই কিংবা আপস আলোচনার জন্য ভারতের সম্মুখে নূতন কোন প্রস্তাবও উত্থাপন করে নাই। বরং অন্যায়ভাবে দখল করা ভারতীয় এলাকায় পথ ঘাট তৈয়ারী করিয়া এবং সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া চীন ভারতের শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে।

চীন-পাকিস্তান আঁতাতঃ গত এক বৎসর কাল চীনের কার্যকলাপ দেখিয়া ইহা স্পষ্ট বোঝা যায় যে সম্মানজনক আপসের পথে ভারতের সহিত সীমান্ত বিরোধ মিটাইবার আদৌ কোন ইচ্ছা তাহার নাই। তাহার কাজের প্রণালী হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি হইতে ভারতকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলাই তাহার লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লইয়াই সে ভারতের পার্শ্ববর্তী রাজ্য নেপালের রাজার সহিত সখ্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে এবং ভারতের অপর প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সহিত হাত মিলাইয়াছে। এমন কি ভারতের সহিত বিশেষ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ সিকিম ও ভূটানের সহিতও মিতালী গড়িয়া তোলার প্রয়াস করিতেছে। পশ্চিমী রাষ্ট্র গোষ্ঠীর সহিত সামরিক আঁতাতে আবদ্ধ কম্যুনিজম্ বিরোধী পাকিস্তানের সহিত চীনের মিলনক্ষেত্র কোথায়? অথচ এই উভয় দেশের ভারত বিদ্বেষের ফলে উভয়ের মধ্যে একটা দৃঢ় আঁতাতেরই সৃষ্টি হইয়াছে। চীনের সহিত পাকিস্তানের যে সীমান্ত চুক্তি হইয়াছে তাহার ফলে পাকিস্তান নিজের অধিকৃত কাশ্মীরের একটা বড় এলাকা তুলিয়া দিয়াছে চীনের হাতে। আলোচ্য বর্ষে চীন ও পাকিস্তানের এই আঁতাত বিমান চলাচল চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তি, ও সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের মাধ্যমে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। চীনের প্রধান মন্ত্রী পাকিস্তান ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সফরকালে এরূপ ঘোষণাও করিয়া গিয়াছেন যে কাশ্মীর পাকিস্তানের প্রাপ্য।

ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক সাহায্য : চীন অতর্কিত ভাবে ভারত আক্রমণ করায় ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি স্বেচ্ছায় ভারতকে সামরিক সাহায্য দানের জন্য আগাইয়া আসিয়াছে—ভারতের বিরুদ্ধে ইহাই হইল পাকিস্তানের বড় গোসার কারণ। ভারত আরও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিলে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে—এই যুক্তি দেখাইয়া পশ্চিমী শক্তিগুলিকে সামরিক সাহায্য দান করা হইতে বিরত রাখাই পাকিস্তানের উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের বাধাদানের ফলে ভারতে পশ্চিমী সামরিক সাহায্য বন্ধ না হইলেও ভারতবর্ষ আশানুরূপ সাহায্য পায় নাই। ইহা ছাড়া কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের জন্য পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের তরফ হইতে ভারতবর্ষের উপর চাপও দেওয়া হইয়াছে। ইহার ফলে ১৩৬৯ সালের শেষ দিকে উভয় দেশের মধ্যে মন্ত্রিপর্যায়ে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য ছয়-ছয়টি বৈঠক বসিয়াছিল। এবিষয়ে শেষ বৈঠক হইয়াছিল ১৯৬৩ সালের মে মাসের মাঝামাঝি দিল্লীতে। বলা বাহুল্য, কোন আপস আলোচনার সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় উক্ত বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। ভারতবর্ষের এই বিপদের সুযোগে পাকিস্তান একাধিকবার কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদেও উত্থাপিত করিয়াছে। কিন্তু কোনদিক্ হইতেই কাশ্মীর সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। পাকিস্তানের ভারত বিরোধী নীতি আজ এই পর্যায়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে পাকিস্তান আজ পশ্চিমী শক্তি গোষ্ঠীকে এই বলিয়া শাসাইতেছে যে তাহাদের ভারতসম্পর্কিত কর্মনীতির পরিবর্তন না ঘটিলে পাকিস্তান তাহার নূতন বন্ধু চীনের সহিত যুদ্ধ বিরোধী চুক্তি করিবে এবং সীয়াটো, সেণ্টো প্রভৃতি সামরিক সংস্থার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমী শক্তি জোট হইতে বাহির হইয়া আসিবে।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা : রাজনীতি বা অর্থনীতি কোন দিক হইতেই ১৩৭০ সালটি ভারতের পক্ষে খুব ভাল কাটিয়াছে বলা চলে না। ভারতকে এই বৎসর নিজের ঘর সামলাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ রদ-বদল ঘটিয়াছে। এই সব রদ-বদলের ফল শেষ পর্যন্ত ভাল কি মন্দ হইবে তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। তবে পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর তীব্র চাপে এই ধরনের রদবদল বোধ হয় অপরিহার্য ছিল।

স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণ কোন বহিরাক্রমণের আশঙ্কা করেন নাই। তাই ভারতের দ্রুত শিল্পায়নের উপরই তাঁহারা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন এবং তাহার সামরিক প্রয়োজন বহুলাংশে উপেক্ষিত হইয়াছিল। চীন আক্রমণের প্রথম পর্যায়ে এই ভুলের মাশুলই ভারতকে দিতে হইয়াছিল। এই ভুল সংশোধনে ভারত যখন সচেষ্ট হইয়া উঠিল তখন দেখা গেল যে

বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতসীমান্ত সুরক্ষিত করিতে হইলে ভারতের ব্যয়বহুল সমরসজ্জার প্রয়োজন এবং সে সমরসজ্জার জন্য প্রভূত বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজনের তাড়নায় আমরা আবার বিদেশী রাষ্ট্র-সমূহের দ্বারস্থ হইয়াছি। বৈষয়িক উন্নয়নের জন্য আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি যে সব রাষ্ট্র আমাদিগকে সাহায্য করে, সামরিক সাহায্যের জন্যও আমাদিগকে সেই সব রাষ্ট্রেরই মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে। ভারতবর্ষ প্রথম হইতে বিশ্ব-রাজনীতিতে নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াও গণতান্ত্রিক ভারত একাধিকবার একথা স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছে যে, সে একক প্রয়াসেই এই আক্রমণের মোকাবিলা করিবে এবং এজন্য সে তাহার নিরপেক্ষতার নীতি বর্জন করিবে না। এই নীতির ফলে ভারত হয়ত উপযুক্ত সামরিক সাহায্য পাইবে না, এরূপ সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া ভারতকে স্বাভাবিক ভাবেই তাহার আর্থিক ব্যবস্থার কিছুটা পুনর্বিন্যাস করিতে হইয়াছে। আর্থিক ক্ষেত্রে ভারত যে নীতি গ্রহণ করে তাহা হইল, একই সঙ্গে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করিয়া তোলা এবং বৈষয়িক উন্নয়নের প্রয়াস চালাইয়া যাওয়া। ইহাতে আশানুরূপ বৈদেশিক সাহায্য না পাওয়া গেলেও দেশবাসীদের স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে সে অভাব পূরণ করিতে হইবে। এই স্বার্থত্যাগের আহ্বানে সারা দেশে অভূতপূর্ব সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। প্রতিটি নর-নারী জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে দান করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। দুঃখের বিষয় জনসাধারণের বিপুল ত্যাগ সত্ত্বেও এ পর্যন্ত চীনের হাত হইতে ভারতের হৃত ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। অথচ একই সঙ্গে সমরসজ্জা ও বৈষয়িক উন্নয়নের দাবী মিটাইতে গিয়া সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠিয়াছে এবং ক্রমাগত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আবার ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই যে কর ভার চাপাইয়াছিলেন তাহা জনসাধারণের কাছে সরকারী কর্মনীতিকে বিশেষ অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছিল। বিশেষ করিয়া 'আবশ্যিক সঞ্চয় পরিকল্পনা' সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিশেষ বিক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছিল। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর মাত্র ছয় মাস যাইতে না যাইতেই জন মানসের এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভ তিনটি পার্লামেণ্টারী উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ১৯৬৩ সালের ২১শে মে উত্তর প্রদেশের আমরোহা ও ফরাক্কাবাদ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম ও ডাঃ বি. ভি. কেশকারকে পরাজিত করিয়া যথাক্রমে নির্দলীয় প্রার্থী আচার্য জে. বি. কৃপালনী ও সোস্যালিষ্ট

প্রার্থী ডঃ রামমনোহর লোহিয়া পার্লামেন্টে নির্বাচিত হন। ২৮শে মে রাজকোটের পার্লামেন্টারী আসনের উপনির্বাচনের ফল ঘোষিত হইলে দেখা যায় যে কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী শ্রী মিনু মাসানি নির্বাচিত হইয়াছেন। পর পর এই তিনটি উপনির্বাচনের ফলাফলে কংগ্রেসের উর্দ্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ বিচলিত হইয়া পড়েন। ইহা লইয়া বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই আলোড়ন হইতেই জন্ম নেয় বহু আলোচিত 'কামরাজ পরিকল্পনা'।

॥ কামরাজ পরিকল্পনা ॥

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং বর্তমানে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী কামরাজ নাদার কংগ্রেস রাজনীতিতে নূতন জীবন সঞ্চারের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে কংগ্রেসকে জনচিত্তে পূর্ব গৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলি হইতে কিছু সংখ্যক প্রবীণ কংগ্রেস কর্মীকে পদত্যাগ করিয়া সর্ব সময়ের জন্য সাংগঠনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। তাঁহার এই প্রস্তাব ১৯৬৩ সালের ৮ই আগষ্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১০ই আগষ্ট এই প্রস্তাব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ায় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিকাংশ মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বহু মন্ত্রী স্বেচ্ছায় পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুও পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ ত গৃহীত হয়ই না, বরং তাঁহার উপর প্রয়োজন বোধে মুখ্যমন্ত্রীদের এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ পত্র গ্রহণের দায়িত্ব অর্পিত হয়। কামরাজ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিসভার বহু গুরুত্বপূর্ণ রদ বদল এ পর্যন্ত ঘটিয়াছে।

ইতিমধ্যে কতকগুলি সরকারী ত্রুটি বিচ্যুতি জনসমক্ষে উপস্থাপিত হয়। তাহার মধ্যে একটি হইল দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত একটি কোম্পানীর সহিত যোগসাজসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় খনি ও জ্বালানি মন্ত্রী কে. ডি. মালব্যের পদত্যাগ। তিনি এবং পরাজিত মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম ১৯৬৩ সালের ২৬শে জুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৮ই জুলাই তারিখে আর একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে. সি. রেড্ডি পদত্যাগ করেন। এই সময়ে দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় খাদ্যনীতিও চতুর্দিক হইতে আক্রান্ত হইতে থাকে। এই অবস্থায় প্রধান মন্ত্রীর সহিত মতদ্বৈধের ফলে ভারতের খাদ্য ও

কৃষি মন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল ১৯৬৩ সালের ২রা আগষ্ট পদত্যাগের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। পরে প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি পদত্যাগ পত্র ফিরাইয়া নেন বলিয়া প্রকাশ। ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর চুক্তি লইয়াও কংগ্রেস দলকে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। প্রকাশ যে জাতীয় স্বার্থবিরোধী এই চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রক পূর্বাহ্নে যথোচিত ভাবে প্রধান মন্ত্রীর সহিত শলাপরামর্শ করেন নাই। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি দলের তরফ হইতে ৭ই আগষ্ট ঘোষণা করা হয় যে আলোচ্য চুক্তি সংশোধন করিতে হইবে। এই জাতীয় ঘটনায় একথা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মতৈক্য নাই। অপর দিকে উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, কেরালা প্রভৃতি কতকগুলি রাজ্যে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার মধ্যে দলীয় কলহ লাগিয়াই ছিল। এই সময় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভান গুপ্তের বিরোধী উপদলের কয়েকজন মন্ত্রী ঐ মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিয়া সঙ্কট সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিলেন। মোট কথা, কংগ্রেসের দল উপদলের ক্ষমতালাভের কোন্দলের ফলে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কংগ্রেস ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল এবং তাহারই আংশিক প্রতিফলন দেখা গিয়াছিল আমরোহা, ফরাক্কাবাদ ও রাজকোটের পার্লামেণ্টারি উপনির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পেই কামরাজ পরিকল্পনা উদ্ভাবিত। কামরাজ পরিকল্পনা মূল লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসকে উচ্চদলীয় কলহ হইতে মুক্ত করা, কংগ্রেস-কর্মীদের মধ্যে স্বার্থত্যাগী সেবাব্রত পুনরুজ্জীবিত করা, কেন্দ্র ও প্রদেশগুলিতে দুর্নীতিমুক্ত ক্ষুদ্রতর মন্ত্রিসভা গঠন করা এবং কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার করা। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে কিনা তাহা বিতর্কের বিষয় হইলেও কামরাজ পরিকল্পনার ফলে দেখা গিয়াছে যে দীর্ঘদিন মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মীরা এই আহ্বানে সাড়া দিয়া পদত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কামরাজ পরিকল্পনার ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে যাঁহারা পদত্যাগ করেন তাঁহারা হইলেন—লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মোরারজী দেশাই, এস. কে. পাতিল, জগজীবন রাম, গোপাল রেড্ডী ও কে. এল. শ্রীমালি। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, তাঁহাদের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ভূবনেশ্বর কংগ্রেসে অসুস্থ হইয়া পড়ার পরে তাঁহার কাজের ভার লাঘব করার জন্য লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে পুনরায় মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করা হয়।

রাজ্য মন্ত্রিসভায় রদবদল ঃ কামরাজ পরিকল্পনার ফলে ভারতের সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ পদত্যাগ পত্র পেশ করিলেও প্রধানমন্ত্রী মাত্র ৬ জন মুখ্যমন্ত্রীর

পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। তাঁহারা হইলেন মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদার, উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক, কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিনোদানন্দ ঝা, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবি. এ. মান্দলায়। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ঐইরূপে রাজ্যগুলিতে নূতন দলনেতা নির্বাচন করিয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। উত্তরপ্রদেশে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা। তিনিই ভারতে প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। গুজরাটে অন্তর্দলীয় কলহের ফলে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজীবরাজ মেহ্‌তাকে বিদায় গ্রহণ করিতে হয় এবং তাঁহার স্থলে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন শ্রীবলবন্ত রায় মেহ্‌তা। কামরাজ পরিকল্পনার আর ফল যাহাই হউক না কেন, ইহার ফলে রাজ্যের মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা বহুলাংশে সীমিত হইয়াছে। প্রায় ক্ষেত্রেই মন্ত্রিমণ্ডলের সদস্য সংখ্যা ২০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। যে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণের পদত্যাগ পত্র গৃহীত হয় নাই তাঁহারাও কামরাজ পরিকল্পনার সুযোগে নিজেদের মন্ত্রিসভা ঢালিয়া সাজাইয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রিমণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ৩৪ হইতে কমিয়া বর্তমানে মাত্র ১৬-তে দাঁড়াইয়াছে।

॥ কাশ্মীর সমস্যা ॥

ভারতের রাজনীতিতে আলোচ্য বৎসরে কাশ্মীর সমস্যা খুবই জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারত যখন চীনের আক্রমণে বিপদগ্রস্ত তখন সেই সুযোগ লইয়া কাশ্মীর গ্রাসের পরিকল্পনা করিতেছিল পাকিস্তান। আর পাকিস্তানের এই অন্যায় প্রয়াসে বৃটেন প্রভৃতি পশ্চিমী রাষ্ট্র যে ইন্ধন যোগাইতেছিল তাহাও নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কের সময় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণ স্বেচ্ছায় ভারতে যোগদান করিয়াছে এবং জনগণের এই ইচ্ছানুসারে আলোচ্য বর্ষে কাশ্মীরকে পুরাপুরি ভারতভুক্ত করার প্রশ্ন উঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে চীনের সহিত অশুভ আঁতাতের ফলে বলীয়ান পাকিস্তান এই প্রয়াসে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হয়। এই বৎসর জম্মু ও কাশ্মীরে পাকিস্তানের গুপ্তচরদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়, পাকিস্তানী সৈন্যগণ একাধিকবার কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে, পাকিস্তানী বিমান বহুবার ভারত সীমান্ত অবৈধভাবে অতিক্রম করে, একাধিকবার কাশ্মীরে ভারতীয় বিমান দুর্ঘটনা ঘটে এবং তাহাতে বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ

ভারতীয় সমরনায়ক নিহত হন। ইহা ছাড়া, কাশ্মীর প্রসঙ্গ অকারণে নিরাপত্তা পরিষদে টানিয়া লইয়া পাকিস্তান ভারত-বিরোধী অপপ্রচারও সৃষ্টি করে। একদিকে কাশ্মীর এবং অপরদিকে আসাম সীমান্তে লাটিটিলা-ডুমাবাড়ি এলাকায় অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিয়া পাকিস্তান আলোচ্য বর্ষে এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল যে ইহাতে যে কোন মুহূর্তে উভয় দেশের মধ্যে সামরিক সংঘাত বাধার আশঙ্কা ছিল। পাকিস্তানের নূতন বন্ধু চীনও তাহাই চাহিতেছিল। ভারতের সহিত পাকিস্তানের একটা সংঘর্ষ বাধাইতে পারিলে সেই সুযোগে চীন তাহার কার্যোদ্ধার করিতে পারিত। ভারতের শাসক কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে যথেষ্ট দূরদৃষ্টি এবং সংযমের পরিচয় দেওয়ায় ভারতের সহিত পাকিস্তানের এই বিরোধ সামরিক সংঘর্ষে পরিণত হয় নাই।

কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তান ১৯৬৪ সালের গোড়ায় নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সূত্রপাত করে। পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা, যশোহর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে ভয়াবহ অত্যাচার হইয়াছে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্বপাকিস্তানে এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার উদ্ভব হয়, তাহার মূলে ছিল কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ হইতে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি। পরে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবিভাগের তৎপরতায় এই কেশ উদ্ধার করা হয়। এই কেশ চুরি আদৌ কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা ছিল না। এমন কি এই কেশ চুরির ব্যাপার লইয়া কাশ্মীরে যে বিক্ষোভ ও অশান্তি দেখা দিয়াছিল তাহার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার নামগন্ধ ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে এই সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব লীলার ফলে দলে দলে হিন্দু, খৃস্টান প্রভৃতি পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি রাজ্যে প্রবেশ করিতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নিধনের প্রতিক্রিয়ায় কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের ২।১টি জেলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে কর্তৃপক্ষের দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে তাহা ব্যাপক আকার ধারণ করিতে পারে নাই। রুঢ়কেল্লা, জামসেদপুর প্রভৃতি এলাকাতেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সব স্থানেও শাসক কর্তৃপক্ষের কঠোর ব্যবস্থা ও দ্রুত তৎপরতার ফলে হাঙ্গামা সহজেই প্রশমিত হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সাম্প্রদায়িক বিষ-বৃত্তের অবসান ঘটাইবার জন্য ভারতের প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর নিকট উভয় দেশের অধিবাসীদের প্রতি সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচারের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রেসিডেন্ট

আয়ুব খাঁ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিছুদিন পরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু প্রেসিডেণ্ট আয়ুবের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখিয়া সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়ার আবেদন জানান। তিনি প্রস্তাব করেন যে উভয় দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য উভয় রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক বসা উচিত। পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত এই প্রস্তাবে রাজী হওয়ায় দিল্লীতে প্রথম দফার আলোচনা বৈঠক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পরবর্তী বৈঠক বসিবে পাকিস্তানে। কিন্তু এই আলোচনায় কোন সুফল পাওয়া যাইবে বলিয়া মনে হয় না। বৈঠকের সুরুতেই পাকিস্তান দাবী তুলিয়াছে যে পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইলে ভারত হইতে অবৈধ পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ-কারীদের উচ্ছেদ করা চলিবে না। বলা বাহুল্য, এ দাবী ভারতের পক্ষে মানা সম্ভব নয়। তাহার কারণ এ দুইটি সমস্যা এক নয়। আজ পূর্ব পাকিস্তান হইতে যাহারা নিঃস্ব হইয়া ভারতে চলিয়া আসিতেছে তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাকিস্তানী নাগরিক। অপর পক্ষে, ভারত যাহাদিগকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করিতেছে তাহারা পাকিস্তান হইতে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোক। এইরূপ লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী মুসলমান আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে বাস করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। ইহাদিগকে উচ্ছেদ না করিতে পারিলে ভারত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবার সমূহ আশঙ্কা। অথচ পাকিস্তান জোর গলায় প্রচার করিতেছে যে ভারত যাহাদিগকে অনুপ্রবেশকারী বলিয়া বহিষ্কার করিতেছে তাহারা পাকিস্তানী নহে, ভারতীয় মুসলমান।

কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িক শান্তিভঙ্গ হয় নাই। তবে সেখানে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশচুরি কেন্দ্র করিয়া নূতন রাজনৈতিক নাটকের অবতারণা হইয়াছে। কাশ্মীরে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্তমান, এই সুযোগে তাহা মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার পরিণতি হিসাবে বক্সী গোলাম মহম্মদের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী খাজা সামসুদ্দিনকে বিদায় লইতে হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর দৌত্য ও মধ্যস্থতার ফলে নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন শ্রী জি. এম. সাদিক। ইনি বক্সী গোলাম মহম্মদ অপেক্ষা বেশি উদারপন্থী। ক্ষমতা লাভ করিয়াই তিনি কাশ্মীরের বন্দী জননায়ক সেখ আবদুল্লা ও তাঁহার অনুবর্তীদের মুক্তি দিয়াছেন। পবিত্র কেশচুরির দায়ে যাহাদিগকে ধরা হইয়াছিল তাহাদিগকেও মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

১৩৭০ সাল নানাদিক হইতে ভারতের ইতিহাসে ঘটনাবহুল হইয়া দেখা দিয়াছিল। তাহার মধ্যে কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ এখানে দেওয়া হইল। ১৩৬৯ সালে অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বিপুল করভার সহ যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন তাহা জনচিত্তে অত্যন্ত হতাশার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিশেষ করিয়া তাঁহার আবশ্যিক সঞ্চয় পরিকল্পনা সকল শ্রেণীর নাগরিক কর্তৃক নিন্দিত হয়। শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী অর্থ দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে উহার আংশিক সংশোধন করেন। অতঃপর ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে তিনি উহা একেবারেই তুলিয়া দিয়াছেন।

কংগ্রেস অধিবেশন : ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনও একটি স্মরণীয় ঘটনা। নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের উপর পুনরায় আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। কংগ্রেস যে নূতন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে তাহা সার্থক করিয়া তোলার জন্য আজ কেন্দ্রে ও রাজ্যে শাসন ব্যবস্থাকে পুরাপুরি দুর্নীতিমুক্ত করার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইতেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ একাধিক বার ঘোষণা করিয়াছেন যে তিনি দুই বৎসরের মধ্যে শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করিবেন। এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে শ্রী কে. শান্তনমের সভাপতিত্বে একটি দুর্নীতি অনুসন্ধানকারী কমিটি গঠিত হইয়াছে এবং দুর্নীতি নিরোধকল্পে ইহার সুপারিশসমূহ সরকারের কাছে পেশ করা হইয়াছে। শ্রী এন্. এম. রাওয়ের সভাপতিত্বে একটি স্বাধীন কেন্দ্রীয় প্রহরা কমিশনও (Central vigilance commission) গঠিত হইয়াছে। রাজ্যগুলিতেও অনুরূপ কমিশন গঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিপর্যয় : ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দলে ভাঙন ১৩৭০ সালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চীন আক্রমণের ফলে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল কিভাবে রাশিয়া সমর্থক ও চীন সমর্থক দুইটি উপদলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল সে কথা ১৩৭০ সালের 'বর্ষপঞ্জী'তে আলোচিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন এই দুইটি উপদলের মতান্তর হইলেও তাহাদের চরম বিচ্ছেদ নামিয়া আসে নাই। এবার কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদের বার্ষিক সভায় এই বিচ্ছেদ চরম আকার ধারণ করিয়াছে। চীনাপন্থী বলিয়া পরিচিত নামকরা প্রায় ৩২ জন কম্যুনিষ্ট নেতাকে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিষ্ট নেতা শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহরেকৃষ্ণ

কোঙার, শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত প্রভৃতি এই বহিষ্কৃত নেতৃবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা ভারতরক্ষা আইনে আটক ছিলেন। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে মুক্তি পাইয়া ইহারা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ-কম্যুনিষ্ট পার্টির কর্তৃত্ব দখল করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির রুশ সমর্থক শ্রীডাঙ্গে ও তাঁহার অনুচরদের সহিত সংঘর্ষে ইহাদের পরাজয় ঘটিয়াছে এবং ইহারা কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টির এই আভ্যন্তরীণ দলাদলির ফলে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত পার্টির মুখপত্র দৈনিক 'স্বাধীনতা'র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে।

নাগাল্যাণ্ডের উদ্বোধন ঃ ১৩৭০ সালে ভারতের ১৬তম অঙ্গরাজ্য হিসাবে নাগাল্যাণ্ডের সৃষ্টি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর কোহিমাতে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে নাগাল্যাণ্ড রাজ্যের উদ্বোধন করেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে নাগাল্যাণ্ডের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী পি. শিলুআও-এর রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। নাগাল্যাণ্ডে ইহা নবজীবনের সূত্রপাত হইলেও ফিজোর সমর্থক নাগাদল নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া নাই। পাকিস্তান সরকার-বিরোধী নাগাদলকে অস্ত্রশস্ত্র জোগাইতেছে এরূপ মনে করার কারণ আছে। মাঝে মাঝে সরকারী পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র নাগাবিরোধীদের সংঘর্ষের সংবাদ এখনও পাওয়া যায়। ১৯৬৪ সালে ভারতীয় পার্লামেণ্টে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের ভাষণ হইতে জানা যায় যে ১৯৬৩ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে নাগাবিরোধীদের সহিত সংঘর্ষের ফলে ১০০ বিদ্রোহীনাগা নিহত হইয়াছে এবং ধরাও পড়িয়াছে ১৩৭৯ জন।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শাসন সংস্কার ঃ আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল আলোচ্য বৎসরে ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল মণিপুর, ত্রিপুরা, হিমাচল প্রদেশ ও পণ্ডিচেরীতে জনপ্রিয় শাসন প্রবর্তন। ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই এই কয়েকটি রাজ্যে জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। তৎপর নির্বাচনের মাধ্যমে এই সব রাজ্যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

১৩৭০ সালে এই জাতীয় জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পর্তুগীজ শাসন মুক্ত গোয়া, দমন ও দিউ-এ জনপ্রিয় শাসন প্রবর্তন। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে গোয়া, দমন ও দিউ-এ সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উহার বিবরণ 'দেশবিদেশের নির্বাচন' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৩ সালের ২০শে ডিসেম্বর ৪৫২ বৎসরের পরাধীনতার পর গোয়ায় সর্বপ্রথম জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করে।

নেহরু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবঃ এ বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ভারতীয় লোকসভায় নেহরু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাব উত্থাপন। মূলত আচার্য কৃপালনী ও ডক্টর রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে অকম্যুনিষ্ট বিরোধী দলগুলি কর্তৃক ১৯৬৩ সালের আগষ্ট মাসে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। স্বাধীন ভারতে নেহরু মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ইহাই প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব। এই অনাস্থা প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়।

কাশ্মীরে বিমান দুর্ঘটনাঃ কাশ্মীর এলাকায় একাধিক বিমান দুর্ঘটনায় ভারতের প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যুর কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় প্রথম দুর্ঘটনা ঘটে ১৯৬৩ সালের ২২শে নভেম্বর। এই দিন কাশ্মীরের পুঞ্চ এলাকায় একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় ভারতের ৫ জন প্রথম শ্রেণীর সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন। ২৪শে নভেম্বর কাশ্মীরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি ডাকোটা বিমান নিখোঁজ হয়। পরদিন বানিহাল গিরিবর্ত্মের নিকট এই ধ্বংসপ্রাপ্ত বিমানটি দেখা যায়—এই বিমানের সকল আরোহীই নিহত হইয়াছিলেন। তৃতীয় বিমান দুর্ঘটনা ঘটে ১৯৬৪ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি। এ ক্ষেত্রে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি ইল্যুসিন-১৪ বিমান ১৩ জন আরোহী সহ কাশ্মীরে নিখোঁজ হইয়া যায়। আরোহীদের মধ্যে ছিলেন একজন জেনারেল ও নয় জন ব্রিগেডিয়ার। ভারতসরকার কর্তৃক অস্বীকৃত হইলেও এইসব বিমান দুর্ঘটনার পিছনে পাকিস্তানের ধ্বংসাত্মক কর্মপ্রয়াস জড়িত ছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

নেফা তদন্ত কমিটির রিপোর্টঃ ১৯৬২ সালের অক্টোবর-নবেম্বর মাসে চীনা আক্রমণের মুখে নেফা রণাঙ্গণে ভারতীয় বাহিনী প্রথম পর্যায়ে যেভাবে পর্যদস্ত হইয়াছিল তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য আলোচ্য বৎসরে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারীদের লইয়া একটি নেফা তদন্ত কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই তদন্ত কমিটি যে রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করেন তাহা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই। তবে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রীচ্যবন পার্লামেণ্টে জানান যে স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের পরামর্শ অনুসারে কাজ না করা, ভাল পথঘাটের অভাব এবং পার্বত্য এলাকায় যুদ্ধে অনভ্যস্ত সৈন্য বাহিনীকে হঠাৎ সমতলভূমি হইতে রণাঙ্গণে আনার ফলে এই বিপর্যয় ঘটিয়াছিল। নেফার প্রবল শীতে সৈন্যদের যে ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ থাকা উচিত ছিল তাহার কিছুই তাহাদের ছিল না। ভবিষ্যতে এই ধরনের বিপর্যয় রোধের প্রতিশ্রুতিও শ্রীচ্যবন দেন।

সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ঃ অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৩৭০ সালে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও দৃঢ় করিয়া তোলার প্রয়াস করা হইয়াছে। চীন-ভারত সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধের উপযোগী ৮টি পার্বত্য ডিভিসন গঠনের মঞ্জুরী সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার মধ্যে তিনটি ডিভিসন ইতিমধ্যেই গঠিত হইয়াছে। ভারতের অস্ত্র নির্মাণ কারখানাগুলিতে এখন দিবারাত্র অস্ত্রোৎপাদনের কাজ চলিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় মিগ বিমান নির্মাণের কারখানার পরিকল্পনাও যথারীতি অগ্রসর হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

যুক্ত বিমান মহড়া ঃ আলোচ্য বৎসরে চীনের সম্ভাব্য বিমান আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর অধীনে বৃটিশ ও মার্কিন বিমান বহরের সম্মিলিত মহড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ভারতের মাটিতে। ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে এই মহড়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একটি নূতন নৌঘাঁটির উদ্বোধন করা হইয়াছে।

রকেট উৎক্ষেপণ ঃ মহাজাগতিক রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিশ্বের অন্যান্য প্রগতিশীল রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় প্রয়াসেও এবার উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখা গিয়াছে। ভারতের থুম্বাস্থিত রকেট ঘাঁটি হইতে এ বৎসর সাফল্যের সহিত ক্রমান্বয়ে তিনটি রকেট শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে।

জনকল্যাণ ব্যবস্থা ঃ ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্ট একটি ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনার কার্যক্রম ঘোষণা করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে মজুর শ্রেণীর বিধবা নারীদের, বৃদ্ধ অসক্ত নর-নারীদের, বিকলাঙ্গ অনাথ নর-নারীদের এবং অনাথ শিশুদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করা হইবে। নানাপ্রকার বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও এগুলি নিঃসন্দেহে কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে ভারতের অগ্রগতির পরিচায়ক।

বিয়োগ পঞ্জী ঃ ১৩৭০ সালে ভারতের কয়েকজন সুসন্তানের দেহাবসান ঘটিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন দণ্ডকারণ্য প্রকল্পের চেয়ারম্যান সুদক্ষ প্রশাসক সুকুমার সেন, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র, ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত শিল্পী অসিত কুমার হালদার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী এস. এস. কান্নামওয়ার, সিকিমের মহারাজা তাসি নামগিয়াল প্রভৃতি। ১৩৭১ সালের সুরুতে আততায়ীর গুলিতে ভূটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রী জিগমি দোরজির মৃত্যুও একটি শোচনীয় ঘটনা।

গত এক বৎসর কালের ভারতীয় পরিস্থিতি বিস্তারিত আলোচিত হইল। এখন ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিসহ বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের অবস্থা পর্যালোচনা করা হইবে।

পাকিস্তান

ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী পাকিস্তান। আলোচ্য বর্ষে কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত মিতালী প্রতিষ্ঠা ও বিবিধ চুক্তি সম্পাদন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির উল্লেখযোগ্য বিষয়। উহা কেবলমাত্র পাকিস্তানের পক্ষে নহে, বস্তুতঃ সমগ্র পাশ্চাত্ত্য শক্তি গোষ্ঠীর পক্ষেই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ পাকিস্তান জন্ম হইতেই ইঙ্গ-মার্কিন নীতির একনিষ্ঠ সমর্থক এবং 'সিয়াটো' 'সেণ্টো' প্রভৃতি সামরিক জোটের সদস্য। সুতরাং তাহার পক্ষে অকস্মাৎ কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত হাত মিলানো খুব বিস্ময়কর। অবশ্য, পাকিস্তানের সহজাত ভারত বিদ্বেষ তাহাকে এই কাজে অনুপ্রাণিত করিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্যবর্ষে পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষ চরম বৈরিতার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ১৯৬৩ সালে নেপাল ও সিংহল সফরে গিয়াছিলেন। ঐ সফরের প্রধান লক্ষ্য ছিল তাঁহার ভারত বিরোধী নীতির প্রতি উক্ত রাষ্ট্র দুইটির সমর্থন আদায় করা। আলোচ্য বর্ষে ইরাণের শাহ-এর মধ্যস্থতায় পাক-আফগান কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাখতুনিস্থানের প্রশ্নে কয়েক বৎসর পূর্বে উভয় দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছিল। এই সকল বিষয় এবং পাকিস্তান ঘটিত অন্যান্য বিবরণ এই গ্রন্থের 'পাকিস্তান' শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

নেপাল

ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অন্যতম নেপালের সহিত ভারতের বর্তমান সম্পর্ক মৈত্রীপূর্ণ। ১৩৬৯ সালের শেষের দিকে ভারতের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর দৌত্যে ভারত ও নেপালের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ১৯৬৩ সালে নবেম্বর মাসে নেপাল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তিনি নেপালী জনগণের গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন লাভ করেন। নেপালের রাজা মহেন্দ্র একাধিকবার ভারতে আসেন। ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও নেপালের মধ্যে একটি সাহায্য চুক্তি সম্পন্ন হয়। উহার ফলে ভারত নেপালের বিবিধ পরিকল্পনার সাহায্য হিসাবে নেপালকে ৪০ লক্ষ টাকা দান করে। এই সকল বিষয় উভয় রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান সৌহার্দ্যের প্রতীক।

আলোচ্যবর্ষে রাজা মহেন্দ্র নেপালের 'জাতীয় পঞ্চায়েৎ'-এর উদ্বোধন করেন (১৮ই এপ্রিল, ১৯৬৩)। নেপালের জাতীয় জীবনে ইহার গুরুত্ব সমধিক। ইহা নেপালের আইন পরিষদ। গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে ইহার পরিচয় দান করা

হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ নেপাল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশ

বৈপ্লবিক সরকারের সমাজতান্ত্রিক শাসনের ভারী রথ চাকার নীচে সকল প্রকার ব্যক্তিগত মালিকানাকে দলিত মথিত করিয়া অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ১৯৬৩ সালে দোকানপাটসহ ব্রহ্মদেশের সকল বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে। বার্মা অয়েল কোং, বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও বৈদেশিক বাণিজ্য ইতিপূর্বেই রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। বর্মী জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ-পন্থী রাজনীতিকগণ সমাজতান্ত্রিকতার এই ব্যাপক ও উগ্র রূপ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। বিবিধ ঘটনায় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৬২ সালে যখন নে উইন-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তখন তাহার পিছনে দক্ষিণ-পন্থীদের সমর্থন ছিল। কারণ ঐ সময় শান, কারেন ও কোচীনদের ক্রিয়াকলাপে দেশের সংহতি ধ্বংস হইতে চলিয়াছিল। ঐ ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করাই ছিল সামরিক অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্য। দক্ষিণ-পন্থীরা তখন মনে করিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিয়া নে উইন সরিয়া দাঁড়াইবেন, যেমন করিয়াছিলেন ১৯৬০ সালে। কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইল না। সামরিক সরকার ঘোষণা করিলেন যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ব্রহ্মদেশের পক্ষে উপযুক্ত নহে। তাঁহারা কঠোর হস্তে সমাজতান্ত্রিকতা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের আসন হইতে নির্বাসন দেওয়া হইল। ফোর্ড ফাউণ্ডেশন, এশিয়া ফাউণ্ডেশন, ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কার্য বর্মী ঐতিহ্যের পরিপন্থী—এই অভিযোগে উহাদিগকে বাতিল করা হইল। দক্ষিণ-পন্থীরা এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে।

৯ই আগষ্ট, ১৯৬৩, অকস্মাৎ ব্রহ্মদেশের নয় জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে 'এ্যান্টি ফ্যাসিস্ট পিপলস্ ফ্রিডম লীগ'-এর সভাপতি ও সহ-সভাপতি উ বা স এবং ইউ কীয় নিয়েনও আছেন। সরকারপক্ষ হইতে বলা হয় যে, ধৃত ব্যক্তিগণ গুপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত আলোচনা দ্বারা শান্তি প্রতিষ্ঠায় সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বেসরকারী-মহল হইতে বলা হয় যে, ঐ ব্যক্তিগণ সামরিক সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ হইয়া বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করিতেছিলেন।

১৯৬৩ সালে এপ্রিল মাসে কম্যুনিষ্ট চীনের প্রেসিডেন্ট লিও-শাও চি ব্রহ্মদেশে ৭ দিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়াছিলেন। ২৬শে এপ্রিল তিনি ও জেনারেল

নে উইন যে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন তাহাতে বলা হয় যে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য চীন উভয়পক্ষের মধ্যে যে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব করিয়াছে তাহা ব্রহ্মদেশ সমর্থন করে। ইহা হইতেই ব্রহ্মদেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচ্য বর্ষে ব্রহ্মদেশ চীনের সহিত তাহার সীমান্ত সম্পর্কে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে।

সিংহল

অন্যতম প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহলের সহিত ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক তাঁহার শান্তিকামী ও প্রগতিশীল আদর্শবাদের জন্য বিশ্বের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের সময় তিনিই প্রথম সচেষ্ট হইয়া 'কলম্বো সম্মেলন' অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করেন। এই বিষয় গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে। বর্তমানে তিনি আর একটি বৃহত্তর সম্মেলন অনুষ্ঠানে অগ্রণী হইয়াছেন। ঐ সম্মেলন হইবে 'বেলগ্রেড সম্মেলনের' অনুকরণে বিশ্বের নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলন। এইজন্য তিনি কায়রোতে প্রেসিডেন্ট নাসেরের সহিত আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন। গত মার্চ মাসে কলম্বোতে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈঠক বসিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলন চীন বা পাকিস্তানের মনঃপুত নহে। তাহারা চায় ইহার পরিবর্তে বান্দুং সম্মেলনের মত এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির একটি আঞ্চলিক সম্মেলন। উদ্দেশ্য স্পষ্ট। ঐরূপ একটি আঞ্চলিক সম্মেলনে চীন তাহার তাবেদার রাষ্ট্রগুলিসহ উপস্থিত থাকিবে এবং পাকিস্তানও উহাতে যোগদান করিবে। উহাতে এই দুইটি রাষ্ট্র প্রাণ ভরিয়া তাহাদের ভারত বিদ্বেষ প্রচার করিতে পারিবে। কিন্তু নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনে চীন ও পাকিস্তান উপস্থিত হওয়ারই সুযোগ পাইবে না, কারণ তাহারা নিরপেক্ষ নহে। তাই বান্দুং ধরণের সম্মেলনের জন্য এত আগ্রহ। সম্প্রতি চীন এই দাবী উত্থাপন করিয়াছে যে এশিয়া আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়ার উপস্থিত থাকার অধিকার নাই। কারণ তাহার মতে রাশিয়া ইউরোপের রাষ্ট্র। সোভিয়েট রাশিয়া সঙ্গে সঙ্গেই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছে যে তাহার বৃহত্তর অংশ এশিয়াতে অবস্থিত। সুতরাং অন্যতম এশীয় রাষ্ট্র হিসাবে আলোচ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে।

আলোচ্য বৎসরে অর্থাৎ ১৩৭০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ এবং চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই উভয়েই সিংহল পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

আয়ুব খাঁ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভারত বিদ্বেষের কাওয়ালী গাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু আসর জমাইতে পারেন নাই। তিনি খোলাখুলি ভাবে প্রস্তাবিত নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলনের সমালোচনা করেন। ভারতের নিরপেক্ষতার প্রতিও তিনি কটাক্ষ করেন। কিন্তু তিনি সিংহলী জনচিত্তে বিশেষ কোন দাগ কাটিতে পারেন নাই।

বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি সিংহল সরকারের একটি নির্দেশ বিশেষ স্মরণীয়। যে সকল রাষ্ট্রের সহিত সিংহল কূটনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ তাহাদের যে কোন একটির বিরুদ্ধে অন্য আর একটি রাষ্ট্র যেন সিংহলে কোনরূপ অশোভন প্রচার কার্যে না নামেন এই মর্মে স্থানীয় রাষ্ট্রদূতগণকে নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, কলম্বোয় পাকিস্তানী দূতাবাসকে সংযত করার জন্যই এই নির্দেশের প্রয়োজন হয়। উক্ত দূতাবাস ভারতের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত প্রচারকার্য চালাইতেছিল।

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু জন্ম লগ্নেই তাহাকে ইন্দোনেশিয়ার সহিত দ্বৈরথ সমরে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। ১৩৭০ সালের বর্ষপঞ্জীতে মালয়েশিয়া গঠনের উদ্যোগ পর্বের পরিচয় দান করা হইয়াছিল। সিঙ্গাপুর গণভোটের মাধ্যমে মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে (২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৬২)। ব্রুণী, সারাওয়াক এবং উত্তর বোর্ণিওর জনমতও মালয়েশিয়া গঠনের অনুকূল বলিয়া জানা যায়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট ৫টি রাষ্ট্র, অর্থাৎ মালয়, সিঙ্গাপুর ব্রুণী, সারাওয়াক ও উত্তর বোর্ণিওর প্রতিনিধিগণ ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে মার্লবোরা হাউসে এক সম্মেলনে মিলিত হন প্রয়োজনীয় দলিল স্বাক্ষরের জন্য। ৯ই জুলাই, ১৯৬৩, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মর্যাদার প্রশ্নে ব্রুণীর সুলতান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দান করেন নাই। ব্রুণী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহার তৈল সম্পদ বিশাল। স্থির হয় যে, মালয়েশিয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হইবে ৩১শে আগষ্ট, ১৯৬৩।

ইতিমধ্যে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় মালয়েশিয়া উদ্বোধনের তারিখ ১৫ দিন পিছাইয়া যায়। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ প্রথম হইতেই মালয়েশিয়া গঠনের প্রস্তাবটি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি এই পরিকল্পনার মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অটুট রাখার একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আসিতেছিলেন। প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ দোসর হিসাবে পান ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্ট ম্যাকাপাগলকে। মালয়েশিয়ার প্রতি প্রেসিডেণ্ট ম্যাকাপাগলের

বিরোধিতা অন্য স্বতন্ত্র কারণে। উত্তর বোর্ণিওর অঞ্চল বিশেষের উপর তিনি ফিলিপাইনের দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরোধিতা দূর করার জন্য প্রস্তাবিত মালয়েশিয়ার নেতৃবর্গ উদ্যোগী হন। তাহার ফলে মালয়, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণ ১৯৬৩ সালের জুন মাসে ম্যানিলায় এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে অন্যান্য সিদ্ধান্তের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, জুলাই মাসে ম্যানিলায় সংশ্লিষ্ট তিনটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ বৈঠকে মিলিত হইবেন। তদনুসারে ১৯৬৩ সালে জুলাই মাসের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ, প্রেসিডেন্ট ম্যাকাপাগল ও মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেঙ্কু আবদুল রহমান ম্যানিলায় শীর্ষবৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে তিন পক্ষই আপসমূলক মনোভাব প্রদর্শন করেন। টেঙ্কু আবদুল রহমান মালয়েশিয়ার প্রশ্নে জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্টের তত্ত্বাবধানে সারাওয়াকের জনমত নির্ধারণ করিতে সম্মত হন। প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ উত্তর বোর্ণিওতে গণভোটের দাবী পরিত্যাগ করেন। পক্ষান্তরে তিনি এই ব্যবস্থা মানিয়া লন যে, মালয়েশিয়া সম্পর্কে এই রাজ্যের মনোভাব কি তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল। তদন্তের সময় তিন পক্ষের প্রতিনিধিগণ পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন। উত্তর বোর্ণিওর যে সকল অঞ্চলের উপর ফিলিপাইনের দাবী আছে তাহা মালয়েশিয়া গঠনের পরও উত্থাপন করা যাইবে বলিয়া স্থির হয়। ম্যানিলা শীর্ষ বৈঠকের ফলে মালয়েশিয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের তারিখ কিছুটা পিছাইয়া যায়। কারণ সারাওয়াক ও উত্তর বোর্ণিওর জনমত সম্পর্কে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেলের রিপোর্ট পাইতে বিলম্ব হয়। যাহা হোক, সেক্রেটারী জেনারেল কর্তৃক নিয়োজিত প্রতিনিধিগণ উপযুক্ত তদন্তের পর ঘোষণা করেন যে, সারাওয়াক ও উত্তর বোর্ণিওর অধিকাংশ অধিবাসী মালয়েশিয়া ফেডারেশনে যোগদানের পক্ষপাতী।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালয়েশিয়া জন্মগ্রহণ করে। আপাততঃ মালয়, সিঙ্গাপুর, সারাওয়াক ও সাবা (উঃ বোর্ণিও) এই যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়াছে ; ইহার অধিবাসী সংখ্যা এককোটি। টেঙ্কু আবদুল রহমান ইহার প্রধানমন্ত্রী এবং কুয়ালালামপুরে ইহার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মালয়েশিয়া প্রতিষ্ঠার ঘোষণার সহিত যুগপৎ প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণের একটি ঘোষণাও প্রকাশিত হয়। উহাতে তিনি মালয়েশিয়ার প্রতি গভীর বিদ্বেষ এবং উহাকে ধ্বংস করার সাধু সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। তাঁহার বিদ্বেষের কারণ হিসাবে তিনি বলেন যে, ম্যানিলা শীর্ষ বৈঠকে সারাওয়াক ও সাবায় যে ভাবে

জনমত নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল তাহা ঠিকমত পালন করা হয় নাই। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অত্যুগ্র মালয়েশিয়া বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ব্রিটিশ দূতাবাসটি অগ্নিসংযোগের ফলে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি ইন্দোনেশিয়ার ব্রিটিশ কলকারখানাগুলি অধিকার করিতে থাকে। এদিকে মালয়ের অধিবাসীরাও নিষ্ক্রিয় থাকে না। তাহারাও প্রচণ্ড বিক্ষোভের পথে ইহার উত্তর দান করে। কুয়ালামপুরে ইন্দোনেশিয়ার দূতাবাসটির গুরুতর ক্ষতিসাধন করা হয় এবং ক্রধোন্মত্ত জনতা প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণের চিত্র দাহ করে। মালয় অবিলম্বে ইন্দোনেশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ম্যানিলা হইতেও মালয় তাহার রাষ্ট্রদূতকে ফিরাইয়া আনে। ইহার কারণ হিসাবে বলা হয় যে, ফিলিপাইন সরকার কুয়ালালামপুরে তাহাদের 'এমবাসীকে' 'কনসালেটের' পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য এই যে, মালয়কে তাহারা ইতিপূর্বে যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন এখন নবজাত রাষ্ট্র মালয়েশিয়াকে তাহারা তাহা দিতে প্রস্তুত নহেন। প্রথম তাণ্ডবের পরে উভয়পক্ষই কিছুটা সংযত হইয়াছে কিন্তু মূল সমস্যার কোন পরিবর্তন হয় নাই। পরবর্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বহু জনসভায় প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার জাতক্রোধ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং মালয়েশিয়া ধ্বংসের মহৎ ব্রতে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য ইন্দোনেশীয় যুবকদের প্রতিউদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম

১৩৭০ সালে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উপর দিয়া প্রচণ্ড বিক্ষোভ, সীমাহীন অশান্তি ও একাধিক রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। এই বিপ্লবের ঝড়ে স্বৈরাচারী প্রেসিডেন্ট নো দিন এম ও তাঁহার ভাই নু নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রেসিডেন্ট এম-এর অপরিণামদর্শী নীতিই আলোচ্য অশান্তি ও বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল। নো দিন এম ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; মার্কিনী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে তাঁহার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ১৯৫৪ সালে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিলে সম্রাট বাও দাই কর্তৃক তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই নো দিন এম ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সম্রাটকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বহস্তে শাসনদণ্ড তুলিয়া লন। সম্রাট বাও দাই ১৯৫৪ সাল হইতেই ফ্রান্সে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে এক গণভোটের প্রহসনের মাধ্যমে মিঃ এম দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সাধারণতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করেন (২৩শে অক্টোবর,

১৯৫৪) এবং নিজে একাধারে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। বাওদাই উদ্বাস্তু সম্রাটে পরিণত হইলেন। নো দিন এম-এর ক্ষমতালাভের পশ্চাতে ছিল আমেরিকার সক্রিয় সমর্থন। এম তাঁহার তীব্র কম্যুনিষ্ট বিরোধী মনোভাবের জন্য আমেরিকার তদানীন্তন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ডালেসের পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই অবাধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু পরবর্তী ৯ বৎসরে তাঁহার শাসননীতির ব্যর্থতা ফুটিয়া ওঠে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। প্রেসিডেন্ট এম তাঁহার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য দেশবাসীর এই বিরাট অংশের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন নাই। দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁহার শাসনব্যবস্থায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। এই বিক্ষোভ চরমে ওঠে ৮ই মে, ১৯৬৩, ভিয়েৎনামের প্রাচীন রাজধানী হিউ-তে বৌদ্ধদের এক শোভাযাত্রার উপর সৈন্যদের গুলিবর্ষণে ৯ ব্যক্তির মৃত্যুতে। ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি উপলক্ষে হিউতে বৌদ্ধদের ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেন্ট এম-এর এক ভাই নো দিন থুকু ছিলেন হিউ-এর আর্চবিশপ। বৌদ্ধগণ বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে নানাভাবে তাহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে থাকে এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। এই প্রসঙ্গে কতিপয় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণের ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১১ই জুন, ১৯৬৩, দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের রাজধানী সায়গনের রাজপথে সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন; অতঃপর পর পর আরও কয়েকটি অনুরূপ ঘটনা ঘটে। ইহার পর এম সরকারের দমননীতি অত্যন্ত উগ্র হইয়া ওঠে। ২১শে আগষ্ট, ১৯৬৩, সমগ্র দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে সামরিক আইন এবং সায়গনে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। সেনাবাহিনীকে যে কোন স্থান তল্লাসী এবং যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করার অবাধ ক্ষমতা দেওয়া হয়। এক বিবৃতি মারফৎ প্রেসিডেন্ট এম ঘোষণা করেন যে, দেশে শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সৈন্যদলকে যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। সৈন্যদল এই নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিল সন্দেহ নাই। প্রায় এক সপ্তাহকাল ধরিয়া সায়গনে চলে বিভীষিকার রাজত্ব। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদিগকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হইতে থাকে; বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু হতাহত হন এবং কয়েকটি প্যাগোডা ভস্মীভূত হয়।

এই বৌদ্ধ দলনের প্রতিবাদে দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদূত ত্রান ভান চুং পদত্যাগ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এই ভদ্রলোক প্রেসিডেন্ট এম-এর ভ্রাতৃবধূ ম্যাডাম নু-র পিতা। প্রেসিডেন্ট-এর উপর ম্যাডাম নু'র

প্রভাব ছিল অপরিসীম এবং প্রশাসনিক ব্যাপারেও তাহা প্রতিফলিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভূ ভ্যান মাউও পদত্যাগ করেন। দেশব্যাপী এই অশান্তির মধ্যে দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এখানে উহার ফলাফল আলোচনা করা নিরর্থক। তবে, প্রেসিডেন্টের ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূ ও শ্রীমতী নু উভয়েই নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

২রা নবেম্বর, ১৯৬৩, আসে প্রেসিডেন্ট নো দিন এম-এর জীবনের চরম মুহূর্ত। ঐদিন সামরিক বিপ্লবের ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও বিদ্রোহীদের হাতে বন্দী হন। এই বিপ্লবের নেতৃত্ব করেন জেনারেল ডুয়ং ভ্যান মিন্। প্রেসিডেন্টের সহিত তাঁহার ভ্রাতা নুও বন্দী হন। অতঃপর তাঁহাদের উভয়েরই মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করা হয়। মৃত্যু কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে স্পষ্ট করিয়া কিছু জানা যায় নাই। কোন কোন সূত্র হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা আত্মহত্যা করিয়াছেন; আবার কোন কোন্ সংবাদে বলা হয় যে বিদ্রোহীদের হাতেই তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিদ্রোহীরা অবিলম্বে বন্দী ছাত্র, শিক্ষক ও বৌদ্ধদের মুক্তি দেয়। অস্থায়ী সংবিধান ঘোষণা করা হয়। উক্ত সংবিধান অনুসারে জেনারেল ডুয়ং ভ্যান মিন সামরিক বিপ্লবীপরিষদের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেন। সামরিক বিপ্লবী পরিষদের হাতেই থাকিবে আইন প্রণয়ন ও দেশ শাসনের ক্ষমতা।

নবেম্বর বিপ্লবের পরে যখন দেশের অবস্থা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছিল তখন দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে অকস্মাৎ আর একটি বিপ্লব ঘটে। তবে, উহা রক্তপাতহীন। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৪, জেনারেল নগুয়েন খান এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা ক্ষমতা হস্তগত করেন। তিনি বলেন এই ব্যবস্থার দ্বারা সামরিক কমিটি হইতে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগকে অপসারণ করা হইয়াছে মাত্র। তাঁহার মতে ডুয়ং ভ্যান মিনের কোন কোন্ সহযোগী ভিয়েৎ কং গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে ইচ্ছুক ছিল না।

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিতে এবার বড় রকমের কোন বিপ্লব বা সামরিক অভ্যুত্থান না ঘটিলেও ছোট খাট সংঘর্ষ ও অশান্তির অভাব হয় নাই। ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি ছিল অশান্তি ও উৎপাতের প্রধান কেন্দ্র। ইরাক ও সিরিয়ার অশান্তি ছিল পুরাপুরি রাজনৈতিক, কিন্তু ইরাণের হাঙ্গামার পিছনে ছিল নানা কায়েমি স্বার্থের চক্রান্ত। ১৩৭০ সালের গোড়ার দিকে মিশর, ইরাক ও সিরিয়া মিলিত হইয়া 'আরব ফেডারেশন' গঠনের এক পরিকল্পনা স্থির করিয়াছিল।

কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর ফলে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে নাই। নিম্নে এই বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

আরব ফেডারেশন: ১৭ই এপ্রিল, ১৯৬৩, কায়রোতে মিশর, ইরাক ও সিরিয়াকে লইয়া 'যুক্ত আরব ফেডারেশন' গঠনের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের, ইরাকের প্রধানমন্ত্রী ব্রিগেডিয়ার হাসান বাকের এবং সিরিয়ার বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেনারেল লুই অ্যতাসি ঐ চুক্তিতে নিজ নিজ দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন। স্থির হয় দুইটি পরিষদ লইয়া ফেডারেল এ্যাসেমবলী গঠিত হইবে। তিন জন অঞ্চলিক ভাইসপ্রেসিডেন্ট থাকিবেন এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইবেন। কায়রো হইবে ফেডারেশনের রাজধানী। তিনটি রাজ্যে গণভোট গ্রহণের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে ফেডারেশনের উদ্বোধন হইবে। ভবিষ্যতে নূতন রাজ্য এই ফেডারেশনে যোগদান করিতে পারিবে। কিন্তু ইরাক ও সিরিয়ার বাথ সোস্যালিষ্ট পার্টির কার্যকলাপের ফলে এই চুক্তি এখন পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই।

ইরাক: ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে কায়রোতে আরব ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে যে বৈঠক হয় তাহাতে স্থির হয় যে বাথ সোশ্যালিষ্ট পার্টি নিজের অখণ্ড প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হইতে বিরত থাকিবে। সকল জাতীয়তাবাদী দল লইয়া ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করা হইবে এবং নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত এই ফ্রন্টের হাতেই প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু ইরাক ও সিরিয়ার বাথ পার্টির নেতৃগণ এই প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। তাহারা সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করিতে থাকেন। নবেম্বর মাসের মধ্যভাগে বাগদাদে বাথ সোস্যালিষ্ট পার্টির ১৮ দিন ব্যাপী অধিবেশন হয়। তাহাতে ইরাক, সিরিয়া ও মিশরকে লইয়া ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবের বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই সম্পর্কে বাথ পার্টির মধ্যেই ছিল বিরোধ। শীঘ্রই তাহা বিদ্রোহের আকারে ফাটিয়া পড়ে। ১৩ই নবেম্বর, ১৯৬৩, বাগদাদে এক সামরিক অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার কথা প্রকাশিত হয়। বাগদাদ কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগ হারায় এবং ওখানে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইরাকের সহকারী প্রধানমন্ত্রী সালে এল. সাদি ক্ষমতাচ্যুত হইয়া দেশত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন নাসের বিরোধী এবং আরব ফেডারেশন গঠনের বিপক্ষে। পক্ষান্তরে ইরাকের প্রেসিডেন্ট আবদেশ সালেম আরিফ নাসেরের গভীর অনুরাগী। তাঁহারই প্রেরণায় আলোচ্য বিদ্রোহ ঘটে।

সিরিয়া: সিরিয়াতে ছিল বাথ পার্টি ও ইউনিয়নিষ্ট পার্টির মধ্যে কোয়ালিশন। কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিরোধ সুরু হয় ও নাসেরপন্থী ইউনিয়নিষ্ট

পার্টির ৬ জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। ফলে দেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাথ পার্টির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অকস্মাৎ ১৮ই জুলাই সিরিয়ার কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, একটি বেসামরিকদল পদচ্যুত সামরিক কর্মচারীদের সাহায্যে জাতীয় বিপ্লব পরিষদকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাহাদের বিদ্রোহের প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হয়। এই ঘটনার জের ধরিয়া পরবর্তী ৩ দিনে ৩০ জনকে ফাঁসী দেওয়া হয় এবং শত শত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকার পক্ষ ঘোষণা করেন যে পরিকল্পিত বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল নাসেরপন্থীদের ষড়যন্ত্র। এরূপ অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে নাসেরপন্থীদিগকে জব্দ করার জন্য ইহা বাম পার্টি নেতাদের কারসাজি।

ইরাণঃ ইরাণে ৪ঠা জুন, ১৯৬৩, প্রচণ্ড সরকারবিরোধী দাঙ্গাহাঙ্গামা সুরু হয়। হাঙ্গামায় নেতৃত্ব করেন শিয়া নেতা আয়াতল্লা খোমিনি। এই হিংস্র অভিযানের উপলক্ষ্য ছিল সরকারের স্ত্রী স্বাধীনতা ও ভূমিসংস্কার নীতি। আলোচ্য বর্ষে ইরাণে যে সাধারণ নির্বাচন হইয়াছে তাহাতে দেশের নারিগণ ভোটাধিকার ও নির্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার লাভ করিয়াছেন, কতিপয় নারী নির্বাচিতও হইয়াছেন ('দেশ বিদেশের নির্বাচন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। আর সরকারী ভূমি সংস্কারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে বড় বড় জমিদারগণ। প্রত্যেক জমিদারকে একখানা মাত্র গ্রাম তাহার অধিকারে রাখিয়া বাকি জমি সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। মধ্যবিত্ত বা কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ ইহার দ্বারা ব্যাহত হইবে না। সুতরাং এই আন্দোলনের সহিত তাহাদের কোন সংযোগ থাকার সম্ভাবনা নাই। কায়েমী স্বার্থবাদীদের চক্রান্তেই এই হাঙ্গামা ঘটে।

সাইপ্রাস

আলোচ্যবর্ষে সাইপ্রাসের সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ভয়াবহ হইয়া অন্যতম আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হয়। এই ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপটি দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৬ জন তুর্কী, বাকি সবাই গ্রীক। সাইপ্রাস ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে। যখন গ্রীকদের তরফ হইতে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবী অপ্রতিরোধ্য হইয়া ওঠে, তখন সাইপ্রাসেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাহাদের অভ্যস্ত খেলা খেলিতে সুরু করে। সংখ্যালঘু তুর্কীদের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে তাহারা সাইপ্রাসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা আমদানি করে। সাইপ্রাসের বর্ত্তমান অশান্তি এই বিষবৃক্ষের ফল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধিতে থাকে। তাহারা গ্রীসের সহিত সাইপ্রাসের সংযুক্তির দাবী তোলে। তাহাদের এই আন্দোলন 'এনোসিস' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর গ্রীকদের আন্দোলন আরও তীব্র ও প্রবল হইয়া ওঠে। একটি বিশেষ ঘটনায় এই আন্দোলন সহিংস বিক্ষোভের পথে পা বাড়ায়। সুয়েজ খালের কর্তৃত্ব ইংরাজদের হাতছাড়া হওয়ার পর তাহারা মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ নৌঘাটি স্থাপনের স্থান হিসাবে সাইপ্রাসকে বাছিয়া লয়। সুয়েজ অঞ্চল হইতে ১৯৫৪ সালে তাহারা সাইপ্রাসে সৈন্য স্থানান্তরিত করিতে থাকে। গ্রীকরা দেখিল ব্রিটিশ শক্তি তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ার পরিবর্তে সাইপ্রাসে আরও শক্ত হইয়া বসিবার আয়োজন করিতেছে। এই অবস্থায় তাহারা মরিয়া হইয়া হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে। ১লা এপ্রিল, ১৯৫৫, সমগ্র দ্বীপে যুগপৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের দ্বারা বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্বোধন করা হয়। ইংরাজ কর্তৃপক্ষ গ্রীকদের নেতা আর্চবিশপ ম্যাকারিওকে নির্বাসিত করেন, অথচ তিনি সহিংস বিক্ষোভ বন্ধ করার জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরবর্তী ৪ বৎসর ধরিয়া চলে ভয়ঙ্কর অশান্তি। বহু রক্ত ক্ষরিত হয়, বহু নরনারী শহীদ হয়। অবশেষে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে রাজী হন ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে মীমাংসা হয়। মীমাংসার শর্তানুসারে স্থির হয় যে—(১) গ্রীকরা 'এনোসিস' আন্দোলন ত্যাগ করিবে, (২) সাইপ্রাসে ব্রিটিশ ঘাটি থাকিবে এবং (৩) সংখ্যালঘু তুর্কীদের স্বার্থরক্ষা করা হইবে। তৃতীয় বিষয়টিই সাইপ্রাসের স্বাধীনতার পক্ষে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তুর্কীদের স্বার্থরক্ষা করিতে যাইয়া সংবিধানে তাহাদিগকে অযৌক্তিক প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যেমন, তুর্কীরা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬% হইলেও আইনসভায় তাহাদের জন্য ৩০% আসন এবং পুলিশ, সামরিক ও সরকারী চাকুরী ৪০% সংরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। পররাষ্ট্র ও আর্থিক বিষয়ে তুর্কীদের সম্মতি ব্যতীত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারিবে না। গ্রীকগণ বাধ্য হইয়া এই অন্যায় দাবী মানিয়া লয়; অন্যথায় ইংরাজ শাসক দেশ বিভাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তুর্কীরা পদে পদে বাধার সৃষ্টি করায় সুষ্ঠু প্রশাসন চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। বর্তমান গোলযোগের পটভূমি ইহাই।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে সাইপ্রাসে তুর্কী ও গ্রীক সম্প্রদায়ের মধ্যে হাঙ্গামা বাধে। দেখিতে দেখিতে উহা এত ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে যে, উহাকে ছোট খাট যুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উভয়পক্ষ অবাধে মেসিনগান ও বিস্ফোরক পদার্থ ব্যবহার করিতে থাকে। ২৬শে ডিসেম্বর

সাইপ্রাস নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ করে যে, তুরস্ক সাইপ্রাসের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। গত দুই দিন যাবৎ তুরস্কের সামরিক বিমান নিকোসিয়ার আকাশে অত্যন্ত নীচু দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল।

১৯৬৪ সালের প্রারম্ভে লণ্ডনে সাইপ্রাস সমস্যার মীমাংসা কল্পে সম্মেলন সুরু হয়। কিন্তু উহাতে উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য লাভ হয় নাই। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তি বাহিনী সাইপ্রাসে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের মেজর জেনারেল গিয়ানি উক্ত বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা ভারতের পক্ষে শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। সাইপ্রাসের গ্রীক অধিবাসিগণ মেঃ জেঃ গিয়ানিকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সমর্থন জানাইয়াছে, কিন্তু তুর্কী সম্প্রদায় অধিনায়কের পদে একজন ভারতীয় নিযুক্ত হওয়ায় খুব খুসী হয় নাই। তাহারা একজন ব্রিটিশ অফিসারকে নিয়োগের দাবী তুলিয়াছিল। যাহাহোক, সম্প্রতি সাইপ্রাসের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্ত। কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান কিভাবে হইবে সে বিষয়ে কোন আলোকপাত হয় নাই।

আণবিক পরীক্ষা আংশিক বন্ধের চুক্তি

১৯৬৩ সালের ৫ই আগষ্ট তারিখটি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ দিনটিতেই বিশ্বের দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠী তাহাদের দীর্ঘকালের বৈরিতা ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি মৈত্রীর হস্ত প্রসারিত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন আলোচ্য তারিখে মস্কোতে মিলিত হইয়া আণবিক পরীক্ষা আংশিক বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে এই প্রসঙ্গ আলোচনাক্রমে লিখা হইয়াছিল যে, আন্তর্জাতিক তদারকী ব্যবস্থার বিষয়টিই চুক্তি স্বাক্ষরের পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। সুখের বিষয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ একটা মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন। মার্কিনী পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডীন রাস্ক, ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড হিউম (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী) ও সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী আঁদ্রেই গ্রোমিকো নিজ নিজ রাষ্ট্রের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী ক্রুশ্চেভ ও নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। চুক্তি কার্যকরী হয় ১০ই অক্টোবর, ১৯৬৩, হইতে। এপর্যন্ত বিশ্বের শতাধিক রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দান করিয়া আণবিক যুদ্ধের প্রতি তাহাদের গভীর ঘৃণা ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় চীন ও ফ্রান্স চূড়ান্তভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে, তাহারা এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে না। পশ্চিম জার্মানীও আপাততঃ ইহাতে স্বাক্ষর

দান করিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। তথাপি ইহা একটি বিরাট সাফল্য। কারণ পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্র আলোচ্য চুক্তি অনুমোদনের ফলে যে নৈতিক শক্তি গড়িয়া উঠিবে, ফ্রান্স বা চীনের ক্ষমতা নাই যে তাহারা উহার বিরুদ্ধাচরণ করে। যদি করে তবে তাহা নিজের পক্ষেই আত্মঘাতী হইবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ইহা নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি নহে, এমনকি ইহার ফলে আণবিক পরীক্ষাও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যাইবে না। কারণ এই চুক্তির দ্বারা কেবলমাত্র ভূপৃষ্ঠে, বায়ুমণ্ডলে ও জলে আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। ভূগর্ভের বিস্ফোরণ এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে। এই জন্যই ইহাকে 'আংশিক চুক্তি' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। শান্তিকামী মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ ও আণবিক বিস্ফোরণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন। মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার উহাই একমাত্র উপায়।

সোভিয়েট রাশিয়া

শান্তিকামী দুনিয়ার পক্ষে সুখবর প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি শিবিরের মধ্যে বরফ গলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইঙ্গমার্কিন শক্তিজোট ও সোভিয়েট ইউনিয়নএর মধ্যবর্তী উত্তেজনা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে এবং উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিয়াছে। এই সহযোগিতার মনোভাব প্রথম ব্যক্ত হয় মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে 'হটলাইন' নামক টেলিপ্রিণ্টার লাইন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে। কোন জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে যাহাতে দুইটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান অবিলম্বে সরাসরি পরস্পরের সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে 'হটলাইন' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। অতঃপর আণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে দুই পক্ষের ব্যবধান আরও সঙ্কুচিত হইয়াছে। আণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি প্রসঙ্গটি এই প্রবন্ধের অন্যত্র বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আলোচ্য চুক্তির গৌরব বহুলাংশে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভের প্রাপ্য। জেনেভা নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকে উভয় পক্ষে মতানৈক্যের ফলে যখন অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কেবল শ্রীক্রুশ্চেভই হাল না ছাড়িয়া দিয়া বিষয়টিকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। তাই মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে যখন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হইতেছিল তখন সাফল্যের আনন্দে তাঁহাকেই সর্বাধিক উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য ক্রুশ্চেভের আগ্রহ যে কত গভীর এই ঘটনাই তাহার প্রমাণ। আণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তির টেবিলেই তিনি শান্তির দিকে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়ার

প্রস্তাব করেন। তিনি 'ন্যাটো' ও 'ওয়ারশ চুক্তি' গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তিচুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং উক্ত বৈঠকে উপস্থিত মার্কিন ও ব্রিটিশ প্রতিনিধিদ্বয়ের সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করেন। কিন্তু 'ন্যাটো' শক্তিবর্গের সহিত আলোচনা না করিয়া তাঁহাদের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব ছিল না।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩, শ্রীক্রুশ্চেভ পৃথিবীর সকল দেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট যুদ্ধ বর্জনের জন্য একটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। প্রস্তাবটি এইরূপ—(ক) রাষ্ট্রীয় সীমান্ত পরিবর্তনের জন্য অস্ত্রধারণ করা চলিবে না। (খ) রাজনৈতিক সামরিক অর্থনৈতিক বা অন্য কোন কারণে সাময়িকভাবে অন্য রাষ্ট্রের কোন অঞ্চল আক্রমণ বা অধিকার করা চলিবে না। (গ) রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ব্যবস্থার পার্থক্য, কূটনৈতিক স্বীকৃতিদানে অসম্মতি বা কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাব, অথবা অন্য কোন অজুহাতে অন্য রাষ্ট্রের অখণ্ডতা লঙ্ঘন না করার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। (ঘ) পারস্পরিক আলোচনা, মধ্যস্থতা এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্ত অঞ্চলগত বিরোধ মীমাংসার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকিতে হইবে। প্রস্তাবটি গভীরভাবে বিবেচনার যোগ্য। এই প্রস্তাবের উত্তরে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন ২০শে জানুয়ারী, ১৯৬৪, শ্রীক্রুশ্চেভকে একখানি ব্যক্তিগত পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তিনি ব্যাপকতর ভিত্তিতে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের সহিত সোভিয়েট রাশিয়ার বিভেদ যখন হ্রাস পাইতেছে তখন তাহার আপন শিবিরের ফাটল ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, অর্থাৎ চীনের সহিত আদর্শগত বিরোধ বৃদ্ধি পাইতেছে। চীন চায় জঙ্গী বিপ্লবের পথে বিশ্বময় কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে, কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান নীতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। চীনের অভিযোগ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলিয়া রাশিয়া সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। রাশিয়া ভারতকে সাহায্য দান করায় চীন বেসামাল হইয়া পড়িয়াছে। চীনের মতে ভারত সাম্রাজ্যবাদের দালাল, ভারতকে সাহায্য করার অর্থ পরোক্ষে আমেরিকাকে সাহায্য করা। চীনের বৃহত্তম অভিযোগ—১৯৫৭ সালে রাশিয়া চীনকে নমুনা হিসাবে পারমাণবিক বোমা এবং পারমাণবিক তথ্য জ্ঞাপন করার যে চুক্তি করিয়াছিল তাহা ভঙ্গ করে। বর্তমানে উভয়ের আদর্শগত বিরোধ প্রকাশ্য কলহে পরিণত হইয়াছে। উভয়পক্ষ হইতে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগের শেষ নাই। ৫ই জুলাই, ১৯৬৩ মস্কোতে সোভিয়েট ও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যগণ মিলিত হন মীমাংসা করে। কিন্তু দুই পক্ষ বৈঠক চলার পরও উভয়পক্ষ কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে সক্ষম হয় নাই।

আলোচ্য বর্ষে মহাশূন্য বিজয়ের পথে রাশিয়া আরও বহুদূর অগ্রসর হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সোভিয়েট মহিলা ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা মহাকাশ যানে চড়িয়া ৪৯ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন। তিনিই বিশ্বের সর্বপ্রথম মহিলা নভশ্চারী। ১৬ই জুন, ১৯৬৩, তিনি যাত্রা স্থরু করিয়া ৭০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট মহাশূন্যে অবস্থান করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গত একবৎসরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য তাহা হইল প্রেসিডেন্ট কেনেডীর হত্যাকাণ্ড। এই বীভৎস ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সমগ্র বিশ্ব চমকিয়া উঠিয়াছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি মানুষের চোখে নামিয়াছিল অশ্রুর বন্যা। যদিও তাঁহার হত্যার সঠিক কারণ নির্ণয় করা যায় নাই, তথাপি ইহা যে বর্ণবিদ্বেষ-প্রসূত হিংসার ফল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গত একবৎসর ধরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে যে নিগ্রোবিরোধী দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিয়াছিল তিনি তাহা দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহার সহানুভূতি ছিল কাল মানুষগুলির দিকে। অত্যাচারের হাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য তিনি একাধিকবার কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তিনি যে আপসহীন অভিযান স্থরু করিয়াছিলেন তাহার ফলে তিনি শ্বেতকায় অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। আলাবামা, টেক্সাস, মিসিসিপি প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেই তাঁহার উদারনীতি বিশেষ বাধার সম্মুখীন হয়। অবশেষে প্রেসিডেন্ট কেনেডী যখন "সিভিল রাইট বিল" উত্থাপন করেন তখন তাহা বর্ণাভিমানী রক্ষণশীল শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। দক্ষিণী রাজ্যগুলিতে তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস প্রেসিডেন্ট কেনেডীর অবিদিত ছিল না। পরবর্তী নির্বাচনে (যাহা ১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত হইবে) উহার প্রতিক্রিয়া চিন্তা করিয়া তিনি কিছুটা উদ্বিগ্নও হয়তো হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল রাজ্যগুলিতে সফর করিয়া জনসভায় তাহার নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতে মনস্থ করেন। তিনি ২২শে নবেম্বর, ১৯৬৩, টেক্সাস রাজ্যের ডাল্লাসে গিয়াছিলেন একটি সভায় বক্তৃতা-দানের উদ্দেশ্যে। তাঁহাকে লইয়া যখন মোটরগাড়ী গন্তব্যস্থান অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে তখন অকস্মাৎ একটি বন্দুকের গুলি তাহার মাথায় আসিয়া আঘাত করে। ঐ গাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী কেনেডী, ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মিঃ

জন্‌সন্ ও টেক্সাসের গবর্ণরও ছিলেন। পরপর তিনটি গুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, টেক্সাসের গবর্ণরও আহত হন। গুরুতর সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ভাইস্-প্রেসিডেন্ট জন্‌সন্ ঐ দিনই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট-এর কার্যভার গ্রহণ করেন। ২৫শে নবেম্বর আর্লিংটন জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে কেনেডীর মৃতদেহ সমাহিত করা হয়। পৃথিবীর ৬০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাজারাণী ও প্রধানমন্ত্রিগণ কেনেডীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

জন ফিটজারেল্ড কেনেডী ১৯১৭ সালে আমেরিকার এক অতিশয় ধনী ও অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা জোশেফ পি. কেনেডী যে বিশাল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন তাঁহার পরিমাণ ১৭·৫ কোটি ডলার। কেনেডী পরিবার ক্যাথলিক শ্রেণীর খৃষ্টান। কেনেডী মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে স্নাতক হন। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে 'লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স'-এ পড়িবার জন্য বিলাত পাঠান। শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ১৯৪১ সালে মার্কিন নৌবিভাগে যোগদান করেন। জাপানীদের সহিত যুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তাঁহাকে পুরস্কৃত করা হয়। যুদ্ধের পর তিনি কিছুকাল সাংবাদিকতা করেন। সাহিত্যে তাঁহার ছিল বিশেষ নৈপুণ্য। সুসাহিত্য রচনার জন্য তিনি একাধিক পুরস্কার লাভ করেন। শীঘ্রই তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে কেনেডী সর্বপ্রথম 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্'-এ নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৮ ও ১৯৫০ সালে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে তিনি সিনেটের সদস্য নির্বাচিত হন; ১৯৫৮ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে কেনেডী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কেনেডী যুক্তরাষ্ট্রের কনিষ্ঠতম প্রেসিডেন্ট। কেনেডী তাঁহার উদার ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য জগতের মৈত্রী ও শান্তিকামী জনগণের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল গভীর। কেনেডীর হত্যা মানব-ইতিহাসের একটি ঘৃণ্য ও মসীলিপ্ত ঘটনা।

আলোচ্য সময়কালে বর্ণ-বিদ্বেষের উৎকট অভিব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পুনঃপুনঃ নিগ্রোবিরোধী দাঙ্গার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাজ্যে সহজ জীবনযাত্রা ব্যাহত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে আলাবামা সর্বাধিক কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। আলাবামার গভর্নর জর্জ ওয়ালেস স্বয়ং বর্ণ-বৈষম্যমূলক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করায় প্রভূত

উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। আলাবামা রাজ্যের বার্মিংহামে শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ভয়াবহ হইয়া উঠিলে প্রেসিডেন্ট কেনেডী ফেডারেল সৈন্যবাহিনীকে উহা দমন করার আদেশ দেন এবং তদনুসারে উক্ত সৈন্যদল কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু আলাবামার গবর্নর মিঃ জর্জ ওয়ালেস প্রেসিডেন্টের এই কার্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহার মতে প্রেসিডেন্টের এই আদেশ অযৌক্তিক ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বিরোধী। উল্লেখযোগ্য যে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক পরে প্রেসিডেন্টের এই আদেশ বৈধ বলিয়া অনুমোদিত হইয়াছিল। অতঃপর আলাবামায় আরও একটি চাঞ্চল্যকর বর্ণ-বৈষম্যমূলক ঘটনা ঘটে। ঐ রাজ্যের 'টুসকালুসা' বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করিলে তাহা প্রত্যাখ্যান করা হয়। উক্ত ছাত্র-ছাত্রী দুইটি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে আদালত তাহাদিগকে ভর্তির ব্যাপারে কোন বাধা সৃষ্টি না করার নির্দেশ দেন। কিন্তু গবর্ণর ওয়ালেস আবার রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজে উপস্থিত থাকিয়া নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রীকে ভর্তি হইতে বাধা দিবেন। প্রেসিডেন্ট কেনেডী তাঁহাকে অনুরূপ কর্ম হইতে বিরত থাকার আদেশ দেন। ভর্তির দিন গবর্নর তাঁহার পূর্ব ঘোষণা অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপথে গিয়া দাঁড়ান এবং প্রেসিডেন্টের আদেশ অমান্য করিয়া এক দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিগ্রো ছাত্র-ছাত্রী দুইটিকে ভর্তি করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকে প্রস্তুত রাখিতে হইয়াছিল।

মার্কিন-সোভিয়েট সম্পর্ক ঃ ১৯৬৩ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অনেক উন্নত হইয়াছে। পূর্বের উত্তেজনা বহুলাংশে হ্রাস পাইয়া মৈত্রীর একটা পরিবেশ গড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৬৩ সালে জুন মাসে ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে যে 'হটলাইন' টেলীপ্রিন্টার স্থাপিত হয় তাহাতেই মৈত্রীর প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান কোন সঙ্কটের সময় সরাসরি উভয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে উক্ত 'হটলাইন' ব্যবহার করিবেন। ইহার ফলে উত্তেজনা প্রশমিত করিয়া শান্তি অব্যাহত রাখা যাইবে।

অতঃপর আর একটি বৃহৎ ঘটনার ফলে উভয় রাষ্ট্রে মৈত্রীর আবহাওয়া আরও ঘনীভূত হইয়াছে। ১৯৬৩ সালে আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ-যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েট ইউনিয়ন 'আণবিক পরীক্ষা' নিষিদ্ধ করণের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। নিরস্ত্রীকরণের দিকে ইহা একটি বৃহৎ পদক্ষেপ

এবং ইহার ফলে তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির স্নিগ্ধ হাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে।

॥ মার্কিন-পানামা বিরোধ ॥

মার্কিন-পানামা বিরোধ আলোচ্য বৎসরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিউবার পরে পানামার সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সহিত সদ্ভাব রক্ষার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও সতর্ক হওয়া উচিত। পানামার সহিত যে কারণে বিরোধ বাধে তাহা সংক্ষেপে এই :

পানামা খালের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ; সে খালের দুই পাশের ৫ মাইল পর্যন্ত অঞ্চলের চিরস্থায়ী ইজারা গ্রহণ করিয়াছে। তবে, যুক্তরাষ্ট্র খাল অঞ্চলে পানামার সার্বভৌমত্ব মানিয়া লইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তির শর্তানুসারে খাল অঞ্চলে উভয় রাষ্ট্রের পতাকা উত্তোলন করার নিয়ম। কিন্তু সংবাদে প্রকাশ ৯ই জানুয়ারী, ১৯৬৪, কেবলমাত্র মার্কিন পতাকা উঠান হইয়াছিল। পানামার ছাত্রমণ্ডলী উহাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া খাল এলাকায় মিলিত হইয়া হাঙ্গামা করিতে থাকে। মার্কিন সৈন্য তাহাদিগকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিলে উভয়পক্ষে সংঘর্ষ সুরু হয়। এই ঘটনায় বহুলোক হতাহত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই পানামার প্রেসিডেণ্ট চিয়ারী ঘোষণা করেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত পানামার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে এবং তাঁহারা মার্কিন রাষ্ট্রসংস্থায় (Organisation of American States) যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছেন। মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট জনসন টেলিফোনে পানামার প্রেসিডেণ্টের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়া শান্তি প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেন। রাষ্ট্রপুঞ্জও শান্তির জন্য উভয়পক্ষের নিকট আবেদন জানান। ফলে অশান্তির আগুন আর বেশীদূর ছড়াইতে পারে নাই ; কিন্তু রাষ্ট্রসংঘে পানামার প্রতিনিধি বলিয়াছেন যে, খাল অঞ্চলকে হয় রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে হইবে অথবা আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে আনিতে হইবে। প্রেসিডেণ্ট চিয়ারীও বলিয়াছেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতদিন খাল সম্পর্কে নূতন চুক্তি করিতে সম্মত না হইবে ততদিন তাহার সহিত পানামার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইবে না।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য

১৯৬৩ সালের ব্রিটিশ রাজনীতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হইল মন্ত্রিসভার পরিবর্তন। ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহারল্ড ম্যাক্‌মিলান ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য পদত্যাগ করেন ও লর্ড হিউম নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই পরিবর্তন

ঘটে ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে। ১০ই অক্টোবর, ১৯৬৩, হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌মিলানের দেহে একটি বড় রকমের অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারের ফলে তাঁহার অবস্থার কোন অবনতি ঘটে না। কিন্তু তিনি ঐ দিনই ঘোষণা করেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরিচালনার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কারণ স্বাস্থ্যই তাঁহার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। আরোগ্য লাভের পরও বেশ কিছুদিন তাঁহাকে পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইবে। ঠিক ঐ সময়ে লণ্ডনে রক্ষণশীল দলের কর্ম পরিষদের বৈঠক চলিতেছিল। শ্রীম্যাক্‌মিলানের আকস্মিক বিবৃতিতে উক্ত বৈঠকে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অতঃপর সুরু হয় নূতন নেতা নির্বাচনের পালা। দেখা যায়, বেশ কয়েকজন প্রার্থী আসরে হাজির। যেমন, শ্রীআর. এ. বাটলার, লর্ড হেইলসাম, রেজিনাল্ড মডলিং, লর্ড হিউম ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবাটলারের সম্ভাবনাই খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীম্যাক্‌মিলানের অনুপস্থিতিকালে শ্রীবাটলার অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর কাজ করিতেছিলেন। বাটলারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন লর্ড হেইলসাম। সম্ভাব্য নেতার তালিকায় লর্ড হিউমের নাম ছিল সকলের শেষে। কিন্তু সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটাইয়া ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৩, ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী লর্ড হিউমকে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। ঐ দিনই প্রাতে শ্রীম্যাক্‌মিলান রাণীর নিকট তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। ঐ পত্র পাইয়া রাণী হাসপাতালে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। লর্ড হিউম শ্রীম্যাক্‌মিলানের মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার পর 'লর্ড' উপাধি ত্যাগ করিয়াছেন। এখন তিনি স্যার আলেক ডগলাস হিউম নামে পরিচিত।

আলোচ্যবর্ষে 'প্রোফুমো-কিলার' প্রসঙ্গটি ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। উহা যে শুধু লঘুচিত্র সাধারণ মানুষের গল্পের উপাদান যোগাইয়া ছিল তাহা নহে, উহার প্রচণ্ড আঘাতে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা পর্যন্ত টলমল করিয়া উঠিয়াছিল। এই কারণেই আমরা এখানে আলোচ্য কাহিনী সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি। ম্যাক্‌মিলান-মন্ত্রিসভায় সমরমন্ত্রী জন প্রোফুমো শ্রীমতী ক্রিষ্টিন কিলার নাম্নী জনৈকা বিনোদিনী বালিকার (society girl) সহিত অবৈধ ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে অভিযুক্ত হন। বিষয়টি কমন্স সভায় আলোচনার জন্য উত্থাপিত হইলে তিনি উহা অস্বীকার করেন। পরে অপরাধ স্বীকার করিয়া পদত্যাগ করেন। কিন্তু ইহার জের চলিতে থাকে। জানা যায় যে, প্রোফুমো যখন কিলারের সহিত মিলিত হইতেন তখন

ইউজিন আইভানোভ নামক লণ্ডনের রুশ দূতাবাসের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীও তথায় যাতায়াত করিতেন। পার্লামেণ্টের সদস্যগণ মনে করেন যে, আইভানোভ কৌশলে প্রোফুমোর নিকট হইতে ব্রিটিশ সমর বিভাগের মূল্যবান তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহার ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইয়াছে। বিরোধী সদস্যগণ, বিশেষ করিয়া শ্রমিক দলের সদস্যগণ ম্যাক্‌মিলান মন্ত্রিসভাকে এইজন্য দায়ী করিয়া মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৭ই জুন, ১৯৬৩, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে বিতর্ক সুরু হয়। বহু বিশিষ্ট সদস্য এই ঘটনাকে ব্রিটিশ রাজনীতির বৃহত্তম কেলেঙ্কারী বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌মিলান বিতর্কের উত্তর দান করিতে উঠিয়া অতি করুণ ভাষায় বলেন—"আমি প্রোফুমোকে বিশ্বাস করিয়াছিলাম ; আমি প্রতারিত হইয়াছি। এই ঘটনায় সমগ্র জাতি শোকাহত। ইহা আমার হৃদয়ে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করিয়াছে। আমি আপনাদের ও দেশের সহানুভূতি পাইবার অধিকারী।" বিতর্কের শেষে আস্থা জ্ঞাপক প্রস্তাবে সরকার পক্ষ ৩২১-২৫২ ভোটে জয়লাভ করিলেও তাহাদের মর্যাদা গভীর ভাবে আহত হয়। আলোচ্য ঘটনার ফলে জাতির নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হইয়াছে কিনা তাহা তদন্ত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী ইংল্যাণ্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড ডেনিংকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে লর্ড ডেনিং-এর দীর্ঘ রিপোর্ট ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩ প্রকাশিত হয়। উহাতে বিচারপতি মন্তব্য করিয়াছেন—"প্রোফুমো নীতিভ্রষ্ট, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করেন নাই"

ডাঃ স্টিফেন ওয়ার্ড নামক জনৈক চিকিৎসক এই প্রসঙ্গের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রকাশ ক্রিষ্টিন কিলার ছিল ওয়ার্ডের হাতের পুতুল। ওয়ার্ডই প্রোফুমো-কিলার মিলন ঘটাইয়াছিলেন। পুলিশ স্টিফেন ওয়ার্ডকে গ্রেপ্তার করে। তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে তিনি পতিতাদের অসদুপায়ে অর্জিত অর্থে জীবিকা নির্বাহ করিতেন। ওল্ড বেইলী ফৌজদারী আদালতের বিচারে ওয়ার্ড দোষী প্রমাণিত হন। কিন্তু আদালত রায় দান করার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু আত্মহত্যারই নামান্তর। ৩১শে জুলাই, ১৯৬৩, তাহাকে অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় ঘুমের ঔষধ সেবন করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর জ্ঞানলাভ করেন নাই। ৩রা আগষ্ট, ১৯৬৩, হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হয়।

নিগ্রো যুবক এ. এল. গর্ডন এই নাটকের অন্যতম নায়ক। কিলারকে মার-পিটের অভিযোগের তাহার ৩ বৎসর কারাদণ্ড হয়। কিন্তু গর্ডন মারপিটের অভিযোগ অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে সে দাবী করে যে, কিলারের সহিত তাহার

ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘকালের। আপিলে গর্ডন বেকসুর খালাস পায় ও তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সুতরাং গর্ডনের বিরুদ্ধে মামলার মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ক্রিষ্টিন কিলার নিজে ওল্ড বেইলী আদালত কর্তৃক ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় (৬।১২।৬৩)। এই ভাবে কিলার প্রসঙ্গ একটি মর্মান্তিক বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হয়।

ফরাসী রাজনীতি

১৩৭০ সালে ফরাসী রাজনীতির বৃহত্তম ঘটনা ফ্রান্স কর্তৃক প্রজাতন্ত্রী কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি দান। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইহার গুরুত্ব সমাধিক এবং ইহার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। বেশ কিছুদিন হইতেই প্রেসিডেণ্ট দ্যগলে প্রায় সকল ব্যাপারেই মার্কিন নীতির বিরোধিতা করিতেছেন। তিনি আর মার্কিন পক্ষপুটের নীচে আশ্রয় লাভ করিতে চান না; তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—ইহাই যেন তিনি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে চান। চীনকে স্বীকৃতি দান দ্যগলের মার্কিন বিরোধিতার চরম অভিব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই চীনকে সংযত করার জন্য মার্কিন প্রচেষ্টার শেষ নাই; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাধাদানের ফলেই চীন রাষ্ট্র-পুঞ্জে আসন লাভে বঞ্চিত রহিয়াছে। আর পাশ্চাত্ত্য গোষ্ঠীর অন্যতম স্তম্ভ ও 'ন্যাটো'র সভ্য ফ্রান্স কিনা অনায়াসে সেই চীনকে স্বীকার করিয়া বসিল! এখানে উল্লেখযোগ্য যে এপর্যন্ত ৪৯টি রাষ্ট্র কমুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি দিয়াছে। এমন কি ব্রিটিশ সরকারও কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেওয়া হইয়াছে ১৯৫০ সালে, কোরিয়া যুদ্ধের পূর্বে। কোরিয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পর চীনকে একঘরে করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; কোন বৃহৎ রাষ্ট্র অতঃপর তাহাকে আর স্বীকৃতি দেয় না। ফ্রান্সই প্রথম ব্যতিক্রম।

যাহাহোক, ২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬৪, প্যারিস ও পিকিং-এ যুগপৎ ঘোষণা করা হয় যে উভয় রাষ্ট্র পরস্পর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। এই ঘোষণায় সর্বাধিক উল্লাস প্রকাশ করে পাকিস্তান। তাহার মতে ফ্রান্সের এই কার্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শান্তি রক্ষায় সহায়তা করিবে। মার্কিন মহল ইহাকে 'দুর্ভাগ্যজনক' বলিয়া মন্তব্য করেন। ব্রিটিশ সরকার কোন মতামত প্রকাশ করেন না। ভারত এই ব্যাপারে কিছুটা শঙ্কিত হয়, কারণ চীন ফ্রান্সের নিকট হইতে সমর সম্ভার ক্রয় করিয়া আরও শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ পাইবে। কিন্তু ফ্রান্স ও চীন আলোচ্য সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেই জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফ্রান্স ফরমোসার জাতীয়তাবাদী চীন সরকারের সহিত

পূর্ব হইতেই কূটনৈতিক সম্পর্কে আবদ্ধ। কোন রাষ্ট্র যদি কম্যুনিষ্ট চীনকে মানিয়া লয় তবে অবিলম্বে তাহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ করাই ফরমোসা সরকারের বিঘোষিত নীতি। কিন্তু ফ্রান্স ঘোষণা করে যে, কম্যুনিষ্ট চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেও ফরমোসার সহিত তাহার সম্পর্ক অটুট থাকিবে। প্রকাশ প্রেসিডেন্ট দ্যগলে বিশেষ দূত মারফৎ জেনারেল চিয়াং কাইসেককে ফ্রান্সের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন না করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু চীন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত ফরাসী ঘোষণার প্রতিবাদ করে। তাহার বক্তব্য: প্রজাতন্ত্রী চীনের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিলে ফ্রান্স ফরমোসার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবে না। চীনের মতে ফরমোসার স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, উহা প্রজাতন্ত্রী চীনের অংশমাত্র। ফরমোসাকে স্বীকৃতি দেওয়ার অর্থ হইল দুইটি চীনকে মানিয়া লওয়া। ৩১ জানুয়ারী, ১৯৬৪, প্রেসিডেন্ট দ্যগলে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ফ্রান্স দুইটি চীনকে স্বীকৃতি দিতে চাহে নাই, তবে ফরমোসার সহিত সম্পর্কচ্ছেদে ফ্রান্সকে বাধ্য করা হইবে না বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। যাহাহোক, ফরমোসা নিজেই এবিষয়ে উদ্যোগী হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, সে ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে প্রেসিডেন্ট দ্যগলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত একাধারে মার্কিন বিরোধিতা ও বৃহৎ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসহযোগিতার নিদর্শন। ঐ সিদ্ধান্তটি হইল, আণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষর না করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে মতৈক্যের ফলে ৫ই আগষ্ট, ১৯৬৩ মস্কোয় উক্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে দ্যগলে পশ্চিম জার্মানীকে দলে টানিতে পারিয়াছেন। পশ্চিম জার্মানী ঘোষণা করিয়াছে যে, সে আপাততঃ এই চুক্তি স্বাক্ষর করিবে না। পশ্চিম জার্মানীর সহিত ফ্রান্সের আঁতাত ক্রমেই বাড়িতেছে। ফ্রাঙ্কো-জার্মান মৈত্রীচুক্তি, উভয় দেশের সাংস্কৃতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় গতবৎসরের বর্ষপঞ্জীতে আলোচিত হইয়াছে। দ্যগলে পশ্চিম জার্মানীকে আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করার আশ্বাস দিয়াছেন। ইহাই পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে পরম প্রলোভনের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি তাহাকে এই আশ্বাস দেয় নাই।

দ্যগলের কার্যকলাপের ফলে পাশ্চাত্ত্য শক্তি জোটের মধ্যে, বিশেষতঃ 'ন্যাটো'র মধ্যে, বিভেদ সৃষ্টির সম্ভাবনায় প্রেসিডেন্ট কেনেডী খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই তিনি ১৯৬৩ সালের জুন মাসে ইউরোপ ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। দ্যগলের নেতৃত্বে ফ্রান্স ঘরোয়া ব্যাপারে উপকৃত হইয়াছে একথা অস্বীকার করার উপায় নাই। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন ছিল ফ্রান্সের বৈশিষ্ট্য, কিন্তু বর্তমানে তাহার

রাজনীতিতে স্থায়িত্ব ও নিশ্চয়তা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আলজেরিয়া সমস্যার সমাধান দ্যগলের বৃহত্তম সাফল্য। উহার ফলে সমর সজ্জার ব্যয় হ্রাস ও লোকক্ষয় বন্ধ হইয়াছে এবং দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে।

পশ্চিম জার্মানী

পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কনরাড অ্যাডেন্যুর আলোচ্য বৎসরে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং ডঃ লুডউইগ এরহার্ড তাঁহার স্থলবর্তী হইয়াছেন। পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কনরাড অ্যাডেন্যুর একাদিক্রমে গত ১৪ বৎসর চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক দলের নেতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপের উপর পশ্চিম জার্মানী গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু স্বল্প কালের মধ্যেই ইহা শিল্প ও বাণিজ্যে বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করে। পশ্চিম জার্মানী আজ বিশ্বের সর্বাধিক সম্পদশালী রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। পশ্চিম জার্মানীর এই বিপুল সাফল্যের মূলে আছে অ্যাডেন্যুর-এর বিশেষ অবদান। এই অশীতিপর বৃদ্ধ যে অসাধারণ শ্রম ও নৈপুণ্যের সহিত দেশকে সার্থকতার পথে চালনা করিয়াছেন তাহা চিরকাল জার্মানবাসী শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে। বর্তমান চ্যান্সেলার ডঃ এরহার্ডও কীর্তিমান পুরুষ। তিনি ছিলেন অ্যাডেন্যুর-এর ডান হাত। তিনি অ্যাডেন্যুর মন্ত্রিসভায় গত ১৪ বৎসর যাবৎ অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সেই হিসাবে পশ্চিম জার্মানীর আর্থিক পুনরুজ্জীবনে তিনিও বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি অ্যাডেন্যুর দ্যগলে নীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। দ্যগলে-অ্যাডেন্যুর আঁতাতের বিষয় গত বৎসরের বর্ষপঞ্জীতে বিবৃত হইয়াছে। উভয়ের আঁতাতের ফলে পশ্চিম জার্মানী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি গোষ্ঠী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছিল। দ্যগলে নীতির অনুসরণ করিতে যাইয়া পশ্চিম জার্মানী আলোচ্য বর্ষে আণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে নাই। তবে, তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত নহে। সে বলিয়াছে যে সে 'আপাততঃ' ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করিবে না। এরহার্ডের নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানী কোন্ দিকে চলিবে তাহা সাগ্রহে লক্ষ্য করার বিষয়।

প্রজাতন্ত্রী চীন

চীনের পররাষ্ট্র নীতিতে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে। এতদিন তাহার লেনদেন কেবলমাত্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি, বিশেষতঃ কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির সহিতই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালে সে যেন অকস্মাৎ বিশ্বসভার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানের সহিত মিতালী, ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক

সম্পর্ক স্থাপন, মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠতা, আফ্রিকার নবজাগ্রত রাষ্ট্রগুলিকে দলে টানার চেষ্টা—এই সবই সাম্প্রতিক কালের ঘটনা এবং এইগুলি চীনের নূতন পররাষ্ট্র নীতির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বিশেষ লক্ষ্যণীয় তাহার প্রচার কৌশল। আপন নীতির প্রতি সমর্থন সংগ্রহের জন্য চীন আজ উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। এইজন্য চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই অক্লান্তভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করিয়া বেড়াইতেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি মিশর ও আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিতে পরিভ্রমণ করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি যান পাকিস্তান, সিংহল প্রভৃতি রাষ্ট্রে। চীনের প্রেসিডেন্ট লিও শাও চি স্বয়ং পরিদর্শন করেন ইন্দোনেশিয়া এবং ব্রহ্মদেশ। চীনের এই প্রবল প্রচার কামনার কারণ কি? বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনের জন্য অকস্মাৎ তাহার এত আগ্রহই বা কেন? ইহার কারণ, একাধারে সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চীন যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে তাহার পক্ষে দল ভারী করা একান্ত প্রয়োজন। নতুবা সে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে।

ভারতের সহিত বিরোধ মিটাইবার জন্য চীন কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাহার জিদ বিনা শর্তে ভারতকে তাহার সহিত আলোচনায় বসিতে হইবে। এখনও সে এই বিষয়ে অটল রহিয়াছে। সুতরাং চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসায় অচল অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে।

ফ্রান্সের স্বীকৃতি আদায় চীনের পক্ষে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ কূটনৈতিক জয়। তাহার এই কাজ পাশ্চাত্য শিবিরে একটি কীলক প্রবেশ করাইবার সমতুল্য। অবশ্য ৬০ কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত চীনের বিশাল বাজারের লোভেই দ্যগলে চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু একবার যখন লজ্জার বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে তখন আরও কোন কোন পাশ্চাত্য রাষ্ট্র ফ্রান্সের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে বলিয়া অনুমিত হয়।

সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত চীনের তত্ত্বগত বিরোধ বাড়িয়াই চলিয়াছে। বস্তুতঃ আলোচ্য বর্ষে ঐ বিরোধ অশোভন কলহের রূপ ধারণ করিয়াছে। মস্কোতে অনুষ্ঠিত আণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তিতে চীন স্বাক্ষর করে নাই, ফ্রান্সও করে নাই। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে আশ্চর্য মিল।

ব্রিটিশ গায়না

১৯৬৩ সালে ব্রিটিশ গায়নায় শান্তি ও শৃঙ্খলা গুরুতররূপে ব্যাহত হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা, বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক কার্যের ফলে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হয় এবং সহজ সরল জীবনযাত্রা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। সরকার-বিরোধী দলের আহ্বানে অনুষ্ঠিত ধর্মঘটের ফলেই এই অশান্তির উদ্ভব হইয়াছিল। আলোচ্য ধর্মঘট ১১ সপ্তাহ স্থায়ী হইয়াছিল এবং ধর্মঘট চলার সময় জলপথে ও আকাশ পথে বহির্জগতের সহিত ব্রিটিশ গায়নার সংযোগ ছিন্ন হইয়াছিল। ধর্মঘট কিরূপ ব্যাপক ও গুরুতর হইয়াছিল এই ঘটনা হইতেই তাহা অনুমান করা যাইবে। ডঃ ছেদি জাগনের মন্ত্রিসভা একটা শ্রম-আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন। প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ান কাউন্সিল উক্ত ধর্মঘটের আহ্বান জানায়। ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল সরকার বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রণাধীন।

ব্রিটিশ গায়নার সমস্যা ঠিকমত অনুধাবন করিতে হইলে উহার সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানা দরকার। অতলান্তিক মহাসাগরের বুকে অবস্থিত এই দ্বীপটির আয়তন প্রায় গ্রেট ব্রিটেনের সমান, কিন্তু ইহার অধিবাসীর সংখ্যা মাত্র ৬ লক্ষ। উহাদের মধ্যে অর্ধেক ভারতীয় বংশোদ্ভব, এক তৃতীয়াংশ আফ্রিকান নিগ্রো এবং অবশিষ্টগণ ইউরোপীয়, চীনা ইত্যাদি বিবিধ শ্রেণীর। ১৯৫০ সালে সকল জাতির মিলনে গঠিত হয় 'পিপলস প্রোগ্রেসিভ পার্টি'। ভারতীয় বংশোদ্ভব ডঃ ছেদি জাগন ও নিগ্রো ব্যারিস্টার ফরবেস বার্ণহাম উক্ত পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে এই দল বিপুলভাবে জয়ী হয়। কিন্তু নির্বাচনের পরেই সুরু হয় দলীয় বিবাদ। ফরবেস বার্ণহাম স্বতন্ত্র হইয়া পিপলস ন্যাশনাল কংগ্রেস দল গঠন করেন এবং ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক পার্টির সহিত মিলিত হইয়া প্রতিপদে ছেদি জাগনের বিরুদ্ধতা করিতে থাকেন। এই বিভেদের পিছনে আছে ব্রিটিশ শাসন কর্তৃপক্ষের প্ররোচনা। ডঃ ছেদি জাগন তাঁহাদের চক্ষুশূল। ব্রিটিশ গায়নাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্নটি দীর্ঘকাল যাবং ঝুলিয়া রহিয়াছে। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য লণ্ডনে বৈঠক বসে। ঠিক ঐ সময় ব্রিটিশ গায়নার রাজধানী জর্জ টাউনে সুরু হয় প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। ফলে বৈঠক বন্ধ হইয়া যায়। আলোচ্য বর্ষে মীমাংসার জন্য পুনরায় চেষ্টা হয়, কিন্তু পূর্বোক্ত ধর্মঘটের ফলে দেশে অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় উহা ব্যাহত হয়। নিগ্রো সম্প্রদায় এখন দাবী তুলিয়াছে যে, ব্রিটিশ গায়নাকে যদি একান্তই স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহা হইলে দেশের আইনসভা ও সরকারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে, অর্থাৎ সংখ্যাগুরু

ভারতীয় বংশোদ্ভবদের প্রাধান্য তাহারা বরদাস্ত করিতে নারাজ। অথচ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাহাদের প্রাপ্য অংশে বঞ্চিত হোক তাহাতে ক্ষতি নাই। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিভেদের বিষবৃক্ষকে সযত্নে লালন করিবেন তাহাতে আরআশ্চর্য কি ?

ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যাণ্ডস্ ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ গায়নায় গিয়াছিলেন পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য। তিনি ছেদি জাগনের পিপলস্ প্রোগ্রেসিভ পার্টি ও ফরবেস বার্ণহামের ইউনাইটেড ডেমোক্রাটিক পার্টির মিলনে কোয়ালিশন সরকার গঠনের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, ব্রিটিশগায়নার নেতৃগণ যদি কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারেন, তবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব নহে। অতঃপর অক্টোবর মাসে ব্রিটিশ গায়না সম্পর্কে লণ্ডনে বৈঠক বসে। বিরোধী দলের সহিত আপস আলোচনা চালাইবার জন্য ডঃ ছেদি জাগন আরও কিছু সময় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নামঞ্জুর করিয়া ব্রিটিশ সরকার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ গায়নায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নির্দেশ দিয়াছেন। নিগ্রোদের দাবী মানিয়া লইয়া ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ গায়নায় ভেদনীতিকেই চিরস্থায়ী করিলেন।

আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন

১৯৬৩ সালের ২২শে মে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস-আবাবায় যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে আফ্রিকার ৩১টি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানগণ অংশ গ্রহণ করেন। এই সম্মেলনের ভূমিকা হিসাবে ৭ দিন আগে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক সুরু হয়। পররাষ্ট্র সচিবদের প্রধান কাজ ছিল আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের জন্য সনদ রচনা করা, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই। তাঁহারা ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানগণ আফ্রিকার ঐক্যের মূলনীতি ঘোষণা করিবেন এবং তাহার ভিত্তিতে পরবর্তী বৈঠকে সনদ রচনার বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হইবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ এই সকল বিষয়ে সর্বসম্মত সুপারিশ করেন—(১) আফ্রিকায় পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধ, (২) আফ্রিকা হইতে বৈদেশিক ঘাটি অপসারণ, (৩) ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ, (৪) বর্ণবৈষম্যের অবসান এবং (৫) নিরস্ত্রীকরণ। আফ্রিকান কমন মার্কেট এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনার জন্য তাঁহারা বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করার সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোটনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির অভিন্ন পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের জন্যও তাঁহারা সুপারিশ করেন।

যাহাহোক, রাষ্ট্রপ্রধানগণ আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া একটি কনফেডারেশন গঠন সম্পর্কে একমত হন। এই কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধে মধ্যস্থতা করার জন্য একটি কমিশন গঠিত হইবে এবং প্রতিরক্ষার জন্যও একটি কমিশন থাকিবে। আফ্রিকা জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি তাহার আদর্শ

হিসাবে গ্রহণ করিবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শীর্ষ সম্মেলনে সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের প্রশ্নটিই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগালের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত সম্মেলনে গৃহীত হয়। বৈদেশিক ঘাটি, পারমাণবিক পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধানগণ পররাষ্ট্রসচিব সম্মেলনের সুপারিশসমূহ অনুমোদন করেন। প্রস্তাবিত কনফেডারেশনের সদর দপ্তর আদ্দিস আবাবায় প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাধীন কেনিয়া ও জাঞ্জিবার

আলোচ্য বর্ষে পৃথিবীর মানচিত্রে দুইটি নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হইয়াছে। উহাদের নাম—'কেনিয়া' ও 'জাঞ্জিবার'। ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩, কেনিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা লাভের এক বৎসরের মধ্যে কেনিয়া হইতে সকল ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণ করা হইবে বলিয়া ব্রিটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কেনিয়া ৬৮ বৎসর ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে জাতীয় গবর্ণমেন্ট গঠনের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩ সালের ১৯শে মে কেনিয়াতে সপ্তাহব্যাপী সাধারণ নির্বাচন সুরু হয়। জেমো কেনিয়াট্টা পরিচালিত কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন (কানু) দল বিজয়ী হয়। জেমো কেনিয়াট্টা ১লা জুলাই, ১৯৬৩, মন্ত্রিসভা গঠন করেন; এই মন্ত্রিসভার নিকটই ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াছেন। জাঞ্জিবার স্বাধীনতা লাভ করে ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩। 'লবঙ্গ দ্বীপ' বলিয়া পরিচিত এই দ্বীপটি ৭৩ বৎসর ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ছিল। জাঞ্জিবারে ভারতীয়দের সংখ্যা ১৬ হাজার। স্বাধীনতা লাভের প্রস্তুতি হিসাবে জুলাই মাসে জাঞ্জিবারে সাধারণ নির্বাচন হয়।

জাঞ্জিবারে রাষ্ট্রবিপ্লব : স্বাধীনতা লাভের মাত্র একমাস পরেই জাঞ্জিবারে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। উক্ত বিপ্লব ঘটে ১২ই জানুয়ারী, ১৯৬৪ এবং উহার ফলে সুলতান শেখ মহম্মদ শামতে হামাদি গদীচ্যুত হন ও জাঞ্জিবারে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রের অধিনায়ক হন আফ্রো শিরাজী দলের নেতা ওবীদ কারুমে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জাঞ্জিবারের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী নাই; সুতরাং জাঞ্জিবারে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটা কেবল যে বিস্ময়কর তাহা নহে, ইহা একটি রহস্যও বটে। ইহা স্পষ্ট যে, বাহিরের কোন শক্তি ইহার পিছনে আছে। বিদ্রোহের ফলে সুলতান নিজে যেমন রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, তেমনি ক্ষমতাচ্যুত হইয়াছে দুইটি ক্ষমতাসীন দল—জাঞ্জিবার ন্যাশনাল পার্টি ও জাঞ্জিবার পেম্বা পিপলস পার্টি। আইন সভায় এই দুইটি দল একত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং স্বাধীনতার পরে তাহারাই মিলিত ভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছিল। একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, কেনিয়া সরকার উদ্বাস্তু সুলতানকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন।

'..............'চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।'

জওহরলাল নেহরু

ভারতের মুক্তিযুদ্ধের বীর সৈনিক, স্বাধীন ভারতের কর্ণধার, নবীন ভারতের স্থপতি ও ভাস্কর, বিশ্বের নিপীড়িত মানবের দরদী বন্ধু জওহরলাল নেহরু আর ইহলোকে নাই। ২৭শে মে, ১৯৬৪, তিনি অমৃতলোকের পথে যাত্রা করিয়াছেন। পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার ৭৫ বৎসরের সাধনার সঞ্চয়, যাহা আজ সমগ্র জাতির গৌরবময় উত্তরাধিকার। ৪৫ কোটি নরনারী অধ্যুষিত একটা বিশাল দেশের উপর একটি মাত্র মানুষের প্রভাব যে এত গভীর ও ব্যাপক হইতে পারে তাহা সত্যই বিস্ময়কর। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ শ্রীনেহরুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইতে গিয়া, নেহরুর জীবিত কালকে 'নেহরু যুগ' বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ইহা অত্যুক্তি নহে।

২৭শে মে'র প্রথম অরুণ-লেখায় কোন বিপদের সঙ্কেত কিন্তু ছিল না। ভোর ৫টায় শ্রীনেহরু শয্যাত্যাগ করেন এবং প্রতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া ৬টার মধ্যে ফিরিয়া আসেন। পূর্বদিন দেরাদুন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, হৃত স্বাস্থ্য অনেকটা পুনরুদ্ধার করিয়া। অকস্মাৎ ৬-২০ মিঃ তিনি পৃষ্ঠে বেদনা অনুভব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। ৬-৩০ মিঃ তাঁহার সংজ্ঞা লোপ পায়। তাঁহার, জ্ঞান আর ফিরিয়া আসে নাই; চিকিৎসকগণের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বেলা ২টার সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিশ্বের সর্বত্র এই নিদারুণ সংবাদ ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবাসী আঘাতের আকস্মিকতায় বিহ্বল বিমূঢ় হইয়া যায়। নেহরুহীন ভারত কল্পনাতীত। তাই, 'নেহরু নাই' এই ভয়ঙ্কর সত্য যেন কিছুতেই তাহাদের অন্তরে প্রবেশ করিতেছিল না। দেরাদুন যাত্রার প্রাক্কালে ২২শে মে শ্রীনেহেরু এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন,—'আমি খুব শীঘ্রই মরিতেছিনা।' তখন কি ভাগ্য বিধাতা নীরবে হাসিয়াছিলেন? যাহা হোক, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ শ্রীনেহরুর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে এবং ভারতের এই দুর্দিনে তাহাদের সমবেদনা জানায়। উল্লেখযোগ্য যে, এই বিষয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম পর্তুগাল। অনেক রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ প্রতিনিধিগণ নেহরুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। ব্রিটেনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম। ব্রিটেনের রাণীর বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। তাহা ছাড়া মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্ক, সোভিয়েট উপ-প্রধানমন্ত্রী এলেক্সি কোসিজিন, সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দর নায়েক, যুগোশ্লাভিয়ার প্রধানমন্ত্রী পিটার স্ট্যাম্বলিক, নেপাল মন্ত্রিসভার সভাপতি তুলসী গিরি, পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো, ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ভাইস প্রেসিডেণ্ট অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। ভারতবাসী ১২ দিন ব্যাপী রাষ্ট্রীয়

চির নিদ্রায় নিদ্রিত জওহরলাল নেহরু

অশৌচ পালন করিয়া প্রিয়তম নেতার প্রতি প্রাণের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য : ১৮৮৯ খৃঃ অব্দে ১৪ই নবেম্বর এলাহাবাদে জওহরলাল নেহরু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত ব্যবহারজীবী ও জাতীয় নেতা মতিলাল নেহরুর একমাত্র পুত্র। তাঁহার মাতার নাম স্বরূপরাণী নেহরু। তাঁহার দুই ভগ্নী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও শ্রীমতী কৃষ্ণা হতিসিং ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিতা। নেহরু-পরিবার কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ রাজা কাউল ১৭১৬ সালে কাশ্মীর হইতে দিল্লী আগমন করেন। তিনি দিল্লীতে একটি খালের ধারে বাড়ী নির্মাণ করেন। এই খাল (নহর) হইতেই রাজা কাউলের নামের সহিত 'নেহেরু' উপাধি যুক্ত হয়। কালক্রমে 'কাউল' কথাটি পরিত্যক্ত হয় ও কেবলমাত্র 'নেহরু' উপাধি চলিতে থাকে। ইহাই নেহরু নামের ইতিহাস।

বাল্যকালে গৃহ শিক্ষকের কাছে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। অতঃপর ১৫ বৎসর বয়সে ১৯০৫ সালের মে মাসে ইংল্যাণ্ডে যান ও হ্যারো বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯০৭ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে যোগ দেন। ১৯১০ সালে বিজ্ঞানের 'ট্রাইপোস' পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর 'অনার্স' লাভ করেন। ১৯১২ সালে ব্যারিষ্টারি পাশ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতে ফিরিয়া তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগ দেন। ১৯১৬ সালের বাসন্তী পঞ্চমী দিবসে দিল্লীতে শ্রীমতী কমলা কাউলের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের ২১ মাস পরে তাঁহাদের একমাত্র সন্তান শ্রীমতী ইন্দিরা জন্মগ্রহণ করেন। প্রিন্স অব ওয়েলস্-এর ভারতে আগমনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রী নেহরু সর্বপ্রথম গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব করার জন্য বহুবার কারাবরণ করেন (১৯২২, ১৯২৩, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩৪, ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে)। ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে সর্বপ্রথম সভাপতির পদে অভিষিক্ত হন, অতঃপর আরও ৫ বার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন (১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৫১, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে)। ১৯৩১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯৩৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী সুইটজারল্যাণ্ডে পত্নীর মৃত্যু হয়। ১৯৪৬ সালে গঠিত ভারতের অন্তবর্তী মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হইলে শ্রী নেহরু প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'নেহরু-নীতির' ফলে ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষ মর্যাদার আসন লাভ করে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জনক শ্রীনেহরু। ঐ পরিকল্পনায় ভারতের দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন ঘটিতেছে। অবজ্ঞাত পরাধীন ভারতকে সাফল্যের সিংহদ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়া আজ তিনি যবনিকার অন্তরালে সরিয়া গেলেন।
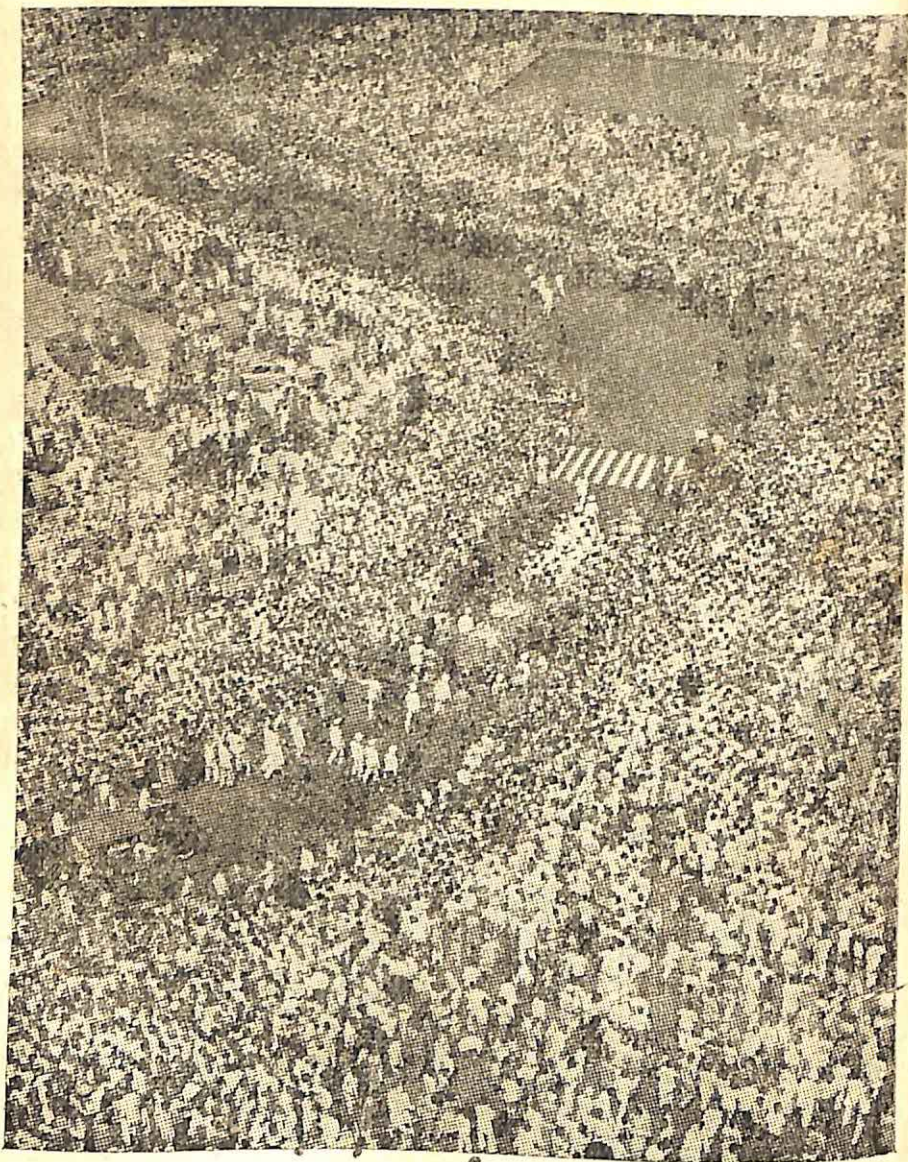
নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর শবদেহ লইয়া শোকযাত্রার দৃশ্য

ঘটনাপঞ্জী

১৩৭০ সালের (১৯৬৩ খৃঃ অব্দের ১৫ই এপ্রিল হইতে ১৯৬৪ খৃঃ অব্দের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত) গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহের চুম্বক নিম্নে ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হইল।

এপ্রিল—১৯৬৩

১৫—(১লা বৈশাখ, ১৩৭০)—বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র আনন্দানুষ্ঠান।

ভারত : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বাঙ্গালী রেজিমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য ; লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন কর্তৃক এই সম্পর্কে বিবৃতি দান।

১৬—**নেপাল :** ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীবিশ্ববন্ধু থাপা নেপাল জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

১৭—**সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র :** কায়রোতে অদ্য মিশর, সিরিয়া ও ইরাককে লইয়া একটি ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে দলিল স্বাক্ষরিত হয়।

কানাডা : সাধারণ নির্বাচনে সরকারীদল পরাজিত হওয়ায় কানাডার প্রধানমন্ত্রী শ্রীজন ডিয়েফেনবেকার অদ্য গবর্ণর জেনারেলের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

১৮—**পশ্চিমবঙ্গ :** বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় পরলোক গমন করেন।

নেপাল : কাঠমাণ্ডুতে নেপালরাজ মহেন্দ্র অদ্য নেপালের "জাতীয় পঞ্চায়েৎ"-এর উদ্বোধন করেন। ইহা নেপালের সর্বোচ্চ আইনসভা।

পাকিস্তান : জাতীয় পরিষদে ৭১-৬২ ভোটে রাজনৈতিকদল (সংশোধন) বিলটি গৃহীত হয়।

২০—**ইন্দোনেশিয়া :** অদ্য জাকার্তায় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ এবং কম্যুনিষ্ট চীনের প্রেসিডেণ্ট লিও শাও চি এক যুক্ত বিবৃতি স্বাক্ষর করেন। উক্ত বিবৃতিতে চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধে বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা হইয়াছে। চীনের প্রেসিডেণ্ট ইন্দোনেশিয়া পরিদর্শনে গিয়াছিলেন।

২১—**লেনিন পুরস্কার :** ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ডঃ পন্টিকর্ভোকে আণবিক গবেষণার জন্য "লেনিন পুরস্কার" প্রদান করা হয়।

জর্ডান : জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী সমীর রিফাই পদত্যাগ করেন এবং শেরিফ নাসের নূতন সরকার গঠন করেন।

লাওস : জার্ সমতলভূমিতে নিরপেক্ষতাবাদী ও কম্যুনিষ্টপন্থী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বৈঠকে আক্রমণ বিরতির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২২—**করাচী :** কাশ্মীর সমস্যার সমাধানকল্পে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পঞ্চম বৈঠক আরম্ভ।

কানাডা : শ্রীলেষ্টার পিয়ারসন কর্তৃক কানাডার মন্ত্রিসভা গঠিত।

সোভিয়েট রুশিয়া : রাশিয়া "কসমস-১৫" নামক নূতন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ আকাশে প্রেরণ করিয়াছে।

২৩—**ভারত :** কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী অদ্য লোকসভায় সরকারী ভাষাবিল উপস্থাপন করেন।

লাওস : লাওসের নিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স সুভন্ন ফুমা ঘোষণা করেন, যে, জার্ সমতলভূমিতে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের একটি দল মোতায়েন রাখা সম্পর্কে তিন পক্ষই রাজী হইয়াছে।

ইস্রায়েল : ইস্রায়েলের রাষ্ট্রপতি বেন জাভি ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

২৪—**পশ্চিমবঙ্গ :** তুফানগঞ্জে (কোচবিহার) প্রচণ্ডতম ঝঞ্ঝাবাত্যা ; বহু নরনারী হতাহত ও শতকরা প্রায় ৫০টি গৃহ ভূমিসাৎ।

২৫—**করাচী :** কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত-পাকিস্তান পঞ্চম বৈঠক নিষ্ফলরূপে সমাপ্ত।

ইন্দোনেশিয়া : জাকার্তায় আফ্রো-এশীয় সাংবাদিক সম্মেলন আরম্ভ। সম্মেলনে পক্ষপাতিত্বের সুস্পষ্ট প্রয়াস ; ভারতকে সভাপতি মণ্ডলীর সদস্যরূপে গ্রহণ করা হয় না।

২৬—**ব্রহ্মদেশ :** কম্যুনিষ্ট চীনের প্রেসিডেন্ট লিও-শাও চি সাতদিন ব্যাপী ব্রহ্ম সফরে গিয়াছিলেন। অদ্য সফরান্তে তিনি ও ব্রহ্মের প্রেসিডেন্ট নে উইন এক যুক্ত ইস্তাহার স্বাক্ষর করেন। ইস্তাহারে বলা হয় চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের মীমাংসাকল্পে চীন উভয়পক্ষের মধ্যে সরাসরি আলোচনার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাহা ব্রহ্মদেশ সমর্থন করে।

২৭—**ভারত :** লোকসভায় ভারতের সরকারী ভাষা বিল ১৮৫-১৫ ভোটে গৃহীত হয়। ১৯৬৫ সনের ২৬শে জানুয়ারীর পর হইতে হিন্দী ভারতের সরকারী

ভাষা হইবে, তবে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ইংরাজীকেও সরকারী ভাষারূপে ব্যবহার করা চলিবে বলিয়া বিলে উল্লেখ করা হইয়াছে।

২৮—**পশ্চিমবঙ্গ :** দীঘায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের রাজনৈতিক সম্মেলন ; সম্মেলনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু।

৩০—**ভারত :** লোকসভায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয়বিল গৃহীত। যাঁহাদের বার্ষিক উপার্জন ১৫০০ টাকার অধিক তাঁহারাই এই বিলের আওতায় পড়িবেন।

(২) ব্রিটেনের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ লর্ড মাউন্টব্যাটেন নয়াদিল্লী আগমন করেন।

মে—১৯৬৩

১—**ইন্দোনেশিয়া :** পশ্চিম ইরিয়ানের শাসনভার আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দোনেশিয়ার নিকট হস্তান্তরিত।

ভারত : লোকসভায় ভারতের সংবিধান (১৫শ সংশোধন) বিল গৃহীত হয়।

(২) ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যাণ্ডিস্ নয়াদিল্লীতে উপনীত।

২—**ভারত :** লোকসভায় ভারতের সংবিধান (১৬শ সংশোধন) বিল গৃহীত হয়।

(২) অদ্য নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও ডানকান স্যাণ্ডিস্-এর সহিত দেড়ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন। বৈঠকে ভারতকে সামরিক সাহায্য দান এবং কাশ্মীর সম্পর্কিত বিষয় আলোচিত হয়।

মাউণ্ট এভারেষ্ট : শ্রীনরমান ডাইরেনফার্থ-এর নেতৃত্বে মার্কিন অভিযাত্রীদল এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ বিজয় করে।

৩—**আলাবামা :** বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আলাবামায় নিগ্রো বিক্ষোভ ; বহু নিগ্রো গ্রেপ্তার।

সিরিয়া : সিরিয়ায় রাজনৈতিক সঙ্কট ; ৬ জন নাসের পন্থী মন্ত্রীর পদত্যাগ।

৪—**ভারত :** লোকসভায় কেন্দ্রীয়-অঞ্চল বিল গৃহীত ; ৭টি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে বিধানসভা ও মন্ত্রীসভা গঠনের আয়োজন।

৫—**যুগোশ্লাভিয়া :** বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ও মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব ডীন রাস্ক-এর মধ্যে আলোচনা। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস।

৬—**পাকিস্তান :** ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সেক্রেটারী ডানকান স্যাণ্ডিস্ ও মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব ফিলিপস্ ট্যালবট অদ্য করাচীতে পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভুট্টোর সহিত পৃথকভাবে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

৮—রেডক্রশ সোসাইটি : অদ্য কলিকাতায় রেডক্রশ সোসাইটির শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়।

আলাবামা : রাজধানী আলাবামায় বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিগ্রো বিক্ষোভের প্রসার ; বিক্ষোভ দমন করার জন্য সৈন্য নিযুক্ত।

কলিকাতা : প্রায় ৫০০ স্বর্ণশিল্পী অদ্য হইতে কলিকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে অনশন সুরু করেন।

৯—নেপাল : পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ নেপালে রাষ্ট্রীয় সফরে অদ্য কাঠমাণ্ডুতে উপনীত হন।

১০—সিরিয়া : সিরিয়ার রাজনৈতিক সঙ্কট আরও ঘনীভূত ; আরও তিনজন মন্ত্রীর পদত্যাগ। দুইদিনে ৩০০ লোক গ্রেপ্তার।

ইরাক : সংবাদে প্রকাশ ইরাকে আমেদ হাসানের মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন।

১১—ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়ার বহু শহরে প্রচণ্ড চীনাবিরোধী বিক্ষোভ, চীনা দোকানসমূহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। বান্দুং শহরে শান্তি রক্ষার্থ সৈন্য-বাহিনী তলব।

সিরিয়া : সিরিয়ায় বিতার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ; মিশর, ইরাক ও সিরিয়াকে লইয়া ফেডারেশন গঠনের প্রশ্নে মতানৈক্যের জের।

আফগানিস্তান : ভারতের রাষ্ট্রপতি শ্রীরাধাকৃষ্ণণ আফগানিস্তান পরিদর্শনে কাবুলে উপনীত হন।

১২—কলিকাতা : আচার্য বিনোবাভাবে অদ্য কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং ময়দানে বিশাল জনসমাবেশে ভাষণ দান করেন।

১৩—কলিকাতা : ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন পরলোক গমন করেন।

আলাবামা : আলাবামায় নিগ্রোবিরোধী দাঙ্গাহাঙ্গামা ; প্রেসিডেণ্ট কেনেডী কর্তৃক হাঙ্গামা দমনার্থ সৈন্য প্রেরিত। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপে রাজ্যের গবর্ণরের প্রতিবাদ।

সিরিয়া : শ্রীসালা বিতার অদ্য পুনরায় সিরিয়ার মন্ত্রিসভা গঠন করেন, তিনি দুইদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইরাক : শ্রীআমেদ হাসান অদ্য পুনরায় ইরাকের মন্ত্রিসভা গঠন করেন ; তিনি তিনদিন পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়া : সোভিয়েট সরকার মস্কোস্থিত ব্রিটিশ ও মার্কিন

রাষ্ট্রদূত অফিসদ্বয়ের পাঁচজন ব্রিটিশ ও পাঁচজন মার্কিন কূটনৈতিককে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে রাশিয়া পরিত্যাগের আদেশ দেন।

১৪—**জনসংঘ :** জনসংঘের প্রেসিডেন্ট ডঃ রঘুবীর মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন।

১৫—**নয়াদিল্লী :** ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কাশ্মীর ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ষষ্ঠ দফা আলোচনা আরম্ভ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : গর্ডন কুপার অদ্য "ফেইথ-৭" নামক মহাকাশ যানে পৃথিবী পরিক্রমা আরম্ভ করিয়াছেন।

১৬—**নয়াদিল্লী :** কাশ্মীর ও সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের ষষ্ঠ বৈঠক ব্যর্থ ও সমাপ্ত।

ইরাণ : ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ ইরাণ সফরে অদ্য তেহরাণে উপনীত হন।

বাইটন কাপ : বোম্বাই-এর সেন্ট্রাল রেলদল ২-০ গোলে ইষ্টবেঙ্গলকে পরাজিত করিয়া "বাইটন কাপ" লাভ করে।

১৭—**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :** মহাকাশচারী গর্ডন কুপার ২২ বার পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করিয়া নিরাপদে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করেন।

পাকিস্তান : পাকিস্তান কর্তৃক তৃতীয় "আবহ রকেট" উৎক্ষেপণ।

হকি লীগ : ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৬৩ সালে "কলিকাতা হকি লীগ" চ্যাম্পিয়ান হয় ; মোহনবাগান ১-০ গোলে পরাজিত।

১৯—**ভারত :** উত্তরপ্রদেশের আমরোহা, ফরাক্কাবাদ ও জৌনপুর—এই তিনটি লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দোনেশিয়া : সোয়েকর্ণকে আজীবন ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে বহাল রাখার জন্য এক প্রস্তাব পিপলস্ পার্টি কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

২১—**ভারত :** উত্তর প্রদেশের আমরোহা, ফরাক্কাবাদ ও জৌনপুর লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত। আমরোহা কেন্দ্রে মর্যাদার লড়াই-এ নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে আচার্য কৃপালনীর জয়লাভ ; কংগ্রেসপ্রার্থী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম পরাজিত। ফরাক্কাবাদ কেন্দ্রে সোস্থালিষ্ট পার্টির নেতা ডঃ রামমনোহর লোহিয়া কংগ্রেসপ্রার্থী ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী বি. ভি. কেশকারকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হন। জৌনপুর কেন্দ্রে জনসংঘের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীদীনদয়াল উপাধ্যায়কে পরাজিত করিয়া কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীরাজদেও সিং নির্বাচিত হন।

তুরস্ক : তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বোমা বর্ষণে বিদ্রোহীদিগকে দমন করা হয়।

ইস্রাইল : শ্রীস্বালমন সাজার ইস্রাইলের নূতন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত।

২২—**ইথিওপিয়া :** ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ।

সোভিয়েট ইউনিয়ন : রাশিয়া কর্তৃক "কসমস-১৭" নামক আরোহী-হীন উপগ্রহ উৎক্ষেপণ।

গোয়া : মুক্তি অভিযানের পর অদ্য সর্বপ্রথম শ্রীনেহরু গোয়ায় পদার্পণ করেন।

বর্ধমান : বর্ধমানে ভীষণ ঝড় ; ১৬ জন নিহত ; জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বিপর্যস্ত।

২৩—**কলিকাতা :** বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ পঞ্চানন চ্যাটার্জির পরলোক গমন।

এভারেস্ট শৃঙ্গ : মার্কিন অভিযাত্রীদল দুইদিক হইতে একই দিনে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করে। এভারেস্ট অভিযানের ইতিহাসে ইহা রেকর্ড।

২৪—**সোভিয়েট ইউনিয়ন :** রাশিয়া কর্তৃক "কসমস-১৮" নামক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ।

২৬—**ইথিওপিয়া :** আফ্রিকান শীর্ষ সম্মেলনের সমাপ্তি।

ভারত : রাজকোট লোকসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত।

২৭—**ভারত :** রাজকোট উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র দলের প্রার্থী শ্রীমিনু মাসানী কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীজেঠালাল যোশীকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হন।

২৮—**কেনিয়া :** শ্রীজোমো কেনিয়াট্টা কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

ইন্দোনেশিয়া : প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ টোকিওতে তাঁহার সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইবার জন্ম মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমানকে আমন্ত্রণ জানান। টুঙ্কু তাহা গ্রহণ করেন।

৩১—**টোকিও :** জাপ পররাষ্ট্রের বাসভবনে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ ও মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান বৈঠকে মিলিত হন। তাঁহারা মালয়েশিয়া গঠন সম্পর্কে দেড়ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন।

জুন—১৯৬৩

১—**ভারত :** রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণ অদ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন পরিদর্শনে যাত্রা করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে অদ্য হইতে বিবেকানন্দ সেতুর (বালী ব্রীজ) উপর হইতে টোল আদায় বন্ধ করা হয় ; বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা টোলবাবদ আদায় হইত।

মালয়েশিয়া : টোকিওতে বৈঠকের পর ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ ও মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। উহাতে বলা হয় যে, মালয়েশিয়া গঠন সম্পর্কে তাঁহারা একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবেন না এবং ১৯৫৯ সালের মৈত্রীচুক্তি পালন করিবেন বলিয়া একমত হইয়াছেন।

২—**কলিকাতা :** কলিকাতা গ্যাস পাইপের সহিত অদ্য দুর্গাপুর গ্যাস গ্রীড-এর সংযোগ স্থাপন করা হয়।

৩—**ভ্যাটিকান সিটি :** মহামান্য ১৩শ পোপ জন দেহত্যাগ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : অদ্য রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ওয়াশিংটনে উপনীত হন; প্রেসিডেণ্ট কেনেডী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ভারত : পাঠানকোটের নিকট ভারতীয় বিমান পরিবহন সংস্থার একটি বিমান ধ্বংস হওয়ায় ২৯ জন নিহত হয়।

৪—**ভারত :** আগ্রার নিকট ভারতীয় বিমান দুর্ঘটনায় ৫ জন বৈমানিক নিহত।

ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৌদ্ধদের বিক্ষোভ দমন কল্পে বোমা বর্ষণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ও প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর মধ্যে ৭০ মিনিটকাল আলোচনা হয়।

৫—**ইরান :** তেহরাণে সরকার বিরোধী দাঙ্গাকারীদের সহিত পুলিশ ও সৈন্যদলের সংঘর্ষ। বহুলোক হতাহত; সামরিক আইন জারী।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : ওয়াশিংটনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ ও প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এক যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। বিবৃতিতে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ রোধে উভয় রাষ্ট্রের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং ভারতের আর্থিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়গুলিতে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্যদান করিবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

৬—**প্যারিস :** ভারতকে সাহায্যদান সম্পর্কিত সংস্থা প্যারিসে এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত করে যে, ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে তাঁহারা ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতকে ৯১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্য দান করিবে। ওয়াশিংটনে পরবর্তী বৈঠকে আরও সাহায্য দানের বিষয় আলোচিত হইবে।

ব্রিটেন : ক্রিষ্টিন কীলার নাম্নী জনৈকা যুবতীর সহিত অবাঞ্ছিত ঘনিষ্ঠতার অভিযোগে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা সচিব জন প্রফুমো পদত্যাগ করেন।

৭—**আসাম :** গৌহাটির নিকট মালিগাঁও-এ ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্মিত সেতুটি শ্রীনেহরু অদ্য উদ্বোধন করেন। উহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'সরাইঘাট সেতু'।

৮—**মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র :** ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ভাষণ দান করেন।

ব্রিটেন : ক্রিষ্টিন কীলার কেলেঙ্কারীর অন্যতম নায়ক ডঃ ষ্টিফেন ওয়ার্ড গ্রেপ্তার।

১০—**রাষ্ট্রপুঞ্জ :** রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে 'এক বিশ্বের' আদর্শ সম্পর্কে বক্তৃতা দান করেন।

১১—**ভিয়েৎনাম :** বৌদ্ধদের প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে সায়গনের রাজপথে শত শত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পরিবেষ্টিত হইয়া জনৈক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যুবরণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : প্রেসিডেন্ট কেনেডী আলাবামার গবর্ণর ওয়ালেসকে এইমর্মে নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তিনি যেন আলবামা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিগ্রোছাত্র ভর্তি সম্পর্কে আদালতের রায়ের বিরোধিতা করা হইতে বিরত থাকেন ; কিন্তু গবর্ণর ওয়ালেস তাহা অগ্রাহ্য করেন।

১২—**লণ্ডন :** রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ অদ্য লণ্ডনে উপনীত হন ; ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সাম্রাজ্ঞী তাঁহাকে দুর্লভ সম্মান 'অর্ডার অব মেরিট' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আলাবামা : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যদের প্রহরাধীনে অদ্য আলাবামার টুসকালুসা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন নিগ্রোছাত্র ও একজন ছাত্রী ভর্তি হয়।

১৪—**সোভিয়েট রাশিয়া :** লেঃ কর্ণেল ভ্যালেরী বিকোভস্কী অদ্য "ভোস্তক-৫" নামক মহাকাশযানে পৃথিবী পরিক্রমা সুরু করেন।

১৫—**কাশ্মীর :** শ্রীনগরে কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সি গোলাম মহম্মদের গৃহে প্রচণ্ড বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। কোন ব্যক্তির জীবন হানি হয় নাই।

১৬—**সোভিয়েট রাশিয়া :** সোভিয়েট তরুণী ভালেন্তিনা ভালিদিমিরোভা তেরেশকোভা "ভোস্তক-৬" নামক মহাকাশ যানে পৃথিবী পরিক্রমা আরম্ভ করেন। বিশ্বের নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মহাকাশচারীর সম্মান লাভ করিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : আমেরিকার বহু শহরে শ্বেতাঙ্গ ও নিগ্রোদের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা।

১৮—**কাশ্মীর :** শ্রীনগরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের কর্মীদের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, কাশ্মীর বিভাগ কিংবা ইহার উপর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ইহার কোনটাই ভারতের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে।

ব্রিটেন: ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ম্যাক্‌মিলান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোট গ্রহণ; সরকার পক্ষ ৩২১-২৫২ ভোটে জয়লাভ করেন।

১৯—সোভিয়েট রাশিয়া: সোভিয়েট মহাকাশচারী লেঃ কর্ণেল বিকোভস্কী ও শ্রীমতী ভালেন্তিনা তেরেশকোভা অদ্য যথাক্রমে ৮২ বার ও ৪৯ বার পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করিয়া নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করেন।

২০—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ত্বরিৎযোগাযোগের জন্য ওয়াশিংটন ও মস্কোর মধ্যে 'হটলাইন' যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চুক্তি সম্পাদিত হয়।

কংগ্রেস: কংগ্রেস সভাপতি শ্রীডি. সঞ্জীবায়া ও ঝাড়খণ্ড-দলের নেতা শ্রীজয়পাল সিং অদ্য এক যুক্ত ইস্তাহার প্রচার করিয়া বলেন যে, কংগ্রেসের সহিত ঝাড়খণ্ড দলের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে উভয় পক্ষই একমত হইয়াছেন।

২১—ভ্যাটিকান সিটি: কার্ডিন্যাল জিওভানি বাতিস্তা মন্তিনি খৃষ্টান জগতের নূতন পোপ নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ষষ্ঠ পল নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রিটেন: প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জন প্রফুমো শ্রীমতী কীলারের সহিত ঘনিষ্ঠতার দ্বারা ব্রিটেনের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন কিনা তাহা তদন্ত করার জন্য বিচারপতি লর্ড ডেনিংকে লইয়া বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠিত; ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পার্লমেণ্টে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

২৩—পশ্চিম জার্মানী: প্রেসিডেণ্ট কেনেডী অদ্য পশ্চিম জার্মানীতে আগমন করেন।

২৪—ভারত: রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ আমেরিকা ও ব্রিটেন সফর শেষ করিয়া অদ্য নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

কলিকাতা: কলিকাতা ও দিল্লীর মধ্যে 'টেলেক্স সার্ভিস' প্রবর্তন।

জাঞ্জিবার: ব্রিটিশ অধিনতা হইতে জাঞ্জিবারের স্বায়ত্বশাসনাধিকার লাভ।

পাকিস্তান: ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ গতকল্য তিন দিনের জন্য পাকিস্তানে আগমন করিয়াছেন।

পশ্চিম জার্মানী: বনে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কেনেডী এবং পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার আঁডেন্যুর-এর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা। আলোচনার বিষয় ছিল ন্যাটো আণবিক নৌ বাহিনী গঠন ও অতলান্তিক শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সহযোগিতা।

২৫—ভারত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম ও কে. ডি. মালব্যের বিদায়; রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁহাদের পদত্যাগপত্র গৃহীত।

২৬—মস্কো: ক্রেমলিন প্রাসাদে কম্যুনিষ্ট পার্টির সমর্থনে আন্তর্জাতিক মহিলা সম্মেলন আরম্ভ। ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমতী অরুণা আসফ আলির ভাষণের

বিরুদ্ধে চীনা প্রতিনিধির অবাঞ্ছিত ক্রোধ প্রকাশে সভায় বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

২৭—পশ্চিমবঙ্গ : হায়ার সেকেণ্ডারী ও স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত।

২৯—সোভিয়েট রাশিয়া : সোভিয়েট সরকার কর্তৃক মস্কোর চীনা দূতাবাসের তিনজন পদস্থ কর্মচারী অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া ঘোষিত। তাহারা চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির একটি চিঠি রাশিয়ায় বিলি করিয়াছেন।

৩০—পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম উপমন্ত্রী বর্ধমানের মহারাণী অদ্য পরলোক গমন করেন।

জুলাই—১৯৬৩

১—ভারত : ত্রিপুরা, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ ও পণ্ডিচেরী এই চারিটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে অদ্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

কলিকাতা : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গা মেন রোডে প্রস্তাবিত "বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতাল"-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

শ্রীনেহরু কলিকাতার মহাজাতি সদনে "ভারত চিন্তাবিদ সম্মেলন"-এর উদ্বোধন করেন।

২—কলিকাতা : প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য কলিকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

৫—সোভিয়েট ইউনিয়ন : কম্যুনিজম সম্পর্কে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে যে তত্ত্বগত বিরোধ রহিয়াছে তাহা মীমাংসার জন্য মস্কোতে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অদ্য চীনা প্রতিনিধিদল মস্কোতে উপনীত হয় এবং স্বল্প বিশ্রামের পরই আলোচনা আরম্ভ করে।

পাকিস্তান : অদ্য পশ্চিম পাকিস্তান বিধানসভায় উক্তসভার স্পীকার শ্রীমইনুল হকের বিরুদ্ধে ১৪০—২ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

৬—চীন : চীন সরকার চীনের সিনকিয়াং প্রদেশে রাশিয়ানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।

৭—কংগ্রেস : শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের নূতন সভাপতি নির্বাচিত হন।

৮—পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল' অনুমোদন করা হয়।

মালয়েশিয়া : লণ্ডনে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা

বৈঠকে ব্রুনির প্রতিনিধিদল বলেন যে তাঁহারা উক্ত ফেডারেশন গঠনে চুক্তি স্বাক্ষর করিবেন না।

৯—**মালয়েশিয়া :** লণ্ডনে মালয়েশিয়া ফেডারেশন গঠন সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যাণ্ডিস্, মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান, সারাওয়াক প্রতিনিধিদলের নেতা আতুবন্দর ও উত্তর বোর্ণিওর মুখ্যমন্ত্রী ডি. এ. ষ্টিফেন্স এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। ব্রুনির প্রতিনিধি স্বাক্ষর করেন না।

১০—**জর্ডান :** জর্ডানের নূতন মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ ; শেরিফ হুসেন বেন নাসের প্রধানমন্ত্রী।

লণ্ডন : ব্রিটেনে গ্রীসের রাজা ও রাণীর সফরের বিরুদ্ধে লণ্ডনে বাকিংহাম প্রাসাদের সম্মুখে জনতার বিক্ষোভ প্রদর্শন। পুলিশ কর্তৃক বহুলোক গ্রেপ্তার।

১১—**ইকুয়েডর :** সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা একটি সামরিক চক্র ইকুয়েডরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট জুলিও আরোসেমেনা পদচ্যুত ও পানামায় নির্বাসিত।

১৩—**ভারত :** কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

১৪—**কলিকাতা :** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যনীতির পরিবর্তনের দাবীতে ৮ জন বামপন্থী রাজনীতিক কলিকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে তিনদিন-ব্যাপী অনশন সুরু করেন।

১৫—**মস্কো :** পরমাণু অস্ত্রের বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করণার্থ চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে অদ্য মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদে রাশিয়া, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক আরম্ভ। রাশিয়া, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিতেছেন যথাক্রমে শ্রীক্রুশ্চেভ, লর্ড হালসাম ও অ্যাভারেল হ্যারিমান।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্ষাকালীন অধিবেশন অদ্য আরম্ভ হয়।

১৬—**পশ্চিমবঙ্গ :** একমাত্র কম্যুনিষ্ট দল ব্যাতীত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অন্যান্য বিরোধী দলগুলির ২৬ জন সভ্য সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্তনের দাবীতে বিধানসভা ভবনের মধ্যেই তিন দিনের জন্য অনশন আরম্ভ করেন।

১৭—**ভারত :** ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরীক্ষা কল্পে ভারতের আকাশে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ বিমান মহড়ার প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : বিধানসভায় অদ্য রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে বিতর্ক

সুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে চাউলের অভাব, কিন্তু প্রচুর গম মজুদ আছে।

জাপান: জাপানের মন্ত্রিসভার একমাত্র প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য সকল মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন।

পাকিস্তান: পাক জাতীয় পরিষদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টো বলেন যে, ভারত যদি পাকিস্থান আক্রমণ করে তবে এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র অর্থাৎ চীন পাকিস্তানের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইবে।

১৮—**ভারত**: ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পরিবর্তন সাধন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ: পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একই সঙ্গে অদ্য ৩টি অনাস্থা-প্রস্তাব পেশ করা হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি. ও আর. সি. পি. আই. যুক্ত ভাবে একটি প্রস্তাব এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি ও পি. এস. পি. অন্য দুইটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছে।

(২) কলিকাতার মহাজাতি সদনে দ্বিজেন্দ্রলাল জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সিরিয়া: সিরিয়ার সেনাবাহিনীর একাংশ বিদ্রোহ করে; রাজধানী দামাস্কাসে ঘোরতর যুদ্ধ। সংবাদে প্রকাশ কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমন করিয়াছেন।

২০—**মস্কো**: সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভ অদ্য মস্কোতে ভারতীয় শিল্প পণ্যের একটি বৃহৎ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

(২) মস্কোতে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে তত্ত্বগত বিভেদ সম্পর্কে যে বৈঠক চলিতেছিল অদ্য তাহা সমাপ্ত হয়।

২১—**ইন্দোনেশিয়া**: সংবাদে প্রকাশ যে এখন হইতে ইন্দোনেশীয় নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরকে ইন্দোনেশিয়া মহাসাগর বলিয়া উল্লেখ করিবে। প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণের ইচ্ছানুসারেই এই নাম পরিবর্তন করা হইবে।

২২—**ভারত**: ভারতের আকাশে মার্কিন, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বিমানবাহিনীর যুক্ত মহড়ার প্রস্তাব ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঘোষণা প্রকাশিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ: সরকারী খাদ্যনীতির ব্যর্থতার প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে যে তিনটি অনাস্থা প্রস্তাব উপস্থাপন করা হইয়াছিল অদ্য বিধানসভায় দীর্ঘ বিতর্কের পর তাহার সবকয়টিই ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

(২) সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্তনের দাবীতে ফরওয়ার্ড ব্লক, আর. এস. পি., আর. সি. পি. আই. এবং বলশেভিক পার্টি ৩ দিনের জন্য আইন অমান্য আরম্ভ করে। অদ্য ৮৬ জন কারাবরণ করে।

মুষ্টিযুদ্ধ : সোনি লিষ্টন ফিরতি লড়াইতেও প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্লয়েড প্যাটারসনকে ২ মিনিট ১০ সেকেণ্ডের মধ্যে ধরাশায়ী করিয়া মুষ্টি যুদ্ধের হেভী ওয়েট বিভাগে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হন।

পশ্চিমবঙ্গ : বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

২৫—**মস্কো :** মস্কোতে পরীক্ষামূলক পারমাণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের জন্য যে বৈঠক চলিতেছে তাহাতে ব্রিটিশ, মার্কিন ও সোভিয়েট প্রতিনিধিগণ অদ্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে জল, স্থল ও ঊর্ধ্বাকাশে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধ করা হইবে, কিন্তু মাটির নিচে বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে ইহা প্রযুক্ত হইবে না।

উত্তর প্রদেশ : উত্তর প্রদেশের বন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীআলগুরাই শাস্ত্রীর পদত্যাগ গৃহীত হয়। তাঁহার পদত্যাগের বিষয়টি বিধানসভার কংগ্রেসদলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গে স্বর্ণ-শিল্পীদের আইন অমান্য আন্দোলন সুরু; অদ্য রাজভবনের নিকট ৩৫ জন গ্রেপ্তার।

২৬—**যুগোশ্লাভিয়া :** প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে যুগোশ্লাভিয়ার মেসিডোনিয়া প্রদেশের রাজধানী স্কোপলজে শহর সম্পূর্ণ ধ্বংস। ৮ হাজার লোক নিহত।

২৮—**পশ্চিমবঙ্গ :** সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩ বৎসর বয়সে বাঁকুড়ায় তাঁহার নিজ ভবনে দেহত্যাগ করেন।

বিমান দুর্ঘটনা : ইউনাইটেড আরব এয়ার লাইনস্-এর একখানি যাত্রীবাহী জেট বিমান সান্তাক্রুজ বিমান বন্দর (বোম্বাই) হইতে ১০ মাইল দূরে আরব সাগরে ধ্বংস হয়। উহাতে ৫২ জন যাত্রী ও ৮ জন বৈমানিক ছিলেন।

২৯—**ফ্রান্স :** প্রেসিডেণ্ট দ্যগলে প্যারিসে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের জন্য মস্কোতে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে ফ্রান্স স্বাক্ষর করিবে না। 'ন্যাটো' ও ওয়ারশ সামারিক জোটের মধ্যে একটি অনাক্রমণ চুক্তি করার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাও তিনি অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

আগষ্ট—১৯৬৩

১—**উত্তর প্রদেশ :** উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সি. বি. গুপ্তের সহিত তীব্র মতভেদের দরুন রাজ্যের তিনজন মন্ত্রী ও তিনজন উপমন্ত্রী পদত্যাগ করেন।

ম্যানিলা : মালয়, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় এক বৈঠকে মিলিত হইয়া উক্ত তিনটি দেশকে লইয়া "মফিলিন্দো" নামক একটি কনফেডারেশন গঠন সম্পর্কে একমত হন।

২—**ভারত :** কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র পেশ করেন। পরিকল্পনা কমিশনের খাদ্যনীতির সহিত তাঁহার মতানৈক্যই ইহার কারণ।

৩—**ভারত :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর অনুরোধে খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করেন।

দঃ ভিয়েৎনাম : বৌদ্ধদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে অদ্য পুনরায় সায়গনে একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেহে অগ্নি সংযোগে মৃত্যু বরণ করেন।

৫—**আণবিক চুক্তি :** অদ্য মস্কোতে ব্রিটিশ, সোভিয়েট ও মার্কিন পররাষ্ট্র সচিবত্রয় আনুষ্ঠানিকভাবে পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ম্যানিলা : মালয়ের প্রধান মন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান, ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ এবং ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ম্যাকাপাগল 'মফিলিন্দো' নামক কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে 'ম্যানিলা ঘোষণা'য় স্বাক্ষর করেন। অতঃপর ম্যানিলা শীর্ষ বৈঠক সমাপ্ত হয়।

৬—**রাশিয়া :** রাশিয়া অদ্য "কসমস-১৯" মামক আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে।

সিংহল : সিংহলে সাধারণ বীমা ব্যবসায় জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

৮—**কংগ্রেস :** নয়া দিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে বৈঠক সুরু হয় তাহাতে মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী কামরাজ নাদার কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটির সারমর্ম, "কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্যের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া সর্ব সময়ের জন্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক কার্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত।"

আণবিক চুক্তি ভারত অদ্য মস্কোতে আণবিক বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার পরে ভারতই সর্বপ্রথম এই চুক্তি স্বাক্ষর করে।

৯—**ব্রহ্মদেশ :** রেঙ্গুনে অদ্য ব্রহ্মের ১১ জন শীর্ষ স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয় ; ব্রহ্মের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট উ বা তাঁহাদের অন্যতম।

১০—**কংগ্রেস :** অদ্য নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে 'কামরাজ পরিকল্পনা' গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রে ও

রাজ্যগুলিতে শ্রীনেহরু ব্যতীত সকল মন্ত্রীই মন্ত্রিত্ব ছাড়িয়া কংগ্রেসের সাংগঠনিক কার্যে আত্মনিয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকিবেন। কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইবে তাহা স্থির করার চূড়ান্ত দায়িত্ব শ্রীনেহরুর উপর দেওয়া হইয়াছে।

১১—**বোম্বাই :** বোম্বাই পৌরসভার ৩০ হাজার শ্রমিক অদ্য মধ্যরাত্রি হইতে ধর্মঘট সুরু করে। তাহাদের বিভিন্ন দাবীর মধ্যে মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি অন্যতম।

১২—**কলিকাতা :** কলিকাতার চিড়িয়াখানায় আজ দুইটি শ্বেত ব্যাঘ্র আনীত হয় ; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ ব্যাঘ্র দুইটিকে ৯৬ হাজার টাকা মূল্যে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

নয়াদিল্লী : সোমালী প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ডঃ আবদি রসিদ আলি শেরমার্ক ৪ দিন ভারতভ্রমণের জন্য অদ্য নয়াদিল্লী আসেন।

১৩—**লোকসভা :** অদ্য লোকসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন সুরু হয়।

লোকসভার নবনির্বাচিত নির্দলীয় সভ্য আচার্য কৃপালনী অদ্য ভারতের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং উহা আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। ভারতের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ইহাই সর্বপ্রথম অনাস্থা প্রস্তাব।

কলিকাতা : প্রখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী ও ভারতের জাতীয় অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ৭৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

আসাম : গৌহাটি হইতে ৯ মাইল দূরে গড়ভাঙ্গায় আসাম পুলিশের বারুদখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৩২ জন নিহত।

১৫—**ভারত :** ভারতের সর্বত্র সাড়ম্বরে স্বাধীনতা দিবসের ১৬শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত।

দঃ ভিয়েৎনাম : সরকারের বৌদ্ধপীড়ন নীতির প্রতিবাদে অদ্য সর্বপ্রথম একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুণী নিজদেহে অগ্নিসংযোগ করিয়া মৃত্যুবরণ করেন। ইতিপূর্বে তিনজন বৌদ্ধ ভিক্ষু অনুরূপভাবে আত্মহত্যা করিয়াছেন।

১৮—**দঃ ভিয়েৎনাম :** দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য রাজধানী সায়গনের প্রধান প্যাগোডার চারিদিকে ১৫ হাজার লোক সমবেত হয়।

১৯—**লোকসভা :** লোকসভায় অদ্য ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের আলোচনা সুরু হয়। আলোচনার উদ্বোধন করেন আচার্য কৃপালনী।

(২) ভারতের আকাশে ব্রিটেন ও আমেরিকার সহিত যে যৌথ বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হইবে তৎসম্পর্কে শ্রীনেহরু লোকসভায় বিবৃতি দেন।

ভারতের বিমান প্রতিরক্ষার পূর্ণ কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব ভারত সরকারের হাতেই থাকিবে।

কলিকাতা: আলিপুর চিড়িয়াখানার পোষা হাতি 'ফুলমালা' অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হইয়া উহার মাহুত ফরমানকে হত্যা করে।

পাকিস্তান: পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের স্পীকার মৌলবী তমিজুদ্দিন খান ৭৫ বৎসর বয়সে মারা যান।

২০—**কলিকাতা:** কলিকাতা চিড়িয়াখানার ক্ষিপ্ত হস্তী ফুলমালাকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।

২১—**পশ্চিমবঙ্গ:** রাজ্য সরকারের খাদ্যনীতির প্রতিবাদে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল অনির্দিষ্ট কালের জন্য রাজ্যব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করে।

বোম্বাই: বোম্বাই পৌর-সভার শ্রমিকগণ ১০ দিন ব্যাপী ধর্মঘট পরিত্যাগ করে।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম: দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সামরিক আইন জারী ; বৌদ্ধ মঠ-গুলিতে সৈন্য ও পুলিশের হানা।

২২—**লোকসভা:** কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আচার্য কৃপালনী কর্তৃক উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব ৪ দিন বিতর্কের পর অদ্য ৩৪৬-৬১ ভোটে বাতিল হইয়া যায়।

২৩—**আসাম:** সংযুক্ত বিরোধী ফ্রণ্টের সভ্য তারাপদ ভট্টাচার্য আসাম মন্ত্রি-সভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম: দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।

নরওয়ে: শ্রীইনার জেরার্ডসেন পরিচালিত শ্রমিক সরকারের পতন।

২৪—**ভারত:** কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে ৬ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৬টি রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রীকে পদত্যাগ নির্দেশ ; শ্রীনেহরু কর্তৃক অদ্য নামের তালিকা প্রকাশ।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম: সরকারী নীতির ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সেনাবাহিনীর মধ্যেও অসন্তোষ ও দলাদলি সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্য ক্যাথলিক ও বৌদ্ধ সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় ও তাহাতে ৬০ জন সৈন্য নিহত হয়।

২৬—**কলিকাতা:** অদ্য কলিকাতা লণ্ডন টেলেক্স সার্ভিসের উদ্বোধন করা হয়।

মধ্য প্রদেশ: মধ্য-প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বি. এ. মন্দলয় অদ্য তাঁহার মন্ত্রি-সভার পদত্যাগ পত্র পেশ করেন।

উত্তর প্রদেশ: রাজ্যপাল অদ্য ৮ জন দলত্যাগী মন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করেন।

২৭—**নয়াদিল্লী :** নেপালের রাজা মহেন্দ্র ও রাণী রত্না অদ্য নয়াদিল্লীতে আগমন করেন।

আসাম : মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অদ্য ৭৩-১৭ ভোটে বাতিল হইয়া যায়।

২৮—**নয়াদিল্লী :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও নেপাল রাজ মহেন্দ্রের মধ্যে নেপাল ভারত সম্পর্ক লইয়া দেড় ঘণ্টা ব্যাপী আলোচনা।

কলিকাতা : কাশীপুর লেভেল ক্রশিং-এ ষ্টেট্ বাস ও মালগাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ ; ৩ জন নিহত ও ২০ জন আহত।

২৯—**ভারত :** কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে ৬জন মন্ত্রীর বিদায়। অবশিষ্ট মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর পুনর্বণ্টন।

পাকিস্তান : করাচীতে অদ্য পাকিস্তান ও চীনের মধ্যে একটি বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষরিত।

পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্য বিধান সভার শিলিগুড়ি কেন্দ্রের কংগ্রেসী সভ্য জগদীশ ভট্টাচার্য পরলোকে।

৩০—**নয়াদিল্লী :** নেপালের রাজা মহেন্দ্র ৪ দিন দিল্লী অবস্থানের পর অদ্য শ্রীনেহরুর সহিত এক যুক্ত ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন ও উহা প্রকাশিত হয়।

কলিকাতা : কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন ও প্রয়োজনীয় ১০ কোটি টাকা দানের সম্মতি।

ফিনল্যাণ্ড : অদ্য ফিনল্যাণ্ড সরকারের পতন হয়।

৩১—**সিঙ্গাপুর :** প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান অদ্য সিঙ্গাপুরের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মস্কো : মস্কো ও ওয়াশিংটনে অবস্থিত 'ক্রেমলিন' এবং 'হোয়াইট হাউস'-এর মধ্যে টেলিপ্রিণ্টার সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে ; ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'হটলাইন'।

সেপ্টেম্বর—১৯৬৩

১—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য ১০৮ মাইল দীর্ঘ গ্যাস গ্রীডের উদ্বোধন করেন। ৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্মিত হইয়াছে।

৩—**পাটনা :** দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী পি. আর. দাশ অদ্য ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

পাকিস্তান : করাচীতে পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ও মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব জর্জ বলের মধ্যে আলোচনা ; শ্রীবল প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর একখানি পত্র জেনারেল আয়ুব খাঁকে অর্পণ করেন। উক্ত পত্রে পাক-চীন আগত সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

৪—**নয়াদিল্লী :** নয়াদিল্লীতে সর্বভারতীয় বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্র সম্মেলন আরম্ভ। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু ও ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লর্ড এটলী উভয়েই উহাতে ভাষণ দেন।

৫—**ভারত :** ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ৭৫শ জন্ম দিবসে বিপুল অভিনন্দন লাভ করেন।

৬—**ভারত :** শ্রীঅশোক মেহতা ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান হইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

৮—**নয়াদিল্লী :** গত ৩রা সেপ্টেম্বর দিল্লী পুলিশ গুপ্তচর বৃত্তির দায়ে পাকিস্তান কমিশনে ৩ জন কর্মচারী ও একজন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করে। উক্ত কর্মচারীত্রয় ভারতীয়টির নিকট কিছু কাগজপত্র হস্তান্তরের সময় ধরা পড়ে। পুলিসের জেরার উত্তরে তাহারা বলে যে পাকিস্তান হাইকমিশনের বিমান উপদেষ্টা তাহাদিগকে উক্ত কাগজপত্র দিয়াছেন। উক্ত তিনজন পাকিস্তানী কর্মচারী মুক্তির পর ভারত ত্যাগ করে।

পাকিস্তান : পাকসরকার করাচীতে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের বিমান উপদেষ্টা ও তিনজন কর্মচারীকে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে অবিলম্বে পাকিস্তান ত্যাগের নির্দেশ দেয়। পাকসরকারের এই কার্য স্পষ্টই প্রতিশোধ-মূলক।

আলজিরিয়া : আলজেরিয়ার প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য অদ্য দেশের সর্বত্র গণভোট গৃহীত হয়।

৯—**কলিকাতা :** ভারতের খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও শিক্ষাব্রতী ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১১—**ভারত :** নাগপুর-দিল্লী নৈশ ডাকবাহী একটি বিমান আগ্রার নিকট ধ্বংস হয় ; ১৩ জন যাত্রী ও ৫ জন বিমানকর্মচারী সকলেই প্রাণ হারায়।

গুজরাট : গুজরাটের রাজ্যপাল গুজরাট মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন।

১৩—**লোকসভা :** অদ্য কম্যুনিষ্টদলের নেতা এ. কে. গোপালন লোকসভার স্পীকারের নিকট "মহা আবেদনপত্র" পেশ করেন উহাতে এক কোটি লোক স্বাক্ষর করিয়াছে এবং উহার ওজন তিন টন। উক্ত আবেদনপত্রে দ্রব্যমূল্য ও করহ্রাসের দাবী জানান হইয়াছে।

নিকোসিয়া: আফ্রিকা-এশিয়া সংহতি সন্মেলনের কর্মপরিষদের ৪ দিন ব্যাপী বৈঠকের সমাপ্তি। এই বৈঠকে চীন মস্কো পরমাণু বিস্ফোরণ বন্ধের চুক্তির বিরোধিতা করার চেষ্টা করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই সম্পর্কে একটি আপস প্রস্তাব মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

১৪—**মালয়েশিয়া:** মালয়েশিয়া ফেডারেশনে সারাওয়াকের যোগদান সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ যে তথ্যসন্ধানী মিশন নিযুক্ত করিয়াছিল তাহার রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট মালয়েশিয়া গঠন পরিকল্পনার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম: প্রেসিডেন্ট নো দিন এম ঘোষণা করেন যে, আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম হইতে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হইবে।

১৫—**মালয়েশিয়া:** অদ্য মধ্যরাত্রে মালয়েশিয়া ফেডারেশন জন্মলাভ করে। মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমান আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দ্বারা নূতন রাষ্ট্রের উদ্বোধন করেন।

১৬—**ইন্দোনেশিয়া:** রাজধানী জাকার্তায় নবগঠিত মালয়েশিয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ। ব্রিটিশ ও মালয়েশিয়ার দূতাবাসদ্বয় আক্রান্ত।

আলজিরিয়া: প্রধানমন্ত্রী আহমেদ বেন বেল্লা আলজিরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত; গণভোটের ফলাফল প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ: মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানান যে, কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শঙ্করদাস ব্যানার্জি ও সেচমন্ত্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করিয়াছেন।

আসাম: করিমগঞ্জ সীমান্তে লাটিটিলা ডুমাবাড়ী অঞ্চলে পাকিস্তানী সৈন্য শিলা বৃষ্টির মত গুলিবর্ষণ করিতেছে বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হয়।

১৭—**মালয়:** রাজধানী কুয়ালালামপুরে ইন্দোনেশিয়ার ও দূতাবাস জনতা কর্তৃক চূর্ণবিচূর্ণ ও অগ্নিদগ্ধ। ইন্দোনেশিয়া ফিলিপাইনের সহিত মালয়েশিয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন।

আসাম: লাটিটিলা ডুমাবাড়ী অঞ্চলে পাকসৈন্যের গুলিবর্ষণ অব্যাহত। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, উক্ত অঞ্চলের প্রতিরক্ষার ভার ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

১৮—**ইন্দোনেশিয়া:** রাজধানী জাকার্তায় পুনরায় মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ; ব্রিটিশ দূতাবাস লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত। ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত মার্কিন দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

১৯—**ভারত :** শ্রী এইচ. সি. দাসাপ্পা ভারতের রেলওয়ে মন্ত্রী নিযুক্ত।

২০—**আসাম :** লাটিটিলা ডুমাবাড়ী অঞ্চলে গুলিবর্ষণ বন্ধ করা সম্পর্কে অদ্য স্নুতারকান্দিতে ভারত ও পাকিস্তানের আঞ্চলিক অধিনায়কদ্বয়ের এক বৈঠক হয়। পাকিস্তান গুলি বর্ষণ বন্ধ করিতে রাজী হইয়াছে।

উড়িষ্যা : উড়িষ্যা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ৩ দিন আলোচনার পর মৌখিক ভোটে অগ্রাহ্য হয়।

জাতিপুঞ্জ : জাতিপুঞ্জ সাধারণ পরিষদের ১৮শ বার্ষিক অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট কেনেডী অদ্য ভাষণ দেন; তিনি বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা থাকা দরকার।

২১—**লোকসভা :** অদ্য অর্থমন্ত্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী লোকসভায় 'স্বর্ণনিয়ন্ত্রণবিধি' ও 'অবশ্য সঞ্চয় পরিকল্পনা'র আমূল পরিবর্তন করিয়া এক বিবৃতি দেন। কেবলমাত্র যে সকল স্বর্ণশিল্পি অলঙ্কার নির্মাণ করিয়া জীবিকা অর্জন করেন তাঁহারা কতিপয় শর্তে ১৪ ক্যারেটের অধিক বিশুদ্ধতা সম্পন্ন পুরাতন সোনার গহনা ভাঙ্গিয়া অনুরূপ সোনার গহনা নির্মাণ করিতে পারিবেন। কেবলমাত্র যে সকল বেতনভোগী কর্মচারী আয়কর দিয়া থাকে তাহারা ব্যতীত অন্যান্যদিগকে অবশ্য সঞ্চয়ের দায় হইতে অব্যহতি দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর প্রদেশ : শ্রীমতী স্নচেতা কৃপালনী সর্বসম্মতিক্রমে উত্তর প্রদেশ বিধানমণ্ডলের কংগ্রেসীদলের নেত্রী নির্বাচিত হন।

কলিকাতা : মহাজাতিসদনে 'শরৎসাহিত্য সম্মেলন' আরম্ভ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

(২) প্রাক্তন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এস. কে. পাতিল কলিকাতায় এক সভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন যে, কামরাজ-পরিকল্পনা ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে হঠাইবার হাতিয়াররূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

২২—**ফুটবল :** মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ১—০ গোলে পরাজিত করিয়া বি. এন. আর. সর্বপ্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড অর্জন করে।

২৩—**উড়িষ্যা :** শ্রীবীরেন মিত্র সর্বসম্মতিক্রমে উড়িষ্যা কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন।

২৪—**কলিকাতা :** অদ্য রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতা আগমন করেন এবং নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দান করেন।

(২) দ্রব্যমূল্য ও করবৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতায় সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়।

মধ্যপ্রদেশ : শ্রী ডি. পি. মিশ্র মধ্যপ্রদেশ বিধানমণ্ডলে কংগ্রেসী দলের নেতা নির্বাচিত।

বিহার : শ্রী কে. বি. সহায় বিহার কংগ্রেস পরিষদদলের নেতা নির্বাচিত।

মাদ্রাজ : শ্রী এম. ভক্তবৎসলম মাদ্রাজে কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত।

২৫—**ব্রিটেন :** প্রফুমো-কীলার প্রসঙ্গে লর্ড ডেনিং-এর রিপোর্ট প্রকাশিত। প্রফুমো নীতিভ্রষ্ট, কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করে নাই—রিপোর্টে এই অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে।

২৬—**নয়াদিল্লী :** ড্যানিয়েল এইচ. ওয়ালকট নামক মার্কিন নাগরিক অদ্য সকলের অলক্ষ্যে সফদরগঞ্জ বিমান ঘাঁটি হইতে তাহার নিজস্ব একটি বিমানে করিয়া পলাইয়া যায়। ওয়ালকটকে বেআইনীভাবে ভারতে কার্তুজ আমদানী করার অপরাধে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

২৯—**লক্ষ্ণৌ :** কংগ্রেস কর্মীদের একসভায় শ্রীনেহরু বলেন যে, তিনিই 'কামরাজ পরিকল্পনা'র উদ্ভাবক। বিরোধীদিগকে হঠাইবার জন্য এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইতেছে বলিয়া যে সকল কথা উঠিয়াছে তাহা অন্যায় ও অদ্ভুত।

৩০—**পশ্চিমবঙ্গ :** রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু পশ্চিমবঙ্গে ১৮ জন মন্ত্রীর পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ২ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৭ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ৯ জন উপমন্ত্রী। ১লা অক্টোবর হইতে পদত্যাগ কার্যকরী হইবে।

মধ্যপ্রদেশ : শ্রী ডি. পি. মিশ্রের নেতৃত্বে গঠিত মধ্যপ্রদেশের নূতন মন্ত্রিসভা অদ্য শপথ গ্রহণ করে।

অক্টোবর—১৯৬৩

২—**বিহার :** বিহারে নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অদ্য অনুষ্ঠিত হয়।

উত্তরপ্রদেশ : উত্তর প্রদেশের নবগঠিত মন্ত্রিসভার ৫ জন মন্ত্রী অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

উড়িষ্যা : অদ্য উড়িষ্যার নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

আলজিরিয়া : আলজিরিয়ায় বার্বার উপজাতির বিদ্রোহ।

৩—**বেনানা :** সামরিকবাহিনী কর্তৃক অদ্য বেনানা প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার।

৪—**গাম্বিয়া (আফ্রিকা) :** ব্রিটিশ উপনিবেশ গাম্বিয়া অদ্য আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্বায়ত্ত্বশাসন লাভ করে।

৬—মালয়েশিয়া : কুয়ালালামপুর হইতে ৫০ মাইল দূরে সোরেমবানে এক বিরাট জনতা ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুবান্দ্রিয়ের কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

৭—বিজ্ঞান কংগ্রেস : নয়াদিল্লীতে অদ্য ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 'সুবর্ণ-জয়ন্তী' অধিবেশনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। চীনা আক্রমণজনিত জরুরী অবস্থার জন্য গত জানুয়ারী মাসে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

পাকিস্তান : পাকিস্তান ও সোভিয়েট রাশিয়া অদ্য উভয় দেশের মধ্যে বিমান চলাচলের জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

৮—দামাস্কাস : সিরিয়া ও ইরাকের সৈন্যবাহিনী সংযুক্তিকরণের উদ্দেশ্যে অদ্য দামাস্কাসে এক চুক্তি অনুষ্ঠিত হয়। ইরাকের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল আমাচে ইরাক-সিরিয়া সংযুক্তবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, চলতি বছরে পশ্চিমবঙ্গে ৫০ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইবে। গত বৎসর ৩৮ লক্ষ টন চাউল উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে চাউলের বার্ষিক চাহিদা ৬০ লক্ষ টন।

৯—নয়াদিল্লী : ডাঃ সৈফুদ্দীন কিচলু অদ্য ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১০—কাশ্মীর : খাজা সামসুদ্দীন জাতীয় সম্মেলনের আইনসভাদলের নেতা নির্বাচিত হন।

১২—কাশ্মীর : খাজা সামসুদ্দীনের নেতৃত্বে কাশ্মীরের নূতন মন্ত্রিসভা অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

কায়রো : কায়রোতে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়েক ও প্রেসিডেন্ট নাসেরের মধ্যে বৈঠক।

১৪—ন্যুইয়র্ক : ন্যুইয়র্কের বিশপ হোসার এ. টমলিনসন 'চার্চ অব গড'এর পক্ষ হইতে শ্রীজওহরলাল নেহরুকে 'স্বর্ণযুগ প্রতীক' উপহার দেন। শ্রীনেহরু 'স্বর্ণযুগ' আনয়নের জন্য যে প্রচেষ্টা করিতেছেন ইহা তাহার স্বীকৃতি।

কম্যুনিষ্ট পার্টি : আজ নয়াদিল্লীতে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের চার দিন ব্যাপী অধিবেশন সুরু হয়।

১৫—কলিকাতা : কলিকাতায় অস্বাভাবিক চাউল সঙ্কট। চাউলের দোকান-গুলিতে জনতার অস্বাভাবিক ভীড়; তাহারা ন্যায্যমূল্যে চাউল পাওয়ার দাবী জানায়। অপ্রীতিকর ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য পুলিসের তৎপরতা।

উত্তর প্রদেশ : উত্তর প্রদেশের নবগঠিত মন্ত্রিসভার অবশিষ্ট ১১ জন মন্ত্রী এবং ৫ জন উপমন্ত্রী অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

১৬—**পশ্চিম জার্মানী :** চ্যান্সেলার অ্যাডেনুর অবসর গ্রহণ করায় অধ্যাপক লুডইউগ এরহার্ড অদ্য তাঁহার স্থলে পশ্চিম জার্মানীর নূতন চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪৯ সাল হইতে এই পর্যন্ত পশ্চিমজার্মানীর অর্থমন্ত্রী ছিলেন।

কলিকাতা : কলিকাতায় চাউল সঙ্কট অব্যাহত; স্থানে স্থানে সংঘর্ষের সংবাদ প্রকাশিত। দোকানদারগণ জনতার দাবীতে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে চাউল বিক্রয় করিতে বাধ্য হন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন চাউলের পাইকারী ব্যবসায়ীদের সহিত আলোচনার পর ঘোষণা করেন যে, পাইকারগণ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন মাঝারী ও সরু চাউল ৩৫ টাকা মন (৯৩ নঃপঃ কিলো) দরে এবং অন্ধ্র, উড়িষ্যা ও নেপাল হইতে আনীত চাউল ৩২ টাকা মন (৮৬ নঃপঃ কিলো) দরে বিক্রয় করিবেন বলিয়া তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

মরক্কো : আলজিরিয়ার সহিত মরক্কোর সীমান্ত সংঘর্ষ। আলজিরিয়া কর্তৃক বোমা বর্ষণ।

১৮—**ব্রিটেন :** রাণী এলিজাবেথ অদ্য লর্ড হিউমকে ব্রিটেনের নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। লর্ড হিউম ম্যাকমিলান মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়া : রাশিয়া অদ্য একটি 'কসমস' উপগ্রহ মহাকাশে প্রেরণ করে। ইতিপূর্বে রাশিয়া কর্তৃক ১৯টি অনুরূপ উপগ্রহ প্রেরিত হইয়াছে।

মরক্কো : গতকল্য প্রচণ্ড যুদ্ধের পরে মরক্কোবাহিনী আলজিরিয়া সীমান্তে টিণ্ডজোব নামক স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৯—**উত্তর প্রদেশ :** উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভার যে ১১ জন মন্ত্রী ও ৫ জন উপমন্ত্রী গত ১৪ই অক্টোবর শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অদ্য পুনরায় শপথ গ্রহণ করেন। কারণ বৈধতার প্রশ্নে বিধানসভার স্পীকার উক্ত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন।

২০—**ব্রহ্মদেশ :** ব্রহ্মের শিল্প ব্যবসায়ের কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য ব্রহ্মের বিপ্লবী সরকার গতরাত্রে ১৯৬৩ সালের জাতীয়করণ আইন জারী করেন।

২২—**ভারত :** প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য জাতির উদ্দেশ্যে ৭৪০ ফুট উচ্চ ভাকরা বাঁধ উৎসর্গ করেন। ইহা এশিয়ার সর্বোচ্চ বাঁধ। ১৫ বৎসরের শ্রমে ইহা নির্মিত হইয়াছে।

২৩—জাপান : প্রধানমন্ত্রী হায়াতো আইকেদা অদ্য জাপানী পার্লামেণ্টের নিম্ন পরিষদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। আগামী ২১শে নবেম্বর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

ব্রিটেন : নূতন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড হিউম তাঁহার লর্ড উপাধি ত্যাগ করেন।

২৪—দুর্গাপূজা : অদ্য দুর্গাপূজার মহা সপ্তমী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত।

পাকিস্তান : ঢাকা ও রাজসাহীতে ভারতীয় হাইকমিশন কর্তৃক পরিচালিত যে গ্রন্থাগার রহিয়াছে তাহা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের আদেশ জারী।

২৭—দুর্গাপূজা : অদ্য শুভ বিজয়া।

২৮—পাঞ্জাব : পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী কাইরোঁর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছে সে সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের সুপারিশ জানাইয়া শ্রীনেহরু রাষ্ট্রপতির নিকট এক পত্র লিখিয়াছেন। তবে তদন্ত গোপনে অনুষ্ঠিত হইবে এবং তদন্ত চলার সময় কাইরোঁকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হইবে না।

কাশ্মীর : জম্মুতে রাজ্য সরকারের নূতন সেক্রেটারীয়েট ভবনে ২৬শে অক্টোবর একটি ১৫ পাউণ্ড ওজনের বোমা বিস্ফোরণের ফলে সেক্রেটারীয়েট ভবনের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে।

জাকার্তা : ১৫ হাজার যুবকের এক সমবেশে প্রেসিডেণ্ট সোয়েকর্ণ মালয়েশিয়াকে ধ্বংস করার সংকল্প ঘোষণা করেন।

দহোমী : দহোমীতে সৈন্যবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করিয়াছে।

৩০—মরক্কো-আলজিরিয়া : মালির রাজধানী বামাকোতে সম্রাট হাইলে সেলাসির প্রস্তাব অনুসারে আলজিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট বেন বেল্লা ও মরক্কোর রাজা হাসান অদ্য উভয় দেশের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

সোভিয়েট রাশিয়া : রাশিয়া বিমানযোগে প্রচুর পরিমাণ সোনা লণ্ডন ও প্যারিসে পাঠাইতেছে। সংবাদে প্রকাশ রাশিয়া উক্ত সোনা বিক্রয় করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে গম ক্রয় করিবে।

৩১—পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা-শিল্পাঞ্চলে মাছের সর্বোচ্চ দর বাঁধিয়া দিয়া এক আদেশ জারী করেন। ১লা নবেম্বর হইতে এই আদেশ কার্যকরী হইবে।

কাশ্মীর : কাশ্মীরের পাক অধিকৃত অঞ্চল হইতে অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণে পুঞ্চ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন খালের মেরামতি কার্য ব্যাহত।

নবেম্বর—১৯৬৩

১—**দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :** সেনাবাহিনীর প্রাক্তন চীফ অব ষ্টাফ জেনারেল ড্যাং ভ্যান মিনের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ যে, প্রেসিডেন্ট নো দিন এম আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

রাশিয়া : সোভিয়েট রাশিয়া অদ্য 'পলিয়ট' নামক এমন একটি মহাকাশযান মহাশূন্যে প্রেরণ করিয়াছে যাহা ভূপৃষ্ঠ হইতে পরিচালনা করা যাইবে।

ভারত : ভারতের প্রাক্তন প্রধানবিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্জন দাশের উপর পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপসিং কাইরোঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত করার ভার দেওয়া হইয়াছে।

২—**দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :** দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট নো দিন এম এবং তাঁহার ভ্রাতা আত্মহত্যা করিয়াছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

৩—**কংগ্রেস :** জয়পুরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন আরম্ভ।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ; ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট একোয়েন এসক্ থো প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত। তিনি একজন বৌদ্ধ। অদ্য প্রেসিডেন্ট এম ও তাঁহার ভ্রাতার দেহ সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

মরক্কো : মরক্কোর সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে আলজিরীয় সৈন্যবাহিনী অদ্য মরক্কোর ফিগুইগ একুষ্যান অঞ্চলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। মরক্কোবাহিনী সকল আক্রমণ প্রতিহত করে।

৪—**নেপাল :** রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ নেপাল পরিদর্শনের জন্য অদ্য কাঠমাণ্ডুতে উপনীত হন।

কংগ্রেস : জয়পুরে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির দুইদিনব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত। ৬ ঘণ্টা আলোচনার পর "গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র" ইস্তাহারটি অনুমোদিত হয়।

আসাম : গৌহাটিতে ব্রহ্মপুত্রনদের গতিপরিবর্তনের ফলে পাম্পিংষ্টেশন সম্পূর্ণ কাজের অনপুযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে সরকারী তৈল শোধনাগার বন্ধ রহিয়াছে। দৈনিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ টাকা।

মরক্কো : মরক্কো-আলজিরিয়া সীমান্তে শান্তি বিরাজিত। যুদ্ধ বন্ধের শর্ত বিলম্বে প্রতিপালিত।

৫—**দক্ষিণ ভিয়েৎনাম :** দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অস্থায়ী সংবিধান প্রবর্তিত এবং অস্থায়ী সরকার গঠিত।

রাশিয়া : পৃথিবীর প্রথম মহিলা মহাকাশচারিণী শ্রীমতী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা ও অন্যতম রুশ মহাকাশচারী আঁদ্রে নিকোলায়েভ অদ্য মস্কোতে পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

নয়াদিল্লী : লাওসের প্রধানমন্ত্রী সুভন্না ফুমা অদ্য নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর সহিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

৭—পাঞ্জাব : পাঞ্জাব কংগ্রেস পরিষদীয় দলের বিরোধীপক্ষের ১৬ জন সদস্য কংগ্রেস হইতে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন।

৮—নেপাল : রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের নেপাল পরিদর্শনের পর অদ্য নেপালরাজ মহেন্দ্র ও রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়।

ব্রিটেন : ব্রিটেনের নূতন প্রধানমন্ত্রী স্যার আলেক ডগলাস হিউম (ভূতপূর্ব লর্ড) উপনির্বাচনে জয়লাভ করিয়া কমন্সসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

৯—ভারত : কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে 'যুক্ত বিমান আক্রমণ মহড়া'র উদ্বোধন করা হয়। এই মহড়ায় ভারতীয়, ব্রিটিশ ও মার্কিন বিমানবাহিনী অংশগ্রহণ করে। মহড়া সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ১১ ঘণ্টা স্থায়ী হইয়াছিল।

১০—নয়াদিল্লী : রাশিয়ার নববিবাহিত মহাকাশচারী দম্পতি শ্রীমতী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা (বর্তমানে নিকোলায়েভ) ও আঁদ্রে নিকোলায়েভ ভারতে মধুচন্দ্রিকা যাপনের উদ্দেশ্যে অদ্য নয়াদিল্লীতে আগমন করেন। তাঁহারা বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

নয়াদিল্লীতে অদ্য রাজ্যসমূহের শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণের তিনদিনব্যাপী এক সম্মেলন আরম্ভ হয়।

১১—পাকিস্তান : পাকিস্তানী বিমানকে চীন হইয়া টোকিওতে যাইতে দিতে জাপান সরকার অসম্মত হন। ইহার ফলে সাম্প্রতিক পাকিস্তান-চীন বিমান-চুক্তি কার্যকরী করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

নয়াদিল্লী : শ্রীনেহরু অদ্য নয়াদিল্লীতে ৮ম বার্ষিক যুব উৎসবের উদ্বোধন করেন।

১২—পাঞ্জাব : পাঞ্জাব কংগ্রেস পরিষদ দলের ১৬ জন বিরোধী সদস্য অদ্য শ্রীনেহেরুর নিকট তাহাদের পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন।

সিরিয়া : অদ্য সিরিয়ার মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন।

১৩—নয়াদিল্লী : নয়াদিল্লীর পাকিস্তানী দূতাবাসের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগ ; একজন ভারতীয় ও একজন পাকিস্তানী কর্মচারী গ্রেপ্তার।

ইরাক : ইরাকে সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা করা হয় ; ইহার জের হিসাবে বাগদাদে কার্ফ্যু জারী করা হয়।

১৪—**ভারত :** অদ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু ৭৪ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন।

অদ্য ভারতের পূর্বাঞ্চলে যুক্ত বিমান আক্রমণ মহড়ার শেষ হয় এবং পশ্চিমাঞ্চলে মহড়ার উদ্বোধন হয়।

১৫—**ভারত :** শ্রীনেহরু অদ্য রাঁচীতে ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানার উদ্বোধন করেন।

পাকিস্তান : প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অদ্য পাকিস্তান সরকার করাচীর ভারতীয় দূতাবাসের তিনজন কর্মচারীকে অবিলম্বে পাকিস্তান ত্যাগের আদেশ দেন।

১৬—**রাশিয়া :** দুইদিন পূর্বে সোভিয়েট সরকার যে মার্কিন অধ্যাপককে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে মস্কোতে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইতেছে বলিয়া মার্কিন দূতাবাস ঘোষণা করে। এই গ্রেপ্তারের ফলে মার্কিন সাংস্কৃতিক দলের আসন্ন রাশিয়া সফর বাতিল করা হইয়াছিল।

ভারত : আজ চিত্তরঞ্জন ইঞ্জিন নির্মাণ কারখানায় শ্রীনেহেরু এক অনুষ্ঠানে ভারতে নির্মিত সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন চালু করেন। স্বর্গতঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নামানুসারে উহার নাম রাখা হয় 'বিধান'। ইহা নির্মাণ করিতে ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

শ্রীনেহরু অদ্য দুর্গাপুরে ভারতের প্রথম কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানার উদ্বোধন করেন।

সেন্টো : করাচীর অদূরে সেন্টোর বৃহত্তম মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে অংশ গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পাকিস্তান, ইরাণ ও তুরস্ক। এই বিষয়টি গোপনে রাখা হইয়াছিল। এই মহড়ায় দুইজন মার্কিন সৈন্য নিহত হয়।

১৮—**ইরাক :** ইরাকের প্রেসিডেণ্ট ফিল্ড মার্শাল আরিফ কর্তৃক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ। তিনি নিজেকে বিপ্লবী পরিষদের প্রধান ও সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করেন। বাথ ন্যাশনাল গার্ড বেআইনী ঘোষিত।

কাম্বোডিয়া : মার্কিন সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কাম্বোডিয়ার সরকার এই মর্মে মার্কিন সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন যে, কাম্বোডিয়াকে মার্কিন সাহায্য দেওয়া যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হয়।

২০—**কংগ্রেস :** শ্রীকামরাজ নাদার অদ্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতি নির্বাচিত হন।

২১—ত্রিবান্দ্রম : ত্রিবান্দ্রমের নিকটবর্তী থুম্বা রকেট ঘাঁটি হইতে অদ্য ভারতের প্রথম মহাকাশ সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়। পরীক্ষা অত্যন্ত সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

কলিকাতা : সোভিয়েট মহাকাশচারীদল অদ্য কলিকাতায় আগমন করিলে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। এই দলে আছেন শ্রীমতী ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা, মেজর আঁদ্রে নিকোলায়েভ এবং লেঃ কর্ণেল বিকোভস্কি।

সোভিয়েট রাশিয়া : সোভিয়েট জঙ্গীবিমান রুশ-ইরাণ সীমান্তে একখানি ইরাণী বিমানকে ভূপাতিত করে। দুইজন আরোহী নিহত ও বিমানচালক আহত হইয়াছে।

২২—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য টেক্সাসের রাজধানী ডালাসে প্রেসিডেন্ট কেনেডী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট লিণ্ডন বেনেস জনসন প্রেসিডেন্টের আসনে অভিষিক্ত হন।

কাশ্মীর : কাশ্মীরে পুঞ্চের নিকট ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানি হেলিকপ্টার ধ্বংস হওয়ায় এয়ার্ ভাইসমার্শাল পিণ্টোসহ ৫ জন অতি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী নিহত হন। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পক্ষে এই ক্ষতি অপূরণীয়।

কলিকাতা : রবীন্দ্রসরোবর স্টেডিয়ামে কলিকাতার মেয়র অদ্য রুশ মহাকাশ-চারীদিগকে পৌর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

২৩—পশ্চিমবঙ্গ : শিয়ালদহ কল্যাণী শাখায় অদ্য সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু করা হয়।

ব্রিটেন : বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক সাহিত্যিক আলডুয়াস হাক্সলি অদ্য লস এঞ্জেলস্-এ ক্যান্সার রোগে পরলোকগমন করেন।

২৪—ডালাস (টেক্সাস) : প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে হত্যার অভিযোগে ধৃত লি অসওয়াল্ড হার্ভেকে অদ্য পুলিশের সদর কার্যালয়ে জ্যাকরুবী নামক এক ব্যক্তি গুলি করিয়া হত্যা করে। রুবী বলে যে, কেনেডী হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই সে হার্ভেকে হত্যা করিয়াছে।

ভারত : প্রেসিডেন্ট কেনেডীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ ভারতের সমস্ত সরকারী ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত; আগামীকল্য সকল সরকারী অফিস বন্ধ রাখার জন্য ভারত সরকারের নির্দেশ।

২৫—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : আর্লিংটন জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট কেনেডীর

দেহ সমাহিত করা হয়। ৬০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাজারাণী ও প্রধানমন্ত্রী শোকযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন।

২৬—**কলিকাতা**: 'কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী যুক্ত কমিটি' ধর্মঘটের নোটিশ প্রত্যাহার করিয়া লয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হস্তক্ষেপে ইহা সম্ভব হয়।

ভারতরক্ষা আইনে ধৃত শ্রীস্নেহাংশু আচার্য প্রমুখ ১০ জন কম্যুনিষ্ট নেতার মুক্তিলাভ।

২৮—**পাকিস্তান**: আগামী ১৫ই ডিসেম্বর হইতে পাকিস্তানের রাজসাহীতে অবস্থিত ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনের আফিস বন্ধ করার জন্য পাক সরকারের আদেশ জারী।

৩০—**কলিকাতা**: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব।

ডিসেম্বর—১৯৬৩

১—**নাগাভূমি**: অদ্য ভারতের ১৬শ রাজ্য নাগাভূমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ কোহিমায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গ: অদ্য হইতে ডি. ভি. সি'র সেচখালগুলির পরিচালনভার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়।

মহারাষ্ট্র: বি. পি. নায়েক অদ্য মহারাষ্ট্রের নূতন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন; তিনি পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভায় রাজস্বমন্ত্রী ছিলেন।

২—**সিকিম**: সিকিমের মহারাজা স্যার তাসি নামগেয়াল ছোলিয়াল ডেনজং অদ্য কলিকাতায় একটি নার্সিং হোমে ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৩—**ভারত**: জর্ডানের রাজা হুসেন ১৪ দিন ভারত পরিদর্শনের জন্য অদ্য নয়াদিল্লীতে উপনীত হন।

চীনের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বহন করিয়া একখানি বিমানকে ভারতের উপর দিয়া যাইতে দিতে ভারত সরকার অনুমতি দান করেন।

হলিউড: হলিউডের বিখ্যাত ভারতীয় অভিনেতা সাবু অদ্য মারা যান।

৪—**মহারাষ্ট্র**: মহারাষ্ট্রের নূতন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

৫—**পাকিস্তান**: পাকিস্তানের প্রখ্যাত রাজনীতিক হাসান শহীদ সোহরাওর্দি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া লেবাননের রাজধানী বেইরুটে মারা যান।

৬—**ইংল্যাণ্ড**: ভূতপূর্ব ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী প্রফুমো প্রসঙ্গের নায়িকা শ্রীমতী ক্রিষ্টিন কীলার মিথ্যা সাক্ষ্যদানের অপরাধে ৯ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

৭—কলিকাতা : কলিকাতার এ্যাসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক অধিবেশন অদ্য সুরু হয়।

৮—সিংহল : পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ৭ দিন ব্যাপী সিংহল সফরের উদ্দেশ্যে অদ্য কলম্বো উপনীত হন। পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোও তাঁহার সহিত গিয়াছেন।

৯—গোয়া : গোয়া, দমন ও দিউতে সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ।

পশ্চিমবঙ্গ : হাওড়ার গোলাবাড়ী থানা এলাকায় একটি চশমার কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৮ জন কর্মচারীর অতি শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়।

১০—জাঞ্জিবার : অদ্য জাঞ্জিবার দ্বীপ স্বাধীনতা লাভ করে, ইহা ৭৩ বৎসর ব্রিটিশ শাসনাধীনে ছিল।

ভারত : বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্, ঐতিহাসিক ও কূটনীতিজ্ঞ সর্দার কে. এম. পানিক্কর মহীশূরে ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১১—গোয়া : গোয়া, দমন, দিউ'র সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত। মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল একক বৃহত্তম দলে পরিণত।

১২—কেনিয়া : কেনিয়া ৬৮ বৎসর ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকার পর অদ্য স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

ফুটবল : মোহনবাগান ক্লাব ২-০ গোলে অন্ধ্র পুলিশকে পরাজিত করিয়া চতুর্থবার 'ডুরাণ্ড কাপ' জয় করে।

১৩—ভারত : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অদ্য লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের পরিবারের জন্য একটি 'সামাজিক নিরাপত্তা পরিকল্পনা'র বিষয় ঘোষণা করেন। ইহা আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে কার্যকরী হইবে।

ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি লর্ড ডেনিং ১২ দিন ভারত পরিদর্শনের জন্য অদ্য নয়াদিল্লী আগমন করেন।

১৪—কায়রো : কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই দুইমাস আফ্রিকার দেশগুলিতে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে অদ্য কায়রোতে পদার্পণ করেন।

রাশিয়া : গতকল্য রাশিয়া 'কসমস-২৩' নামক আর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে।

১৫—কলম্বো : কলম্বোয় সাংবাদিক বৈঠকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোর অপ্রীতিকর আচরণ। সাংবাদিকদের প্রশ্নে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদিগকে ভৎর্সনা করেন এবং বৈঠক ত্যাগ করেন।

কাম্বোডিয়া : কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান নরোদম সিহানুক অদ্য বলেন যে, লণ্ডন হইতে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূতকে এবং দূতাবাসের অন্যান্য কর্মচারীদিগকে

ফিরাইয়া আনার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তবে, ইহার ফলে কাম্বোডিয়া ব্রিটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিতেছে না। গত সপ্তাহে সিহানুক বলিয়াছিলেন যে, তিনি ওয়াশিংটন হইতে কাম্বোডিয়ার রাষ্ট্রদূতকে ও দূতাবাসের কর্মচারীদিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন।

কলিকাতা: স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি উপলক্ষে কলিকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে একমাস ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

১৬—**নয়াদিল্লী:** জর্ডানের রাজার ভারত সফরের শেষে জর্ডানরাজ ও শ্রীনেহরুর যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ জেনারেল ম্যাক্সওয়েল টেলর ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করার জন্য অদ্য নয়াদিল্লী আসেন।

১৭—**লোকসভা:** শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, মার্কিন ৭ম নৌবহর ভারত মহাসাগরে আসিবে না। ভারত মহাসাগর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উক্ত নৌবহরের কয়েকটি জাহাজ মাত্র আসিবে। ইহার সহিত ভারতের কোন সম্পর্ক নাই।

১৮—**মস্কো:** মস্কোর রাজপথে প্রায় ৫ শত প্রবাসী আফ্রিকান ছাত্র ও সোভিয়েট পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ। প্রকাশ জনৈক রুশিয়ান কর্তৃক ঘানার একটি ছাত্রকে হত্যার প্রতিবাদে উক্ত ছাত্রগণ ক্রেমলিনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে যাইতেছিল।

১৯—**পশ্চিমবঙ্গ:** প্রখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধীদলের নেতা শ্রীজ্যোতি বসু অদ্য মুক্তিলাভ করেন। ভারতরক্ষা আইনে তাঁহাকে আটক করা হইয়াছিল।

২০—**গোয়া দমন দিউ:** গোয়া দমন দিউ-এর প্রথম লোকায়ত্ত সরকার অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

মস্কো: মস্কোতে অবস্থিত ঘানার দূতাবাস অদ্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। মস্কোতে ঘানার একটি ছাত্রকে হত্যা করার প্রতিবাদে আফ্রিকান ছাত্রদের যে বিক্ষোভ চলিতেছে ইহা তাহারই পরিণতি।

২১—**কায়রো:** কায়রোতে প্রেসিডেন্ট নাসের ও প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই-এর আলোচনা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত।

ইংল্যাণ্ড: ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার জ্যাক হবস্ ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

২২—**পাঞ্জাব:** পাঞ্জাবের দলত্যাগী কংগ্রেস কর্মিগণ অদ্য এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া "প্রজাতন্ত্র দল" নামক একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে।

২৩—**সাইপ্রাস**ঃ সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়াতে গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষে ; ১২ জন হতাহত।

নেপালঃ নেপালের প্রধানমন্ত্রী ডঃ তুলসীগিরি স্বাস্থ্যের কারণে পদত্যাগ করেন।

পশ্চিমবঙ্গঃ বর্ধমান বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কম্যুনিষ্টপ্রার্থী শ্রীবিনয় চৌধুরী জয়ী হন।

২৪—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে নির্দলীয়প্রার্থী শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জি এবং কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীপরেশ বর্মণ জয়লাভ করেন। শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীঅরুণ মৈত্র নির্বাচিত হন।

২৪ পরগণার বজবজ রোডের উপর গোপালপুরে অদ্য ডাক ও তার মন্ত্রী শ্রীঅশোককুমার সেন একটি বেতার ষ্টেশনের উদ্বোধন করেন। এখান হইতে শিলং, ইম্ফল, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং-এ রেডিও টেলিগ্রাফ করা যাইবে।

বিশ্বভারতীঃ বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে আচার্য শ্রীনেহরুর ভাষণ।

পাঞ্জাবঃ পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৩৯শ অধিবেশন আরম্ভ।

২৬—**সাইপ্রাস**ঃ অদ্য হইতে ব্রিটিশ, গ্রীক ও তুর্কী বাহিনী যুক্তভাবে ব্রিটিশ কম্যাণ্ডের অধীনে সাইপ্রাসে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হইয়াছে।

২৭—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ।

কাশ্মীরঃ শ্রীনগরের হজরতবাল মসজিদ হইতে গতরাত্রে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরি হইয়াছে।

২৮—**কাশ্মীর**ঃ শ্রীনগরে উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্তৃক চূড়ান্ত হাঙ্গামা সৃষ্টি। বহু বাড়ী ও মোটরগাড়ীতে অগ্নি সংযোগ। হজরতবাল মসজিদ হইতে কেশ চুরি যাওয়ার জের। শহরে সান্ধ্য আইন জারী করা হইয়াছে।

২৯—**কলিকাতা**ঃ স্বামী বিবেকানন্দ জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে অদ্য পার্কসার্কাস ময়দানে ৮ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসম্মেলনের উদ্বোধন হয়।

৩০—**প্রজাসমাজতন্ত্রীদল**ঃ প্রজাসমাজতন্ত্রীদলের কার্যনির্বাহক সমিতি অদ্য এক বৈঠকে শ্রীঅশোক মেহ্‌তাকে দল হইতে বহিষ্কারের জন্য সুপারিশ করে। শ্রীমেহ্‌তা কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের সহকারী চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করাই ইহার কারণ।

৩১—**কংগ্রেস:** নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৩ দিন ব্যাপী বৈঠক সমাপ্ত। এই বৈঠকে 'গণতন্ত্র ও সমাজবাদ' সম্পর্কে একটি দীর্ঘ প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মরক্কো: গতকল্য চীনা প্রধান মন্ত্রী চু এন-লাই মরক্কো সফর শেষ করিলে তিনি ও মরক্কোর সুলতান একটি যুক্ত ইস্তাহার স্বাক্ষর করেন। এই ইস্তাহারে উভয়েই বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্বলিত দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি সমর্থন করিয়াছেন।

জানুয়ারী—১৯৬৪

১—**কলিকাতা:** বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু অদ্য ৭০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঐই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

২—**ঘানা:** প্রেসিডেন্ট নক্রুমার প্রাণনাশের চেষ্টা, তাঁহার প্রতি ৫ বার গুলি নিক্ষেপ। কিন্তু তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই। আক্রমণকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৪—**পশ্চিমবঙ্গ:** অদ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পশ্চিমবঙ্গের নূতন খাদ্যনীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি অনুসারে ধানকে মোটা, মাঝারি, মিহি ও অতিমিহি এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া উহার মূল্য যথাক্রমে প্রতি মণ ১৩ টাকা, ১৪ টাকা, ১৫ টাকা ও ১৬ টাকায় নির্দিষ্ট করা হইবে এবং চাউলের মূল্য প্রতিমণ ২৪ টাকা, ২৬ টাকা, ২৮ টাকা ও ৩০ টাকা নির্ধারণ করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অদ্য ঘোষণা করা হয় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ডি. ভি. সি'র মাইথন ও পাঞ্চেৎ বাঁধের পরিচালন ভার গ্রহণ করিবেন না।

কাশ্মীর: কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শামসুদ্দীন অদ্য ঘোষণা করেন যে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ পাওয়া গিয়াছে।

খুলনা (পূঃ পাকিস্তান): খুলনায় গতকল্য হইতে হিন্দুদের জীবন ও ধন সম্পত্তির উপর মুসলমানগণ ভয়ঙ্কর আক্রমণ চালাইতেছে। বহু হিন্দু হতাহত; হিন্দু গৃহসমূহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। অদ্য হইতে সৈন্যবাহিনীর উপর খুলনা ও দৌলৎপুরের আইন শৃঙ্খলার ভার দেওয়া হইয়াছে।

৫—**কংগ্রেস:** ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৮ তম অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার অদ্য ভুবনেশ্বরে উপনীত হইলে তাঁহাকে বিরাট

শোভাযাত্রাসহ গোপবন্ধুনগরে অধিবেশন স্থলে লইয়া যাওয়া হয়। অদ্য গোপবন্দুনগরে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে।

পশ্চিমবঙ্গ : ১৯৬০-৬১ সালে কৃষিপণ্য উৎপাদনে কৃতিত্বের জন্য ভারত-সরকার ঐ বৎসরের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে 'রাষ্ট্রীয় কলস' প্রদান করার সিদ্ধান্ত করেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেন যে, আলোচ্য বর্ষে সারা ভারতে মোট উৎপাদিত খরিফ শস্যের ২৯ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল।

৬—**কংগ্রেস :** গোপবন্ধুনগরে কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতির অধিবেশন।

কুয়ালালামপুর : ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিটার থর্নীক্রষ্ট ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমানের মধ্যে বৈঠকের শেষে একটি যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। উহাতে মিলিতভাবে ইন্দোনেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করা হইয়াছে।

৭—**কংগ্রেস :** শ্রীজওহরলাল নেহরু ভুবনেশ্বরে কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করিতে আসিয়া অদ্য অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণের নির্দেশে পূর্ণ বিশ্রামের জন্য তাহার সকল কার্যসূচী বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৮—**ত্রিবান্দ্রম :** অদ্য ত্রিবান্দ্রমের নিকটবর্তী থুম্বা ঘাঁটি হইতে ভারত মহাকাশ গবেষণার জন্য দ্বিতীয় রকেট উৎক্ষেপণ করে।

পশ্চিমবঙ্গ : অদ্য রাজ্যসরকার একটি বিবৃতি প্রচার করিয়া পশ্চিমবঙ্গে ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া দেন।

৯—**কংগ্রেস :** অদ্য গোপবন্ধুনগরে (ভুবনেশ্বর) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৮ তম প্রকাশ্য অধিবেশন বসে।

১০—**কলিকাতা :** কলিকাতায় পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় নগরীর আবহাওয়া উত্তেজনাপূর্ণ। গড়িয়ায় কলেজের ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি বর্ষণে ভূদেব সেন নামক জনৈক ছাত্র নিহত।

মাদ্রাজ : মাদ্রাজে অদ্য ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে প্রথম টেষ্ট খেলা সুরু হয়।

নাগাল্যাণ্ড : ভারতের ১৬শ রাজ্য নাগাল্যাণ্ডে অদ্য সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হয়।

কংগ্রেস : ভুবনেশ্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৮ তম অধিবেশন সমাপ্ত।

পানামা : পানামা খাল অঞ্চলে হাঙ্গামা : পানামার ছাত্রদলের উপর মার্কিন পুলিশের গুলিবর্ষণ। এই ঘটনার জের হিসাবে পানামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

১১—**কলিকাতা**: কলিকাতায় ইতস্তত হাঙ্গামা; শহরে ১৪৪ ধারা এবং পাঁচটি থানা এলাকায় কার্ফ্যু জারী করা হইয়াছে। শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য সৈন্যবাহিনী তলব করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রসংঘ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পানামার অভিযোগ বিবেচনার জন্য অদ্য নিরাপত্তা কমিটির জরুরী বৈঠক বসে।

১২—**কলিকাতা**: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুলজারীলাল নন্দ সাম্প্রদায়িক শান্তির প্রতিষ্ঠাকল্পে অদ্য কলিকাতায় আসেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা ভাষণ দান করেন।

ত্রিবান্দ্রাম: মহাকাশ গবেষণার জন্য ভারত আজ তৃতীয় রকেট উৎক্ষেপণ করে।

কোহিমা: নাগা বিদ্রোহিগণ ডিনামাইট দ্বারা মণিপুর-কোহিমা সড়কে কারোং সেতুটি ধ্বংস করে।

জাঞ্জিবার: অজ্ঞাত পরিচয় সশস্ত্র ব্যক্তিগণ অদ্য জাঞ্জিবার সরকারের পতন ঘটায়। মাত্র একমাস পূর্বে জাঞ্জিবার স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল।

১৩—**পশ্চিমবঙ্গ**: কলিকাতার ৫টি থানার ভার সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ; ৯টি থানায় দিবা-রাত্র কার্ফ্যু জারী।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার শাস্তি স্বরূপ নদীয়ার ৩টি গ্রামে 'পিটুনী কর' ধার্যের জন্য রাজ্যসরকারের আদেশ।

বেইরুট: ইরাকের প্রেসিডেন্ট আরিফ লেবাননের রাজধানী বেইরুটে ১৩টি আরব রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ বৈঠকের উদ্বোধন করেন। প্রেসিডেন্ট নাসেরও উহাতে উপস্থিত ছিলেন।

১৪—**পাকিস্তান**. পূর্ব পাকিস্তানের নারায়ণগঞ্জে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। ঢাকেশ্বরী কটন মিলের বৃহদংশ ভস্মীভূত ও বিপুলসংখ্যক কর্মী নিহত। শহরে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী কার্ফ্যু জারী।

কলিকাতা: কলিকাতা পুলিশে আকস্মিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন; কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রী এস. এম. ঘোষ ছুটিতে যান এবং শ্রী পি. কে. সেন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

১৫—**ঢাকা**: ঢাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিস্তার; লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও নরহত্যার অবাধ অভিযান।

পানামা: পানামা অবিলম্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

১৬—**কলিকাতা**ঃ কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক মৈত্রী অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য একটি শান্তি শোভাযাত্রা কলিকাতার বিভিন্ন রাজপথে পরিক্রমা করে। এই শোভাযাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কলিকাতার মেয়র ও বহু বিশিষ্টব্যক্তি ছিলেন।

১৭—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ ২৪ পরগণা জেলার ১৪টি থানায় পিটুনীকর ধার্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

জাঞ্জিবারঃ ফিল্ডমার্শাল জন ও কেলো জাঞ্জিবারের প্রেসিডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। সংবাদে প্রকাশ জাঞ্জিবারের মার্কিন রাষ্ট্রদূতসহ অন্যান্য মার্কিন নাগরিকগণকে স্বগৃহে আটক করা হইয়াছে।

১৮—**ভারত**ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁর নিকট উভয় দেশে সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে একটি যুক্ত আবেদন প্রচারের প্রস্তাব করিয়াছেন।

২০—**টাঙ্গানাইকা**ঃ টাঙ্গানাইকার রাজধানী দার-এস-সালেমে আফ্রিকান ও আরবদের মধ্যে ভয়ঙ্কর দাঙ্গাহাঙ্গামা। টাঙ্গানাইকার একাংশ আকস্মিক বিদ্রোহ করার অব্যবহিত পরেই এই দাঙ্গা ঘটে।

জাতিসংঘঃ কাশ্মীর প্রশ্ন আলোচনার জন্য পাকিস্তান অদ্য সত্বর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের অনুরোধ জানায়।

২১—**পাকিস্তান**ঃ রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ যুক্ত আবেদনের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন তাহা পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ প্রত্যাখ্যান করেন।

টাঙ্গানাইকাঃ ব্রিটিশ সরকার অদ্য টাঙ্গানাইকা অভিমুখে দুই হাজার সৈন্য ও বিমানবাহী একটি জাহাজ প্রেরণ করে।

২২—**ভারত**ঃ শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও শ্রী ডি. সঞ্জীবায়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী নিযুক্ত হন।

২৩—**ভারত**ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ৬৮ তম জন্মদিবস উদযাপন করা হয়।

জাকার্তাঃ প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ অদ্য ঘোষণা করেন যে, তিনি ইন্দোনেশীয় সৈন্যবাহিনীকে বোর্নিওতে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিবেন।

উগাণ্ডাঃ উগাণ্ডার সৈন্যবাহিনীর একাংশ বিদ্রোহ করিলে উগাণ্ডার প্রেসিডেন্টের অনুরোধে তথায় ব্রিটিশ সৈন্য পাঠান হয়।

২৪—**কলিকাতা**ঃ কলিকাতার সকল অঞ্চল হইতে অদ্য কার্ফ্যু প্রত্যাহার করা হয়।

নয়াদিল্লীঃ ব্রিটিশ সমরবিভাগের সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ লর্ড মাউন্টব্যাটেন অদ্য ৬ দিনের জন্য নয়াদিল্লী আসেন।

কেনিয়া : কেনিয়ায় আইন ও শৃঙ্খলার জন্য কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে তথায় ব্রিটিশ সৈন্য প্রেরণ করা হয়।

২৫—কাশ্মীর : শ্রীনগরে মারমুখী মিছিলের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ ; ৪ জন নিহত।

নাগাল্যাণ্ড : ভারতের নূতন রাজ্য নাগাল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা অদ্য শপথগ্রহণ করেন।

২৬—ভারত : ভারতের সর্বত্র সাড়ম্বরে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হয়।

২৭—ফ্রান্স : ফ্রান্স অদ্য কম্যুনিষ্ট চীনকে স্বীকৃতি দান করে।

২৮—কলিকাতা : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নন্দ ও পূর্তমন্ত্রী খান্নার উপস্থিতিতে কলিকাতায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে।

২৯—কলিকাতা : কলিকাতায় ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে তৃতীয় টেষ্ট খেলা সুরু।

৩০—দক্ষিণ ভিয়েৎনাম : জেনারেল নগুইয়েন খান-এর নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান।

৩১—পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত করেন যে, নদীয়া ও ২৪ পরগণা হইতে পিটুনী কর আদায় করা হইবে না।

কেরালা : কেরালার মন্ত্রিসভা হইতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. টি. চাকোকে বাদ দিয়া মন্ত্রিসভা পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়।

ফেব্রুয়ারী—১৯৬৪

১—ভারত : বিচারপতি পি. বি. গজেন্দ্রগাদকর অদ্য ভারতের প্রধান বিচারপতির কার্যভার গ্রহণ করেন।

৩—রাষ্ট্রপুঞ্জ : পাকিস্তানের অনুরোধে অদ্য কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক সুরু হয়।

কাশ্মীর : শ্রীনগরে হজরতবাল মসজিদে অদ্য এক বিশেষ অনুষ্ঠানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত কেশ অকৃত্রিম বলিয়া সনাক্ত করা হয়। ফকির মিরাখশা প্রমুখ ১৪ জন মুসলিম ধর্মোপদেষ্টা উক্ত কেশ সনাক্ত করেন।

ইন্দোনেশিয়া : ইন্দোনেশিয়ায় ব্রিটিশ পরিচালিত রাবার ও চা বাগান সমূহ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

৪—ভারত : রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণের চোখে আজ অস্ত্রোপচার করা হয়। তিনি আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতির কার্য পরিচালনা করিবেন।

৫—**সাইপ্রাস :** গতকল্য সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোসিয়াতে বোমা বিস্ফোরণের ফলে মার্কিন দূতাবাস ও একটি ব্রিটিশ হোটেল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬—**কাশ্মীর :** শ্রীনগরে এক বিশেষ "দীদার" অনুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক নরনারী অদ্য পয়গম্বরের পবিত্র কেশ দর্শন করে।

নয়াদিল্লী : স্বনামধন্যা রাজকুমারী অমৃত কাউর অদ্য ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৭—**ভারত :** ভারত সরকারের যে সকল কর্মচারী মাসিক ৩৯৯ টাকা পর্যন্ত বেতন পান ভারত সরকার তাহাদের মহার্ঘ ভাতা ২ টাকা হইতে ১০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা অদ্য ঘোষণা করেন। মহার্ঘ ভাতার এই বর্ধিত হার ১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই হইতে বলবৎ হইবে। ইহার ফলে ২০ লক্ষ কর্মচারী উপকৃত হইবেন এবং এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয় ৮·৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে।

৮—**ইথিওপিয়া :** সোমালিয়া ও ইথিওপিয়ার মধ্যে গুরুতর সীমান্ত সংঘর্ষ আরম্ভ।

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম : দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত ; জেঃ নগুইয়েন খান প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন এবং জেঃ ডুয়ং ভ্যান মিন রাষ্ট্রপ্রধানের পদে বৃত হইয়াছেন।

ভারত : ব্রহ্মদেশের বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান জেঃ নে উইন অদ্য নয়াদিল্লী আগমন করেন এবং শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা করেন।

কানপুর কারখানায় নির্মিত সর্বপ্রথম সামরিক বিমান আভ্রো ৭৪৮, সুব্রত অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর হাতে দেওয়া হয়।

১০—**ভারতীয় সংসদ :** অদ্য সংসদের বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হয়। উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে ভাষণ দান করেন।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশন আরম্ভ। রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের নিপীড়িত হিন্দুদের উল্লেখ না থাকায় জনচিত্তে বিস্ময় ও ক্ষোভের সৃষ্টি।

কলিকাতার টালাপার্কে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন "কলিকাতা শিল্প মেলা"র উদ্বোধন করেন।

ফরমোসা : কুওমিণ্টাং চীন অদ্য ফ্রান্সের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

অষ্ট্রেলিয়া : বিমানবাহী জাহাজ 'মেলবোর্ন'-এর সহিত সংঘর্ষের ফলে 'ভয়েজার' নামক অষ্ট্রেলিয়ান ডেষ্ট্রয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস্-এর উপকূলে ৩০০ শত আরোহীসহ নিমজ্জিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

১১—**রেলওয়ে :** রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীএইচ. সি. দাসাপ্পা অদ্য সংসদে ১৯৬৪-৬৫ সালের রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপন করেন।

অন্ধ্র প্রদেশ : কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডীকে পদত্যাগ করার অনুমতি দান করেন।

১৩—**কলিকাতা :** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠান সুরু হয়।

লক্ষ্ণৌ : বিখ্যাত ললিতকলাশিল্পী অসিতকুমার হালদার ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

১৪—**সমাজতন্ত্রী দল :** সমাজতন্ত্রীদলের জাতীয় কমিটিতে ডঃ রামমনোহর লোহিয়ার সুপারিশক্রমে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সহিত সমাজতন্ত্রী দলের মিলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৫—**সাইপ্রাস :** সাইপ্রাসে গ্রীক ও তুর্কী অধিবাসীদের মধ্যে গুরুতর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কয়েক ব্যক্তি হতাহত।

প্রজাসমাজতন্ত্রী দল : পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করায় শ্রীঅশোক মেহতা প্রজাসমাজতন্ত্রী দল হইতে বহিষ্কৃত।

কলিকাতা : বর্ধমান রাজপ্রাসাদে দুইব্যক্তি গুলির আঘাতে নিহত ; জ্যেষ্ঠ রাজকুমার সহ ৪ ব্যক্তিকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়।

আন্দামান : আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জারাওয়া কেন্দ্রে অদ্য ভাইস এ্যাডমিরাল সোমান একটি নৌঘাটির উদ্বোধন করেন।

১৬—**সোমালিয়া :** সোমালিয়া সরকার ইথিওপিয়া সীমান্তে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দেন।

১৭—**রাষ্ট্রপুঞ্জ :** নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে বিতর্ক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত।

কাশ্মীর : ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ অদ্য লোকসভায় কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ হইতে পবিত্র কেশ চুরিকরা সম্পর্কে সন্দেহভাজন তিন ব্যক্তির নাম ঘোষণা করেন।

আসাম : শিলং-এর বড়বাজার এলাকায় পুলিশ ও জনতার মধ্যে সংঘর্ষ ; পুলিশের গুলিবর্ষণে ২ জন নিহত ; শহরে কার্ফ্যু জারী।

১৮—**ভারত :** গতকল্য অপরাহ্ণ হইতে ভারতীয় বিমান বাহিনীর একখানি বিমান কাশ্মীরে নিখোঁজ হইয়াছে। বিমানখানি শ্রীনগর হইতে উধমপুর

বহিতেছিল। বিমানটিতে একজন মেজর জেনারেল ও সামরিক বাহিনীর ১৩ জন লোক ছিলেন।

নাগাল্যাণ্ড: নাগাল্যাণ্ডের মন্ত্রিসভা গঠিত।

সাইপ্রাস: সাইপ্রাসের পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য গতকল্য নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক বসে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ওয়াশিংটন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং যুগোশ্লাভিয়াকে মার্কিন সামরিক সাহায্য দানের পরিমাণ হ্রাস করা হইবে।

গ্যাবন: গ্যাবনে সামরিক বিদ্রোহ, প্রেসিডেন্ট লিও এম'বা গ্রেপ্তার। ভূতপূর্ব ফরাসী উপনিবেশ গ্যাবন ১৯৬০ সালের ১৭ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভ করে।

পাকিস্তান: চীনের প্রধানমন্ত্রী চু এন-লাই ৮ দিন পাকিস্তান সফর করার জন্য অদ্য করাচীতে উপনীত হন।

১৯—**পশ্চিমবঙ্গ:** পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অদ্য রাজ্যের বিধানমণ্ডলীতে ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন।

গ্যাবন: প্যারিস হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ফরাসী সৈন্যের হস্তক্ষেপের ফলে গ্যাবনের সামরিক বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছে।

২০—**কেরালা:** কেরালার আইন ও রাজস্বমন্ত্রী পি. টি. চাকো অদ্য পদত্যাগ করেন।

প্রজাপরিষদ পার্টি: কাশ্মীরের প্রজাপরিষদ পার্টি জনসংঘ দলের অন্তর্ভুক্ত হইল বলিয়া অদ্য ঘোষণা করা হয়।

২১—**তুরস্ক:** তুরস্কের ৮০ বৎসর বয়স্ক প্রধানমন্ত্রী ইসমেত ইনোনুকে হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ।

২২—**ভারত:** চক্ষুতে অস্ত্রোপচারের পর অদ্য হইতে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ পুনরায় স্বাভাবিক কাজকর্ম আরম্ভ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ: মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য নবগঠিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উদ্বোধন করেন।

২৩—**অন্ধ্র:** শ্রী কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী অন্ধ্র বিধানমণ্ডলীতে কংগ্রেসদলের নেতা নির্বাচিত হন।

২৪—**লোকসভা:** ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চ্যবন অদ্য লোকসভায় জানান যে, গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী কাশ্মীরের যুদ্ধ বিরতি সীমারেখায় একটি ভারতীয় টহলদার বাহিনী পাকিস্তানী বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের মুখে পড়িয়াছিল।

ঐ দলে ২৫ জন সৈন্য ছিল, তাহাদের মধ্যে মাত্র ২ জন প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। অবশিষ্ট সৈন্যগণ নিহত কিংবা বন্দী হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ : অদ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গের চাউল কলগুলিতে উৎপাদিত চাউলের উপর ২৫ ভাগ 'লেভি' ধার্য করা হয় ;

২৬—**জাতীয় ক্রীড়া :** কলিকাতার রবীন্দ্রসরোবর ষ্টেডিয়ামে ভারতের ২১শ বার্ষিক জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়।

মুষ্টিযুদ্ধ : বিশ্ব মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় ক্যাসিয়াস ক্লে সনি লিষ্টনকে পরাজিত করে। কাঁধে আঘাত লাগায় সনি লিষ্টন ৭ম রাউণ্ডে অবসর গ্রহণ করেন।

কলম্বো : চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন-লাই অদ্য কলম্বো আগমন করেন।

২৮—**কাশ্মীর :** শ্রী জি. এম. সাদিকের নেতৃত্বে গঠিত কাশ্মীরের নূতন মন্ত্রিসভা অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন : কর্পোরেশনের বর্তমান সেক্রেটারী শ্রীবিনয়-জীবন ঘোষ শ্রী এস. বি. রায়ের স্থলে অস্থায়ী কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৯—**বাজেট :** কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী অদ্য লোকসভায় ভারতের ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন।

অন্ধ্র : শ্রী কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী অদ্য অন্ধ্রের নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

জাকার্তা : ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইনের প্রেসিডেণ্টদ্বয় অদ্য জাকার্তা হইতে ঘোষণা করেন যে, মালয়েশিয়া সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহারা যত শীঘ্র সম্ভব মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আবদুল রহমানের সহিত বিনাশর্তে একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানে সম্মত হইয়াছেন।

মার্চ—১৯৬৪

২—**আসাম :** আসাম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার গৃহীত হয়।

৩—**পাকিস্তান :** করাচী হইতে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৬৫ সালের মধ্যে পাকিস্তান ও কম্যুনিষ্ট চীনের রাজধানী একটি সড়কদ্বারা সংযুক্ত হইবে।

৪—**ভারত :** ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি বিমান অদ্য পশ্চিমবঙ্গে ব্যারাকপুরের নিকট বিধ্বস্ত হইয়া গঙ্গাবক্ষে পতিত হয়। এই দুর্ঘটনায় বিমান বাহিনীর ৩ জন অফিসারসহ ২২ জন নিহত হয়।

৫—**পশ্চিমবঙ্গ :** পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'পশ্চিমবঙ্গ চাউল ও ধান্য নিয়ন্ত্রণ

আদেশ ১৯৬৪' জারী; ইহা অবিলম্বে কার্যকরী হইবে। এতদ্বারা ১৯৬০ সালের চাউল ধান্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বাতিল করা হয়।

আসাম: আসাম মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ধ্বনি ভোটে বাতিল হইয়া যায়।

৬—**পশ্চিমবঙ্গ:** অদ্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রীস: গ্রীসের রাজা পল অদ্য ৬৫ বৎসর বয়সে মারা যান।

৭—**নয়াদিল্লী:** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রসচিব শ্রীফিলিপস্ ট্যালবট অদ্য নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ওয়াই. বি. চ্যাবনের সহিত ভারতের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

ইরাণ: ইরাণের প্রধান মন্ত্রী আসাদুল্লা আলম অদ্য পদত্যাগ করেন।

৮—**পাকিস্তান:** পাকিস্তান ও কম্যুনিষ্ট চীন অদ্য উভয় দেশের মধ্যে বিমান চলাচল সম্পর্কে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে।

ইরাণ: ইরাণে একদলীয় নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত।

ভারত: মাদ্রাজ-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনায় পতিত। হাওড়া হইতে ৩০০ কিলোমিটার দূরে বদপুর ষ্টেশনে ইঞ্জিন ও একখানি বগি লাইনচ্যুত হয়।

৯—**ভারত:** গতকল্য মাদ্রাজ-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্ঘটনার ফলে অন্ততঃ ২২ জন নিহত ও ৭৯ জন আহত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের শেওড়াফুলি ষ্টেশনে "দানাপুর প্যাসেঞ্জার" ট্রেনটি আগমন করিলে উহার একটি রিজার্ভড কামরার যাত্রীদের সহিত অন্যান্য কামরার যাত্রীদের গুরুতর সংঘর্ষ ঘটে। উক্ত কামরায় একদল বরযাত্রী ছিল; তাহাদিগকে পাকিস্তানী মনে করিয়া অন্যান্য যাত্রীগণ আক্রমণ করে। বরযাত্রীদল হইতেও বন্দুক ব্যবহার করা হয়। উভয়পক্ষে বেশ কিছু লোক আহত হয়।

১০—**মালয়েশিয়া:** মালয়েশিয়ান সরকার ঘোষণা করেন যে, সামরিক ও অসামরিক কাজের জন্য মালয়েশিয়াতে বাধ্যতামূলকভাবে লোক সংগ্রহ করা হইতেছে। ইন্দোনেশিয়ার সহিত যে আপস আলোচনা চলিতেছিল তাহা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর এই ঘোষণা করা হয়;

১১—**কাম্বোডিয়া:** কাম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনে বিক্ষুব্ধ জনতা বৃটিশ দূতাবাসে আগুন ধরাইয়া দেয় এবং মার্কিন দূতাবাসেরও বহু ক্ষতি সাধন করে। মার্কিন পতাকা টানিয়া নামাইয়া সেইস্থানে কাম্বোডিয়ার পতাকা উত্তোলন করে।

১২—**পাকিস্তান**ঃ ঢাকাতে অবস্থিত পাকিস্তানের সুপ্রিমকোর্ট অদ্য ভারতীয় সামরিক অফিসার কর্ণেল ভট্টাচার্যের আপীল অগ্রাহ্য করেন। কর্ণেল ভট্টাচার্য বর্তমানে পাকিস্থানে ৪ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন।

১৩—**কলিকাতা**ঃ কলিকাতা কর্পোরেশনের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অদ্য মেয়র শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ দেন।

ডালাস (টেক্সাস)ঃ প্রেসিডেন্ট কেনেডীকে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত লী হার্ভে অসওয়াল্ডকে হত্যার দায়ে জ্যাক রুবি জুরীর বিচারে দোষী প্রমাণিত হয় এবং বৈদ্যুতিক চেয়ারে বসাইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১৪—**উত্তর প্রদেশ**ঃ উত্তর প্রদেশ বিধানসভার সমাজতন্ত্রী সদস্য শ্রীকেশব সিং বিধানসভার স্পীকার কর্তৃক তিরস্কৃত ও সাত দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। স্পীকারের নির্দেশে বিধানসভার মার্শাল গোরক্ষপুর হইতে কেশব সিংকে গ্রেপ্তার করিয়া বলপ্রয়োগে বিধানসভায় উপস্থিত করে। বিধানসভা ও স্পীকারকে অবমাননার অপরাধে কেশব সিংকে এইভাবে দণ্ডিত করা হয়।

১৫—**পূর্ব পাকিস্তান**ঃ গণতন্ত্রের দাবীতে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে গণবিক্ষোভ। ন্যাশনাল ডেমক্রাটিক ফ্রন্ট, আওয়ামীলীগ, আওয়ামী পার্টি, ঢাকা সেণ্ট্রাল স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ন প্রভৃতি দলগুলির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়।

১৬—**কলিকাতা**ঃ গড়িয়ার দীনবন্ধু কলেজের ভূদেব সেন নামক যে ছাত্রটির পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হইয়াছিল সেই সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে কলিকাতার ছাত্র-ছাত্রিগণ ধর্মঘট পালন করেন এবং অপরাহ্নে ৭০ জন ছাত্র আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করেন।

১৭—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদিগকে নিরাপদে ভারতে লইয়া আসা এবং তাহাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল পালন করা হয়।

বেলঘরিয়ায় কারখানা শ্রমিকদের উপর সজ্যবদ্ধ আক্রমণে ২১ জন শ্রমিক নিহত।

রাষ্ট্রসঙ্ঘঃ পাকিস্তানের অনুরোধে অদ্য পুনরায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক সুরু হয়।

১৮—**কলিকাতা**ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূদেব সেনের মৃত্যু সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠানে সম্মত না হওয়ায় অদ্য কলিকাতায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও হাঙ্গামার সৃষ্টি হয়। কলিকাতার সমস্ত স্কুল কলেজ ৭ দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

কাশ্মীর : শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে ভারতীয় সৈন্যগণ কাশ্মীরের যুদ্ধ বিরতি রেখা অতিক্রম করিবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ : কাশ্মীর প্রসঙ্গে বর্তমানে নিরাপত্তা পরিষদের যে বৈঠক চলিতেছে তাহাতে ভারতের পক্ষে কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যোগদান করেন নাই। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী বি. এন. চক্রবর্তী ভারতের বক্তব্য পেশ করিয়া বৈঠক ৬ সপ্তাহ স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান।

১৯—**মাদ্রাজ :** মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভক্তবৎসলম্ রাজ্য বিধান সভায় ঘোষণা করেন যে, সরকার কন্যাকুমারীতে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ : ব্রহ্মসরকার দেশের সকল দোকান রাষ্ট্রায়ত্ব করিয়াছেন।

২০—**উড়িষ্যা :** উড়িষ্যায় হাঙ্গামা দমনকল্পে সৈন্য তলব করা হয়। কয়েকস্থানে কার্ফ্যু জারী করা হইয়াছে।

পূর্ব পাকিস্তান : ভোটাধিকার দাবী দিবস পালন উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন। পুলিশকর্তৃক কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ ও লাঠি চালনা। বহুলোক গ্রেপ্তার।

রাষ্ট্রপুঞ্জ : নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর বিতর্ক ৫ই মে পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত।

২১—**উত্তর প্রদেশ :** বিধান সভার অধিকার ভঙ্গের অপরাধে অদ্য উত্তর প্রদেশ বিধান সভার স্পীকার এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী এন. ইউ. বেগ ও শ্রী জি. ডি. সায়গলকে গ্রেপ্তার করিয়া বিধান সভায় উপস্থিত করার নির্দেশ দেন। বিচারপতিদ্বয় কেশব সিং-এর হেবিয়াস কর্পাসের আবেদন গ্রহণ করিয়া তাহাকে মুক্তিদানের নির্দেশ দিয়াছিলেন। কেশব সিং বিধানসভার স্পীকার কর্তৃক ৭ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

২২—**পশ্চিমবঙ্গ :** ২৪ পরগণার হাবড়ায় জনতা কর্তৃক থানা আক্রান্ত ; ধৃত আসামীকে বলপূর্বক মুক্ত করিয়া লওয়ার চেষ্টা।

বাঙ্গালী পর্বত অভিযাত্রী : অদ্য শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সিকিম-হিমালয় অভিযানে বাঙ্গালী অভিযাত্রী দল যাত্রা করেন। প্রখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র আনন্দবাজার পত্রিকা এই অভিযানের উদ্যোক্তা।

পূর্ব পাকিস্তান : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ; বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ।

২৩—**কলম্বো :** অদূর ভবিষ্যতে জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির যে শীর্ষ সম্মেলন হইবে অদ্য কলম্বোতে তাহার প্রস্তুতি বৈঠক বসে।

২৪—**টোকিও :** জাপানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রী এডুইন ও. রিশুর আজ টোকিওতে একজন ১৯ বৎসর বয়স্ক জাপানী যুবক কর্তৃক ছুরিকাহত হন।

কলিকাতা : আজ প্রায় ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা বিধানসভা অভিযান করেন।

২৫—**কলিকাতা :** পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধানের দাবীতে আজ হইতে কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ। শ্রীমতী লীলা রায় সহ ১১৯ জন গ্রেপ্তার।

জাপান : গতকল্য মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে ছুরিকাঘাতের ঘটনার রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীতকাশি কায়াকাওয়া পদত্যাগ করেন।

২৬—**সুপ্রীমকোর্ট :** উত্তর প্রদেশে বিধানসভা ও হাইকোর্টের মধ্যে আইন গত যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে সেই সম্পর্কে অভিমত চাহিয়া রাষ্ট্রপতি বিষয়টি সুপ্রীমকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশন আকস্মিকভাবে সমাপ্ত; রাজ্যপাল অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করিয়া যে আদেশ জারী করেন তাহাতে সর্বত্র গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়।

নয়াদিল্লী : ইরাকের প্রেসিডেন্ট আরেফ অদ্য ভারত পরিদর্শনে নয়াদিল্লী আগমন করেন।

২৭—**সাইপ্রাস :** রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষীবাহিনী অদ্য হইতে সাইপ্রাসে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

২৮—**ব্রহ্মদেশ :** ব্রহ্মসরকার অদ্য দেশের সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

৩০—**লোকসভা :** পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু বালিকাদের মধ্যপ্রাচ্যে বিক্রয় করা সম্পর্কে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা অদ্য লোকসভায় আলোচিত হয় এবং আলোচনা কালে সভায় খুব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

৩১—**কাশ্মীর :** কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজি. এম. সাদিক অদ্য ঘোষণা করেন যে, শেখ আবদুল্লাকে অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

এপ্রিল—১৯৬৪

১—**ব্রেজিল :** সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে গুলার্ট সরকারের পতন ঘটিয়াছে; প্রেসিডেন্ট জোয়া ও গুলার্ট পলাতক।

২—**ব্রেজিল :** সামরিক অভ্যুত্থানের নায়কগণ অদ্য চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর প্রেসিডেণ্ট শ্রী মাজিল্লীকে ব্রেজিলের প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত করে।

৩—**লোকসভা :** পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠনের জন্য লোকসভায় শ্রীত্রিদিব চৌধুরীর বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কলিকাতা : কলিকাতার রাজপথে সহস্রাধিক অধ্যাপক ও অধ্যাপিকার মৌন মিছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত মূল্যবৃদ্ধি তদন্ত কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন। রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত চাউলকল রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

৪—**সোভিয়েট রাশিয়া :** মলোটভ, মালেনকভ ও কাগানোভিচ সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বহিষ্কৃত ; তাঁহারা উগ্র ষ্ট্যালিনপন্থী বলিয়া পরিচিত।

৫—**ভুটান :** ভূটানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজিগমী দোরজী অদ্য রাত্রে আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

ওয়াশিংটন : অবসরপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ মার্কিন সেনাপতি জেনারেল ম্যাক আর্থার ৮৪ বৎসর বয়সে মারা যান।

৬—**পশ্চিমবঙ্গ :** অদ্য হইতে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল ফাইন্যাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা যথাক্রমে ১ লক্ষ ২৩ হাজার এবং ৪৫ হাজার।

৭—**নয়াদিল্লী :** নয়াদিল্লীতে অদ্য ভারত ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের সম্মেলন সুরু হয়। উভয় রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতি বিধানই এই সম্মেলনের লক্ষ্য।

৮—**কাশ্মীর :** শেখ মহম্মদ আবদুল্লাকে অদ্য মুক্তিদান করা হয় ; তাঁহার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

৯—**ব্রহ্মদেশ :** ব্রহ্মসরকার দেশের দোকানপাটসহ সকলপ্রকার বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত করেন।

১১—**নয়াদিল্লী :** ভারত ও পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীদ্বয়ের ৫ দিন ব্যাপী বৈঠক সমাপ্ত ; এই বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। পরবর্তী বৈঠক পাকিস্তানে বসিবে।

১২—**সোভিয়েট রাশিয়া :** সোভিয়েট রাশিয়া অদ্য দ্বিতীয় 'পলিয়ট-২' মহাকাশ যান ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষেপণ করে। ইহার গতিবিধি পৃথিবী হইতে নিয়ন্ত্রণ করা যাইবে।

সন্ধি ও চুক্তি

ভারত পশ্চিম-জার্মানী ঋণ-চুক্তি : ২৫শে এপ্রিল, ১৯৬৩, বন-এ ভারত সরকার ও পশ্চিম জার্মান সরকারের মধ্যে একটি ঋণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে রুরকেল্লা ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণের জন্য পশ্চিম-জার্মানী ভারতকে ৪০ কোটি মার্ক ঋণ দান করিবে। বর্তমানে রুরকেল্লা কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক দশ লক্ষ টন : উহা বৃদ্ধি করিয়া দশ লক্ষ আশি হাজার টন করা হইবে। ১৯৫৮ সালে উক্ত কারখানা সম্প্রসারণের জন্য ভারত পশ্চিম-জার্মানীর নিকট হইতে ৬৬ কোটি ৮০ লক্ষ মার্ক ঋণ পাইয়াছিল। ভারতের ইস্পাৎ ও ভারী শিল্প-মন্ত্রী শ্রী সি. সুব্রামনিয়াম আলোচ্য চুক্তিতে ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন।

ভারত ও ফিলিপস্ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর মধ্যে চুক্তি : ২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত সরকার ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলিপস্ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর মধ্যে কোচিনে একটি তৈল শোধনাগার নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আলোচ্য শোধনাগারে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টন তৈল শোধন করা যাইবে এবং আড়াই বৎসরের মধ্যে উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত করিতে হইবে।

ভারত-যুগোশ্লাভিয়া বাণিজ্য চুক্তি : ৪ঠা মে, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে একটি ৫ বৎসর মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। বর্তমানে উভয় দেশের মধ্যে বার্ষিক মোট ৩০ কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। ১৯৬৬ সালের মধ্যে উহার পরিমাণ ৫০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা এই চুক্তিতে করা হইয়াছে।

ভারত-কানাডা ঋণ-চুক্তি : ১৫ই মে, ১৯৬৩, কানাডার রাজধানী অটোয়াতে ভারত ও কানাডার মধ্যে একটি ঋণ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ফলে কানাডা ভারতকে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার ঋণ দিবে। উক্ত অর্থদ্বারা ভারত কানাডার ডি. হাভিল্যাণ্ড এয়ারক্রাফ্‌ট্‌ কোম্পানীর নিকট হইতে ১৩টি 'কারিবো' বিমান ও সংশ্লিষ্ট অংশসমূহ ক্রয় করিবে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ৫ বৎসর। সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে হারে সুদ গ্রহণ করা হয় ভারতকে সেই হারেই সুদ দিতে হইবে। ভারতের অর্থমন্ত্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী এবং কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পল মার্টিন যথাক্রমে ভারত ও কানাডার পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

ভারত-রাশিয়া কারিগরি চুক্তি : বোম্বাই-এর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজিকে রাশিয়া কর্তৃক দান হিসাবে ৩৬ লক্ষ টাকার সরঞ্জাম অর্পণ করা উপলক্ষে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একটি কারিগরি সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় নয়াদিল্লীতে ১৬ই মে, ১৯৬৩, তারিখে। এই চুক্তি অনুসারে ২৫ জন রুশ অধ্যাপক ভারতের কতিপয় উচ্চতর কারিগরি শিক্ষালয়ে কাজ করিবেন এবং ৫০ জন ভারতীয় শিক্ষক উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য রাশিয়ায় প্রেরিত হইবেন।

ভারত-ডেনমার্ক পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি : ১৯শে মে, ১৯৬৩, ভারত ও ডেনমার্ক শান্তিপূর্ণ প্রয়োজনে পারমাণবিক শক্তির বিকাশ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার জন্য এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইহা আপাততঃ ৫ বৎসরকাল স্থায়ী হইবে, পরে উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে চুক্তির মেয়াদ সম্প্রসারিত করা চলিবে। ভারতীয় আণবিকশক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ এইচ. জে. ভাবা এবং ডেনমার্ক আণবিকশক্তি কমিশনের কার্যনির্বাহক শক্তির চেয়ারম্যান শ্রীহানস্ হেনরিক কোশ-এর মধ্যে পত্র বিনিময়ের আকারে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তির শর্ত অনুসারে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তি ব্যবহার সম্পর্কিত সংবাদ ও গবেষণালব্ধ তথ্যাদি উভয় দেশ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করিবে।

ভারত-মার্কিন ঋণ-চুক্তি : ২১শে মে, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার (প্রায় ১৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) ঋণ দিবে। সুদমুক্ত ও ৪০ বৎসরে পরিশোধনীয় ৪টি পৃথক পৃথক ঋণ এই চুক্তির অন্তর্গত। ঋণপ্রাপ্তির ১০ বৎসর পরে প্রথম কিস্তির টাকা দিতে হইবে। ঋণ সংক্রান্ত আনুসঙ্গিক ব্যয় বাবদ বৎসরে শতকরা ¾ টাকা দিতে হইবে। ৪টি ঋণ এই সকল প্রকল্পে ব্যয়িত হইবে—(১) অন্ধ্র প্রদেশের রামগুন্দম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ৮৪ লক্ষ ডলার, (২) উক্ত বিদ্যুৎ প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের জন্য পি. এল্. ৪৮০ তহবিল হইতে ভারতীয় মুদ্রায় ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, (৩) ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে একটি রজ্জুপথ নির্মাণের জন্য ৭৭ লক্ষ ডলার এবং (৪) দুগ্দা কয়লা ধৌতাগারের উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণ করার জন্য ৫১ লক্ষ ডলার।

ভারত-জাপান ঋণ চুক্তি : ২৩ শে মে, ১৯৬৩, টোকিওতে ভারত ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে জাপান ভারতের তৃতীয় যোজনার প্রথম দুই বৎসরের ব্যয় নির্বাহার্থ আরও ৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা

ঋণ দিবে। এই অর্থ দুর্গাপুর বিশেষ ইস্পাত ও ধাতু সংমিশ্রণ পরিকল্পনার জন্য ব্যয়িত হইবে। ইহা লইয়া তৃতীয় যোজনার প্রথম হইতে জাপান কর্তৃক ভারতকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকা।

ভারত ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে ঋণ চুক্তি: ২৪শে, মে, ১৯৬৩, এক চুক্তির ফলে ভারত আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার নিকট হইতে ২ কোটি ডলার ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। উক্ত অর্থ অন্ধ্র প্রদেশের কোথাগুদে ১ লক্ষ ২০ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন একটি বাষ্পীয় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণে ব্যয়িত হইবে।

ভারত-সোভিয়েট রাশিয়া কারিগরি চুক্তি: ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হইতে যে অর্থ ঋণস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ৩৮৪ কোটি টাকা এখনও পর্যন্ত ব্যয় করা হয় নাই। উক্ত অর্থের দ্বারা বারুনী ও কয়ালী তৈল শোধনাগার দুইটির সম্প্রসারণ এবং কেরলে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে ২৫শে মে, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

ভারত-ডেনমার্ক ঋণ চুক্তি: ৩০শে মে, ১৯৬৩, ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ ভারত ও ডেনমার্কের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদনের ফলে ডেনমার্ক ভারতকে দেড় কোটি ক্রোনার ঋণদান করিয়াছে। ভারত ঐ অর্থদ্বারা ডেনমার্ক হইতে শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবে।

ভারত-পশ্চিম জার্মানী বিমান চলাচল চুক্তি: ৩১শে মে, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে বিমান চলাচলের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আলোচ্য চুক্তির ফলে বিমান চলাচলের শর্তাদি স্থিরীকৃত হয়।

ভারত-মার্কিন পণ্যবিনিময় চুক্তি: মার্কিন কৃষিজ পণ্যের সহিত ভারতীয় খনিজ দ্রব্য বিনিময় করার জন্য ২৭শে জুন, ১৯৬৩, ওয়াশিংটনে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আলোচ্য চুক্তির শর্তানুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ৩ লক্ষ গাঁইট তুলা সরবরাহ করিবে এবং ইহার পরিবর্তে সে ভারত হইতে ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার সর্ট টন পরিমিত ম্যাঙ্গানিজ আমদানি করিবে। ইহার মূল্য ৪ কোটি ডলার। ইতিপূর্বে আর এতবড় বিনিময় চুক্তি হয় নাই।

ভারত-সুইডেন কারিগরি চুক্তি: সুইডেনের কারিগরি সহযোগিতায় উত্তর প্রদেশের সাহারাণপুরে একটি কাগজ প্রস্তুত শিক্ষণ বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য ২৭শে জুন, ১৯৬৩, ভারত ও সুইডেনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত

হইয়াছে। এই পরিকল্পনা রূপায়ণে যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরীর সাজসরঞ্জামের জন্য যে ১৫ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন তাহা সুইডেন সরবরাহ করিবে।

সোভিয়েট তৈল প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারতীয় তৈল কমিশনের চুক্তি: গুজরাটের তৈল শোধনাগারের জন্য প্রয়োজনীয় ১৫,৩৫০ টন যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য ২৯শে জুন, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারতীয় তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন একটি সোভিয়েট তৈল সংস্থার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। আলোচ্য তৈল শোধনাগার স্থাপনে সাহায্য করার জন্য রুশ বিশেষজ্ঞদের ভারতে প্রেরণ এবং ভারতীয়দের শিক্ষাদানের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রেরণ করা হইবে। এই চুক্তি অনুসারে রাশিয়া হইতে যে সকল সরঞ্জাম আমদানি করা হইবে তাহার অনুমানিক মূল্য ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা।

ভারত-মার্কিন ঋণ চুক্তি: ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীগলব্রেথ ১লা জুলাই, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে একটি মার্কিন ঋণ চুক্তির বিষয় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন বোম্বাই-এর নিকট তারাপুরে এশিয়ার সর্বপ্রথম আণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে বৈদেশিক মুদ্রায় মোট ৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার (৪৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা) ঋণ দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। উহার মধ্যে ৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা পাওয়া যাইবে 'আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা'র নিকট হইতে এবং ৪০ বৎসরে উহা শোধ করিতে হইবে। তবে, প্রথম ১০ বৎসর ঋণ পরিশোধের জন্য কোন টাকা আদায় দিতে হইবে না। এই ঋণের জন্য শতকরা ¾ টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হইবে। মোট ঋণের অবশিষ্ট ৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা মার্কিন সরকারের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রথমে যে ইউরেনিয়াম প্রয়োজন হইবে তাহা মার্কিন সরকার সরবরাহ করিবেন এবং উহারই মূল্য ৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। ইহা দীর্ঘ মেয়াদে পরিশোধ করিতে হইবে।

রাশিয়া কর্তৃক যন্ত্রসরবরাহের চুক্তি: ভাঁকরা বাঁধের দক্ষিণ তীরে ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি নির্মিত হইবে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় সাজসরঞ্জাম রাশিয়া ধারের ভিত্তিতে সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছে। এই সম্পর্কে ৩রা জুলাই, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। রাশিয়া কর্তৃক সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য হইবে ৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। এই সম্পর্কে যে ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে তাহা হইতেই উক্ত মূল্য পরিশোধ করা হইবে।

ভারত-জর্ডান বাণিজ্য চুক্তি: ২রা জুলাই, ১৯৬৩, ঘোষণা করা হয় যে ভারত ও জর্ডানের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। সম্প্রতি

নয়াদিল্লীতে যে জর্ডান বাণিজ্য মিশনটি আসিয়াছিল তাহাদের উদ্যোগেই এই চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। চুক্তির শর্তানুসারে ভারত-জর্ডান হইতে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন ফসফেট আমদানি করিবে এবং উহার পরিবর্তনে জর্ডানে চা, পাট ও শিল্পে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি রপ্তানি করিবে।

বেতার যন্ত্র ক্রয় সম্পর্কে ভারত-মার্কিন চুক্তি: ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রক ৯ই জুলাই, ১৯৬৩, ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে একটি শক্তিশালী বেতার প্রেরক যন্ত্র ক্রয় করার জন্য ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। উক্ত যন্ত্রটি কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে স্থাপন করা হইবে এবং উহার সাহায্যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতের প্রচার জোরদার করা হইবে। এই চুক্তিটি 'ভোয়া' চুক্তি নামে পরিচিত হয়, কারণ উহার মূল্যবাবদ এক কোটি টাকা মুদ্রায় পরিশোধ না করিয়া 'ভয়েস অব আমেরিকা'র বেতার স্থচী দৈনিক তিন ঘণ্টা হিসাবে প্রচার করিয়া পরিশোধ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। কিন্তু ভারতীয় জনমানসে এই চুক্তি অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তজ্জন্য ইহা স্থগিত রাখা হয়।

তারাপুর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের চুক্তি: বোম্বাই-এর নিকট তারাপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ ও পরিচালনা সম্পর্কে ৮ই আগষ্ট, ১৯৬৩, ওয়াশিংটনে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কেন্দ্র নির্মাণে ১২½ কোটি ডলার ব্যয় হইবে এবং উহা ৫ বৎসরের মধ্যে চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ভারত-ব্রিটেন ঋণ চুক্তি: ২৬শে আগষ্ট, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও ব্রিটেনের মধ্যে একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করার জন্য ব্রিটেন ভারতকে ১৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ঋণ দান করিবে। ঋণ পরিশোধের মেয়াদ ২৫ বৎসর। আলোচ্য ঋণ সম্প্রতি 'এড ইণ্ডিয়া ক্লাব' কর্তৃক ভারতকে সাহায্য দিবার প্রস্তাবের অংশ স্বরূপ।

ভারত-পাকিস্তান বাণিজ্য চুক্তি: ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, করাচীতে ভারত ও পাকিস্তান একটি নূতন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। পূর্ববর্তী বাণিজ্য চুক্তির (১৯৬০ সালে সম্পাদিত) মেয়াদ গত ২০শে আগষ্ট শেষ হইয়া যায়।

ভারত-জাপান ঋণ চুক্তি: দুর্গাপুরে মিশ্র ইস্পাত প্রকল্পের প্রধান কারখানার জন্য যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের জন্য ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, ভারতের হিন্দুস্থান ষ্টীল লিঃ ও জাপানের যৌথ শিল্প সংস্থার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে ২২ কোটি টাকার মাল সরবরাহ করা হইবে।

ভারত-নেপাল সাহায্য চুক্তি : নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, নেপাল সরকার ও ভারতীয় সাহায্য মিশনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে ভারত নেপালের বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য ৪০ লক্ষ টাকা সাহায্য করিবে।

ভারত-মার্কিন ঋণ চুক্তি : কলিকাতার নিকটস্থ ব্যাণ্ডেল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও অপর দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ২৪ কোটি টাকা ঋণ দিবে, এই মর্মে ৩রা অক্টোবর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অপর দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইবে কাম্বে (গুজরাট) ও বীরসিংহপুরে (মধ্যপ্রদেশ)। ভারতে মার্কিন কৃষিপণ্য বিক্রয়লব্ধ যে অর্থ পি. এল. ৪৮০ পরিকল্পনায় সঞ্চিত আছে তাহা হইতে এই ঋণ ভারতীয় মুদ্রায় দেওয়া হইবে।

ভারত-আফগান সাংস্কৃতিক চুক্তি : ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬৩, কাবুলে ভারত ও আফগানিস্থান একটি সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, কলা ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা এবং ছাত্র ও অধ্যাপক বিনিময় করা এই চুক্তির লক্ষ্য।

ভারত-রাশিয়া যন্ত্র সরবরাহ চুক্তি : ১১ই অক্টোবর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারতীয় তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন ও রুশ সরবরাহ সংস্থা টেকনো এক্সপোর্ট এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। টেকনো এক্সপোর্ট ভারতকে তৈল অনুসন্ধান ও তৈল কূপ খননের জন্য ৮ কোটি টাকা মূল্যের ড্রিলিং রিগ ও পাইপ ইত্যাদি মাল সরবরাহ করিবে।

ভারত-মার্কিন ঋণ চুক্তি : ২১ সে অক্টোবর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তিনটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে এবং উহার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ৩ কোটি ৯৬ লক্ষ ডলার (১৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা) ঋণ দিবে। চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সম্প্রসারণ, ভারতীয় রেলপথের জন্য ৫৪টি ডিজেল ইঞ্জিন ক্রয় ও ঝরিয়া কয়লাখনি অঞ্চলে রোপওয়ে নির্মাণের জন্য উক্ত অর্থ ব্যয়িত হইবে। এই ঋণ ৪০ বৎসরে শোধ করিতে হইবে এবং এই জন্য আরও ১০ বৎসর গ্রেস দেওয়া হইবে। ঋণের উপর বার্ষিক শতকরা ¾ টাকা সার্ভিস চার্জ দিতে হইবে।

ভারত-জাপান ঋণ চুক্তি : জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে ২৪শে অক্টোবর, ১৯৬৩, ঘোষণা করা হয় যে, ভারতের তৃতীয় যোজনার জন্য জাপান হইতে ভারত যাহাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য জাপান

ভারতকে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দান করিবে। ১৫ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

ভারত-চেকোশ্লোভাকিয়া বাণিজ্য চুক্তি: ৭ই নবেম্বর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়া একটি পাঁচ বৎসর মেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। চেকোশ্লোভাকিয়া ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ৫ কোটি ডলার (২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা) ঋণ দিবে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আলোচ্য চুক্তির ফলে উভয় দেশের মধ্যে ১৯৬৪ সালে ১৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা, ১৯৬৫ সালে ২৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬৬ সালে ২৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকার পণ্য বিনিময় হইবে। ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালের বাণিজ্যের পরিমাণ পরে স্থির করা হইবে। ভারত যে সকল দ্রব্য রপ্তানি করিবে তাহার মধ্যে আছে পাটজাত দ্রব্য, সূতী-বস্ত্র, চা, চীনাবাদাম, কাজু ও কফি। চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে আমদানি করা হইবে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ট্র্যাক্টর ইত্যাদি।

ভারত-নেদারল্যাণ্ডস্ ঋণ চুক্তি: ৭ই নবেম্বর, ১৯৬৩, হেগ-এ ভারত ও নেদারল্যাণ্ডস্ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে; উহার ফলে নেদারল্যাণ্ডস্ ভারতের তৃতীয় যোজনায় সাহায্যকল্পে ভারতকে ৬½ কোটি গিল্ডার (প্রায় ৮ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা) ঋণ দান করিবে। 'এড্ ইণ্ডিয়া ক্লাব'-এর মাধ্যমে যে সকল রাষ্ট্র ভারতকে সাহায্য করিতেছে আলোচ্য ঋণ তাহার অন্যতম।

ভারত-কানাডা আণবিক চুক্তি: কানাডার রাজধানী অটোয়াতে ১৪ই নবেম্বর, ১৯৬৩, ভারত ও কানাডার আণবিক শক্তি কমিশনের মধ্যে দুইটি চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহার ফলে উভয় দেশের মধ্যে কারিগরি বিশেষজ্ঞ বিনিময় করা হইবে। রাজস্থানে ৭ কোটি ডলার ব্যয়ে ইউরেনিয়াম জ্বালানী চালিত একটি রিঅ্যাক্টার স্থাপনে কানাডা ভারতকে সাহায্য করিবে। আপাততঃ চুক্তির মেয়াদ হইবে ৮ বৎসর, কিন্তু উহা পরে বাড়ান যাইবে।

ভারত-যুগোশ্লাভ বাণিজ্য চুক্তি: ১৭ই নবেম্বর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে এক চুক্তির ফলে যুগোশ্লাভিয়া ভারত হইতে ১৯৬৪ সালে তিন লক্ষ টন আকরিক লৌহ ক্রয় করিবে। প্রয়োজন বোধে সে আরও এক লক্ষ টন ক্রয় করিতে পারিবে।

ভারত-হাঙ্গারী বাণিজ্য চুক্তি: ২২শে নবেম্বর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও হাঙ্গারীর মধ্যে একটি পঞ্চবার্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমন্ত্রী মানুভাই শা এবং হাঙ্গারীর বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী জেনে ইন্‌জে যথাক্রমে ভারত ও হাঙ্গারীর পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই সম্পর্কে

যে পত্র বিনিময় হয় তাহাতে উল্লিখিত হয় যে, ভারতের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিকল্পনায় সাহায্য করার জন্য হাঙ্গারী ভারতকে ১২ কোটি টাকা ঋণ দিবে।

ভারত-পশ্চিম জার্মানী ঋণ চুক্তি : ২৬শে নবেম্বর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারত ৪০'০৬ কোটি টাকা ঋণ লাভ করিবে। পশ্চিম জার্মানী ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষে ভারতকে মোট ৪৭'৩৭ কোটি টাকা ঋণ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। উহার মধ্যে গত এপ্রিল মাসে একটি চুক্তির মাধ্যমে ইতিপূর্বেই ৭'৩১ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য চুক্তি অনুসারে ভারত কর্তৃক জাহাজ ক্রয় করার ব্যাপারে পশ্চিম জার্মানী ভারতের পক্ষে ১৩'৮১ কোটি টাকার জামিন দাঁড়াইবে। চুক্তির অবশিষ্ট অর্থ পশ্চিম জার্মানী হইতে মাল ক্রয় করা, ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নানা প্রকল্পের জন্য ব্যয় বরাদ্দ প্রভৃতি বিবিধ খাতে ব্যয় করা হইবে। এই ঋণের কিছু অংশ ২৫ বৎসরে শোধ করিতে হইবে ও উহার জন্য ৩% হারে সুদ দিতে হইবে। ঋণের অবশিষ্ট অংশ ২০ বৎসরে শোধ করিতে হইবে ও উহার জন্য ৫% হারে সুদ লওয়া হইবে।

ভারত-হাঙ্গারী বাণিজ্য চুক্তি : ২৬শে নবেম্বর, ১৯৬৩, হাঙ্গারীর রাজধানী বুডাপেষ্টে ভারত ও হাঙ্গারীর মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ১৯৬৪ সালে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ হইবে।

ভারত-মার্কিন ঋণ-চুক্তি : তারাপুরে ভারতের প্রথম আণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি রূপায়ণে সাহায্য করার জন্য ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত একটি সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। ইহার ফলে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন মিটাইবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ৮ কোটি ডলার (৩৮ কোটি ১০ লক্ষ টাকা) ঋণ দান করিবে। এই ঋণের জন্য বার্ষিক ¾% হারে সুদ দিতে হইবে এবং ইহা ৪০ বৎসরে ডলারে পরিশোধ করিতে হইবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোলজ আলোচ্য চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে স্বাক্ষর করেন এবং ভারতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীএইচ. জে. ভাবা ও ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রকের সেক্রেটারী শ্রীএল. কে. ঝা। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী এই চুক্তি স্বাক্ষরের সময় উপস্থিত ছিলেন।

ভারত-পোল্যাণ্ড বাণিজ্য চুক্তি : ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৬৩, নয়াদিল্লীতে ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ১৯৬৪ সালে এক দেশ অপর দেশে ১৬ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি করিবে। ভারত রপ্তানি করিবে ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, সূতী-বস্ত্র,

তাঁতের কাপড়, জুতা, লৌহ পিণ্ড, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, চা, খইল, পাটজাত দ্রব্য মশলা, চীনাবাদাম ও কাজু বাদাম। পক্ষান্তরে পোল্যাণ্ড রপ্তানি করিবে খনি সম্পর্কিত যন্ত্রপাতি, ট্র্যাক্টর, টিন ও রোলকরা ইস্পাতজাত দ্রব্য এবং কয়েকপ্রকার মূলধনী দ্রব্য।

ভারত-সিংহল বাণিজ্য চুক্তি : ১৯৬৪ সালে ভারত ও সিংহল পরস্পর যে সকল পণ্য বিনিময় করিবে সেই সম্পর্কে ১৩ই জানুয়ারী, ১৯৬৪, নয়াদিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এক চুক্তি সম্পাদন করে। আলোচ্যবর্ষে দুই দেশের মধ্যে ২২ কোটি টাকার পণ্য বিনিময় হইবে।

ভারত-মার্কিন সাহায্য চুক্তি : ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬৪, নয়াদিল্লীতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দুইটি চুক্তি সম্পাদনের ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ইনডাস্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং ইনডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট কর্পোরেশন এই দুইটি সংস্থার প্রত্যেকটিকে ১০ কোটি টাকা করিয়া ঋণ দান করিবে। পি. এল. ৪৮০ পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে মজুদ তহবিল হইতে এই ঋণ দান করা হইবে।

ভারত-দক্ষিণ কোরিয়া বাণিজ্য চুক্তি : ২২শে জানুয়ারী ১৯৬৪, নয়াদিল্লীতে ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিগণ একটি দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সংশ্লিষ্ট দেশ দুইটির মধ্যে ইহাই সর্বপ্রথম বাণিজ্য চুক্তি। আলোচ্য চুক্তির শর্তানুসারে দক্ষিণ কোরিয়া ভারতে দস্তা, সীসা, টাংষ্টেন ধাতুর পিণ্ড প্রভৃতি পণ্য রপ্তানি করিবে। ভারত ইহার বিনিময়ে কোরিয়াকে দিবে ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্য, যন্ত্রপাতি, ফেরো ম্যাঙ্গানীজ, রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্য ইত্যাদি।

ভারত-হাঙ্গারী সাংস্কৃতিক চুক্তি : ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, নয়াদিল্লীতে ভারত ও হাঙ্গারী তাহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১লা এপ্রিল, ১৯৬৪ হইতে ইহা এক বৎসর বলবৎ থাকিবে। এই চুক্তির ফলে দুইটি দেশ পরস্পরের মধ্যে অধ্যাপক, গবেষক ও শিল্পী বিনিময় করিবে। হিন্দী শিক্ষা করার জন্য হাঙ্গারী ভারতে কতিপয় গবেষণাকারীকে প্রেরণ করিবে।

ভারত-মার্কিন আণবিক চুক্তি : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের The National Aeronautics and Space Administration (সংক্ষেপে NASA) নামক সংস্থা ভারতের Department of Atomic Energy-কে কেরলের থুম্বা ঘাঁটি হইতে আরও কয়েকটি রকেট উৎক্ষেপণ করিতে সাহায্য করিবে। এই সম্পর্কে উভয়ের মধ্যে ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, বোম্বাইতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। "নাসা" ঋণ হিসাবে রাডার যন্ত্রপাতি দিবে এবং কর্মসূচী রূপায়ণে কারিগরি পরামর্শ দান করিবে। আবহাওয়া সম্পর্কে গবেষণা করার জন্যই এই সকল রকেট উৎক্ষেপণ করা হইবে।

ভারত-মার্কিন সাহায্য চুক্তি : ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, ওয়াশিংটন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র হইতে নির্বাচিত পণ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ভারতকে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। এই সম্পর্কে নয়াদিল্লীতে ২৪ ফেব্রুয়ারী একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই ঋণের জন্য প্রথম দশ বৎসর বার্ষিক ¾% হারে এবং পরবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক ২% হারে সুদ দিতে হইবে। এই ঋণ ৪০ বৎসরের মধ্যে ডলার মুদ্রায় পরিশোধ করিতে হইবে। প্রথম দশ বৎসর ঋণের জন্য কোন আদায় দিতে হইবে না।

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়ার জন্য মার্কিন ঋণ : ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া যাহাতে বোম্বাই-এর নিকট একটি মেথানলের কারখানা স্থাপন করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা তাঁহাকে ৭৮ লক্ষ ডলার ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ৮ই মার্চ, ১৯৬৪ ওয়াশিংটন হইতে এই সম্পর্কে এক ঘোষণা প্রচার করা হয়। প্রস্তাবিত কারখানা স্থাপিত হইলে ফরমাল্‌ডিহাইডের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার ফলে প্লাষ্টিক, ঔষধ, কৃত্রিম সূতা ও রঙ্গন শিল্পসমূহের প্রভূত উন্নতি হইবে।

ভারত-ব্রহ্ম চাউল চুক্তি : ব্রহ্মের ১৯৬৪ সালের উৎপন্ন চাউল হইতে ভারত ৩ লক্ষ টন চাউল ক্রয় করিবে এই মর্মে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ১০ই মার্চ, ১৯৬৪, রেঙ্গুনে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ভারত-ফ্রান্স বাণিজ্য চুক্তি : ১৫ই মার্চ, ১৯৬৪, নয়াদিল্লীতে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই চুক্তির ফলে ফ্রান্সে ভারতীয় পণ্য রপ্তানির সুযোগ প্রসারিত হইয়াছে। ফ্রান্স ভারত হইতে পশম গালিচা, কাশ্মীরী কম্বল, বেতের আসবাবপত্র, খেলার জিনিস ইত্যাদি পণ্য অধিক পরিমাণে আমদানি করিবে।

ভারত-ব্রিটেন ঋণ চুক্তি : সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে বিবিধ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানিকল্পে ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড (১৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা) ঋণ লাভের জন্য ভারত ব্রিটেনের সহিত ৬টি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। চুক্তিগুলি ১৭ই মার্চ, ১৯৬৪, নয়াদিল্লীতে সম্পন্ন হয়।

ভারত-রাশিয়া সহযোগিতা চুক্তি : সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় ভারতে দুইটি কারখানা স্থাপিত হইবে ; এই সম্পর্কে ২৮শে মার্চ, ১৯৬৪, মস্কোতে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। আলোচ্য কারখানা দুইটির মধ্যে একটিতে বার্ষিক ১০ হাজার টন ছাঁট ইস্পাত এবং অপরটিতে বার্ষিক ১৬ হাজার টন পাম্প ও কম্প্রেসার উৎপাদিত হইবে।

দেশ বিদেশের নির্বাচন

ইতালীর সাধারণ নির্বাচন ঃ ২৮শে এপ্রিল, ১৯৬৩, ইতালীর পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩০শে এপ্রিল উহার ফলাফল ঘোষণা করা হয়। 'সিনেট' ও 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' এই দুইটি পরিষদ লইয়া ইতালীর পার্লামেণ্ট গঠিত। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর ইতালীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী নির্বাচন ১৯৫৮ সালে হইয়াছিল।

প্রধানমন্ত্রী ফ্যানফ্যানির নেতৃত্বাধীন 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি'র অপ্রত্যাশিত শক্তি হ্রাস আলোচ্য নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সিনেট ও চেম্বার অব ডেপুটিজ উভয় পরিষদেই ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি অনেকগুলি করিয়া আসন হারাইয়াছে। নিম্ন পরিষদের নির্বাচনে উক্ত পার্টি ১৯৫৮ সালে শতকরা ৪১'২ ভাগ ভোট পাইয়াছিল কিন্তু বর্তমান নির্বাচনে উহা হ্রাস পাইয়া ৩৭ ভাগে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কোন নির্বাচনেই ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি এত কম ভোট পায় নাই। পক্ষান্তরে কম্যুনিষ্ট পার্টি ও মার্কসীয় সোশ্যালিষ্ট পার্টি যথাক্রমে শতকরা ২৫ ভাগ ও ১৪ ভাগ ভোট পাইয়া আপন আপন শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে। ক্ষুদ্রতর লিবারেল পার্টিও এই নির্বাচনে পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ ভোট অর্জন করিতে সক্ষম হয়। ১৯৫৮ সালে তাহারা মোট ১০ লক্ষ ভোট পাইয়াছিল, এবার এই সংখ্যা ২০ লক্ষে উন্নীত হয়।

সিনেটের নির্বাচনের ফলও রীতিমত বিস্ময়কর। সিনেটের নির্বাচক সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা ২৭ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি ১৯৫৮ সালের তুলনায় এবার ১ কোটির কম ভোট পায়। কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্ট পার্টি সিনেটেও অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যক আসন দখল করিয়াছে। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় ফ্যানফ্যানির অনুসৃত নীতিই ইহার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ফ্যানফ্যানির গভর্ণমেণ্ট ছিল দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের কোয়ালিশন। বামপন্থীদিগকে হাতে রাখার জন্য ফ্যানফ্যানি পুনঃপুনঃ তাহাদের প্রতি যে বিশেষ পক্ষপাত দেখান তার ফলে দক্ষিণপন্থীগণ বিরক্ত হইয়া দল ত্যাগ করে। এই দলত্যাগীদের অধিকাংশই লিবারেল পার্টিতে যোগ দান করেন।

কেনিয়ার সাধারণ নির্বাচনঃ ভূতপূর্ব বৃটিশ উপনিবেশ কেনিয়া ১৯৫৭ সালে ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতালাভের ভূমিকা হিসাবে মে মাসে কেনিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে স্বভাবতই জেমোকেনিয়াট্টার 'কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' পার্টি জয়ী হইয়াছে। জেমোকেনিয়াট্টা কেনিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসম্বাদী নেতা। যাহাহোক আলোচ্য নির্বাচন সুরু হয় ১৯শে মে, ১৯৬৩, এবং উহা সপ্তাহকাল ধরিয়া চলে। ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে পরিকল্পনা রচিত হয় তদনুসারে কেনিয়াকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে একমাত্র উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলটি আলোচ্য নির্বাচন 'বয়কট' করিয়াছিল। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ প্রধানতঃ সোমালী। তাহাদের দাবী, তাহারা সোমালিয়ার সহিত যুক্ত হইবে। বাকী ৬টি অঞ্চলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কেনিয়ার পার্লামেন্টের দুইটি পরিষদ—সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদ। উভয় পরিষদে ভিন্ন ভিন্ন দলের আসনসংখ্যা এইরূপ :—

সিনেট (মোট ৩৮টি আসন)

কানু (কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন)—২০ ; কাডু (কেনিয়া আফ্রিকান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন)—১৬ ; এপিপি (আফ্রিকান পিপলস্ পার্টি)—২।

প্রতিনিধি পরিষদ (মোট ১১২টি আসন)

কানু—৭০ (স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সমর্থন সহ) ; কাডু—৩২ ; এপিপি—৭ ; অন্যান্য—৩।

আঞ্চলিক পরিষদগুলির মধ্যে 'কানু' তিনটির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এবং বাকি তিনটির উপর প্রাধান্য লাভ করে 'কাডু'। ১লা জুন, ১৯৬৩, জেমো-কেনিয়াট্টা মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

জাঞ্জিবারের সাধারণ নির্বাচনঃ আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূলে এই দ্বীপটি ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার প্রস্তুতি হিসাবে জুলাই মাসে জাঞ্জিবারে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই জুলাই ১৯৬৩, আলোচ্য নির্বাচন সুরু হয় এবং উহা ৪ দিন ধরিয়া চলে। জাঞ্জিবারে ভারতীয়দের সংখ্যা ১৬ হাজার। ভারতীয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে ৪ জন প্রার্থী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। 'জাঞ্জিবার ন্যাশনালিষ্ট পার্টি' এবং জাঞ্জিবার ও পেম্বা 'পিপলস্ ইউনিয়ন' এই দুইটি পার্টি মিলিতভাবে 'আফ্রোসিরাজী পার্টি'র বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। আইন পরিষদের ৩১টি আসন দুইপক্ষ এইভাবে অধিকার করে।

কোয়ালিশন দল—১৮টি ; আফ্রো সিরাজী দল—১৩টি।

ইরাণের সাধারণ নির্বাচন : ১৯৬৩ সালে ইরাণে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাকে নানাকারণে ঐতিহাসিক বলা চলে। প্রথমতঃ এই নির্বাচনেই ইরাণের নারীসমাজ সর্বপ্রথম ভোটাধিকার লাভ করে ; দ্বিতীয়তঃ তাহারা নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবেও দাঁড়াইবার অধিকার অর্জন করেন ; বস্তুতঃ ৬ জন নারী আলোচ্য নির্বাচনে নির্বাচিত হইয়াছেন। তৃতীয়ত : দুই বৎসরের অধিককাল ইরাণে পার্লামেন্টের অস্তিত্ব ছিল না, কারণ ইরাণের শাহ ১৯৬১ সালে ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনের অভিযোগে পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। চতুর্থত : আলোচ্য নির্বাচনে ভোটদাতাগণকে রেজেষ্ট্রি করা হয় এবং তাহারা নির্বাচনী কার্ড ও সরকারী ব্যালট কাগজ ব্যবহার করে। নির্বাচনে দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যেই এই সকল পন্থা অবলম্বন করা হয়। ইরাণের পার্লামেন্টের দুইটি পরিষদ—সিনেট ও মজলিস। সিনেটের সভ্যসংখ্যা ৬০ ; তাহার মধ্যে অর্ধেক নির্বাচিত এবং অর্ধেক শাহ কর্তৃক মনোনীত সভ্য। সিনেট সভ্যদের মেয়াদ ৬ বৎসর। আর মজলিসের সভ্যসংখ্যা ২০০ ; তাঁহারা ৪ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। যাহাহোক, আলোচ্য নির্বাচন ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, সুরু হয়। মজলিসে সরকার সমর্থিত ন্যাশনাল কংগ্রেস দল ১৮১টি আসন দখল করে। অবশিষ্ট ১৯টি আসন এইভাবে বণ্টিত হয়।

নির্দলীয় প্রার্থী ১২টি ধর্মীয় সাখ্যালঘুরা ৫টি এবং পারস্য উপসাগরের দ্বীপ অঞ্চলের জন্য সংরক্ষিত ২টি আসনে স্থানীয় প্রার্থীদ্বয় নির্বাচিত হন। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই নির্বাচনে ৬ জন মহিলা প্রার্থী সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

সিঙ্গাপুরের সাধারণ নির্বাচন : ২২ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, সিঙ্গাপুরের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ-এর পিপলস্ এ্যাকসন পার্টি বিপুলভাবে জয়ী হইয়া সিঙ্গাপুর আইন সভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। আইনসভার মোট আসনসংখ্যা ৫১টি ; উহা বিভিন্ন দলের মধ্যে এইভাবে বন্টিত হইয়াছে।

পিপলস্ এ্যাকসন পার্টি—৩৭ ; বারিষণ সোস্যালিষ্ট—১৩ ; ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি—১।

এলায়েন্স পার্টি অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। এই পার্টির প্রাক্তন মালয়ী অনুরাগীরা সকলেই এবার পিপলস্ এ্যাকসন পার্টিকে সমর্থন করে। পিপলস্ এ্যাকসন পার্টির দুইজন মন্ত্রী বারিষণ সোস্যালিষ্ট পার্টির প্রার্থীর নিকট পরাজিত হন ; পক্ষান্তরে পিপলস্ এ্যাকসন কমিটির চেয়ারম্যান বারিষণ পার্টির চেয়ারম্যানকে পরাজিত করিয়া এই পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। লি কুয়ান ইউ নিজে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। পিপলস্ এ্যাকসন কমিটির এই বৃহৎ সাফল্য

লি কুয়ান ইউ-এর ব্যক্তিগত কৃতিত্বের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। তিনি গত কয়েকমাস যাবৎ ক্রমাগত প্রতিটি নির্বাচন কেন্দ্রে যাইয়া পিপলস্ এ্যাকসন পার্টির নীতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে প্রচারকার্য চালাইতেছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সিঙ্গাপুর গবর্ণমেণ্ট চার বৎসর যাবৎ সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য চালাইয়া দেশবাসীদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে। মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্রে সিঙ্গাপুরের অধিকারের বিষয়টিকে তিনি নির্বাচন ইস্তাহারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার প্রতি জনসাধারণের সমর্থনের ইহাও অন্যতম কারণ।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সাধারণ নির্বাচন : ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, উহার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীর ফলে এই নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আলোচ্য নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রেসিডেণ্ট নো দিন এম-এর শাসন চলিতেছিল, কিন্তু ইহার স্বল্পকাল পরেই এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তিনি নিহত হন এবং দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। অতঃপর দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আরও একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। যাহাহোক, আলোচ্য নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের মোট ১২৩ টি আসনের মধ্যে নির্দলীয় প্রার্থিগণ ৬৬ টি, সরকার সমর্থ জাতীয় বিপ্লব আন্দোলন দল ৫৪ টি, সমাজতন্ত্রী দল ২ টি এবং কম্যুনিষ্ট প্রার্থী ১টি আসন দখল করিয়াছিল। প্রেসিডেণ্ট এম-এর ভ্রাতা শ্রীনু এবং শ্রীমতীনু উভয়েই নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে জয়ী হইয়াছিলেন। সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে নুও নিহত হন।

জাপানের সাধারণ নির্বাচন : বিগত ২১ শে নবেম্বর, ১৯৬৩, জাপানে সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হয়। জাপানী ডায়েট অর্থাৎ পার্লামেণ্টের আসনসংখ্যা ৪৬৭ টি। প্রধানমন্ত্রী হায়াতো আইকেদা পরিচালিত লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি অধিকাংশ আসন দখল করিয়া ডায়েটে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচন : ৩০ শে নবেম্বর, ১৯৬৩, অষ্ট্রেলিয়ার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার পার্লামেণ্টের মোট সভ্যসংখ্যা ১২৪ জন; কিন্তু দুইজন সভ্যের ভোটাধিকার নাই। পার্লামেণ্টের সভ্যগণ প্রতি তিনবৎসর অন্তর নির্বাচিত হইয়া থাকেন। গত ১৪ বৎসর যাবৎ স্যার রবার্ট মেঞ্জিসের নেতৃত্বে লিবারেল কান্ট্রি দল (কেয়োলিশন) দেশ শাসন করিতেছে। বর্তমান নির্বাচনেও কোয়ালিশন দল জয়ী হইয়া পূর্বাপেক্ষা তাহাদের শক্তি কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে। পূর্বতন পার্লামেণ্ট সরকার পক্ষের মাত্র একটি ভোটের প্রাধান্য ছিল,

কিন্তু আলোচ্য নির্বাচনে লিবারেল কান্ট্রি দল মোট ৬৯ টি আসন অধিকার করায় এই প্রাধান্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিউজীল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন: নিউজীল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ৩০ শে নবেম্বর, ১৯৬৩ তারিখে। এই নির্বাচনে নিউজীল্যাণ্ডের শ্রমিকদল অপরাজেয় প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে সরকারী দলের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানাইয়াছিল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীহলিওক পরিচালিত ন্যাশনাল পার্টি এই চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। নিউজীল্যাণ্ড পার্লামেণ্টের মোট আসন সংখ্যা ৮০ টি। তাহার মধ্যে ন্যাশনাল পার্টি ৪৪টি, লেবার পার্টি ৪৫টি এবং সোস্যাল ক্রেডিট পার্টি ১টি আসন লাভ করিয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে পার্লামেণ্টে ন্যাশনাল পার্টির আসন সংখ্যা ছিল ৪৬টি।

উত্তর রোডেশিয়ার সাধারণ নির্বাচন: ২১শে জানুয়ারী, ১৯৬৪, উত্তর রোডেশিয়াতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই উত্তর রোডেশিয়ার সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন। ইউনাইটেড ন্যাশনাল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করে। তাহারা আইনসভার মোট ৭৫টি আসনের মধ্যে ৪৬টি আসন অধিকার করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনান্তে উক্ত দলের নেতা শ্রীকেনেথ কাউণ্ডা গবর্ণরের আমন্ত্রণে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

গ্রীসের সাধারণ নির্বাচন: ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে গ্রীসে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে প্রবীণ রাজনীতিক জর্জ পাপান্দ্রু পরিচালিত 'ইউনিয়ন অব দি সেণ্টার' নামক উদারনৈতিক দল জয়লাভ করে। তাহারা জাতীয় পরিষদের মোট ৩০০ টি আসনের মধ্যে ১৭৫ টি আসন অধিকার করে। মোট প্রদত্ত ভোটের ৫২.৯০% ভাগ উক্ত দল এবং 'ন্যাশনাল রেডিক্যাল ইউনিয়ন' দল ৩৫% ভাগ অর্জন করিতে সক্ষম হয়। নির্বাচনের ফলাফল ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬৩ সালে নবেম্বর মাসে গ্রীসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, উহাতে 'ইউনিয়ন অব দি সেণ্টার' দল স্বল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে সরকার গঠনে অক্ষম হয় এবং জাতীয় পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। উহার ফলে আলোচ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

॥ ভারতীয় রাজ্যসমূহের সাধারণ নির্বাচন ॥

নাগাল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন: ভারতের ১৬শ রাজ্য নাগাল্যাণ্ড ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বয়সের বিচারে কনিষ্ঠতম এবং আয়তন হিসাবে ক্ষুদ্রতম।

২৯শে আগষ্ট, ১৯৬২, লোকসভায় 'নাগাল্যাণ্ড বিল' গৃহীত হওয়ার ফলে ইহা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। রাজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ বিধানসভা। সুতরাং বিধানসভা গঠনের জন্যই আলোচ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা নাগাল্যাণ্ডের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন।

এই নির্বাচন ১৯৬৪ সালের ১০ই জানুয়ারী সুরু হইয়া প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া চলিয়াছিল। নাগাল্যাণ্ড বিধানসভার মোট আসন সংখ্যা ৪৬টি; কিন্তু কার্যতঃ ২৬টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। কারণ ১৪টি আসন সরকারী প্রার্থিগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অধিকার করে এবং ৬ জন সদস্য তুয়েন সাং আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাঁহারাও সরকারের প্রতি সমর্থনজ্ঞাপন করেন। এই ২০টি আসনসহ সিলুআও কর্তৃক পরিচালিত সরকারী দল 'নাগা ন্যাশনালিষ্ট অর্গানাইজেসন' ৩৩টি আসন অধিকার করিয়া বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। প্রধান বিরোধীদল ডেমোক্রাটিক পার্টি পায় ১১টি আসনে এবং এবং অবশিষ্ট দুইটি আসনে নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচিত হন।

এ. কেভিচুসার ডেমোক্রাটিক পার্টির পক্ষ হইতে এই নির্বাচনে ২১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। দলের নেতা কেভিচুসা নিজে দুইটি কেন্দ্র হইতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, কিন্তু দুইটিতেই তিনি পরাজিত হন। অঙ্গামি কেন্দ্রে তিনি অন্তবর্তী পরিষদের চেয়ারম্যান টি. এন. আঙ্গামি কর্তৃক পরাজিত হন আর ডিমাপুর কেন্দ্রে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী গোবিন্দ পান্থরা বিজয়ী হন।

১৯৫২ সালে স্বাধীনভারতে যে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাগারা ফিজোর নেতৃত্বে তাহা বর্জন করিয়াছিল। ১৯৫৭ সালের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে নাগাপাহাড় এলাকা হইতে আসাম বিধান সভায় ৩ জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন; তাহারা বর্তমানে নাগাল্যাণ্ডের সরকারীদলের সভ্য। ১৯৬২ সালের তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনেও নাগারা অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, কারণ ঠিক তাহার আগের বৎসর নাগাল্যাণ্ডের জন্য যে অন্তর্বর্তীকালীন আইন সভা গঠন করা হয় তাহার সদস্যগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। সুতরাং নাগারা আলোচ্য নির্বাচন উপলক্ষেই সর্বপ্রথম তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার সুযোগ পায়। নির্বাচনান্তে সিলু আও নাগাল্যাণ্ডের প্রথম লোকায়ত্ব সরকার গঠন করেন।

গোয়া দমন দিউ-তে সাধারণ নির্বাচন: গোয়া দমন দিউ হইতে পর্তুগীজ শাসন উচ্ছেদ করার পর এই স্থানগুলি লইয়া একটি 'কেন্দ্রীয় অঞ্চল' গঠন করা হয়। এই অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যবস্থা পরিষদের ৩০টি আসন এবং পশ্চিম ও

মার্মাগোয়া লোকসভা কেন্দ্র দুইটির জন্য সাধারণ নির্বাচন ৯ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে যে সকল দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিম্নে তাহাদের নাম ও প্রার্থী সংখ্যা উল্লেখ করা হইল।

কংগ্রেস—৩০জন প্রার্থী, মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল—২৭ জন প্রার্থী, ইউনাইটেড গোয়ানস্ পার্টি—২৪ জন প্রার্থী এবং পপুলার ফ্রন্ট—৮ জন প্রার্থী। লোকসভার ২টি আসনের জন্য মোট ৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল।

এই অঞ্চলের নির্বাচকমণ্ডলীর মোট সংখ্যা ৩,৫০,০০০। ভোটদাতাগণ বিপুল উৎসাহ ও তৎপরতার পরিচয় দেয়। গড়ে প্রায় ৭৫% ভাগ ভোটদাতা ভোট দান করিয়াছে। কোন কোন কেন্দ্রে ৮৫% এমন কি ৯৫% ভাগ ভোট প্রদত্ত হয়। গোয়ায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক ভোট দাতার সংখ্যা ১৭,০০০ বেশী। যাহাহোক নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে নাই। ১৪টি আসন অধিকার করিয়া মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল বৃহত্তম দলে পরিণত হয়। নিম্নে বিভিন্নদলের আসনসংখ্যা উল্লিখিত হইল।

মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল—১৪টি আসন; ইউনাইটেড গোয়ানস্ দল—১২টি আসন; নির্দলীয় প্রার্থী—৩টি আসন এবং কংগ্রেস—১টি আসন।

এই নির্বাচনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল কংগ্রেসের বিস্ময়কর পরাজয়। ৩০টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া কংগ্রেস মাত্র ১টি আসন লাভ করিতে সক্ষম হয়। প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পি. কে. কাকোদকর ও ও সম্পাদক শঙ্কর সারদেশাই সহ ১৮ জন কংগ্রেসী প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। কংগ্রেসের ইতিহাসে এরূপ মর্মান্তিক পরাজয়ের দৃষ্টান্ত আর নাই। লোকসভার ২টি আসনই মহারাষ্ট্রবাদী গোমন্তক দল অধিকার করে। মহারাষ্ট্রের সহিত এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটির আশু সংযুক্তির ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রবাদী দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পক্ষান্তরে ইউনাইটেড গোয়ানস্ দলের নির্বাচনী লক্ষ্য ছিল এই অঞ্চলকে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে গঠন করা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু এই দুইটি দাবীর কোনটিই আপাততঃ গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। নির্বাচনের পর মহারাষ্ট্রবাদী দলের নেতা দয়ানন্দ বন্দোৎকার মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

ভারতীয় লোকসভার উপনির্বাচন

১৯৬৩ সালে লোকসভার কতকগুলি কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উহাদের মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

আমরোহা লোকসভাকেন্দ্র (উত্তর প্রদেশ): এই কেন্দ্রটির উপনির্বাচন উপলক্ষে সারা ভারতে প্রচুর চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

এখানে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে দাঁড়াইয়াছিলেন কেন্দ্রীয় সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম, আর বিপক্ষে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে ছিলেন আচার্য জে. বি. কৃপালনী। এই কেন্দ্রের নির্বাচন একটি মর্যাদার লড়াইতে পরিণত হইয়াছিল। উভয় পক্ষ, বিশেষতঃ কংগ্রেস, জয়লাভের জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করিয়াছিল। আমরোহা শহরের অধিবাসিদের মধ্যে ৬০% ভাগ মুসলমান। যাহাতে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত না হয় তজ্জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমরোহা, হাসানপুর ও সম্ভল তহশিলে ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ১৯শে মে, ১৯৬৩, ভোট গৃহীত হয়। গুরুতর রকম কোন অশান্তি না ঘটিলেও স্থানে স্থানে হাঙ্গামা ঘটিয়াছিল। যাহাহোক আচার্য কৃপালনী হাফিজ মহম্মদকে প্রায় ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া লোকসভায় নির্বাচিত হন। উভয় প্রার্থীর ভোটসংখ্যা এইরূপ— আচার্য জে. বি. কৃপালনী—১,২৮,৭২৪ ভোট; হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম— ৭৮,২৭৯ ভোট

ফরাক্কাবাদ লোকসভাকেন্দ্র (উত্তর প্রদেশ): এই কেন্দ্রের উপনির্বাচনও ছিল কংগ্রেসের পক্ষে একটি মর্যাদার প্রশ্ন, কিন্তু এখানেও কংগ্রেসকে পরাজয় বরণ করিতে হয়। এই কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ছিলেন ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বি. ভি. কেশকার। অন্যান্য দলের পক্ষ হইতে দাঁড়াইয়াছিলেন রামমনোহর লোহিয়া (সমাজতন্ত্রী দল), ভারত সিং রাঠোর (পি. এস. পি.) ছেদীলাল (রিপাব্‌লিকান দল)। ১৯শে মে, ১৯৬৩ ভোট গ্রহণ করা হয়। রামমনোহর লোহিয়া তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বি. ভি. কেশকারকে ৫৭,৫৮৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রীলোহিয়া ইতিপূর্বে দুইবার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছিলেন, আর কেশকারের ইহা দ্বিতীয় পরাজয়। তিনি ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও পরাজিত হইয়াছিলেন।

জৌনপুর লোকসভা কেন্দ্র (উত্তর প্রদেশ): ১৯শে মে, ১৯৬৩, এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জৌনপুর জনসংঘের শক্ত ঘাঁটি এবং এই অসনটি পূর্বে জনসংঘের দখলে ছিল। কিন্তু এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী রাজদেও সিং জনসংঘ প্রার্থী দীনদয়াল উপাধ্যায়কে ৫৯,১৯৭ ভোটে পরাজিত করিয়া এই আসনটি লাভ করে। শ্রীদয়াল জনসংঘের সাধারণ সম্পাদক।

রাজকোট লোকসভা কেন্দ্র (গুজরাট): এই কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য শ্রী ইউ. এন. ডেবর খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ড-এর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করায় লোকসভার এই আসনটি শূন্য হয়। ২৬শে মে, ১৯৬৩, এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উপনির্বাচনে স্বতন্ত্র পার্টির সাধারণ সম্পাদক

এম. আর. মাসানি সৌরাষ্ট্রের প্রধান কংগ্রেস কর্মী জেঠলাল যোশীকে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্রের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ৩,৯৩,২৭৯। প্রদত্ত ভোট সংখ্যা ১,৬২,০৮৬। শ্রীমাসানি ৮৩,৮৬৫ ভোট এবং শ্রীযোশী ৬৯,২১৪ ভোট প্রাপ্ত হন।

বর্ধমান লোকসভা কেন্দ্র (পঃ বঙ্গ): বর্ধমান হইতে লোকসভায় নির্বাচিত কংগ্রেসী সদস্য গুরুগোবিন্দ বসুর নির্বাচন বাতিল হইয়া যাওয়ার ফলে এই কেন্দ্রে ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩, উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্দলীয় প্রার্থী নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসী প্রার্থী নারায়ণ চৌধুরীকে ১১,১৪৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া এই কেন্দ্র হইতে লোকসভায় নির্বাচিত হন। এই কেন্দ্রের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ৫,৩৮,৯৮৭। মোট প্রদত্ত ভোট সংখ্যা ২,১৫,০০১ (প্রায় ৪০%)। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ১,০৯,৮৭৭ ভোট এবং শ্রীচৌধুরী ৯৮,৭৩৪ ভোট লাভ করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় এই উপনির্বাচনে সমস্ত বামপন্থী-দলগুলির সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হন, কিন্তু তাহার পরবর্তী দুইটি সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছিলেন।

কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্র (পঃ বঙ্গ): কোচবিহার কেন্দ্র হইতে লোকসভার নির্বাচিত সদস্য শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কারজীর (ফরোয়ার্ড ব্লক) মৃত্যুতে আলোচ্য উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩। কংগ্রেস প্রার্থী পরেশচন্দ্র বর্মণ তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরোয়ার্ড ব্লক প্রার্থী বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরীকে ৫৯,৫৯৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করিয়া নির্বাচিত হন। উভয়ের ভোট সংখ্যা এইরূপ—পরেশচন্দ্র বর্মণ ১,২২,২০৫ ভোট ; বিনয়কৃষ্ণ দাস চৌধুরী : ৬২,৬১১ ভোট। স্বতন্ত্র, নির্দলীয় ও কম্যুনিষ্ট প্রার্থীদের প্রত্যেকেরই জামানত বাজেয়াপ্ত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার উপনির্বাচন

বর্ধমান বিধানসভা কেন্দ্র: বর্ধমান কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য বর্ধমানের মহারাণী রাধারাণী মহতাবের মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয় এবং ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩, এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপনির্বাচনে কংগ্রেস, পি. এস. পি. এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রার্থিগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কম্যুনিষ্ট প্রার্থী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী নির্বাচনে জয়ী হন। বিভিন্ন প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা এইরূপ :—বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (কম্যুনিষ্ট)—১৭,৮৫৩ ভোট ; শ্রীমতী অরুণা

মুখার্জি (কংগ্রেস)—১৪,৫০৫ ভোট এবং দাশরথি তা (পি. এস. পি.)—৯,৯৯৮ ভোট। বর্ধমান বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ভোটদাতার সংখ্যা ১,০৩,৯৭২। উহাদের মধ্যে ৪৬,০৬৮ জন ভোটদাতা, অর্থাৎ প্রায় ৪৫% ভোট দেয়।

শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্র : এই কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য জগদীশ-চন্দ্র ভট্টাচার্যের (কংগ্রেস) মৃত্যুতে এই আসনটি শূন্য হয়। ২২শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩, এই কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে কংগ্রেস প্রার্থী অরুণকুমার মৈত্র নির্বাচিত হন। বিভিন্ন দলের প্রার্থী কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের হিসাব এইরূপ :— অরুণকুমার মৈত্র (কংগ্রেস)—১৪,১৪৩ ভোট ; প্রেম থাপা (গোর্খালীগ)—৬,২১১ ভোট ; সন্তোষ ব্যানার্জি (ফরোয়ার্ড ব্লক)—৩,৯২৪ ভোট এবং চারুচন্দ্র মজুমদার (কম্যুনিষ্ট)—৩,১৭১ ভোট। এই কেন্দ্রের ভোট দাতার মোট সংখ্যা ৭০ হাজার। তাহাদের মধ্যে ২৭,৪৪৯ জন ভোট দান করে।

রাষ্ট্রীয় সম্মান-পুরস্কার ও পদক

রাষ্ট্রপতি ১৯৫৪ সাল হইতে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদিগকে সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করার প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। যাঁহারা শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, কলা, সঙ্গীত, ক্রীড়া ও সমাজসেবায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাঁহারাই এই সম্মান লাভ করেন। 'ভারতরত্ন' ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান। ইহা ব্যতীত রাষ্ট্রপতি 'পদ্মবিভূষণ', 'পদ্মভূষণ' ও 'পদ্মশ্রী' এই তিন শ্রেণীর সম্মান বিতরণ করেন।

এপর্যন্ত মাত্র ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ করিয়াছেন। নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া হইল।

'ভারতরত্ন' উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নাম :

১৯৫৪—সি. রাজা গোপালাচারী
১৯৫৪—সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
১৯৫৪—চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ
১৯৫৫—ভগবান দাস
১৯৫৫—এম. বিশ্বেশ্বরায়া
১৯৫৫—জওহরলাল নেহরু
১৯৫৭—গোবিন্দবল্লভ পন্থ
১৯৫৮—ডি. কে. কার্ভে
১৯৬১—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৬১—পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন
১৯৬২—রাজেন্দ্রপ্রসাদ
১৯৬৩—জাকির হোসেন
১৯৬৩—পি. ভি. কানে

॥ ১৯৬৪ সালের উপাধি বিতরণ ॥

১৯৬৪ সালে মোট ৩৩ জন জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করিয়াছেন। গত তিন বৎসরের রাষ্ট্রীয় সম্মানের তালিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ১৯৬২ সালে মোট ৫৫ জন সুধীব্যক্তি উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯৬৩ সালে ঐ সংখ্যা হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ৩৮ জনে ; আর আলোচ্য বর্ষে মাত্র ৩৩ জনকে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছে। এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল যে, কেহই "ভারতরত্ন" উপাধি লাভ করিতে পারেন নাই। ১৯৬৪ সালে যে সকল বিশিষ্ট বাঙ্গালী সম্মান লাভ

করিয়াছেন তাঁহারা হইলেন—অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ (পদ্মভূষণ), নয়াদিল্লীর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর ডিরেক্টার শ্রীভোলানাথ মল্লিক (পদ্মভূষণ) ; প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ইনি কাশ্মীরে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরির তদন্ত করিয়াছিলেন ; বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ জে. এন. মুখার্জি (পদ্মভূষণ), বিশিষ্ট দন্তচিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী ডাঃ আর. আহ্‌মেদ (পদ্মভূষণ), বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক শ্রী পি. সি. সরকার (পদ্মভূষণ) এবং দিল্লীর নিউক্লিয়ার মেডিসিন এ্যাণ্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস্-এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার লেঃ কর্ণেল সন্তোষ কুমার মজুমদার।

১৯৬৪ সালে উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পূর্ণতালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :

পদ্মবিভূষণ (২ জন)

গুজরাটের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সংসদ সদস্য কাকা সাহেব কালেল-কার এবং উত্তর প্রদেশের বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ।

এপর্যন্ত মোট ২৪ জন এই উপাধি লাভ করিয়াছেন।

পদ্মভূষণ (মোট ১৮ জন)

ইস্পাত, খনি ও ভারি ইঞ্জিনীয়ারিং মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শ্রীঅনিলবন্ধু গুহ, এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অনুকূলচন্দ্র মুখার্জি, দিল্লীর ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর অধিকর্তা শ্রীভোলানাথ মল্লিক, ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের অধিকর্তা ডাঃ সি. জি. পণ্ডিত, মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব ডেয়ারী উন্নয়ন কমিশনার শ্রীদারা নৌসরেনজী খুরোদি, ভেলোর ক্রীশ্চান মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ জ্যাকব চণ্ডী, কলিকাতার বৈজ্ঞানিক ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার অধ্যক্ষ পণ্ডিত কুঞ্জিলাল দুবে, নয়াদিল্লীর অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক ডাঃ খুশবন্ত লালা উইগ, পাটনার পি. ডব্লু. কলেজের মেডিসিনের ভূতপূর্ব অধ্যাপক মহম্মদ আব্দুল হাই, মহারাষ্ট্রের অভিনেতা-গায়ক শ্রী এন. এস. রাজহংস (ওরফে বাল গন্ধর্ব), দিল্লীর মেয়র শ্রীনুরুদ্দীন আমেদ, দন্ত চিকিৎসক ও পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ডাঃ রফী-উদ্দীন আহ্‌মেদ, মহীশূরের শ্রী আর. কে. নারায়ণ, আলিগড়ের ডাঃ শেখ আব্দুল্লা, মাদ্রাজ সরকারের স্পেশাল পুরাতত্ত্ব অফিসার শ্রী টি. এন. রামচন্দন, গুজরাটের কৈরা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদন ইউনিয়নের সভাপতি শ্রী টি. কে. প্যাটেল, কলিকাতার সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ।

এ পর্যন্ত ১৫৩জনকে এই সম্মান দেওয়া হইয়াছে।

পদ্মশ্রী (মোট ১৩ জন)

মহারাষ্ট্রের লেখক-অভিনেতা ও প্রযোজক শ্রীপরশ্রী আদি মর্জবান, মাদ্রাজের সমাজসেবিকা শ্রীমতী অম্বুজামল, পাঞ্জাবের হকি খেলোয়াড় শ্রীচরণজিত সিং, অন্ধ্রপ্রদেশের আঙুর চাষী ডাঃ ও. আর. রাও, গোয়ালিয়র সিন্ধিয়া স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শুক্ল, মাদ্রাজের ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রী এম. জে. গোপালন, হিমালয় মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষক শ্রীনওয়াজ গোমরু, উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ববিদ শ্রীপরমানন্দ আচার্য, কলিকাতার বিশ্ববিখ্যাত যাদুকর পি. সি. সরকার, নেফার স্বাস্থ্য অধিকর্তা লেঃ কঃ রমেশচন্দ্র ভাস্কর, দিল্লীর ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার মেডিসিনের ভারপ্রাপ্ত লেঃ কঃ সন্তোষকুমার মজুমদার, বমডিলার পলিটিক্যাল অফিসার শ্রীহারালু এবং মহারাষ্ট্রের ভাস্কর শ্রীবিনায়ক পাণ্ডুরাম কর্মকার।

এ পর্যন্ত মোট ১৭১ জন গুণী ব্যক্তি এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

বিশিষ্ট সেনানীরা সম্মানিত

প্রশংসনীয় কাজের জন্য রাষ্ট্রপতি লেঃ জেঃ দৌলত সিং (মৃত); লেঃ জেঃ বিক্রম সিং (মৃত); লেঃ জেঃ প্রেম সিং জ্ঞানী; এয়ার ভাইস মার্শাল ই. ডব্লু. পিণ্টো (মৃত) এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এম. এম. ইঞ্জিনীয়ারকে প্রথম শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা পদক পুরস্কার দিয়াছেন।

ব্রিগেডিয়ার সুজন সিং উবন; কর্ণেল গুরসরন সিং; গ্রুপ ক্যাপ্টেন কৈলাস চাঁদ; লেঃ কঃ নিখিলেশ বোস; লেঃ কঃ হরি সিং দিংগারা; স্কোয়াড্রন লীডর চন্দ্রকান্ত শান্তারাম রাজে ও ক্যাপ্টেন সত্য পাল আনন্দ দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশিষ্ট সেবা পদক পাইয়াছেন।

অশোকচক্র ও বীরচক্র

রাষ্ট্রপতি লাদাকে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কোর অফ ইঞ্জিনীয়ার্সের সেঃ লেঃ পরমিন্দর সিংকে (মৃত) দ্বিতীয় শ্রেণীর অশোক-চক্র পুরস্কার দিয়াছেন।

লাদাক ও নেফায় বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য গোরখা রাইফেলসের ক্যাপ্টেন পুরুষোত্তম লাল খের, জাট রেজিমেণ্টের সুবেদার নীহাল সিং (মৃত); গোরখা রাইফেলসের জমাদার তেজবাহাদুর গুরুং (মৃত); ডোগরা রেজিমেণ্টের হাবিলদার ভগৎ সিং (মৃত); কুমায়ুন রেজিমেণ্টের নায়ক রাম কুমার; কুমায়ুন রেজিমেণ্টের লান্স নায়ক সিংহ রাম (মৃত); গাড়োয়াল রাইফেলসের রাইফেল-ম্যান মদন সিং রাওবাত (মৃত) এবং সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের নার্সিং অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সিপাহী ধরম পাল সিং দাহিয়া (মৃত) বীর চক্র পুরস্কার পাইয়াছেন।

নাগাভূমিতে বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য আসাম রাইফেলসের রাইফেলম্যান সুরবীর তৃতীয় শ্রেণীর অশোক-চক্র পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

রাজপুরুষদের প্রাধান্য ও পূর্বিতা

১ম—রাষ্ট্রপতি।

২য়—উপরাষ্ট্রপতি।

৩য়—প্রধানমন্ত্রী।

৪র্থ—রাজ্যপালগণ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ, তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকায়।

৫ম—ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতিগণ ও গবর্ণর জেনারেলগণ।

৬ষ্ঠ—রাজপ্রমুখগণ তাঁহাদের এলাকায়।

৭ম—ভারতের প্রধান বিচারপতি ;
লোকসভার স্পীকার।

৮ম—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রিগণ।

৯ম—ভারতরত্ন উপাধিধারিগণ।

১০ম—ভারতে অন্যান্য রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ।

১১শ—১৭ বার তোপধ্বনির সম্মান লাভের যোগ্য দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ, তাঁহাদের নিজ রাজ্যে।

১২শ—রাজ্যপালগণ এবং জম্মু ও কাশ্মীরের সদর-ই-রিয়াসৎ, তাঁহাদের এলাকার বাহিরে।

১৩শ—রাজপ্রমুখগণ, তাঁহাদের এলাকার বাহিরে।

১৪শ—১৭টি বা তাহার অধিক তোপধ্বনি পাইবার অধিকারী দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ, তাঁহাদের রাজ্যের বাহিরে।

১৫শ—বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিগণ।

১৬শ—কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রিগণ :
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ।

১৭শ—১৫টি বা ১৩টি তোপধ্বনি সম্মান পাইবার অধিকারী দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ।

১৮শ—ভারতে অন্যান্য রাষ্ট্রের দূত ও মন্ত্রিগণ।

১৯শ—সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ।

২০শ—প্রথম শ্রেণীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ, যাঁহারা ভারতে রহিয়াছেন ;
বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণ, যাঁহারা ভারত পরিভ্রমণে আসিয়াছেন।
ভারতে প্রত্যাগত ভারতীয় হাই কমিশনারগণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রের হাই কমিশনারগণ।

২১শ—চার্জ-ডি-এফেয়ার্স ও অস্থায়ী হাই কমিশনারগণ।

২২শ—জেনারেল কিংবা উহার তুল্য উপাধিধারী সেনাপতিগণ।

২৩শ—হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণ :
রাজ্যবিধান পরিষদের সভাপতিগণ ;
রাজ্য-বিধানসভার স্পীকারগণ।

২৪শ—বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিগণ ;
কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রিগণ ;
এ্যাটর্নী জেনারেল ;
অডিটর জেনারেল ;
রাজ্যসভার উপ-সভাপতি ;
লোকসভার ডেপুটি স্পীকার।

২৫শ—লেফটেনান্ট জেনারেল বা উহার তুল্য উপাধিধারী সেনাপতি।

২৬শ—৯টি বা ১১টি তোপধ্বনি সম্মান পাইবার অধিকারী দেশীয়রাজ্যের নৃপতিগণ।

২৭শ—কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি ;
প্রধান ইলেকসন কমিশনার ;
বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রিগণ।

২৮শ—হাইকোর্টের বিচারপতিগণ।

২৯শ—রাজ্যের উপমন্ত্রিগণ।
রাজ্য-বিধানমণ্ডলের উপসভাপতি ও ডেপুটি স্পীকার ;
কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চীফ্ কমিশনারগণ, নিজনিজ এলাকায়।

৩০শ—সংসদের সভ্যবৃন্দ।

৩১শ—জেনারেল বা তুল্য উপাধির অধিকারী অফিসারগণ ;
রাষ্ট্রপতির সচিব ;
ভারত সরকারের সচিবগণ এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য একান্ত সচিব ;

ভারতে প্রত্যাগত দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ ;
তপশিলী জাতি ও উপজাতি কমিশনার ;
অস্থায়ী সেনাপতি যাঁহাদের মেজর বা তুল্য উপাধি রহিয়াছে ;
ভারতীয় কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ বা বিদেশী রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন ;
রেলওয়ে বোর্ডের সভাপতি ;
রেলওয়ে বোর্ডের ফাইনানসিয়াল কমিশনার ;
সলিসিটার জেনারেল ;
সিকিমের পলিট্রিক্যাল অফিসার ;
রেলওয়ে বোর্ডের সদস্যগণ।

৩২শ—কূটনৈতিক প্রতিনিধি ব্যতীত বিদেশী রাষ্ট্র প্রেরিত মিশনের প্রতিনিধিগণ ;
লেফ্‌টেনান্ট জেনারেল বা তুল্য উপাধিধারী অফিসারগণ।

৩৩শ—ভারত সরকারের অতিরিক্ত সচিবগণ ;
টেরিফ কমিশনের চেয়ারম্যান ;
সেণ্ট্রাল ওয়াটার ও পাওয়ার কমিশনের চেয়ারম্যান ;
ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদের উপ-সভাপতি ;
কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (প্রতিরক্ষা)-এর আর্থিক উপদেষ্টা ;
সামরিক বাহিনীর মেজর জেনারেল বা তুল্য উপাধিধারী কর্মচারিগণ।

৩৪শ—রাজ্যের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ;
রাজ্যসরকারসমূহের মুখ্য সচিবগণ ;
ফাইনানসিয়াল কমিশনারগণ ;
কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ ;
ভারতীয় নৌবাহিনীর ফ্ল্যাগ অফিসার কম্যাণ্ডিং ;
রাজস্ববোর্ডের সদস্যগণ।

৩৫শ—স্বাস্থ্যবিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল ;
ডাক ও তার বিভাগের ডাইরেক্টার জেনারেল ;
তথ্যসংস্থায় ডাইরেক্টার ;
রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজারগণ ;
ভারত সরকারের এষ্টাব্লিশমেন্ট অফিসার ;
ভারত সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারিগণ ;
ভারতে আগত ৪র্থ শ্রেণীর ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ ;
মেজর জেনারেল বা তুল্য উপাধিধারী অফিসারগণ ;
সার্ভেয়র জেনারেল ;
টেরিফ কমিশনের সদস্যগণ ;
রাজ্যসমূহের ইনস্পেক্টার জেনারেল অব পুলিশ ;
বিভাগীয় কমিশনারগণ ;
অসামরিক বিমান পরিবহনের ডাইরেক্টার জেনারেল ;
সাপ্লাইজ এণ্ড ডিসপোজাল-এর ডাইরেক্টার জেনারেল ;
অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীজ-এর ডাইরেক্টার জেনারেল ;
ভারতীয় নৌবাহিনীর কমোডোর ইনচার্জ নৌঘাটি বা এলাকা ;
ভারতীয় বিমানবাহিনীর এয়ার কমোডোর পর্যায়ের কম্যাণ্ডার ;
নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর সদর দপ্তরের কর্মচারিগণ, কমোডোর এবং এয়ার কমোডোর পর্যায়ের ;
কেন্দ্রীয় অঞ্চলের চীফ কমিশনার, স্বীয় এলাকার বাহিরে ;
অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডাইরেক্টার জেনারেল ;
রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব ;
বিদেশী রাষ্ট্র প্রেরিত মিশনের উপদেষ্টাগণ ;
ডেপুটি অডিটার জেনারেল।

সাধারণ জ্ঞানের তথ্যাদি

॥ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম ॥

কংগ্রেস সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মহিলা কংগ্রেস সভাপতি—সরোজিনী নাইডু
রয়্যাল সোসাইটির সভ্য—এ. কারসেৎজী
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ব্যারনেট—কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর
পীয়ার—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য—মুঙ্কেরজী ভাওয়ানাগ্রী
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত
কে. সি. এস. আই.—রাধাকান্ত দেব বাহাদুর
আই. এম্. এস্.—গুডিভ চক্রবর্তী
প্রাদেশিক লাট—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য—আমীর আলি
কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি—ইব্রাহিম রহিমতুল্লা
কলিকাতার মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার—গুরুদাস ব্যানার্জি
ইঞ্জিনীয়ার—নীলমণি মিত্র
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
মহিলা রাষ্ট্রদূত—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (রাশিয়া)
মহিলা মন্ত্রী—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত (ইউ. পি.)
মহিলা মুখ্যমন্ত্রী—সুচেতা কৃপালিনী (ইউ. পি.)
মহিলা স্পীকার—সুশীলা নায়ার (দিল্লী)
স্থলবাহিনীর প্রধান—কে. এম. কারিয়াপ্পা
বিমান বাহিনীর প্রধান—সুব্রত মুখার্জি
নৌবাহিনীর প্রধান—আর. ডি. কাটারী
মহিলা ব্যারিস্টার—কর্ণেলিয়া সোরাবজি
এ্যাডভোকেট জেনারেল—ভি. বি. আয়েঙ্গার
রয়্যাল আর্টিষ্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আই. সি. এস্.—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
আই. সি. এস্. পরীক্ষায় প্রথম স্থান—অতুল চ্যাটার্জি
স্যার উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
আই. সি. এস্. পদত্যাগ—সুভাষচন্দ্র বসু
বিলাত-যাত্রী—রাজা রামমোহন রায়
মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী
মহিলা এম্. এ.—চন্দ্রমুখী বসু
লণ্ডনের ডি. এস-সি—জগদীশচন্দ্র বসু
ইংরাজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত
মহিলা এম বি.—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র
গভর্ণর জেনারেল—চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী
মহিলা গভর্ণর—সরোজিনী নাইডু
স্মিথ পুরস্কারপ্রাপ্ত—ভূপতিমোহন সেন
লেনিন শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত—সফিউদ্দিন কিচলু
ভিক্টোরিয়া ক্রশপ্রাপ্ত—নায়েক খুদাদাদ খান
কেমব্রিজের রাংলার—আনন্দমোহন বসু
ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর
বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ
হাইকোর্টের বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়
হাইকোর্টের মহিলা বিচারপতি—আন্না চান্দি (কেরালা)
মহিলা মেয়র—সুলোচনা মোদী (বোম্বাই)
মার্কিন কংগ্রেসের সভ্য—দিলীপ সিং সৌন্দ
ইংলিশচ্যানেল সন্তরণকারী—মিহির সেন
ঐ মহিলা—আরতি গুপ্ত
মহিলা প্যারাসুটিষ্ট—গীতা চন্দ
টেষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়—রণজিৎ সিংজী

॥ ভারতে প্রথম আরম্ভ ॥

ডাকটিকিট : ১৮২৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের অন্যতম প্রদেশ সিন্ধুতে সর্বপ্রথম ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ডাকটিকিট চালু করা হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে।

টেলিগ্রাফ : ১৮৩৯ সালে কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সর্বপ্রথম সরকারী কার্যোপলক্ষে টেলিগ্রাফ প্রেরিত হয়। জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য ১৮৫৩ সালে কলিকাতা ও আগ্রার মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন পত্তন করা হয়।

টেলিফোন : ১৮৮১ সালে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম কলিকাতায় টেলিফোন চালু করা হয়। অটোমেটিক টেলিফোন সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯১৩ সালে সিমলায়।

রেলগাড়ী : ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল বোম্বাই-কল্যাণ পথে ভারতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী চলাচল স্বরু হয়।

বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী : ১৯২৫ সালে বোম্বাই-কুরলা পথে সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচল স্বরু করে।

বিমান ডাক : ১৯১১ সালে এলাহাবাদ হইতে নৈনী পর্যন্ত ৬ মাইল পথে বিমান যোগে ডাক বাহিত হয়। ইহা শুধু ভারতে নহে, পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম বিমানডাক।

বেতার : ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে বোম্বাইতে সর্বপ্রথম বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

ছাপাখানা : হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দিবার জন্য ১৭৭০ সালে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণ যন্ত্র আনা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম ছাপার কার্য আরম্ভ হয় মাদ্রাজে ১৭৭২ সালে।

সংবাদপত্র : ১৭৮১ সালের ২৯শে জানুয়ারী কলিকাতা হইতে প্রকাশিত 'হিকিস বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল এ্যাডভারটাইজার' ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদপত্র।

বিজলী বাতি : ১৮৯৭ সালে দার্জিলিং-এ বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী যন্ত্র স্থাপন করা হয়।

সিনেমা : ১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই বোম্বাইতে সর্বপ্রথম নির্বাক ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়।

ক্রিকেট খেলা : ১৭৯৩ সালে কলিকাতায় সর্বপ্রথম ক্রিকেট খেলা হয়। ১৮৪৮ সালে বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত 'পার্শী ক্রিকেট ক্লাব' ভারতীয়দের সর্বপ্রথম ক্রিকেট ক্লাব।

ফুটবল খেলা : ১৮০২ সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত মিলিটারী বনাম বোম্বাই আইল্যাণ্ড-এর খেলাটি ভারতে সর্বপ্রথম ফুটবল খেলা।

॥ রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় ফেলোগণ ॥

১৮৪১...এ. কারসেৎজি
১৯১৮...শ্রীনিবাস রামানুজম
১৯২০...জগদীশচন্দ্র বসু
১৯৩০...চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ
১৯৩১...মেঘনাদ সাহা
১৯৩৬...বীরবল সাহানী
১৯৪০...কে. এস. কৃষ্ণণ
১৯৪১...হোমি জে. ভাবা
১৯৪৩...শান্তিস্বরূপ ভাটনগর
১৯৪৪...এস. চন্দ্রশেখর
১৯৪৫...প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ
১৯৫৬...ডি. এন. ওয়াদিয়া
১৯৫৮...সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৯৫৯...শিশিরকুমার মিত্র
১৯৬০...টি. আর. শেষাদ্রি

॥ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় সভ্যগণ ॥

এম. ভাওয়ানাগ্রী, দাদাভাই নৌরজী, এস. সাকলাৎওয়ালা, লর্ড এস. পি. সিংহ এবং লর্ড অরুণকুমার সিংহ।

॥ ব্রিটিশ প্রিভিকাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যগণ ॥

স্যার বি. সি. মিত্র, সৈয়দ আমীর আলি, ভি. এস. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, লর্ড এস. পি. সিংহ, স্যার ডি. এফ. মোল্লা, স্যার সাদিলাল, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, মহামান্য আগা খাঁ, স্যার আকবর হায়দারী, ডঃ এম. আর. জয়াকর এবং স্যার সি. মাধবন নায়ার।

॥ মার্কিন কংগ্রেসের ভারতীয় সদস্য ॥

দিলীপ সিং সৌন্দ

॥ লর্ড উপাধিপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ ॥

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ও উত্তরাধিকারসূত্রে তদীয় পুত্র লর্ড অরুণকুমার সিংহ

॥ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয়গণ ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৩, সাহিত্য), সি. ভি. রমণ (১৯৩০, পদার্থবিজ্ঞান)

॥ লেনিন শান্তিপুরস্কার-প্রাপ্ত ভারতীয়গণ ॥

ডঃ সফিউদ্দিন কিচলু, (১৯৫২), মেজর জেনারেল এস. এস. সোখে (১৯৫৩), স্যার সি. ভি. রমণ (১৯৫৮) ও শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু (১৯৬০)।

॥ 'পরমবীর চক্র' বিজয়ীদের নাম ॥

('পরমবীর চক্র' ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানসূচক সামরিক ভূষণ)

১৯৪৭—* মেজর সোমনাথ শর্মা, ৪র্থ কুমায়ুন রেজিমেণ্ট

১৯৪৮—লেঃ আর. আর, রানে, ইঞ্জিনীয়ারিং বাহিনী

১৯৪৮—নায়েক করম সিং, শিখ রেজিমেণ্ট

১৯৪৮—*মেজর পিরু সিং, রাজপুতনা রাইফেলস্

১৯৪৮—নায়েক যদুনাথ সিং, রাজপুতনা রেজিমেণ্ট

১৯৬২—* ক্যাপ্টেন জি. এস. সালারিয়া, গোর্খা রাইফেলস্

১৯৬৩—মেজর ধনসিং থাপা, গোর্খা রাইফেলস্

১৯৬৩—সুবেদার যোগিন্দর সিং, শিখ রেজিমেণ্ট

১৯৬৩—মেজর সৈতন সিং

॥ ভারতীয় ডোমিনিয়নের গবর্ণর জেনারেলগণ ॥

(১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর হইতে ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা পর্যন্ত)

১৯৪৭-৪৮ লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন

১৯৪৮-৪৯ চক্রবর্তী সি. রাজাগোপালাচারী

॥ ভারতীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রপতিদের নাম ॥

১৯৫০-৬২—ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (২ বার নির্বাচিত)

১৯৬২ হইতে—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

॥ ভারতীয় ইউনিয়নের উপরাষ্ট্রপতিদের নাম ॥

১৯৫২-৬২—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ (২ বার নির্বাচিত)

১৯৬২ হইতে—ডঃ জাকির হোসেন

॥ লোকসভার স্পীকারদের নাম ॥

১৯৫২-৫৬—জি. ভি. মবলঙ্কর

১৯৫৬-৬২—এম. অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার

১৯৬২ হইতে—সর্দার হুকুম সিং

॥ রাজ্যসভার সভাপতিদের নাম ॥

১৯৫২-৬২—ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণণ (২ বার নির্বাচিত)

১৯৬২ হইতে—ডঃ জাকির হোসেন

॥ সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতিদের নাম ॥

১৯৪৮-৫১—হরিলাল জে. কানিয়া

১৯৫১-৫৩—পাতঞ্জলি শাস্ত্রী

১৯৫৩-৫৪—মেহেরচাঁদ মহাজন

১৯৫৪-৫৬—বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৫৬-৫৯—সুধীরঞ্জন দাশ

১৯৫৯-৬৪—ভুবনেশ্বরীপ্রসাদ সিংহ

১৯৬৪ —পি. বি. গজেন্দ্রগাদকর

* নিহত হইবার পর ঘোষণা।

॥ ভারতের সামরিক বাহিনীর প্রধানদের নাম ॥

"স্থল বাহিনী"

১৯৪৮—জেনারেল আর. এম. লখার্ট
১৯৪৮—জেনারেল এফ. আর. আর. বুশার
১৯৪৯—জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা
১৯৫৩—জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজী
১৯৫৫—জেনারেল এস. এম. শ্রীনাগেশ
১৯৫৭—জেনারেল থিমায়া
১৯৬১—জেনারেল পি. এন. থাপার
১৯৬২—জেনারেল জে. এন. চৌধুরী

"নৌবাহিনী"

১৯৪৮—ভাইস এ্যাডমিরাল ই. পেরী
১৯৫১—ভাইস এ্যাডমিরাল সি. টি. এম. পিজে
১৯৫১—ভাইস এ্যাডমিরাল এস. এইচ. কার্লিল
১৯৫৮—ভাইস এ্যাডমিরাল, আর. ডি. কাটারি
১৯৬২—ভাইস এ্যাডমিরাল এ. ডি. সোমান

"বিমান বাহিনী"

১৯৪৮—এয়ারমার্শাল আর. জে. চাপম্যান
১৯৫১—এয়ারমার্শাল জি. ই. গিবস্
১৯৫৪—এয়ারমার্শাল শুব্রত মুখার্জি
১৯৬০—এয়ারমার্শাল ইঞ্জিনীয়ার

॥ বিশিষ্ট ভারতীয়গণের জন্ম ও মৃত্যুর সন ॥

	জন্ম	মৃত্যু
রাজা রামমোহন রায়	—১৭৭৪	—১৮৩৩
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	—১৮১৭	—১৯০৫
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	—১৮৪৪	—১৯০৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	—১৮৩৮	—১৮৯৪
রমেশচন্দ্র দত্ত	—১৮৪৮	—১৯০৯
কেশবচন্দ্র সেন	—১৮৩৮	—১৮৮৩
স্বামী বিবেকানন্দ	—১৮৬৩	—১৯০২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	—১৮২৪	—১৮৭৩
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	—১৮৩৪	—১৮৮৬
স্যার রাসবিহারী ঘোষ	—১৮৪৫	—১৯২১
অশ্বিনীকুমার দত্ত	—১৮৫৬	—১৯২৩
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	—১৮৬৪	—১৯২৪
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	—১৮৭০	—১৯২৫
স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	—১৮৪৮	—১৯২৫
লর্ড এস. পি. সিংহ	—১৮৬৩	—১৯২৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	—১৮২০	—১৮৯১
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	—১৮৪৪	—১৯১৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—১৮৬১	—১৯৪১
স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	—১৮৬৪	—১৯৩৮
বিপিনচন্দ্র পাল	—১৮৫৮	—১৯৩৩
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু	—১৮৫৮	—১৯৩৭
মেঘনাদ সাহা	—১৮৯৩	—১৯৫৬
মহেন্দ্রলাল সরকার	—১৮৩৩	—১৯০৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নাট্যকার)	—১৮৪৩	—১৯১১
অম্বিকাচরণ মজুমদার	—১৮৫১	—১৯২২
লালমোহন ঘোষ	—১৮৪৯	—১৯০৯
স্যার আর. এন. মুখার্জি	—১৮৫৪	—১৯৩৬
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	—১৮৮৫	—১৯৩৩
বালগঙ্গাধর তিলক	—১৮৫৬	—১৯২০
স্যার জামশেদজী টাটা	—১৮৩৯	—১৯০৪
কৃষ্ণদাস পাল	—১৮৩৪	—১৮৮৪
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—১৮৭১	—১৯৫১
সৈয়দ আমীর আলি	—১৮৪৯	—১৯২৯
দয়ানন্দ সরস্বতী	—১৮২৪	—১৮৮২
দাদাভাই নৌরজী	—১৮২৫	—১৯১৭
মহাত্মা গান্ধী	—১৮৬৯	—১৯৪৮
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু	—১৮৬১	—১৯৩১
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	—১৮৭৫	—১৯৫০
স্যার ফিরোজশা মেহ্‌টা	—১৮৪৫	—১৯২০
এম. জি. রাণাডে	—১৮৪২	—১৯০১
মহম্মদ ইকবাল	—১৮৭৭	—১৯৩৮
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য	—১৮৬১	—১৯৪৬

	জন্ম	মৃত্যু		জন্ম	মৃত্যু
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	১৮৬১	১৯৪৪	শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	১৮৬৯	১৯৪৬
অরবিন্দ ঘোষ	১৮৭২	১৯৫০	জি. কে. গোখেল	১৮৬৬	১৯১৫
স্যার যদুনাথ সরকার	১৮৭৪	১৯৫৮	পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ	১৮৮৭	১৯৬১
সরোজিনী নাইডু	১৮৭৯	১৯৪৯	আবুল কালাম আজাদ	১৮৮৮	১৯৫৮
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৮৭৬	১৯৩৮	বিধানচন্দ্র রায়	১৮৮২	১৯৬২
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১৯০১	১৯৫৩	পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন		১৯৬২
লালা লাজপৎ রায়	১৮৬৫	১৯২৮	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	১৮৮৪	১৯৬৩
এম. এ. আন্সারী	১৮৮০	১৯৩৬	এম. বিশ্বেশ্বরায়া	১৮৬১	১৯৬১
স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু	১৮৭৫	১৯৪৮	ডি. কে. কার্ভে	১৮৫৮	১৯৬২

॥ ভারতীয় ইতিহাসের স্মরণীয় তারিখসমূহ ॥

খৃষ্টপূর্ব

৫৬৩-৪৮৩—বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যু।
৩২৭—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।
৩০৫—চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাজিত করেন।
২৭৩—অশোকের সিংহাসনে আরোহণ।

খৃষ্টাব্দ

৭৮—কুশানরাজ কনিষ্কের রাজত্ব।
৩২০—সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক।
৩৭৫—চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ও কালিদাসের কাল।
৪০৫—ফা-হিয়েন ভারতে আগমন করেন।
৬০৬-৪৭—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।
৬৪৩—হিউয়েন সাঙ্ ভারতে আগমন করেন।
৮২০—শঙ্করাচার্যের মৃত্যু।
১০০৮—ভারতের উপর প্রথম মুসলমান আক্রমণ; গজনীর সুলতান মামুদ আক্রমণকারী।
১০২৬—সুলতান মামুদ কর্তৃক 'সোমনাথ মন্দির' লুণ্ঠন।
১১৯২—দিল্লীর সর্বশেষ রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু।
১২৩৬—বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন।
১৩৪৭—দাক্ষিণাত্যে বাহ্মনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
১৩৯৮—তৈমুরলঙের ভারত অভিযান।
১৪০৯—গুরু নানকের জন্ম।
১৪৮৫-১৫৬৪—শ্রীচৈতন্য যুগ।
১৪৯৮—ভারতীয় বন্দর কালিকটে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডি গামার প্রথম আগমন।
১৫১০—পর্তুগীজগণ কর্তৃক গোয়া অধিকার।
১৫২৬—পাণিপথের ১ম যুদ্ধ—বাবর ও লোদী।
১৫৩৯-১৫৪৫—শের শাহের রাজত্বকাল।
১৫৫৬-১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল
১৫৯৭—মহারাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যু
১৫৯৯—ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়া পত্তন।
১৬৩০—শিবাজীর জন্ম।
১৬৩৩-৪৫—তাজমহল নির্মাণ।
১৬৫১—হুগলীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম কুঠী স্থাপন।
১৬৫৮-১৭০৭—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।
১৬৬১—যৌতুক স্বরূপ ইংরাজদের বোম্বাই নগরী লাভ।
১৬৮০—শিবাজীর মৃত্যু।
১৬৯০—জব চার্ণক কর্তৃক বর্তমান কলিকাতা নগরীর গোড়া পত্তন।
১৬৯৭—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম নির্মাণ।
১৭৩৬—নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলায় বৃটিশ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

১৭৬৫—সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী হস্তান্তর।

১৭৭৪—ক্লাইভের আত্মহত্যা ও ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত।

১৭৭৫—মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি।

১৭৮০—পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ কর্তৃক শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।

১৭৯৩—বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু।

১৮২৫—ভারতে সর্বপ্রথম ডাক টিকিটের প্রচলন।

১৮২৮—রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা।

" —সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ।

১৮২৯—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।

১৮৩৯—ভারতে কলিকাতা ও ডায়মণ্ড-হারবারের মধ্যে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ লাইন উদ্বোধন।

১৮৫৩—ভারতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী চলাচল—বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে।

১৮৫৬—হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন।

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ।

১৮৫৮—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপসাধন ও ইংল্যাণ্ডের রাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।

১৮৬২—কলিকাতা হাইকোর্টের পত্তন।

১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান।

১৯১১—দিল্লীর দরবার; বঙ্গভঙ্গ রদ।

" —ভারতে সর্বপ্রথম বিমানে ডাক বহন; এলাহাবাদে বামরৌলি হইতে নৈনীতে উক্ত ডাক বহন করা হয়।

১৯১২—কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত।

১৯১৬—লক্ষ্ণৌ চুক্তি, হোমরুল লীগ গঠিত।

১৯১৯—মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার।

" —জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।

১৯২০—ভারতে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন।

১৯২৬—ভারতে সাইমন কমিশন।

১৯৩০—গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ; ডাণ্ডি অভিযান।

" লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক।

১৯৩১—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।

" —গান্ধী আরউইন চুক্তি।

" সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ।

১৯৩২—গান্ধীজীর আমরণ অনশন সংকল্প ও পুনা চুক্তি।

১৯৩৪—ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠা।

১৯৩৫—নূতন ভারত শাসন আইন প্রবর্তন।

১৯৩৭—নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্তন।

১৯৪১—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গোপনে দেশত্যাগ।

১৯৪২—ক্রিপস্ মিশন।

" ভারত ছাড় আন্দোলন।

" বাংলাদেশে 'ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ'।

১৯৪৬—'ক্যাবিনেট মিশন' পরিকল্পনা।

" ভারতীয় গণপরিষদ গঠিত।

১৯৪৭—ভারত বিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা।

" পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ।

১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধী নিহত।

১৯৫০—ভারতে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

১৯৫১—স্বাধীন ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

" ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ।

১৯৫৬—ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যসমূহ পুনর্গঠিত।

১৯৬০—বোম্বাই রাজ্য বিভক্ত করিয়া মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্য গঠিত।

১৯৬১—ভারতে পর্তুগীজ উপনিবেশসমূহের উচ্ছেদ সাধন; গোয়া, দমন, দিউ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।

১৯৬২—চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ।

॥ বিশ্ব-ইতিহাসের স্মরণীয় তারিখসমূহ ॥

খৃষ্টপূর্বাব্দ

৮০০—কার্থেজ নগরী নির্মাণ।
৭৫৩—রোম মহানগরীর পত্তন।
৬০৯—নিনেভের পতন।
৬০৫—পারস্যে জোরোয়াষ্টারের উদ্ভব।
৫৬৩—চীনে কনফুসিয়াস ও লাও সের জীবিতকাল।
৪৯৫—গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের জন্ম।
৪৯০—ম্যারাথনের যুদ্ধ।
৪৮০—থার্মপলি ও সালামিসের যুদ্ধ।
" —গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডেসের জন্ম।
৪২৭—দার্শনিক প্লেটোর জন্ম।
৩৯০—বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু।
৩৮৪—ডেমোস্থিনিসের জন্ম।
—এ্যারিষ্টোটলের জন্ম।
৩৫৬—মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্ম।
৩৩৬—ফিলিপ নিহত—আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।
৩৩২—আলেকজাণ্ডারের মিশর বিজয় ও আলেকজান্ড্রিয়া শহরের পত্তন।
৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।
২৮৭—আর্কিমিডিসের জন্ম।
২১৪—চীনের প্রাচীর নির্মাণারম্ভ।
১০২—জুলিয়াস সিজারের জন্ম।
৫৫—জুলিয়াস সিজারের বৃটেন আক্রমণ।
৪৪—জুলিয়াস সিজার নিহত. অ্যাণ্টনি কর্তৃক রোম অধিকৃত।
৪—যীশুখৃষ্টের প্রকৃত জন্ম সাল।

খৃষ্টাব্দ

৩০—ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখৃষ্ট নিহত।
৫৪—নীরোর সিংহাসন লাভ।
৬৪—নীরো কর্তৃক রোম নগরী ভস্মীভূত।
৭৫—পম্পিয়াই শহর ধ্বংস।
৩২৩—কনষ্ট্যাণ্টিনোপলের গোড়াপত্তন।
৩৫৪—সেণ্ট আগষ্টিনের জন্ম।
৪১১—রোমান সেনাদলের বৃটেন ত্যাগ।
৪৫২—ভেনিসের পত্তন।
৫৬০—ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্মের সূত্রপাত।
৫৯০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
৬১১—মহম্মদের ইসলাম ধর্ম প্রচার আরম্ভ।
৬২২—হিজিরা তারিখ গণনা আরম্ভ।
৬৩৭—খলিফা ওমরের জেরুজালেম দখল।
৭৬২—বাগদাদের প্রতিষ্ঠা।
৭৮৬—বাগদাদের খলিফা পদে হারুণ-অল-রসিদ।
৮২৮—ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাজার পদে এলবার্ট।
১০১৬—ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজপদে ক্যানিউট।
১০৬৬—নর্মাণ্ডির ডিউক উইলিয়াম কর্তৃক ইংল্যাণ্ড বিজয়।
১০৯৫—প্রথম ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড)।
১০৯৭—ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল নির্মাণ।
১১৪৭—দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১১৮৯—তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১২০২—চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ।
১২১৪—চেঙ্গিস্ খাঁর পিকিং অধিকার।
১২১৫—ম্যাগ্‌না কার্টা স্বাক্ষরিত।
১২১৭—পঞ্চম ধর্ম যুদ্ধ।
১২২৭—চেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যু।
১২২৮—ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ; খৃষ্টানগণ জেরুজালেম দখল করে।
১২৪৪—সপ্তম ধর্মযুদ্ধ; মিশরের সুলতান কর্তৃক জেরুজালেম পুনরায় দখল।
১২৬৫—ইংল্যাণ্ডে প্রথম কমন্স সভার অধিবেশন।
" মহাকবি দান্তের জন্ম।
১২৭১—মার্কো পলোর ভেনিসে ভ্রমণ আরম্ভ।
১২৮৮-৯৩—ভারতে মার্কো পলো।
১২৯৫—মার্কো পলোর ভেনিসে প্রত্যাবর্তন।
" —ইংল্যাণ্ডে প্রথম নিয়মিত পার্লামেণ্টের কার্যারম্ভ।

১৪০০—'কেন্টারবেরী টেল্‌স' রচয়িতা প্রথম ইংরাজ কবি চসারের মৃত্যু।
১৪০৫—তৈমুরলঙের মৃত্যু।
১৪৩১—জোয়ান অব আর্ক অগ্নিদগ্ধ।
১৪৬৯—ম্যাকিয়াভেলির জন্ম।
১৪৯২—কলম্বসের সমুদ্র যাত্রা।
১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।
১৬১৬—সেক্সপীয়রের মৃত্যু।
১৬১৮—ইউরোপে ৩০ বৎসরের যুদ্ধারম্ভ।
১৬৪৯—ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসি।
,, —ক্রমওয়েল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকার।
১৬৫৮—ক্রমওয়েলের মৃত্যু।
১৬৮৯—রাশিয়ায় পিটার দি গ্রেটের রাজত্ব।
১৭৬৯—নেপোলিয়নের জন্ম।
১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা
১৭৮৮—অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট জ্যাকসনে বৃটিশদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন।
১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ।
,, —আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট পদে জর্জ ওয়াশিংটন।
১৭৯৩—ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই ও সম্রাজ্ঞী ম্যারি আঁতোয়ানের ফাঁসী।
১৮০৪—ফ্রান্সের সম্রাটপদে নেপোলিয়ন।
১৮১২—নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও মস্কো হইতে পশ্চাদপসরণ।
১৮১৪—নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ।
১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় ও সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী।
১৮২১—নেপোলিয়নের মৃত্যু; গ্রীক বিদ্রোহ।
১৮২৩—আমেরিকা কর্তৃক মুনরো নীতি ঘোষণা।
১৮২৫—ইংল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অনুমোদিত।
১৮৩৭—রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভ।
১৮৪৮—কার্লমার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ কর্তৃক 'কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার' প্রচার।
১৮৮১—চার্লস ডারউইনের মৃত্যু।
১৮৮৩—কার্লমার্ক্সের মৃত্যু।
১৯০৪-৫—রুশ জাপান যুদ্ধ।
১৯০৯—রবার্ট ই. পিয়ারী কর্তৃক উত্তরমেরু আবিষ্কার।
,, —ফ্রান্স হইতে এরোপ্লেনযোগে মঁসিয়ে ব্লেরিয়োর ইংল্যাণ্ডে আগমন।
১৯১২—চীন-প্রজাতন্ত্রের জন্ম।
১৯১৪—প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ।
১৯১৭—রাশিয়ায় দুইদফা বিদ্রোহ; বলশেভিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত।
১৯১৮—প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।
১৯১৯-২০—'ভার্সাই'-এর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত।
১৯২০—জাতিসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন।
১৯২১—আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ।
১৯২৪—বৃটেনে প্রথম শ্রমিক গভর্ণমেন্ট।
,, —লেনিনের মৃত্যু।
১৯২৮—নিউইয়র্কে প্রথম সবাক-চিত্র প্রদর্শন
১৯৩৩—জাপানের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ।
,, —লণ্ডনে ৬৬টি দেশের বিশ্বসম্মেলন।
,, —আফগানিস্তানে আমীর নাদির শাহ নিহত।
১৯৩৪—জার্মানীর প্রেসিডেন্ট ফন হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু এবং প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলরপদে হের হিটলার।
১৯৩৪—সোভিয়েট রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্য শ্রেণীভুক্ত।
,, —স্পেনে বিপ্লব আরম্ভ।
১৯৩৫—আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ইতালীর যুদ্ধ; ইতালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ-ব্যবস্থা প্রয়োগ।
১৯৩৮—হিটলার কর্তৃক অষ্ট্রীয়া দখল; মিউনিক চুক্তি; জার্মানী কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড দখল।
১৯৩৯—জার্মান-সোভিয়েট পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।
,, —জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ।

১৯৪১—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

„—বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৪৫—জার্মানীর আত্মসমর্পণ।

„—জাপানের আত্মসমর্পণ।

১৯৪৬—লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন।

১৯৪৮—প্যালেস্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৯—সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা; চিয়াং কাইসেকের ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ।

১৯৫৬—ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ।

১৯৫৭—রাশিয়া কর্তৃক আকাশে উপগ্রহ প্রেরণ।

১৯৫৮—তেনজিং নোরকে ও এ্যাডমণ্ড হিলারী কর্তৃক এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ বিজয়।

১৯৬১—রাশিয়া কর্তৃক মহাশূন্যে মনুষ্য প্রেরণ; ইউরি গ্যাগারিন পৃথিবী পরিক্রমা শেষ করিয়া ফিরিয়া আসেন।

॥ মহাকাশ বিজয় ॥

ইউরি গ্যাগারিন (সোভিয়েট রাশিয়া)—১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে ১ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

কম্যাণ্ডার আলান শেপার্ড (মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র)—১৯৬১ সালের ৫ই মে ১৬ মিনিট মহাকাশে বিচরণ করেন।

মেজর টিটভ (সোভিয়েট রাশিয়া)—৬ই আগষ্ট, ১৯৬১, টিটভ ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন (২৫ ঘঃ ১৮ মিঃ)

লেঃ কর্ণেল জন. এইচ. গ্লেন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—১৯৬২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী ৩ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন (৪ ঘঃ ৫৬ মিঃ)

লেঃ কম্যাণ্ডার স্কট কার্পেণ্টার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—১৯৬২ সালে ২৪শে মে ৩ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন (৪ ঘঃ ৫৬ মিঃ)

মেজর আঁদ্রে নিকোলায়েভ (সোভিয়েট রাশিয়া)—১১ই আগষ্ট, ১৯৬২, সুরু করিয়া ৯৪ ঘঃ ১৫ মিঃ সময়ে ৬৪ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

কর্ণেল পাভেল পাপোভিচ (সোভিয়েট রাশিয়া)—১২ই আগষ্ট, ১৯৬২, হইতে ৭০ ঘঃ ৫৯ মিঃ সময়ে ৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

ওয়াল্টার সিরা (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—৩রা অক্টোবর, ১৯৬২, পৃথিবীর কক্ষপথে ৬ বার পরিক্রমা করেন (৯ ঘঃ ৭ মিঃ)

গর্ডন কুপার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)—১৫ই মে, ১৯৬৩, আরম্ভ করিয়া ৩৪ ঘঃ ১৩ মিঃ সময়ে ২২ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

ভ্যালরি বিকোভস্কি (সোভিয়েট রাশিয়া)—১৪ই জুন, ১৯৬৩, সুরু করিয়া ৮২ বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন (১১৯ ঘঃ ৫৪ মিঃ)

ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা (সোভিয়েট রাশিয়া)—সর্বপ্রথম মহিলা নভশ্চারী। ১৬ই জুন, ১৯৬৩, যাত্রা সুরু করিয়া ৭০ ঘঃ ৫০ মিঃ সময়ে ৪৯ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

॥ বিখ্যাত আবিষ্কারসমূহ ও আবিষ্কারকদের নাম ॥

খৃষ্টাব্দ	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
৯৯৬	ঘড়ি (যান্ত্রিক)	পোপ সিলভেষ্টার	(ফ্রান্স)
১৪৫০	আধুনিক ছাপাখানা	গুটেনবার্গ	(জার্মানী)
১৫৯৩	থারমোমিটার	গ্যালিলিও গ্যালি	(ইতালী)
১৬০৮	দূরবীন	লিপার্সি	(হল্যাণ্ড)
১৬৫৩	ব্যারমিটার	ই. টেরিসিল্লি	(ইতালী)
১৬৫৬	পেণ্ডুলাম ঘড়ি	সি. হুইগেনস্	(নেদারল্যাণ্ডস্)
১৬৭৫	মাইক্রোস্কোপ ও প্রথম জীবাণু দর্শন	লিউবেনহোক	(হল্যাণ্ড)
১৬৮২	হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্তের সঞ্চালন	উলিয়াম হার্ভে	(ইংল্যাণ্ড)
১৬৮৭	মাধ্যাকর্ষণ	আইজ্যাক নিউটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৪৫	লিডেনজার কণ্ডেন্সার	ফন ক্লাইষ্ট	
১৭৬৫	ষ্টীম ইঞ্জিন	জেমস্ ওয়াট্	(স্কট্ল্যাণ্ড)
১৭৬৬	হাইড্রোজেন	হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিস	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৭৪	অক্সিজেন	জোসেপ্ প্রিষ্টলি	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৮৩	বেলুন	মনগোলফিয়ের	(ফ্রান্স)
১৭৯৬	বসন্তের টিকা	এডওয়ার্ড জেনার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮০০	চলমান বিদ্যুৎ ও সেল	কাউন্ট এলেসাণ্ডো ভোল্টা	(ইতালী)
১৮০৭	ষ্টীম বোট	রবার্ট ফুলটন	(আমেরিকা)
১৮১৫	কয়লা খনির আলো	হামফ্রে ডেভি	(ইংল্যাণ্ড)
১৮১৯	ষ্টেথেস্কোপ	রেণী লেনেক	(ফ্রান্স)
১৮২৭	দেশলাই	জন ওয়াকার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮২৯	ষ্টীম লোকোমটিভ	জর্জ স্টিফেনসন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৩১	ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইণ্ডাকসন	মাইকেল ফ্যারাডে	(ইংল্যাণ্ড)
„	ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ	সেমুয়েল মর্স	(আমেরিকা)
১৮৩৫	রিভলভার	কোল্ট	(আমেরিকা)
১৮৩৯	ফটোগ্রাফি	লুই ডেগুয়েরে	(ফ্রান্স)
„	বাইসাইকেল	ম্যাক্মিলন	(স্কট্ল্যাণ্ড)
১৮৪২	ইথার	ল	(আমেরিকা)
১৮৪৬	সেলাইকল	ইলিয়াস হাউই	(আমেরিকা)
১৮৫২	লিফট্	ওটিস	(আমেরিকা)
১৮৫৫	ইস্পাত	হেনরী বেসেমার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৫৯	অভিব্যক্তিবাদ	চার্লস ডারুইন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৬১	মেসিনগান	গেট লিং	(আমেরিকা)
১৮৬৫	বংশগতির সূত্র	গগার মেণ্ডেল	(অষ্ট্রীয়া)
১৮৬৬	ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	(সুইডেন)
১৮৬৮	টাইপরাইটার	সোলস	(আমেরিকা)

খৃষ্টাব্দ	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
১৮৬৯	এয়ার ব্রেক	ওয়েষ্টিং হাউস	(আমেরিকা)
১৮৭৬	টেলিফোন	গ্রেহাম বেল	(আমেরিকা)
১৮৭৭	মাইক্রোফোন	বার্লিনার	(আমেরিকা)
,,	ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৭৯	ইলেকট্রিক বাল্‌ব	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৮০	টিটেনাস বীজাণু	নিকোলেয়ার	
,,	টাইফয়েড বীজাণু	এবার্ট গ্যাফ্‌কি	
১৮৮৪	ফাউনটেন পেন	ওয়াটারম্যান	(আমেরিকা)
১৮৮৫	লাইনোটাইপ	মার্গেন্থেলার	(আমেরিকা)
,,	ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার	ষ্ট্যানলি	
১৮৮৭	ইলেকট্রিক মোটর	নিকোলা টেস্‌লা	(চেকোস্লোভাকিয়া)
১৮৮৮	ক্যামেরা	ইষ্টম্যান কোডাক	(আমেরিকা)
১৮৯১	রঙ্গীন ফটোগ্রাফি	লিপম্যান	(ফ্রান্স)
১৮৯৩	ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল	(জার্মানী)
,,	মুভি প্রোজেক্টার	এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৯৫	ফটোইলেকট্রিক সেল	এলম্যার ও গাইটেল	(জার্মানী)
,,	এক্স রে	কনরেড উইলেন রঞ্জেন	(জার্মানী)
১৮৯৬	বেতার বার্তা প্রেরণ	জি. মার্কণি	(ইতালী)
১৮৯৭	ইলেকট্রন	জে. জে. টম্‌সন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৯৮	রেডিয়াম	পিয়েরে ক্যুরী ও ম্যাডাম ক্যুরী	(ফ্রান্স)
,,	সাবমেরিন	হল্যাণ্ড	(আমেরিকা)
১৯০২	আলোর গতি	এ. এ. মাইকেলসন	(আমেরিকা)
১৯০৩	এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	(আমেরিকা)
১৯১৩	পারমাণবিক সংখ্যা	মোজলি	(ইংল্যাণ্ড)
১৯১৪	যুদ্ধের ট্যাঙ্ক	সুইনটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৯১৮	অটোমেটিক রাইফেল	জন এম. ব্রাউনিং	(আমেরিকা)
১৯২৪	টেলিভিসন	বেয়ার্ড	(স্কটল্যাণ্ড)
১৯৩২	ডয়েটেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন)	হ্যারল্ড উরে	
,,	সালফা ড্রাগস্‌	জেরার্ড ডোম্যাক	(জার্মানী)
১৯৩৪	ভারীজল	হ্যারল্ড উরে	
১৯৩৭	নাইলন	ডব্লিউ. এইচ. কেরোদাস	(আমেরিকা)
১৯৩৮	পেনিসিলিন	এ. ফ্লেমিং ও হাওয়ার্ড ফ্লেরি	(ইংল্যাণ্ড)
১৯৪১	ডি ডি টি	পলমুলার	(সুইটজারল্যাণ্ড)

সর্বোচ্চ, দীর্ঘতম, বৃহত্তম ইত্যাদি

॥ বিশ্বের সর্বোচ্চ ॥

গিরিশৃঙ্গ—এভারেস্ট (নেপাল, ২৯,০০২ ফুট)
অট্টালিকা—এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং (নিউইয়র্ক, ১০২ তলা ও ১২৫০ ফুট উচ্চ)
মূর্তি—স্বাধীনতার মূর্তি (আমেরিকা ১৫১ ফুট)
গির্জা—উলম ক্যাথিড্রাল (জার্মানী, ৫২৯ ফুট)
মালভূমি—পামির (মধ্য এশিয়া)
নগর—ফারি (তিব্বত, ১৫,৩০০ ফুট)
বাঁধ—বুল্ডার ড্যাম (আমেরিকা)

॥ বিশ্বের দীর্ঘতম ॥

বারান্দা—রামেশ্বর মন্দির (ভারত, ৫,০০০ ফুট)
রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—ছাপরা (২,৫২৭ ফিট)
রেললাইন—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (লেনিনগ্রাড,-ব্লাডিভোষ্টক)
সুড়ঙ্গপথ—তান্না (জাপান)
প্রাচীর—চীনের প্রাচীর (১,৪০০ মাইল)
নদী—মিসিসিপি-মিসৌরী (আমেরিকা, ৪,২৪০ মাইল)
নাব্য খাল—সুয়েজ (মিশর, ১০৪½ মাইল)

॥ বিশ্বের সর্বাধিক ॥

বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জী (ভারত। বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০ ইঞ্চি)
সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল—অজিজিয়া (সাহারার উঃ পঃ সীমান্তে ত্রিপোলিতানিয়াতে অবস্থিত)
সর্বাধিক শীতল অঞ্চল—ভারকোয়ানস্ক্ (উত্তর পূর্ব সাইবেরিয়াতে)
সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—বাইবেল
সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা—(ফিলিপাইন দ্বীপের নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের ৩৫,৪০০ ফুট)

॥ বিশ্বের বৃহত্তম॥

দেশ—ব্রাজিল (দঃ আমেরিকা, ৩২,৮৬,১৭০ বর্গমাইল)
রাষ্ট্র—সোভিয়েট রাশিয়া
অট্টালিকা—খিজের পিরামিড (মিশর)
প্রাসাদ—ভ্যাটিকান (রোম)
ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা (২০০ টন ওজন, ২১'×২১')
জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ (গ্রেট বৃটেন, ৮৫,০০০ টন)
গির্জা—সেণ্ট পিটার্স গির্জা (রোম)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র—ক্যালিফর্ণিয়ার পালোমার পর্বতে স্থাপিত যন্ত্রটি বৃহত্তম
মিউজিয়াম—বৃটিশ মিউজিয়াম (ল,ণ্ডন)
রেল ষ্টেশন—গ্র্যাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাল (নিউইয়র্ক, ৪৭টি প্ল্যাটফর্ম)
গ্রহ—বৃহস্পতি
গম্বুজ—গুলগম্বুজ (বিজাপুর, ভারত, ১৪৪ ফুট ব্যাস)
হীরক—কুল্লিয়ান (৩,১০৬ ক্যারেট)
হীরকখনি—কিম্বারলি (দঃ আফ্রিকা)
মুক্তা—বেরেসফোর্ড হোপ পাল (১,৮০০ গ্রাম)
নগর—টোকিও (জনসংখ্যা ৮১,৬১,০০০)
আগ্নেয়গিরি—মৌনালোয়া (হাওয়াই দ্বীপ)
খিলান—সিডনি হারবার ব্রীজ (অষ্ট্রেলিয়া)
মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা, ৩০,০০,০০০ বর্গ মাইল)
দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড (উঃ অতলান্তিক, ৬,৩৬,৫১৭ বর্গমাইল)
মহাদেশ—এশিয়া (১,৬৯,৯০,০০০ বর্গ মাইল)
মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর (৬,৩৮,০১,০০০ বর্গ মাইল)

বিবিধ অভিযানের বিবরণ

উত্তর মেরু অভিযান

১৬শ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপীয় নাবিকগণ 'আর্কটিক মহাসাগর'-এর ভিতর দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে যাইবার একটি জলপথ আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা করিতেছিল। ইহা হইতেই ধীরে ধীরে তাহাদের মনে উত্তরমেরু বিজয়ের বাসনা অঙ্কুরিত হয়। ইংরেজ নাবিকদ্বয় স্যার রিচার্ড চ্যান্সেলর ও ষ্টিফেন বারো যথাক্রমে ১৫৫৩ ও ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে আর্কটিক মহাসাগরে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু ঝঞ্ঝা বাত্যার দ্বারা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৫৮৫ খৃঃ জন ডেভিস 'ডেভিস প্রণালী'তে প্রবেশ করেন; ১৫৯৪ খৃঃ ওলন্দাজ নাবিক বারেণ্ডস্ নোভায়া জেমলিয়া পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৬১০ খৃঃ হেনরি হাডসন পথের সন্ধান করিতে যাইয়া 'হাডসন উপসাগর' আবিষ্কার করেন; কিন্তু এ পর্যন্ত কেহই একটি নির্ভর-যোগ্য নৌবহ পথ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। নেপোলিয়ানের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ শেষ হইলে ব্রিটিশ নৌবাহিনী অনেকগুলি অভিযান চালনা করিয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃঃ স্যার জন ফ্র্যাঙ্কলিনের নেতৃত্বে যে অভিযানটি চালিত হইয়াছিল তাহা মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হয়। উহার দুইটি জাহাজ বরফে বেষ্টিত হইয়া ধ্বংস হয় এবং ফ্রাঙ্কলিন নিজে ও লস্করগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহাদের খোঁজে আরও কয়েকটি দল প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে আর. জে. এম. ক্লিউ-র নেতৃত্বে যে দলটি প্রেরিত হয় তাহারা সাফল্যের সঙ্গে সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থলে উপনীত হন। তবে, তাঁহারা তাঁহাদের জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহার ৩০ বৎসর পরে নরওয়ের রোওয়াল্ড এমণ্ডসেন পূর্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে আর্টিক মহাসাগর পাড়ি দেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে অভিযাত্রিগণ 'উত্তর মেরু বিজয়' তাহাদের লক্ষ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। নানসেন ১৮৯৩ খৃঃ মেরুতে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। অবশেষে মার্কিন অভিযাত্রী রবার্ট ই. পিয়ারী উত্তর গ্রীনল্যাণ্ডে কয়েকটি অভিযান চালাইয়া ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জমাটবাঁধা তুষার ক্ষেত্রের উপর দিয়া শ্লেজ গাড়ীতে চড়িয়া উত্তর মেরুতে উপনীত হন; তাঁহার সঙ্গে ছিল এস্কিমো সহচরগণ। ইহার পর হইতে উত্তর মেরু বিজয়ের জন্য উড়োজাহাজ (Air-ship) ও বিমান ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৯২৬ খৃঃ এ্যাডমিরাল ব্যায়ার্ড উত্তর মেরুর উপর দিয়া সর্বপ্রথম উড়িয়া যান। ঐ

বছরেই আরও যে দুই ব্যক্তি আকাশপথে উত্তর মেরু পাড়ি দেন তাঁহারা হইলেন এমণ্ডসেন ও লিঙ্কলন এলস্‌ওয়ার্থ। দুই বৎসর পরে একটি ইতালিয়ান বিমান উত্তর মেরু জয় করিয়া ফেরার পথে ধ্বংস হয়। উহার চালক ছিলেন নোবাইল। এমণ্ডসেন উক্ত বিমানের আহতদের উদ্ধার করিতে যাইয়া নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। জলপথে সর্বপ্রথম উত্তর মেরু বিজিত হয় ১৯৫৮ সালে ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে আণবিক শক্তি চালিত মার্কিন সাবমেরিণ 'নটিলাস' আর্কটিক সাগরের নিচ দিয়া উত্তর মেরু অতিক্রম করিয়া যায়।

দক্ষিণ মেরু অভিযান

প্রাচীনকালে মানুষের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, উত্তর মেরুর ন্যায় দক্ষিণ মেরু অঞ্চলেও বিশাল ভূখণ্ড আছে; কিন্তু ১৮শ শতাব্দীতে ক্যাপ্টেন কুক দক্ষিণ মেরু মণ্ডলে অভিযান চালাইবার পর এই বিশ্বাস শিথিল হইতে থাকে। ১৮২০ খৃঃ লেঃ এডোয়ার্ড ব্র্যান্সফিল্ড তুষারাবৃত গ্রেহামল্যাণ্ডস্‌-এর উপকূলরেখা দেখিতে পান। ১৮৪১ খৃঃ ক্যাপ্টেন জেমস ক্লার্ক রস ৭৮° দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া বিরাট 'রস তুষার বেষ্টনী' আবিষ্কার করেন। ১৮৯০ খৃঃ দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে সমীক্ষা চালাইবার জন্য একটি 'আন্তর্জাতিক গবেষণা পরিকল্পনা' রচিত হয়। ১৮৯৮-১৯০০ খৃঃ সি. ই. বর্চগ্রেভিঙ্ক নামক জনৈক নরওয়েবাসী দক্ষিণ মেরুতে সর্বপ্রথম শীত ঋতুতে অবস্থান করিয়া তুষার বেষ্টনীর উপর বহুল ভ্রমণ করেন। ১৯০১-৪ সালে ক্যাপ্টেন আর. এফ. স্কট নামক ব্রিটিশ অভিযাত্রী শ্লেজগাড়ীর সাহায্যে তুষার বেষ্টনী পার হইয়া ৮২° ১৭' দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণ মেরুর 'নিকটতম অঞ্চলে' যাওয়ার রেকর্ড স্থাপন করে। ইহার স্বল্পকাল পরে আর্ণেষ্ট স্যকল্‌টন দক্ষিণ মেরুর আরও নিকটে (১০০ মাইলের মধ্যে) গমন করেন। ১৯১০ সালে ক্যাপ্টেন স্কট দ্বিতীয়বার দক্ষিণ মেরু অভিযান আরম্ভ করেন। স্কট যাত্রা আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর মেরু বিজয়ী এমণ্ডসেন ঘোষণা করেন যে, তিনিও দক্ষিণ মেরু বিজয়ে যাত্রা করিলেন। এমণ্ডসেন তুষার বেষ্টনীর পূর্ব সীমান্তে তাঁহার শিবির স্থাপন করেন এবং কুকুরে টানা শ্লেজ গাড়ীতে চড়িয়া ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯১১, তারিখে দক্ষিণ মেরুতে যাইয়া উপস্থিত হন এদিকে ক্যাপ্টেন স্কট ইহার ঠিক একমাস পর মানুষ বাহিত শ্লেজ গাড়ীর সাহায্যে দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হন। ফেরার পথে অত্যধিক শ্রম ও ক্ষুৎ পিপাসায় ক্যাপ্টেন স্কট দলবলসহ তাঁহার শিবির হইতে অল্প দূরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তিমি শিকার উপলক্ষে দক্ষিণ মেরু

অভিযান আরও জোরদার হইয়া উঠে। আকাশপথে ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম এ্যাডমিরাল আর. ই. বিয়ার্ড দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়া উড়িয়া যান। ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশ অভিযানকালে এই অঞ্চলের জরিপের কার্য করা হয় এবং ১৯৪০ সালে মার্কিন অভিযানকালে আকাশ হইতে দক্ষিণ মেরুর বহু ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে 'আন্তর্জাতিক জিওফিজিক্যাল বৎসরে' দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক অভিযান চালান হইয়াছিল। উহাতে বহুদেশের বৈজ্ঞানিকগণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় স্যার ভিভিয়ান ফুকস্ ও এভারেস্ট বিজয়ী স্যার এডমণ্ড হিলারীর নেতৃত্বে দুইটি স্বতন্ত্র দল বিপরীত দিক হইতে রওয়ানা হইয়া দক্ষিণ মেরুতে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছিল।

এভারেস্ট অভিযান

১৯২১ সালে তিব্বত সরকারের অনুমতিক্রমে সর্বপ্রথম এভারেস্ট অভিযান চালিত হয়। ইংল্যাণ্ডের 'রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটি' ও 'এলপাইন ক্লাবে'র যুগ্ম উদ্যোগে এবং কর্ণেল সি. কে. হাওয়ার্ড বেরীর নেতৃত্বে প্রথম অভিযান চালিত হইয়াছিল। উহার পর হইতে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত আরও পাঁচটি অভিযান চালনা করা হয়, কিন্তু কোনটিই সাফল্যমণ্ডিত হয় না। ইহাদের মধ্যে ১৯২৪ সালের অভিযান উল্লেখযোগ্য; কর্ণেল ই. এফ. নর্টন ঐ অভিযান উপলক্ষে ২৮,১৬৩ ফিট ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন। ঐ অভিযানের অপর দুইজন অভিযাত্রী জি. এল. ম্যালোরী এবং এণ্ড আরভিনও অনুরূপ ঊর্ধ্বে আরোহণ করার পর নিখোঁজ হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নেপাল সরকার অনুমতি দিলে দক্ষিণ দিক্ হইতে এভারেস্ট শৃঙ্গে আরোহণ করার চেষ্টা করা হয়; কারণ রাজনৈতিক কারণে তিব্বত হইতে অভিযান চালনা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা হোক ১৯৫১ সালে এরিক শিপটনের নেতৃত্বে একটি পর্যবেক্ষণমূলক অভিযান চালিত হয়; অতঃপর ১৯৫২ সালে ডঃ ই. উইস ডুনাণ্ট-এর নেতৃত্বে আরও একটি ব্যর্থ অভিযান চালিত হইয়াছিল। এই অভিযান ২৮,২০০ ফিট ঊর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হইয়াছিল। অবশেষে ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়। উক্ত অভিযানের অন্যতম অভিযাত্রী এডমণ্ড হিলারী ও শেরপা তেনজিং নোরকে ২৯শে জুন, ১৯৫৩, এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করেন। কর্ণেল জন হাণ্ট ছিলেন এই ঐতিহাসিক অভিযানের নেতা। ইহার পর আরও কয়েকবার এভারেস্টের চূড়ায় মানুষের পায়ের ছাপ পড়িয়াছে। ১৯৫৬ সালে ডঃ ই. এগলার-এর নেতৃত্বে একটি সুইস অভিযান

২৩শে ও ২৪শে জুন এভারেস্ট চূড়ায় আরোহণ করিয়াছিল। ১৯৬১ সালের মে মাসে একটি চীনা অভিযান উত্তর দিক হইতে এভারেস্ট আরোহণ করিয়াছিল বলিয়া দাবী করা হইয়াছে।

১৯৬৩ সালের মার্কিন অভিযানটি বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের দিক দিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীনরমান ডাইরেনফার্থ ছিলেন এই অভিযানের নেতা। ১লা মে, ১৯৬৩, এই দলের অভিযাত্রী জেমস্ হুইটেকার ও নাওয়াং গোম্বু (তেনজিং-এর ভাগিনেয়) দক্ষিণ গিরিশিরার পরিচিত পথ ধরিয়া এভারেস্টে আরোহণ করেন। অতঃপর পুনরায় ২৩শে মে অভিযাত্রিগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া পশ্চিম গিরিশিরা ও দক্ষিণ গিরিশিরা বাহিয়া যুগপৎ এভারেস্টের চূড়ায় আরোহণ করেন। পশ্চিমদিক দিয়া যাঁহারা শীর্ষে উঠেন তাঁহাদের নাম উইলিয়ম এফ. আনসোল্ড ও টমাস এফ. হরন্বিল। ইতিপূর্বে পশ্চিম দিক হইতে কোন অভিযান সাফল্যলাভ করে নাই। দক্ষিণ দিক হইতে যে দুইজন শীর্ষে আরোহণ করেন তাঁহাদের নাম বেরী সি. বিশপ ও লুথার জি. জারষ্টাড।

অতলান্তিক রেকর্ডস (Atlantic Records)

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বাস তাঁহার পালতোলা জাহাজে চড়িয়া ৭০ দিনে অতলান্তিক মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম কলের জাহাজ ১৭ দিনে অতলান্তিক অতিক্রম করে। ১৯৫২ খৃঃ মার্কিন জাহাজ 'ইউনাইটেড স্টেটস্' অতলান্তিকের ২৯৪২ মাইল দীর্ঘ জলপথ মাত্র ৩ দিন ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে পার হইয়া যে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে তাহা আজ পর্যন্ত অটুট রহিয়াছে। ইতিপূর্বে ১৯৩৮ খৃঃ ব্রিটিশ জাহাজ 'কুইন মেরী' ৩ দিন ২০ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে অতলান্তিক পার হইয়াছিল।

॥ কতিপয় ভৌগোলিক উপনাম ॥

প্রাসাদ-নগরী—কলিকাতা
ভারতের সিংহদ্বার—বোম্বাই
ভারতের উদ্যান—বাঙ্গালোর
পঞ্চনদীর দেশ—পাঞ্জাব
সূর্যোদয়ের দেশ—জাপান
পৃথিবীর ছাদ—পামীর মালভূমি
পবিত্র দেশ—প্যালেস্টাইন
শাশ্বত নগরী—রোম
মুক্তা-দ্বীপ—বাহ্রিন দ্বীপ

নিশীথ সূর্যের দেশ—নরওয়ে
হাজার দ্বীপের দেশ—ফিনল্যাণ্ড
শ্বেত হস্তীর দেশ—শ্যাম
অন্ধকার মহাদেশ—আফ্রিকা
লবঙ্গ-দ্বীপ—জাঞ্জিবার
সাম্রাজ্য-নগরী—নিউইয়র্ক
বিশ্বের শর্করা ভাণ্ডার—কিউবা
ইউরোপের খেলার মাঠ—সুইটজারল্যাণ্ড
পিঠার (কেক) দেশ—স্কটল্যাণ্ড

॥ মনুষ্যসৃষ্ট বিস্ময় ॥

মিশরের পিরামিড : নীল নদের পশ্চিম তীরে ঘিজের দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পিরামিডগুলি অবস্থিত। ফ্যারাওগণের সমাধিস্থানরূপে ৩৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ১৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে নির্মিত। সর্ববৃহৎ পিরামিডের আদি উচ্চতা ছিল ৪৮২ ফুট—বর্তমানে ৪৫০ ফুট উচ্চতা আছে। ভিত্তির নিকটে ব্যাসের পরিমাপ ৭৪৬ বর্গফুট এবং ১০ একর জমির উপর ইহা অবস্থিত। যখন অক্ষত অবস্থায় ছিল তখন মোট ২৩ লক্ষ নীল প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা ইহা নির্মিত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার আশেপাশে মোট ছোটখাটো আরও ৭০টি পিরামিড আছে।

রোডস্-দ্বীপের কলোসাস্ : ২৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে লিণ্ডাসের ক্যারেস্ কর্তৃক গ্রীক সূর্যদেবতা হেলিয়স্ বা অ্যাপোলোর ১২০ ফুট এই প্রতিমূর্তিটি পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের রোডস্ দ্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। পিতল কিংবা ব্রোঞ্জের নির্মিত এই মূর্তিটি ২২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়। রোমে ১১০ ফুট উচ্চ নীরোর প্রতিমূর্তি ছিল এই ধরনের আর একটি কলোসাস্।

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান : ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে রাজা নেবুকাডনেজ্জার বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেটিস্ নদীর নিকটে এই শূন্যোদ্যানটি নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ৭৫ হইতে ৩০০ ফুট পর্যন্ত মৃত্তিকার ঊর্ধ্বে ইহার অবস্থিতি ছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

জিউসের প্রতিমূর্তি : প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস কর্তৃক চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রীসের অলিম্পাস মন্দিরে গ্রীক দেবরাজ জিউসের এই ৫৮ ফুট উচ্চ প্রতিমূর্তিটি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্বেতমর্মর, হস্তিদন্ত ও সুবর্ণনির্মিত এই মূর্তিটি রত্নশোভিত একখানি সুদৃশ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে খৃষ্টান আক্রমণকারিগণ এই মূর্তিটি ধ্বংস করিয়াছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার ফ্যারোস্ : ৪০০ ফুট উচ্চ শ্বেতমর্মর নির্মিত বিশ্ববিখ্যাত বাতিঘর। ২৬৫ হইতে ২৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রাজা টলেমি ফিলাডেল্ফাস্ মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া পোতাশ্রয়ের মুখে ফ্যারোস দ্বীপে এই বাতিঘরটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা নির্মাণকল্পে যে ব্যয় পড়িয়াছিল আধুনিক হিসাবে তাহার পরিমাণ হইবে কমপক্ষে সাড়ে আট লক্ষ ডলার। ভূমিকম্পে ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা বিনষ্ট হয়।

আলহামব্রা : দক্ষিণ স্পেনের গ্রাণাডায় পাহাড়ের উপরে ১২৪৮ হইতে ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মূর রাজা আল্ আহমার কর্তৃক নির্মিত বিরাট প্রাসাদ।

চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিধারে নির্মিত বৃহৎ হলঘর ও প্রকোষ্ঠ ইহার বৈশিষ্ট্য। নির্মাণকার্যের মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকলা লক্ষণীয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মূরগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইবার পর ভ্যাণ্ডালগণের আক্রমণে ইহা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাজমহল: ভারতবর্ষে আগ্রার গম্বুজশীর্ষসমন্বিত চতুষ্কোণাকৃতি একটি সমাধি। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিরক্ষার্থ সম্রাট্ শাহজাহান ১৬২৯ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু অর্থব্যয়ে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতা ২১০ ফুট। তাজমহলের বহির্ভাগের অনেক অংশ হীরামুক্তা মাণিক্যাদির দ্বারা সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত ছিল। সমাধি প্রকোষ্ঠের ঠিক ঊর্ধ্বে অবস্থিত প্রধান গম্বুজটির উচ্চতা ৮০ ফুট ও ব্যাস ৫৮ ফুট।

মিশরের স্ফিংক্স: উত্তর মিশরের ঘিজে নামক স্থানে অবস্থিত প্রস্তর নির্মিত নরমুণ্ড-বিশিষ্ট অর্ধশায়িত সিংহের মূর্তি। আনুমানিক ৩৫০০ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে ফ্যারাও চেফ্রেস ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। স্ফিংক্সটির উচ্চতা প্রায় ৬৬ ফুট, দেহের দৈর্ঘ্য ১৮৯ ফুট, লম্বালম্বিভাবে মুখের আয়তন ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি, নাকের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে মুখের আয়তন ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি।

চীনের প্রাচীর: উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ার সমগ্র সীমান্তে বিস্তৃত মৃত্তিকা ও প্রস্তরে নির্মিত প্রায় ১৪০০ মাইল দীর্ঘ প্রাচীর। চীন সম্রাট্ শি হোয়াং-এর আমলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলেও ইহার অধিকাংশ সমাপ্ত হইয়াছিল সিঙ সম্রাটগণের আমলে ১৩৬৮ হইতে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। প্রতি ১০০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উচ্চ এক একটি গম্বুজ আছে। প্রাচীরের পাদদেশের বিস্তৃতি ১৫ হইতে ৩৫ ফুটের মধ্যে, উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্যন্ত ও প্রাচীরের উপরিভাগে বিস্তৃতি ১৫ ফুট।

জাভার বুদ্ধ মন্দির বা বড় বুদর: ৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে জাভা-দ্বীপে আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত লাভার দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ। সিঁড়ির আকারে নির্মিত সাতটি দেওয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত। ঊর্ধ্বে ৫২ ফুট পরিধির একটি চূড়া। পাদদেশের প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২০ ফুট।

রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা: পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা। ইতালীর রাজধানী রোমে ১৮ হাজার বর্গগজ পরিমিত স্থানের উপর নির্মিত। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সময় ইহার কার্যারম্ভ হয় এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহার কার্য শেষ হয়। এই গির্জাটির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট। উপাসনাদি উপলক্ষে এই গির্জায় ৪৫ হাজার নরনারীর স্থান সঙ্কুলান হয়।

তিব্বতের পোতালা: তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দালাই লামার আবাস গৃহ। কিয়ু চু নদীর তীরে রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের উপর ইহা অবস্থিত। এই বাসগৃহের দৈর্ঘ্য ৯০০ ফুট। গিরিদুর্গের মত দেখিতে। মাটি হইতে সর্বোচ্চ গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফুট। এই গৃহের মধ্যে দালাই লামার বাসস্থান, অতিথি অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনার স্থান ও বহু উপাসনার মন্দির আছে।

শোয়ে ড্যাগন প্যাগোডা: ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অবস্থিত; বুদ্ধদেব ব্রহ্মের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিজের আটগাছা চুল উপহার দিয়াছিলেন, তাহা রাখিবার জন্য এই প্যাগোডো নির্মিত হয়। প্যাগোডার চারিদিকে আরও বহু ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ইহার পাদদেশের পরিধি ১৩৫০ ফুট এবং শীর্ষদেশ 'স্বর্ণপত্রে' আবৃত।

রোমের কলোসিয়াম: একটি ডিম্বাকৃতি রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। ইহার পরিধি ১৬৮০ ফুট। ৭৫ খৃষ্টাব্দে ভেস্‌পাসিয়ান ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন ও পাঁচ বৎসর পরে টাইটাস্‌ নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। মর্মর পাথর ও কংক্রিটে নির্মিত এই অ্যাম্পিথিয়েটারে পর পর তিন সারি খিলান ছিল এবং অক্ষত অবস্থায় এই কলোসিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ১৫৭ ফুট এবং মঞ্চের দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৫ ফুট ও প্রস্থ ছিল ১৮৩ ফুট।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং: ১০২ তলা সমন্বিত ও ১২৫০ ফুট উচ্চ। নিউইয়র্কের এই অট্টালিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভবন। ১৯১১ সালে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারি আছে সেখান হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যাদি দৃষ্টিপথে পড়ে।

স্বাধীনতার মূর্তি: নিউইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেডলোর দ্বীপে এই মূর্তিটি স্থাপিত আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই মূর্তিটি মার্কিন জনসাধারণকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক বার্থল্ডি কর্তৃক নির্মিত। ইহা হাতে জলন্ত আলোকবর্তিকা-ধারিণী একটি নারীমূর্তি। মূর্তির নিজ উচ্চতা ১৫১ ফুট কিন্তু ভিত্তির পাদদেশ হইতে মূতির হাতের আলোকবর্তিকা পর্যন্ত উচ্চতা হইল ৩১০ ফুট। মূর্তিটি ধাতুনির্মিত ও ভিতর ফাঁপা হইলেও ইহার ওজন ২২৫ টন। মূর্তির অভ্যন্তরে প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি আছে। মূর্তির পাদদেশে এম্মা ল্যাজারসের একটি কবিতা খোদাই করা আছে।

॥ পৃথিবীর কতকগুলি আদিম উপজাতি ॥

অ্যাপাচেস্‌ঃ আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোনিবাসী যাযাবর রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি গোষ্ঠী।

আজ্‌টেক্‌ঃ মেক্সিকোর হিস্পানীয় যুগের পূর্ববর্তী সভ্যতাস্থাপনকারী জাতি।

বাস্কস্‌ঃ ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে বসবাসকারী একটি উপজাতি—হয়তো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের গোষ্ঠী গঠিত। ইহাদের ভাষার উদ্ভবসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসাধ্য—বর্তমানে ইহাই ইউরোপের একমাত্র অনার্য ভাষা।

বেদুইনঃ আরবদেশ ও উত্তর আফ্রিকার সেমিটিক জাতীয় যাযাবর গোষ্ঠী।

বার্বারঃ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সর্বাধিক সংখ্যাবিশিষ্ট উপজাতি। ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয়, আরব ও নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুরাতন হামিটিক ভাষার সঙ্গে ইহাদের ভাষার গভীর সম্বন্ধ দেখা যায়। ধর্মের দিক হইতে ইহারা মুসলমান।

বুশমেন্‌ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোয়েড শ্রেণীর আদিম উপজাতি।

কসাকঃ ডন ও নীপার নদীর তীরে রাশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের অধিবাসী।

ক্রোসীয়ঃ সার্ব জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট শ্লাভ শ্রেণীর একটি শাখা—দক্ষিণ ইউরোপে দেখা যায়।

এস্কিমোঃ উত্তর আমেরিকা ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সুমেরু অঞ্চলস্থিত অধিবাসী। ইহাদিগকে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা হয়। ভৌগোলিক দিক হইতে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু দূরে বাস করিলেও ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

জিপসীঃ এক শ্রেণীর যাযাবর মানব-গোষ্ঠী। পৃথিবীর বহু দেশে ইহাদের দেখা যায়। ইহাদিগকে ভারতীয় কোন্‌ উপজাতির বংশধর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। হাঙ্গারী ও রুমানিয়ায় জিপসীদের বিরাট কেন্দ্র আছে।

হ্যামাইট্‌ঃ কৃষ্ণকায় অথচ নিগ্রো নয়; ইহাদিগকে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় দেখা যায়।

হটেনটট্‌ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাবাসী নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

রেড ইণ্ডিয়ানঃ আমেরিকায় ইহাদিগকে ইণ্ডিয়ান বলা হয়। কলম্বস্‌ ইহাদিগকে এই নাম দিয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে তাম্রবর্ণ, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ খাড়া খাড়া চুল। ইহারা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার জনগণ হইতে উদ্ভূত—ইহাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মাগিয়ারঃ কেন্দ্রীয় হাঙ্গারীর একটি উপজাতি অধিবাসী—তাতার উপজাতি হইতে উদ্ভূত। ইহারা ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষায় কথা বলে।

মালয়ঃ বাদামী রঙের উপজাতি—মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার মঙ্গোলীয় ও ককেশীয়—এই দুই শ্রেণীর নরনারীই আছে। ইহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

মাওরীঃ নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী—সভ্য পলিনেশীয় উপজাতি।

মেলানেশীয়ঃ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকস্থিত মেলানেশীয় দ্বীপের নিগ্রোয়েড্‌ শ্রেণীর অধিবাসী।

মূরঃ মরক্কোর জনগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা কৃষ্ণকায় এবং ইহাদের দেহে আরব ও বার্বার রক্তের সংমিশ্রণ আছে। ইহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

নেগ্রিলোঃ পীতবর্ণের একটি নিগ্রোয়েড উপজাতি। আফ্রিকার কঙ্গে দেশে ইহাদিগকে দেখা যায়।

নেগ্রিটোঃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও মালয় উপদ্বীপে দৃষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

পলিনেশীয়ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জের বাদামী দেহবর্ণ-বিশিষ্ট অধিবাসী। ইহাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ।

স্লাভঃ কেন্দ্রীয় ও পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসিগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে রুশ, বুলগেরীয়, সার্ব, ক্রোট, স্লোভেনীয়, হাঙ্গারীয়দের একাংশ, চেক, শ্লোভাক ও পোলিশ—ইহারা সকলেই শ্লাভজাতির পর্যায়ে পড়ে। জাতি অপেক্ষা ভাষার সম্পর্কই ইহাদের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

॥ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ॥

সিপাহী বিদ্রোহ : ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। সতীদাহ নিবারণ ও অন্যান্য সমাজ সংস্কারমূলক আইন প্রবর্তন, দেশীয় রাজ্যসমূহের স্বাধীনতা হরণ, পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ, ভারতীয় সিপাহিগণকে পশু-চর্বিতে প্রস্তুত টোটা ব্যবহারে বাধ্য করা প্রভৃতি নানাকারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারত হইতে অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্যাপসরণের সুযোগ লইয়া ১৮৫৭ সালের মে মাসে প্রথমে বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে সিপাহী বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করে এবং দেখিতে দেখিতে উহা উত্তর ভারতের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। দিল্লীর মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহকে সমগ্র ভারতের সম্রাট ঘোষণা করিয়া নানা সাহেব, ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ মহারাষ্ট্রীয় বীর তান্তিয়া তোপীর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ শতদ্রু হইতে এলাহাবাদ পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড দখল করিয়া লয়। কিন্তু একতা ও সুপরিচালনার অভাবে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহিগণ পরাজিত হয়। নানাসাহেব নেপালের জঙ্গলে আত্মগোপন করেন ; লক্ষ্মীবাঈ রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন এবং তান্তিয়া তোপী শত্রু হতে বন্দী হইয়া ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেন। ১৮৫৯ সালের ৮ই জুলাই শান্তি ঘোষিত হয়।

বঙ্গভঙ্গ : বাংলার শক্তিকে খর্ব করিয়া ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে তাহার নেতৃত্বকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভক্ত করেন। ঐ বৎসর ১৬ই অক্টোবর সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। এই বিভাগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন চলিতে থাকে। অতঃপর ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের উপস্থিতিতে দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার : মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার-দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। উহাতেই সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয় যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরম লক্ষ্য 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস' বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন। ১৯১৭ সালে তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ড-এর যুক্ত অনুমোদনের ফলে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারত শাসন আইনের সংস্কারকল্পে একটি বিল আনয়ন করা হয়। দীর্ঘ দুই বৎসর আলোচনান্তে বিলটি ১৯১৯ সালে যথারীতি গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। আইনটি কার্যকরী হয় আরও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ, ১৯২১ সালে।

আলোচ্য আইনে এই সকল ব্যবস্থা থাকে:—(১) ভারত সচিবের পরিষদের সদস্যসংখ্যা হ্রাস, (২) লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার পদের সৃষ্টি ও উহাতে ভারতীয় নিয়োগ, (৩) বড়লাটের শাসন পরিষদে তিনজন ভারতীয় গ্রহণ, (৪) 'Legislative Assembly' ও 'Council of State' নামক দুই সভা বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভার সৃষ্টি এবং উহাতে নির্বাচিত সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি, ইত্যাদি। আলোচ্য আইনে মেয়াদ দশ বৎসর ধার্য করা হইয়াছিল।

রাউলাট আইন: মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার-এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন গড়িয়া উঠে এবং নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হন। ঠিক ঐ সময়েই তুরস্কের সুলতানের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে 'খিলাফৎ আন্দোলন' দানা বাঁধিয়া ওঠে। এই সকল আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ড 'রাউলাট আইন' প্রবর্তন করেন এবং ইহার ফলেই ভারতে এক বিভীষিকাময় 'নরমেধ যজ্ঞের' অনুষ্ঠান হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ্ হত্যাকাণ্ড: ১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়। ঐ বৎসর ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল ঘোষিত হয়। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসর নগরীর (পাঞ্জাব) জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানটিতে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য এক সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ও' ডায়ারের আদেশে বেপরোয়া গুলি চালাইয়া নির্মমভাবে বহু নরনারীকে হত্যা করা হয়। ইহাই 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

সাইমন কমিশন: ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বর স্যার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সাতজন সদস্য লইয়া ভারতের শাসন সংস্কার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়। প্রধানতঃ এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় এবং উঁহার বিচার্য বিষয়সমূহ হইতে অবিলম্বে ভারতকে 'ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিবার' প্রশ্নটি কার্যতঃ বাদ দেওয়ায়, দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। কমিশন ভারতে আগমন করিলে সর্বত্র উহাকে বয়কট করা হয়। কমিশনের রিপোর্ট যাহাতে গৃহীত না হয় তজ্জন্য ১৯৩০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। অবশেষে গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট কার্যকরী করা স্থগিত রাখা হয়।

ডাণ্ডি অভিযান : ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ প্রাতঃকালে গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহীসহ লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রম হইতে সমুদ্রোপকূলবর্তী ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাই 'ডাণ্ডি অভিযান' নামে পরিচিত। গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল, ১৯৩০, আইন ভঙ্গ করেন; ৫ই মে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গোলটেবিল বৈঠক : ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত আপস-রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন; কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে উক্ত শাসন-সংস্কার অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। সুতরাং উহাতে আন্দোলন হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অবস্থায় তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরুইন ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের সহিত প্রত্যক্ষ আলোচনার জন্য ১৯২৯ সালে ইংল্যাণ্ডে গমন করেন। তিনি অক্টোবর (১৯২৯) মাসে ভারতে ফিরিয়া আসেন ও ৩১শে অক্টোবর এক ঘোষণা প্রচার করেন। উহাতে তিনি এইরূপ আভাষ দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে শীঘ্রই লণ্ডনে এক 'গোলটেবিল বৈঠক' আহ্বান করিবেন এবং উহাতে সকল রাজনৈতিকদল ও ভারতীয় নৃপতিগণ আমন্ত্রিত হইবেন। অতঃপর বৈঠকের উদ্যোগ আয়োজন চলিতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যে (১৯৩০ সালের মার্চ মাসে) কংগ্রেস আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করে ও গান্ধীজী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, শ্রীজওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবর্গ কারারুদ্ধ হন। যাহাহোক, ১২ই নবেম্বর, ১৯৩০, সম্রাট পঞ্চম জর্জ লণ্ডনে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের উদ্বোধন করেন। উহাতে কংগ্রেস ব্যতীত অন্যান্য দলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ সালের ৪ঠা মার্চ 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি' সম্পন্ন হওয়ায় ২য় গোটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের তরফ হইতে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। ঐ বৈঠক ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর হইতে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত চলিয়াছিল। ৩য় গোলটেবিল বৈঠক আরম্ভ হয় ১৭ই নবেম্বর, ১৯৩২, এবং শেষ হয় ১৪ই ডিসেম্বর। এই তিনটি বৈঠকে অনুষ্ঠিত বিস্তৃত আলাপ আলোচনার উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন : তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসন আইনের সংস্কার সম্পর্কে তাঁহাদের প্রস্তাব সমূহ একটি 'শ্বেত পত্রে'র আকারে প্রকাশ করেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই

ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ হইতে প্রতিনিধি লইয়া একটি 'জয়েন্ট পার্লামেণ্টারী কমিটি' নিয়োগ করা হয়। উক্ত কমিটি বহু সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করিয়া যে রিপোর্ট দান করেন তাহার ভিত্তিতেই ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে 'ভারত শাসন আইন' বিল উপস্থাপন করা হয়। দীর্ঘ বিতর্ক ও আলোচনার পরে ১৯৩৫ সালের ২২শে আগষ্ট উহা গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। ব্রিটিশ-ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহ লইয়া কেন্দ্রে একটি যুক্তরাষ্ট্র (Federation) গঠন করাই ছিল এই আইনের চরম লক্ষ্য। কিন্তু বিবিধ 'রক্ষাকবচ' (Safeguards), 'সংরক্ষণ' (Reservations) ও 'বিশেষ দায়িত্ব' (Special Responsibilities) প্রভৃতি বিষয়ের সমাবেশে আইনটি এমন একটি রূপ ধারণ করে যে, উহা কোন দলকেই খুশী করিতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ব্রিটিশ-প্রদেশগুলিকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দান করা হয়। তদনুসারে প্রদেশগুলিতে ১৯৩৬-৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কার্যকরী হয়। কিন্তু আইনের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা আর কার্যে পরিণত করা যায় নাই। কারণ ১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ায় ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং বিপর্যয়ের দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া ভারত অবশেষে স্বাধীনতা লাভ করে।

ক্রীপস্ মিশন: ১৯৪১ সালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রশক্তির পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুর ও ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটায় ভারতের উপর জাপানী আক্রমণ প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে হয়। ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতীয় জনমত তখন স্বাধীনতার দাবীতে বিক্ষুব্ধ। পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নির্দেশে প্রগতিশীল ব্রিটিশ রাজনীতিক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সহিত আপস মীমাংসার জন্য নয়াদিল্লী আগমন করেন (মার্চ, ১৯৪১)। ইহাই 'ক্রীপস্ মিশন' নামে আখ্যাত। বলাবাহুল্য, ক্রীপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

ক্যাবিনেট মিশন: তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে ভারতে এক মিশন প্রেরণ করেন। তিনজন ব্রিটিশ মন্ত্রী উক্ত মিশনের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁহাদের নাম: (১) লর্ড পেথিক লরেন্স (ভারত সচিব), (২) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ (বাণিজ্য মন্ত্রী) ও (৩) মিঃ এ. ভি. আলেক্জাণ্ডার (নৌ সচিব)। ইহাই 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে পরিচিত। প্রধানতঃ কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের বিরোধী দাবীর

মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুষ্ঠু পন্থা নির্ধারণের জন্যই এই মিশন প্রেরিত হইয়াছিল। মিশন ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ভারতে পদার্পণ করেন এবং তিনমাস কাল কর্মব্যস্ত থাকিয়া ২৯শে জুন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

র‍্যাডক্লিফ কমিশন: ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের জন্য ৩০শে জুন বড়লাট দুইটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ উল্লিখিত উভয় কমিশনেরই সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। দুইটি কমিশনের সদস্যগণের নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

॥ বাংলা সীমানা কমিশন ॥ বিচারপতি বি. কে. মুখার্জি, বিচারপতি সি. সি. বিশ্বাস, বিচারপতি মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এস. এ. রহমান।

॥ পাঞ্জাব সীমানা কমিশন ॥ বিচারপতি দীন মহম্মদ মুনীস, বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজা সিং।

ভারতীয় গণপরিষদ: ১৯৪৭ সালের ১৬ই মে 'ক্যাবিনেট মিশন' ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রচার করেন তাহাতে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার্থ একটি 'গণপরিষদ' (Constituent Assembly) গঠনের আবশ্যকতা উল্লিখিত হয়। সংবিধান রচনার কাজ অবিলম্বে সুরু করা প্রয়োজন; কিন্তু ভারতব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে 'গণপরিষদ' গঠনে বহুবিলম্ব হইবে। এই অবস্থায় স্থির হয় যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকেই যথারীতি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাঁহাদের দ্বারা গণপরিষদ গঠন করা হইবে। তদনুসারে প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা উহার সভ্যদের মধ্য হইতে গণপরিষদের সদস্য নির্বাচন করিয়া পাঠায়। এই প্রথায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়: (১) প্রতি দশ লক্ষ অধিবাসী পিছু একজন করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন, (২) প্রত্যেক প্রদেশের জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হার অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যসংখ্যা নির্ধারিত হয়, (৩) বিভিন্ন সম্প্রদায় পৃথক পৃথক ভাবে তাহাদের সদস্য নির্বাচন করে।

১৯৪৬ সালের ৯ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। উহাতে ডঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ অস্থায়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুসলীম লীগ এই অধিবেশন বর্জন করিয়াছিল। ১১ই ডিসেম্বর ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন এবং সহকারী সভাপতির আসনে নির্বাচিত হন ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি ও স্যার টি. ভি.

কৃষ্ণমাচারী। ১৯৪৯ সালের ২৫শে নভেম্বর গণপরিষদ সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত করেন এবং ২৬শে নভেম্বর উহা গৃহীত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে অর্থাৎ, স্বাধীনতা লাভের পর হইতে গণপরিষদ ভারতের পার্লামেণ্ট রূপেও কাজ করিতেছিলেন। ১৯৫০ সালে ভারত প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর উহার দ্বৈতরূপের অবসান ঘটে।

॥ বিবিধ আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ইত্যাদি ॥

মনরো নীতি (Monroe Doctrine): মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট জেমস্ মনরো ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যে নীতি উদ্ভাবন করিয়াছেন তাহাই 'মনরো নীতি' নামে খ্যাত। মার্কিন রাজনীতিতে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ সহ্য করা হইবে না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পশ্চিম গোলার্ধে অবস্থিত কোন ইউরোপীয় উপনিবেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহাই হইল মনরো নীতির মূলকথা।

ব্যালফোর ঘোষণা (Balfore Declaration): ২রা নভেম্বর ১৯১৭, তদানীন্তন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব এ. জে. ব্যালফোর 'ব্রিটিশ জিয়নিষ্ট ফেডারেশন'-এর সভাপতি লর্ড রথচাইল্ডকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন। উহাতে তিনি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের জন্য স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের মাতৃভূমি স্থাপনের প্রতি সরকার বাহাদুর-এর মনোভাব অনুকূল ও আন্তরিকতাপূর্ণ। উহার সাফল্যের জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। তবে একথা স্পষ্ট করিয়া জানান যাইতেছে যে, প্যালেস্টাইনের অন্যান্য সম্প্রদায়ের নাগরিক বা ধর্মীয় অধিকার কোনরূপে ক্ষুণ্ণ হয় এরূপ কোন কাজ করা যাইবে না, অথবা বর্তমানে ইহুদীরা অন্যান্য দেশে যে অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করিতেছে তাহাও সঙ্কুচিত করা হইবে না।" ইহাই 'ব্যালফোর ঘোষণা' নামে আখ্যাত। এই ঘোষণা উপলক্ষ করিয়া তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল। যাহাহোক, প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিবৎসর প্যালেস্টাইনে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইহুদীকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত। অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে 'স্বাধীন ইসরাইল' রাষ্ট্র স্থাপন করা হইয়াছে।

চতুর্বিধ স্বাধীনতা (Four Freedoms): প্রেসিডেণ্ট রুজভেণ্ট ১৯৪১ সালের ৬ই জানুয়ারী মার্কিন কংগ্রেসে এক ভাষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, মানুষের পক্ষে চারিপ্রকার স্বাধীনতা অপরিহার্য। এই চারিটি স্বাধীনতা হইল: (১) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (২) নিজের ইচ্ছামত

পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনার স্বাধীনতা, (৩) অভাব ও দারিদ্র্য হইতে মুক্তি এবং (৪) ভয় হইতে মুক্তি।

অতলান্তিক সনদ (Atalantic Charter) : ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল যুক্তভাবে স্বাক্ষর করিয়া এই সনদ প্রচার করেন। এই সনদে ৭টি প্রধান বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। (১) আঞ্চলিক বা অন্যবিধ সম্প্রসারণ বন্ধ করা, (২) কোন অঞ্চলবিশেষের অধিবাসিগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যতীত উক্ত অঞ্চলের সীমা পরিবর্তন না করা, (৩) প্রত্যেক জাতির নিজের ইচ্ছামত গভর্ণমেন্ট গঠনের অধিকার স্বীকার করা, (৪) যে সকল জাতির স্বাধীনতা জোর করিয়া হরণ করা হইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা, (৫) বাণিজ্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একই রকম শর্ত প্রয়োগ করা, (৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং (৭) নাজিবাহিনী ধ্বংস করিয়া সমগ্র জগতে শান্তি স্থাপন করা।

পঞ্চশীল : শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই 'পঞ্চশীল'-এর মূলকথা। 'পঞ্চশীল' বলিতে বোঝায় : (১) পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন, (২) অনাক্রমণ, (৩) পরস্পরের অভ্যান্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমমর্যাদা ও পারস্পরিক উপকার সাধন এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ১৯৫৪ সালের জুন মাসে নয়াদিল্লী হইতে শ্রীনেহরু ও চৌ এন্-লাই-এর যুক্ত বিবৃতিতে এই মহান্ নীতি সর্বপ্রথম ঘোষিত হয় ; অতঃপর বান্দুং সম্মেলনে উহার বহুল আলোচনা হয়।

॥ বিবিধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ॥

মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনা : যুদ্ধোত্তর ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মার্শাল যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তাহাই 'মার্শাল পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। ১৯৪৪ সালের ৫ই জুন তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তাঁহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১২ই জুলাই তারিখে প্যারিসে ১৬টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের একটি বৈঠক বসে এবং উহাতে তাঁহারা এক অর্থনৈতিক কার্যসূচী রচনা করেন। সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থদ্বারা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই উক্ত রাষ্ট্রগুলি আপন আপন দেশের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করিবে—ইহাই ছিল উক্ত কার্যসূচীর লক্ষ্য। ৪ বৎসর কার্য করার জন্য ১৬টি রাষ্ট্রের পক্ষে ২২,৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলিয়া দাবী করা হইয়াছিল। যাহা হউক, মার্শাল

পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থ-সাহায্য লাভ করে ও পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ করে।

কলম্বো-পরিকল্পনা : ৬ বৎসর মেয়াদী এই পরিকল্পনার কার্য ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ করা হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া কম্যুনিজমের প্রসার প্রতিরোধ করাই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৫০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কার্যসূচী স্থির করা হয়। ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ড উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, ব্যাঙ্কের কাছে হইতে ঋণগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দেয় চাঁদা প্রভৃতি দ্বারা ১৮৬৮ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য অঞ্চলের দেশগুলির শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং রেলওয়ে ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ইহার সহিত সহযোগিতা করে।

স্থম্যান পরিকল্পনা : ১৯৫০ সালের ৯ই মে ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ স্থম্যান এক প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিম ইউরোপের সমুদয় ইস্পাত ও কয়লা এক সমবায় ব্যবস্থার অধীনে আনা হউক। ব্রিটিশ সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। কিন্তু ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস ও লুক্সেমবুর্গ উহা গ্রহণ করে। তদনুসারে ১৯৫২ সালের ১৬ই জুন তারিখে তাহারা এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে।

॥ বিবিধ আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা ॥

আরব লীগ : ১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ মধ্যপ্রাচ্যে আরব রাষ্ট্রগুলি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া 'আরব লীগ' প্রতিষ্ঠা করে। মিশর, ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, সিরিয়া, লেবানন এবং ইয়েমেন ইহার অন্তর্ভুক্ত।

কমন্‌ওয়েল্‌থ : গ্রেটব্রিটেন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, 'রোডেসিয়া ও ন্যায়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশন'—এই ৯টি স্বাধীন রাষ্ট্র লইয়া প্রথমতঃ 'কমন্‌ওয়েল্‌থ' পত্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালে 'ঘানা' (প্রাক্তন গোল্ডকোষ্ট) স্বাধীনতা লাভ করিলে কমন্‌ওয়েল্‌থের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়। ১৯৫৭ সালে মালয়ও উহার অন্যতম সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৬০ সালে নাইজেরিয়া এবং ১৯৬১ সালে সাইপ্রাস ও সিয়েরা লিয়ন কমন্‌ওয়েলথ্-এর সদস্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৬২ সালে উগাণ্ডা অন্যতম সদস্য হইয়াছে। টাঙ্গানাইকা, ত্রিনিদাদ-টোবাগো, জামাইকা ও কেনিয়া প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীনতা লাভের পর কমন্‌ওয়েলথ-এ

যোগদান করিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে দক্ষিণ-আফ্রিকা কমন্‌ওয়েল্‌থ ত্যাগ করিয়াছে। সাধারণ আদর্শ ও স্বার্থের বন্ধনে সদস্যরাষ্ট্রগুলি একতাবদ্ধ। ইংলণ্ডের রাজ্ঞী কমন্‌ওয়েল্‌থের সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া স্বীকৃত।

কমিনফর্ম (Cominform): 'Communist Information Bureau'-কে সংক্ষেপে বলা হয় 'Cominform'। ইহাকে ভূতপূর্ব 'কমিণ্টার্ণ' বা Communist International-এর উত্তরাধিকারী সংস্থা বলিয়া গণ্য করা হইত। সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ১৯৪৭ সালে অক্টোবর মাসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে ইহা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, হাঙ্গারী, ইতালী, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া এবং যুগোশ্লাভিয়া এই নয়টি রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট পার্টিসমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করাই ছিল এই সংস্থার কাজ। রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে তীব্র বিরোধ ঘটায় ইহার সদর দপ্তর ১৯৪৮ সালে বুখারেষ্টে স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্ব ইউরোপীয় দেশ সমূহের স্ট্যালিন-প্রভাব বিস্তারের হাতিয়ার রূপে এই সংস্থাকে ব্যবহার করা হয়। ১৯৫৬ সালে রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে মিটমাট হওয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কাউন্সিল অব ইউরোপ: ৫ই মে, ১৯৪৯, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইতালী, লুক্সেমবুর্গ, নেদারল্যাণ্ডস্‌, নরওয়ে, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্য এই সংস্থার পত্তন করে। ইহা দুইটি শাখায় বিভক্ত:—(১) পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমিতি ও (২) আলোচনাকারী সভা। প্রতিরক্ষা ব্যতীত এই সভায় সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট যে কোন বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। এই সভা পররাষ্ট্র সমিতির নিকট সুপারিশ করিতে পারে। কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত করায় কোন ক্ষমতা ইহার নাই। 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' ও 'ন্যায় বিচার' যে রাষ্ট্রের আদর্শ সেরূপ যে কোন রাষ্ট্র ইহার সভ্য হইতে পারে। ১৯৪৯ সাল হইতে অস্ট্রীয়া, পশ্চিম জার্মানী, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড ও তুরস্ক ইহার সদস্য হইয়াছে।

॥ বিবিধ সামরিক চুক্তি ॥

ভার্সাই চুক্তি (Versailles Treaty): প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্মানী ও মিত্রশক্তির মধ্যে ২২শে জুন, ১৯১৯, যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল তাহাই 'ভার্সাই চুক্তি' নামে পরিচিত। এই চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানীকে তাহার সাম্রাজ্যের বহু ভূখণ্ড মিত্র শক্তির নিকট ছাড়িয়া দিতে হয় এবং স্থির হয়: (১) জার্মান সৈন্য বাহিনীতে লোক সংগ্রহ করা চলিবে না, (২) জার্মান সামরিক-বাহিনীতে এক লক্ষের অধিক সৈন্য রাখা চলিবে না, (৩) জার্মানী ছয়টি

যুদ্ধজাহাজ, ছয়টি ক্রুজার ও ছয়টি ডেষ্ট্রয়ার-এর অধিক নৌ-বাহিনীতে রাখিবে না, (৪) কোন সাবমেরিন, সামরিক বিমান, ভারী কামান বা কোন দুর্গ নির্মাণ করা চলিবে না। বিজয়ী শক্তিবর্গ ১৫ বৎসর 'রাইনল্যাণ্ড' দখল করিয়া রাখিবে এবং 'সার' অঞ্চলকে আন্তর্জাতিক অঞ্চলে পরিণত করা হইবে। জার্মানী মিত্রশক্তির যুদ্ধজনিত সকল ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য থাকিবে; ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ৬৬০০০০০০০০ পাউণ্ড স্থির করা হয়; কিন্তু ১৯৩৩ সালে নাজি পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হইতে সকল সামরিক বাধা নিষেধ অগ্রাহ্য করা হইতে থাকে। ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় অর্থের পরিমাণ ক্রমশঃ কমাইতে কমাইতে ১৯৩২ সালে উহা একেবারেই অস্বীকার করা হয়।

পটস্‌ডাম চুক্তি: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধান্তে জার্মানীর পটস্‌ডাম শহরে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া ১৯৪৫ সালে ১৭ই জুলাই হইতে ১লা আগষ্ট পর্যন্ত এক বৈঠকে মিলিত হয়। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টা সম্মেলনে মিত্র শক্তিবর্গ জার্মানী সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এই বৈঠকে তাহাই অনুমোদন করা হয়। ইহাই 'পটস্‌ডাম চুক্তি' নামে পরিচিত। যে সকল বিষয়ে এই বৈঠকে মতৈক্য হয় তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান: (১) আপাততঃ জার্মানীতে কোন কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হইবে না, (২) জার্মানীর আর্থিক বনিয়াদ বিকেন্দ্রীকরণ করা হইবে, (৩) জার্মানীতে ধাতু, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ও সামরিক অর্থনীতির সহিত প্রত্যক্ষ সম্পর্কযুক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হইবে, (৪) কেনিংসবার্গ নগরী ও উহার সংলগ্ন এলাকাসমূহ সোভিয়েট রাশিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হইবে ও (৫) পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তরেখা ওডার-নীস লাইন বরাবর টানা হইবে।

এনজাস (ANZUS): অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (Australia, Newzealand and the United States) এই তিনটি রাষ্ট্র ১৯৫১ সালের ১লা সেপ্টেম্বর স্যানফ্রান্সিস্‌কো নগরীতে যে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে 'এনজাস' নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই তিনটি পক্ষের যে কোন একটির উপর আক্রমণ করিলে অন্যপক্ষ তাহা প্রতিরোধ করিবে।

বলকান চুক্তি (Balkan Pact): গ্রীস, তুরস্ক ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে সামরিক মৈত্রী চুক্তি। ইহা ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে ব্লেড শহরে স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে এই স্থায়ী 'পরিষদ' গঠন করা হয়; ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আঙ্কারায় ইহার প্রথম বৈঠক বসে। উক্ত বৈঠকে প্রত্যেক

রাষ্ট্র হইতে ২০ জন পার্লামেন্টের সদস্য লইয়া একটি পরামর্শসভা গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তিন পক্ষের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার জন্য সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবও অনুমোদন লাভ করে।

॥ বিবিধ সামরিক গোষ্ঠী ॥

ন্যাটো (NATO): North Atalantic Treaty Organisation বা উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সংক্ষিপ্ত নাম 'ন্যাটো'। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাব ও সম্প্রসারণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির চুক্তিবদ্ধ সংস্থা। সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, তুরস্ক, গ্রীস, আইসল্যাণ্ড, ইতালী, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, পশ্চিম জার্মানী, পর্তুগাল। ১৯৫১ সালের ১৯শে জুন লণ্ডনে ১২টি রাষ্ট্রের চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ইহা জন্মলাভ করে।

সিয়েটো (SEATO): South-East Asia Treaty Organisation বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা। এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কম্যুনিজমের প্রসার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ম্যানিলায় ৮টি রাষ্ট্র চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রগুলির নাম: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তান।

মেডো (MEDO): 'বাগদাদ্ চুক্তি' সাধারণতঃ Middle East Defence Organisation বা সংক্ষেপে 'MEDO' বলিয়া পরিচিত। মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করার জন্য ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হয় বাগদাদে। অতঃপর ক্রমে ক্রমে বৃটেন, ইরাণ ও পাকিস্তান এই চুক্তিতে যোগদান করে; ১৯৫৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বাগদাদ্ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করে। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ইরাক-বিপ্লবের ফলে এই সংস্থার সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটিয়াছে। বর্তমানে ইহা 'সেণ্টো' নামে আখ্যাত।

সেণ্টো (CENTO): ১৯৫৮ সালে ইরাকে বিপ্লবের পর ইরাক 'বাগদাদ্ চুক্তি' বর্জন করিলে উহার নাম পরিবর্তন করিয়া Central Treaty Organisation (সংক্ষেপে Cento) রাখা হয় ও উহার সদর দপ্তর বাগদাদ্ হইতে আঙ্কারায় স্থানান্তরিত করা হয়।

ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact) : 'ন্যাটো'র জবাবে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রজোট পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্ম আলোচ্য চুক্তি সম্পাদন করে। ১৪ই মে, ১৯৫৫, সোভিয়েট রাশিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং হাঙ্গারী এই কয়টি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ওয়ারশতে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহার মেয়াদ ২০ বৎসর। মস্কোতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং একটি যুক্ত সামরিক বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

॥ কতিপয় রাজনৈতিক শব্দ ॥

আয়রণ কার্টেন (Iron Curtain) : সোভিয়েট রাশিয়া ও উহার অনুগামী রাষ্ট্রসমূহের সীমান্ত বুঝাইতে এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা নাই এবং যেরূপ কঠোরতার সহিত উহাদের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলীকে গোপন করিয়া রাখা হয় তাহা একমাত্র 'লৌহ যবনিকা'র সহিত তুলনীয়।

ইনফ্লেশান (Inflation) : সাধারণভাবে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি বুঝাইতে হইলে 'ইনফ্লেশান' কথাটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমদানি-মূল্য বৃদ্ধি বা পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় বৃদ্ধির জন্য পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহাকে 'ইনফ্লেশান' বলা চলে না। লোকের ক্রয়ক্ষমতার অনুপাতে বাজারে পর্যাপ্ত পণ্যদ্রব্যের অভাব ঘটিলে স্বতঃই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়; উহাই 'ইনফ্লেশান'। 'ইনফ্লেশান' ঘটিলে টাকার মূল্যমানের অবনতি ঘটে।

এপারথিড্ (Apartheid) : Apart-hood এই আফ্রিকান শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি, ইহার অর্থ 'পৃথক্‌করণ'। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনাল পার্টির 'জাতি বৈষম্য নীতি' বুঝায়। ১৯৪৮ সাল হইতে এই পার্টি দক্ষিণ আফ্রিকায় শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিতেছে। বস্তুতঃ দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্বেতকায় জাতিগুলির উপনিবেশ স্থাপনের সময় হইতেই জাতি বৈষম্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু ন্যাশনাল পার্টি ক্ষমতায় আসার পর হইতে উহা এক উৎকট বিভীষিকাময় ছুঁৎমার্গের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। ন্যাশনাল পার্টি পরপর এমন কতকগুলি আইন রচনা করিয়াছে যাহার দ্বারা কৃষ্ণকায় আদিবাসীদের জীবনযাত্রার সব কিছুর উপরই আক্রমণ করা হইয়াছে। উক্ত আইনের বলে কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের রাজনৈতিক অধিকার, চলাফেরা, বাসস্থান, সম্পত্তি অর্জন, বৃত্তিগ্রহণ বা বিবাহ করার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেণ্টে কৃষ্ণকায়দের প্রতিনিধিত্ব বাতিল, স্বতন্ত্র বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং শহরাঞ্চলে কৃষ্ণকায়গণের

স্থায়ী বসবাস অসম্ভব করাই ন্যাশনাল পার্টির লক্ষ্য। ১৯৫৩ সালে আইন করিয়া কৃষ্ণকায় অধিবাসীর পক্ষে ধর্মঘট করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ন্যাশনাল পার্টির 'পৃথক্‌করণ' নীতির মূল কথা শ্বেতকায় জাতির আধিপত্য ও রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সংখ্যা শতকরা ৭৯ জন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে দক্ষিণ আফ্রিকার 'জাতিবৈষম্য' বা 'পৃথককরণ' নীতি ধিকৃত হইয়াছে; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাহাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাহার 'জাতি বৈষম্য' নীতি পরিবর্তন অপেক্ষা 'কমন্‌ওয়েল্‌থ' ত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া বাছিয়া লইয়াছে।

ক্রেমলিন (Kremlin): রুশ ভাষায় 'দুর্গ'। কিন্তু ইহা দ্বারা জারের রাজত্বকালে মস্কোর যে দুর্গটি রাজপ্রাসাদ হিসাবে ব্যবহৃত হইত, বিশেষ করিয়া উহাকেই বুঝায়। বর্তমানে সোভিয়েট সরকারের কেন্দ্রীয় দপ্তর ক্রেমলিনে অবস্থিত।

বেনেলুক্স (Benelux): বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস ও লুক্সেমবুর্গ-এর মধ্যে শুল্ক একীকরণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'বেনেলুক্স'। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪, লণ্ডনে এক চুক্তি সম্পাদনের ফলে ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৭, ইহা কার্যকরী হয়। ১৯৪৮ সালের ১লা জানুয়ারী একই রকম শুল্কের হার প্রবর্তন করা হয়।

ব্যাম্বু কার্টেন (Bamboo Curtain): কম্যুনিষ্ট চীনের চতুর্দিকের সীমান্তের বাধানিষেধ বুঝাইবার জন্য এই কথাটি ব্যবহার করা হয়। অনেকে মনে করেন যে, চীনের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী বহির্বিশ্বে অবাধ প্রকাশের সুযোগ নাই; উল্লিখিত 'বাঁশের পর্দা' দিয়া উহা গোপন করিয়া রাখা হয়।

ব্রেইন ওয়াসিং (Brain washing): কোন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে তাহার প্রতি অনুষ্ঠিত আচরণ। পূর্বে কেবলমাত্র কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে বন্দীদের প্রতি আচরণ সম্পর্কেই এই শব্দটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে যে কোন লোকের আদর্শ বা দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন বুঝাইতে হইলেই ইহা ব্যবহার করা হয়।

কুপ ডি' এটাট (Coup d' Etat): গভর্ণমেণ্টে বা সামরিক বিভাগে প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি কর্তৃক অকস্মাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা পরিবর্তন সাধনের নাম 'Coup d' Etat'. সাধারণ বিপ্লবের (Revolution) সহিত ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা উপরতলা হইতে ঘটান হয়। কিন্তু বিপ্লব ঘটিয়া থাকে নিচুতলা হইতে অর্থাৎ, সাধারণ জনতার বিদ্রোহের ফলে।

ফেলাঞ্জিস্টস্ (Falangists): স্পেনের ফ্যাসিস্ট দল। ১৯৩৩ সালের ২৩শে অক্টোবর জোস এন্টোনিও প্রিমোডি রিভেরা 'ফেলাঞ্জিস্টস্' দলের প্রতিষ্ঠা

করেন। তিনি রিপাবলিক্যানগণ কর্তৃক গুলিতে নিহত হন। ১৯৩৭ সালে এপ্রিল মাসে এই দল অন্যান্য দক্ষিণ-পন্থী দলের সহিত মিলিত হইয়া যে বৃহৎ দলটি গঠন করে তাহাই ১৯৩৯-৪২ সাল পর্যন্ত দেশের আইন সভার কাজ চালায়।

ফ্যাসিজম্ (Fascism) : ১৯১৯ সালে ইতালীতে বেনিটো মুসোলিনী এই নীতি প্রবর্তন করেন। ইহা উগ্র জাতীয়তাবাদপূর্ণ, কম্যুনিজমের বিরোধী ও একনায়কত্বের সমর্থক। এই দলের সদস্যগণ কৃষ্ণবর্ণের শার্ট পরিধান করিত। ১৯২২ সালে মুসোলিনী কর্তৃক ক্ষমতালাভের পর ইতালীতে ফ্যাসিস্ট পার্টিই একমাত্র অনুমোদিত রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করার সুবিধা পাইয়াছিল।

নাজি (Nazi) : জার্মানীতে হিটলার পরিচালিত 'ন্যাশনাল-সোস্যালিস্ট' পার্টির সংক্ষিপ্ত নাম। জার্মানীতে প্রথম প্রথম সোস্যালিস্টগণ 'SOZI' বলিয়া অভিহিত হইত। ইহার সহিত সাদৃশ্য রাখার জন্যই 'NAZI' কথাটির উৎপত্তি হয়। গোড়ায় পার্টির নাম ছিল 'NAZI-SOZI' কিন্তু পরে কেবল মাত্র 'NAZI' শব্দটিই চলিতে থাকে।

জেস্টাপো (Gestapo) : হিটলার-এর আমলে জার্মানীর 'গুপ্ত পুলিশ বাহিনী'। ইহাদের কাজ ছিল কৌশলে নাজি-বিরোধী ব্যক্তিগণকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাহাদের শাস্তি দান করা। এই উদ্দেশ্যে ইহারা অনেক নাজি-বিরোধী বেআইনী প্রতিষ্ঠানের সদস্য হইত।

গ্যালাপ পোল (Gallup Poll) : জনমত নির্ধারণের জন্য আমেরিকার ডঃ গ্যালাপ কর্তৃক আবিষ্কৃত উপায়। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী প্রশ্নসমূহের উপর জনমত আহ্বান করা হয়। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় সাধারণতঃ নির্বাচনের পূর্বাভাষের জন্য এই উপায় ব্যবহার করা হয়।

রেফারেণ্ডাম (Referendum) কোন রাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে নির্বাচক মণ্ডলীর মতামত জানার জন্য যে গণভোট গ্রহণ করা হয় তাহাকেই 'রেফারেণ্ডাম' বলা হয়।

পঞ্চম বাহিনী (Fifth Column) : এই কথাটির উৎপত্তি হয় স্পেনের গৃহযুদ্ধ হইতে (১৯৩৬-৩৯)। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে বিদ্রোহিগণ চারিদিক হইতে চারিটি বাহিনীতে রাজধানী ম্যাড্রিড আক্রমণ করে; এই সময়ে আর একটি বাহিনী সরকারী মহলে নাশকতা ও আতঙ্কসৃষ্টি দ্বারা

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য গুপ্তভাবে কাজ করিয়াছিল। ইহারাই 'পঞ্চম বাহিনী'। বর্তমানে এই কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং ইহা দ্বারা জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কার্যে লিপ্ত যে কোন ব্যক্তিকেই বোঝায়।

॥ বিবিধ তথ্য ॥

ম্যাকমেহন লাইন: ম্যাকমেহন লাইনের স্রষ্টা জেনারেল স্যার আর্থার হেনরি ম্যাকমেহন। ১৮৬২ সালের ১৮ই নবেম্বর তিনি সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে ইনি সৈনিক ছিলেন; পরে তিনি ভারতের সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন ও কালক্রমে বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী হন। তিনি বাল্যকালে ভূবিদ্যা ও জরীপের কার্যে শিক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ সালে আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তানের সীমানা ইনি নির্ধারণ করেন। ১৯১০ সালে চীনা সামরিক বাহিনী তিব্বত আক্রমণ করিয়া লাসা অধিকার করিলে ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী সীমানা স্থির করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তদনুসারে ১৯১৩-১৪ সালে স্যার আর্থার হেনরি ম্যাকমেহন যে সীমারেখা নির্দেশ করিয়া দেন তাহাই 'ম্যাকমেহন লাইন' নামে পরিচিত।

আন্তর্জাতিক সময়রেখা (International Date Line): ১৮০° দ্রাঘিমা (Longitude) আন্তর্জাতিক সময় নিরূপণ করার সীমারেখা। উক্ত দ্রাঘিমার পশ্চিমে ও পূর্বে সময় একদিন অগ্রপশ্চাৎ ধরা হয়। ১৮০° দ্রাঘিমা হইতে কোন ব্যক্তি পশ্চিমদিকে যাত্রা সুরু করিলে সময় একদিন অগ্রগামী ও পূর্বগামী যাত্রীর পক্ষে সময় একদিন পশ্চাৎবর্তী বলিয়া ধরা হয়। অর্থাৎ ১৮০° দ্রাঘিমার পশ্চিমদিকে যখন ১লা জানুয়ারী পূর্বদিকে তখন ৩১শে ডিসেম্বর।

সর্বপ্রথম সংবাদপত্র: রোম হইতে প্রকাশিত 'য়্যাক্টাডার্ণা' নামক সংবাদ পত্রই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত। ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদ পত্রের নাম 'হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট' (ইংরাজী)। ১৭৮০ সালে উহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম 'বাঙ্গাল গেজেটি'; ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহ: হিন্দু: বেদ; বৌদ্ধ: ত্রিপিটক; খৃষ্টান: বাইবেল; পার্শী: জেন্দ আবেস্তা; মুসলমান: কোরাণ; শিখ: গ্রন্থসাহেব।

নবরত্ন : বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ে যে নয় জন অসাধারণ গুণী ব্যক্তি ছিলেন তাঁহারাই 'নবরত্ন' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম : কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, বরাহ-মিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি।

বার ভূঁইয়া : প্রতাপাদিত্য (যশোহর), চাঁদ রায় ও কেদার রায় (বিক্রমপুর), কন্দর্পনারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপ), লক্ষ্মণমাণিক্য (ভুলুয়া), চাঁদগাজি (চাঁদ প্রতাপ), গণেশ রায় (দিনাজপুর), হাম্বীর মল্ল (বিষ্ণুপুর), কংসনারায়ণ (তাহিরপুর), রামচন্দ্র ঠাকুর (পুঁটীয়া), ফজলগাজি (ভাওয়াল) ও ইশা খাঁ মসনদ আলি (খিজিরপুর) ; ইহারাই প্রাচীন বাংলার বার ভূঁইয়া নামে আখ্যাত।

দশাবতার : মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

দ্বাদশ রাশি : মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

নবগ্রহ : সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

সপ্তর্ষি : বশিষ্ঠ (অরুন্ধতীসহ), অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত, পুলহ ও ক্রতু।

সপ্তদ্বীপ : জম্বু, প্লক্ষ, শল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

সপ্তসমুদ্র : দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত ও স্বাদূদক।

উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক হত্যা : (১) ফ্রান্সের রাজা ৪র্থ হেনরী—১৬১০ সালে রেভেইলাক নামক জনৈক ধর্মোন্মাদ কর্তৃক নিহত হন ; (২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন—ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য তিনি এক শ্রেণীর মার্কিন নাগরিকের তীব্র অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ১৮৬৫ সালে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন ; (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেমস এ. গারফিল্ড—১৮৮১ সালে রাজনৈতিক কারণে নিহত হন। (৪) রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার—১৩ই মার্চ ১৮৮১, সেন্টপিটার্সবার্গে নিহিলিষ্টগণ জারের গাড়ীর নিচে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে ; (৫) অস্ট্রিয়ার আর্ক ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাণ্ড—২৮ জুন, ১৯১৪, সারাজেভোতে নিহত হন এবং এই হত্যাকাণ্ড উপলক্ষ করিয়া একমাসের মধ্যেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হয় ; (৬) লিয়োট্রট্স্কি—রুশ বিপ্লবের অন্যতম প্রধান নেতা, স্ট্যালিনপন্থীদের সহিত মতদ্বৈধতার দরুন কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বিতাড়িত হন ও মেক্সিকোতে নির্বাসন-জীবন যাপন করিতে থাকেন। তথায় ১৯৪০ সালে তিনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন ; (৭) মহাত্মা গান্ধী—৩০শে জানুয়ারী, ১৯৪৮, নয়াদিল্লীর

প্রার্থনা সভায় নাথুরাম বিনায়ক গডসে কর্তৃক গুলির আঘাতে নিহত হন; (৮) আউঙ্গ সঙ্গ—ব্রহ্মদেশের অন্তবর্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯শে জুলাই, ১৯৪৭, শাসন পরিষদের বৈঠক চলিবার সময় গুণ্ডাদল অতর্কিত আক্রমণে তাঁহাকে ও অপর নয়জন মন্ত্রীকে গুলি করিয়া হত্যা করে; (৯) জর্ডানের রাজা আবদুল্লা—২০শে জুলাই, ১৯৫১, নিহত হন; (১০) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলি খাঁ—১৬ই অক্টোবর, ১৯৫১, এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে গুলির আঘাতে নিহত হন; (১১) ইরাকের রাজা ফৈজল—১৩ই জুলাই ১৯৫৮, সামরিক বিপ্লবের ফলে নিহত হন; (১২) সিংহলের প্রধানমন্ত্রী বন্দরনায়েক—১৯৫৯ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর গুলির আঘাতে আহত হন এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর মারা যান; (১৩) ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আবদুল করিম কাশেম ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩, সামরিক বিদ্রোহেরফলে নিহত হন; (১৪) দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেন্ট নো দিন এম ১৯৬৩ সালের ১লা নবেম্বর সামরিক বিদ্রোহের ফলে নিহত হন; (১৫) ২২শে নবেম্বর, ১৯৬৩, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জে. এফ. কেনেডী আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। (১৬) ভূটানের প্রধানমন্ত্রী জিগমী দোরজী ৫ই এপ্রিল, ১৯৬৪, আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রিগণের নাম

১৭২১ স্যার ওয়ালপোল
১৭২৪ আর্ল অব উইমিংটন
১৭৪৩ হেন্‌রী পেল্‌হাম
১৭৫৪ ডিউক অব নিউক্যাসল
১৭৫৬ ডিউক অব ডেভনশায়ার
১৭৫৭ * উইলিয়াম পীট
১৭৬২ আর্ল অব বুট
১৭৬৩ জর্জ গ্রেনভিল
১৭৬৫ মার্কুইস অব রকিংহাম
১৭৬৬ আর্ল অব চ্যাথাম (২য় বার)
১৭৬৭ ডিউক অব গ্র্যাফটন
১৭৭৬ লর্ড নর্থ
১৭৮২ মার্কুইস অব রকিংহাম (২য় বার)
১৭৮২ † আর্ল অব সেলবুর্ণ
১৭৮৩ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড
১৭৮৩ উইলিয়াম পীট (ছোট)
১৮০১ হেনরী এ্যাডিংটন
১৮০৪ উইলিয়াম পীট (২য় বার)
১৮০৬ লর্ড গ্রেনভিল
১৮০৭ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড (২য় বার)
১৮০৯ স্পেন্সার পার্সিভ্যাল
১৮১২ লর্ড লিভারপুল
১৮২৭ জর্জ ক্যানিং
১৮২৭ লর্ড গোডরীচ্
১৮২৮ ডিউক অব ওয়েলিংটন
১৮৩০ আর্ল গ্রে
১৮৩৪ ভাইকাউন্ট মেলবোর্ণ

* পরে আর্ল অব চ্যাথাম ও ডিউক অব নিউ ক্যাসল্। † মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন।

১৮৩৪ স্যার রবার্ট পীল
১৮৩৫ ভাইকাউন্ট মেলবোর্ণ (২য় বার)
১৮৪১ স্যার রবার্ট পীল (২য় বার)
১৮৪৬ লর্ড জন রাসেল
১৮৫২ আর্ল অব ডার্বি
১৮৫২ আর্ল অব এ্যাবার্ডিন
১৮৫৫ ভাইকাউন্ট পামারস্টোন
১৮৫৮ আর্ল অব ডার্বি (২য় বার)
১৮৫৯ ভাইকাউন্ট পামারস্টোন (২য় বার)
১৮৬৫ আর্ল রাসেল (২য় বার)
১৮৬৬ আর্ল অব ডার্বি (৩য় বার)
১৮৬৮ * বেঞ্জামিন ডিসরেলী
১৮৬৮ উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডস্টোন
১৮৭৪ আর্ল অব বিকন্স্ফিল্ড (২য় বার)
১৮৮০ মিঃ গ্ল্যাডস্টোন (২য় বার)
১৮৮৫ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী
১৮৮৬ মিঃ গ্ল্যাডস্টোন (৩য় বার)
১৮৮৬ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী (২য় বার)
১৮৯২ মিঃ গ্ল্যাডস্টোন (৪র্থ বার)
১৮৯৪ আর্ল অব রোজবেরী
১৮৯৫ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী (৩য় বার)
১৯০২ আর্থার জেমস ব্যালফুর
১৯০৫ স্যার এইচ ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান
১৯০৮ হারবার্ট হেনরী এসকুইথ
১৯১৬ ডেভিড লয়েড জর্জ
১৯২২ এনড্রু বোনারল
১৯২৩ স্ট্যানলী বলডুইন
১৯২৪ জে. র‍্যামজে ম্যাক্ডোনাল্ড
১৯২৪ স্ট্যানলী বলডুইন (২য় বার)
১৯২৪ জে. র‍্যামজে ম্যাক্ডোনাল্ড (২য় বার)
১৯৩৫ স্ট্যানলী বলডুইন (৩য় বার)
১৯৩৭ এন. চেম্বারলেন
১৯৪০ ডবলিউ. চার্চিল
১৯৪৫ সি. আর. এ্যাটলী
১৯৫০ সি. আর. এ্যাটলী (২য় বার)
১৯৫১ স্যার ডবলিউ. চার্চিল (২য় বার)
১৯৫৫ স্যার এন্টনি ইডেন
১৯৫৬ মিঃ হ্যারল্ড ম্যাক্মিলান
১৯৬৩ স্যার আলেক ডগলাস হিউম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টগণের নাম

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট	নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৭৮৯	জর্জ ওয়াশিংটন	১৭৯৬	জন এ্যাডামস
১৭৯২	”	১৮০০	টমাস জেফারসন্

* পরে আর্ল অব বিকনস্ফিল্ড

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট	নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৮০৪	টমাস জেফারসন্	১৮৮৪	গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড
১৮০৮	জেমস্ ম্যাডিসন্	১৮৮৮	বেঞ্জামিন হ্যারিসন্
১৮১২	”	১৮৯২	গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড
১৮১৬	জেমস মনরো	১৮৯৬	ইউলিয়াম ম্যাকিন্লি
১৮২০	”	১৯০০	”
১৮২৪	জন কুইন্সি এ্যাডামস্	১৯০১	থিয়োডোর রুজভেল্ট
১৮২৮	এ্যাণ্ড্রু জ্যাকসন্	১৯০৪	”
১৮৩২	”	১৯০৮	উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফট্
১৮৩৬	মার্টিন ভ্যান্ বুরেন্	১৯১২	উড্রো উইলসন্
১৮৪০	উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (হুইগ)	১৯১৬	”
১৮৪১	জন টাইলার	১৯২০	ওয়ারেন গ্যামালিয়েল হার্ডিং
১৮৪৪	জেমস্ কে. পোলক্	১৯২৩	ক্যালভিন কুলিজ্
১৮৪৮	জ্যাকারি টেইলর্	১৯২৪	”
১৮৫০	মিলার্ড ফিলমোর	১৯২৮	হারবার্ট কার্ল হুভার
১৮৫২	ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স	১৯৩২	ফ্রাঙ্কলিন্ ডেলানো রুজভেল্ট
১৮৫৬	জেমস বুকানন	১৯৩৬	”
১৮৬০	এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন্	১৯৪০	”
১৮৬৪	”	১৯৪৪	”
১৮৬৫	এ্যাণ্ড্রু জন্সন্	১৯৪৫	হ্যারী এস. ট্রুম্যান
১৮৬৮	ইউলিসিস সিম্পন গ্রান্ট	১৯৪৮	”
১৮৭২	”	১৯৫২	ডি. ডি. আইসেনহাওয়ার
১৮৭৬	রাদারফোর্ড বার্চার্ড হেস্	১৯৫৬	”
১৮৮০	জেম্স্ এ্যাব্রাহাম গারফিল্ড	১৯৬০	জন ফিট্জারেল্ড কেনেডি
১৮৮১	চেস্টার এ. আর্থার	১৯৬৩	লিনডন জনসন

ভৌগোলিক বিবরণ

মহাদেশসমূহ

মহাদেশ	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
এশিয়া	১,৭৬,০০,০০০	১,১৫,৫০,০০,০০০
আফ্রিকা	১,১৫,০০,০০০	২২,৫০,০০,০০০
ইউরোপ	৩৯,০০,০০০	৫৩,৩০,০০,০০০
উত্তর আমেরিকা	৮৭,০০,০০০	১৮,৫০,০০,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	৭৩,০০,০০০	৮,০০,০০,০০০
অস্ট্রেলিয়া	২৯,৭৫,৫৮১	১,০০,০০,০০০

মহাসাগর ও সাগরসমূহ

	মহাসাগর	গভীরতা	আয়তন
১।	অতলান্তিক মহাসাগর	৩০,২৪৬ ফুট	৩,১৮,৩০,০০০ বর্গমাইল
২।	প্রশান্ত মহাসাগর	৩৫,৪০০ „	৬,৩৮,০১,০০০ „
৩।	ভারত মহাসাগর	২২,৯৬৮ „	২,৮৩,৫৬,০০০ „
৪।	আর্কটিক মহাসাগর	১৭,৮৫০ „	৫৪,৪০,০০০ „
৫।	আন্টার্কটিক মহাসাগর	১৮,৮৫০ „	৫৭,০০,০০০ „
৬।	ক্যারিবিয়ান সাগর	২৩,৭৪৮ „	৭,৫০,০০০ „
৭।	ভূমধ্য সাগর	১৪,৪৫০ „	১১,৪৫,০০০ „
৮।	বেরিং সাগর	১৩,৪২২ „	৮,৭৬,০০০ „
৯।	ওখটস্ক্ সাগর	১০,৫৫৪ „	৫,৯০,০০০ „
১০।	পূর্বচীন সাগর	১০,৫০০ „	৪,৮২,০০০ „
১১।	হাড্‌সন উপসাগর	১,৫০০ „	৪,৭৫,০০০ „
১২।	জাপান সাগর	১০,২০০ „	৩,৮৯,০০০ „
১৩।	উত্তর সাগর	১,৯৯৮ „	২,২২,০০০ „
১৪।	লোহিত সাগর	৭,২৫৪ „	১,৬৯,০০০ „
১৫।	কৃষ্ণ সাগর	৭,২০০ „	১,৬৫,০০০ „
১৬।	বাল্‌টিক সাগর	১,২০০ „	১,৬৩,০০০ „

প্রধান নদীসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য
১। মিসিসিপি-মিসৌরী (উঃ আমেরিকা)	৪২৪০ মাইল
২। নীল (আফ্রিকা)	৪১৯৪ "
৩। এমাজন (দঃ আমেরিকা)	৪০০০ "
৪। ইয়াংসী (চীন)	৩১০০ "
৫। আমুর (মধ্য এশিয়া)	২৯০০ "
৬। কঙ্গো (আফ্রিকা)	২৯০০ "
৭। লেনা (সাইবেরিয়া)	২৮৬০ "
৮। ইনিসি (সাইবেরিয়া)	২৮০০ "
৯। হোয়াংহো (চীন)	২৭০০ "
১০। নাইজার (আফ্রিকা)	২৬০০ "
১১। ম্যাকেঞ্জী (কানাডা)	২৫১৪ "
১২। মেকং (ইন্দোচীন)	২৫০০ "
১৩। মারে (অস্ট্রেলিয়া)	২৩১০ "
১৪। ভলগা (রাশিয়া)	২৩০০ "
১৫। ইউকন (উঃ আমেরিকা)	২৩০০ "
১৬। সেন্ট লরেন্স (কানাডা)	১৯০০ "
১৭। সেলুইন (বার্মা)	১৭৫০ "
১৮। ডেনিউব (ইউরোপ)	১৭২৫ "
১৯। ইউফ্রেটিস (ইরাক)	১৭০০ "
২০। সিন্ধু (ভারত)	১৭০০ "
২১। ব্রহ্মপুত্র (ভারত)	১৬৮০ "
২২। গঙ্গা (ভারত)	১৫৪০ "
২৩। নীপার (ইউরোপ)	১৪০০ "
২৪। রাইন (")	৮০০ "

জাহাজ চলাচলের প্রধান খালসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য	গভীরতা
১। সুয়েজ (মিশর)	১০৪.৫ মাইল	৩৯ ফিট
২। কীয়েল (জার্মানী)	৬১ "	৪৫ "
৩। হাউস্টন (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)	৫৭ "	৩৪ "
৪। পানামা (আমেরিকা)	৫০.৭২ "	৪৫ "
৫। ম্যাঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড)	৩৫.৫ "	২৬ "

প্রধান পর্বতশৃঙ্গসমূহ

নাম	উচ্চতা
১। এভারেস্ট (নেপাল)	২৯০০২ ফুট
২। গডুইন অস্টিন (K²) (পাকিস্তান)	২৮২৫০ "
৩। কাঞ্চনজঙ্ঘা (ভারত)	২৮১৪৬ "
৪। মাকালু (নেপাল)	২৭৭৯৫ "
৫। ধবলগিরি (নেপাল)	২৬৭৯৫ "
৬। অন্নপূর্ণা (")	২৬৫০৪ "
৭। হিমলচুলি (")	২৫৮০১ "
৮। নাঙ্গা পর্বত (ভারত)	২৬৬২০ "
৯। নন্দাদেবী (ভারত)	২৫৬৪৫ "

নাম	উচ্চতা	নাম	উচ্চতা
১০। মিন্যা কোংকা (চীন)	২৪০০০ „	১৫। চিমবোরাজো (ইকুয়েডর)	২০৭৫২ „
১১। উলুঘ মুজতাগ (তিব্বত)	২৩৮৯০ „	১৬। মাউন্ট ম্যাক্‌কিনলে (আলাস্কা)	২০৩০০ „
১২। টেংরি খাঁ (তুর্কীস্থান)	২৩৬০০ „	১৭। কিলিমাঞ্জারো (টাঙ্গানাইকা)	১৯৩১৯ „
১৩। টুপুঙ্গাটো (চিলি)	২১৮১০ „	১৮। মণ্ট ব্ল্যাঙ্ক (ফ্রান্স)	১৫৭৮১ „
১৪। মাউন্ট ইল্লাম্পু (বোলিভিয়া)	২১৪৮৯ „		

প্রধান দ্বীপসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
১। গ্রীণল্যাণ্ড	৭৩৬৫১৮	৮। হনসু	৮৮০৩১
২। নিউগিনি	৩১০০০০	৯। গ্রেটব্রিটেন	৮৪১৮৬
৩। কলিমান্তান (বোর্ণিও)	৩০৬৯০৬	১০। ভিক্টোরিয়া	৮০৪৫০
৪। বাফিন	২৩৬০০০	১১। জাভা	৪৮০০০
৫। মালাগাসি (মাডাগাস্কার)	২৪১০৯৪	১২। সেলিবিস	৭৩১৬০
৬। ফিলিপাইন	১১৪৪০০	১৩। লুজন	৪৬৬৩৬
৭। আন্দালাস (সুমাত্রা)	১৬৪১৪৮	১৪। কিউবা	৪৪২০৬
		১৫। সিংহল	২৫৩৩২

বৃহৎ হ্রদসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
ক্যাস্‌পিয়ান সাগর (এশিয়া)	১,৭০,০০০	চাদ (আফ্রিকা)	২০,০০০
স্থপিরিয়ার (উঃ আমেরিকা)	৩১,৮২০	বৈকাল (সাইবেরিয়া)	১২,১৫০
ভিক্টোরিয়া (আফ্রিকা)	২৬,২০০	গ্রেট বিয়ার (উঃ আমেরিকা)	১২,২৭৫
আরল (এশিয়া)	২৪,৪০০	গ্রেট শ্লেভ („ „)	১০,৯৮০
হুরন (উঃ আমেরিকা)	২৩,০১০	উইনিপেগ („ „)	৯,৫৬৪
মিচিগান („)	২২,৪০০	লাডোগা (ইউরোপ)	৭,১০০

ওনেগা (ইউরোপ) ৩,৭৬৫ বর্গমাইল

বৃহৎ আগ্নেয়গিরিসমূহ

নাম	উচ্চতা (ফিট)	নাম	উচ্চতা (ফিট)
গুয়াল্লাতিরি (চিলি)	১৯,৮৮২	মাউণ্ট ব্যাঞ্জেল (যুক্তরাষ্ট্র)	১৪,০০০
লাস্কার („)	১৯,৬৫২	মৌনালোয়া (হাওয়াই)	১৩,৬৭৫
কটোপাক্সি (ইকুয়েডর)	১৯,৫৫০	ফুজিয়ামা (জাপান)	১২,৩৯৫
স্যাঙ্গে („)	১৭,৭৪৯	এরেবাস (এণ্টার্কটিক)	১৩,০০০
টুঙ্গুরা হুয়া („)	১৬,৫১২	এটনা (সিসিলি)	১০,৭৪১
কোটাকাচি („)	১৬,১৯৭	ভিসুবিয়াস (ইতালী)	৩,৭৮০

প্রধান মরুভূমিসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
সাহারা (আফ্রিকা)	৩০,০০,০০০	গোবি মরুভূমি (সাইবেরিয়া)	৪,০০,০০০
অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমি	৬,০০,০০০	কালাহারি (আফ্রিকা)	২,০০,০০০
আরবের মরুভূমি	৫,০০,০০০	থর মরুভূমি (ভারত)	১,০০,০০০
আটাকামা (দঃ আমেরিকা)			

বিশ্বের বৃহৎ নগরীসমূহ

নাম	লোকসংখ্যা	নাম	লোকসংখ্যা
টোকিও (১৯৬০)	৯১,২৭,৪৬০	বুয়েনো এয়ারেস (১৯৫৮)	৩৭,৭১,৫০০
বৃহত্তর টোকিও	১,১৩,৭০,০৯৯	প্যারিস (১৯৫৪)	২৮,৫০,১৮৯
বৃহত্তর লণ্ডন (১৯৫১)	৮৩,৪৬,১৩৭	বৃহত্তর বোম্বাই (১৯৬১)	৪১,৪৬,৪৯১
নিউইয়র্ক (১৯৬০)	৭৭,৮১,৯৮৪	লেনিনগ্রাড (১৯৫৯)	২৮,৮৮,০০০
বৃহত্তর নিউইয়র্ক	১,০৬,৯৪,৬৩৩	পিকিং (১৯৫৮)	৫৪,২০,০০০
সাংহাই (১৯৫৭)	৭১,০০,০০০	রিও-ডি-জিনারিও (১৯৫৭)	২৯,৪০,০৪৫
মস্কো (১৯৫৯)	৫০,৩২,০০০	ওসাকা (১৯৫৫)	২৫,৪৭,৩২১
কলিকাতা (১৯৬১)	২৯,২৬,৪৯৮	কায়রো (১৯৫৭)	২৮,০০,০০০
বৃহত্তর কলিকাতা (১৯৬১)	৫৫,৫০,০০০	মেক্সিকো সিটি (১৯৫৩)	৩৭,৯৫,৫৬৭
চিকাগো (১৯৬০)	৩৫,৫০,৪০৪	লস এঞ্জেলস্ (১৯৬০)	২৪,৭৯,০১৫

সৌরজগৎ

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী সৌরজগতের অন্তর্গত একটি গ্রহ। পৃথিবী ব্যতীত আরও ৮টি গ্রহ সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। গ্রহগুলির নাম, সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব ও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে কতদিন সময় লাগে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্রহের নাম	সূর্য হইতে দূরত্ব	পরিক্রমণকাল
বুধ	৩৬০ লক্ষ মাইল	৮৮ দিন
শুক্র	৬৭০ „ „	২২৫ „
পৃথিবী	৯৩০ „ „	৩৬৫¼ „
মঙ্গল	১৪২০ „ „	৬৮৭ „
বৃহস্পতি	৪৮৪০ „ „	১১'৮৬ বৎসর
শনি	৮৮৭০ „ „	২৯'৪৫ „
ইউরেনাস	১৭৮৫০ „ „	৮৪ „
নেপচুন	২৭৯২৯ „ „	১৬৫ „
প্লুটো	৩৬৭২০ „ „	২৪৮ „

পৃথিবীর দূরত্ব : যে কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা সম্পূর্ণ গোল নহে, তাই সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব ৯,৪৫,০০,০০০ মাইল ও সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ৯,১৫,০০,০০০ মাইল। সুতরাং গড়ে দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। ১লা জুলাই তারিখে সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বাধিক ও ৩১শে ডিসেম্বর দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম।

পৃথিবীর উপগ্রহ (চন্দ্র) : চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব ২,৩৮,৮৫৭ মাইল। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। চন্দ্রের ব্যাস ২,১৬০ মাইল।

পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি : পৃথিবীর নৈরক্ষিক পরিধি ২৪,৯০২ মাইল ও দুই মেরু প্রদেশের দিকে পরিধির মাপ ২৪,৮৬০ মাইল। নৈরক্ষিক ব্যাসের পরিমাণ ৭,৯২৬ মাইল ও দুই মেরুর দিকে ব্যাস ৭,৮৯৯ মাইল।

পৃথিবীর মোট আয়তন প্রায় ১৯,৬৯,৫০,০০০ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গমাইল, অবশিষ্টাংশ জলভাগ।

পৃথিবীর ওজন : ৬,৫৯,২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ টন।

পৃথিবীর বয়স : নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হ্যারল্ড ইউরের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বর্তমান বয়স ৩০০ কোটি বৎসর।

পৃথিবীর গতি : পৃথিবীর দুইটি গতি—আহ্নিক (Rotation) ও বার্ষিক (Revolution) গতি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় আপন মেরুরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বে একবার ঘোরে, ইহাই আহ্নিক গতি। ইহার ফলে দিবা ও রাত্রি হয়। আবার পৃথিবী আপন কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিটে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে, ইহাই বার্ষিক গতি। ইহার ফলে দিবা রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি : পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরিবার সময় ৬৬½° কোণ করিয়া সর্বদা ধ্রুবতারার দিকে হেলিয়া থাকে, এই কারণে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সমান ভাবে সূর্যকিরণ পতিত হয় না; সুতরাং দিবারাত্রি সমান হইতে পারে না। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয় তখন ঐ অংশের সর্বত্র অধিক সূর্যকিরণ পড়ে, তাই ঐ অংশে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। অনুরূপ ভাবে যখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের নিকটে থাকে তখন ঐ অংশে দিবা বড় ও রাত্রি ছোট হয়। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র সর্বাপেক্ষা বড় দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। আবার ২২শে ডিসেম্বর সর্বাপেক্ষা ছোট দিন ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক ইহার বিপরীত হয়। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়, কারণ পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ দুই দিন এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়, যেখান হইতে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য হইতে সমদূরবর্তী থাকে, তাই উভয় গোলার্ধই সমান ভাবে আলো পায়। মেরুপ্রদেশে একাদিক্রমে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রি থাকে।

ভূ-বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত (Equator) : উত্তর ও দক্ষিণমেরু হইতে ঠিক সমান দূরে অবস্থিত এই কল্পিত রেখাদ্বারা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ।

মেরুরেখা (Earth's Axis) : ভূগর্ভের ভিতর দিয়া যে কল্পিত শলাকা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবিন্দুদ্বয় সংযুক্ত করিতেছে তাহাই মেরুরেখা।

ভারতীয় পঞ্জিকা প্রসঙ্গ

ভারতীয় বর্ষগণনা-বিধি

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে বর্ষ গণনার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা বুঝিতে হইলে রাশি, নক্ষত্র, রাশিচক্র, অয়নগতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে সরলভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

রাশিচক্রঃ রাশি রাশি নক্ষত্রের দ্বারা গঠিত যে নক্ষত্রবলয় আকাশপথে রবিকক্ষের উভয় দিকে ৮ ডিগ্রী করিয়া মোট ১৬ ডিগ্রী স্থান চক্রাকারে জুড়িয়া রহিয়াছে তাহাকে বলা হয় রাশিচক্র। রবি এই চক্রপথে দৈনিক প্রায় ১ ডিগ্রী করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করে; এই কারণে উহাকে রবিমার্গ বা সবিতৃমণ্ডলও বলা হইয়া থাকে। রাশিচক্র ৩৬০ ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ এবং উহা ১২ রাশি ও ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। এই হিসাবে প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ ডিগ্রী এবং প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ ডিগ্রী ২০ মিনিট। প্রত্যেক রাশি ২¼ নক্ষত্র লইয়া গঠিত।

রাশিসমূহের নামঃ তারার সমষ্টি লইয়া রাশিগুলি যেভাবে গঠিত তাহার সহিত জীবজন্তুর আকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন আকাশের যে স্থানে নক্ষত্রপুঞ্জের সম্মিলনে একটি মেষের মত দেখায় সেই স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে মেষ রাশি। এইভাবে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন এই ১২টি রাশির নামকরণ হইয়াছে। zoo পশুশালা হইতেই পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিচক্রের নাম zodiac হইয়াছে।

নক্ষত্রঃ ভারতীয় জ্যোতিষে আগে নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে, পরে রাশিবিভাগ। বৈদিক ঋষিগণ নক্ষত্রচক্রকে বলিতেন সোমগৃহ বা চন্দ্রগৃহ। 'অথো নক্ষত্রাণামেষা সোম আহিত' অর্থাৎ, নক্ষত্রগণের ভিতরে চন্দ্রকে স্থাপন করা হইয়াছে। চীন ও আরবদেশেও নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে।

২৭ নক্ষত্রের নামঃ ১। অশ্বিনী—অশ্বমুখ সদৃশ, ২। ভরণী—যোনীসদৃশ, ৩। কৃত্তিকা—কর্তারিকা বা কাঁটারি সদৃশ, ৪। রোহিণী—রুহ ধাতু (আরোহণ) হইতে রোহিণী, অতএব 'শকট' সদৃশ, ৫। মৃগশিরা—মৃগের মস্তকের ন্যায়, ৬। আর্দ্রা—আর্দ্র ভিজা অর্থে গামলা সদৃশ, ৭। পুনর্বসু—গৃহ সদৃশ, ৮। পুষ্যা—

বাণ সদৃশ, ৯। অশ্লেষা—চক্রাকার বা সর্পাকার সদৃশ, ১০। মঘা—গৃহ সদৃশ, ১১। পূঃ ফল্গুনী—শয্যা সদৃশ, ১২। উঃ ফল্গুনী—মঞ্চশয্যা সদৃশ, ১৩। হস্তা—হস্ত সদৃশ, ১৪। চিত্রা—মুক্তা সদৃশ, ১৫। স্বাতী—প্রবাল সদৃশ, ১৬। বিশাখা—তোরণ সদৃশ, বিশাখার অন্য নাম রাধা, ১৭। অনুরাধা—বলি সদৃশ, রাধার পরে অনুরাধা থাকায় সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইবে, ১৮। জ্যেষ্ঠা—কুণ্ডল, মতান্তরে জ্যেষ্ঠী সদৃশ, ১৯। মূলা—সিংহ পুচ্ছ, মতান্তরে মূল সদৃশ, ২০। পূঃ ষাঢ়া—মঞ্চ সদৃশ, ২১। উঃ ষাঢ়া—হস্তিদন্ত সদৃশ, ২২। শ্রবণা—ত্রিপদ (বিষ্ণুর ত্রিপদ), মতান্তরে কর্ণ সদৃশ, ২৩। ধনিষ্ঠা—মৃদঙ্গ সদৃশ, ২৪। শতভিষা—চক্র সদৃশ, ২৫। পূঃ ভাদ্রপদ—যমলদ্বয়, ২৬। উঃ ভাদ্রপদ—উভয় নক্ষত্র ভদ্রাসন সদৃশ ; ২৭। রেবতী—মৃদঙ্গ সদৃশ।*

উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন : রাশিচক্রের উপর বিষুববৃত্ত ২৩°২৮" মিনিট বক্রভাবে অবনত থাকায় দুইটি কোণের সৃষ্টি হয় ; উক্ত কোণ দুইটির নাম যথাক্রমে মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি। মকরক্রান্তি হইতে সূর্যের যে গতি হয় তাহাকে বলা হয় উত্তরায়ন বা উত্তরপথে গমন এবং কর্কটক্রান্তি হইতে যে গতি হয় তাহাকে দক্ষিণায়ন বলা হয়। উত্তরায়নের আরম্ভ মাঘ মাস হইতে। ঐ সময় সূর্য বিষুবের উপরে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগগনে উঠিতে থাকে ও রাশি অতিক্রম করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং সূর্যের আলোক ভূপৃষ্ঠে অধিক সময় থাকে। এই জন্য তখন উত্তরায়নে দিবাভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তদনুপাতে রাত্রিভাগ কমিতে থাকে। অনুরূপভাবে সূর্যের দক্ষিণায়ন গতিকালে (শ্রাবণ মাস হইতে) দিবাভাগ বৃদ্ধি ও রাত্রির পরিমাণ কমিতে থাকে। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন গতির জন্য দিবারাত্রির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

ক্রান্তিপাত : বিষুববৃত্তের গতির ফলে যে দুইটি স্থানে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত তাহার সম্পাত বা মিলন হয় সেই স্থানদ্বয়কে যথাক্রমে বাসন্তিকা এবং শারদ ক্রান্তিপাতবিন্দু বলে। ঐ দুইটি বিন্দুতে সূর্য পৌছিলে দিবারাত্রের মান সমান হয়। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত হয় ৭ই চৈত্র এবং শারদ ক্রান্তিপাতের তারিখ ৭ই আশ্বিন। উক্ত দুই দিনই দিবারাত্র সমান হয়।

অয়ন : অয়ন অর্থে গমন বা চলন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস আয়নগতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, বিষুব বৃত্তের (celestial equator) শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে (গ্রহগণের

*নক্ষত্রসমূহের আকৃতি জ্যোতির্বিদ্ শ্রীপতিকৃত রত্নমালা গ্রন্থের সাহায্যে বর্ণিত হইল।

বিপরীত দিকে) গমন-জনিত গতিই অয়নগতি। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী গতিশীল থাকায় বিষুববৃত্ত (আকাশ বিষুব) ও ভূ-বিষুব উভয়ে সমার্থক এবং উভয়ের গতিও এক হইয়াছে। বিষুববৃত্তের গতির জন্য ক্রান্তিবৃত্তের (রাশিচক্রের) অন্তর্বর্তী কোণের পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই অন্তর্বর্তী কোণ বলিতে যে দুই সমতল ক্ষেত্রের উপর ভূ-বিষুব এবং ক্রান্তিবৃত্ত অবস্থিত, সেই দুই সমতল ক্ষেত্রের ঘন কোণকে বুঝিতে হয়; উহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর অক্ষরেখা ভূ-বিষুবের সমতলের উপরে লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং ভূ-বিষুবের গতির বেগের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখা বেগে ঘূর্ণ্যমান লাটিমের ন্যায় মৃদু মৃদু ভাবে বলয়াকারে শূন্যে আবর্তনক্রমে ঘুরিতে থাকে। অতএব ভূপৃষ্ঠের অক্ষরেখা হইতে মহাশূন্যে রাশিচক্র মধ্যস্থ স্থির নক্ষত্র পর্যন্ত কল্পনা প্রসারিত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অক্ষরেখা রাশিচক্রের উপর মৃদু মৃদু গতিতে একটি বৃত্ত রচনা করিতে থাকিবে। এই গতির বার্ষিক মান বর্তমান জ্যোতি-বিজ্ঞান মতে ৫০ সেকেণ্ড, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ৫০·৩ সেকেণ্ড। এই গতি পশ্চাৎগতি, ইহার ফলে অয়নের ৭২ বৎসরে ১ ডিগ্রী (স্থূলতঃ একদিন) পশ্চাৎগমন হয়। এই নিয়মে অয়নগতি ৩৬০ ডিগ্রী পরিমিত সম্পূর্ণ রাশিচক্র ২৫,৯২০ (৩৬০ × ৭২) সৌরবর্ষে আবর্তন করে। এই গতির জন্য সায়ন বর্ষ প্রতি ৭২ বৎসরে একদিন পিছাইয়া আরম্ভ হয়।

এই অয়নগতির মান সম্পর্কে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় সায়ন বর্ষ আরম্ভে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মতে অয়নগতি দ্বিবিধ এবং উহার বার্ষিকগতির মানও বহুবিধ। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অয়নগতির বিভিন্ন মান ধরিয়া পঞ্জিকা গণনা করা হইতেছে, ফলে পঞ্জিকাসমূহের গণনায় স্বভাবতঃ অনৈক্য ঘটে। নিম্নে দ্বিবিধ অয়নগতি এবং উহার বার্ষিকগতির বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

দুই স্বতন্ত্র মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মধ্যে অয়নগতি দুই প্রকার, যথা— ১। ঘড়ির দোলকের ন্যায় এপাশে ওপাশে দোলায়মান গতি। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় Pendulam Theory। ২। পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তনশীল অয়নগতি। ইহার ইংরাজী নাম Revolutionary Theory। দোলায়মান গতিতে রাশিচক্রের উভয়দিকে ২৭° + ২৭° = ৫৪° ডিগ্রী করিয়া অয়নের মোট ১০৮° ডিগ্রী মাত্র গতি হয়। অয়নগতির এই মত সর্বজন-গ্রাহ্য নহে, কারণ রাশিচক্র মোট ৩৬০ ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে অয়নগতির আরম্ভ ধরিয়া সম্পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তন করিয়া আসার যে মত প্রচলিত আছে তাহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত।

দোলুক অয়নগতির মান	পূর্ণ আবর্তনশীল গতির মান
সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থমতে—৫৪″	মুঞ্জালভট্ট গ্রন্থমতে—৫৯″ ৯‴
সোম সিদ্ধান্ত „ — „	ভাস্বতী „ —৬০″
সাকল্য সিদ্ধান্ত „ — „	গ্রহলাঘব „ —৬০″
লঘুবশিষ্ট „ — „	সিদ্ধান্ত দর্পণ
পরাশর সিদ্ধান্ত „ —৫২″ ৩৫‴	(উড়িষ্যার চন্দ্রশেখর সামন্ত) গ্রন্থমতে —৫৭″
আর্যশত শতিকা „ —৪৬″ ২৫‴	আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান „ —৫০″
(মুনিশ্বর)	বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা „ —৫০″৩‴

উপরোক্ত মতবাদসমূহের উপর নির্ভর করিয়া ভারতে বহু পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ফলে এক পঞ্জিকার সহিত অপর পঞ্জিকার গণনার পার্থক্য হয় এবং পঞ্জিকা ব্যবহারকারী সাধারণ লোকের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পঞ্জিকা বিভ্রাটের বিবিধ কারণের মধ্যে ইহাই প্রধান। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই সম্প্রতি ভারত সরকার পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছেন।

চান্দ্রবর্ষ : চন্দ্রের বার্ষিক গতি দ্বারা চান্দ্রবর্ষ গণিত হয়। চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ হইতে স্থূলতঃ ১১ দিন কম থাকায় উহার বর্ষমান ৩৫৪ দিন ধরা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক পঞ্জিকা সংস্কার

ভারত সরকার ১৩৬৩ সালের ৮ই চৈত্র (২২শে মার্চ, ১৯৫৭) হইতে এক নূতন সৌরপঞ্জী প্রবর্তন করিয়াছেন। ভারতের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সায়ন মতে একজাতীয় (uniform) পঞ্জিকা প্রচলন করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। উপরোক্ত তারিখটিতে সরকারী পঞ্জিকায় ১লা চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ বলিয়া ধরা হইয়াছে। আলোচ্য পঞ্জিকায় কাল নিরূপণের জন্য কেবলমাত্র শকাব্দ ব্যবহৃত হইবে। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাতের (বঙ্গাব্দ ৭ই চৈত্র বা ২১শে মার্চ) পর দিন হইতে সরকারী নববর্ষ আরম্ভ। সুতরাং এই হিসাবে বাংলা ৮ই চৈত্র সরকারী পঞ্জিকায় ১লা চৈত্র।

[দ্রষ্টব্য—এই সম্পর্কে ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের বর্ষপঞ্জীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কৌতূহলী পাঠকগণ এ বিষয়ে আরও তথ্যাদি জানিতে চাহিলে বর্ষপঞ্জীর ১৩৬৪ ও ১৩৬৫ সালের সংস্করণ দ্রষ্টব্য—সম্পাদক, বর্ষপঞ্জী।]

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন অব্দ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুপ্রকার অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, নিম্নে কতিপয় অব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

পাণ্ডবকাল বা যুধিষ্ঠিরাব্দ: যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময় হইতে এই অব্দ প্রবর্তন করা হইয়াছিল। সপ্তর্ষিগণ তখন মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিতেন। বরাহ উহার কাল গণনা করিয়াছেন খৃষ্টপূর্ব ২,৪৪৯। সপ্তর্ষিগণ প্রতি নক্ষত্রে শতবর্ষ অবস্থান করেন।

কল্যব্দ: পৃথিবীতে ঘূর্ণ্যন মতবাদের প্রথম প্রবর্তক আর্যভট্ট (পাটনা) এই অব্দ প্রচলন করেন।

বিক্রমসম্বৎ অব্দ: উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্য এই অব্দ প্রচলন করেন। চৈত্রমাসে ইহার বৎসর আরম্ভ; মাস পূর্ণিমান্ত। এই অব্দ উত্তর ভারতে অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে।

শকাব্দ: সম্রাট শালিবাহন এই অব্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

গুপ্তাব্দ: গুপ্তযুগে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চৈত্র পূর্ণিমায় বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলনস্থল হইতে এই অব্দ প্রচলিত হয়।

ফসলী: সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার্যের সুবিধার জন্য 'হিজরী' নামক সাধারণ মুসলমানী চান্দ্রবর্ষের পরিবর্তে একটি সৌরবর্ষ প্রবর্তন করিয়াছিলেন (৯৬৩ হিজরী, ২।৩ রবি; ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬)। ফসল সংগ্রহ কালের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উহার নাম হয় 'ফসলী' সন (Harvest Year)। ৯৬৩ হিজরী বর্ষটিকেই কার্যতঃ সৌর ফসলী বর্ষে রূপান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ ফসলী সন যখনই আরম্ভ হইল তখন হইতেই ৯৬৩ ফসলী বলিয়া গণনা করা হইতে থাকিল। পূর্ব প্রচলিত চান্দ্র আশ্বিন মাস হইতে ফসলীর বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

বিলায়তী: উড়িষ্যায় আকবর প্রবর্তিত ফসলী বর্ষের নামকরণ হইল 'বিলায়তী' সন। ৯৬৩ বিলায়তী সনের বর্ষারম্ভ হইয়াছিল সৌর আশ্বিন মাসের ১লা তারিখ হইতে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৫৫৫)।

বঙ্গাব্দ: বঙ্গদেশে ফসল সন বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন নামে পরিচিত। ৯৬৩ হিজরী ৯৬৩ বঙ্গাব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১৪৭৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ (২৭শে মার্চ, ১৫৫৬) তারিখ হইতে বঙ্গাব্দের বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

নোবেল পুরস্কার

আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল (১৮৩৩-৯৬ খৃঃ) সুইডেনের একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ বিস্ফোরক ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা। নোবেল তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তির বৃহদংশ উইল দ্বারা ট্রাস্ট করিয়া রাখিয়া যান। এই ট্রাস্টের অর্থ ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১৭,৫০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা : এই বিপুল সম্পত্তির বার্ষিক আয়দ্বারা উইলে উল্লিখিত অভিলাষ অনুসারে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে প্রতি বৎসর পাঁচজন মনীষীকে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে :—

(১) সাহিত্য (শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে 'সুইডিশ একাডেমী অব লিটারেচার'-এর উপর), (২) শান্তি (নরওয়ে পার্লামেন্টের পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটি কর্তৃক বিচার্য), (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান ও (৪) রসায়ন ('সুইডিশ একাডেমী অব সায়েন্স' কর্তৃক বিচার্য) এবং (৫) ভেষজ-বিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব ('স্টকহোলম ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন' বিচার করেন)।

দাতার নামানুসারে এই পুরস্কার 'নোবেল পুরস্কার নামে আখ্যাত। নোবেলের পঞ্চম বার্ষিকী মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়। নোবেলের উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকার অধিক সুদ অর্জিত হইয়া থাকে।

॥ ১৯৬৩ সালের পুরস্কার ॥

১৯৬৩ সালে মোট ৯ জন মনীষীকে পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে। শান্তির জন্য ১৯৬২ সালে পুরস্কার ঘোষণা স্থগিত রাখা হইয়াছিল, তাহাও আলোচ্য বর্ষে ঘোষণা করা হইয়াছে।

গ্রীক কবি জিওরগাস্ সেফারিস এই বৎসর সাহিত্যে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। গ্রীস দেশের অধিবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম "নোবেল পুরস্কার" লাভ করিলেন। আলোচ্য বর্ষে পদার্থবিজ্ঞানে যে তিন জন বিজ্ঞানীকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন একজন মহিলা বিজ্ঞানী—শ্রীমতী মেরিয়া গোয়েপার্ট-মেয়ার। ম্যাডাম কুরীর পরে এই প্রথম একজন মহিলা বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করিলেন। এই বিভাগে পুরস্কার প্রদত্ত অর্থের অর্ধেক পাইবেন বিজ্ঞানী ই. পি. উইগনার এবং বাকি অর্ধেক পাইবেন শ্রীমতী মেয়ার ও অধ্যাপক এ. এফ. হাক্সলি যুগ্মভাবে। পরবর্তী পৃষ্ঠসমূহে পুরস্কারের বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হইল।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের তালিকা

সাহিত্য

১৯০১ আর. এফ. এ. সুলী-প্রধোম	ফ্রান্স
১৯০২ টি. মমসেন	জার্মানী
১৯০৩ বিয়র্ণসন	নরওয়ে
১৯০৪ এইচ. পি. মিস্ত্রাল্	ফ্রান্স
এবং যোশে এচেগারে	স্পেন
১৯০৫ এইচ. সিয়েন কিয়েউইৎস	পোল্যাণ্ড
১৯০৬ জি, কারডুচি	ইতালী
১৯০৭ রাডিয়ার্ড কিপলিং	ইংল্যাণ্ড
১৯০৮ রুডল্ফ অয়কেন	জার্মানী
১৯০৯ সেলমা লাগেরলফ	সুইডেন
১৯১০ পল জোহান লাডুইগণ হেইজ	জার্মানী
১৯১১ মরিস মেতারলিঙ্ক	বেলজিয়াম
১৯১২ জি. হাউপ্টম্যান	জার্মানী
১৯১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতবর্ষ
১৯১৪ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৫ রোমাঁ রোঁলা	ফ্রান্স
১৯১৬ ভি. হেইডেনস্ট্যাম	সুইডেন
১৯১৭ কার্ল গিবল্লেরাপ ও এইচ. পন্টাপ্পিদান	ডেনমার্ক
১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৯ সি. স্পিট্লার	সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯২০ নুট হ্যামসুন	নরওয়ে
১৯২১ আনাতোল ফ্রান্স	ফ্রান্স
১৯২২ জে. বেনাভেন্তে	স্পেন
১৯২৩ ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স	আয়র্ল্যাণ্ড
১৯২৪ হ্বলাদিশ্ল রেণ্ট	পোল্যাণ্ড
১৯২৫ জর্জ বার্ণার্ডশ	ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা	ইতালী
১৯২৭ আঁরী বার্গস	ফ্রান্স
১৯২৮ এস. উন্ডসেৎ	নরওয়ে
১৯২৯ টমাস মান	জার্মানী
১৯৩০ সিনক্লেয়ার লিউইস	আমেরিকা
১৯৩১ ই. আক্সেল কার্লফেল্ট	সুইডেন
১৯৩২ জন গলস্ওয়ার্দি	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ আইভান বুনিন	রাশিয়া
১৯৩৪ লুইগী পিরাণদেলো	ইতালী
১৯৩৫ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩৬ ইউজেন ও'নীল	আমেরিকা
১৯৩৭ আর. এম. ডুগার্ড	ফ্রান্স
১৯৩৮ পার্ল বাক	আমেরিকা
১৯৩৯ পি. ই. সিল্লান্পা	ফিনল্যাণ্ড
১৯৪০—৪৩ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৪ জে. ভি. জেনসেন	ডেনমার্ক
১৯৪৫ গ্যাব্রিয়েলা মিসট্রাল	চিলি
১৯৪৬ হেরম্যান হেস	সুইটজারল্যাণ্ড
১৯৪৭ আঁদ্রে জিদ	ফ্রান্স
১৯৪৮ টি. এস. এলিয়ট	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৯ উইলিয়াম ফক্নার	আমেরিকা
১৯৫০ বার্ট্রাণ্ড রাসেল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১ পার লাগেরকিস্ট	সুইডেন
১৯৫২ এম. ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক	ফ্রান্স
১৯৫৩ স্যার উইনস্টন চার্চিল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৪ আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	আমেরিকা
১৯৫৫ এইচ্ কিলজান ল্যাকনেস	আইসল্যাণ্ড
১৯৫৬ জুয়ান র‍্যামন রিমেনেজ	স্পেন
১৯৫৭ আলবিয়র কামু	ফ্রান্স
১৯৫৮ বোরিশ প্যাস্টারনাক*	রাশিয়া
১৯৫৯ সালভাতোর কোয়াসিমোদো	ইতালী
১৯৬০ সাঁ জ্যাঁ পার্স	ফ্রান্স
১৯৬১ ইভো আন্ত্রিক	যুগোস্লাভিয়া
১৯৬২ জন স্টাইনবেক	আমেরিকা
১৯৬৩ জিওরগাস সেফারিস	(গ্রীস)

* গ্রহণ করেন নাই

শান্তি

১৯০১ হেন্রী ডুনান্ত এবং ফ্রেডারিক পার্সি	সুইট্জারল্যাণ্ড ফ্রান্স
১৯০২ এলি ডুকম এবং আলফ্রেড গোবা	সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯০৩ ডব্লিউ, আর. ক্রেমার	ইংল্যাণ্ড
১৯০৪ 'দি ইন্সিটিটিউট অব্ ইণ্টারন্যাশন্যাল ল'	বেলজিয়াম
১৯০৫ ব্যর্থা বি. ফন সুটনের	অস্ট্রীয়া

১৯০৬ থিওডোর রুজভেল্ট — আমেরিকা
১৯০৭ আর্নেস্টো টি মোনেটা — ইতালী
এবং লুই রেণা — ফ্রান্স
১৯০৮ কে. পি. আর্নল্ডসন্ — সুইডেন
এবং এম এফ. বাজের — ডেনমার্ক
১৯০৯ ব্যারণ দেস্তুয়রনেল দ্য কঁস্তাঁৎ — ফ্রান্স
এবং এম্. বিয়ারনায়েট — বেলজিয়াম
১৯১০ 'পার্লামেন্ট ইন্টারন্যাশন্যাল পীস ব্যুরো' — সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯১১ টি. এম. সি. আবোর — নেদারল্যাণ্ডস্
এবং আলফ্রেড ফ্রিয়েড — অস্ট্রীয়া
১৯১২ এলিহু রুট — আমেরিকা
১৯১৩ এইচ. লা ফঁতে — বেলজিয়াম
১৯১৪-১৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৭ 'ইন্টারন্যাশন্যাল কমিটি অব দি রেডক্রস' — জেনেভা
১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ উড্রো উইলসন — আমেরিকা
১৯২০ লেওঁ বুর্জোয়া — ফ্রান্স
১৯২১ কে. এইচ. ব্রাণ্টিং — সুইডেন
এবং খৃষ্টিয়ান এল. ল্যাঙ্গে — নরওয়ে
১৯২২ ফ্রিৎজোফ নানসেন — ঐ
১৯২৩-২৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৫ চার্লস জি. ডাওয়েস — আমেরিকা
এবং অস্টেন চেম্বারলেন — ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ আরিস্তাইদ ব্রিয়াঁ — ফ্রান্স
জি. ষ্ট্রেজেমান — জার্মানী
১৯২৭ এ. ব্যুইস — ফ্রান্স
এবং লুডউইগ কুইডে — জার্মানী
১৯২৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৯ এফ. বি. কেলগ — আমেরিকা
১৯৩০ এল. ও. জে. সোমারব্লম — ঐ
১৯৩১ মিস্ জেনি এ্যাডামস
এবং এন. এম. বাটলার — ঐ
১৯৩২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৩ নমান্ এ্যাঞ্জেল — ইংল্যাণ্ড
১৯৩৪ আর্থার হেণ্ডারসন — ঐ
১৯৩৫ কার্ল ফন্ ওজিয়েটস্কি — জার্মানী
১৯৩৬ সি. এস. লামাস — আর্জেন্টিনা
১৯৩৭ ভাইকাউন্ট সেসিল — ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮ 'ন্যানসেন ইন্টারন্যাশন্যাল অফিস ফর রেফিউজিস' — জেনেভা
১৯৩৯—৪৩ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৪ 'ইন্টারন্যাশন্যাল কমিটি অব দি রেডক্রস' — সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৪৫ কর্ডেল হাল — আমেরিকা
১৯৪৬ এমিলি জি. বালক
এবং জন মট — ঐ
১৯৪৭ 'ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কাউন্সিল' — ইংল্যাণ্ড
এবং 'আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস কমিটি' — আমেরিকা
১৯৪৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৯ লর্ড বয়েড অর্ — ইংল্যাণ্ড
১৯৫০ ডাঃ রালফ এস. বাঞ্চ — আমেরিকা
১৯৫১ লেও জুয়ো — ফ্রান্স
১৯৫২ এ্যালবেয়ার শোয়াইসার — ঐ
১৯৫৩ জর্জ ক্যাটেল মার্শাল — আমেরিকা
১৯৫৪ জি. জে. ভেনহুভে সোহেনহার্ট — নেদারল্যাণ্ডস
১৯৫৫—৫৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৫৭ লিষ্টার বি. পিয়ারসন — কানাডা
১৯৫৮ ফাদার ডি. পায়ার — বেলজিয়াম
১৯৫৯ ফিলিপ্ নোয়েল বেকার — ইংল্যাণ্ড
১৯৬০ এ্যালবার্ট লুথালি — দঃ আফ্রিকা
১৯৬১ দাগ হামারশীল্ড — নরওয়ে
১৯৬২ ই. সি. পাউলিং — আমেরিকা
১৯৬৩ ইন্টারন্যাশনাল রেডক্রশ কমিটি
এবং রেডক্রশ লীগ

পদার্থ-বিজ্ঞান

১৯০১ ডব্লিউ. সি. রোয়েন্টেগেন — জার্মানী
১৯০২ এইচ. এ. লরেঞ্জ
এবং পি. জীমেন — ডেনমার্ক
১৯০৩ এ. এইচ. বেকেরেল এবং পিয়েরে ক্যুরী ও মেরী ক্যুরী — ফ্রান্স
১৯০৪ লর্ড র‍্যালে — ইংল্যাণ্ড
১৯০৫ ফিলিপ লেনার্ড — জার্মানী

১৯০৬ জে. জে. টমসন	ইংল্যাণ্ড
১৯০৭ এ. এ. মিচেলসন	আমেরিকা
১৯০৮ জি. লিপম্যান্	ফ্রান্স
১৯০৯ জি. মারকনি	ইতালী
এবং এফ্. ব্রন	জার্মানী
১৯১০ জে. ডি ভ্যান্ডার ওয়ালস,	নেদারল্যাণ্ডস্
১৯১১ ডব্লিউ. বায়েন্	জার্মানী
১৯১২ গুস্তাফ ডালেন	সুইডেন
১৯১৩ এইচ. হ্যামেরলিংৎ ওয়ালস্	নেদারল্যাণ্ডস্
১৯১৪ এম্. ভন্. লাউএ	জার্মানী
১৯১৫ ডব্লিউ. এইচ. ব্র্যাগ	
এবং ডব্লিউ এল. ব্র্যাগ	ইংল্যাণ্ড
১৯১৬ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৭ সি. জি. বার্কলা	ঐ
১৯১৮ ম্যাক্স প্লাঙ্ক	জার্মানী
১৯১৯ জে. ষ্টার্ক	ঐ
১৯২০ সি. ই. গুইলোম্	সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯২১ আলবার্ট আইনষ্টাইন	জার্মানী
১৯২২ নিয়েলস বর্	ডেনমার্ক
১১২৩ আর. এ. মিলিকান	আমেরিকা
১৯২৪ কে. এম. জি. সিগবান	সুইডেন
১৯২৫ জেমস ফ্রাঙ্ক এবং গুস্তভ হেতস	জার্মানী
১৯২৬ জীন বি. পের্যাঁ	ফ্রান্স
১৯২৭ আর্থার কম্পটন	আমেরিকা
এবং সি. টি. রীজ ইউল্সন	ইংল্যাণ্ড
১৯২৮ ও. ডব্লিউ. রিকার্ডসন	ঐ
১৯২৯ ডুস এল. ভি. দ্য ব্রবলী	ফ্রান্স
১৯৩০ স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ	ভারতবর্ষ
১৯৩১ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩২ ডব্লিউ. হাইজেন বের্গ	জার্মানী
১৯৩৩ পি. এ. এম. ডিরাক	ইংল্যাণ্ড
এবং এরউইন শ্রডিংগার	অসট্রীয়া
১৯৩৪ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩৫ জে. চ্যাড উইক	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬ ভি. এফ্. হেস	অসট্রীয়া
এবং সি. ডি. এ্যাণ্ডারসন	আমেরিকা

১৯৩৭ সি. জে. ডেভিসন	আমেরিকা
এবং জি. পি. টমসন	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮ এনরিকো ফেমি	ইতালী
১৯৩৯ ই. ও. লরেন্স	আমেরিকা
১৯৪০—৪২ প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৩ অটো ষ্টার্ণ	আমেরিকা
১৯৪৪ ইসিডোর আইজাক্ র‍্যাবি	ঐ
১৯৪৫ ডব্লিউ. পাউলি	অসট্রীয়া
১৯৪৬ পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান	আমেরিকা
১৯৪৭ স্যার ই. এ্যাপলটন	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮ পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট	ঐ
১৯৪৯ হিডেকি যুকাওয়া	জাপান
১৯৫০ সেসিল এফ পাওয়েল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১ স্যার জন ডগলাস কক্রফট্	ঐ
এবং ই. টি. এস. ওয়ালটন	আয়ার্ল্যাণ্ড
১৯৫২ ডঃ ই পার্সেল	আমেরিকা
ডঃ এফ. ব্লক	ঐ
১৯৫৩ ডঃ ফ্রীস জারনিক	নেদারল্যাণ্ডস্
১৯৫৪ ওয়াল্টার বোথে, ও ম্যাক্স বর্ণ	জার্মানী
১৯৫৫ ডঃ ডব্লিউ. ই. ল্যাম্ব	আমেরিকা
ও ডঃ পলিকার্প কুশ	ঐ
১৯৫৬ ডঃ উইলিয়াম শকলে	ঐ
ডঃ ডব্লিউ, এইচ, ব্রাটেন	ঐ
ডঃ জন বার্ডিন	ঐ
১৯৫৭ ডঃ সুং দাওলী এবং	চীন
ডঃ চেন নি-ইয়াং	ঐ
১৯৫৮ ডাঃ চেরেনকোভ	রাশিয়া
ডাঃ আই. ফ্রাঙ্ক	ঐ
ডাঃ আই. ট্যাম	ঐ
১৯৫৯ ডঃ এমিলিও সেগ্রে	আমেরিকা
ডঃ ওয়েন চেম্বারলেন	ঐ
১৯৬০ ডোনাল্ড এ. গ্লাসের	আমেরিকা
১৯৬১ আর হফ্স্ট্যাডটার ও	ঐ
আর. মোয়েসবার	জার্মানী
১৯৬২ লেবভাভিডব ল্যাণ্ডন	রাশিয়া
১৯৬৩ ই. পি. উইগনার *	আমেরিকা

* অর্ধেক উইগনার ও বাকি অর্ধেক অপর ২জন

১৯৬৩ শ্রীমতী এম. জি. মেয়ার এবং আমেরিকা
এইচ. ডি. জেনসেন জার্মানী

ভেষজবিদ্যা ও শারীরবৃত্ত

১৯০১ ই. এডলফ ফন্ বেরিং জার্মানী
১৯০২ স্যার রোনাল্ড রস্ ইংল্যাণ্ড
১৯০৩ এন. আর. ফিনসেন ডেনমার্ক
১৯০৪ আই. পি. প্যাভলভ রাশিয়া
১৯০৫ আর. কক্ জার্মানী
১৯০৬ র‍্যামনি ক্যাজল স্পেন
এবং ক্যামিলো গলগি ইতালী
১৯০৭ সি. এল. এ. ল্যাভেরা ফ্রান্স
১৯০৮ পল এরলিক জার্মানী
এবং ই. মেচানকফ ফ্রান্স
১৯০৯ টি. কোথের সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯১০ এ. কজেল জার্মানী
১৯১১ এ. গুলষ্ট্রাণ্ড সুইডেন
১৯১২ এ. ক্যারেল আমেরিকা
১৯১৩ সি. রিকেট ফ্রান্স
১৯১৪ আর, ব্যারানি অস্ট্রীয়া
১৯১৫—১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ জে. বরডে বেলজিয়াম
১৯২০ এ. ক্রব ডেনমার্ক
১৯২১ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২২ এ. হিল্ এবং ইংল্যাণ্ড
অধ্যাপক-মেয়ারহক জার্মানী
১৯২৩ এফ. জি. ব্যানটিং এবং
জে. জে. আর. ম্যাকলিয়ড কানাডা
১৯২৪ ডব্লিউ. আইনটোফেন হল্যাণ্ড
১৯২৫ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৬ জে. ফাইবিগার ডেনমার্ক
১৯২৭ জুলিয়স ডব্লিউ. জোরেগ অস্ট্রীয়া
১৯২৮ চাল স নিকেল ফ্রান্স
১৯২৯ এফ. জি. হপকিনস্ ইংল্যাণ্ড
এবং সি. আইয়েকম্যান হল্যাণ্ড
১৯৩০ কার্ল ল্যাণ্ডস্টাইনার আমেরিকা
১৯৩১ অটো ওয়ারবুর্গ জার্মানী
১৯৩২ স্যার চার্লস শেরিংটন
এবং ই. ডি. এ্যাড্রিয়ান ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ টি. এইচ. মরগান আমেরিকা
১৯৩৪ জি. মিনো ডব্লিউ. পি. মরফি
এবং জি. এইচ্. হুইপল্ আমেরিকা
১৯৩৫ এইচ. স্পিমান জার্মানী
১৯৩৬ স্যার হেনরি ডেইল ইংল্যাণ্ড
এবং অটো লোউই অস্ট্রীয়া
১৯৩৭ এ. এফ. সেণ্ট গিয়রগি হাঙ্গারী
১৯৩৮ সি. হেম্যানস বেলজিয়াম
১৯৩৯ জি. ডোমাগ জার্মানী
১৯৪০—৪২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩ হেন্রিক ডাম ডেনমার্ক
এবং এডোয়ার্ড ডয়জি আমেরিকা
১৯৪৪ জোসেফ আর্লেঙ্গার
এবং এইচ. গ্যাসার আমেরিকা
১৯৪৫ স্যার এ. ফ্লেমিং
স্যার হাওয়ার্ড ফ্লোরি ইংল্যাণ্ড
ডাঃ ই. বি. চেইন জার্মানী
১৯৪৬ এইচ. জে. মুলার আমেরিকা
১৯৪৭ ডাঃ সি. এফ. কোরি
এবং মিসেস এফ্. কোরি আমেরিকা
এবং ডাঃ বি. হাউসে আর্জেন্টিনা
১৯৪৮ পল মুয়েলার সুইট্জারল্যাণ্ড
১৯৪৯ ডাঃ ডব্লিউ. আর, হেস ঐ
এবং ডাঃ মনিজ পর্তুগাল
১৯৫০ এডোয়ার্ড সি. কেণ্ডাল ও
ফিলিপ এস. হেঞ্চ আমেরিকা
এবং টি. রাইখসটাইন সুইটজারল্যাণ্ড
১৯৫১ ম্যাক্স থেইলার আমেরিকা
১৯৫২ এস. ওয়াকস্ম্যান ঐ
১৯৫৩ ডাঃ এইচ, এডল্ফ ক্রেবস্ ইংল্যাণ্ড
এবং ডাঃ ফ্রীজ লিপ্ম্যান আমেরিকা
১৯৫৪ ডাঃ জন এফ, এণ্ডার্স ও ঐ
ডাঃ টমাস এইচ ওয়েলার ঐ
ডাঃ ফ্রেডারিকসি রবিন্স ঐ
১৯৫৫ ডাঃ হুগো থিয়োরেল

১৯৫৬ ডাঃ ডি. রিচার্ডস্ ঐ
ডাঃ এ. এফ. কুর্ণান ঐ
ডাঃ ডব্লিউ. ফস´ম্যান পঃ জার্মানী
১৯৫৭ ডাঃ ড্যানিয়েল বোভেট সুইটজারল্যাণ্ড
১৯৫৮ ডঃ জর্জ ওয়েলস আমেরিকা
ডাঃ ই. এল. টাটুম্ ঐ
জে. লেডারবার্গ ঐ
১৯৫৯ ডাঃ সেভেরো ওচোয়া ঐ
ডাঃ আর্থার কর্ণবার্গ ঐ
১৯৬০ পি বি. মেডাওয়ার ইংল্যাণ্ড
ফ্রাঙ্ক ম্যাক্ ফারলেন অষ্ট্রেলিয়া
১৯৬১ জাভিন বেকেসি আমেরিকা
১৯৬২ জে. ডি. ওয়াটসন ঐ
" এফ. এইচ. কম্পটন ক্রীক ইংল্যাণ্ড
" এম. এইচ. ফ্রেডারিক উইলকিন্স "
১৯৬৩ জে. সি. একক্লেস অস্ট্রীয়া
এ. এল. হজকিন ইংল্যাণ্ড
এ. এ. হাক্সলি ঐ

রসায়ন

১৯০১ জে. এইচ. হফ্ হল্যাণ্ড
১৯০২ এমিল ফিশার জার্মানী
১৯০৩ এস. এ্যায়েনিয়াস সুইডেন
১৯০৪ স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে ইংল্যাণ্ড
১৯০৫ এ. ফন বেয়ার জার্মানী
১৯০৬ এইচ মোইজঁা ফ্রান্স
১৯০৭ ই. বুকেনার জার্মানী
১৯০৮ আরনেস্ট রাদারফোর্ড ইংল্যাণ্ড
১৯০৯ ডব্লিউ অস্টওয়াল্ড জার্মানী
১৯১০ অটো ওয়ালাথ্ ঐ
১৯১১ মারী এস. ক্যুরী ফ্রান্স
১৯১২ ভি. গ্রিগ নার্ড এবং পি সাবেটিয়ে ঐ
১৯১৩ আলফ্রে ওয়রনার সুইটজারল্যাণ্ড
১৯১৪ টি. ডব্লিউ. রিচার্ডস আমেরিকা
১৯১৫ আর. উইলস্ট্যাটার জার্মানী
১৯১৬—১৭ প্রদত্ত হয় নাই

১৯১৮ ফ্রিৎস হেয়ার জার্মানী
১৯১৯ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২০ ওয়ালটার নার্মসট জার্মানী
১৯২১ এফ. সডি. এ্যাস্টন ইংল্যাণ্ড
১৯২২ এস ডব্লিউ. এ্যাস্টন ঐ
১৯২৩ ফ্রিৎস প্রেগল্ অস্ট্রীয়া
১৯২৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৫ আর জিগমণ্ডি জার্মানী
১৯২৬ টি. স্ভেডবার্গ সুইডেন
১৯২৭ এইচ. উইল্যাণ্ড জার্মানী
১৯২৮ এ. উইন্‌ডস্ ঐ
১৯২৯ এ. হার্ডন এবং ইংল্যাণ্ড
এইচ. ফন অয়লার চেলপিন সুইডেন
১৯৩০ হানস ফিশার জার্মানী
১৯৩১ কার্ল বশ এবং এফ. বেজিয়স জার্মানী
১৯৩২ আই. ল্যাংমিউয়ার আমেরিকা
১৯৩৩ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৪ এইচ. সি. ইউরে আমেরিকা
১৯৩৫ এফ. জোলিও ক্যুরী ও ম্যাডাম
জোলিও ক্যুরী ফ্রান্স
১৯৩৬ পিটার ডেবাই জার্মানী
১৯৩৭ ডব্লিউ. এন. হাওয়ার্থ ইংল্যাণ্ড
এবং পল কারের সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯৩৮ আর কুন* জার্মানী
১৯৩৯ এ এফ. বুটেনাণ্ট* ঐ
এবং এল. রুজিকা সুইট্‌জারল্যাণ্ড
১৯৪০—৪২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩ জর্জ ফন হেভেসি হাঙ্গারী
১৯৪৪ অটো হান্ জার্মানী
১৯৪৫ আরটুরি বিরতানেন ফিনল্যাণ্ড
১৯৪৬ জে. বি. সামনার † কর্ণেল
এবং জে. এইচ. নরথর্প ও
ডব্লিউ. এম. অ্যানলি আমেরিকা
১৯৪৭ স্যার রবার্ট রবিন্‌সন ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮ আর্মি টিসেলিয়াস সুইডেন
১৯৪৯ উইলিয়ম জিয়োক আমেরিকা

* গ্রহণ করেন নাই। † অর্ধেক এবং অপর অর্ধেক অন্য দুইজন।

১৯৫০	অটো ডিয়েল্‌স এবং ডক্টর কুর্ট এডলার	জার্মানী
১৯৫১	ডাঃ গ্লেন থিওডোর সিবর্গ এবং ডাঃ এডুইন ম্যাটিসন ম্যাকমিলান	আমেরিকা
১৯৫২	ডাঃ এ. জি. মার্টিন	কানাডা
	আর. এল. এম. সিঞ্জ	
১৯৫৩	হেরমান সটাউডিনজার	জার্মানী
১৯৫৪	ডঃ লিনাস প্যলিং	আমেরিকা
১৯৫৫	ভিনসেন্ট দ্য ভিনো	ঐ
১৯৫৬	স্যার এস. হিন্সেল্‌ উড	ইংল্যাণ্ড
	অধ্যাপক এন. সেমিনফ	রাশিয়া
১৯৫৭	স্যার আলেকজাণ্ডার টড	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৮	ডাঃ ফ্রেডারিক স্যাঙ্গার	ঐ
১৯৫৯	জারোস্লাভ হেরোভস্কি	চেকোস্লাভাকিয়া
১৯৬০	উইলাড এফ. লিব্বি	আমেরিকা
১৯৬১	অধ্যাপক ক্যালভিন	ঐ
১৯৬২	জে. সি. কেণ্ড্	ইংল্যাণ্ড
	এম. এফ. পেরুজ	ঐ
১৯৬৩	কার্ল জিগলার	পঃ জার্মানী
	গুইলিও নাটা	ইতালি

কলিঙ্গ পুরস্কার

উড়িষ্যার প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীবি. পট্টনায়ক বিজ্ঞান-চর্চাকে লোকপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে "কলিঙ্গ পুরস্কার" প্রবর্তন করিয়াছেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য এক হাজার পাউণ্ড। ইহা প্রতিবৎসর জাতিসংঘের 'ইউনেস্কো' অর্থাৎ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিভাগের মাধ্যমে বৎসরের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচয়িতা বিজ্ঞানীকে প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৫২	লুই ডি. ব্রগলি	ফ্রান্স
১৯৫৩	জুলিয়ান হাক্সলি	ব্রিটেন
১৯৫৪	ডব্লু. কেইম্পফার্ট	আমেরিকা
১৯৫৫	এ. পি. স্থনিয়ার	ভেনেজুয়েলা
১৯৫৬	জি. গ্যামভ	আমেরিকা
১৯৫৭	বার্ট্রাণ্ড রাসেল	ব্রিটেন
১৯৫৮	কার্লভিন ফ্রিস্ক	অস্ট্রীয়া
১৯৫৯	জীন রোস্টার্ড	ফ্রান্স
১৯৬০	রিচি ক্যাল্ডার	ব্রিটেন
১৯৬১	আর্থার জি. ক্লার্ক	ব্রিটেন
১৯৬২	জোরার্ড পিয়েল	আমেরিকা
১৯৬৩	জগজিৎ সিং	ভারত

ভারতে বিজ্ঞানের প্রসার

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগ : ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত গবেষণার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে এদেশে বিজ্ঞানচর্চায় ভাঁটা পড়ে নানা কারণে; তারপর ইংরাজ আমলেও ভারতবাসী বিজ্ঞান সাধনার তেমন কোন সুযোগ পায় নাই। ইংরাজ শাসনের শেষ দিকে সরকারী উদ্যোগের অভাব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জাতির কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব হয় মাত্র ১৯২৯ সালে—খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত ভারতবাসীর প্রবল চাপে কৃষি গবেষণা সংস্থা (কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) স্থাপিত হয়। তারপর জাতীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণারও কিছু উদ্যোগ চলে; কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিল্প-গবেষণার কোন প্রস্তাবেই ব্রিটিশ সরকার কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতসরকার বাধ্য হইয়া এদেশের কাঁচামালে সমরসম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক শিল্প-গবেষণা ও ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতিবিধানে যত্নবান হন। ইহার ফলে ১৯৪০ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ) গঠিত হয়। এই সংস্থার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজ সরকার ১৯৪২ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ) গঠন করিয়া উহার হাতে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকার একটি গবেষণা তহবিল ন্যস্ত করেন। এদেশ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে ইংরাজ সরকার এইভাবে বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত করিয়া যান।

স্বাধীনতা লাভের পরে : ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। শিল্পসমৃদ্ধ নবভারত গঠনের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু নিজ তত্ত্বাবধানে একটি 'বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তর' সৃষ্টি করেন। ১৯৪৮ সালের ১লা জুন এই দপ্তরের অধীনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের সৃষ্টি হয়; এই বিভাগের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়া ১৯৫১ সালে ইহাকেই 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা' (ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ) মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের

নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ (যাহা সংক্ষেপে সি. এস. আই. আর. নামে পরিচিত) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করেন।

১। রোগ ও ঔষধ সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যাদি 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত।

২। কৃষি গবেষণার দায়িত্ব 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' এবং তূলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উন্নয়ন কার্য স্বতন্ত্র সমিতির হস্তে ন্যস্ত।

৩। কারিগরি বিদ্যার গবেষণা 'বোর্ড অব ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৪। বিভিন্ন শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনায় ব্যবস্থা করে প্রধানতঃ সি. এস. আই. আর. এবং অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (পরমাণু শক্তি সংস্থা); তা' ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণা কার্য চলে।

৫। বিভিন্ন ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা মুখ্যতঃ সি. এস. আই. আর. কর্তৃক পরিচালিত হয়; আর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেও গবেষণা চলে।

কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাসট্রীয়াল রিসার্চ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্দিনে ব্রিটিশ শাসকগণ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠন করেন, যাহা ১৯৪২ সালে কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ নামে পরিচিত হয়। এই কাউন্সিল বা পরিষদ প্রধানতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমবায়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থায় পরিণত হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারগুলির সুপরিচালন ও কার্যাদির সমন্বয়সাধন এবং নূতন নূতন গবেষণাগার স্থাপন। এতদ্ব্যতীত গবেষণা-বৃত্তি দান, গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন শিল্প প্রসারে প্রয়োগ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও তথ্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রপত্রিকাদি প্রকাশ করা এই পরিষদের কর্তব্যের অন্তর্গত করা হয়।

স্বাধীনতার পরে প্রধান মন্ত্রীকে এই পরিষদের সভাপতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের মন্ত্রীকে সহ-সভাপতি করিয়া একটি

কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক কাউন্সিলের কর্তব্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থদপ্তরের প্রতিনিধিসহ বেসরকারী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বিজ্ঞানীরাও কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত হন। বিশেষ বিশেষ কারিগরি ব্যাপারে কাউন্সিলের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চের পরামর্শ গ্রহণেরও ব্যবস্থা হয় এবং সরকারী শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিও এই সমিতির সভ্য হইয়া থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণার মোট ২৫টি উপদেষ্টা সমিতি কাউন্সিলের কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করে। ইহা আবার সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়। যেমন,—কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা, কোন বিশেষ শিল্প বা কারিগরি বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান সংস্থাগুলির প্রস্তাব বিবেচনা করা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আহরণ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা পেশ করা।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত ও বেসরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান ও পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের উদ্বোধন করেন। পরে এই বিভাগই একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রী-দপ্তরের অধীনে 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা' দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। এই দপ্তরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদের নিকট উপল নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় উন্নয়ন বিধায়ক মৌলিক গবেষণার প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য ইহাই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবেষণাগারগুলির সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্প উন্নয়নের কাজে একটি সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনায় বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালিত হইতেছে।

॥ জাতীয় গবেষণাগারসমূহ ॥

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক মৌলিক গবেষণা কার্যের জন্য পৃথক পৃথক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে—এগুলি ন্যাশনাল লেবরেটরীজ বা জাতীয় গবেষণাগার নামে অভিহিত। এই সকল গবেষণাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) **জাতীয় ধাতুবিজ্ঞান গবেষণাগার** (ন্যাশনাল মেটালার্জিক্যাল লেবরেটরী) : ১৯৫০ সালের ২৬শে নবেম্বর তারিখে জামসেদপুরে এই গবেষণাগারের উদ্বোধন করা হইয়াছে। টাটা লৌহ কারখানার সহযোগে

এই গবেষণাগারের কার্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। ধাতুর নিষ্কাষণ, পরিশোধন, উন্নয়ন প্রভৃতি ধাতুবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা ছাড়াও এখানে ধাতব, খনিজ, ধাতুসংকর প্রভৃতি সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যাদি পরিচালিত হয়।

(২) **কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার** (সেন্ট্র্যাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট): লক্ষ্ণৌ-এর 'ছত্ররমঞ্জিল' নামক স্থানে ১৯৫১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। এখানে রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জৈব রসায়ন, জীবাণুতত্ত্ব, রোগ ও নিদান বিষয়ক পাঁচটি বিভাগে গবেষণাকার্য চলে।

(৩) **জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার** (ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী): ১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে। এই গবেষণাগারে নয়টি বিভাগে কাজ হয়—তড়িৎবিদ্যা, আলোক বিজ্ঞান, ইলেকট্রনতত্ত্ব, শব্দ বিজ্ঞান, তাপ ও শক্তি, ফলিত যন্ত্রবিদ্যা, ওজন ও মান, রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কীয় পদার্থবিদ্যা।

(৪) **জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার** (ন্যাশনাল কেমিক্যাল লেবরেটরী): এই গবেষণাগার ১৯৫০ সালে পশ্চিম ভারতের পুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রসায়ন বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট আটটি বিভিন্ন বিভাগে এখানে গবেষণা কার্য পরিচালিত হইতেছে—অজৈব রসায়ন, জৈব রসায়ন, তত্ত্বীয় (ফিজিক্যাল) রসায়ন, শারীরবৃত্তীয় রসায়ন, রাসায়নিক যন্ত্রবিদ্যা, প্লাস্টিক ও হাইপলিমার সম্পর্কীয় রসায়ন, রাসায়নিক তথ্য সমন্বয় প্রভৃতি।

(৫) **কেন্দ্রীয় জ্বালানি গবেষণাগার** (সেন্ট্র্যাল ফুয়েল রিসার্চ লেবরেটরী): ১৯৫০ সালের ২১শে এপ্রিল ধানবাদের নিকটস্থ দিগোয়াদি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাস জাতীয় বিভিন্ন জ্বালানি পদার্থের দাহিকা শক্তি সম্পর্কীয় সমস্যাদির সমাধান করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ৬টি সমীক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভারতীয় কয়লার মান নির্ধারণ, উপযুক্ত ব্যবহার ও অনুজাত পদার্থাদি বিষয়ক গবেষণাও করা হয়।

(৬) **কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার** (সেন্ট্র্যাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট): কলিকাতার যাদবপুর অঞ্চলে ১৯৫০ সালের ২৫শে আগষ্ট এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ ও মৃত্তিকা (চিনামাটি, পোর্সিলেন প্রভৃতি) সম্পর্কীয় গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য।

(৭) **কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্র্যাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট): নূতন দিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই খোলা হয়। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বল্প ব্যয়ে রাস্তা তৈরী ও উহা সংরক্ষণের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(৮) **কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্র্যাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : ১৯৫০ সালের ২১শে অক্টোবর মহীশূরে এই গবেষণা মন্দিরের উদ্বোধন হয়। খাদ্যপুষ্টি ও জৈবরসায়ন, খাদ্যসংরক্ষণ এবং তৎসম্পর্কীয় কারিগরি বিদ্যা—এই তিনটি প্রধান বিভাগে এখানে গবেষণা-কার্য চলিতেছে। বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগত গুণাগুণ বিচার, কৃত্রিম ও পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, ফল সংরক্ষণ ও তার যোগ্য আধারের ব্যবস্থা, ভেজাল নিবারণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে গবেষণা চলে।

(৯) **কেন্দ্রীয় চর্মশিল্প গবেষণাগার** (সেন্ট্র্যাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : ১৯৫৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে আধুনিক উন্নত শ্রেণীর চর্মশিল্প প্রবর্তনের জন্য এখানে সব রকম গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ, প্রস্তুতকরণ, কৃত্রিম চামড়া তৈরী, চামড়ার শ্রেণী বিভাগ ও পরীক্ষা প্রভৃতি কার্যের সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক কৌশল বাহির করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(১০) **কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ গবেষণা মন্দির** (সেন্ট্র্যাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : ১৯৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল রুড়কিতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে। ভারতবাসীর গৃহসমস্যা সমাধানের সুলভ উপায় উদ্ভাবন করাই ইহার উদ্দেশ্য। গৃহ নির্মাণে বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী মালমসলা, নির্মাণ কৌশল, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রভৃতি গৃহসম্বন্ধীয় গবেষণা পরিচালন ও তথ্যাদি পরিবেশন করাই এই গবেষণাগারের কার্য।

(১১) **কেন্দ্রীয় তড়িৎ-রসায়ন গবেষণাগার** (সেন্ট্র্যাল ইলেকট্রো-কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : মাদ্রাজে করাইকুণ্ডি নামক স্থানে ১৯৫৩ সালের ১৫ই জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থাই ইহার উদ্দেশ্য। বৈদ্যুতিক উপায়ে রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের উন্নত কৌশল উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এখানে গবেষণাকার্য চলিতেছে। ইলেক্ট্রোলাইটিক ও ইলেক্ট্রোথার্মিক এই দুই মুখ্য বিভাগে এখানে গবেষণা হয়।

কেন্দ্রীয় লবণ ও সামুদ্রিক রসায়ন গবেষণাগার (সেন্ট্র্যাল সল্ট এ্যাণ্ড মেরিন কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : গুজরাটের ভবনগরে ১৯৫৪ সালের ১০ই এপ্রিল এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। খাদ্য-লবণের বিশুদ্ধতা সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য এখানে গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্র ও হ্রদের যে লবণাক্ত জল হইতে লবণ উৎপাদিত হয় তাহাতে অনেক বিভিন্ন মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে ; লবণ উৎপাদনের সময় ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ উপজাত হিসাবে লাভ করিবার জন্যও গবেষণা করা হইতেছে।

(১৩) **কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যা গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট): রাজস্থানের পিলানি নামক স্থানে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে। সকল রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার কারিগরি গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য। চিকিৎসা কাজের জন্য ইলেক্ট্রো কার্ডিয়োগ্রাফ, এন্সেফেলোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্র, বিভিন্ন শিল্পকার্যে ও গবেষণাগারে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রেডিও যন্ত্রের ভালব প্রভৃতি দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত করিবার জন্য গবেষণাকার্য আরম্ভ হইয়াছে।

(১৪) **জাতীয় উদ্ভিদ্ উদ্যান** (ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন): লক্ষ্মৌ, 'সেকেন্দার বাগ' নামক প্রাচীন সুবৃহৎ বাগিচাটি 'বিজ্ঞান ও 'শিল্প গবেষণা পরিষদ' কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন ভেষজগুণসম্পন্ন লতা, গুল্ম ও গাছগাছড়া উৎপাদন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্যার সমাধান করিবার জন্য গবেষণার উদ্যোগ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই একটি উদ্ভিদ্‌শালা ও গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

(১৫) **কেন্দ্রীয় খনি গবেষণা কেন্দ্র** (সেন্ট্রাল মাইনিং রিসার্চ ষ্টেশন): ধানবাদে অবস্থিত; খনির অভ্যন্তরে খনন পদ্ধতি ও নিরাপত্তা এবং খনিতে ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্পর্কে এই কেন্দ্রে গবেষণা হইয়া থাকে।

(১৬) **আঞ্চলিক গবেষণাগার** (রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী: হায়দরাবাদে স্থাপিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের শিল্প ও কাঁচামাল-ঘটিত বিশেষ সমস্যাগুলি সম্পর্কে গবেষণা করাই ইহার কাজ।

(১৭) **ভারতীয় জৈব-রসায়ন ও ফলিত ভেষজ গবেষণাগার** (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ফর বায়োকেমিষ্ট্রী এ্যাণ্ড এক্সপেরিমেণ্টাল মেডিসিন): কলিকাতায় অবস্থিত এই গবেষণাগারে জৈব রসায়নের বিভিন্ন শাখা, ভেষজ বিজ্ঞান এবং জীবাণুতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা হইয়া থাকে।

(১৮) **বিড়লা শিল্প ও কারিগরি প্রদর্শশালা** (বিড়লা ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এ্যাণ্ড টেকনলজিক্যাল মিউজিয়াম): কলিকাতায় অবস্থিত; শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নতির তথ্যাদি বর্ণিত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(১৯) **আঞ্চলিক গবেষণাগার** (রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী): জম্মু ও কাশ্মীরের অন্তর্গত জম্মু-তাওয়াই নামক স্থানে অবস্থিত। এই অঞ্চলের শিল্প ও কাঁচামালের সমস্যা বিশেষতঃ কাশ্মীর সংলগ্ন হিমালয়ের বনৌষধি সম্পর্কে এখানে গবেষণা করা হইয়া থাকে।

(২০) **কেন্দ্রীয় বলবিদ্যা পূর্ত গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে অবস্থিত, বলবিদ্যা ঘটিত পূর্তবিদ্যার সকল বিভাগেই গবেষণা করা হয়।

(২১) **কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য-পূর্ত গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট) : নাগপুরে অবস্থিত। জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট পূর্তবিদ্যা সম্পর্কে গবেষণা এবং উহার সহিত সংযুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

(২২) **জাতীয় বিমানবিদ্যা গবেষণাগার** (ন্যাশনাল এরোনটিক্যাল ল্যাবরেটরী) : বাঙ্গালোরে অবস্থিত ; বিমানের নক্সা, গঠন ও চালনা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে গবেষণা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

(২৩) **আঞ্চলিক গবেষণাগার** (রিজিওন্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী) : জোড়হাটে অবস্থিত ; আসামের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্পদের অধিকতর সুষ্ঠু ব্যবহার ও সংরক্ষণ এবং এই অঞ্চলের অন্যান্য প্রয়োজন সম্পর্কে গবেষণা চালাইবার জন্য এই সংস্থাটি স্থাপিত হইয়াছে।

(২৪) **কেন্দ্রীয় ভারতীয় ঔষধি বৃক্ষ প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়ান মেডিসিন্যাল প্ল্যাণ্টস্ অর্গেনাইজেশন) : নয়াদিল্লীতে স্থাপিত ; ঔষধিবৃক্ষের চাষ উন্নয়ন ও সুসংবদ্ধ ভিত্তিতে উহার ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা করা হয়।

(২৫) **কেন্দ্রীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্রাল সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেণ্টস্ অর্গেনাইজেশন) : নয়াদিল্লী ; শিক্ষা, শিল্প ও গবেষণা কার্যে ব্যবহার্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কে গবেষণা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

(২৬) **ভারতীয় পেট্রোলিয়াম প্রতিষ্ঠান** (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পেট্রোলিয়াম) : দেরাদুন ; পেট্রোল শোধন ও পেট্রোল সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করা হয়।

(২৭) **কেন্দ্রীয় ভূতত্ত্ববিদ্যা বোর্ড** (সেন্ট্রাল বোর্ড অব জিওফিজিক্স) : হায়দরাবাদ ; ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কিত কার্যে সাহায্য ও উৎসাহ দান এবং নূতন গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন করাই ইহার লক্ষ্য।

(২৮) **বিশ্বেশ্বরায়া শিল্প ও কারিগরি প্রদর্শশালা** (বিশ্বেশ্বরায়া ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাণ্ড টেকনলজিক্যাল মিউজিয়াম) : ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত। শিল্প ও কারিগরি ক্ষেত্রে আধুনিক উন্নতির তথ্যাদি বর্ণিত ও প্রদর্শিত হয়।

॥ গবেষণামূলক অন্যান্য সরকারী বিভাগ ॥

পূর্বোক্ত জাতীয় গবেষণাগারসমূহ ছাড়া ভারত সরকারের অন্যান্য বিভাগের অধীনে আরও কতকগুলি সংস্থা বিভিন্নক্ষেত্রে গবেষণাকার্য করিয়া থাকে। নিম্নে উহাদের নাম উল্লেখ করা হইল।

'সেন্ট্রাল বোর্ড অব ইরিগেশন এ্যাণ্ড পাওয়ার'-এর অধীনে ১১টি জলসম্পদ গবেষণাকেন্দ্র আছে। খাড়কভাসলায় (পুণা) কেন্দ্রীয় জলবিদ্যুৎ ও সেচ গবেষণাকেন্দ্র উহাদের মধ্যে প্রধান।

যোগাযোগ দপ্তরের অধীনে 'ডাইরেকটরেট জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন' নামক বিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। উহা বিমান নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ লইয়া গবেষণা করে।

'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া', দেশের উদ্ভিদ সম্পদ সম্পর্কে গবেষণা করে। উহার অধীনে ৫টি আঞ্চলিক, বিভাগ আছে, তাহাদের সদর দেরাদুন, কোয়েম্বাটুর এলাহাবাদ, পুনা, ও শিলং-এ অবস্থিত। উহা ছাড়া এলাহাবাদে 'সেন্ট্রাল বোটানিক্যাল ল্যাবরেটরী' এবং কলিকাতায় 'বোটানিক্যাল মিউজিয়াম' ও 'ন্যাশনাল হারবারিয়াম' আছে। এই বিভাগ শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে।

'জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া', দেশের প্রাণিবিদ্যার সকল গবেষণা চালনা করে। উহার সদর কলিকাতায় অবস্থিত। ইহার অধীনে শিলং, পুণা, জব্বলপুর, যোধপুর, মাদ্রাজ ও দেরাদুনে ৬টি আঞ্চলিক বিভাগ আছে।

'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া', ভারতে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র রচনা করিয়া থাকে। শতবর্ষাধিক পূর্বে এই সংস্থা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার সদর কলিকাতায় অবস্থিত; ইহার ৮টি আঞ্চলিক আফিসের মাধ্যমে ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা পরিচালিত হইয়া থাকে।

'দি ডিপার্টমেন্ট অব এন্থপলজি' (কলিকাতা), নৃতত্ত্বঘটিত সকল গবেষণা করে।

'ইণ্ডিয়ান মীটিয়রলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট', ১৮৭৫ সালে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গঠিত। আবহাওয়া সম্পর্কে আগাম তথ্যাদি পরিবেশন করে। আবহাওয়াবিদ্যার সকল বিভাগেই ইহা গবেষণা করিয়া থাকে।

'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (দেরাদুন), ভারতের মানচিত্র রচনা করিয়া থাকে।

'দি ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (দেরাদুন), নির্মাণকার্যে প্রয়োজনীয় তক্তা ও কাষ্ঠ সম্পর্কে গবেষণা করিয়া থাকে।

'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' (নয়াদিল্লী), বেতারতরঙ্গ এবং রেডিও রিসিভার সম্পর্কে গবেষণা চালনা করে।

'রেলওয়ে বোর্ড' লক্ষ্ণৌতে গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

॥ বেসরকারী বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ॥

নিম্নে কতিপয় বেসরকারী গবেষণাগারের পরিচয় দেওয়া হইল।

১। **বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা :** আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণাগার। বর্তমানে ভারতসরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে এবং সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়। মূল গবেষণাগার ৯৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ অবস্থিত। এ-ছাড়া দার্জিলিং-এর মায়াপুরীতে এবং ২৪ পরগণার শ্যামনগর ও ফলতায় কৃষিক্ষেত্র ও শাখা গবেষণাগার আছে।

২। **ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি, কলিকাতা** (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর্ দি কাল্‌টিভেশন অব সায়েন্স) **:** ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় এই সমিতি গঠিত হয়। উদ্দেশ্য—আধুনিক বিজ্ঞানগবেষণায় ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করা। ক্রমে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সি. ভি. রমণ যোগদান করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা খ্যাতি সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। অধ্যাপক রমণ এখানকার গবেষণার ফলেই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এফ. আর. এস. হন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এখান হইতেই ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণও এফ. আর. এস. সম্মান লাভ করেন। এই সমিতির ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত গবেষণাগার এইরূপে ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়।

গত ১৯৫১ সালে ভারতসরকারের বিপুল অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতির গবেষণাগার যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইয়া বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির অন্যতম। পরলোকগত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহার বর্তমান উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে গবেষণাকার্য চলিতেছে। গবেষণাকার্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ

থাকিলেও ইহা মোট ২৪ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতির পরিচালনাধীন।

৩। **পরমাণুবিজ্ঞান গবেষণাগার** (ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতসরকারের যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে এই গবেষণাগার পরিচালিত। পরমাণুশক্তি সম্পর্কীয় তাত্ত্বিক শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে ইহা ভারতের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 'পালিত গবেষণাগারে' ইহার সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রীয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া বর্তমানে এতদ্বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে এখন স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতেও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থিগণ পরমাণুবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এখানে আসিতেছেন। পরমাণুকেন্দ্রীন বিভাজনের সাইক্লোট্রন, যন্ত্রের কাজ এখানেই প্রথম আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপি, নিউক্লিয়ার ইণ্ডাকসন, বিটা ও গামা-রে, স্পেক্ট্রস্কোপি, সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পরমাণুশক্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলিতেছে।

৪। **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস**: ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক সমিতি, সংস্থা প্রভৃতির কার্যাবলীর সংযোগ ও সমন্বয় বিধানে উদ্যোগী হয়। দেশের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্নয়নে ইহার কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার এই ইনস্টিটিউটের পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সাল হইতে ইহার সদর কার্যালয় দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রকাশন বিভাগটি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনেই রহিয়াছে।

৫। **এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা**: ভারতের সর্বপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতি; ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণকে লইয়া প্রাচ্য কৃষ্টির গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠন করেন। ক্রমে ভারতীয়গণও ইহার সভ্যপদে বৃত হন এবং এদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা চলিতে থাকে। তৎকালীন ইংরাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১নং পার্ক ষ্ট্রীটে সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়; বর্তমানে ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সোসাইটির নূতন ভবন নির্মিত হইতেছে; উহার জন্য মোট ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি-

ক্ষেত্রেও ইহার অবদান অসামান্য—এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্মেষের পক্ষেও এই সমিতি অশেষ সাহায্য করিয়াছে।

৬। **বীরবল সাহানি ইনস্টিটিউট ফর পলিওবোটানি, (লক্ষ্ণৌ):** উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ লইয়া এই সংস্থা গবেষণা চালাইয়া থাকে।

৭। **ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, (ব্যাঙ্গালোর):** ইহা ভারতের অন্যতম বৃহৎ বেসরকারী বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। ইহার উন্নতির জন্য টাটা কোম্পানী মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। বর্তমানে ভারত সরকারও ইহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। গবেষণালব্ধ সকলপ্রকার জ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক অনুসন্ধানকার্য চালনা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

৮। **ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, (আহমেদাবাদ):** আবাহ সম্পর্কিত পদার্থবিদ্যা, মহাজাগতিক রশ্মি, ইলেক্ট্রনিকস্ প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

৯। **শ্রীরাম ইনস্টিটিউট ফর ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ, (দিল্লী):** এই প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে গবেষণা করিয়া থাকে।

॥ পরমাণুশক্তি গবেষণা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বা 'অ্যাটম্ বম্' বিস্ফোরণে জগৎবাসী পরমাণুশক্তির প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে। পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে অসীম শক্তি নিহিত আছে। বস্তুতঃ পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন—পদার্থের অন্তর্ধানে শক্তির উদ্ভব হয়। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য খনিজের পরমাণু বিভাজনে এই বিপুল শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান ইহার জটিল প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এই পরমাণুশক্তির সাহায্যে দেশরক্ষা ও শিল্পোন্নতির কাজে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের জুন মাসে একটি 'পরমাণুশক্তি গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব রিসার্চ ইন অ্যাটমিক এনার্জি) গঠন করেন। শিল্পোন্নয়নে পরমাণুশক্তি প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই সংস্থা গঠিত হয়। পর বৎসর ১৯৪৮ সালে ভারতীয় সংসদে 'অ্যাটমিক এনার্জি বিল' গৃহীত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বাধীনে অতঃপর 'অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন' গঠন করা হয়। পরমাণুশক্তির উৎপাদন সম্পর্কিত বিবিধ কার্যাদির পর্যালোচনা করাই এই কমিশনের কর্তব্য নির্দিষ্ট হয়।

পণ্ডিত নেহরুর তত্ত্বাবধানে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের অধীনে পরমাণুশক্তি গবেষণা সম্পর্কে একটি দপ্তর (ডিপার্টমেণ্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি) খোলা হয়। পরমাণুশক্তি বিষয়ক সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব অতঃপর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা মন্ত্রণালয় (মিনিস্ট্রী অব ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ) হইতে এই নবগঠিত দপ্তরের হাতে ন্যস্ত হয়। বোম্বাই-এর নিকট ট্রম্বেতে অবস্থিত 'অ্যাটমিক এনার্জি এস্টাব্লিসমেণ্ট' আণবিক গবেষণার জাতীয় কেন্দ্র। এখানে ২৫০০ বৈজ্ঞানিক ও কারিগর কর্মরত আছেন। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, পূর্ত, জীববিদ্যা, ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি ১৫টি বিভাগে ইহার কর্মধারা পরিব্যাপ্ত। বর্তমানে এখানে তিনটি রিএ্যাকটর চালু রহিয়াছে। উহাদের নাম—অপ্সরা (১৯৫৬), কানাডা-ভারত রিএ্যাকটার এবং জেরলিনা (১৯৬১)।

দিল্লীতে অবস্থিত এ্যাটমিক মিনারেল ডিভিশন আণবিক খনিজ দ্রব্যাদির সমীক্ষা, উন্নয়ন ও সংগ্রহ সম্পর্কে কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সম্ভাব্য ইউরেনিয়াম আকর আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিহার ও রাজস্থানের খনিগুলিই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও সমৃদ্ধ।

বোম্বাই-এর নিকট তারাপুরে ভারতে প্রথম আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (৩০০ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন) নির্মিত হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষের দিকেই উহার উৎপাদন আরম্ভ হইবে।

যে সকল বেসরকারী গবেষণা প্রতিষ্ঠান আণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কার্য করিতেছে, তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ (বোম্বাই), সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (কলিকাতা) এবং ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী (আহমেদাবাদ)। গুলমার্গে (কাশ্মীর) ৯ হাজার ফিট উচ্চে একটি গবেষণাগার স্থাপিত হইতেছে। সেখানে মহাকাশ রশ্মি (কসমিক রে), জীববিদ্যা, শারীরবৃত্ত ও অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করা হইবে।

॥ ভারতে চিকিৎসা গবেষণা ॥

নূতন দিল্লীতে অবস্থিত 'ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ' (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ) কর্তৃক সারা দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণার কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে। চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি সুপরিচিত।

(১) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা, (২) অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেলথ, কলিকাতা, (৩) হপকিন্স ইনস্টিটিউট, বোম্বাই, (৪) সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কশৌলি, (৫) কিং ইনস্টিটিউট, গুইণ্ডি, মাদ্রাজ, (৬) ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট, দিল্লী, (৭) নিউট্রিসন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কুন্নুর, (৮) পাস্তুর ইনস্টিটিউট, তিনটি—শিলং,কশৌলি ও কুন্নুরে অবস্থিত।

॥ ভারতে কারিগরিবিদ্যা গবেষণা ॥

বিভিন্ন বিষয়ক যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার তথ্যাদির সমন্বয় সাধন ও গবেষণা কার্যের প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে 'যন্ত্রবিদ্যা গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ) গঠিত হয়। এই সংস্থা পাঁচটি বিশেষজ্ঞ সমিতির পরামর্শ অনুসারে চলে; প্রত্যেকটি সমিতি যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন শাখার গবেষণা ও পর্যালোচনা করে—(১) সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (২) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৩) ইলেক্ট্রিক্যাল এ্যাণ্ড রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৪) অ্যারোনটিক্যাল (এরোপ্লেন সম্পর্কীয়) ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৫) হাইড্রলিক (জলশক্তি সম্বন্ধীয়) ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অধীনে সি. এস. আই. আর. কর্তৃক এই সংস্থার কার্যাদি পরিচালিত হইয়া থাকে।

॥ ভারতে কৃষি গবেষণা ॥

ভারতে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ইংরাজ সরকার কর্তৃক ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ্' (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সমস্যার সমাধান ও উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করাই ইহার প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়, পশু চিকিৎসা বিভাগও এই পরিষদের অঙ্গীভূত করা হয়। ক্রমে ইহার কর্মগণ্ডী পরিবর্ধিত করিয়া গবেষণালব্ধ তথ্যাদি বাস্তব কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিদপ্তরের মাধ্যমে পরিষদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি পরিবেশিত ও কার্যকরী করা হইয়া থাকে। কৃষি পরিষদ্ দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত—(ক) পরিচালক মণ্ডলী; (খ) গবেষক মণ্ডলী।

ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম প্রদত্ত হইল: (১) ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দিল্লী; (২) সেন্ট্রাল

রাইস রিসার্চ স্টেশন, কটক; (৩) কটন টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী মাতুঙ্গা, বোম্বাই; (৪) ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দেরাদুন; (৫) সুগার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কোইম্বাটুর; (৬) সেণ্ট্র্যাল জুট টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী, কলিকাতা; (৭) জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হুগলী; (৮) ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাঁচি; (৯) সেণ্ট্র্যাল টুব্যাকো রিসার্চ ইনস্টিটিউট; রাজামণ্ডী; (১০) বিড়ি টুব্যাকো রিসার্চ স্টেশন, আনন্দ; (১১) সেণ্ট্র্যাল কোকোনাট রিসার্চ স্টেশন, কায়মকুলান, ত্রিবাঙ্কুর; (১২) সেণ্ট্র্যাল পোট্যাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা; (১৩) সেণ্ট্র্যাল ভেজিটেব্‌ল ব্রিডিং স্টেশন, কুলু (পূর্ব পাঞ্জাব); (১৪) ফ্রুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সাবুর, ভাগলপুর; (১৫) সুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, পুণা; (১৬) সুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, সাহাজাহানপুর; (১৭) ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মুক্তেশ্বর ও ইজ্জৎনগর; (১৮) ইণ্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যাঙ্গালোর; (১৯) সেণ্ট্র্যাল ইনল্যাণ্ড ফিশারিজ রিসার্চ স্টেশন, ব্যারাকপুর; (২০) সেণ্ট্র্যাল মেরিন রিসার্চ স্টেশন, মাদ্রাজ; (২১) ডিপ সি ফিশিং রিসার্চ স্টেশন, বোম্বাই।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

[ঠিকানা : ৬৪ দিলখুসা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১৭]

প্রধানতঃ দুইজন ইংরাজ বিজ্ঞান-শিক্ষকের প্রচেষ্টার ফলেই "ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠিত হয়; তাঁহাদের নাম অধ্যাপক পি. এস. ম্যাকমোহন এবং অধ্যাপক জে. এল. সাইমনসেন। তাঁহারা যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ ও মাদ্রাজে অধ্যাপনার কার্যে ব্রতী ছিলেন। তাঁহারা ১৯১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক-গণের নিকট একটি প্রচার-পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তাঁহারা একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—প্রতিবৎসর উক্ত সংস্থা ভারতের অন্যতম বড় শহরে একটি বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করিবে যাহাতে বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা হইবে। বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাঁহাদের আবেদনে আশাতীত সাড়া লাভ করেন। অতঃপর ১৯১৪ সালে একটি বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন : বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে, ১৯১৪ সালে, জানুয়ারি মাসের ১৫ই হইতে ১৭ই তারিখ পর্যন্ত। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং উহার সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন ডি. হুপার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১০৫ জন বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানানুরাগী ব্যক্তি উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশনে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও নৃতত্ত্ব এই ৬টি শাখায় মোট ৩৫টি মৌলিক প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। উহার জন্য মোট ব্যয় হইয়াছিল ৫০৪ টাকা ৪৪ নয়া পয়সা।

বর্তমানে কেবলমাত্র কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্যই এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে। উহাতে পাঁচ হাজারের উপর দর্শক যোগ দিয়া থাকেন এবং ১৫০০-এর অধিক মৌলিক প্রবন্ধ কংগ্রেসে আলোচনার্থ উপস্থাপিত হইয়া থাকে। অধিবেশন এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। কংগ্রেসের কর্মধারা বর্তমানে (১) গণিত, (২) পরিসংখ্যান, (৩) রসায়ন শাস্ত্র, (৪) পদার্থ বিজ্ঞান, (৫) ভূতত্ত্ব ও ভূগোল, (৬) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, (৭) প্রাণিতত্ত্ব ও কীটতত্ত্ব, (৮) নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব, (৯) চিকিৎসা ও পশুপালন, (১০) কৃষিবিজ্ঞান, (১১) শারীরবৃত্ত,

(১২) মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান এবং (১৩) পূর্ত ও ধাতুবিজ্ঞান এই ১৩টি শাখায় পরিব্যাপ্ত। প্রেসিডেন্ট সংশ্লিষ্ট শাখা কমিটির সহিত পরামর্শক্রমে প্রত্যেক শাখার কার্য পরিচালনা করেন।

পরিচালন ব্যবস্থাঃ কার্য নির্বাহক সমিতিই বস্তুতঃ কংগ্রেসের কার্য পরিচালন করিয়া থাকেন। ১৮ জন সভ্য লইয়া কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত। ইঁহাদের মধ্যে ৮ জন পদাধিকার বলে (এক্স-অফিসও) সভ্য হন এবং অবশিষ্ট ১০ জন নির্বাচিত হন। আবার কার্য নির্বাহক সমিতিকে পরামর্শ দিবার জন্য একটি 'পরিষদ' রহিয়াছে। ভূতপূর্ব সভাপতিগণ, ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদকগণ, ভূতপূর্ব কোষাধ্যক্ষগণ, চলতি মরসুমের বিভাগীয় সভাপতিগণ, ৬ জন নির্বাচিত সদস্য, 'বিজ্ঞান ও সমাজ' কমিটির আহ্বায়ক এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি লইয়া উক্ত 'পরিষদ' গঠিত হয়।

॥ বিজ্ঞান কংগ্রেসের "সুবর্ণজয়ন্তী" অধিবেশন ॥

১৯৬৩ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৫০শ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উহার সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৩ সালে জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়া দিল্লীতে এই বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠানের সকল প্রাথমিক আয়োজন সম্পন্ন করা হইয়াছিল। কিন্তু চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের জন্য দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হওয়ায় ঐ অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল।

যাহাহোক, ১৯৬৩ সালে অক্টোবর মাসে নয়াদিল্লীতে উক্ত ৫০শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ৭ই অক্টোবর, ১৯৬৩, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আলোচ্য অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ ডি. এস. কোঠারি এই অধিবেশনে মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

॥ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিগণ ॥

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯১৪	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯১৫	ডবলিউ. বি. ব্যান্ডারম্যান	মাদ্রাজ
১৯১৬	স্যার এ. বি. বুরব্যাড	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	স্যার আলফ্রেড গীবস্ বোর্ণ	ব্যাঙ্গালোর
১৯১৮	স্যার জি. টি. ওয়াকর	লাহোর
১৯১৯	স্যার লিওনার্ড রজার্স	বোম্বাই

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯২০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	নাগপুর
১৯২১	স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯২২	চার্লস এস. মিডলমিস	মাদ্রাজ
১৯২৩	স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া	লক্ষ্ণৌ
১৯২৪	টি. এন. আনাণ্ডেল	ব্যাঙ্গালোর
১৯২৫	স্যার এম. ও. ফরস্টার	কাশী
১৯২৬	স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড	বোম্বাই
১৯২৭	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	লাহোর
১৯২৮	জন লাউনেস সাইমনসেন	কলিকাতা
১৯২৯	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন	মাদ্রাজ
১৯৩০	স্যার রিচার্ড ক্রিস্টোফার্স	এলাহাবাদ
১৯৩১	আর. বি. সীমুর সিউয়েল	নাগপুর
১৯৩২	শিবরাম কাশ্যপ	ব্যাঙ্গালোর
১৯৩৩	স্যার লিউইস লে ফারমোর	পাটনা
১৯৩৪	ডঃ মেঘনাদ সাহা	বোম্বাই
১৯৩৫	জে. এইচ. হাটন	কলিকাতা
১৯৩৬	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	ইন্দোর
১৯৩৭	স্যার সি. এস. ভেঙ্কট রমন	হায়দরাবাদ
১৯৩৮	স্যার জেমস জীনস	কলিকাতা
১৯৩৯	স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	লাহোর
১৯৪০	ডঃ বীরবল সাহানি	মাদ্রাজ
১৯৪১	স্যার আর্দেশির দালাল	কাশী
১৯৪২	ডি. এন. ওয়াদিয়া	বরোদা
১৯৪৩	ডি. এন. ওয়াদিয়া (শ্রীনেহরুর অনুপস্থিতিতে)	বরোদা
১৯৪৪	ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু	দিল্লী
১৯৪৫	স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর	নাগপুর
১৯৪৬	জনাব আফজল হুসেন	ব্যাঙ্গালোর
১৯৪৭	শ্রীজওহরলাল নেহরু	দিল্লী
১৯৪৮	শ্রীরামনাথ চোপরা	পাটনা
১৯৪৯	ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণ	এলাহাবাদ

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯৫০	পি. সি. মহলানবীশ	পুণা
১৯৫১	ডঃ হোমি জে. ভাবা	বাঙ্গালোর
১৯৫২	ডঃ জে. এন. মুখার্জি	কলিকাতা
১৯৫৩	ডঃ ডি. এম. বসু	লক্ষ্ণৌ
১৯৫৪	ডঃ এস. এল. হোরা	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	ডঃ এস. কে. মিত্র	বরোদা
১৯৫৬	ডঃ এম. এস. কৃষ্ণণ	আগ্রা
১৯৫৭	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	কলিকাতা
১৯৫৮	এম. এ. থ্যাকার	মাদ্রাজ
১৯৫৯	ডঃ এ. এল. মুদালিয়ার	দিল্লী
১৯৬০	প্রাণকৃষ্ণ পারিজা	বোম্বাই
১৯৬১	ডঃ এন. আর. ধর	রুড়কী
১৯৬২	ডঃ বি. মুখার্জি	কটক
১৯৬৩	ডঃ ডি. এস. কোঠারি	নয়াদিল্লী

বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

নানা বিবর্তন ও ভাঙাগড়ার ভিতর দিয়া বাংলাভাষা ইহার বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছে। ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই সাহিত্য ফুলের মত বিকশিত হয় এবং সাহিত্যের ফসলকেই বলা হয় সংস্কৃতি। বস্তুতঃ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বনিয়াদ প্রায় এক হাজার বৎসরের পুরাতন। অনুধাবনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যকে তিনটি বিশেষ যুগে চিহ্নিত করা চলে। প্রাকতুর্কী যুগ (৯ম-১২শ শতাব্দী), তুর্কী আক্রমণোত্তর যুগ (১২শ-১৮শ শতাব্দী) এবং পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত আধুনিক যুগ (১৮শ শতাব্দী হইতে ইহার সূত্রপাত)। যতদূর জানা যায়, বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ কর্তৃক লিখিত 'চর্যাপদ' বাংলাভাষায় প্রাচীনতম গ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন ; ইহার রচনাকাল দশম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের আপন সীমারেখার মধ্যে সর্বপ্রাচীন যে বাংলাগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইল রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'। মহারাজ ধর্মপালের রাজত্বকালে অর্থাৎ ১১শ খৃষ্টাব্দে রামাই পণ্ডিত বর্তমান ছিলেন। আলোচ্য দুইটি গ্রন্থেই বৌদ্ধপ্রভাব সুস্পষ্ট। আদিযুগে ধর্মই ছিল বাংলা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য।

শূন্যপুরাণের পরবর্তীকালে বাংলাদেশে নাথপন্থ সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। ডঃ জি. এ. গ্রিয়ারসন কর্তৃক আবিষ্কৃত 'মানিকচাঁদে'র গান উক্ত সাহিত্যশাখার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মাণিকচাঁদ ও তৎপত্নী ময়নামতী ও পুত্র গোপীচাঁদ এই গ্রন্থের প্রধান তিনটি চরিত্র এবং উহার প্রতিপাদ্য হইল নাথপন্থ সাধনার শ্রেষ্ঠত্ব। 'গোরক্ষবিজয়' বা 'মীনচেতন' এই শ্রেণীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ডাক ও খনার বচন বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সংযোজন। যদিও উহা গ্রন্থাকারে রচিত হয় নাই এবং লোকের মুখে মুখেই উহারা চলিয়া আসিতেছে, তথাপি স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয় মাধুর্যে ডাক ও বচন বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। পুষ্করিণী খনন, ধান্য বপন, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে করণীয় বিধি ও আচারের কথা ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল ডাক ও বচনের জটিলতা দেখিয়া ভাষাবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে ইহারা 'ময়নামতীর গান' অপেক্ষাও প্রাচীন। পদ্মপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যও বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সাহায্য করিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যের উপরোক্ত পথগুলি পরিক্রমা করিতে করিতে আমরা ত্রয়োদশ শতকের বঙ্গদেশে উপনীত হই; বাংলা সাহিত্যে তখন 'গৌড়ীয় যুগ' আরম্ভ হইয়াছে। এই সময় বাংলাদেশে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসকগণ বাংলার জনমানসে রামায়ণ ও মহাভারতের সুগভীর প্রভাব লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঐ দুইটি মহাকাব্য বাংলাভাষায় অনূদিত হয়। কৃত্তিবাস ওঝা বাংলায় রামায়ণ ও কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলায় রামায়ণ ও মহাভারতের আরও অনুবাদ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'অনন্ত রামায়ণ'-এর কথা বলা যায় এবং কাশীরাম দাস ব্যতীত আর যাঁহারা মহাভারত রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে সঞ্জয়, শ্রীকর নন্দী ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর-এর নাম উল্লেখযোগ্য। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নাম দিয়া মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করেন।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বাংলা সাহিত্যে দুইটি বিশিষ্ট কাব্যধারা প্রবহমান ছিল: মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য। মঙ্গলকাব্যের বিশিষ্ট কবি হইলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, ঘনরাম, কানাহরি দত্ত, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব ও জনার্দন। সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের রস ও রুচি প্রচারে মঙ্গলকাব্যগুলির ভূমিকা ছিল অনন্যসাধারণ। এই হিসাবে বিচার করিলে মঙ্গলকাব্যগুলিকে মধ্যযুগের বাংলাদেশের 'গণসাহিত্য' বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। পদাবলী-সাহিত্যে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কোমলকান্ত রচনাসমূহ বঙ্গসাহিত্যের চিরন্তন আনন্দের উৎসস্বরূপ। সাহিত্যানুরাগী রসিকজন চিরদিন এই আনন্দধারায় অবগাহন করিয়া ধন্য হইবেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রান্তিকাল। শ্রীচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া যেমন একদিকে বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য রূপে রসে বিকশিত হইয়া উঠে তেমনি তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে বাংলার 'চরিত-সাহিত্য'। শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ সঙ্গী ও ভক্তগণ তাঁহার জীবনী সম্পর্কে বিবিধ কড়চা বা নোট রাখিয়া যান। সেই সকল নোটের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হয় গোবিন্দদাসের কড়চা, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্য ভাগবত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত ইত্যাদি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য যাঁহাদের দানে সমৃদ্ধি লাভ করে, কবি ভারতচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ সেনের নামও স্মরণীয়; তাঁহার শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এই যুগেই বঙ্গভারতীর মন্দির প্রাঙ্গণ আরও একদল পূজারীর সমাগমে মুখর হইয়া ওঠে।

তাঁহারা হইলেন বাংলার কবিয়াল—হরু ঠাকুর, রাম বসু, এণ্টনি ফিরিঙ্গি, গোজলা গুঁই, রূপচাঁদ পক্ষী সে যুগের পুরোধা কবিয়াল।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির নবজাগরণের যুগ। বাংলার মনীষার সহিত পাশ্চাত্ত্যের ধ্যান-ধারণা ও আদর্শের সংযোগ ঘটে এই শতাব্দীতেই। বাংলার এই জাগরণকে অনেকে ইউরোপের ফ্রান্স ও ইতালীর রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদেও বাংলা সাহিত্যের গদ্যের প্রচলন হয় নাই। চিঠি পত্রে ও দলিল দস্তাবেজে যতটুকু সম্ভব গদ্য ব্যবহৃত হইত। ইতিমধ্যে দেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিশনারী সম্প্রদায় খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলা ভাষাকে বাহনরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারা বাংলা অভিধান রচনায় মনোনিবেশ করেন ; ১৭৭৮ খৃঃ হালহেড সাহেব ইংরেজিতে একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। তারপর উইলিয়াম কেরীর প্রচেষ্টায় শ্রীরামপুরে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই ঘটনাই বাংলা সাহিত্যের নবযুগের সূচনা করে। শ্রীরামপুর হইতে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে থাকে। ইহাই প্রকৃতপক্ষে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত। ইহার পূর্বে গদ্যরচনার যে নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা হইল মহারাজা নন্দকুমারের লিখিত একখানি চিঠি। তিনি ১৭৭২ খৃঃ জানুয়ারী মাসে উহা রাধাকৃষ্ণ রায়কে লিখিয়াছিলেন। নিখিলনাথ রায়ের 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'তে উক্ত চিঠিখানি উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত দিল্লীর 'ন্যাশন্যাল আর্কাইবস'-এ প্রাচীন বাংলা গদ্য রচনার কিছু নমুনা সংরক্ষিত হইয়াছে। উহাও চিঠি ; রাণী মরিচমতী ও মহারাণী কমতেশ্বরীর লেখা রাজকার্য পরিচালন সম্পর্কে নির্দেশনামা।

যাহাহোক, শ্রীরামপুরের মিশনারী সম্প্রদায়, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মণ্ডলী ও রাজা রামমোহন রায়ই বাংলা গদ্য রচনার প্রকৃত উদ্ভাবক। অতঃপর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য রচনার প্রভূত উন্নতি করেন এবং উহাকে অপূর্ব ঋজুতা দান করেন।

মধুসূদন তাঁহার অমর কাব্য 'মেঘনাদ বধ' রচনা করিয়া বাংলা ভাষাকে পয়ারের 'নিগড়' হইতে মুক্তি দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বাংলা গদ্যকে অপরূপ সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় মণ্ডিত করিয়া দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা সংবাদপত্রের জন্ম। নানাদিক দিয়াই বাংলাদেশে তখন নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। এই নবজীবনের কল্লোলধ্বনির মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে বাংলা সাহিত্যের যে যুগান্তকারী পরিবর্তন তাহা রবীন্দ্রনাথের একক দানেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে আসিয়াই বাংলার সাহিত্যধারা থামিয়া যায় নাই। বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্র এক

মরমী ধারার প্রবর্তক। বর্তমান শতকের ত্রিশের দশক হইতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক ও অগ্রগামী ধারার সূত্রপাত। এই সময় হইতেই আধুনিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা এক শ্রেণীর লেখকদের রচনায় পরিস্ফুট হইতে থাকে। সাহিত্যের যে নূতন আঙ্গিক ও উপকরণ লইয়া তরুণ লেখকগোষ্ঠী সেদিন পরীক্ষা শুরু করিয়াছিলেন আজও তাহার শেষ হয় নাই। নব নব সাহিত্যিকের অবদানে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে।

॥ ১৩৭০ সালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সম্মেলন ॥

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন: বাংলা সাহিত্যের নিয়মিত বার্ষিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়ে 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে'র নাম। প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্বে প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সম্মেলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। ১৯২২ সালে কাশীতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌরোহিত্যে ইহার প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তখন ইহার নাম ছিল 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' এবং প্রায় ৩০ বৎসর ধরিয়া ঐ নামটিই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালে পাটনা অধিবেশনে সম্মেলনের নাম নাম পরিবর্তন করিয়া 'নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন' করা হয়। স্বর্গত অতুল গুপ্ত ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

যাহা হোক, আলোচ্যবর্ষে পাঞ্জাব রাজ্যের রাজধানী চণ্ডীগড়ে সম্মেলনের ৩৯শ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীথানুপত্তম পিল্লাই ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩, তিন দিন ব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন ডঃ এ. সি. যোশী। মূল সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন সুসাহিত্যিক ও সুকণ্ঠ গায়ক শ্রীদিলীপকুমার রায়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ৪৫০ জন প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন: যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মভূমি কামারপুকুরে ৭ই মার্চ, ১৯৬৪, বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের তিন দিন ব্যাপী বার্ষিক অধিবেশন সুরু হয়। ইহা ছিল সম্মেলনের ২৭শ অধিবেশন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তাঁহার লিখিত ভাষণ সম্মেলনে পঠিত হয়। আলোচ্য অধিবেশনে মূল সভাপতির পদগ্রহণ করিয়াছিলেন কবি নরেন্দ্র দেব। বিভিন্ন শাখা সভাপতিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বিজ্ঞান), শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (কাব্য), শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (কথাসাহিত্য) এবং

অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন (প্রবন্ধ)। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে ৩০০ প্রতিনিধি এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্যিক সম্মাননা ॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬৪ সালের সমাবর্তন উৎসবে নিম্ন লিখিত সাহিত্যিককে সম্মানিত করিয়াছেন।

কবিশেখর কালিদাস রায়—সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক (১৯৬৩ সালের জন্য)

॥ বাংলা সাহিত্যের জন্য বিবিধ পুরস্কার ॥

সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার ঃ

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহিত্য আকাদেমী ১৯৫৫ সাল হইতে প্রতি বৎসর ভারতের বিভিন্ন ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তির জন্য লেখকদিগকে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ও অভিজ্ঞান-পত্র দিয়া সম্মানিত করিয়া আসিতেছেন। দুঃখের বিষয় ১৯৬০ সালে বাংলা ভাষায় কোন লেখককে এই পুরস্কার দেওয়া হয় নাই। আলোচ্যবর্ষে কবি অমিয় চক্রবর্তী তাঁহার 'ঘরে ফেরার দিন' গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। বাংলা সাহিত্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পর্যন্ত আকাদেমী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ঃ

বৎসর	লেখক	গ্রন্থের নাম
১৯৫৫	জীবনানন্দ দাশ	শ্রেষ্ঠ কবিতা
১৯৫৬	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	আরোগ্যনিকেতন
১৯৫৭	প্রেমেন্দ্র মিত্র	সাগর থেকে ফেরা
১৯৫৮	রাজশেখর বসু	আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প
১৯৫৯	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	কলকাতার কাছেই
১৯৬১	শশিভূষণ দাশগুপ্ত	ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য।
১৯৬২	অন্নদাশঙ্কর রায়	জাপানে
১৯৬৩	অমিয় চক্রবর্তী	ঘরে ফেরার দিন

রবীন্দ্র পুরস্কার ঃ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সাল হইতে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রবর্তন করিয়াছেন। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

১৯৬৪ সালে শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীবিমল মিত্র ও ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহকে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' দেওয়া হইয়াছে। শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার রচিত 'ভারতের

সাধক' গ্রন্থের জন্য, শ্রীবিমল মিত্র তাঁহার লেখা 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' উপন্যাসের জন্য এবং ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ তাঁহার রচিত 'আকাশ ও পৃথিবী' নামক বিজ্ঞান গ্রন্থের জন্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্করনাথ রায় এই ছদ্মনামে শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য তাঁহার পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থটি রচনা করিয়াছেন।

॥ এ যাবৎ রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও গ্রন্থের নাম ॥

১৯৫০—ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)
" —সতীনাথ ভাদুড়ী : জাগরী (উপন্যাস)
১৯৫১—আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি : Ancient Indian Life
" —বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : ইছামতী (উপন্যাস)
১৯৫২—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বাংলা সাময়িকপত্র, সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ইত্যাদি
" —ডঃ কালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ : ভারতের বনৌষধি
১৯৫৩—দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য : বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান : (বঙ্গে নব্যন্যায় চর্চা)
১৯৫৪—শ্রীমতী রাণী চন্দ : পূর্ণকুম্ভ (ভ্রমণকাহিনী)
১৯৫৫—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্যনিকেতন (উপন্যাস)
" —রাজশেখর বসু : কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প (গল্পগ্রন্থ)
১৯৫৬—সমরেন্দ্রনাথ সেন : বিজ্ঞানের ইতিহাস, ১ম খণ্ড
১৯৫৭—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার : The History and Culture of the Indian People.
" —প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী
১৯৫৮—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : Letterature Mediavali & Moderne Del sub continente Indiano (লাতিন ভাষায় লিখিত)
" —বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
" —প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাগর থেকে ফেরা (কাব্যগ্রন্থ)
১৯৫৯—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান
" —হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় : Origin of the National Education Movement.
১৯৬০—প্রমথনাথ বিশী : কেরী সাহেবের মুন্সী (উপন্যাস)
" —রাধাগোবিন্দ নাথ : গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন

১৯৬১—মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ : মহাভারত (অনুবাদ ও টীকা, ১৫৩ খণ্ডে সমাপ্ত)

,, —স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : Historical development of Indian Music.

১৯৬২—বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) : হাটেবাজারে

,, —জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : পঞ্চোপাসনা

১৯৬৩—সুবোধকুমার চক্রবর্তী : রম্যাণি বীক্ষ্য

,, —ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতিশাস্ত্রে বাঙ্গালী

১৯৬৪—প্রমথনাথ ভট্টাচার্য : ভারতের সাধক

,, —বিমল মিত্র : কড়ি দিয়ে কিনলাম

,, —ডঃ মৃত্যুঞ্জয়প্রসাদ গুহ : আকাশ ও পৃথিবী

॥ নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার ॥

১৯৪৮ সাল হইতে শ্রীনরসিংদাস আগরওয়ালা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ বাংলা গ্রন্থের জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। দাতার নামানুসারে ইহা 'নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার' নামে আখ্যাত। ১৯৬৩ সালে ডঃ তারকমোহন দাস এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এযাবৎ যাঁহারা এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নামের তালিকা দেওয়া হইল :—

বৎসর	গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম
১৯৪৮	যাযাবর	দৃষ্টিপাত
১৯৪৯	ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী	দেশে বিদেশে
১৯৫০	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই	...
১৯৫১	ডাঃ আর. কে. পাল	শারীরবিদ্যা
১৯৫২	শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্তা	সমাজ ও শিশুশিক্ষা
১৯৫৩	দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	বিজ্ঞান ভারতী
১৯৫৪	মনোজ বসু	চীন দেখে এলাম
১৯৫৫	নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস
১৯৫৬	শঙ্কর	কত অজানারে
১৯৫৭	সমরেন্দ্রনাথ সেন	বিজ্ঞানের ইতিহাস
১৯৫৮	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	বিগত দিন
১৯৫৯	সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়	গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

বৎসর	গ্রন্থকার	গ্রন্থের নাম
১৯৬০	শ্রীমতী বাণী রায়	নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ
১৯৬১	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই	...
১৯৬২	হরিহরপ্রসাদ সাহা	তুলসীদাসী রামায়ণ
"	ইন্দ্রমিত্র	সাজঘর
১৯৬৩	ডঃ তারকমোহন দাস	'আমার ঘরের আসে পাশে

লোকরঞ্জন সাহিত্য পুরস্কার : ভারত সরকারের শিক্ষাদপ্তর লোক-রঞ্জন সাহিত্যে উৎসাহদানের জন্য একটি পুরস্কার প্রবর্তন করিয়াছেন। খড়্গপুর রেলওয়ে বয়েজ মাল্টিপারপাস ও হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীঅমরনাথ রায় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২) এই পুরস্কার লাভ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দী সমিতির সুপারিশ অনুসারে উত্তরপ্রদেশ সরকারের শিক্ষাদপ্তর রাষ্ট্রভাষায় লোকরঞ্জন সাহিত্য রচনার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করেন তাহাও শ্রীরায় লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'হঠাৎ বিপদে' গ্রন্থখানির হিন্দী অনুবাদের জন্য তিনি উক্ত পুরস্কার পান।

ইউনেস্কো পুরস্কার : নবস্বাক্ষরদের উপযোগী সাহিত্য রচনার জন্য ইউনেস্কো যে তৃতীয় সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করিয়াছিলেন, খড়্গপুর রেলওয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীঅমরনাথ রায় তাহাতেও সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার রচিত 'সব পেয়েছির দেশ' পুস্তকখানির জন্য তিনি ১৯০০ টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শিশিরকুমার ও মতিলাল পুরস্কার : অমৃতবাজার পত্রিকা ও যুগান্তর পত্রিকা ১৯৫৮ সাল হইতে বাংলাভাষায় উৎকৃষ্ট গ্রন্থরচনার জন্য শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষের নামে প্রতিবৎসর দুইটি করিয়া পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। এই পুরস্কারের প্রত্যেকটির অর্থমূল্য এক হাজার টাকা।

১৯৬৪ সালে বিশিষ্ট কলা সমালোচক শ্রীঅর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন এবং 'মতিলাল পুরস্কার' দেওয়া হইয়াছে বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসুকে।

এযাবৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন :—

১৯৫৮—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
" —শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫৯—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ
" —শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

১৯৬০—প্রবোধকুমার সান্যাল
„ —হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
১৯৬১—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য
„ —অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
১৯৬২—ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার
„ —বিমল মিত্র
১৯৬৩—বুদ্ধদেব বসু
„ —তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৬৪—অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
„ —মনোজ বসু

আনন্দ পুরস্কার : আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ সাপ্তাহিক পত্রের কর্তৃপক্ষ বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য ১৯৫৮ সাল হইতে 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার' ও 'সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' নামে দুইটি পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। এই পুরস্কারের প্রত্যেকটির অর্থমূল্য এক হাজার টাকা।

১৯৬৪ সালে শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে 'প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হইয়াছে এবং সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পাইয়াছেন 'সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার'।

এযাবৎ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই পুরস্কার পাইয়াছেন :—

১৯৫৮—বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ —সমরেশ বসু
১৯৫৯—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
„ —সুবোধ ঘোষ
১৯৬০—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
„ —বনফুল
১৯৬১—প্রমথনাথ বিশী
„ —সৈয়দ মুজতবা আলী
১৯৬২—কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক
„—নরেন্দ্রনাথ মিত্র
১৯৬৩—রমাপদ চৌধুরী
„ —কবিশেখর কালিদাস রায়
১৯৬৪—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
„ —নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মৌচাক পুরস্কার : এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ 'মৌচাক' মাসিকপত্রের নামে প্রতিবৎসর শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য রচনার জন্য পাঁচশত টাকার একটি পুরস্কার দিয়া আসিতেছেন। ১৯৬৪ সালে কবি নরেন্দ্রদেব এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

এপর্যন্ত যাঁহারা এই পুরস্কার পাইয়াছেন তাঁহাদের নাম :—

১৯৫৮—হেমেন্দ্রকুমার রায়
১৯৫৯—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৯৬০—শিবরাম চক্রবর্তী
১৯৬১—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
১৯৬২—শ্রীমতী সুখলতা রাও
১৯৬৩—প্রেমেন্দ্র মিত্র
১৯৬৪—নরেন্দ্র দেব

উল্টোরথ পুরস্কার : উল্টোরথ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কবিকে পাঁচশত টাকার একটি পুরস্কার দেন। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৪ সালের জন্য এই পুরস্কার পাইয়াছেন। এই পর্যন্ত এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯৫৮), অজিত দত্ত (১৯৫৯), মণীন্দ্র রায় (১৯৬০), দিনেশ দাশ (১৯৬১), হরপ্রসাদ মিত্র (১৯৬২), শ্রীমতী উমা রায় (১৯৬৩), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৬৪)।

॥ লেখকপঞ্জী ॥

বাংলা সাহিত্যের সেবায় আজ অগণিত লেখক লেখিকা ব্রতী আছেন। তাঁহাদের সামগ্রিক দানেই বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি। জীবিত লেখকদের তালিকা প্রণয়ন ত্রুটিবিহীন হইতে পারে না। সেই ত্রুটি স্বীকার করিয়াই নিম্নোক্তরূপ তালিকা দেওয়া হইল :

কাব্য : কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কাজী নজরুল ইসলাম, কালিদাস রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, বিষ্ণু দে, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরবিন্দ গুহ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, নরেশ গুহ, মণীন্দ্র রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, গোপাল ভৌমিক, দিনেশ দাশ, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, গোবিন্দ চক্রবর্তী, বাণী রায়, অশোকবিজয় রাহা, কৃষ্ণ ধর, রাম বসু, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল।

কথাশিল্প : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, মহাস্থবির, সুবোধ ঘোষ, রমাপদ চৌধুরী, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রমথনাথ বিশী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, মনোজ বসু, অমরেন্দ্র ঘোষ, প্রতিভা বসু, সুশীল জানা, সুশীল রায়, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, বিমল কর, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, দেবেশ দাশ, অমলা দেবী, দীপক চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রামপদ মুখোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার সেন, রজত সেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রভাত দেব সরকার, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রনাথ

দাস, স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রাণতোষ ঘটক, শক্তিপদ রাজগুরু, লীলা মজুমদার, মতি নন্দী, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, অরবিন্দ পোদ্দার, সরোজ আচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ, নারায়ণ চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবনারায়ণ রায়, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, ঋষি দাস, অজিতকুমার ঘোষ, সাধনকুমার ভট্টাচার্য, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটক: মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, প্র-না-বি, সলিল সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, ধনঞ্জয় বৈরাগী, কিরণ মিত্র, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সুনীল দত্ত, গিরি শঙ্কর, অমর গঙ্গোপাধ্যায়।

রম্যরচনা: সৈয়দ মুজতবা আলী, 'যাযাবর', 'অবধূত', 'রঞ্জন', 'রূপদর্শী', তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ইন্দ্রজিৎ' 'জরাসন্ধ', 'শঙ্কর', 'ইন্দ্রমিত্র', 'শ্রীপান্থ', 'সমুদ্রগুপ্ত'।

ব্যঙ্গরচনা: শিবরাম চক্রবর্তী, প্র-না-বি, পরিমল গোস্বামী, অ-কৃ-ব, কুমারেশ ঘোষ।

শিশু সাহিত্য: সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুখলতা রাও, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, লীলা মজুমদার, 'স্বপনবুড়ো', আশা দেবী, 'মৌমাছি', দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, মনোজিৎ বসু।

সাহিত্য আকাদেমী অনুমোদিত বাংলা সাহিত্য সংস্থাসমূহ

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ২৪৩-১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড কলিকাতা—৬

২। রবীন্দ্রভারতী—৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭

৩। নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন—কালীবাড়ী, রিডিং রোড, দিল্লী

৪। রবিবাসর—৪৫, আমহার্স্ট স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

৫। সাহিত্য সভা—গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড, বর্ধমান

গ্রন্থাগার

প্রাচীন যুগ : ব্যাবিলনের "আক্কাদ গ্রন্থাগার" মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম নিদর্শন। ইহার গ্রন্থাগারিকের নাম ছিল আমিলস্। অবশ্য পুস্তক বলিতে ছিল পোড়া টালি। উক্ত টালির উপর লেখা হইত। এইরূপ কয়েকখানি টালি লইয়া একখানা পুস্তক সমাপ্ত হইত। এই গ্রন্থাগার স্থাপনের তারিখ ১৭০০ খৃঃ পূঃ। মিশরীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে এডফার নামক স্থানে গ্রন্থাগারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরের পুস্তকগুলি প্যাপিরাস নামক কাগজে লিখিত হইত। ইহার পরে ৩০০ খৃঃ পূঃ কালে ৪ লক্ষ পুঁথি সম্বলিত আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল টলিমিকো গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার আমলে এই দুই দেশে বহু ছোট বড় গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যুগে এ্যারিস্টটলই প্রথম বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থবিভাগের নীতি নির্দিষ্ট করেন।

মধ্যযুগে খৃষ্টানধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'খৃষ্টান মনষ্টারি' বা আশ্রমগুলি গ্রন্থাগারের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ সুষ্টুভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মযাজকগণ প্রত্যেক আশ্রম ও গির্জায় পুস্তক রাখার দাবী করিতেন। পঞ্চদশ শতকে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় পুস্তক অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে রেনেসাঁ ও ধর্মসংস্কারের দিকে মানুষ ঝুঁকিয়া পড়াতে গ্রন্থাগারের দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এক কথায় পঞ্চদশ শতকেই ইউরোপে ধারাবাহিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

এই শতকেই মধ্যযুগের গ্রন্থাগারের যে বনিয়াদ ছিল তার মূলে আঘাত আসিল। মধ্যযুগে গ্রন্থাগারগুলির দ্বার জনসাধারণের কাছে রুদ্ধ ছিল। একমাত্র পুরোহিতদের নিকট সে দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগ আরম্ভ হইল বিপ্লবের সূচনা লইয়া এবং তাহা পরিণতি লাভ করিল ফরাসী বিপ্লবে। সাধারণ মানুষ অন্যান্য সর্ব সংস্থাতে যেমন, তেমনি গ্রন্থগারগুলিতেও তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আওতায় যেমন বড় বড় গ্রন্থাগার সৃষ্টি হইল, তেমনি ব্যক্তি বিশেষের অর্থে ও চেষ্টায় গড়িয়া উঠিল

অনেক ছোট বড় গ্রন্থাগার। ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখা দিলেও আধুনিক পর্বেই ইহাদের গ্রন্থাগার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে থাকে। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা তারিখ এইরূপ।—

বার্লিন স্টেট লাইব্রেরী—	১৬৬১ খৃঃ অঃ
বৃটিশ মিউজিয়াম—	১৭৫৩ " "
বিব্‌লিওথেক ন্যাশনাল, প্যারি—	১৭৮৯ " "
লেনিনগ্রাদ লাইব্রেরী—	১৭৯৫ " "
লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, আমেরিকা	১৮০০ " "

আধুনিক যুগে বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও আয়তন বাড়িলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন দেখা দেয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই যেমন একদিকে গ্রন্থাগারের নিয়ম, কানুন ও পরিচালনাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখা দিল, তেমনি দেশে দেশে গড়িয়া উঠিল গ্রন্থাগারসঙ্ঘ বা সমিতি। ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি সমিতিই প্রধান :—

বৃটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (B.L.A.)	১৮৭৭ খৃঃ অঃ প্রতিষ্ঠিত
আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A.L.A.)	১৮৭৬ " " "
ফরাসী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A.B.F.)	১৯০৬ " " "

দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি গড়িল বটে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানকে যেমন সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা দুরূহ, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পক্ষে দেশের সীমা ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিক রূপ লইবার আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই দিকে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হইল ১৯০৭ সালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ মেলভিল ডিউই-র নেতৃত্বে বৃটেন ও আমেরিকার গ্রন্থাগার সমিতি এই বৎসর একত্রে ও একমত হইয়া গ্রন্থাগার সংগঠিত করিবার নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ করিল। মোটামুটিভাবে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার সংগঠিত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতের গ্রন্থাগার : ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আজও কোনও গবেষণা কার্য হয় নাই। ফলে যাহা কিছু বলা হউক না কেন, তাহা অনুমান মাত্র। সিন্ধু সভ্যতার যুগে অনেক কিছু সম্পর্কে আলোকপাত হইলেও গ্রন্থাগারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে সমসাময়িক ব্যাবিলন সভ্যতার মত পোড়া টালিতে লেখা পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য সে লেখার পাঠোদ্ধার আজিও হয় নাই। এমনও হইতে

পারে; এখানেও পোড়া টালির পুস্তক ছিল এবং তাহা আগারেও রক্ষিত হইত।

পরবর্তী যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা পরপর অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদর্শন বা উল্লেখ পাই। যেমন—তক্ষশীলা (খৃঃ পূঃ সপ্তম শতক), বলভি (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক), নালন্দা (খৃঃ অঃ পঞ্চম শতক), বিক্রমশীলা (খৃঃ অঃ অষ্টম শতক)। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দেখিলে ইহা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সব কেন্দ্রে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। ইহাদের পুস্তকগুলি ছিল ভূর্জপত্রে লিখিত পুঁথি।

বুদ্ধের জীবিতকালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিহারগুলির মধ্যে জেতবন বিহারের কথা পঞ্চম শতকে চীন পরিব্রাজক ফা হিয়ান উল্লেখ করেন। তাঁহার বিবরণে এখানে সুন্দর গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে নালন্দার গ্রন্থাগার সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিশিষ্ট উল্লেখ আছে। তিব্বতী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এখানে গ্রন্থাগারের তিনটি বড় বড় গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। গ্রন্থাগারের নাম ছিল 'ধর্মগঞ্জ'। আর ইহার তিনটি গৃহের নাম ছিল—'রত্নদধি', 'রত্নসাগর' এবং 'রত্নরঞ্জক'। প্রত্যেকটি গৃহই ছিল নাকি নয়তলা। রত্নদধিতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র, সমাজ-গুহ্য প্রভৃতি পুস্তক রাখা হইত। রত্নসাগরে ও রত্নরঞ্জকে থাকিত ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য বিদ্যার গ্রন্থ ও টীকা। এত গ্রন্থ এবং তাহা পড়িবার জন্য যেখানে দশ হাজার ছাত্র বাস করিত, সেখানে নিশ্চয় গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আর এক বিরাট গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাই। বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের ইতিহাসের মত আমাদের দেশেও বৌদ্ধ-বিহারগুলি গ্রন্থাগার-কেন্দ্র হইয়া উঠে। মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, অধুনা বিহার প্রদেশে ওদন্তপুর মহাবিহারে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল পুস্তক ভাণ্ডার ছিল।

মুসলমান আমলে নবাব বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিতে থাকে। উহাদের মধ্যে দিল্লীর 'বাদশাহী গ্রন্থাগার' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের যে নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল তাহাতে প্রায় ২০,০০০ পুস্তক ছিল। দ্বাদশ শতকে কাগজের ব্যবহার চালু হওয়ায় মুসলমান যুগে গ্রন্থাগার গঠনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের সূচনায় ইংরাজ পণ্ডিতগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে দেশে যেমন শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়, তেমনি উহার সহযোগী হিসাবে

গ্রন্থাগারও দেখা দেয়। একটি বিশেষ ঘটনা এই সম্পর্কে প্রেরণা যোগায়; এই সময়ে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র আসে। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দিবার জন্য ভারতে মুদ্রণযন্ত্র আনা হয়। মাদ্রাজে ১৭৭২ খৃঃ প্রথম মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে প্রথম ছাপার কাজ হয় ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ঃ কলিকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও তাহার গ্রন্থাগারের সূচনা হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থাগারকে বোধ হয় ভারতের বর্তমান যুগের প্রথম গ্রন্থাগার হিসাবে বলা যাইতে পারে। ইহার পর শ্রীরামপুরে খৃষ্টীয় মিশনারীদের উদ্যোগে উনবিংশ শতকের প্রথমেই যেমন সংগঠিত ছাপাখানা তৈয়ারী হইল, তেমনি সেখানে মূল্যবান গ্রন্থাগারের সূচনাও হইল! ইহা ছাড়া এই যুগে আরও দুইটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য। গোলকুণ্ডার 'কুতুব সাহেব গ্রন্থাগার' এবং পাটনার 'খুদাবক্স গ্রন্থাগার'।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মহম্মদ বক্স তাঁহার পুত্র খুদাবক্সকে ৩০০ শত পুঁথি দিয়া যান। উপযুক্ত পুত্র এই সংগ্রহকে ১৪০০ পুঁথিতে পরিণত করেন। তিনি দেশ বিদেশ হইতে নানা উপায়ে এই পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থ সংগ্রহ এত মূল্যবান ছিল যে, একসময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়াম বহু টাকা দিয়া উহা কিনিতে চায়। খুদাবক্স তাহা হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ঃ বাংলা দেশ যেমন প্রথম ইংরাজের অধীন হইয়াছিল তেমনি এই প্রদেশেই প্রথম নবজাগরণ দেখা দেয়। এই জাগরণ সাহিত্যে, কৃষ্টিতে এবং রাজনীতিতেও। নবজাগরণের যজ্ঞে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন তার স্বাভাবিক স্থান অধিকার করে। ১৮৩৫ সালের ২০শে ও ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে দুইটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী উঠে ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলা যায় ইহারই ফলে ১৮৩৬ সালের ৯ই মার্চ ১৩ নং এসপ্ল্যানেড রো'তে "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ সালে এই গ্রন্থাগার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও তিন বছর পরে মেট্‌কাফ হলে স্থানান্তরিত হয়। সমসাময়িককালে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও 'পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বা আন্দোলনের বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, এই সময় শিক্ষাবিদ্ ও বিদ্যোৎসাহীরা বাংলাদেশে এবং অন্যত্রও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার

কাজে চেষ্টিত হন এবং শিক্ষায়তনগুলিতেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। স্কটিশ চার্চ কলেজ ১৮৩০, বেথুন কলেজ ১৮৪৯, প্রেসিডেন্সী কলেজ ১৮৫৫ এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ইউনিভার্সিটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতকের চতুর্থভাগে সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে নূতন চেতনা দেখা দেয়। ইহা সংগঠনের চেতনা—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও, যেমন, তেমনি গ্রন্থাগার বিষয়েও। জনসাধারণের প্রচেষ্টায় কলিকাতায় মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে, এবং ইহা ঘটে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই। তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী—১৮৮২, চৈতন্য লাইব্রেরী—১৮৮৯, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—১৮৯৪, রামমোহন লাইব্রেরী—১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী : ভারত সরকার বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলি একত্রিত করিয়া ১৮৯১ সালে "ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী" গঠন করেন। ১৯০২ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সহিত 'কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী' সংযুক্ত হয়। ১৯২৩ সাল পর্যন্ত উহা মেট্‌কাফ হলে ছিল; অতঃপর ইহা ৬নং এসপ্ল্যানেড ইস্ট, এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

বরোদার মহারাজার একটি কার্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে বিদ্যোৎসাহের দৃষ্টান্ত হিসাবে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যে সংগঠিতভাবে শিক্ষাপ্রসারের অঙ্গ হিসাবে অসংখ্য ছোটবড় গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা কার্যকরী করেন।

গ্রন্থাগার সমিতি : বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থকের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনা দেখা দিলেও, দ্বিতীয় চতুর্থকের পূর্বে গ্রন্থাগার আন্দোলন স্পষ্টরূপে দেখা দেয় নাই। একে একে এই সময় ভারতের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগার সমিতি বা সংঘ দেখা দিতে লাগিল। অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯১৪ সালে, মাদ্রাজে ডঃ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৪ সালে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৫ সালে এবং কর্ণাটক গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য আরও কতকগুলি প্রদেশে সমসাময়িক কালে গ্রন্থাগার সমিতি দেখা দেয়। ১৯১৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশনকালে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ভারতীয় গ্রন্থাগার সমিতি (I. L. A.) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে।

স্বাধীনতার পরবর্তীযুগ : স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন এক নূতন উদ্দীপনা লাভ করে। প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন পাস হইতে লাগিল। এই সম্পর্কে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজই অগ্রণী

হয়। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাক্ট পাস হইল। অনুরূপ আইন অন্ধ্রে ১৯৫৩ সালে এবং হায়দরাবাদে ১৯৫৪ সালে চালু হয়।

ভারত সরকারও এই সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকেন নাই। ১৯৫১ সালের ২২শে মে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর সঙ্গে ভারত সরকার 'দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গত কয়েক বৎসরের কার্যের ফলে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী একটি আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থাগার: রূপান্তরিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীই আজিকার দিনের "জাতীয় গ্রন্থাগার"। ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৪৮ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করা হয়; তখন হইতে উহা 'জাতীয় গ্রন্থাগার' নামে পরিচিত হইতে থাকে। ১৯৫৩ সালে উহাকে এসপ্ল্যানেড-এর পুরাতন বাড়ী হইতে আলিপুরে 'বেলভেডিয়ার' ভবনে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী (National Bibliography of Indian Literature)**:** ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৫৪ সনটি বিশেষ স্মরণীয়। ঐ বছর ভারত সরকার 'ডেলিভারী অব বুকস্ (পাবলিক লাইব্রেরীস্) অ্যাক্ট' প্রণয়ন করেন। ঐ আইন অনুসারে ভারতীয় প্রকাশকগণকে তাহাদের প্রকাশিত প্রতিটি বই ও সাময়িকপত্রের একখণ্ড করিয়া নিম্নলিখিত ৩টি গ্রন্থাগারে দিতে হয়—(১) জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা; (২) সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, টাউন হল, বোম্বাই; (৩) কান্নেমারা পাবলিক লাইব্রেরী, মাদ্রাজ। জাতীয় গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত পুথি-পত্রের উপর ভিত্তি করিয়া এখন 'জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী' সঙ্কলিত হইতেছে। একটি কেন্দ্রে সকল পুথি-পত্র পাওয়া না গেলে অনুরূপ গ্রন্থপঞ্জী রচনা করা সম্ভব হইত না। ভারতের কোথায় কোথায় কোন বিষয়ে কি বই প্রকাশিত হইতেছে তাহা জানিবার জন্য পাঠক, গ্রন্থাগারিক ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের পক্ষে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী অপরিহার্য। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত সকল ভাষা এবং ইংরাজী ভাষায় ভারতে প্রকাশিত যাবতীয় বই জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। এতগুলি বিভিন্ন ভাষার পৃথক লিপি ব্যবহারের অসুবিধা এড়াইবার জন্য গ্রন্থপঞ্জীতে রোমান হরফ ব্যবহার করা হইতেছে। রেস গাইড, অর্থপুস্তক ও অন্যান্য মূল্যহীন পুস্তক গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান লাভ করে না। ভাষা-নির্বিশেষে সকল বই বিষয়ানুসারে সাজান হইয়া থাকে।

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা: ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় বরোদা রাজ্যে। ১৯১০ সালে যখন মহারাজা সায়জী রাও

গাইকোয়াড় রাজ্যের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন, তখন তিনি এই কাজে সাহায্যের জন্য মার্কিন দেশের একজন নামকরা গ্রন্থাগারিক Mr. W. A. Borden-এর সাহায্য নেন। শ্রী বোর্ডেন এদেশে আসিয়া প্রথম গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন। ইহার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে শিক্ষা দিতে শুরু করে। দেশবিদেশখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডঃ এস্. আর. রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগারিক পরিষদ কর্তৃক ১৯২৯ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের নেতৃত্ব ও উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুল আরম্ভ হয় ১৯৩৭ সালে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা মোট তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স এবং ডিগ্রী কোর্স।

সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডিপ্লোমা কোর্স এবং গ্রন্থাগার সমিতি গুলিতে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয়। একমাত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে M. A. ও D. Phil কোর্স প্রবর্তন করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষণ-ব্যবস্থা ঃ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্স শিক্ষার ব্যবস্থা আছে ; শিক্ষাকাল এক বৎসর। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ স্বল্পমেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স শিক্ষা দিয়া থাকে। কোন কোন জেলা গ্রন্থাগার সমিতিও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষণ-ব্যবস্থা পরিচালনা করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পল্লী পাঠাগার ও মাল্টিপারপাস বিদ্যালয় সমূহের জন্য গ্রন্থাগারিক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি 'ট্রেনিং বোর্ড' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান শিক্ষা ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তনের ইহাই সর্বপ্রথম উদ্যম। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সম্পর্কে এখন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস্ কমিশনের আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছেন। যে সকল স্নাতক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা এক বৎসরের একটি কোর্স সমাপ্ত করিলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করিতে পারিবেন। আর যে সকল স্নাতক গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার অধিকারী নহেন তাহাদিগকে দুই বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করিলে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেওয়া হইবে।

॥ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা ॥

অতিশয় আনন্দের বিষয়, দেশব্যাপী উন্নয়ন পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার অবহেলিত হয় নাই। পর পর দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারসমূহ গ্রন্থাগার প্রসারের জন্য সম্যক প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাকালে স্থির হইয়াছিল যে, প্রতিরাজ্যে একটি 'রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' এবং উহার অধীনে প্রতি জেলায় একটি করিয়া 'জেলা গ্রন্থাগার' স্থাপন করা হইবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার জেলা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে ছোট ছোট পল্লী গ্রন্থাগারগুলির সহিত সংযোগ রক্ষা করিবে এবং উহাদিগকে উপযুক্ত সাহায্য দান করিবে। আবার প্রতি রাজ্যে কতিপয় অঞ্চল নির্বাচন করিয়া প্রত্যেক অঞ্চলে একটি করিয়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (Head Quarter Library) স্থাপন করা হইবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার উহার অধীন গোটা অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে (Unit Library) আবশ্যকীয় পুস্তক সরবরাহ করিবে। এই জন্য তাহাকে মোটর ভ্যান বা কয়েকটি সাইকেল দেওয়া হইবে। উহার সাহায্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নূতন বই বণ্টন এবং ফিরতি পথে পুরানো বইগুলি ফেরত আনা হইবে। প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে সাহায্য করা হইবে। দিল্লীতে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে উপরোক্ত কার্যসূচী বহুলাংশে রূপায়িত করা হইয়াছে। ভারতের মোট ৩২০টি জেলার মধ্যে ইতিমধ্যে অধিকাংশ জেলাতেই গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে এবং সকল রাজ্যেই 'রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' স্থাপন করা হইয়াছে।

॥ পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ॥

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্য সন্তোষজনক বলিলে ভুল করা হইবে না। বস্তুতঃ রাজ্যসরকার ১৯৫০-৫১ সালেই রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি বিধানে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই সময় তাঁহারা এককালীন ১,০৬,১০০ টাকা মঞ্জুর করিয়া গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থভাণ্ডার ও আসবাবপত্র বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষে ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে সরকার এই সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট কার্যসূচী গ্রহণ করেন। উক্ত কার্যসূচী অনুসারে স্থির হয় যে, একটি 'রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার' স্থাপন করিয়া উহার অধীনে সকল জেলায় একটি করিয়া 'জেলা গ্রন্থাগার' স্থাপন

করিতে হইবে। জেলা গ্রন্থাগারগুলির অধীনে থাকিবে পল্লীপাঠাগারসমূহ এবং কতিপয় নির্বাচিত বিশেষ অঞ্চলে 'আঞ্চলিক গ্রন্থাগারসমূহ'। এই পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। কলিকাতার ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর 'এমারেল্ড বাওয়ার' নামক উদ্যানবাটিতে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের সমুদয় জেলায় মোট ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে; মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় ২টি করিয়া এবং চব্বিশ পরগণা জেলায় ৩টি গ্রন্থাগার স্থাপন করার ফলেই জেলা গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯টি। বাণীপুর ও কালিম্পং-এ দুইটি বিশেষ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নির্বাচিত বিশেষ অঞ্চল সমূহে এযাবৎ মোট ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও তাহাদের অধীনে ১২০টি শাখা গ্রন্থাগার স্থাপিত হইয়াছে। সংবাদে প্রকাশ ১৯৬২ সালের শেষে এই রাজ্যে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত পল্লীগ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৫০৪টি। রাজ্যসরকার জেলা গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও পল্লীগ্রন্থাগারগুলির সমুদয় আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর উপর ন্যস্ত।

প্রতি শহরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা: পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে রাজ্যের প্রতিটি শহরে একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপনের এক সূচী গ্রহণ করিয়াছেন। এযাবৎ সরকার গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের দিকেই বেশী মনোযোগ দিয়াছেন। মিউনিসিপ্যাল শহরগুলিতে সরকারী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কোন পরিকল্পনা ছিল না। সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যে অন্ততঃ ৪০০টি এইরূপ গ্রন্থাগার স্থাপিত করা হইবে এবং ঐ বাবদ ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। উক্ত সময়ের মধ্যে একটি প্রাক্‌স্নাতক ও স্নাতকোত্তর গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কলেজ স্থাপন করা হইবে।

॥ গ্রন্থাগার পরিচিতি ॥

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ছোট শহর ও গ্রামাঞ্চলে বহু গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিতেছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে মফস্বল গ্রন্থাগারের একটি তালিকা মুদ্রিত হইল। বলা বাহুল্য, যে সকল গ্রন্থাগার যথা সময়ে তাহাদের বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন এই তালিকায় কেবলমাত্র তাহাদেরই পরিচয় ছাপা হইয়াছে।

[দ্রষ্টব্য : এই বিভাগে গ্রন্থাগার-পরিচয় ছাপা সম্পর্কে কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব করা হয় না। যে সকল গ্রন্থাগার প্রতি বৎসর ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের মধ্যে তাহাদের বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন তাহাদের পরিচয় অবশ্যই এই বিভাগে প্রকাশিত হইবে। এই জন্য গ্রন্থাগারসমূহের নিকট স্বতন্ত্র কোন চিঠি বা বিজ্ঞপ্তি পাঠান হইবে না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, যে সকল গ্রন্থাগারের পরিচয় বর্ষপঞ্জীর বর্তমান সংখ্যায় ছাপা হইয়াছে তাহাদিগকেও প্রতি বৎসর নূতন করিয়া বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, নতুবা পরবর্তী সংস্করণে তাহাদের বিবরণ ছাপা হইবে না। ইহার তাৎপর্য এই যে, সভ্যসংখ্যা, পুস্তকসংখ্যা ইত্যাদি তথ্যগুলি প্রতি বৎসরই আমরা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার সমূহ দ্বারা সংশোধন করাইয়া লইতে চাই। সম্পাদক : বর্ষপঞ্জী]

২৪ পরগণা জেলার গ্রন্থাগার

সাধুজন পাঠাগার—'সাধু-পাঠ-মন্দির', পোঃ বনগ্রাম ; সভ্যসংখ্যা : ২১৭ পুস্তকসংখ্যা : ৮,১১২।

গোপালপুর পল্লীমঙ্গল সাধারণ পাঠাগার—পোঃ গোপালপুর ; সভ্যসংখ্যা : ২০২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৬১৮।

সারদা পাঠচক্র স্বামিজী সেবা সংঘ—লক্ষ্মীপুর, পোঃ গোবরডাঙ্গা ; সভ্যসংখ্যা : ২২২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১০৬৮।

ডাঃ উষারঞ্জন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ রাধাকান্তপুর ; সভ্যসংখ্যা : ২৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫৬৫।

পল্লীমঙ্গল সমিতি ও পাঠাগার—দুর্গাপুর, পোঃ মায়াপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৪৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৫৭৮।

বিভূতিভূষণ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ গোপালনগর ; সভ্যসংখ্যা : ৯০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,২১১।

বাণী লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ গোপালপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৭৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৪৬২।

হরিদাস-কুসুমকামিনী স্মৃতি পাঠাগার—দক্ষিণ কোদালিয়া, পোঃ বিশরপাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ৪০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪৭৫।

মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার—ভারতচন্দ্র পথ, পোঃ শ্যামনগর ; সভ্যসংখ্যা : ২৩০ ; পুস্তকসংখ্যা : প্রায় ৭,০০০।

হরিনাভি প্রগতি সংঘ পল্লী পাঠাগার—হরিণাভি, পোঃ কোদালিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ২২৪ ও শিশু সদস্য : ৮১ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪,১৩২।

গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির গ্রামীণ পাঠাগার—পোঃ গাইঘাটা ; সভ্যসংখ্যা : ১৬৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৭৩০।

ডায়মণ্ডহারবার মহিলা সমিতি গ্রন্থাগার—উত্তর হাজিপুর, পোঃ ডায়মণ্ডহারবার ; সভ্যসংখ্যা : ৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭১২।

বারুইপুর সাধারণ পাঠাগার ও নিঃশুল্ক পাঠকক্ষ (গ্রাম্য)—পোঃ বারুইপুর ; সভ্যসংখ্যা : ২৩০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩,৫২৪।

ভাঙ্গড় পাবলিক লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ ভাঙ্গড় ; সভ্যসংখ্যা : ১৮৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১৯২।

আকড়া কৃষ্ণনগর ভ্রাতৃসঙ্ঘ লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ আকড়া-কৃষ্ণনগর ; সভ্যসংখ্যা : ১৮৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩,০০০।

বান্ধব লাইব্রেরী—পোঃ জয়নগর মজিলপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩,২৪৪।

স্যার রমেশ লাইব্রেরী—বিষ্ণুপুর, পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর ; সভ্যসংখ্যা ১৩৯ ও শিশু সদস্য ১৭২ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৮২৬।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার—পোঃ মডেল বেলগড়িয়া ; সভ্যসংখ্যা : ২৭৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৪৯৩।

বজ্‌বজ্‌ পাবলিক লাইব্রেরী—১০০, মাহাত্মা গান্ধী রোড, বজ্‌বজ্‌ ; সভ্যসংখ্যা : ৪৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭,১১২।

ক্ষেত্রগোপাল সাধারণ পাঠাগার—আঁধার মাণিক, পোঃ রুদ্রপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১২২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৫২০।

ট্যাংরা বাণী পাঠাগার—পোঃ ভ্যাবলা ; সভ্যসংখ্যা : ৪৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৪৯।

বিপিন স্মৃতি পাঠাগার—কাঁচরাপাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ৭৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯৮৬, পত্রিকা ৩৫০।

নরনারায়ণ গ্রন্থাগার—নরনারায়ণ আশ্রম, বাগুইআটি, পোঃ অশ্বিনীনগর ; সভ্যসংখ্যা : ৮২ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,০৭৫।

সাউথ গড়িয়া রামতারণ মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরী—গ্রাম ও পোঃ সাউথ গড়িয়া ; সভ্যসংখ্যা : ১৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫,২৪৩।

ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দির—৮, গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী রোড, পোঃ ভাটপাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ৩৫০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩,৭৫০।

তারাগুনিয়া বীণাপাণি পাঠাগার—পোঃ তারাগুনিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ১৪৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৭৭৪।

বান্ধব পাঠাগার—গ্রাম ও পোঃ সারাঙ্গাবাদ ; সভ্যসংখ্যা : ১৫২ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৫৪২।

ফ্রেজারগঞ্জ বিজলী ক্লাব অ্যাণ্ড রুর‍্যাল লাইব্রেরী—অমরাবতী, পোঃ ফ্রেজারগঞ্জ ; সভ্যসংখ্যা : ৩৮০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৩৩৩।

অশ্বত্থতলা জনসেবক সংঘ পাঠাগার—অশ্বত্থতলা, পোঃ নিশ্চিন্তপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৮৫, পুস্তকসংখ্যা : ২,০৮৩।

ন্যাজাদ পাবলিক লাইব্রেরী—সন্দেশখালি, পোঃ ন্যাজাদ হাট, সভ্যসংখ্যা : ১০২ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫০০।

হরিণবাড়ী সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম হরিণবাড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ১৭১ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬৫৪।

কোচবিহার জেলার গ্রন্থাগার

কামতেশ্বরী লাইব্রেরী—পোঃ গোসানিমারী ; সভ্যসংখ্যা : ৯০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭০০।

বাণী বিতান—পোঃ ভেটাগুড়ি ; সভ্যসংখ্যা : ৭১, পুস্তকসংখ্যা : ৫৮১।

জাগৃতি সংঘ রুর‍্যাল লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম—গোঁসাইর হাট-বন্দর ; সভ্যসংখ্যা : ৬৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪০০।

রবীন্দ্র পল্লী পাঠাগার—মারুগঞ্জ, পোঃ তল্লীগুড়ি ; সভ্যসংখ্যা : ১৬২ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫৩১।

পি. ভি. এন. এন. লাইব্রেরী—পোঃ হলদিবাড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ২৮৮, পুস্তকসংখ্যা : ২,৬২৯।

মদনমোহন পাঠাগার—পোঃ ঘুঘুমারী ; সভ্যসংখ্যা : ১০৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৮৮৯।

চ্যাংড়াবান্ধা ক্লাব—পোঃ ও গ্রাম চ্যাংড়াবান্ধা ; সভ্যসংখ্যা : ১০৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,২৬৭।

কোচবিহার সাহিত্য সভা—কোচবিহার ; সভ্যসংখ্যা : ১২৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ৮,২০৬।

জলপাইগুড়ি জেলার গ্রন্থাগার

শ্রীসংঘ পাঠাগার—পোঃ রাজগঞ্জ ; সভ্যসংখ্যা : ১৩৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৫৮।

বাবুপাড়া পাঠাগার—মহাত্মা গান্ধী রোড, পোঃ জলপাইগুড়ি ; সভ্যসংখ্যা ; ৩০০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪,১০৩।

যোগেশচন্দ্র ক্লাব—যোগেশচন্দ্র টি এষ্টেট, পোঃ মালহাটি ; সভ্যসংখ্যা : ৪০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪৫৫।

ময়নাগুড়ি রাধিকা লাইব্রেরী—পোঃ ময়নাগুড়ি ; সভ্যসংখ্যা : ১০৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৬৭০।

কুমারগ্রাম ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন লাইব্রেরী—পোঃ কুমারগ্রামদুয়ার ; সভ্যসংখ্যা : ১৩০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯৫০।

শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার—শক্তিগড় কলোনী, পোঃ শিলিগুড়ি ; সভ্যসংখ্যা : ৭৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০১০।

মোহিতনগর ক্লাব এবং পাঠাগার—মোহিতনগর ; সভ্যসংখ্যা : ৮৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ৮৯৬।

নেতাজী পাঠাগার—পোঃ লাটাগুড়ি ; সভ্যসংখ্যা : ১২৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,২৮০।

সপ্তম এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল লাইব্রেরী—পোঃ আলিপুরদুয়ার ; সভ্যসংখ্যা : ৩১২ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫,০০০।

চালসা শালবনী সংঘ পাঠাগার—পোঃ চালসা ; সভ্যসংখ্যা : ১০২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৫০।

দার্জিলিং জেলার গ্রন্থাগার

বাগডোগরা ওয়াই. এম. এস. এ. গ্রামীণ গ্রন্থাগার—পোঃ বাগডোগরা ; সভ্যসংখ্যা : ৯৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪৯৮।

ব্রুমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ কার্সিয়াং ; সভ্যসংখ্যা : ১৬৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৬৬৭।

খড়িবাড়ী ক্লাব কাম্ লাইব্রেরী—পোঃ খড়িবাড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ৬৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩৩২।

নদীয়া জেলার গ্রন্থাগার

শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী—নেতাজী সুভাষ রোড, পোঃ শান্তিপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৪৮৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ১০,০০০।

আনুলিয়া কেদারনাথ স্মৃতি আঞ্চলিক পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম আনুলিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ৭০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৮১০।

সুশীলাসুন্দরী লাহিড়ী স্মৃতি আঞ্চলিক পল্লী গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম—মাজদিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ১০১ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৩৮৫।

রাণী ভবানী পাঠাগার—সুরভিস্থান, পোঃ বাদকুল্লা ; সভ্যসংখ্যা ৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৪৬০।

বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার—পোঃ চাকদহ ; সভ্যসংখ্যা : ২০০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩,৯৪৭।

দিগম্বরপুর শহীদ স্মৃতি পাঠাগার—দিগম্বরপুর, পোঃ খালবোয়ালিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ৮০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬৬৫।

ঈশ্বরগুপ্ত পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম—কাঁচরাপাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ২১০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৫০০।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম—বড়-আন্দুলিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ২০৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,০০০।

বগুলা নেতাজী ক্লাব আঞ্চলিক গ্রন্থাগার—পোঃ বগুলা ; সভ্যসংখ্যা : ৭২ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪৫০।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার গ্রন্থাগার

রামকৃষ্ণপুর গিরিশ পল্লী পাঠাগার—পোঃ রামকৃষ্ণপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৫০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬০৫।

বিন্দোল ঈশ্বরচন্দ্র রায় স্মৃতি পল্লী পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম, বিন্দোল ; সভ্যসংখ্যা : ৬২ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭০০।

উদয়ন পল্লী পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম—হরিরামপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১০৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭৫২।

তপন পল্লী পাঠাগার—পোঃ তপন ; সভ্যসংখ্যা : ৩৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫২২।

সুমিত্রা সাহিত্য সদন (পল্লী পাঠাগার)—ফকিরগঞ্জ, পোঃ সমজিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ৫৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬৮০।

পুরুলিয়া জেলার গ্রন্থাগার

তরুণ সংঘ গ্রন্থাগার—কাশীপুর, পোঃ পঞ্চকোটরাজ ; সভ্যসংখ্যা : ৯৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,০১৭।

মধুতটি সরস্বতী লাইব্রেরী—পোঃ মধুতটি ; সভ্যসংখ্যা : ১২২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১৭৭।

কান্তিচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার—পোঃ চেলিয়ামা ; সভ্যসংখ্যা : ৮৫ , পুক-স্ত সংখ্যা : ৭১৫ ।

মুরাড়ি প্রসন্ন সাহিত্য মন্দির—পোঃ মুরাড়ি ; সভ্যসংখ্যা : ১০৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,২০০ ।

লৌলাড়া সুবাসিনী পাঠাগার—পোঃ লৌলাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ৯২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১২৭ ।

বরাভূম পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ বরাভূম , সভ্যসংখ্যা : ১০০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭৫৮ ।

দলদলী বাণী লাইব্রেরী—পোঃ চাকলতা ; সভ্যসংখ্যা : ৯৫ ; পুস্তক-সংখ্যা : ৭০৫ ।

শ্রীরাম গ্রন্থাগার—পাথরমোহরা, পোঃ মানবাজার ; সভ্যসংখ্যা : ১৬৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৫৪ ।

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির—পোঃ ও গ্রাম—গড়জয়পুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৮১ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,০৮২ ।

মাঝিহিড়া হরিপদ গ্রন্থাগার—পোঃ মাঝিহিড়া ; সভ্যসংখ্যা : ৮৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫৪৪ ।

বর্ধমান জেলার গ্রন্থাগার

উচালন পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম—উচালন ; সভ্যসংখ্যা : ৬২ : পুস্তক-সংখ্যা : ১,০৯৯ ।

উদয়ন সংঘ, গলসী—পোঃ ও গ্রাম—গলসী ; সভ্যসংখ্যা : ১১৪ ; পুস্তক-সংখ্যা : ২,৪১২ ।

নূতনহাট মিলন পাঠাগার—পোঃ নূতনহাট ; সভ্যসংখ্যা : ১৩৪ ; পুস্তকসংখ্যা ১,৪০২ ।

সবুজ সংঘ পাঠাগার—রায়নগর, পোঃ রায়না ; সভ্যসংখ্যা : ১০৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৮৭০ ।

ঝিঙ্গুটি বিদ্যাসাগর পাঠাগার—ঝিঙ্গুটি, পোঃ ফাগুরপুর : সভ্যসংখ্যা : ৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯৮০ ।

সিমলন বান্ধব সমিতি পল্লী পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম, সিমলন ; সভ্যসংখ্যা : ৯৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৩৩১ ।

কাটশিহি ত্রিপল্লী পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম—কাটশিহি ; সভ্যসংখ্যা : ৮৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১৩২ ।

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির—পোঃ ও গ্রাম—শ্রীখণ্ড ; সভ্যসংখ্যা : ১৮৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৮৭৫।

মিঠালী সাহিত্য মন্দির—পোঃ মিঠালী ; সভ্যসংখ্যা : ২৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৫৪৭।

মিতালি সংঘ গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম—গোপালপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১০২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৪৩।

বৈদ্যপুর লক্ষ্মীকান্ত স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম, বৈদ্যপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৭৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৮৫৪।

জ্ঞানদাস পল্লীমঙ্গল সমিতি আঞ্চলিক পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম, কান্দরা ; সভ্যসংখ্যা : ১১৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭১২।

মন্তেশ্বর রামরতন গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম—মন্তেশ্বর ; সভ্যসংখ্যা : ২৫১ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১৪৭।

পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ পুস্তকাগার—পোঃ ও গ্রাম—পূর্বস্থলী ; সভ্যসংখ্যা : ৮৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৯৫।

জাড়্গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম—জাড়গ্রাম ; সভ্যসংখ্যা : ২২১ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫,৭৪৭।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম—মানকর ; সভ্যসংখ্যা : ২৮৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩,৩৭০।

বিল্বগ্রাম কিশোর সংঘ পাঠাগার—বিল্বগ্রাম, বড়বেলগণা ; সভ্যসংখ্যা : ১১০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩,৫০০।

বনপাস প্রগতি পাঠাগার ও সংঘ—বনপাস কামারপাড়া, পোঃ বনপাস ; সভ্যসংখ্যা : ১৩০ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,০৬৮।

বাঁকুড়া জেলার গ্রন্থাগার

সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরী—পোঃ পাত্রসায়ের ; সভ্যসংখ্যা : ২২৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫,১০৩।

অমর কানন শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার—পোঃ অমর কানন ; সভ্যসংখ্যা : ১০০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬০০।

শীতলা পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম—শীতলা ; সভ্যসংখ্যা : ৩৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫০২।

গড়গড়িয়া উদয়ন সংঘ পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম, গড়গড়িয়া ; সভ্যসংখ্যা : ২০০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬৪০।

হাড়মাসড়া বাণীমন্দির সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম, হাড়মাসড়া ; সভ্যসংখ্যা : ৬৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৬৪৮ ।

ঝাঁটিপাহাড়ী গ্রাম্য গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম, ঝাঁটিপাহাড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ১২৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১৫০ ।

বীরভূম জেলার গ্রন্থাগার

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি—পোঃ কীর্ণাহার ; সভ্যসংখ্যা : ২৫০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩,০০০ ।

উচকরণ গভর্ণমেণ্ট মঞ্জুরীকৃত সাধারণ পাঠাগার—পোঃ উচকরণ ; সভ্যসংখ্যা : ৪২ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯০০ ।

ফতেপুর বাজার মিতালি সংঘ সাধারণ পল্লী গ্রন্থাগার—পোঃ মল্লারপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১০৯ ।

রবীন্দ্র পাঠাগার ও রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি—বিবেকানন্দ রোড, পোঃ সিউড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ৫২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৯৬ ।

বীরভূম কিশোর পাঠাগার—পোঃ সিউড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ৭৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৫৮৪ ।

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার—বিবেকানন্দ রোড, পোঃ সিউড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ২৫২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১০,৯৭১ ।

রাজনগর সাধারণ পাঠাগার—পোঃ রাজনগর ; সভ্যসংখ্যা : ৮০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০০০ ।

গান্ধী-স্মারক-নিধি পাঠচক্র—বিবেকানন্দ রোড, পোঃ সিউড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ৪৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬৬৩ ।

কুলকুড়ি বঙ্কিম গ্রন্থাগার—পোঃ রামপুর, মহম্মদ বাজার ব্লক ; সভ্যসংখ্যা : ৭০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০৩৮ ।

মালদহ জেলার গ্রন্থাগার

বাণীভবন লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম—ওল্ড মালদহ ; সভ্যসংখ্যা : ১০৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৫০০ ।

এনাইতপুর ইউনিয়ন লাইব্রেরী ও ক্লাব—পোঃ এনাইতপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯৬১ ।

গাজোল সাধারণ জ্ঞানাগার—পোঃ গাজোল ; সভ্যসংখ্যা : ৯০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১৭৫।

গয়েশবাড়ী ইয়ং মেনস লাইব্রেরী ও ক্লাব—পোঃ ও গ্রাম : গয়েশবাড়ী ; সভ্যসংখ্যা : ৯৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,২০৪।

মহদীপুর উদয়ন সাহিত্য সমিতি রুর‍্যাল লাইব্রেরী ও ক্লাব—গ্রাম : উমরপুর বাজার, পোঃ মহদীপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৫৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,০২১।

সৃজনী (আইহো কংগ্রেস গ্রন্থাগার)—গ্রাম : আইহো, পোঃ মুচিয়া ; সভ্যসংখ্যা : ৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১২৫।

কুমার শিবপদ মেমোরিয়াল ইনষ্টিটিউট—পোঃ ও গ্রাম : চাঁচল ; সভ্যসংখ্যা : ১৪৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭৩৯৫।

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগার

শ্রীজৈন লাইব্রেরী—পোঃ জিয়াগঞ্জ ; সভ্যসংখ্যা : ২২১৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৪৯৮।

ডোমকল জনকল্যাণ সমিতি গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম : ডোমকল ; সভ্যসংখ্যা : ১১২ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৯০০।

খড়গ্রাম বান্ধব পাঠাগার—পোঃ খড়গ্রাম ; সভ্যসংখ্যা : ৭৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯৭৫।

বেলডাঙ্গা প্রসন্নকুমার স্মৃতি পাঠাগার—পোঃ বেলডাঙ্গা ; সভ্যসংখ্যা : ১১০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,১৫০।

বাণীমন্দির—পোঃ ও গ্রাম : পাঁচথুপী ; সভ্যসংখ্যা : ৮৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ২,৯৭৬।

মেদিনীপুর জেলার গ্রন্থাগার

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, মেদিনীপুর শাখা—বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির, মেদিনীপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯,০০০।

রামনারায়ণ পাঠাগার—গ্রাম : রণজিৎপুর, পোঃ রোহিণী ; সভ্যসংখ্যা : ১১৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৬০১।

বাণীস্মৃতি পল্লী পাঠাগার—পোঃ ব্যবত্তার হাট ; সভ্যসংখ্যা : ২১৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ২১৬৯।

শহীদ পাঠাগার—পোঃ চৈতন্যপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৩৮৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৮৭১।

বনডাহি শিশির স্মৃতি পল্লী পাঠাগার—বনডাহি, পোঃ জাহানপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১২৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ২২৩৯।

জ্ঞানের আলো গ্রন্থাগার—গ্রাম ও পোঃ : ধানগাঁ, কাঁথি ; সভ্যসংখ্যা : ৫৬৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫২৯৫।

সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার (পল্লী পাঠাগার)—সুভাষপল্লী, পোঃ হিঁড়্যা ; সভ্যসংখ্যা : ৮৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৫৮৯।

পল্লীশ্রী পাঠাগার—পোঃ : দক্ষিণ কাশিমনগর ; পুস্তকসংখ্যা : ২২৩২।

হাওড়া জেলার গ্রন্থাগার

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির, পল্লী পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : পেঁড়ো ; সভ্যসংখ্যা : ২১১ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৯৪৮।

আমতা সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : আমতা ; সভ্যসংখ্যা : ৩২১ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩০২৬।

হরিশপুর তরুণসঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার—পোঃ হরিশপুর ; সভ্যসংখ্যা : ২৬৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩১৪।

জুজারসা শক্তি পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : জুজারসা ; সভ্যসংখ্যা : ১২০ ; পুস্তকসংখ্যা : ২০০০।

সাঁত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী—২০/২, রামচরণ শেঠ রোড, সাঁত্রাগাছি ; সভ্যসংখ্যা : ৫৫৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১২৬৬২।

ওয়াদিপুর জনশিক্ষা (পল্লী) পাঠাগার—পোঃ ওয়াদিপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৪০ ; পুস্তকসংখ্যা : ২০৮৮।

শ্রীদুর্গা পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম : রুদ্রপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১২৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৭৫০।

বাণীসদন পাঠাগার—পোঃ সাঁত্রাগাছি, রামরাজাতলা ; সভ্যসংখ্যা : ১০৩, পুস্তকসংখ্যা : ৩১৬০।

গাজিপুর সাধারণ পাঠচক্র—পোঃ ও গ্রাম : গাজিপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৬৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৭৬৩।

পানপুর চিত্তরঞ্জন সাহিত্য-পরিষদ—পোঃ ও গ্রাম : পানপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩৫৪।

প্রগতি সংঘ লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম : ভট্টনগর ; সভ্যসংখ্যা : ১৫৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৭৮৫।

বালক সংঘ পাঠাগার—৭৬, কাসুন্দিয়া রোড, পোঃ সাঁত্রাগাছি ; সভ্যসংখ্যা : ৩৭৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪১০৭।

উদয়নারায়ণপুর তরুণ সংঘ পল্লী পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : উদয়নারায়ণপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৫০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৬০০।

কল্যাণব্রত সংঘ গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম : বৃন্দাবনপুর ; সভ্যসংখ্যা : ২৫০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩৭৮।

অগ্রণী পাঠাগার—রাজীবপুর ; পোঃ উত্তরদুর্গাপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ২১৮৬।

জয়পুর আর্য সমিতি—পোঃ ও গ্রাম : জয়পুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৬৪১।

দেউলপুর পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ ও গ্রাম : দেউলপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১১৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ২০৮৫।

কান্দুয়া মহাকালী গ্রন্থাগার—কান্দুয়া ; পোঃ জয়নগর ; সভ্যসংখ্যা : ১০৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ২০২৫।

খসমরা সাহিত্য নিকেতন—পোঃ খসমরা ; সভ্যসংখ্যা : ৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩২৫।

রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী—পোঃ বাণীপুর ; সভ্যসংখ্যা : ২০৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪৩৩১।

হাওড়া সংঘ পাঠাগার—২৫, নীলমণি মল্লিক লেন, হাওড়া ; সভ্যসংখ্যা : ১০৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭৫০০।

শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম : পানিত্রাস ; সভ্যসংখ্যা : ১৪৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৮৯৫।

ডোমজুড় সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : ডোমজুড় ; সভ্যসংখ্যা : ১০৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৫০৯।

আদর্শ সংঘ গ্রন্থাগার—কুলগাছিয়া, পোঃ মহিষরেখা ; সভ্যসংখ্যা : ১০৮ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৪৬৯।

চন্দ্রভাগ শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : মুগকল্যাণ, চন্দ্রভাগ ; সভ্যসংখ্যা : ১৫০ ; পুস্তকসংখ্যা ৩৭০০।

হুগলী জেলার গ্রন্থাগার

হরিপাল কৈলাসচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার—পোঃ হরিপাল ; সভ্যসংখ্যা : ২১০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫১৩৫।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ত্রিবেণী ; সভ্যসংখ্যা : ২৫৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ৩৯১০।

বন্দিপুর পল্লী পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : বন্দিপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৩৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৫০০।

শ্রীপুর কল্যাণ সমিতি—পোঃ ও গ্রাম : শ্রীপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৮৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৩৪৮।

উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার—উত্তরপাড়া ; পুস্তকসংখ্যা : ২০,০০০।

বৈদ্যবাটী যুবক সমিতি—পোঃ সেওড়াফুলি ; সভ্যসংখ্যা : ৫৬৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৮,৮৫০।

মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রী রিডিং রুম—পোঃ রিসড়া ; সভ্যসংখ্যা : ১৮৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫৯৬০।

পাণ্ডুয়া ইউনিয়ন বোর্ড ভিলেজ হল লাইব্রেরী—পোঃ পাণ্ডুয়া ; সভ্যসংখ্যা : ৮০ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৫৫০।

মুক্তকেশী সাধারণ পাঠাগার—সিজা, পোঃ খামারগাছী ; সভ্যসংখ্যা : ১০৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ১,৭৬১।

গোস্বামী মালিপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার—পোঃ ও গ্রাম : গোস্বামী মালিপাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ১৩৩ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩০২।

মুসাপুর বিবেকানন্দ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : মুসাপুর ; সভ্যসংখ্যা : ১০২ ; পুস্তকসংখ্যা ১৬০০।

গোপালনগর সারস্বত পাঠাগার—পোঃ পারগোপালনগর ; সভ্যসংখ্যা : ৬৫ ; পুস্তকসংখ্যা ১৫০০।

আনন্দনগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার—পোঃ আনন্দনগর, গ্রাম : বৈঁচিপোতা ; সভ্যসংখ্যা : ১০৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ১১৮০।

হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : রাজবলহাট ; সভ্যসংখ্যা : ২৬০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৬৬২২।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী ও মিউচুয়্যাল ইম্প্রুভমেণ্ট এসোসিয়েশন—১নং, নেতাজী সুভাষ এভিনিউ, পোঃ শ্রীরামপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৩৮৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ৯১৫৭।

সারদা গ্রন্থ নিকেতন—পোঃ মাখলা ; সভ্যসংখ্যা : ১৭৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৬২৮।

অরবিন্দ পাঠাগার—পোঃ মায়াপুর ; সভ্যসংখ্যা : ৯৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩৮১।

হুগলী আর্য গ্রন্থাগার—ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, পোঃ ঘুটীয়াবাজার ; সভ্যসংখ্যা : ৩০০ ; পুস্তকসংখ্যা : ৭৫০৫।

মোক্ষদাময়ী পাঠাগার—পোঃ দক্ষিণডিহী ; রামপাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ১৯৪ ; পুস্তকসংখ্যা : ২০০৯।

রাজা রামমোহন রায় পাঠাগার ও সংস্কৃতি পরিষদ্—পোঃ আরামবাগ ; সভ্যসংখ্যা : ১০০ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৫৮০।

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার—পোঃ গুড়াপ ; সভ্যসংখ্যা : ২৪৭ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৪০৫।

প্রবর্তক সঙ্ঘ গ্রন্থাগার—গোস্বামীঘাট, চন্দননগর ; সভ্যসংখ্যা : ১৩১ ; পুস্তকসংখ্যা : ৫৭১৫।

রামকৃষ্ণ তরুণ সঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : কামারপুকুর ; সভ্যসংখ্যা : ১৬৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ২১৫১।

মগরা সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : মগরা ; সভ্যসংখ্যা : ২৪৬ ; পুস্তকসংখ্যা : ২৫৬১।

দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগার—পোঃ ও গ্রাম : দেউলপাড়া ; সভ্যসংখ্যা : ১৪৯ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৬২৪।

ভারতী সংঘ পাঠাগার কামারকুণ্ডু—পোঃ পারগোপালনগর, সভ্যসংখ্যা : ১৭৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ১৩০০।

রমাপ্রসাদ সাধারণ পাঠাগার—পোঃ লাঙ্গুলপাড়া, কৃষ্ণনগর ; সভ্যসংখ্যা : ২১৫ ; পুস্তকসংখ্যা : ৪৬১৬।

সরকারী আকাদেমী

এশিয়াটিক সোসাইটির পরামর্শ অনুযায়ী দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য ভারত সরকার 'জাতীয় সংস্কৃতি নিধি' স্থাপন করেন। এই নিধির পরামর্শ অনুসারে এবং দেশের গুণীজনের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালের মধ্যে তিনটি আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেন। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

॥ সাহিত্য আকাদেমী ॥

সভাপতি : শ্রীনেহরুর মৃত্যুতে শূন্য সহ-সভাপতি : ডঃ জাকির হোসেন

দেশের চারুশিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য ভারত সরকার যেসকল সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন সাহিত্য আকাদেমী তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৫৪ সালের ১২ই মার্চ সাহিত্য আকাদেমীর উদ্বোধন হয়। আকাদেমীর প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত রহিয়াছে একটি সাধারণ পরিষদের উপর। পরিষদের সদস্যসংখ্যা ৭০। এই ৭০ জন সদস্য হইলেন : সভাপতি, আর্থিক উপদেষ্টা, সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্য,—তাঁহাদের মধ্যে একজন হইবেন তথ্য ও বেতারমন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং আর একজন ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট-এর প্রতিনিধি, ভারতের প্রতিরাজ্য* হইতে একজন হিসাবে মোট ১৫ জন সদস্য, আকাদেমী-স্বীকৃত ১৬টি ভাষার পক্ষে একজন করিয়া মোট ১৬ জন সদস্য, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নির্বাচিত ২০ জন সদস্য, সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত বিভিন্ন ভাষার ৮ জন প্রথিতযশা সাহিত্যিক বা সারস্বতজন, সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ও ললিতকলা আকাদেমী হইতে দুইজন করিয়া ৪ জন সদস্য। উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সংবিধানে যে ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে সাহিত্য আকাদেমী তাহা ছাড়া ইংরাজী এবং সিন্ধি ভাষায় রচিত পুস্তকের জন্যও পুরস্কার দিয়া থাকেন। সাহিত্য আকাদেমী যদিও সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, তথাপি ইহা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা বিশেষ।

প্রাথমিক অবস্থা জানিবার জন্য আকাদেমী রাজ্যগুলিকে স্ব স্ব অঞ্চলের প্রকৃত সাহিত্য সংস্থাগুলি এবং বিশিষ্ট সাধক ও গবেষকদের সম্পর্কে সংবাদ

---

* নাগাল্যাণ্ড ব্যতীত

পাঠাইতে বলেন। আকাদেমীর প্রধান কর্তব্য হইল ভারতবাসীর সম্মুখে দেখাইতে হইবে যে সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে এক অখণ্ড ঐক্যের সাধনা চলিয়া আসিতেছে। National Bibliography of Indian Literature এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি কালিদাসের কাব্যনিচয় সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে; 'ভারতীয় কবিতা' এই নামে বাৎসরিক কবিতা সংকলন প্রকাশ করা হইতেছে; ভারতীয় লেখকদের পরিচিতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে অন্য ভাষার ভাল বই অনুবাদ করা হইয়াছে ও হইতেছে। ইউনেস্কোর অনুরোধে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রতি বৎসর ভারতীয় ভাষা-সমূহের মধ্যে প্রত্যেক ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্য উক্ত গ্রন্থের রচয়িতাকে ৫০০০ টাকা করিয়া পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

॥ সাহিত্য আকাদেমীর ১৯৬৩ সালের পুরস্কার ॥

১৯৬৩ সালে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণ সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ১৫ই মার্চ, ১৯৬৩, উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেন নয়া দিল্লীতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন।

লেখক	পুস্তকের নাম	ভাষা
ডঃ অমিয় চক্রবর্তী	ঘরে ফেরার দিন	বাংলা কাব্য
কে. রাজারাও	দি সারপেন্ট এ্যাণ্ড দি রোপ	ইংরাজী উপন্যাস
অমৃত রায়	প্রেমচাঁদ—কলমকা সিপাহী	হিন্দী জীবনী
সচ্চিদানন্দ রাউতরায়	কবিতা ১৯৬২	ওড়িয়া কবিতা
ডঃ বি. এন. কৃষ্ণমূর্তি	হিস্ট্রি অব দি দ্বৈত স্কুল অব বেদান্ত এ্যাণ্ড ইটস্ লিটারেচার	সংস্কৃত ভাষায় গবেষণা
কে. জি. সৈয়াদিন	আঁখি মে চিরাগ	উর্দু রেখাচিত্র
রাজেন্দ্র শা	শান্ত কোলাহল	গুজরাটি কবিতা
জি. শঙ্কর কুরুপ	বিশ্বদর্শন	মালায়ালম কবিতা
শ্রীনা. পেণ্ডাসে	রথচক্র	মারাঠী উপন্যাস
অকিলন	ভেনকাইযিন মৈত্তান	তামিল উপন্যাস
টি. গোপিচাঁদ	পণ্ডিত পরমেশ্বর শাস্ত্রী ভিলুনামা	তেলেগু উপন্যাস

॥ সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ॥

সভাপতি : শ্রী পি. ভি. রাজমান্নার

সহ-সভাপতি : শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীত ইহার মৌল বিধেয়। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে ইহার পত্তন হয়। ইহার প্রধান লক্ষ্য হইল নৃত্য নাটক, ছায়াচিত্র এবং সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলা। আকাদেমী অবশ্যই আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মের ঐক্যসাধন করিয়া থাকেন—গবেষণা কার্যে উৎসাহদান, শিক্ষানবীশদের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা, নৃত্য, নাটক এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে মেলা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ব্যবস্থা—ইত্যাদি সকল কার্যই ইহার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

সাংগঠনিক ব্যবস্থা : সাধারণ পরিষদ, কার্য নির্বাহক বোর্ড, অর্থনৈতিক কমিটি ও সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত অন্যান্য কমিটি কর্তৃক আকাদেমীর কার্য পরিচালিত হইয়া থাকে। সাধারণ পরিষদ নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত :—(১) একজন সভাপতি (রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত), (২) একজন আর্থিক উপদেষ্টা (ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত), (৩) ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সদস্য, (৪) ভারতের প্রত্যেক রাজ্য কর্তৃক একজন করিয়া মনোনীত সদস্য, (৫) কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের একজন প্রতিনিধি, (৬) তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের একজন প্রতিনিধি, (৭) সাহিত্য আকাদেমী ও ললিতকলা আকাদেমী হইতে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি, (৮) সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে আকাদেমীর অনুমোদন-প্রাপ্ত সংস্থা সমূহের পরামর্শক্রমে নির্বাচিত ১২ জন সদস্য, (৯) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটকের ক্ষেত্রে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ৮ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি।

রাজ্যগুলিতে আঞ্চলিক আকাদেমী গড়িয়া তোলা ইহার দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় আকাদেমী আঞ্চলিক আকাদেমী ও অন্যান্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করেন।

আকাদেমীর প্রধান প্রধান করণীয় কার্য :

(ক) নৃত্য, নাটক ও লোকনৃত্যে উৎসাহ দানের নিমিত্ত পুরস্কার দানের ব্যবস্থা। (খ) রাষ্ট্রপতির বাৎসরিক সঙ্গীত-পুরস্কারের ব্যবস্থা। (গ) জাতীয়

নাটকোৎসবের আয়োজন করা। (ঘ) ছায়াচিত্র—সেমিনারের ব্যবস্থা করা। (ঙ) গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গীত বিশারদদের সঙ্গীত রেকর্ড করিয়া রাখা এবং দরকার হইলে ছায়াচিত্র তুলিয়া রাখা।

ক্লাসিক্যাল সঙ্গীতের একটি পাঠাগার গড়িয়া তোলা হইতেছে। পুরাতন রেকর্ডের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই। বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পীর অননুকরণীয় ভঙ্গীকে ধরিয়া রাখিবার জন্ত ছায়াছবির সাহায্য লওয়া হইতেছে।

দিল্লীতে আকাদেমী কর্তৃক জাতীয় নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। অন্যান্য সকল রাজ্যের রাজধানীতেও জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে এবং ইতিমধ্যেই কোন কোন রাজ্যে উহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে। আকাদেমী নয়াদিল্লীতে 'ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা এ্যাণ্ড এশিয়ান থিয়েটার ইনস্টিটিউট' এবং ইম্ফলে 'মণিপুর ড্যান্স কলেজ' এই দুইটি শিক্ষণকেন্দ্র পরিচালনা করিয়া থাকেন।

সঙ্গীত নাটক আকাদেমী কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহ :

১। নৃত্য নাটক সঙ্গীত আকাদেমী—৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
২। অনামিকা—১১, লর্ড সিংহ রোড, কলিকাতা
৩। বঙ্গবাণী—নবদ্বীপ
৪। বেঙ্গল মিউজিক কলেজ—১০, ডোভার লেন, কলিকাতা
৫। বহুরূপী—১১এ, নাসিরুদ্দিন রোড, কলিকাতা
৬। চিলড্রেন্স লিট্‌ল্ থিয়েটার—২, তিলক রোড, কলিকাতা
৭। দক্ষিণা—১, দেশপ্রিয় পার্ক (পশ্চিম), কলিকাতা
৮। গীতবিতান—২৫ বি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা
৯। হৃষীকেশ সঙ্গীত বিদ্যালয়—রামসীতা পাড়া, নবদ্বীপ,
১০। ইণ্ডিয়ান পিপলস্ থিয়েটার এসোঃ—৪৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১১। ঝঙ্কার—২৫, ডিক্সন লেন, কলিকাতা
১২। লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ—মিনার্ভা থিয়েটার, কলিকাতা
১৩। নারায়ণ ইনস্টিটিউট্ অব কালচার—১৬৩এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা
১৪। নৃত্যভারতী ইনস্টিটিউশন—৮১এ, কড়েয়া রোড, কলিকাতা
১৫। সঙ্গীত ভবন—বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন,
১৬। শঙ্কর মিত্র কার্তন শিক্ষালয়—পি ৫১২, লেক রোড এক্সটেনশন, কলিকাতা

১৭। শৌভনিক—১৮/১, শরৎ বোস রোড, কলিকাতা
১৮। শ্রীরামকৃষ্ণ সুর ভারতী—সিউড়ী, বীরভূম
১৯। থিয়েটার সেণ্টার—৩১/এ, চক্রবেড়িয়া রোড, কলিকাতা

॥ সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর ১৯৬২-৬৩ সালের পুরস্কার ॥

সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ১৯৬২-৬৩ সালে সঙ্গীত নৃত্য ও নাটকের বিভিন্ন বিভাগে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত করিয়াছেন। ১০ই নবেম্বর, ১৯৬৩, এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেণ্ট ডঃ রাধাকৃষ্ণণ পুরস্কার বিতরণ করেন। পুরস্কৃত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকেই একখানি কাশ্মীরী শাল, রৌপ্য ফলক, একখানি সনদ ও স্বর্ণখচিত একটি পদ্মপত্র উপহার লাভ করিয়া থাকেন।

সঙ্গীত :

(ক) হিন্দুস্থানী কণ্ঠ সঙ্গীত : পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ; (খ) হিন্দুস্থানী যন্ত্র সঙ্গীত (সরোদ) : ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ ; (গ) কর্ণাটি কণ্ঠ সঙ্গীত : বি, দেবেন্দ্রাপ্পা ; (ঘ) কর্ণাটি যন্ত্র সঙ্গীত (বেহালা) : টি. কে. জয়রাম আইয়ার।

নৃত্য :

(ক) কথাকলি : চেঙ্গান্নুর রমন পিল্লাই ; (খ) মণিপুরী : স্বর্গত অতমবপু শর্মা (মৃত্যুর পরে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়) ; (গ) সত্রীয় : মণিরাম দত্ত মোকতার ; (ঘ) ছাউ : শুদ্ধেন্দ্রনারায়ণ সিংদেও।

নাটক :

(ক) নাটক রচনা : আদ্য রঙ্গাচার্য 'শ্রীরঙ্গ' ; (খ) তেলুগু নাটকে অভিনয় : বন্দা কণকলিঙ্গেশ্বর রাও ; উর্দু নাটকে অভিনয় : শ্রীমতী জোহরা সেগল।

বাংলা নাট্য প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত প্রত্যেককেই নগদ ৩০০০ টাকা পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে।

(১) রূপকার (কলিকাতা) ... 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটক অভিনয়ের জন্য
(২) মণিমেলা মহাকেন্দ্র, (শিশু নাটক) কলিকাতা 'অরুণ বরুণ কিরণমালা' নাটক অভিনয়ের জন্য
(৩) উৎপল দত্ত ... 'ফেরারী ফৌজ' নাটক রচনার জন্য
(৪) শ্রীমতী লীলা মজুমদার ... 'বকবধ পালা' নাটক রচনার জন্য

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সঙ্গীত নাটক আকাদমীর 'ফেলো' নির্বাচিত হইয়াছেন :—

(১) বি. ভি. বারেরকার, (২) শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতনঝঙ্কার, (৩) অধ্যাপক পি. সাম্বমূর্তি এবং (৪) স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।

॥ ললিতকলা আকাদেমী ॥

সভাপতি: নবাব মেহ্‌দী নওয়াজ জঙ্গ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে ইহার উদ্বোধন হয়। অঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং প্রয়োগবিদ্যা অধ্যয়ন এবং গবেষণার নিমিত্ত উৎসাহ দান ইহার প্রাথমিক করণীয় কার্য। আঞ্চলিক আকাদেমীগুলির সমন্বয় সাধন, শিল্পশালাগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র গঠন, বিভিন্ন শিল্পরীতির মধ্যে ভাব বিনিময়ে উৎসাহ দান এবং প্রদর্শনীর মধ্য দিয়া জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সাধন—ইহার কর্তব্য।

জাতীয় প্রদর্শনী: আকাদেমী প্রতিবৎসর নয়াদিল্লীতে চারুশিল্পের জাতীয় প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। উক্ত প্রদর্শনী পর্যায়ক্রমে প্রতিরাজ্যের রাজধানীতে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। আলোচ্য জাতীয় শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী প্রতিভাবান শিল্পীদিগকে প্রতিবৎসর পুরস্কার প্রদান করা হইয়া থাকে। আকাদেমী ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন।

কার্য-পরিচালনা: সভাপতি, সহকারী সভাপতি, আর্থিক উপদেষ্টা ও সম্পাদক এই চারজন ললিতকলা আকাদেমীর প্রধান পদাধিকারী। সভাপতি ৫ বৎসরের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এবং উপসভাপতি ৫ বৎসরের জন্য সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত হন। ভারত সরকার আর্থিক উপদেষ্টাকে এবং আকাদেমীর কার্য নির্বাহক বোর্ড সম্পাদককে নিযুক্ত করেন। আকাদেমীর সাধারণ পরিষদের গুরুত্ব সমধিক। সাধারণ পরিষদ এই সকল ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত হয়:—(১) সভাপতি, (২) আর্থিক উপদেষ্টা, (৩) ন্যাশনাল মিউজিয়ামের ডিরেক্টার, (৪) ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ণ আর্টস-এর কিউরেটার, (৫) ভারত সরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত ৫ জন ব্যক্তি, (৬) প্রত্যেক রাজ্যসরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য মনোনীত একজন করিয়া প্রতিনিধি (৭) আকাদেমীর অনুমোদনপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ১৫ জন ব্যক্তি, (৮) সাধারণ পরিষদ ভারতের ৯ জন প্রখ্যাত শিল্পীকে ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচন করিবেন, (৯) সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ও সাহিত্য আকাদেমী হইতে ২ জন করিয়া প্রতিনিধি, (১০) সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য নির্বাচিত ৩ জন সুপরিচিত শিল্প সমালোচক, (১১) অল ইণ্ডিয়া বোর্ড অব টেকনিক্যাল ষ্টাডিজ ইন এপ্লায়েড আর্টস্-এর দুইজন প্রতিনিধি এবং (১২) দুইজন প্রসিদ্ধ স্থপতি—একজন ভারত সরকার কর্তৃক ও অপর একজন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত।

আধুনিক চারুশিল্পের জাতীয় প্রদর্শশালা: ১৯৫৪ সালে নয়াদিল্লীতে

'ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ আর্ট' নামক জাতীয় প্রদর্শশালা স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে গত একশত বৎসরের মধ্যে অঙ্কিত ২০৫৬ খানি চিত্র রক্ষিত হইয়াছে। যে সকল প্রখ্যাত শিল্পীর ছবি এই প্রদর্শশালায় রক্ষিত হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু অবনীন্দ্রনাথ-ঠাকুর, যামিনী রায়, ডি. পি. রায়চৌধুরী, অমৃত শের গিল, সুধীর খাস্তগীর ও আরও অনেকে।

ললিতকলা আকাদেমী কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত সংস্থাসমূহ :

১। এ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস্—ক্যাথিড্রেল রোড, কলিকাতা
২। ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি—৭, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্টস এ্যাণ্ড ড্র্যাফ্‌ট্‌সম্যানশিপ—
১৩৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৪। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট—১৫, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা

॥ ১৯৬৪ সালের জাতীয় প্রদর্শনী ও পুরস্কার ॥

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা নয়াদিল্লীতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ ললিতকলা জাতীয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। ইহা দশম জাতীয় প্রদর্শনী। নিম্নলিখিত শিল্পিগণ উহাতে পুরস্কার লাভ করেন।

শিল্পী	বিভাগ	শিল্পকর্মের নাম
বাসুদেব বি. স্মার্ট	জল রং	বাজার
মদনলাল নগর	তেল রং	একটি পুরাতন নগর
ভি. জি. সঙ্গওয়াই	তেল রং	রেখা
এম. এস. যোশী	জল রং	ধূসর প্রভাত
জি. আর. সন্তোষ	তেল রং	প্রভু, তোমার আরও কাছে
বীরেন দে	তেল রং	মুমূর্ষু দানব
কে. সি. অরিয়ন	তারের বুনানী	ভগবানের চিত্র
মানহার মাকোয়ানা	কাঠ খোদাই	চাঁদের নীচে
পি. ভি. জানকীরাম	ভাস্কর্য (তাম্র)	দুই মূর্তি
বালকৃষ্ণ গুরু	ভাস্কর্য (সিমেন্ট)	একটি অবয়ব

সিনেমা

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জন্ম ১৯১২ সালে; দাদাভাই ফালকে উক্ত সালে 'হরিশচন্দ্র' চিত্র নির্মাণ করিয়া এদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের সূত্রপাত করেন। বলাবাহুল্য ছবিখানা ছিল নির্বাক এবং উহার দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৩৭০০ ফুট। তাহার পর অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছে; এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র সকল দিকেই বিস্ময়কর উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতে আজ প্রতি বৎসর গড়ে ৩০০ চিত্র নির্মিত হইয়া থাকে, এই বিষয়ে সমগ্র বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও চলচ্চিত্র শিল্প একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ইহাতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ অতি উল্লেখযোগ্য এবং নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা আনুমানিক ৭০,০০০ জন। বর্তমানে ভারতে চিত্রগৃহের সংখ্যা ৪২০০টি। ভারতীয় চলচ্চিত্রে সবাকযুগের সূত্রপাত হয় ১৯৩১ সালে—'আলম আরা' সর্বপ্রথম ভারতীয় সবাক চিত্র। কেবলমাত্র প্রসারের দিক হইতেই নহে, গুণের বিচারেও ভারতীয় চিত্র যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে; বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চিত্র বিবিধ সম্মান ও পুরস্কার অর্জন করিয়াছে।

বাংলা চলচ্চিত্র: ১৯১৭ সালে জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'নল দময়ন্তী' নির্বাক যুগের সর্বপ্রথম বাংলা চিত্র। হিন্দীর ন্যায় বাংলাতেও সর্বপ্রথম সবাক চিত্র নির্মিত হয় ১৯৩১ সালে; 'জামাই ষষ্ঠী' সর্বপ্রথম বাংলা সবাক চিত্র। বর্তমানে ভারতীর চিত্র জগতে বাংলা চলচ্চিত্র সর্বোচ্চ সম্মানের দাবীদার। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এই উক্তির তাৎপর্য অনুভব করা যাইবে। পুরস্কার প্রবর্তনের পর হইতে বাংলা চিত্র ছয়বার সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় চিত্রের প্রতিষ্ঠা অর্জনে বাংলা চিত্রের অবদান সর্বাধিক। এই প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের 'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' ছবি দুইটির অনন্যসাধারণ সাফল্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু মূলতঃ সামাজিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চিত্রসমূহের কথা বলা যাইতে পারে। ১৯৬৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত মোট ৩০ খানা বাংলা চিত্রের মধ্যে ২০ খানাই সামাজিক চিত্র। সাধারণ

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ হাসিকান্নার বিচিত্র কাহিনী বাংলা চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত হইয়া রসগ্রাহী দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করিয়া থাকে।

॥ ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিগদর্শন ॥

১৮৯৬ লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ৭ই জুলাই বোম্বাইতে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন

১৯০৭ জে. এফ. ম্যাডান কলিকাতায় প্রথম প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন।

১৯১২ দাদাভাই ফালকে ভারতে সর্বপ্রথম 'হরিশ্চন্দ্র' নামে ৩৭০০ ফুটের একখানি ছবি নির্মাণ করেন। ছবিখানা বোম্বাই-এর করোনেশন সিনেমায় ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তিলাভ করে।

১৯১৭ জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'নলদময়ন্তী' বাংলায় প্রথম নির্বাক চিত্র।

১৯২০ চলচ্চিত্রের সেন্সর প্রথা প্রবর্তিত হয়।

১৯২৯ কলিকাতার এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেসে 'মেলোডি অব লাভ' নামে একখানি সবাক ছবি সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়।

১৯৩১ 'আলম আরা' প্রথম ভারতীয় সবাক চিত্র। হিমাংশু রায় প্রযোজিত 'কর্ম' প্রথম ভারতীয় ইংরেজী ছবি।

১৯৩১ 'জামাই ষষ্ঠী' প্রথম বাংলা সবাক চিত্র।

১৯৩২ 'চণ্ডীদাস' চিত্রে প্রথম প্লে ব্যাক প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৩ 'সৈরিন্ধ্রী' প্রথম ভারতীয় রঙীন চিত্র।

১৯৪২ ভারত সরকার 'ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া'র কার্য আরম্ভ করেন।

১৯৪৯ ভারত সরকার 'ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি' গঠন করেন।

১৯৪৯ কাহিনী চিত্রের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া এগার হাজার ফুটে নির্দিষ্ট হয়। ট্রেলারের দৈর্ঘ্য চারশো ফুট।

১৯৫১ কেন্দ্রীয় ফিল্মস্ সেন্সর বোর্ড ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাই-এ স্থাপিত হয়।

১৯৫২ বোম্বাই-এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয় ২৪শে জানুয়ারী।

১৯৫৪ ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান সুরু করেন।

১৯৫৫ দিল্লীতে চলচ্চিত্র আলোচনা সভা—'ফিল্ম সেমিনারে'র উদ্বোধন হয়।

১৯৫৬ কানে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "পথের পাঁচালী" "শ্রেষ্ঠ মানবিক প্রামাণ্য চিত্র" হিসাবে পুরস্কার লাভ করে। রাশিয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসব।

ভারতব্যাপী সবাক চিত্রের রজত জয়ন্তী উৎসব।

১৯৫৭ ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "অপরাজিত"-র ও কার্লোভি-ভারিতে "জাগতে রহো"-র প্রথম স্থান অধিকার। এডিনবরায় "পথের পাঁচালী"-র সেল্‌জনিক পুরস্কার লাভ ও সানফ্রানসিস্কো আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার।

১৯৫৯ নিউইয়র্কে 'অপরাজিত' বছুরের শ্রেষ্ঠ চিত্র ও সত্যজিৎ রায় বছরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক নির্বাচিত।

১৯৬১ নয়াদিল্লীতে অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়।

১৯৬৩ বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায় 'দুই কন্যা' চিত্রের পরিচালকরূপে পুনরায় সেল্‌জনিক পুরস্কার লাভ করেন।

মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রীমতী সুচিত্রা সেন 'সাত পাকে বাঁধা' ছবিতে অভিনয়ের জন্য বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানলাভ করেন।

॥ বাংলা চিত্রজগৎ—১৯৬৩ সালের সমীক্ষা ॥

বাঙ্গালী শিল্পীর আন্তর্জাতিক সম্মান : বাংলার দুইজন কৃতী শিল্পী আলোচ্য বর্ষে অসামান্য আন্তর্জাতিক সম্মান অর্জন করিয়া বাংলা চিত্রশিল্পকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন। বিশ্ববিখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায় পুনরায় 'সেলজ্‌নিক পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ; 'দুই কন্যা' বাংলা চিত্রের পরিচালক হিসাবে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে তিনি এই সম্মানে ভূষিত হইয়াছেন। এইবার লইয়া তিনি তিনবার এই গৌরব অর্জন করিলেন।

বাংলা ছায়াছবি জগতের স্বনামধন্যা শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে বছরের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি 'সাত পাকে বাঁধা' বাংলা ছবিতে যে অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন ইহা তাহারই স্বীকৃতি।

১৯৬৩ সালের বাংলা ছবি : বাংলা ছবির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটি উল্লেখ করিতে হয় তাহা হইল সুনির্দিষ্টভাবে উহার সংখ্যা হ্রাস। ১৯৬৩ সালে কলিকাতা ও শহরতলীতে মোট ৩০ খানি বাংলা ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে। ১৯৬২ ও ১৯৬১ সালে ঐ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৩ ও ৩৪। আলোচ্যবর্ষে যে ৩০ খানি ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে বিষয়বস্তু হিসাবে তাহাদিগকে এইভাবে শ্রেণীভাগ করা চলে—সামাজিক ছবি : ২২ খানি, হাস্যরসাত্মক ছবি : ৫ খানি, অপরাধ চিত্র : ১ খানি, গীতিমুখর চিত্র : ১ খানি এবং শিশুচিত্র : ১ খানি (বাদশা)।

জনপ্রিয় ছবি : এই বৎসরের সর্বাধিক জনপ্রিয় ছবি 'পলাতক'। উহা একাদিক্রমে ৪৪ সপ্তাহ চলিয়াছিল। অন্যান্য জনপ্রিয় ছবিগুলির নাম— সাত পাকে বাঁধা (৪৩ সপ্তাহ), উত্তর ফাল্গুনী (৪২ সপ্তাহ), নির্জন সৈকতে (৩৬ সপ্তাহ), নিশীথে (৩০ সপ্তাহ), ভ্রান্তিবিলাস (২৯ সপ্তাহ), দেয়া নেয়া (৩৪ সপ্তাহ), আকাশ-প্রদীপ (২৭ সপ্তাহ), উত্তরায়ণ (২৭ সপ্তাহ), মহানগর (২৬ সপ্তাহ), শেষ অঙ্ক (২৬ সপ্তাহ)।

নূতন পরিচালক : ১৯৬৩ সালে পরিচালকরূপে যাঁহারা চিত্রজগতে পদক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন—পার্থপ্রতিম চৌধুরী (ছায়াসূর্য), প্রান্তিক (শেষপ্রহর), সুখেন চক্রবর্তী (কাঞ্চনকন্যা), গুরু বাগচী (দ্বীপের নাম টিয়া রং), দিলীপ মিত্র (হাই হিল), সলিল দত্ত (সূর্যশিখা)।

খ্যাতনামা পরিচালক : বিখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, 'অগ্রগামী', অসিত সেন, মৃণাল সেন ও 'যাত্রিক' প্রত্যেকেই একখানি করিয়া ছবি পরিচালনা করিয়াছেন। আর, অজয় কর এবং 'অগ্রদূত' উভয়েই দুইখানি করিয়া ছবি পরিচালনা করেন।

সর্বাধিক নায়কের ভূমিকা : উত্তমকুমার এই বৎসর সর্বাধিক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তিনি ৬ খানি চিত্রে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে অনিল চট্টোপাধ্যায় ৫ খানি, বিশ্বজিৎ ৪ খানি ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৩ খানি চিত্রে নায়ক হিসাবে অভিনয় করেন।

নায়িকার ভূমিকা : সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী উভয়েই ৪ খানি চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। তন্দ্রা বর্মণকে দেখা যায় ৩ খানি ছবিতে নায়িকারূপে। সুচিত্রা সেন আলোচ্য বর্ষে মাত্র দুইখানি ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় রূপদান করিয়াছেন।

পার্শ্ব চরিত্র : পার্শ্ব চরিত্র হিসাবে এই বৎসর বাংলা ছবির পর্দায় সর্বাপেক্ষা অধিকবার দেখা দিয়াছেন পাহাড়ী সান্যাল। তিনি ১৬টি চিত্রে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার পরেই তরুণকুমারের নাম উল্লেখযোগ্য, তিনি ১২টি চিত্রে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করিয়াছেন।

সুরকার : হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ৮টি এবং রবীন চট্টোপাধ্যায় ৭টি বাংলা চিত্রে সুর সংযোজন করিয়াছেন।

রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ও বাংলা চিত্র : রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রে বাংলা ছবির জয়যাত্রা এইবার ব্যাহত হইয়াছে। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষে ইহা পরিতাপের বিষয়, সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তনের পর হইতে বাংলা

চিত্র শিল্প রসিকদের বিচারে ৬ বার শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান লাভ করিয়া রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক অর্জন করিয়াছে। কিন্তু ১৯৬৩ সালে বাংলা চিত্র সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগর' চিত্রটি তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া মানপত্র লাভ করিয়াছে।

॥ হিন্দী ছবির পরিসংখ্যান (১৯৬৩) ॥

১৯৬৩ সালে কলিকাতা ও শহরতলীতে মোট ৭৫ খানি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করিয়াছে। কলিকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবির সংখ্যা ১৯৬২ সালে ছিল ৮৭ এবং ১৯৬১ সালে ৮৪। এই বৎসর কলিকাতায় ৩টি ভোজপুরী, ৫টি পাঞ্জাবী, ২টি গুজরাটী এবং ২টি মারবাড়ী চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

কলিকাতায় জনপ্রিয় হিন্দী ছবিগুলির তালিকা এইরূপ :—মেরে মেহবুব (৪৮ সপ্তাহ), হামরাহী (৪০ সপ্তাহ), তাজমহল (৩৬ সপ্তাহ), ভরোসা (৩৪ সপ্তাহ), গুমরাহ (৩৪ সপ্তাহ), আসলী-নকলী (৩১ সপ্তাহ), হংকং (৩১ সপ্তাহ), সান অব ইণ্ডিয়া (৩১ সপ্তাহ), গেহরাদাগ (৩০ সপ্তাহ) এবং গৃহস্থী (৩০ সপ্তাহ)।

অশোককুমার ১১টি চিত্রে অংশগ্রহণ করিয়া সর্বাধিক নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে রবি শংকর সর্বাধিক (১৪টি) হিন্দী ছবিতে স্বর সংযোজন করিয়াছেন।

॥ চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার—১৯৬৩ ॥

ভারত সরকার ১৯৫৩ সাল হইতে চলচ্চিত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দানের প্রথা প্রবর্তন করিয়াছেন। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের কাহিনী-চিত্র, প্রামাণ্য-চিত্র, শিশু-চিত্র ও শিক্ষামূলক চিত্রের জন্য পুরস্কার দান করা হয়। ১৯৬৩ সালে পুরস্কার প্রতিযোগিতার জন্য মোট ১২৮টি চিত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল। কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে আঞ্চলিক কমিটিসমূহ পুরস্কারযোগ্য ছবিগুলির প্রাথমিক নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত নির্বাচনের পর পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। ২০শে এপ্রিল ১৯৬৪, নয়াদিল্লীতে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ এই পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৯৬৩ সালে বিভিন্ন বিভাগে যে সকল চিত্র পুরস্কার লাভ করিয়াছে নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক : হিন্দী চিত্র "শেহর অউর সপনা" ১৯৬৩ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় কাহিনী-চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক এবং নগদ ২৫,০০০ টাকা

(প্রযোজক ২০,০০০ টাকা ও পরিচালক ৫,০০০ টাকা) পুরস্কার লাভ করিয়াছে। এই চিত্রের পরিচালক খাজা আহম্মদ আব্বাস।

সর্বভারতীয় মানপত্র : দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী চিত্র দুইখানি সর্বভারতীয় মানপত্র লাভ করিয়া থাকে। দ্বিতীয় চিত্রখানিকে মানপত্র ছাড়াও নগদ ১২,৫০০ টাকা (প্রযোজক ১০,০০০ টাকা এবং পরিচালক ২,৫০০ টাকা) পুরস্কার প্রদান করা হয়। ১৯৬৩ সালে তেলুগু-চিত্র 'নর্তনশালা' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া উক্ত মানপত্র এবং ১২,৫০০ টাকা নগদ পুরস্কার লাভ করিয়াছে। সত্যজিৎ রায় পরিচালিত বাংলা চিত্র 'মহানগর' সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া কেবলমাত্র সর্বভারতীয় মানপত্র অর্জন করিয়াছে।

আঞ্চলিক ছবির জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক : আঞ্চলিক ভাষায় যে ছবিগুলি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় তাহাদিগকে রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক প্রদান করা হয়। ১৯৬৩ সালে এই সকল আঞ্চলিক চিত্র রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করিয়াছে :—(১) উত্তর ফাল্গুনী (বাংলা), (২) বন্দিনী (হিন্দী), (৩) হাম মজা মার্গ একালা (মারাঠী), (৪) মণিরাম দেওয়ান (অসমীয়া), (৫) জীবন সাথী (উড়িয়া), (৬) নান্নুম ওরু পেন (তামিল), (৭) লবকুশ (তেলুগু), (৮) সন্ত তুকারাম (কানাড়া) এবং (৯) নিনামণিনজা কল্লড়ুকল (মালায়ালাম)।

আঞ্চলিক ছবির জন্য মানপত্র : আঞ্চলিক ভাষায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবিগুলিকে মানপত্র দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে এই সকল আঞ্চলিক ছবি মানপত্র লাভ করিয়াছে :—(১) সাত পাকে বাঁধা (বাংলা), (২) জতুগৃহ (বাংলা), (৩) মেরে মেহেবুব (হিন্দী), (৪) গুমরাহ (হিন্দী), (৫) তে মাঝে ঘর (মারাঠী), (৬) জেভি ছুন জেভি (গুজরাটী), (৭) নারা (উড়িয়া), (৮) কারপাগম (তামিল), (৯) করনন (তামিল), (১০) অমর শিল্পী জক্কান্না (তেলুগু), (১১) মুগমানাস্থলু (তেলুগু), (১২) মঙ্গল মুহূর্ত (কানাড়া), (১৩) ডাক্তার (মালায়ালাম) এবং (১৪) কলায়ুম কামিনীয়ুম (মালায়ালাম)।

শিশুচিত্রের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক : ১৯৬৩ সালে কোন শিশু চিত্রই প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক পাওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

শিশুচিত্রের জন্য সর্বভারতীয় মানপত্র : দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শিশুচিত্রকে এই মানপত্র দেওয়া হয়। আলোচ্য বর্ষে "পঞ্চ পুথলিয়াঁ" নামক শিশুচিত্র সর্বভারতীয় মানপত্র অর্জন করিয়াছে।

প্রামাণ্য চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক : 'সং অব দি স্নো' নামক প্রামাণ্য চিত্রটি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ১৯৬৩ সালে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে। ইহা ফিল্ম ডিভিশন কর্তৃক নির্মিত।

এই চিত্রটি নগদ পুরস্কার হিসাবেও ৫,০০০ টাকা (প্রযোজক ৪,০০০ টাকা ও পরিচালক ১,০০০ টাকা) পাইয়াছে।

প্রামাণ্য চিত্রের জন্য মানপত্র : দ্বিতীয় স্থান অধিকারী প্রামাণ্য চিত্র 'মালওয়া' সর্বভারতীয় মানপত্র এবং ২,৫০০ টাকা (প্রযোজক ২,০০০ টাকা ও পরিচালক ৫০০ টাকা) পুরস্কার লাভ করিয়াছে। তৃতীয় প্রামাণ্য চিত্র 'ভারতের জৈন মন্দিরসমূহ' কেবলমাত্র মানপত্র লাভ করিয়াছে। এই চিত্র দুইটি ফিল্ম ডিভিশন উৎপাদন করিয়াছে।

শিক্ষামুলক চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক : ১৯৬৩ সালে কোন চিত্রই এই পুরস্কার লাভ করিতে পারে নাই।

শিক্ষামূলক চিত্রের জন্য মানপত্র : ফিল্ম ডিভিশনের তোলা 'ইণ্ডিয়ান ওসান এক্সপিডিশন' ছবিটিকে সর্বভারতীয় মানপত্র প্রদান করা হইয়াছে।

॥ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক-প্রাপ্ত কাহিনী-চিত্রসমূহ ॥

চলচ্চিত্রে ভারত সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন করার পর হইতে যে সকল কাহিনী-চিত্র রাষ্ট্রপতির স্বণপদক লাভ করিয়াছে নিম্নে তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

বৎসর	চিত্রের নাম	ভাষা	পরিচালকের নাম
১৯৫৩	শামচি আই	মারাঠী	পি. কে. আত্রে
১৯৫৪	মির্জা গালিব	হিন্দী	সোহারাব মোদী
১৯৫৫	পথের পাঁচালী	বাংলা	সত্যজিৎ রায়
১৯৫৬	কাবুলীওয়ালা	বাংলা	তপন সিংহ
১৯৫৭	দো আঁখে বার হাত	হিন্দী	ভি. শান্তারাম
১৯৫৮	সাগর সঙ্গমে	বাংলা	দেবকীকুমার বসু
১৯৫৯	অপুর সংসার	বাংলা	সত্যজিৎ রায়
১৯৬০	অনুরাধা	হিন্দী	হৃষীকেশ মুখার্জি
১৯৬১	সিস্টার নিবেদিতা	বাংলা	বিজয় বসু
১৯৬২	দাদাঠাকুর	বাংলা	সুধীর মুখোপাধ্যায়
১৯৬৩	শেহর আউর সপনা	হিন্দী	খাজা আহম্মদ আব্বাস

॥ ফিল্ম ডিভিশন ॥

ভারত সরকার জনসাধারণের জন্য সংবাদ চিত্র এবং তথ্য ও শিক্ষাবিষয়ক প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণের জন্য 'ফিল্ম ডিভিশন' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সংস্থা

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের অধীন। ১৯৬২ সালের শেষ পর্যন্ত ফিল্ম ডিভিশন মোট ৭৪২ খানা সংবাদ-চিত্র এবং ৬২৪ খানা স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র ভারতের সর্বত্র সিনেমাগৃহে প্রদর্শনের জন্য মুক্ত করিয়াছে। ইংরাজী, হিন্দী, বাংলা, তামিল, তেলুগু, গুজরাটী, পাঞ্জাবী, অসমীয়া, কানাড়া, উর্দু, উড়িয়া, মারাঠী ও মালায়ালাম এই ১৩টি ভাষায় সংবাদচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্রসমূহ নির্মিত হয়। এই চিত্রগুলির দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ১,০০০ ফুট হইয়া থাকে। লাইসেন্স-এর শর্তানুসারে প্রত্যেক সিনেমাগৃহ প্রতিবার চিত্র প্রদর্শনের সময় অনধিক ২,০০০ ফুট অনুমোদিত প্রামাণ্য ও সংবাদচিত্র দেখাইতে বাধ্য। ফিল্ম ডিভিশন ইহার জন্য সিনেমাগৃহসমূহের নিকট হইতে উহাদের সাপ্তাহিক বিক্রয়-এর এক শতাংশ হারে ভাড়া আদায় করে। ফিল্ম ডিভিশন বর্তমানে বৎসরে প্রায় ১৭০ খানি সংবাদ, প্রামাণ্য, শিক্ষামূলক ও বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্র নির্মাণ করে।

॥ ভারতীয় চিত্রের উৎপাদন সংখ্যা ॥

ভাষা—	১৯৩১	১৯৪১	১৯৪৭	১৯৫১	১৯৫৮	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২
অসমীয়া—	—	—	—	—	২	—	২	২
বাংলা—	৩	১৮	৩৮	৩৮	৪৫	৩৮	৩৬	৩৭
ইংরাজী	—	—	—	—	—	১	—	—
গুজরাটী—	—	১	১১	৬	—	২	৭	৪
হিন্দী—	২৩	৭৯	১৮৬	১০০	১১৬	১২০	৯৮	৯৪
কানাড়া—	—	২	৫	২	১১	১২	১২	১৬
মালায়ালাম—	—	১	—	৭	৪	৬	১১	১৫
মারাঠী—	—	১৪	৬	১৬	১৬	১৫	১৫	২১
উড়িয়া—	—	—	—	—	—	৫	২	৬
পাঞ্জাবী—	—	২	—	৪	১	৪	৫	৫
তামিল—	১	৩৪	২৯	২৬	৬১	৬৩	৪৯	৫৯
তেলুগু—	১	১৬	৬	২০	৩৬	৫৪	৫৫	৪৮
পার্শী—	—	—	—	—	—	—	—	—*
উর্দু—	—	—	—	—	—	৩	১০	—
সিন্ধি—	—	—	—	—	৩	১	—	—
রাজস্থানী—	—	—	—	—	—	—	১	—
মোট	২৮	১৬৭	২৮১	২১৯	২৯৫	৩২৪	৩০৩	৩০৭

* হিন্দীর সহিত গণনা করা হইয়াছে।

॥ সেন্সার বোর্ড ॥

চলচ্চিত্রসমূহ ভারতে প্রদর্শনের জন্য পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সার বোর্ড গঠিত হয়। বোর্ডের সদর দপ্তর বোম্বাইতে প্রতিষ্ঠিত এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহার আঞ্চলিক অফিস রহিয়াছে। বোর্ডের সভ্যসংখ্যা সভাপতিসহ ৮ জন; তাঁহারা সকলেই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। চলচ্চিত্র পরীক্ষার ব্যাপারে উপদেষ্টামণ্ডলী আঞ্চলিক অফিস সমূহকে সাহায্য করিয়া থাকেন। শিক্ষাবিদ্, চিকিৎসক, ব্যবহারজীবী ও সমাজসেবীদের লইয়া উক্ত উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত। যে সকল চিত্র ভারতের সর্বত্র অবাধ প্রদর্শনের জন্য অনুমোদিত তাহা 'U' চিহ্নিত এবং যে সকল চিত্র কেবলমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য অনুমোদিত তাহা 'A' চিহ্নিত হইয়া থাকে। অপরাধ, পাপ, দুর্নীতি, অশালীনতা, শৃঙ্খলাভঙ্গের প্ররোচনা, হিংসা, আইনভঙ্গ, বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতি অসম্মান প্রভৃতি বিষয়গুলি যেন চিত্রে স্থান না পায় এই মর্মে সেন্সার বোর্ড চিত্র পরীক্ষকদের নিকট নির্দেশ জারি করিয়াছেন।

১৯৫১ হইতে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সেন্সার বোর্ড মোট ১০,৪৯৯ খানা ভারতীয় চিত্র এবং ২৪,৭৮৪ খানা বিদেশী চিত্রকে ভারতে প্রদর্শনের অনুমতি দিয়াছেন। ১৯৬২ সালে বোর্ড মোট ৩,১৭৯ চিত্র পরীক্ষা করিয়াছেন। উহার মধ্যে 'U' সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বিদেশী ও ভারতীয় চিত্রের সংখ্যা যথাক্রমে ১,৮৮৫ ও ১,১০৫। পক্ষান্তরে 'A' সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত বিদেশী ও ভারতীয় ছবির সংখ্যা যথাক্রমে ১৪২ ও ৭। ১৯৬২ সালে সেন্সার বোর্ড মোট ৬৭ খানা ছবি নামঞ্জুর করিয়াছেন। উহার মধ্যে বিদেশী ছবির সংখ্যা ৬৩ এবং ৪ খানা ভারতীয় ছবি।

॥ ভারতে ফিল্ম আমদানীর হিসাব ॥

	কাঁচা ফিল্ম		চিত্রাকারে ফিল্ম	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
বৎসর	লক্ষফুট	লক্ষটাকা	লক্ষফুট	লক্ষটাকা
১৯৫৭	২৭১৩'১৯	২০৫'৩৬	১৬৮'৭৩	৪৫'৩৬
১৯৫৮	২১৪২'৭০	১৬৪'০৬	১১১'১৩	৩২'২৩
১৯৫৯	২১৩১'০১	২৭৭'৩২	১৭৩'৯১	৩৮'৫৮
১৯৬০	২৭১৪'০৮	১৯৪'৩৩	১৬৭'০১	৩৭'৭৩
১৯৬১	১৭৬২'৪২	১৬৫'৪৭	১৬৮'৯২	৪৪'৭১
১৯৬২	৭২২'৩৬	১৭৭'১৮	৫৫'৯৫	৪৪'২৯
	(লক্ষ মিটার)		(লক্ষ মিটার)	

[দ্রষ্টব্য : পাঠকের সুবিধার জন্য খেলাধূলা অধ্যায়টিকে 'আন্তর্জাতিক' ও 'ভারতীয়' এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমে আন্তর্জাতিক বিভাগ ও তৎপরে ভারতীয় বিভাগের বিবরণ দেওয়া হইল।

—সঃ বঃ]

আন্তর্জাতিক লন টেনিস

॥ ডেভিস কাপ ॥

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতার নাম Dwight Filley Davis. ইনি আমেরিকার একজন খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ডেভিস কাপ জয়লাভের অর্থ দলগত বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা প্রথম সুরু হয় ১৯০০ সালে। দুটি মহাযুদ্ধের দরুণ ১৯১৫-১৯১৮ এবং ১৯৪০-১৯৪৫ সাল পর্যন্ত খেলা স্থগিত ছিল। তাহা ছাড়া ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ যথাক্রমে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলেশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নাই। অর্থাৎ ঐ দুই বছরও খেলা হয় নাই। ফলে আমেরিকা এবং অস্ট্রেলেশিয়া 'ওয়াক ওভার' পায়। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড একত্র হইয়া 'অস্ট্রেলেশিয়া' নামে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে অস্ট্রেলিয়া পৃথকভাবে প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতেছে।

এ পর্যন্ত মাত্র চারিটি দেশ ডেভিস কাপ পাইয়াছে :—আমেরিকা ২০ বার (একবার ওয়াক ওভার), অস্ট্রেলিয়া ১৯ বার (একবার ওয়াক ওভার, অস্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার), বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলিয়াছে :—আমেরিকা ৩৯ বার, অস্ট্রেলিয়া ২৮ বার, বৃটেন ১৬ বার, ফ্রান্স ৯ বার, ইতালী ২ বার (১৯৬০-৬১), বেলজিয়াম ১ বার (১৯০৪ সালে), জাপান ১ বার (১৯২১ সালে) এবং মেক্সিকো ১ বার (১৯৬২)। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র জাপানই ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলিবার গৌরব লাভ করিয়াছে।

১৯২০ সাল হইতে এ পর্যন্ত ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত দেশ জয়লাভ করিয়াছে পর পৃষ্ঠায় তাহাদের নাম দেওয়া হইল :

১৯২০-২৬ : আমেরিকা ; ১৯২৭-৩২ : ফ্রান্স ; ১৯৩৩-৩৬ : ইংল্যাণ্ড ; ১৯৩৭-৩৮ : আমেরিকা ; ১৯৩৯ : অস্ট্রেলিয়া ; ১৯৪০-৪৫ খেলা বন্ধ থাকে ; ১৯৪৬-৪৯ : আমেরিকা ; ১৯৫০-৫৩ : অস্ট্রেলিয়া ; ১৯৫৪ : আমেরিকা ; ১৯৫৫-৫৭ : অস্ট্রেলিয়া ; ১৯৫৮ : আমেরিকা ; ১৯৫৯-৬২ : অস্ট্রেলিয়া ; ১৯৬৩ : আমেরিকা।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ৫টি খেলার (৪টি সিঙ্গলস এবং ১টি ডাবলস) ফলাফলের উপর জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়।

॥ আঞ্চলিক ফাইনাল—১৯৬৩ ॥

আমেরিকান জোন : ফাইনালে আমেরিকা ৫-০ খেলায় ভেনেজুলাকে পরাজিত করে।

ইউরোপীয়ান জোন : ইংল্যাণ্ড ৩-২ খেলায় সুইডেনকে পরাজিত করে।

ইস্টার্ণ জোন : ভারতবর্ষ ৩-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে।

ইণ্টার-জোন সেমি-ফাইনাল : আমেরিকা ৫-০ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে।

ইণ্টার জোন ফাইনাল : আমেরিকা ৫-০ খেলায় ভারতবর্ষকে পরাজিত করে।

॥ চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড—১৯৬৩ ॥

আমেরিকা ৩-২ খেলায় গত চার বছরের (১৯৫৯-৬২) ডেভিস কাপ বিজয়ী অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত ক'রে ২০ বার ডেভিস কাপ জয়ের গৌরব লাভ করে।

১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত ১৬ বছরের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় কেবল অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া আসিতেছিল। ১৯৬০, ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালের খেলায় তার ব্যতিক্রম হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৬০ ও ১৯৬১ সালের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে ইতালী এবং ১৯৬২ সালে মেক্সিকো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হয়।

বিগত ১৮ বছরের খেলায় (১৯৪৬-৬৩) অস্ট্রেলিয়া ১৮ বারই চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলিয়া ১১ বার ডেভিস কাপ জয় করে। আমেরিকা এই সময়ের মধ্যে ১৫ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলিয়া ডেভিস কাপ পাইয়াছে ৭ বার।

॥ উইম্বলডন টেনিস ॥
(অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানশিপ)

এই খেলা ইংল্যাণ্ডের উইম্বলডন শহরতলীতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই ইহা 'উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানশিপ' নামে পরিচিত। এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত কেবলমাত্র ইংল্যাণ্ডের টেনিস খেলোয়াড়গণই

ইহাতে যোগদানের অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীকালে ইহার দ্বার সকল দেশের খেলোয়াড়দের জন্যই উন্মুক্ত হইয়াছে।

১৯২২ সালে চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড খেলার প্রথা বন্ধ হইয়াছে। সেই সময় হইতে আজ পর্যন্ত মাত্র এই চারজন খেলোয়াড় পুরুষদের সিঙ্গলস খেলার ফাইনালে উপর্যুপরি দুইবার করিয়া খেতাব পাইয়াছেন:—(১) ইংল্যাণ্ডের ফ্রেড পেরী (১৯৩৪-৩৬), (২) আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮) এবং অস্ট্রেলিয়ার দুইজন খেলোয়াড় (৩) লিউ হোড (১৯৫৬-৫৭) এবং রড লেভার (১৯৬১-৬২)। ইহাদের মধ্যে ফ্রেড পেরী উপর্যুপরি তিনবার সিঙ্গলস খেতাব পাইয়াছেন।

১৯২২ সাল হইতে আজ পর্যন্ত মাত্র এই দুইজন খেলোয়াড় উপর্যুপরি চারবার সিঙ্গলসের ফাইনালে খেলিয়াছেন: (১) ফ্রান্সের বরোত্রা (১৯২৪-২৭) এবং (২) অস্ট্রেলিয়ার রড লেভার (১৯৫৯-৬২)।

॥ উইম্বলডনে সর্বাধিকবার বিজয়ী ॥

মহিলা: ১৯ বার—মিস এলিজাবেথ রাইয়ান (আমেরিকা)—১২ বার মহিলাদের ডাবলস এবং ৭ বার মিক্সড ডাবলস।

পুরুষ: ১৪ বার—উইলিয়াম সি. রেন্‌শ (ইংল্যাণ্ড)—৭ বার পুরুষদের সিঙ্গলস এবং ৭ বার পুরুষদের ডাবলস।

সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব (মহিলা): ৮ বার—মিসেস হেলেন উইলস মুডী (আমেরিকা)

সর্বাধিক সিঙ্গলস খেতাব (পুরুষ): ৭ বার—উইলিয়াম সি. রেন্‌শ (ইংল্যাণ্ড)।

সর্বাধিক ডাবলস খেতাব (পুরুষ): ৮ বার—আর. ই. ডোহার্টি এবং এইচ. এল. ডোহার্টি।

সর্বাধিক ডাবলস খেতাব (মহিলা): ১২ বার—মিস এলিজাবেথ রাইয়ান (আমেরিকা)।

সর্বাধিক মিক্সড ডাবলস খেতাব: ৭ বার—মিস এলিজাবেথ রাইয়ান (আমেরিকা)।

॥ উইম্বলডন ফাইনাল খেলা—১৯৬৩ ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস: চার নম্বর বাছাই খেলোয়াড় 'চাক' ম্যাকিনলে (আমেরিকা) ৯-৭, ৬-১, ৬-৪ গেমে অবাছাই খেলোয়াড় ফ্রেড স্টোলেকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : রাফেল ওসুনা এবং এণ্টোনিয়ো প্যালাফক্স (মেক্সিকো) ৪-৬, ৬-২, ৬-২ ও ৬-২ গেমে জে. সি. বার্কলে এবং পিয়ের দারমঁকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : এক নম্বর খেলোয়াড় কুমারী মার্গারেট স্মিথ (অস্ট্রেলিয়া) ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে অবাছাই খেলোয়াড় বিলি জিন মোফিটকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : গত বছরের বিজয়িনী ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) এবং মেরিয়া ব্যুনো (ব্রেজিল) ৮-৬ ও ৯-৭ গেমে রবিন এব্বার্ণ এবং মার্গারেট স্মিথকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার (অস্ট্রেলিয়া) ১১.৯ ও ৬-৪ গেমে বব্ হিউইট (অস্ট্রেলিয়া) এবং কুমারী ডার্লিন হার্ডকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

॥ আমেরিকান লন-টেনিস প্রতিযোগিতা ॥

(১৯৬৩ সালের ফাইনাল খেলার ফলাফল)

পুরুষদের সিঙ্গলস : রাফেল ওসুনা (মেক্সিকো) ৭-৫, ৬-৪, ৬-২ গেমে ফ্রাঙ্ক ফ্রোহলিংকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : 'চাক' ম্যাকিনলে এবং ডেনিস রলস্টোন (আমেরিকা) ৯-৭, ৪-৬, ৫-৭, ৬-৩ ও ১১-৯ গেমে রাফেল ওসুনা এবং এণ্টোনিয়া প্যালাফক্সকে (মেক্সিকো) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস :—মিস মার্গারেট স্মিথ এবং রবিন এব্বার্ণ (অস্ট্রেলিয়া) ৪-৬, ১০-৮ ও ৬-৩ গেমে মিস ডার্লিন হার্ড (আমেরিকা) এবং মেরিয়া বুইনোকে (ব্রেজিল) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : মেরিয়া বুইনো (ব্রেজিল) ৭-৫ ও ৬-৪ গেমে মিস মার্গারেট স্মিথকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : মিস মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার (অস্ট্রেলিয়া) ৩-৩, ৮-৬ ও ৬-২ গেমে জুডি টেগার্ট (অস্ট্রেলিয়া) এবং এড রুবিনফকে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

॥ টেনিসে দুর্লভ সম্মান ॥

অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স—এই চারটি দেশের জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেনিস প্রতিযোগিতা হিসাবে গণ্য

করা হয়। একই বছরে এই চারিটি প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলস খেতাব পাইয়াছেন এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন খেলোয়াড় (দুইজন পুরুষ এবং একজন মহিলা): আমেরিকার ডোনাল্ড বাজ ১৯৩৮ সালে, আমেরিকার মিস মরীন ক্যাথেরিন কনোলী বিবাহিত-জীবনে (শ্রীমতী নরম্যান ব্রিঙ্কার) ১৯৫৩ সালে এবং অষ্ট্রেলিয়ার রড লেভার ১৯৬২ সালে।

॥ বিশ্ব টেবল টেনিস ॥

ইণ্টারন্যাশনাল টেবল টেনিস ফেডারেশন নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতাসমূহ ১৯২৬-২৭ সাল হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন। বিশ্বযুদ্ধের জন্য মাঝখানে প্রতিযোগিতা কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল।

সোয়েথলিং কাপ: পুরুষদের ইণ্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ।

কার্বিয়োঁ কাপ: মহিলাদের ইণ্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানশিপ।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ: (ক) সেণ্ট ব্রাইড ভাস—পুরুষদের সিঙ্গলস; (খ) ইরান কাপ—পুরুষদের ডাবলস; (গ) জি. গিস্ট প্রাইজ—মহিলাদের সিঙ্গলস; (ঘ) ডব্লিউ. জে. পোপ ট্রফি—মহিলাদের ডাবলস; (চ) হেডুসেক প্রাইজ—মিক্সড্ ডাবলস।

॥ সোয়েথলিং কাপ বিজয়িগণের তালিকা ॥

১৯২৬-২৭ হাঙ্গারী; ১৯২৭-২৮ হাঙ্গারী; ১৯২৮-২৯ হাঙ্গারী; ১৯২৯-৩০ হাঙ্গারী; ১৯৩০-৩১ হাঙ্গারী; ১৯৩১-৩২ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩২-৩৩ হাঙ্গারী; ১৯৩৩-৩৪ হাঙ্গারী; ১৯৩৪-৩৫ হাঙ্গারী; ১৯৩৫-৩৬ অস্ট্রিয়া; ১৯৩৬-৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৭-৩৮ হাঙ্গারী; ১৯৩৮-৩৯ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৯-৪৬ খেলা বন্ধ ছিল; ১৯৪৬-৪৭ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৭-৪৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৮-৪৯ হাঙ্গারী; ১৯৪৯-৫০ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫০-৫১ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫১-১৯৫২ হাঙ্গারী; ১৯৫২-৫৩ ইংল্যাণ্ড; ১৯৫৩-৫৪ জাপান; ১৯৫৪-৫৫ জাপান; ১৯৫৫-৫৬ জাপান; ১৯৫৬-৫৭ জাপান; ১৯৫৯ জাপান; ১৯৬১ চীন; ১৯৬৩ চীন।

॥ কার্বিয়োঁ কাপ বিজয়িগণের তালিকা ॥

১৯৩৩-৩৪ জার্মানী; ১৯৩৪-৩৫ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৫-৩৬ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৬-৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৭-৩৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৮-

৩৯ জার্মানী; ১৯৩৯-৪৬ খেলা বন্ধ ছিল; ১৯৪৬-৪৭ ইংল্যাণ্ড: ১৯৪৭-৪৮ ইংল্যাণ্ড; ১৯৪৮-৪৯ আমেরিকা; ১৯৪৯-৫০ রুমানিয়া; ১৯৫০-৫১ রুমানিয়া; ১৯৫১-৫২ জাপান; ১৯৫২-৫৩ রুমানিয়া; ১৯৫৩-৫৪ জাপান; ১৯৫৪-৫৫ রুমানিয়া; ১৯৫৫-৫৬ রুমানিয়া; ১৯৫৬-৫৭ জাপান; ১৯৫৯ জাপান; ১৯৬১ জাপান; ১৯৬৩ জাপান।

॥ টমাস কাপ ॥

বিশ্ব ব্যাড্‌মিণ্টন খেলায় দলগত প্রতিযোগিতা হইল টমাস কাপ প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার অর্থ আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন খেলায় দলগত ভাবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়া। ১৯৪৮ সালে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়; ইহা এক বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে মালয় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৪-৫৫) টমাস কাপ জয় করে। ১৯৫৭-৫৮ সালে তাহার একটানা জয়যাত্রা ব্যাহত হয়, ঐ বৎসর ইন্দোনেশিয়া প্রথম টমাস কাপ অর্জন করে। অতঃপর ১৯৬০-৬১ সালেও ইন্দোনেশিয়া টমাস কাপ জয় করে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে যে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ইন্দোনেশিয়া ডেনমার্ককে ৫-৪ খেলায় পরাজিত করিয়া উপর্যুপরি ৩ বার টমাস কাপ জয়ের গৌরব অর্জন করিয়াছে।

॥ আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেট—১৯৬৩-৬৪ ॥

ইংল্যাণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ (স্থান ইংল্যাণ্ড): মোট ৫টি টেস্ট খেলা হয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ম্যাঞ্চেষ্টার, লিডস্ এবং ওভালে অনুষ্ঠিত ১ম, ৪র্থ ও ৫ম টেস্টে জয়ী হয়। লর্ডস মাঠে ২য় টেস্ট খেলা ড্র হয়, এবং বার্মিংহামে ৩য় টেস্টে ইংল্যাণ্ড জয়লাভ করে।

ভারতবর্ষ বনাম ইংল্যাণ্ড (স্থান ভারতবর্ষ): ১৯৬৩-৬৪ সালের মরসুমে মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলিকাতা, নয়াদিল্লী ও কানপুরে ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ৫টি টেস্ট খেলা হয়। ৫টি খেলাই ড্র হয়। ইহা ভারত ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যে ৯ম টেস্ট সিরিজ। এই সিরিজে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেন পাতৌদির নবাব। দিল্লী টেস্টে তাঁহার ডবল সেঞ্চুরী (২০৩* রাণ) করিয়া অপরাজিত থাকা এই সিরিজের উল্লেখযোগ্য বিষয়।

॥ সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল ॥

(১৯৬৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংশোধিত)

ইংল্যাণ্ড : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ১৮৭৬ : শেষ খেলা—২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৩

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৮৮০	২৫	২৩	৩৮	৮৬
অস্ট্রেলিয়া	১৮৭৬-৭৭	৩৯	৫৪	৯	১০২
	মোট :	৬৪	৭৭	৪৭	১৮৮

ইংল্যাণ্ড : দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৮৮৮ : শেষ খেলা—২৩শে আগস্ট, ১৯৬০

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯০৭	২১	৪	১৬	৪১
দঃ আফ্রিকা	১৮৮৮-৮৯	২৪	১৩	১৬	৫৩
	মোট :	৪৫	১৭	৩২	৯৪

ইংল্যাণ্ড : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯২৮ : শেষ খেলা—২৬শে আগস্ট, ১৯৬৩

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯২৮	১১	৬	৬	২৩
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯২৯-৩০	৫	৭	১০	২২
	মোট :	১৬	১৩	১৬	৪৫

ইংল্যাণ্ড : নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯২৯ : শেষ খেলা—১৯শে মার্চ, ১৯৬৩

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩১	৬	০	৯	১৫
নিউজিল্যাণ্ড	১৯২৯-৩০	৮	০	৮	১৬
	মোট :	১৪	০	১৭	৩১

ইংল্যাণ্ড : পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ১৯৫৪ : শেষ খেলা—১৮ই আগস্ট, ১৯৬২

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৫৪	৫	১	৩	৯
পাকিস্তান	১৯৬১-৬২	১	০	২	৩
মোট :		৬	১	৫	১২

অস্ট্রেলিয়া : দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৯০২-৩ : শেষ খেলা—৪ঠা মার্চ, ১৯৫৮

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯১০-১১	১১	৩	১	১৫
দঃ আফ্রিকা	১৯০২-৩	১৪	০	৭	২১
ইংল্যাণ্ড	১৯১২	২	০	১	৩
মোট :		২৭	৩	৯	৩৯

অস্ট্রেলিয়া : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৩০-৩১ : শেষ খেলা—১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯৩০-৩১	১০	৩	২*	১৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৪-৫৫	৩	০	২	৫
মোট :		১৩	৩	৪	২০

অস্ট্রেলিয়া : নিউজিল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৪৫-৪৬	১	০	০	১
মোট :		১	০	০	১

* টাই ম্যাচ (১৯৬০-৬১)

দক্ষিণ আফ্রিকা : নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩১-৩২ : শেষ খেলা—৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪

স্থান	প্রথম খেলা	দঃ আফ্রিকা জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৩১-৩২	৩	০	১	৪
দঃ আফ্রিকা	১৯৫৩-৫৪	৪	০	১	৫
	মোট :	৭	০	২	৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : নিউজিল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৫১-৫২ : শেষ খেলা—১৩ই মার্চ, ১৯৫৬

স্থান	প্রথম খেলা	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
নিউজিল্যাণ্ড	১৯৫১-৫২	৪	১	১	৬
	মোট :	৪	১	১	৬

ভারতবর্ষ : ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩২ : শেষ খেলা—২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩২	১২	০	৪	১৬
ভারতবর্ষ	১৯৩৩-৩৪	৩	৩	১২	১৮
	মোট :	১৫	৩	১৬	৩৪

ভারতবর্ষ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট ১৯৪৭-৪৮ : শেষ খেলা—২৮শে জানুয়ারী, ১৯৬০

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯৪৭-৪৮	৪	০	১	৫
ভারতবর্ষ	১৯৫৬-৫৭	৪	১	৩	৮
	মোট :	৮	১	৪	১৩

ভারতবর্ষ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৪৮-৪৯ : শেষ খেলা—১৮ই এপ্রিল, ১৯৬২

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৪৮-৪৯	০	৪	৬	১০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫২-৫৩	০	৬	৪	১০
মোট :		০	১০	১০	২০

ভারতবর্ষ : পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ১৯৫২ : শেষ খেলা—১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫২-৫৩	২	১	৭	১০
পাকিস্তান	১৯৫৪-৫৫	০	০	৫	৫
মোট :		২	১	১২	১৫

ভারতবর্ষ : নিউজিল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫৫-৫৬	২	০	৩	৫
নিউজিল্যাণ্ড	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
মোট :		২	০	৩	৫

পাকিস্তান : নিউজিল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	নিউজিল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৫-৫৬	২	০	১	৩

পাকিস্তান : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম খেলা ১৯৫৬ : শেষ খেলা—১৯৬০

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৬-৫৭	১	২	১	৪

পাকিস্তান : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৫৭ : শেষ খেলা—৩১শে মার্চ, ১৯৫৯

স্থান	প্রথম খেলা	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৭-৫৮	৩	১	১	৫
পাকিস্তান	১৯৫৮-৫৯	১	২	০	৩
	মোট :	৪	৩	১	৮

॥ বিভিন্ন দেশের টেস্ট ক্রিকেট ॥

(খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল)

	মোট খেলা	জয়	হার	টাই	ড্র
ইংল্যাণ্ড	৪০৪	১৬০	১১১	০	১৩৩
অস্ট্রেলিয়া	২৬৫	১২৮	৭২	১	৬৪
দক্ষিণ আফ্রিকা	১৪২	২৭	৭২	০	৪৩
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৯৯	৩৪	৩৩	১	৩১
ভারতবর্ষ	৮৭	৮	৩৪	০	৪৫
নিউজিল্যাণ্ড	৫৫	১	৩০	০	২৪
পাকিস্তান	৪২	৮	১৪	০	২০

অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের ১৯৬০-৬১ সালের টেস্ট সিরিজের প্রথম টেস্ট (ব্রিসবেন) খেলাতে উভয় পক্ষেরই রাণ সমান উঠিয়াছিল। টেস্ট ক্রিকেটে এই খেলাটিই প্রথম 'টাই ম্যাচ'।

॥ এক নজরে ভারতবর্ষের টেস্ট ক্রিকেট খেলার ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ	মোট খেলা	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	ড্র
„ বনাম ইংল্যাণ্ড	৩৪	৩	১৫	১৬
„ „ অস্ট্রেলিয়া	১৩	১	৮	৪
„ „ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২০	০	১০	১০
„ „ নিউজিল্যাণ্ড	৫	২	০	৩
„ „ পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
মোট :	৮৭	৮	৩৪	৪৫

॥ ভারতীয় টেস্ট সিরিজের ফলাফল ॥

ভারতবর্ষ		মোট সিরিজ	ভারতবর্ষের জয়	ভারতবর্ষের হার	ড্র
"	বনাম ইংল্যাণ্ড	৯	১	৬	২
"	" অস্ট্রেলিয়া	৩	০	৩	০
"	" ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৪	০	৪	০
"	" নিউজিল্যাণ্ড	১	১	০	০
"	" পাকিস্তান	৩	১	০	২
	মোট :	২০	৩	১৩	৪

॥ টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিবিধ বিশ্ব-রেকর্ড ॥

(১৯৬৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সংশোধিত)

প্রত্যেক উইকেটে পার্টনারশিপ রাণের রেকর্ড

উইকেট	রাণ	জুটির নাম	মরসুম
১ম	৪১৩	মানকড় এবং পঙ্কজ রায় (ভারতবর্ষ), নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে মাদ্রাজে ...	১৯৫৫-৫৬
২য়	৪৫১	ডি. জি. ব্র্যাডম্যান এবং পন্সফোর্ড (অস্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওভালে ...	১৯৩৪
৩য়	৩৭০	এডরিচ এবং কম্পটন (ইংল্যাণ্ড) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডসে ..	১৯৪৭
৪র্থ	৪১১	পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে (ইংল্যাণ্ড) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে বার্মিংহামে ...	১৯৫৭
৫ম	৪০৫	ব্র্যাডম্যান এবং বার্ণেস (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সিডনিতে ...	১৯৪৬-৪৭
৬ষ্ঠ	৩৪৬	ব্র্যাডম্যান এবং ফিঙ্গলটন (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মেলবোর্ণে ...	১৯৩৬-৩৭
৭ম	৩৪৭	এ্যাটকিনসন্ এবং ডিপিজ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিজটাউনে ..	১৯৫৪-৫৫
৮ম	২৪৬	এ্যামস্ এবং জি. এ্যালেন (ইংল্যাণ্ড) নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে লর্ডসে ...	১৯৩১

৯ম ১৬৩ক কলিন কাউড্রে এবং এ্যালান স্মিথ (ইংল্যাণ্ড)
নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটনে ... ১৯৬৩

১০ম ১৩০ আর. ফোস্টার এবং ডব্লিউ. রোডস (ইংল্যাণ্ড)
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে ... ১৯০৩-৪

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বোচ্চ মোট রাণ : ১৯৮১ রাণ (৩৫ উইকেটে)—১০১১ রাণ (দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৩০ ও ৪৮১) এবং ৯৭০ রাণ (ইংল্যাণ্ড ৩১৬ ও ৬৫৪ -৫ উইকেটে)—ডার্বান, ১৯৩৮-৩৯।

একটি খেলায় একদলের সর্বোচ্চ রাণ : ১১২১ রাণ (১৯ উইঃ)—৮৪৯ ও ২৭২ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)—ইংল্যাণ্ড ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে ; কিংস্টোন, ১৯২৯-৩০।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রাণ : ৯০৩ রাণ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ)—ইংল্যাণ্ড ; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ওভাল, ১৯৩৮।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণ : ২৬ রাণ—নিউজিল্যাণ্ড ; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, অক্ল্যাণ্ড, ১৯৫৪-৫৫।

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বনিম্ন মোট রাণ : ২৯১ রাণ (৪০ উইকেটে)—অস্ট্রেলিয়া ১১৬ ও ৬০ ; ইংল্যাণ্ড ৫৩ ও ৬২ (লর্ডস, ১৮৮৮)।

একটি খেলায় একদলের সর্বনিম্ন রাণ : ৮১ রাণ (৩৬ ও ৪৫)—দক্ষিণ আফ্রিকা। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, মেলবোর্ণ, ১৯৩২।

দুইবার টেস্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী : হার্বার্ট সাটক্লিফ (ইংল্যাণ্ড), জর্জ হেড্‌লে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) এবং ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ব্যতীত অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় টেস্টের উভয় ইনিংসে মোট দুইবার সেঞ্চুরী করিতে সক্ষম হন নাই।

হার্বার্ট সাটক্লিফ : ১৭৬ ও ১২৭ (১৯২৪-২৫ ; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
১০৪ ও ১০৯* (১৯২৯ ; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে)

জর্জ হেড্‌লে : ১১৪ ও ১১২ (১৯২৯-৩০ ; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)
১০৬ ও ১০৭ (১৯৩৯ ; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)

ক্লাইড ওয়ালকট : ১২৬ ও ১১০ (১৯৫৪-৫৫ ; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
১৫৫ ও ১১০ (১৯৫৪-৫৫ , অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)

উপর্যুপরি টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরী : ৩টি—ডন্ ব্র্যাডম্যান : ২৭০ রাণ (২য় ইনিংস, মেলবোর্ণ), ২১২ (২য় ইনিংস, এ্যাডিলেড), ১৬৯ রাণ (১ম ইনিংস, মেলবোর্ণ)—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট ম্যাচ, ১৯৩৬-৩৭।

† অসমাপ্ত।

*১৪৪ (২য় ইনিংস, নটিংহাম), *১০২ (২য় ইনিংস, লর্ডস্) ও ১০৩ (১ম ইনিংস, লিডস)—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৪র্থ টেস্ট ম্যাচ, ১৯৩৮ সাল। ৩য় টেস্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৩৯ সালের ৫ম টেস্টে ব্র্যাডম্যান আহত হওয়ায় ব্যাট করিতে পারেন নাই।

১৮৭ (১ম ইনিংস, ব্রিস্‌বেন) এবং ২৩৪ (১ম ইনিংস, সিডনি)—১৯৪৬-৪৭ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ও ২য় টেস্ট ম্যাচ।

* ১৮৫ (১ম ইনিংস, ব্রিসবেন) ১৯৪৭-৪৮ ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১ম টেস্ট।

উপর্যুপরি ইনিংসে সেঞ্চুরী : ৫টি—এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)। ১৪১ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, কিংস্টোন), ১৯৪৭-৪৮; ১২৮ (দিল্লী), ১৯৪ (বোম্বাই), ১৬২ ও ১০১ (কলিকাতা)—ভারতের বিপক্ষে, ১৯৪৮-৪৯।

উপর্যুপরি টেস্টের ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরী : ডব্লিউ, হামণ্ড (ইংল্যাণ্ড), ২৫১ (সিডনি) ও ২০০ (মেলবোর্ণ), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২য় ও ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংস, ১৯২৮-২৯ সাল। (২য় টেস্টের ২য় ইনিংসে হামণ্ড ব্যাট করেন নি)

২২৭ (১ম টেস্ট, ১ম ইনিংস) ও ৩৩৬* (২য় টেস্ট, ১ম ইনিংস) নিউ-জিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৩২-৩৩ সাল।

ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—৩০৪ (৪র্থ টেস্ট) ও ২৪৪ (৫ম টেস্ট) ১ম ইনিংস, ১৯৩৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

একটি সিরিজে সর্বাধিক ডবল সেঞ্চুরী : ৩টি—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—২৫৪ (২য় টেস্ট, লর্ডস), ৩৩৪ (৩য় টেস্ট, লিডস) ও ২৩২ (৫ম টেস্ট, ওভাল), ১৯৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

॥ এক ইনিংসে ব্যক্তিগত তিন শত রাণ ॥

*৩৬৫ রাণ : গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ); পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় টেস্টে, কিংস্টোন, (১৯৫৮) সময়—১০ ঘণ্টা ৮ মিনিট।

৩৬৪ রাণ : লেন হাটন (ইং); অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালে (১৯৩৮); সময়—১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

৩৩৭ রাণ : হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান); ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিজটাউনে (১৯৫৮); সময়—১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

*৩৩৬ রাণ : ডব্লিউ. হামণ্ড (ইং); নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে অক্‌ল্যাণ্ডে (১৯৩২-৩৩); সময়—৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

* তারকা চিহ্নটি নট আউট নির্দেশ করে।

৩৩৪ রাণ : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩০) ; সময়—৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৩২৫ রাণ : এ. স্যাণ্ডহ্যাম (ইং) ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টোনে (১৯২৯-৩০) ; সময় ১০ ঘণ্টা।

৩০৪ রাণ : ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া) ; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩৪) ; সময়—৪ ঘণ্টা।

টেস্টে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ২৯টি, ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ : ৩৬৫ গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় টেস্ট, কিংস্টোন, মার্চ, ১৯৫৮।

দীর্ঘতম টেস্ট ম্যাচ : ১০ দিন ; ইংল্যাণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯৩৮-৩৯। ইংল্যাণ্ড—৩১৬ ও ৬৫৪ (৫ উইঃ) ; দক্ষিণ আফ্রিকা—৫৩০ ও ৪৮১। খেলা ড্র হয়।

দীর্ঘতম টেস্ট ইনিংস : হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিজটাউন, (১৯৫৭-৫৯) ; সময়—১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে ইহাই দীর্ঘতম টেস্ট ইনিংস।

একই ইনিংসে একই দলের একাধিক ডবল সেঞ্চুরী :

(১) ডব্লিউ. পন্সফোর্ড—২৬৬ এবং ডি. জি. ব্র্যাডম্যান—২৪৪ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১ম ইনিংসে, ওভাল (১৯৩৪)।

(২) ডি. জি. ব্র্যাডম্যান—২৩৪ এবং এস. জি. বার্নেস—২৩৪, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে, সিডনি (১৯৪৬-৪৭)।

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৭টি—ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যাণ্ড (৪)—বার্নেস ১২৬, পেণ্টার ২১৬*, হাটন ১০০, কম্পটন ১০২—১ম ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়া (৩)—১ম ইনিংসে ম্যাককাব ২৩২ ; ২য় ইনিংসে ব্রাউন ১৩৩ ও ব্র্যাডম্যান ১৪৪* ; নটিংহাম ১৯৩৮।

এক ইনিংসে এক দলের সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৫টি—অস্ট্রেলিয়া (হার্ভে ২০৪, আর্চার ১৫৮, ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, বেনো ১২১ এবং মিলার ১০৯) কিংস্টোনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে, (১৯৫৪-৫৫)।

এক দলের পক্ষে টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ১২টি—অস্ট্রেলিয়া (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৪-৫)।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বাউণ্ডারী : ৪৬টি (৩৩৪ রাণের মধ্যে)—ডন ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, লিডস, ১৯৩০।

এক ইনিংসে সর্বাধিক ওভার-বাউণ্ডারী : ১০টি (নট আউট, ৩৩৬ রাণের মধ্যে)—ওয়াল্টার হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড), নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, অক্ল্যাণ্ড, ১৯৩২-৩।

দ্রুতগতিতে সেঞ্চুরী : ৭০ মিনিট সময়ে—জে. এম. গ্রেগরী (অস্ট্রেলিয়া), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, জোহানেসবার্গ, ১৯২১-২২।

॥ বোলিং রেকর্ড ॥

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট : ২৮৪টি (৬২টি টেস্টে)—ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড)।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট : ৪৯টি (গড় ১০.৯৩)—এস. এফ. বার্ণেস (ইংল্যাণ্ড)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯১৩-১৪ সাল।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট : ১৯টি (৩৭ রাণে ৯টি এবং ৫৩ রাণে ১০টি উইকেট)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯৫৬ সাল।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট : ১০টি (৫৩ রাণে)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৬।

এক ইনিংসে ৯টি করিয়া উইকেট নিম্নলিখিত সাত জন খেলোয়াড় পাইয়াছেন : জি. লোম্যান (ইংল্যাণ্ড) ২৮ রাণে ; এস. এফ. বার্ণেস (ইংল্যাণ্ড) ১০৩ রাণে ; এ. মেইলী (অস্ট্রেলিয়া) ১২১ রাণে ; হিউ টেফিল্ড (দঃ আফ্রিকা) ১১৩ রাণে ; জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড) ৩৭ রাণে ; সুভাষ গুপ্তে (ভারতবর্ষ) ১০২ রাণে ; জে. প্যাটেল (ভারতবর্ষ) ৬৯ রাণে (অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯৫৯-৬০ সালে)।

একদিনে অধিকসংখ্যক উইকেট : ১৪টি—এইচ ভেরিটি (ইংল্যাণ্ড)। ১৯৩৪ সালের ২৫শে জুন লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮০ রাণে এই ১৪টি উইকেট পান।

এক ইনিংসে সর্বাধিক বল করার রেকর্ড : ৭৭৪ বল—এস. রামাধীন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), ইংলণ্ডের বিপক্ষে বার্মিংহাম, ১৯৫৭।

হ্যাটট্রিক

[পর পর তিনটি বলে আউট করার কৃতিত্ব]

॥ ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ॥

বোলার	বিপক্ষে	মাঠ	সাল
ডব্লিউ. বেটস	অস্ট্রেলিয়া	মেলবোর্ণ	১৮৮২-৮৩
জন ব্রিগস	অস্ট্রেলিয়া	সিডনি	১৮৯১-৯২
জর্জ লেহ্‌ম্যান	দঃ আফ্রিকা	পোর্ট এলিজাবেথ	১৮৯৫-৯৬
জে. টি. হিয়ার্ণি	অস্ট্রেলিয়া	লিডস	১৮৯৯
এম. জে. এ্যালম	নিউজিল্যাণ্ড	ক্রাইস্ট চার্চ	১৯২৯-৩০
টি. ডব্লিউ. গডার্ড	দঃ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	১৯৩৮-৩৯
পিটার লোডার	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	লিডস	১৯৫৭
॥ অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে ॥			
এফ. আর. স্পোফোর্থ	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৮৭৮-৭৯
এইচ. ট্রাম্বল	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৯০১-০২
এইচ. ট্রাম্বল	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৯০৩-০৪
*টি. জে. ম্যাথুজ	দঃ আফ্রিকা	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯১২
টি. জে. ম্যাথুজ	দঃ আফ্রিকা	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯১২
লিওসে ক্লিন	দঃ আফ্রিকা	কেপটাউন	১৯৫৭-৫৮
॥ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে ॥			
ডব্লিউ. হল	পাকিস্তান	লাহোর	১৯৫৯
লেন্স গিবস	অস্ট্রেলিয়া	এডিলেড	১৯৬১
॥ দক্ষিণ আফ্রিকার পক্ষে ॥			
জর্জ গ্রিফিন	ইংল্যাণ্ড	লর্ডস	১৯৬০

॥ ফিল্ডিং ॥

টেস্টে সর্বাধিক ক্যাচ : ১১০—ডব্লিউ. আর. হ্যামণ্ড (৮৫টি টেস্টে)।

এক ইনিংসে সর্বোধিক ক্যাচ : ৫টি—ভি. ওয়াই রিচার্ডসন (অস্ট্রেলিয়া), বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯৩৫-৩৬।

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক ক্যাচ : ৬টি ; জে. এম. গ্রেগরী (অস্ট্রেলিয়া),

* টি. জে. ম্যাথুজ একই টেস্ট ম্যাচের উভয় ইনিংসেই 'হ্যাটট্রিক' করিয়া যে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন তাহা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, সিডনি ১৯২০-২১; এ. ব্রনবারী (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, সিডনি, ১৮৮৭-৮৮; এফ. উলী (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, সিডনি, ১৯১১-১২; বি. মিচেল (দক্ষিণ আফ্রিকা), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, মেলবোর্ন, ১৯৩১-৩২; ভি. রিচার্ডসন (অস্ট্রেলিয়া), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ডার্বান, ১৯৩৫-৩৬; এ. ই. ই. ভগলার (দক্ষিণ আফ্রিকা), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ডার্বান, ১৯০৯-১০।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক ক্যাচ: ১৪টি; জে. এম. গ্রেগরী, ১৯২০-২১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়াতে এই রেকর্ড করেন।

॥ উইকেট কীপিং ॥

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট লাভ: ২১৯ (৯১টি টেস্টে) গডফ্রে ইভান্স (ইংল্যাণ্ড)

এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট: ২৩টি (১৬ ক্যাচ; ৭ স্টাম্পিং)—জন ওয়েট (দঃ আফ্রিকা), নিউজিল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৪ সালে।

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট: ৯টি ক্যাচ ও ১টি স্টাম্পিং—গিল ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, লর্ডস মাঠ, ১৯৫৬।

এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট: ৬টি—এ. ওয়ালেস গ্রাউট (অস্ট্রেলিয়া), দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, জোহানেসবার্গ, ১৯৫৭-৫৮।

॥ কনিষ্ঠতম টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ॥

মুস্তাক মহম্মদ (পাকিস্তান) ১৪ বছর ৩ মাস ৪ দিন বয়সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট খেলেন (১৯৫৯)।

॥ সর্বাধিক টেস্ট ক্রিকেট খেলা ॥

ইংল্যাণ্ডের গডফ্রে ইভান্স ৯১টি টেস্ট খেলিয়া সর্বাধিক টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে যোগদানের বিশ্ব রেকর্ড করিয়াছেন।

টেস্ট ক্রিকেট ২০০ অথবা বেশী উইকেট

	টেস্ট	বল	মেডেন	রাণ	উইকেট
ফ্রেডী ট্রুম্যান (ইংল্যাণ্ড)	৫৬	১২,৩৭৮	৪২১	৫,৩৯৫	২৫০
ব্রায়ান স্ট্যাথাম (ঐ)	৬৭	১৫,২২০	৫৬৯	৫,৮৬৯	২৪২
এ্যালেক বেডসার (ঐ)	৫১	১৫,৯৪১	৫৭২	৫,৮৭৬	২৩৬
রিচি বেনো (অস্ট্রেলিয়া)	৫৯	১৭,৭৪০	৭৬৮	৬,২৫৫	২৩৬
রে লিণ্ডওয়াল (ঐ)	৬১	১৩,৬৬৬	৪১৮	৫,২৫৭	২২৮
ক্লারি গ্রিমেট (ঐ)	৩৭	১৪,৫৭৩	৭৩৪	৫,২৩১	২১৬

টেস্ট ডবল

॥ ১০০০ রাণ ও ১০০ উইকেট লাভ করার কৃতিত্ব ॥

ইংল্যাণ্ড (৪ জন) : ডব্লিউ. রোড্‌স, মরিস টেট্‌, টি. জি. ইভান্স (উইকেটকিপার), টি. ই. বেলী।

অস্ট্রেলিয়া (৮ জন) : এম. এ. নোবল, জর্জ গিফেন, কিথ মিলার, রে লিণ্ডওয়াল, ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড (উইকেটকীপার), রিচি বেনো, এ্যালেন ডেভিডসন এবং আয়ান জনসন।

ভারতবর্ষ (১ জন) : ভিন্নু মানকড়।

দক্ষিণ আফ্রিকা (১ জন) : জে. এউচ. ওয়েট (উইকেট কীপার)

ভারতবর্ষের ভিন্নু মানকড় অপর সকলের তুলনায় কম সংখ্যক (২৩টি) টেস্ট ম্যাচ খেলিয়া এই 'ডবল' সম্মান লাভ করেন।

॥ ২০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট ॥

মাত্র চারজন বোলার টেস্ট খেলায় ২০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট লাভ করিয়াছেন—উইলফ্রেড রোড্‌স (ইংল্যাণ্ড) রাণ ২৩২৫ ও ১৭৯ উইকেট ; কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া) রাণ ২৯৫৮ ও ১৭০ উইকেট ; ভিন্নু মানকড় (ভারতবর্ষ) রাণ ২১০৯ ও ১৬২ উইকেট এবং টি. ই. বেলী (ইংল্যাণ্ড) ২২৯০ রাণ ও ১৩২ উইকেট।

॥ ২০০০ রাণ এবং ২০০ উইকেট ॥

একমাত্র উইকেট কীপার টি. জি. ইভান্স এই কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। টেস্ট খেলা ৯১টি, রাণসংখ্যা ২,৪৩৯ এবং উইকেট ২১৯ (ক্যাচ ১৭৩ এবং স্টাম্পড ৪৬)।

কোন বোলার এই সম্মান লাভ করিতে এ পর্যন্ত সক্ষম হন নাই। নিকট দূরত্বে গিয়াছিলেন অস্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো (রাণ ১,৯৭০ এবং উইকেট ২৩৬)। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯৬২-৬৩ সালের টেস্ট সিরিজের পঞ্চম টেস্ট খেলার অসমাপ্ত দ্বিতীয় ইনিংসে খেলিতে না নামিবার ফলে তিনি এই সম্মান হাতছাড়া করেন। বেনোর এই টেস্ট সিরিজই ছিল তাঁর শেষ সরকারী টেস্ট সিরিজ।

॥ আন্তর্জাতিক ফুটবল ॥

বিশ্ব অলিম্পিক ফুটবল

বৎসর	স্থান	বিজয়ী দেশ	বিজিত দেশ	গোল
১৯০৮	লণ্ডন	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	২-০
১৯১২	স্টকহলম	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	৪-২
১৯২০	এন্টওয়ার্প	বেলজিয়াম	চেকোশ্লোভাকিয়া	২-০
১৯২৪	প্যারী	উরুগুয়ে	সুইজারল্যাণ্ড	৩-০
১৯২৮	আমস্টারডাম	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	১-১, ২-১
১৯৩২	লস এ্যাঞ্জেলস্ খেলা হয় নাই			
১৯৩৬	বার্লিন	ইতালী	অস্ট্রিয়া	২-১
১৯৪৮	লণ্ডন	সুইডেন	যুগোশ্লাভিয়া	৩-১
১৯৫২	হেলসিঙ্কি	হাঙ্গারী	যুগোশ্লাভিয়া	২-০
১৯৫৬	মেলবোর্ণ	রাশিয়া	যুগোশ্লাভিয়া	১-০
১৯৬০	রোম	যুগোশ্লাভিয়া	ডেনমার্ক	৩-১

॥ বিশ্ব ফুটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ ॥

জুল রিমে কাপ

এযাবৎ বিজয়ী ও বিজিত দেশের তালিকা

১৯৩০ উরুগুয়ে—৪ : আর্জেন্টিনা—২ ; ১৯৩৪ ইতালী—২ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১ ; ১৯৩৮ ইতালী—৪ : হাঙ্গারী—২ ; *১৯৫০ উরুগুয়ে (৫ পয়েন্ট) : ব্রেজিল—(৪ পয়েন্ট) ; ১৯৫৪ জার্মানী—৩ : হাঙ্গারী—২ ; ১৯৫৮ ব্রেজিল—সুইডেন—২ ; ১৯৬২ ব্রেজিল—৩ : চেকোশ্লোভাকিয়া—১।

জুল রিমে কাপঃ বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা ১৯৩০ সালে। এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলের পুরস্কার 'জুল রিমে কাপ'। ইন্টার ন্যাশনাল ফুটবল এসোসিয়েশনের (F. I. F. A.) প্রাক্তন সভাপতি ফ্রান্সের মঁসিয়ে জুল রিমে-এর নামে এই কাপটি উৎসর্গ করা হইয়াছে। মঁসিয়ে রিমে সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি থাকিয়া ৮০ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণ করেন। প্রতি চতুর্থ বৎসরে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের দরুণ; ১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নাই। একমাত্র এই তিনটি দেশ দুইবার করিয়া জুল রিমে কাপ জয় করিয়াছে—উরুগুয়ে (১৯৩০ ও ১৯৫০), ইতালী (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) এবং ব্রেজিল (১৯৫৮ ও ১৯৬২)।

*লীগ প্রথায় খেলা হয়।

॥ আন্তর্জাতিক হকি ॥

লিয়ঁর আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা

১৯৬৩ সালে লিয়ঁর (ফ্রান্স) আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ অপরাজিত অবস্থায় শীর্ষস্থান লাভ করে। মোট ৭টি খেলায় ভারতবর্ষের জয় ৬ এবং খেলা ড্র ১ (পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে ১—১ গোলে)। এই প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ১২। পাকিস্তানও এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে; কিন্তু খেলার তালিকায় ভারতবর্ষের সঙ্গে পাকিস্তানের খেলা পড়েনি। তবে, এই দুইটি দেশই পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, স্পেন এবং জাপানের বিপক্ষে খেলিয়াছিল। এই চারটি দেশের বিপক্ষে ভারতবর্ষের খেলার ফলাফল : জয় ৩ এবং ড্র ১। অন্যদিকে পাকিস্তানের খেলার ফলাফল জয় ২, হার ১ (পশ্চিম জার্মানীর বিপক্ষে) এবং ড্র ১ (স্পেনের বিপক্ষে)। এই চারটি দেশের সঙ্গে খেলাতে ভারতবর্ষের স্বপক্ষে গোল ১১ এবং বিপক্ষে মাত্র ১। অন্যদিকে এই চারটি দেশেরই বিপক্ষে পাকিস্তানের স্বপক্ষে ৫ গোল এবং বিপক্ষে ১ গোল। ভারতবর্ষ মোট ৭টি খেলায় ১৯ গোল দিয়াছিল—প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক গোল দেওয়ার রেকর্ড। পক্ষান্তরে পাকিস্তানের গোল ছিল—১৪টি (ইহার অর্ধেক আমেরিকার বিপক্ষে)। আমেরিকার সঙ্গে ভারতবর্ষের খেলা পড়ে নাই। নতুবা ভারতবর্ষের গোল সংখ্যা আরও বেশী হইত। প্রতিযোগিতায় সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী দুর্বল আমেরিকার বিপক্ষে পাকিস্তান ৭-০ গোলে, পশ্চিম জার্মানী ৭-০ গোলে এবং ইংল্যাণ্ড ৭-১ গোলে জয়ী হইয়াছিল।

এই প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ এবং পশ্চিম জার্মানী অপরাজিত অবস্থায় যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। তৃতীয় স্থান পায় হল্যাণ্ড (১০ পয়েন্ট) এবং চতুর্থ-স্থান পাকিস্তান (৯ পয়েন্ট)।

ভারতবর্ষ বনাম কেনিয়া

(বেসরকারী হকি টেস্ট, স্থান কেনিয়া, ১৯৬৩)

লিয়ঁর আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী ভারতীয় হকি দল পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়াতে পাঁচটি বে-সরকারী হকি টেস্ট খেলায় যোগদান করিয়াছিল। খেলার ফলাফল : প্রথম টেস্টে কেনিয়া ২—১ গোলে জয়ী, দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেস্ট গোলশূন্য ড্র, চতুর্থ টেস্ট ১—১ গোলে ড্র এবং পঞ্চম টেস্টে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে জয়ী।

অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়ামোদীদের পক্ষে 'অলিম্পিক' সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রীড়াঙ্গণ। মহান গৌরবে ভূষিত এই অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের সকল দেশের ক্রীড়ামোদীরা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর মিলিত হন অলিম্পিকের পতাকা তলে। আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা হয় ১৮৯৬ সালে। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে অক্টোবর মাসে জাপানের রাজধানী টোকিও নগরীতে অলিম্পিকের পরবর্তী আসর বসিবে। নিম্নে এ যাবৎ প্রতিষ্ঠিত অলিম্পিক রেকর্ডসমূহ উল্লেখ করা হইল।

অলিম্পিক রেকর্ড—ট্রাক এণ্ড ফিল্ড

বিষয়	রেকর্ডের সময়	রেকর্ডধারীর নাম	রেকর্ডধারীর দেশ	রেকর্ড প্রতিষ্ঠার বৎসর
দৌড়	ঘ. মি. সে.			
১০০ মিটার	১০.২	এ. হারী	জার্মানী	১৯৬০
২০০ মি.*	২০.৫	এল. বেরুটী	ইতালী	১৯৬০
৪০০ মি.*	৪৪.৯ (হিট)	ও. ডেভিস সি. কফম্যান	আমেরিকা জার্মানী	১৯৬০ ১৯৬০
৮০০ মি.	১ ৪৬.৩	পি. স্নেল	নিউজিল্যাণ্ড	১৯৬০
১,৫০০ মি.*	৩ ৩৫.৬	এইচ. ইলিয়ট	অস্ট্রেলিয়া	১৯৬০
৫,০০০ মি.	১৩ ৩৯.৬	ভি. কুটস	রাশিয়া	১৯৫৬
১০,০০০ মি.	২৮ ৩২.২	পি. বলটনিকোভ	রাশিয়া	১৯৬০

ভ্রমণ—কিলোমিটার

বিষয়	ঘ. মি. সে	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
২০,০০০ কিলো মি.	১ ৩১ ২৭.৪	এল. স্প্রিণ	রাশিয়া	১৯৫৬
৫০,০০০ কিলো মি.	৪ ২৫ ৩০.০	বি. টমসন	বৃটেন	১৯৬০

হার্ডলিং

বিষয়	ঘ. মি. সে.	রেকর্ডধারী	দেশ	বৎসর
১১০ মি. (হাই)	১৩.৫	এল. কলহোউন জে. ডেভিস	আমেরিকা আমেরিকা	১৯৫৭ ১৯৬০
৪০০ মি.	৫০.১	জি. ডেভিস ই. এস. সাউদার্ন	আমেরিকা আমেরিকা	১৯৬০ ১৯৬০

* নূতন বিশ্ব রেকর্ড।

রিলে

বিষয়	ঘ.	মি.	সে.	দেশ	বৎসর
৪ × ১০০ মি †			৩৯.৫	আমেরিকা	১৯৫৬
				জার্মানী	১৯৬০
৪ × ৪০০ মি *			৩২.২	আমেরিকা	১৯৫০

স্টিপলচেজ

৩,০০০ মি.	৮	৩৪.২	জেড. ক্রিজিস্কোয়াক	পোল্যাণ্ড	১৯৬০

ম্যারাথন (২৬মাইল ৩৮৬ গজ দূরত্ব)

২ঘঃ ১৫মিঃ ১৬সেঃ	এ. বিকিলা	ইথিওপিয়া	১৯৬০

ডেকথলন

৮,৩৯২ পয়েন্ট	আর. আর. জনসন	আমেরিকা	১৯৬০

পেন্টাথলন—দলগত বিভাগ

১৪,৯৬৩ পয়েন্ট	হাঙ্গারী		১৯৬০

পেণ্টাথলন—ব্যক্তিগত বিভাগ

৫,০২৪ পয়েন্ট	এফ. নিমেথ	হাঙ্গারী	১৯৬০

ফিল্ড ইভেন্টস

বিষয়	রেকর্ড	রেকর্ডধারী	দেশ	সাল
হাই জাম্প	৭ ফি. ১ ই.	আর. সাভলাকাডজি	রাশিয়া	১৯৬০
ব্রড জাম্প	২৬ ফি. ৭½ ই.	আর. বোস্টন	আমেরিকা	১৯৬০
হাফ-স্টেপ-জাম্প*	৫৫ ফি. ১¾ ই.	জে. স্মিমিড	পোল্যাণ্ড	১৯৬০
পোল ভল্ট	১৫ ফি. ৫ ই.	ডি. ব্র্যাগ	আমেরিকা	১৯৬০
সট পুট	৬৪ ফি. ৬⅔ ই.	ডব্লিউ. নিডার	আমেরিকা	১৯৬০
ডিসকাস থ্রো	১৯৪ ফি. ১¾ ই.	এ. ওর্টার	আমেরিকা	১৯৬০
হ্যামার থ্রো	২২০ ফি. ১¾ ই.	ভি. রুডেনকোভ	রাশিয়া	১৯৬০
জ্যাভেলি থ্রো	২৮১ ফি. ২¼ ই.	ই. ডানিয়েলসন	নরওয়ে	১৯৫৬

* নতুন বিশ্ব রেকর্ড। † বিশ্ব রেকর্ড ও অলিম্পিক রেকর্ডের সমান।

মহিলা বিভাগ

বিষয় দৌড়	রেকর্ড সময় ঘ. মি. সে.		রেকর্ডধারীর নাম	রেকর্ডধারীর দেশ	রেকর্ডপ্রতিষ্ঠা বৎসর
১০০ মিটার**	১১.০		ডব্লিউ. রুডলফ	আমেরিকা	১৯৬০
২০০ মি.	২৩.২ (হিট)		ডব্লিউ. রুডলফ	আমেরিকা	১৯৬০
৮০০ মি.*	২	৪.৩	এল. স্কিভকোভা	রাশিয়া	১৯৬০

হার্ডলস

৮০ মি.	১০.৭	এস. স্ট্রিকল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬
	১০.৭ (হিট)	টি. প্রেস	রাশিয়া	১৯৬০

রিলে

৪ × ১০০ মি.*	৪৪.৪ (হিট)	আমেরিকা	১৯৬০

ফিল্ড ইভেন্টস

হাই জাম্প	৬ ফি.	০¾ই.	আই. বালাস	রুমানিয়া	১৯৬০
ব্রড জাম্প*	২০ ফি.	১০¾ই.	ভি. ক্রেপকিনা	রাশিয়া	১০৬০
সট-পুট	৫৬ ফি.	৯¼ই.	টি. প্রেস	রাশিয়া	১৯৬০
ডিসকাস থ্রো	১৮০ ফি.	৯¼ই.	এন. পোনোমারেভা	রাশিয়া	১৯৬০
জ্যাভেলিন থ্রো	১৮৩ ফি.	৭¾ই.	ই. ওজোলিনা	রাশিয়া	১৯৬০

॥ নবম শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

(ইন্সব্রুকের বার্জ ইজেল স্টেডিয়াম, অস্ট্রিয়া ১৯৬৪)

গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন—এই দুইভাগে অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান বিভক্ত। শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের আসর বসে তুষার আবৃত অঞ্চলে। শীতকালীন অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের সূচনা ১৯২৪ সালে। গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের মতই প্রতি চতুর্থ বৎসরে শীতকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়। ১৯২৪, ১৯২৮, ১৯৩৬ ও ১৯৫২ সালে নরওয়ে, ১৯৩২ সালে আমেরিকা, ১৯৪৮ সালে

---

* নূতন বিশ্ব রেকর্ড

** বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গ হয় কিন্তু অনুষ্ঠানের সময় বাতাস জোর থাকায় এই রেকর্ড বিশ্ব রেকর্ড হিসাবে শেষ পর্যন্ত গণ্য হয়নি।

সুইডেন এবং ১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪ সালে রাশিয়া সর্বাধিক পদক লাভের ভিত্তিতে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে রাশিয়া প্রথম যোগ দান করিয়া উপর্যুপরি তিনবার (১৯৫৬, ১৯৬০ ও ১৯৬৪) চ্যাম্পিয়ান হইয়াছে।

১৯৬৪ সালের অনুষ্ঠানে রাশিয়া মোট ২৫টি পদক (স্বর্ণ ১১, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ৬) ১৬২ পয়েন্ট অর্জন করিয়া শীর্ষ স্থান লাভ করে। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে নরওয়ে, মোট ১৫টি পদক (স্বর্ণ ৩ রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৬)—৮৯'৫ পয়েন্ট। ১৯৬৪ সালের শীতকালীন অলিম্পিক গেমসে সর্বাধিক স্বর্ণপদক (মোট ৪) অর্জন করেন রাশিয়ার শ্রীমতী লিডিয়া স্কোরলিকোভা। ১৯৬০ সালের অনুষ্ঠানে তিনি দুইটি স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। শীতকালীন অলিম্পিকে তাঁর মত ছয়টি স্বর্ণপদক লাভের সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। ১৯৬৪ সালের প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী লিডিয়া চারটি অনুষ্ঠানে (৫০০, ১০০০, ১৫০০, ও ৩০০০ মিটার স্পিড স্কেটিং) শীর্ষস্থান লাভ করেন। এই তিনটি অনুষ্ঠানে—৫০০ মিটার (সময় ৪৫.০ সেঃ), ১,০০০ মিটার (সময় ১ মিঃ ৩৩'২ সেঃ) এবং ১.৫০০ মিটার (২ মিঃ ২২.৬ সেঃ) নূতন অলিম্পিক রেকর্ড স্থাপন করেন।

বিগত তিনটি প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার পদক লাভের হিসাব :

বৎসর	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট	পয়েন্ট
১৯৫৬	৬	৪	৬	১৬	১০৩
১৯৬০	[illegible]	৬	৯	২১	১৪৬'৫
১৯৬৪	১১	৮	৬	২৫	১৬২
	—	—	—	—	
মোট	২৩	১৮	২১	৬২	

॥ ভারতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

ক্রিকেট : রঞ্জি ট্রফি

রঞ্জি ট্রফির খেলা ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রথম খেলা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গত রঞ্জিৎ সিংজীর স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থ পাতিয়ালার মহারাজা "রঞ্জি ট্রফি" নামে এই সুবর্ণ কাপটি উৎসর্গ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত যে সকল রাজ্য এই ট্রফি লাভ করিয়াছে পরপৃষ্ঠায় তাহাদের নাম দেওয়া হইল।

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	জয়
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	নর্দার্ন ইণ্ডিয়া	২০৮ রাণে
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	মাদ্রাজ	১৯০ রাণে
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	বাংলা	২৫৬ রাণে
১৯৩৭-৩৮	হায়দরাবাদ	নবনগর	১ উইকেটে
১৯৩৮-৩৯	বাংলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব	১৭৮ রাণে
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	যুক্তপ্রদেশ	১০ উইকেটে
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ	৬ উইকেটে
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	মহীশূর	এক ইনিংস ও ৮১ রাণে
১৯৪২-৪৩	বরোদা	হায়দরাবাদ	৩০৭ রাণে
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত	বাংলা	এক ইনিংস ও ২৩ রাণে
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	হোলকার	৩৭৪ রাণে
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	বরোদা	৫৬ রানে
১৯৪৬-৪৭	বরোদা	হোলকার	এক ইনিংস ও ৪০৯ রাণে
১৯৪৭-৪৮	হোলকার	বোম্বাই	৯ উইকেটে
১৯৪৮-৪৯	বোম্বাই	বরোদা	৪৬৮ রাণে
১৯৪৯-৫০	বরোদা	হোলকার	৪ উইকেটে
১৯৫০-৫১	হোলকার	গুজরাট	১৮৯ রাণে
১৯৫১-৫২	বোম্বাই	হোলকার	৫৩১ রাণে
১৯৫২-৫৩	*হোলকার	বাংলা	ড্র
১৯৫৩-৫৪	বোম্বাই	হোলকার	৮ উইকেটে
১৯৫৪-৫৫	মাদ্রাজ	হোলকার	৪৬ রাণে
১৯৫৫-৫৬	বোম্বাই	বাংলা	৮ উইকেটে
১৯৫৬-৫৭	বোম্বাই	সার্ভিসেস	এক ইনিংস ও ৩৮ রাণে
১৯৫৭-৫৮	বরোদা	সার্ভিসেস	এক ইনিংস ও ৫১ রাণে
১৯৫৮-৫৯	বোম্বাই	বাংলা	৪২০ রাণে
১৯৫৯-৬০	বোম্বাই	মহীশূর	এক ইনিংস ও ২২ রাণে
১৯৬০-৬১	বোম্বাই	রাজস্থান	৭ উইকেটে
১৯৬১-৬২	বোম্বাই	রাজস্থান	এক ইনিংস ও ২৮৭ রাণে
১৯৬২-৬৩	বোম্বাই	রাজস্থান	এক ইনিংস ও ১৯ রাণে
১৯৬৩-৬৪	বোম্বাই	রাজস্থান	৯ উইকেটে

* হোলকার প্রথম ইনিংসের রাণে জয়ী।

রঞ্জি প্রতিযোগিতার কতিপয় রেকর্ড

একটি খেলায় সমষ্টিগত সর্বাধিক রাণ: ২৩৭৬ (৩৮ উইকেটে), বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র. পুণা, ১৯৪৮-৯। (প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড)।

পার্টনারশিপ রেকর্ড: ৫৭৭ (৪র্থ উই:)—হাজারে (২৫৪) এবং গুল মহম্মদ (৩১৯), বরোদা; হোলকার দলের বিপক্ষে; বরোদা ১৯৪৬-৪৭। পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে-কোন উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড।

৪৫৫ (২য় উই:) বি. বি. নিম্বলকার (৪৪৩*) এবং কে. ভি. ভাণ্ডারকর (২০৫) মহারাষ্ট্র; পশ্চিম ভারত স্টেটের বিপক্ষে; পুণা, ১৯৪৮-৪৯। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ২য় উইকেট পার্টনারশিপে বিশ্ব রেকর্ড।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক সেঞ্চুরী: ৬টি—হোলকার (মহীশূরের বিপক্ষে, ইন্দোর, ১৯৪৫ ৪৬)—প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক সেঞ্চুরী: ৯টি—বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র ১৯৪৮-৪৯—প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

সর্বাধিকবার জয়লাভ: বোম্বাই ১৪ বার।

একদিনেই জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি: মাদ্রাজ (১৩০) বনাম মহীশূর (৪৮ ও ৫৯), মাদ্রাজ, ১৯৩৪-৩৫।

টাই ম্যাচ: সাউদার্ণ পাঞ্জাব (১৬৭ ও ১৪৬) বনাম বরোদা (১০৬ ও ২০৭), পাতিয়ালা, ১৯৪৫-৪৬।

এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রাণ: ৪৪৩ নট-আউট—বি বি নিম্বলকার (মহারাষ্ট্র), পশ্চিমাঞ্চল রাজ্যদলের বিপক্ষে, পুণা, ১৯৪৮-৪৯।

১৫২ ও ১০১ নট-আউট: নরী কন্ট্রাক্টর (গুজরাট), বরোদার বিপক্ষে, বরোদা, ১৯৫২-৫৩। রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলতে নেমে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করার নজির দ্বিতীয় নেই।

এক মরসুমে ব্যক্তিগত সর্বাধিক মোট রাণ: ১৩৮৬—আর. এস. মোদী (১৫ ইনিংস, নট-আউট ৩, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রাণ ২৪৫ নট-আউট, গড় ১১৫.৫০, সেঞ্চুরী-৬), ১৯৪৪-৪৫।

দীর্ঘতম ইনিংসের খেলা: ৬৪০ মিনিট—বিজয় মার্চেণ্ট। এই সময়ে তিনি নট-আউট ৩৫৯ রাণ করেন। বিপক্ষে মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, ১৯৪৩-৪৪।

এক ইনিংসে ১০টি উইকেট: ১০ উইকেট (২০ রাণে) পি. চ্যাটার্জি (বাংলা), আসামের বিপক্ষে, জোড়হাট, ১৯৫৬-৫৭।

দলীপ সিংজী ট্রফি

দ্বিতীয় বছরের (১৯৬৩) ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল এক ইনিংস ও ২০ রাণে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করিয়া উপর্যুপরি দুইবার ট্রফি জয় করিয়াছে। ১৯৬২ সালের ফাইনালে পশ্চিমাঞ্চল দল ১০ উইকেটে দক্ষিণাঞ্চল দলকে পরাজিত করিয়া প্রথম বছরের খেলায় ট্রফি জয় করিয়াছিল।

ফুটবল

সন্তোষ ট্রফি

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই. এফ. এ.-র ভূতপূর্ব সভাপতি স্বর্গীয় সন্তোষের মহারাজার স্মৃতিরক্ষার্থে আই. এফ. এ. কর্তৃক প্রদত্ত 'সন্তোষ মেমোরিয়াল কাপ' আন্তপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে পরিচালিত হয়। খেলা আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালে। ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে খেলা হয় নাই। এ পর্যন্ত ১৯ বার খেলা হইয়াছে। এই ১৯ বার খেলার মধ্যে বাংলা ১৫ বার ফাইনালে খেলিয়া ১১ বার সন্তোষ ট্রফি পাইয়াছে। ১৯৪১ সাল হইতে বাংলা উপর্যুপরি ১০ বার ফাইনালে খেলিয়া ৭ বার সন্তোষ ট্রফি পায়। একমাত্র বাংলা দলই উপর্যুপরি ৪ বার (১৯৪৭, ১৯৪৯-৫১) সন্তোষ ট্রফি লাভ করিয়াছে।

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	গোল	স্থান
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫—১	কলিকাতা
১৯৪৪	দিল্লী	বাংলা	২—০	দিল্লী
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই	২—০	বোম্বাই
১৯৪৬	মহীশূর	বাংলা	২—১	বাঙ্গালোর
১৯৪৭	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	১—০	কলিকাতা
১৯৪৯	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	৫—০	কলিকাতা
১৯৫০	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	১—০	কলিকাতা
১৯৫১	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	১—০	বোম্বাই
১৯৫২	মহীশূর	পশ্চিমবঙ্গ	১—০	বাঙ্গালোর

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	গোল	স্থান
১৯৫৩	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	৩—১	কলিকাতা
১৯৫৪	বোম্বাই	সার্ভিসেস	২—১	মাদ্রাজ
১৯৫৫	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	১—০	এর্ণাকুলাম
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৪—১	ত্রিবান্দ্রাম
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৩—০	হায়দরাবাদ
১৯৫৮	পশ্চিমবঙ্গ	সার্ভিসেস	১—০	মাদ্রাজ
১৯৫৯	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	৩—১	নওগাঁ (আসাম)
১৯৬০	সার্ভিসেস	পশ্চিমবঙ্গ	০-০, ১—০	কালিকট
১৯৬১	রেলওয়ে	মহারাষ্ট্র	৩—০	বোম্বাই
১৯৬২	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	২—০	বাঙ্গালোর
১৯৬৩	মহারাষ্ট্র	অন্ধ্রপ্রদেশ	১—০	মাদ্রাজ

রোভার্স কাপ :

প্রথম আরম্ভ ১৮৯১-৯২ খ্রীঃ। ১৯২৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র বোম্বাই ওয়াই. এম. সি. এ. ভিন্ন অপর কোন অসামরিক ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিত না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব বিশেষ আমন্ত্রণে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ভারতীয় অসামরিক ফুটবল দল হিসাবে যোগদান করে এবং ফাইনালে ডারহামস এল. আই.-এর কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত হয়।

১৯৬৩ সালের ফাইনাল : অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ—১ : ইস্টবেঙ্গল—০

॥ গত কয়েক বৎসরের বিজয়ী দল ॥

১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫০-৫৪—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৫—মোহনবাগান
১৯৫৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৭—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৮—ক্যালটেক্স স্পোর্টিং

১৯৫৯—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬০—অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬১—ই. এণ্ড এম. ই. সি.
১৯৬২—ইস্টবেঙ্গল এবং অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬৩—অন্ধ্র প্রদেশ পুলিশ

হায়দরাবাদ পুলিশ উপর্যুপরি ৫ বার (১৯৫০-৫৪) এবং ওয়ারউইচ শায়ার রেজিঃ ও চেশায়ার রেজিঃ উভয়েই উপর্যুপরি ৩ বার রোভার্স কাপ জয় করিয়াছে।

ডুরাণ্ড কাপ :

১৮৮৮ সালে খেলা সুরু। ১৯৪০ সালের পূর্বে কোন ভারতীয় দল ডুরাণ্ড কাপ জয় করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৪০ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (কলিকাতা) ডুরাণ্ড কাপ জয় করে। ১৯৪৩-৪৯ সাল পর্যন্ত খেলা স্থগিত ছিল। ১৯৫০ সালে পুনরায় খেলা আরম্ভ হয়।

উপর্যুপরি তিন বার ডুরাণ্ড কাপ জয় : ১৮৯৩-৯৫—এইচ. এল. আই. ; ১৮৯৭-৯৯—ব্ল্যাক ওয়াচ।

১৯৬৩ ফাইনাল : মোহনবাগান ০, ১ ; অন্ধ্র পুলিশ ০, ০

॥ গত কয়েক বছরের বিজয়ী দল ॥

১৯৫০—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৩—মোহনবাগান
১৯৫৪—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৫—মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার
১৯৫৬—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫৭—হায়দরাবাদ পুলিশ
১৯৫৮—মাদ্রাজ রেজিঃ সেণ্টার
১৯৫৯—মোহনবাগান
১৯৬০—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল
১৯৬১—অন্ধ্র পুলিশ
১৯৬২—খেলা হয় নাই
১৯৬৩—মোহনবাগান

আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৩-৯৪—রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স্
১৮৯৫—রয়্যাল ফুজিলিয়ার্স
১৮৯৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৮৯৭—ডালহৌসী
১৮৯৮—গ্লস্টার শায়ার রেজিঃ
১৮৯৯—সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার

১৯০০—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স্
১৯০২—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৩-৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৫—ডালহৌসী
১৯০৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৭—হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইনফ্যানটি
১৯০৮-১০—গর্ডন হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১১—মোহনবাগান
১৯১২-১৩—রয়্যাল
আইরিশ রাইফেল্‌স্
১৯১৪—কিংস্ ওন রেজিমেণ্ট
১৯১৫—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৬—সেকেণ্ড নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্
১৯১৭—দশম মিডলসেক্স
১৯১৮—সপ্তম ট্রেনিং রিজার্ভ
১৯১৯—১ম ব্রেকনক শায়ার
১৯২০—১ম ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯২১—৩য় উস্টার শায়ার
১৯২২-২৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৫—২য় রয়্যাল স্কট ফুজিলিয়ার্স
১৯২৬-২৮—২য় সেরউড ফরেস্টার্স
১৯২৯—রয়্যাল আলস্টার রাইফেল্‌স্
১৯৩০—সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯৩১—এইচ. এল. আই.
১৯৩২—এসেক্স রেজিঃ
১৯৩৩—ডি. সি. এল. আই.
১৯৩৪—কে. আর. আর. ও ডারহামস্
[খেলা অমীমাংসিত]
১৯৩৫—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৭—৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯৩৮—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৯—পুলিশ এ. সি.
১৯৪০—এরিয়ান্স ক্লাব
১৯৪১-৪২—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৩—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৪—বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়ে
১৯৪৫—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৬—খেলা হয় নাই
১৯৪৭—মোহনবাগান
১৯৪৮—মোহনবাগান
১৯৪৯-৫১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫২—মোহনবাগান ২, ০ :
রাজস্থান ২, ০ [খেলা অসমাপ্ত]
১৯৫৩—ইণ্ডিয়া কালচার
লীগ (বোম্বাই)
১৯৫৪—মোহনবাগান
১৯৫৫—রাজস্থান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮—ইস্টবেঙ্গল
*১৯৫৯—খেলা হয় নাই
১৯৬০—মোহনবাগান
১৯৬১—মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল
(যুগ্ম বিজয়ী)
১৯৬২—মোহনবাগান
১৯৬৩—বি. এন. আর.

*১৯৫৯ সালে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ফাইনালে উঠে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত খেলা হয় নাই।

কলিকাতা ১ম বিভাগ ফুটবল লীগ বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৮—গ্লস্টার শায়ার রেজিমেন্ট
১৮৯৯—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯০০-১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেল্‌স্‌
১৯০২—কে. ও. এস. বি.
*১৯০৩—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪—কিংস ওন ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেন্ট
*১৯০৫—কিংস ওন ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেন্ট
১৯০৬—হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইনফ্যানটি
১৯০৭—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯০৮—গর্ডনস্‌ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৯—গর্ডনস্‌ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১০—ডালহৌসী
১৯১১—লোকো আর. জি. এ.
*১৯১২-১৩—ব্ল্যাক ওয়াচ
১৯১৪—৯১ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯১৫—১০ম মিডলসেক্স
*১৯১৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৭—লিঙ্কন শায়ার
১৯১৮—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৯—১২ নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেলিয়ন
১৯২০—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২১—ডালহৌসী
*১৯২২—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৩—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৪—ক্যামেরনস্‌
১৯২৫—ক্যালকাটা এফ, সি.
*১৯২৬-২৭—নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্‌
*১৯২৮-২৯—ডালহৌসী
১৯৩০—২য় রয়্যাল রেজিমেন্ট
১৯৩১-৩৩—ডারহামস্‌ এল. আই.
১৯৩৪-৩৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৯—মোহনবাগান
১৯৪০-১৯৪১—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪২—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৩-৪৪—মোহনবাগান
১৯৪৫-৪৬—ইস্টবেঙ্গল
১৯৪৭—খেলা হয় নাই
১৯৪৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল
*১৯৫০—ইস্টবেঙ্গল
১৯৫১—মোহনবাগান
১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল
†১৯৫৩—খেলা অসমাপ্ত
১৯৫৪-৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৫৮—ইস্টার্ণ রেলওয়ে
১৯৫৯-৬০—মোহনবাগান
১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল
১৯৬২-৬৩—মোহনবাগান

সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান : ১১ বার—মোহনবাগান
উপর্যুপরি সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান : ৫ বার (১৯৩৪-৩৮)
—মহামেডান স্পোর্টিং

* অপরাজেয় অবস্থায় লীগ বিজয়ী।
† নির্দিষ্ট সময়ে লীগের খেলা হয় নাই বলিয়া প্রতিযোগিতা পরিত্যক্ত হয়।

॥ জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ॥

(১৩শ অনুষ্ঠান, গোয়ালিয়র, ১৯৬৩)

পুরুষ বিভাগ ফাইনাল : রেলওয়ে ১৭-১৫, ১৫-১১ ও ১৫-৭ পয়েন্টে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

মহিলা বিভাগ ফাইনাল : মাদ্রাজ ১৫-৩, ১৫-৫ ও ১৫-১২. পয়েন্টে দিল্লীকে পরাজিত করে।

ভারতীয় হকি

হকি খেলায় ভারত পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টার্ডমে, ১৯৩২-এ লস্ এ্যাঞ্জেলসে, ১৯৩৬-এ বার্লিনে, ১৯৪৮-এ লণ্ডনে, ১৯৫২ সালে হেলাসিঙ্কিতে এবং ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত উপযুপরি ছয়টি বিশ্ব অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকে ভারত এই গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে নাই ; পাকিস্তান ভারতকে ১ গোলে পরাজিত করে।

॥ জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

(১৯৫১ সাল হইতে এস. রঙ্গস্বামী কাপ নামে আখ্যাত)

বৎসর	বিজয়ীদল	বিজিতদল	স্থান
১৯২৮	যুক্তপ্রদেশ—২	রাজপুতানা—১	কলিকাতা
*১৯৩০	রেলওয়ে	পাঞ্জাব	লাহোর
১৯৩২	পাঞ্জাব—২	বাংলা—০	কলিকাতা
১৯৩৪	খেলা হয় নাই	—	—
১৯৩৬	বাংলা—১	মানভাদার	কলিকাতা
*১৯৩৮	বাংলা	ভূপাল	বোম্বাই
১৯৪০	বোম্বাই—২	দিল্লী—০	বোম্বাই
১৯৪২	দিল্লী—২	পাঞ্জাব—০	লাহোর
১৯৪৪	বোম্বাই—৩	গোয়ালিয়র—০	বোম্বাই
১৯৪৫	ভূপাল—১	যুক্তপ্রদেশ—০	গোরক্ষপুর
১৯৪৬	পাঞ্জাব—১	দিল্লী—০	কলিকাতা
১৯৪৭	পাঞ্জাব—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৪৮	ভূপাল—৩	বোম্বাই—২	বোম্বাই

* লীগ প্রথানুসারে খেলা হয়।

বৎসর	বিজয়ীদল	বিজিতদল	স্থান
১৯৪৯	পূর্বপাঞ্জাব—২	পশ্চিমবঙ্গ—০	দিল্লী
১৯৫০	পূর্বপাঞ্জাব—৪	ভূপাল—০	ভূপাল
১৯৫১	পূর্বপাঞ্জাব—১	সার্ভিসেস—০	মাদ্রাজ
১৯৫২	পশ্চিমবঙ্গ—১, ২	পূর্বপাঞ্জাব—১, ১	কলিকাতা
১৯৫৩	সার্ভিসেস—১	পূর্বপাঞ্জাব—০	বাঙ্গালোর
১৯৫৪	পূর্বপাঞ্জাব—১, ৩	সার্ভিসেস—১, ২	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	মাদ্রাজ—০, ০	সার্ভিসেস—(যুগ্ম) ০, ০	মাদ্রাজ
১৯৫৬	সার্ভিসেস—১, ১	উত্তরপ্রদেশ—১, ০	জলন্ধর
১৯৫৭	রেলওয়ে—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৫৮	রেলওয়ে—১	বোম্বাই—০	বোম্বাই
*১৯৫৯	রেলওয়ে—১	সার্ভিসেস—০	হায়দরাবাদ
১৯৬০	সার্ভিসেস—২, ৪	উত্তর প্রদেশ—২, ০	কলিকাতা
১৯৬১	রেলওয়ে—০, ১	পাঞ্জাব—০, ০	হায়দরাবাদ
১৯৬২	পাঞ্জাব—০,১	ভূপাল—০, ০	ভূপাল
১৯৬৩	রেলওয়ে—২	সার্ভিসেস—১	মাদ্রাজ
১৯৬৪	রেলওয়ে—১, ২	সার্ভিসেস—১, ১	দিল্লী

॥ মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

॥ লেডি রতন টাটা ট্রফি ॥

বিজয়ী দলের নামঃ ১৯৩৮—খড়্গপুর (বাংলা); ১৯৩৯—কলিকাতা; ১৯৪৭-৪৯—বোম্বাই; ১৯৫০—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫১—বোম্বাই; ১৯৫২—বোম্বাই; ১৯৫৩—বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ (যুগ্মভাবে বিজয়ী); ১৯৫৪—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫৫—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫৬—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫৭-৫৯—বোম্বাই; ১৯৬০—মহীশূর (১৯৬০ সালের ফাইনালে পাঞ্জাব পরাজিত হয় উপর্যুপরি তিন বছর রানার্স আপ চুনীলাল ট্রফি বিজয়ী হয়); ১৯৬১-৬৩—মহীশূর (উপর্যুপরি ৪ বার জয়ী)।

বাইটন কাপ

ইহা ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক খেলা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই খেলা আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর এপ্রিল-মে মাসে কলিকাতায় এই

* বাংলা ৩-১ গোলে পাঞ্জাবকে পরাজিত করিয়া ৩য় স্থান লাভ করে।

হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের বাইটন কাপ বিজয়ী দলসমূহের নাম দেওয়া হইল।

১৯৫১—হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট্; ১৯৫২—মোহনবাগান; ১৯৫৩—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই); ১৯৫৪—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই); ১৯৫৫—ওয়েস্টার্ণ রেলওয়ে (বোম্বাই) ও ইউ. পি. একাদশ (লক্ষ্ণৌ) ১৯৫৬—সার্ভিসেস হকেটস্; ১৯৫৭—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৫৮—মোহনবাগান; ১৯৫৯—কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স; ১৯৬০—মোহনবাগান; ১৯৬১—সেন্ট্রাল রেলওয়ে (বোম্বাই); ১৯৬২—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬৩—সেন্ট্রাল রেলওয়ে; ১৯৬৪—মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল (যুগ্মবিজয়ী)।

সর্বাপেক্ষা অধিকবার বাইটন কাপ বিজয়ী: ১১ বার—ক্যালকাটা কাস্টমস। উপর্যুপরি বিজয়ী: (১) ক্যালকাটা কাস্টমস—৩ বার (১৯০৮-১০ এবং পুনরায় ১৯৩০-৩২); (২) বি. এন. আর.—৩ বার (১৯৪৩-৪৫)

কলিকাতা হকি লীগ

গত কয়েক বৎসরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী: ১৯৪১—পুলিশ; ১৯৪২—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৩—রেঞ্জার্স; ১৯৪৪—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৫—মহামেডান স্পোর্টিং; ১৯৪৬—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৪৭—(খেলা হয় নাই); ১৯৪৮-৪৯—পোর্ট কমিশনার্স; ১৯৫০—কাস্টম্স্; ১৯৫১-৫২—মোহনবাগান; ১৯৫৩-৫৪—ভবানীপুর; ১৯৫৫-৫৮ মোহনবাগান; ১৯৫৯—মহামেডান স্পোর্টিং; ১৯৬০—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল ও কাস্টম্স্ (যুগ্মবিজয়ী); ১৯৬২—মোহনবাগান; ১৯৬৩—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৬৪—ইস্টবেঙ্গল।

নিম্নলিখিত দলকয়টি এ পর্যন্ত একই বৎসরে হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ ও বাইটন কাপ লাভ করিয়াছে: ১। বি. ই. কলেজ শিবপুর (১৯০৯); ২। ক্যালকাটা কাস্টম্স্ (১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৮); ৩। রেঞ্জার্স (১৯১৫, ১৯১৭, ১৯৩৮); ৪। পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৫, ১৯৪৮); ৫। মোহনবাগান (১৯৫২ ও ১৯৫৮)।

উপর্যুপরি ৩ বার হকি লীগ জয়: রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭); কাস্টম্স্ (১৯৩১-৩৩ ও ১৯৩৬-৩৯); পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৬, ১৯৪৮-৪৯) এবং মোহনবাগান (১৯৫৫-৫৮)।

সর্বাধিকবার লীগ চ্যাম্পিয়ান: ১৭ বার—ক্যালকাটা কাস্টম্স্।

॥ জাতীয় টেবল টেনিস ॥

(২৫তম অনুষ্ঠান, নয়াদিল্লী, ১৯৬৪)

পুরুষদের সিঙ্গলস : জয়ন্ত ভোরা (বোম্বাই) ২৩-২১, ১২-২১, ২১-১৮, ১১-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্ট রতীশ চাচাদকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : নীলা কুলকার্নি (মহারাষ্ট্র) ২২-২০, ২১-১৭, ১৫-২১ ও ২১-১৭ পয়েন্টে ঊর্মিলা ত্রেহানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন

পুরুষদের ডাবলস : জয়ন্ত ভোরা এবং রতীশ চাচাদ (বোম্বাই) ২১-১৫, ২১-১৮ ও ২১-১১ পয়েন্ট পি. পি. হালদাঙ্কার এবং জে. এম. ব্যানার্জিকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : পি. পি. হালদাঙ্কার এবং মীনা পারাণ্ডে (রেলওয়ে) ২৩-২১, ২২-২৪, ২১-১৪ ও ২১-৬ পয়েন্ট ভি. রামচন্দ্রন এবং এ. ব্লাকলেকে (রেলওয়ে) পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস : মীর কাশিম আলী (হায়দরাবাদ) ২১-১১, ২১-৭ ও ২১-১১ পয়েন্টে পি. এন. সাহকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

॥ আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস ॥

(১৯৬৩ সালের ফাইনাল খেলার ফলাফল)

পুরুষদের দলগত বিভাগ : বোম্বাই ৫-০ খেলায় মাদ্রাজকে পরাজিত করিয়া উপর্যুপরি ১০ বার 'বার্ণা-বেলাক' কাপ জয় করে।

মহিলাদের দলগত বিভাগ : রেলওয়ে ৩-০ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করিয়া উপর্যুপরি ৪ বার 'জয়লক্ষ্মী' কাপ জয় করে।

বালকদের দলগত বিভাগ : হায়দরাবাদ ৩-০ খেলায় উত্তর প্রদেশকে পরাজিত করিয়া 'রামানুজন' কাপ জয় করে।

॥ জাতীয় লন টেনিস প্রতিযোগিতা ॥

(১৯৬৪ সালের ফাইনাল খেলার ফলাফল)

পুরুষদের সিঙ্গলস : রমানাথন কৃষ্ণান ৬-১, ৬-৩ ও ৬-৪ গেমে এ্যালেন মিলসকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : জয়দীপ মুখার্জি এবং প্রেমজিৎলাল ২-৬, ৬-৩, ৬-৩, ৩-৬ ও ৮-৬ গেমে রমানাথন কৃষ্ণান এবং নরেশকুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস : শ্রীমতী এ্যালেন মিলস (বৃটেন) ৬-৩, ৪-৬ ও ৬-৪ গেমে লক্ষ্মী মহাদেবনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস : শ্রীমতী এ্যালেন মিলস (বৃটেন) এবং বেগমখান ৬-২ ও ৬-২ গেমে জে এ বোন এবং এম শান্তামালাকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: এ্যালেন মিলস দম্পতি (বৃটেন) ৬-২ ও ৬-২ গেমে ডি. আম্পিয়া এবং আখতার আলীকে পরাজিত করেন।

॥ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা—১৯৬৩ ॥

পুরুষ বিভাগ : ১ম সার্ভিসেস (১১১ পয়েন্ট) ; ২য় রেলওয়ে (২৪ পয়েন্ট) এবং ৩য় বাংলা (২৩ পয়েন্ট)।

মহিলা বিভাগ : ১ম বোম্বাই (২৫ পয়েন্ট) ; ২য় বাংলা (১৯ পয়েন্ট) এবং ৩য় রেলওয়ে (১৬ পয়েন্ট)।

জুনিয়র বিভাগ : ১ম বাংলা (৪৩ পয়েন্ট), ২য় বোম্বাই (১৫ পয়েন্ট) ২য় বোম্বাই (১৫ পয়েন্ট) এবং ৩য় দিল্লী (৩ পয়েন্ট)।

॥ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ॥

ক্রিকেট (১৯৬৪) : ফাইনালে বোম্বাই ৯ উইকেটে মাদ্রাজকে পরাজিত করিয়া মোট ১৯ বার 'রোহিণ্টন বরিয়া' ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করিয়াছে।

হকি (১৯৬৪) : ফাইনালে পাঞ্জাব ৩-০ গোলে পুণাকে পরাজিত করিয়াছে।

টেবল টেনিস (১৯৬৩) : ছাত্র বিভাগের ফাইনালে বোম্বাই ৩-২ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত করে। ছাত্রী বিভাগের ফাইনালে বিক্রম ৩-২ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত করে।

ফুটবল (১৯৬৩) : ফাইনালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪-১ গোলে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করিয়া মোট ৮ বার স্যার আশুতোষ মুখার্জি স্মৃতি ট্রফি জয়ের গৌরবলাভ করিয়াছে।

॥ অর্জুন পুরস্কার ॥

ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ১৯৬৩ সালের অর্জুন পুরস্কার বিজয়ী সাত-জনের নাম :

শ্রীমতী স্টেফি ডি'সুজা (এ্যাথলেটিকস্), চুনী গোস্বামী (ফুটবল), চরঞ্জিৎ সিং (হকি), মেজর ঠাকুর কিষেণ (পোলো), গণপৎ আন্ধালকার (কুস্তি), অশোক সিং মালিক (গল্‌ফ) এবং ঈশ্বর রাও (ভারোত্তোলন)।

বিশ্ব-পরিচয়

[এই অধ্যায়ে ভাষা ও ধর্ম সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা অধিকাংশ লোকের ব্যবহৃত ভাষা ও ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।—বর্ষপঞ্জী সম্পাদক]

অস্ট্রিয়া : [প্রেসিডেন্ট : ডঃ অ্যাডল্‌ফ সার্ফ। চ্যান্সেলার (প্রধানমন্ত্রী) : ডঃ আলফোঁস্ গোরবাচ্]। রাজধানী : ভিয়েনা। আয়তন : ৩২,৩৬৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৭০,৭৩, ৮০৭। ভাষা : জার্মান। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : স্কিলিং।

ইতালী ও জার্মানীর মধ্যবর্তী মধ্য ইউরোপের অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানবাহিনী অষ্ট্রিয়া অধিকার করে। পরে মিত্রশক্তি জার্মান বাহিনীকে বিতাড়িত করিয়া অষ্টিয়া দখল করে। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দের মে-মাসে দখলকারী ৪টি মিত্র শক্তির মধ্যে এক চুক্তি অনুসারে ঐ বৎসর জুলাই মাসে অষ্ট্রিয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সংশোধিত সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট হইলেন রাষ্ট্রপ্রধান। তিনিই চ্যান্সেলার (বা প্রধানমন্ত্রী) নিয়োগ করেন এবং চ্যান্সেলারের পরামর্শক্রমে মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়। বর্তমানে কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট (পীপল্‌স পার্টি ও সোশ্যালিস্ট পার্টি) চালু আছে। পার্লামেণ্ট দুই সভা বিশিষ্ট—'বুন্দেস্রাৎ' (উচ্চ সভা : ৫০ জন সদস্য) ও 'ন্যাশনালরাৎ' (নিম্ন সভা : ১৬৫ জন সদস্য)। সদস্যগণ চার বৎসরের ভিত্তিতে গোপন-ভোটে নির্বাচিত হন। কৃষিসম্পদ : গম, রাই, যব, ওট, আলু। পশুসম্পদে অস্ট্রীয়া বিশেষ সমৃদ্ধ। জাতীয় আয়ের একটি বৃহৎ অংশ আসে বনজ কাঠ হইতে। খনিজ-সম্পদের মধ্যে প্রধান : লিগনাইট (বাদামী কয়লা), লৌহ পিণ্ড, ম্যাগনেসাইট, কয়লা, সীসা, দস্তা পিণ্ড, তাম্র পিণ্ড।

অস্ট্রেলিয়া : [গভর্ণর-জেনারেল : ভাইকাউণ্ট ডি. এল্. আইল। প্রধানমন্ত্রী : রাইট অনারেবল রবার্ট জি. মেঞ্জিস্]। রাজধানী : ক্যানবেরা। আয়তন : ২৯,৭১,০৮১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১,০৫,০৮,১৮৬। ভাষা : ইংরেজী। ধর্ম : (সংবিধান অনুসারে কোনো ধর্ম প্রতিষ্ঠার নিয়ম যেমন নাই, তেমনি প্রচলিত ধর্মমত নিষেধ করিবার নির্দেশও নাই)। মুদ্রা : অস্ট্রেলিয়ান পাউণ্ড।

এশিয়ার দক্ষিণ প্রান্তীয় প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী একটি সুবৃহৎ দ্বীপ-মহাদেশ। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী ব্রিটিশ রাজশক্তির সার্বভৌমত্বের ছায়াতলে নিউ সাউথ ওয়েলস্, টাসমানিয়া, ওয়েস্টার্ণ অস্ট্রেলিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ভিক্টোরিয়া ও কুইন্সল্যাণ্ড—এই কয়টি ব্রিটিশ-উপনিবেশ 'কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া' নামে একটি স্বয়ংশাসিত যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত হয়।

১৯১১ খ্রীঃ অব্দে 'সাউথ অস্ট্রেলিয়া' রাজ্য হইতে 'নদার্ন টেরিটরি' নামক অঞ্চলটি কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আসে এবং সমস্ত অঙ্গরাজ্যেই নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতিভূ হিসাবে এক এক জন গভর্ণর আছেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারী রীতিতে। পার্লামেণ্ট দুই সভা বিশিষ্ট: সিনেট (৬০ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস (১২৪ জন সদস্য)। অঙ্গরাজ্যের জনগণের নির্বাচনে সিনেটের সদস্যরা ছয় বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর অর্ধসংখ্যক সদস্য অবসর গ্রহণ করিলে পুনর্নির্বাচন হয়। নিম্ন সভার সদস্যরা তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অস্ট্রেলিয়ায় ভোট-দান বাধ্যতামূলক।

আইভরি কোস্ট রিপাব্লিক্ঃ [রাষ্ট্রপ্রধান: মঁসিয়ে ফেলিক্স হুফ আউয়েৎ-বয়গ্নি]। রাজধানী: আবিদজান। আয়তন: ১,৮০,০২৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ৩২ লক্ষ। ভাষা: ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম: শতকরা ৬৫ জন অ্যানিমিস্ট, ২৩ জন মুসলমান এবং ১২ জন খ্রীষ্টান। মুদ্রা: স্থানীয় ফ্রাঁ। গিনি উপসাগরের তীরবর্তী পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৭ই আগস্ট ফরাসী আধিপত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে আইভরি কোস্ট-ই সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ।

আপার ভোল্টা রিপাব্লিক্ঃ [প্রেসিডেণ্ট: মঁসিয়ে ইয়ামিওগো]। রাজধানী: ওনাগা দুগ্যু। আয়তন: ১,০৬,০১১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ৪৪ লক্ষ। ভাষা: ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: স্থানীয় ফ্রাঁ।

পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৫ই আগস্ট ফরাসী আধিপত্যের কবল হইতে মুক্ত হইয়া একটি প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

আফগানিস্তান: [রাজা: মহামান্য মহম্মদ জাহির শাহ। প্রধান-মন্ত্রী: ডঃ মহম্মদ ইউসুফ]। রাজধানী: কাবুল। আয়তন: ২,৫০,০০০ বর্গ-

মাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ১,৩০,০০,০০০। ভাষা: (সরকারী) পারসিক ও পুশ্‌তু। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: আফগানি।

ব্রিটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বোঝাপড়ার ফলে আফগানিস্তান ১৯শ শতকে একটি বাফার স্টেটে পরিণত হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটেন ইহাকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিলে ক্রমশঃ অন্যান্য রাষ্ট্রও অনুরূপ স্বীকৃতিদান করে। আফগানিস্তানের পূর্বে ও দক্ষিণে পাকিস্তান, উত্তর ও পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন এবং পশ্চিমে পারস্য (ইরাণ)। ইহা একটি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দের সংবিধান অনুসারে বিধানিক ক্ষমতা ন্যস্ত হইয়াছে পার্লামেণ্টের উপর। রাজাই রাষ্ট্রপ্রধান এবং পার্লামেণ্ট রাজা, 'সিনেট' ও 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' লইয়া গঠিত। রাজা কর্তৃক মনোনীত ৫০ জন সদস্য লইয়া 'সিনেট' গঠিত এবং 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী'র নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৭১। জরুরী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আছে 'গ্রাণ্ড অ্যাসেম্বলী'। প্রধান কৃষিদ্রব্য: ফলমূল ও খাদ্যশস্য। পশুপালন-ই অধিকাংশ লোকের উপজীবিকা উল্লেখযোগ্য খনিজদ্রব্য: তামা, সীসা ও লোহা (তবে ব্যাপকভাবে উত্তোলনের ব্যবস্থা নাই)।

আয়ার্ল্যাণ্ড: [প্রেসিডেণ্ট: ঈমন ডি. ভ্যালেরা। প্রধানমন্ত্রী: সিন-এফ্ লেমাস]। রাজধানী: ডাবলিন। আয়তন ২৬,৬০০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা (১৯৬১): ১৪,১৫,১০০। ভাষা: (সরকারী) আইরিশ—১ম; ইংরেজী—২য়। মুদ্রা: আইরিশ পাউণ্ড। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক।

১১শ শতাব্দী পর্যন্ত আয়ার্ল্যাণ্ড বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ১১৫২ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজ আক্রমণকারিগণ সর্বপ্রথম আয়ার্ল্যাণ্ডে হানা দেয় ও এই দেশ অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু আইরিশ জনগণ ইংরাজের অধীনতা নীরবে মাথা পাতিয়া লয় নাই। বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইংরাজ ও আইরিশদের মধ্যে তীব্র বিরোধ লাগিয়া ছিল। ব্রিটেনের উদারপন্থী গ্ল্যাড্‌স্টোন সরকার আইরিশ কৃষকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। উক্ত সরকার ১৮৮৬ ও ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য 'হোমরুল' আইন প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলদলের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে 'হোমরুল' আইন পাস হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের জন্য উহার প্রয়োগ বন্ধ রাখা হয়। এই সময় দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা 'সিন-ফিন' আন্দোলন সুরু করে ও ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে ডাবলিনে ঐতিহাসিক 'ইস্টার বিদ্রোহ' ঘটে। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দের ২১-এ

জানুয়ারি আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয় এবং ডি. ভ্যালেরা হন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে আবার সশস্ত্র সংগ্রাম বাধে। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে যে 'আয়ার্ল্যাণ্ড আইন' পাস হয় তাহাতে উত্তর ও দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র পার্লামেণ্ট গঠনের ব্যবস্থা থাকে। সিন-ফিন আন্দোলনকারিগণ বলপ্রয়োগের দ্বারা উক্ত আইন প্রতিরোধ করিতে প্রয়াস পায়। এই প্রতিরোধ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার 'ব্ল্যাক এণ্ড টান' নামক বিশেষ পুলিশবাহিনী নিয়োগ করেন। উক্ত বাহিনী হিংস্র অত্যাচারের জন্য যে কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার তুলনা নাই। যাহা হোক ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে আলোচ্য আইন প্রত্যাহার করিয়া একটি নূতন আইনের মাধ্যমে 'ডোমিনিয়ান অব ফ্রী আইরিশ স্টেট' নামক নূতন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুলাই আয়ার্ল্যাণ্ড একটি নূতন সংবিধান রচনা ও গণভোটের মাধ্যমে উহা গ্রহণ করে। ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে আয়ার্ল্যাণ্ড ব্রিটিশ সরকারের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নিজেকে স্বাধীন সার্বভৌম গণতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট ৭ বৎসরের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্ট দুই সভা-বিশিষ্ট—হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস (ডেইল আয়ার অ্যান): সদস্য-সংখ্যা—১৪৪; সিনেট (সিনাদ আয়ার অ্যান): সদস্য সংখ্যা—৬০। কৃষি সম্পদ: গম, ওট, যব, আলু। পশুপালন ও মৎস্য চাষ আয়ের দুইটি প্রধান উপায়। শিল্পসম্পদেও এই দেশ সমৃদ্ধ।

আর্জেণ্টিনা: [প্রেসিডেন্ট: ডঃ জে. এম্. গ্যিদো]। রাজধানী: বুয়েনস্ এয়ার্স। আয়তন: ১০,৮৪,১২০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ২,১২,৪৭,৪২০। ভাষা: স্প্যানিশ ও ইতালিয়ান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: পেসো।

দক্ষিণ আমেরিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে আর্জেণ্টিনা, স্পেনীয় শাসনের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। ছয় বৎসরের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-প্রধান 'প্রেসিডেন্ট' প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হন। 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' (আইন পরিষদ) দুই সভা-বিশিষ্ট—সিনেট (৪৬ জন সদস্য) ও হাউস অব ডেপুটিজ (১৫৯ জন সদস্য)। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জুয়ান পেরোন সরকারের

পতন হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা মে ডঃ আর্তুরো ফ্রাণ্ডিজি প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু সামরিক বাহিনীর দাবীতে তাঁহাকেও ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে পদত্যাগ করিতে হয়। কৃষিদ্রব্য ও পশু সম্পদ উৎপাদন ও রপ্তানির ব্যাপারে আর্জেন্টিনা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম দেশ। প্রধান কৃষিদ্রব্য : আখ, গম, তিসি, ওট, যব। খনিজ তৈলেও এই দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ।

আলবেনিয়া : [চেয়ারম্যান অব দি প্রেসিডিয়াম অব পীপলস্ অ্যাসেম্বলী (প্রেসিডেণ্ট) : মেজর জেনারেল হাজী লেশী। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি (প্রধানমন্ত্রী) : মেহমত্ শেহু]। রাজধানী : তিরানা। আয়তন : ১১,০৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১৬,৬৫,০০০। ভাষা : ঘেগ ও তোস্ক। ধর্ম : ইসলাম ও খ্রীষ্ট। মুদ্রা : লেক।

গ্রীসের উত্তরে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন বলকান্ রাষ্ট্র 'আলবেনিয়া পীপলস্ রিপাব্লিক'-এর শাসন ব্যবস্থা কম্যুনিষ্ট-পন্থী। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দের ২৮-এ নভেম্বর এই দেশ ৪৪৫ বৎসরের তুরস্ক-শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিলে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মান প্রিন্স উইলহেল্ম হন প্রথম রাজা। প্রথম যুদ্ধের সময় আলবেনিয়া পালাক্রমে অষ্ট্রিয়ান, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান ও সার্বিয়ান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে দুইবার রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের পর আহমেদ জগু নামক এক উপজাতি-প্রধানের নেতৃত্বে আলবেনিয়াতে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়া ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত আলবেনিয়া রাষ্ট্র শাসন করেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দে এই দেশ ইতালীর অধিকারভুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে আলবেনিয়ায় এক কম্যুনিষ্ট-প্রধান রাজনীতিক দল জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত করে। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ১২ জানুয়ারি আলবেনিয়ার 'পীপলস্ অ্যাসেম্বলী' (আইন পরিষদ) আলবেনিয়াকে এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্রীরাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করে। 'পীপলস্ অ্যাসেম্বলী'র সদস্যগণ (২০৮) চার বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। এই 'পীপলস্' অ্যাসেম্বলী'-ই 'প্রেসিডিয়াম' (সর্বোচ্চ শাসন ক্ষমতাবিশিষ্ট পরিষদ) নির্বাচন করে। তাহাতে একজন চেয়ারম্যান, ৩ জন ডেপুটি চেয়ারম্যান, একজন সেক্রেটারী ও ১০ জন সভ্য থাকে। মন্ত্রিপরিষদ তথা সরকার গঠিত হয় 'পীপলস্ অ্যাসেম্বলী' কর্তৃক। প্রধান-সম্পদ খনিজ তৈল (অপরিশোধিত), বেঞ্জিন, পেট্রোল, কয়লা, সূতীবস্ত্র; পশমীবস্ত্র।

ইকুয়েডর : [প্রেসিডেন্ট : ডঃ কার্লো জুলিও অ্যারোজমেনা]। রাজধানী : কুইটো। আয়তন : ১,০৫,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ৪৩,৯৬,৩০০। ভাষা : স্প্যানিশ। ধর্ম : ক্যাথলিক। মুদ্রা : সুক্রে।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইহার পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, পূর্বে ও দক্ষিণে পেরু, উত্তরে কলম্বিয়া। স্পেনীয় শাসনের অবসানে ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে ইহা কলম্বিয়ার সহিত যুক্ত হয়। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই মে আবার কলম্বিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহা একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র হইয়াছে। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের সর্বশেষ সংবিধান অনুসারে ইকুয়েডরের বর্তমান শাসন ক্ষমতার শীর্ষদেশে আছেন জনগণ-নির্বাচিত একজন প্রেসিডেন্ট। কংগ্রেস (বা আইন পরিষদ) চেম্বার অব ডেপুটিজ, ও সিনেট লইয়া গঠিত। প্রাদেশিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতি দুই বৎসর অন্তর ডেপুটিগণ নির্বাচিত হন এবং সিনেটের সদস্যগণ নির্বাচিত হন প্রতি চার বৎসর অন্তর।

ইথিওপিয়া : [সম্রাট্ : প্রথম হেইলি সেলাসি। প্রধানমন্ত্রী : সাহফি তিজাজ আকলিলু হাব্তে-ওল্ড।] রাজধানী : আদ্দিস আবাবা। আয়তন : ৩,৯৫,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : (সরকারী হিসাবে) ২ কোটির উপর। ভাষা : আমহারিক। ধর্ম : খ্রীষ্ট ও ইসলাম। মুদ্রা : ইথিওপিয়ান ডলার।

ইথিওপিয়া আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম আবিসিনিয়া। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম খ্রীষ্টান দেশগুলির অন্যতম। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইতালী এই দেশ আক্রমণ করিয়া ইরিত্রিয়া ও সোমালিয়া প্রদেশ দুইটি অধিকার করিয়া লয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইথিওপিয়া ইরিত্রিয়া অঞ্চল ফিরিয়া পায়। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে দেশের জন্য নূতন সংবিধান রচিত হইয়াছে। উহাতে সার্বজনীন ভোটাধিকার ও দুইটি সভা-বিশিষ্ট আইন পরিষদ অর্থাৎ (১) চেম্বার অব্ ডেপুটিজ (২৫০) ও (২) সিনেট। সিনেটের সদস্য-সংখ্যা মোট ডেপুটি-সংখ্যার অর্ধেকের কিছু বেশি। প্রশাসনিক ব্যাপারে কার্যত সম্রাটই সকল ক্ষমতার অধিকারী। অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। ইথিওপিয়া প্রচুর কফি উৎপাদন ও রপ্তানি করিয়া থাকে।

ইতালী : [প্রেসিডেন্ট : এন্টিনিও সেনী। প্রধানমন্ত্রী : জিওভানী লিও]। রাজধানী : রোম। আয়তন : ১,১৬,২৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৫,০৪,৬৩,৭৬২। ভাষা : ইতালীয়ান। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : লীরা।

ইতালী ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত দক্ষিণ ইউরোপের অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে বেনিটো মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্ট পার্টির অভ্যুদয় ইতালীর বর্তমান শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাসের

এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯২৫-৪৫ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মুসোলিনি সর্বশক্তিমান ডিক্টেটাররূপে রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে ইতালী ইথিওপিয়া আক্রমণ এবং স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে সাহায্য দান করে। ১৯৪০ সালে জার্মানীকে সাহায্য করার জন্য ইতালী বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে এবং মিত্রশক্তির দ্বারা সম্পূর্ণ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হয়। পরাজয়ের পরে মুসোলিনি, তাঁহার নিজদলের লোকের হাতে ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে নিহত হন। অতঃপর রাজা তৃতীয় ইমানুয়েল সিংহাসন ত্যাগ করেন ও তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় উমবার্টো রাজা হন। কিন্তু ইতালীর জনসাধারণ গণভোটের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে (১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ১০ই জুন)। ইতালীর পার্লামেণ্ট, সিনেট (২৪৬) ও চেম্বার অব ডেপুটিজ (৫৯৬) এই দুই সভা বিশিষ্ট। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নিম্ন সভার সদস্যগণ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন এবং সিনেটের সদস্যগণ নির্বাচিত হন আঞ্চলিক অধিবাসীদের ভোটে প্রতি ছয় বৎসর অন্তর।

ইয়েমেন : [প্রেসিডেণ্ট : মার্শাল আবদুল্লা সালাল]। রাজধানী : সানা। আয়তন : ৭৫,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : প্রায় ৫০ লক্ষ। ভাষা : আরবি। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : রিয়াল।

আরব উপমহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌদি আরেবিয়া ও লোহিত সাগরের সীমান্তে অবস্থিত স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইয়েমেনে যে সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাহার ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং সামরিক নায়ক মার্শাল আবদুল্লা সালালের নেতৃত্বে নূতন প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ১৩ই এপ্রিল 'প্রথম অন্তর্বর্তী সংবিধান' ঘোষিত হয়। তাহাতে প্রেসিডেণ্টকেই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী করা হইয়াছে।

ইরাক : [প্রেসিডেণ্ট : ফিল্ড মার্শাল আবদুল্লা সালাম মুহম্মদ আরিফ। প্রধানমন্ত্রী : ব্রিগেডিয়ার আহমদ হাসান আল্-বাকর্]। রাজধানী : বাগদাদ। আয়তন : ২,৫২,১১৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৯) : ৬৪,১৩,৬৫৮। ভাষা : আরবী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : ইরাকী দিনার।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আরব রাষ্ট্র। টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যে অবস্থিত। প্রাচীন নাম মেসোপোটেমিয়া। ইরাক পূর্বে তুরস্কের অন্যতম প্রদেশ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর ফলে ইহা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মক্কার রাজা হুসেন-এর পুত্র আমির ফৈজলকে ফরাসী-কর্তৃপক্ষ সিরিয়া হইতে বিতাড়িত করিলে ১২৯১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে এই নবগঠিত রাজ্যের রাজা নিযুক্ত করা হয়; ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে লাউসেন-চুক্তির শর্তানুসারে

তুরস্ক ইরাকের উপর তাহার দাবী পরিত্যাগ করে। ম্যাণ্ডেটের শর্তানুযায়ী ১৯২৭ সালে বৃটিশ সরকার ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে ইরাক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে সামরিক বিপ্লবের ফলে রাজা ফৈজল নিহত হন এবং দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন—জেনারেল নাজির রুবাই। প্রধানমন্ত্রী হন—মেজর জেনারেল আবদুল করিম কাসেম। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে আবার এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী কাসেম নিহত হন। ৯ই ফেব্রুয়ারী কর্ণেল (পরে ফিল্ড মার্শাল) আরিফের নেতৃত্বে নূতন সরকার গঠিত হইয়াছে। খনিজ তৈলই ইহার প্রধান শিল্পসম্পদ এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সর্বপ্রধান উৎস।

ইরাণ (পারস্য) : [রাজা : শাহ্ মহম্মদ রেজা পহলেভি। প্রধানমন্ত্রী : আমীর আসাদুল্লাহ্ আলম]। রাজধানী : তেহ্‌রান। আয়তন : ৬,২৭,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ২,০৮,৪৯,০০০। ভাষা : পারসিক। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : রিয়াল।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র। ইরাণের সীমান্ত পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সোভিয়েট রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরাকের সহিত সংলগ্ন। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দে শাহ্-এর স্বৈরাচারী শাসন নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ইরাণের 'মজলিস' অর্থাৎ জাতীয় পরিষদ্ প্রতিষ্ঠা করা হয়। 'মজলিস'-এর ২০০ জন সভ্য দুই বৎসর অন্তর নির্বাচিত হইয়া থাকেন। 'মজলিস্'-এর সঙ্গে ৬০ জন সদস্য লইয়া একটি 'সিনেট' গঠনের ব্যবস্থাও করা হয়। কিন্তু ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে উহা গঠন করা সম্ভব হয় নাই। ১৯৬৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে ইরাণের মহিলারা ভোটাধিকার ও নির্বাচনে দাঁড়াইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। ১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে মজলিস্ তৎকালীন কাজার বংশের শাহ্ বা রাজাকে পদচ্যুত করিয়া রেজা খাঁ পহ্‌লেভি নামক জনৈক সামরিক অফিসারকে শাহ্ নিযুক্ত করেন। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণ আক্রমণ করিলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদ রেজা পহ্‌লেভি ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ব্রিটেন ও সোভিয়েট রাশিয়া ইরাণের স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দান করিলে ইরাণ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কথা ছিল যে, যুদ্ধের পরেই ইরাণ হইতে সকল বৈদেশিক সৈন্য সরাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু ইরাণের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে আজারবৈজানে সোভিয়েট সৈন্য থাকিয়া যায় এবং তথায় এক স্বাধীন কম্যুনিস্ট সরকার গঠন

করা হয়। অবশেষে জাতিপুঞ্জের হস্তক্ষেপের ফলে সোভিয়েট সৈন্য প্রত্যাহৃত হয়। খনিজ তৈল ইরাণের প্রধান সম্পদ। প্রধান কৃষিদ্রব্য: গম, যব, ধান, তূলা, তামাক, খেজুর, আঙুর। পশুপালন স্থানীয় অধিবাসীদের একটি প্রধান উপজীবিকা।

ইন্দোনেশিয়া: [প্রেসিডেন্ট: ডঃ সোয়েকর্ণ। প্রথম মন্ত্রী: ডঃ জুয়ান্দা কর্তাউইদ্‌জাজা]। রাজধানী: জাকার্তা। আয়তন: ৫,৭৫,৪৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৯): ৯,১৭,০০,০০০। ভাষা: (সরকারী) বাহাসা ইন্দোনেশিয়া। ধর্ম: ইসলাম (বালি দ্বীপে হিন্দুধর্ম প্রচলিত)। মুদ্রা: রুপিয়া।

পূর্বে যাহা ওলন্দাজ অধিকৃত নেদারল্যাণ্ডস্ ইস্ট ইণ্ডিজ বলিয়া পরিচিত ছিল তাহাই বর্তমানে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া। জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও ও সেলিবিস এই ৪টি বৃহৎ দ্বীপ এবং বালি, মলাকাস প্রভৃতি ছোট বড় তিন হাজার দ্বীপ লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত। ১৭শ শতাব্দী হইতে ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই দ্বীপপুঞ্জ ওলন্দাজদের অধিকারে ছিল। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে জাপানী সৈন্য ইহা অধিকার করিয়া একটি 'জাতীয় সরকার' গঠন করে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে জাপান কর্তৃক আত্মসমর্পণের দুইদিন পরে ডঃ সোয়েকর্ণ ও ডাঃ মহম্মদ হাট্টা স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ ও মার্কিন মুক্তিফৌজ এই সরকারকে স্বীকার করিয়া লয়। কিন্তু ওলন্দাজগণ ইহার বিরোধিতা করে ও উহাকে উচ্ছেদের চেষ্টা করে। ইহার পর গৃহযুদ্ধের আকারে ইন্দোনেশিয়ায় অশান্তি দেখা দেয়। মীমাংসার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করে এবং দুইটি 'মিশন' প্রেরণ করে। তাহাদের প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে ২৭শে ডিসেম্বর সরকারীভাবে ইন্দোনেশীয় সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। তবে এই ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যবস্থা হইতে নিউগিনিকে (পশ্চিম ইরিয়ান) বাদ দেওয়া হয়। এই দ্বীপটিকে লইয়া ইন্দোনেশিয়া ও হল্যাণ্ডের মধ্যে দ্বন্দ্ব গুরুতর হইয়া ওঠে। অবশেষে ১৯৬২ সালে উভয় পক্ষে এক মীমাংসা হয়। পর্যায়ক্রমে ইহার শাসন ব্যবস্থা ইন্দোনেশিয়ার নিকট হস্তান্তর করা হইতেছে। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের আগস্ট মাসে সংবিধান গৃহীত হয়। ইন্দোনেশিয়ার প্রথম সাধারণ নির্বাচন ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেন। তিনিই বর্তমানে একাধারে প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও সামরিক বাহিনীর সর্বময় কর্তা। বিভিন্ন রাজনীতিক দলের ১৩০ জন সদস্য ও 'ফাংশনাল গ্রুপ'-সমূহের ১৫৩ জন সদস্য লইয়া নূতন বিধানসভা (মিউচুয়াল কো-অপারেশন হাউস অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্) গঠিত হইয়াছে। কৃষিদ্রব্য: ধান, চা, কফি, কোকো, আখ, ও রবার। পশুপালন ও মৎস্যচাষ

স্থানীয় অধিবাসীদের উল্লেখযোগ্য উপজীবিকা। খনিজদ্রব্য: জ্বালানি তৈল, অপরিশোধিত তৈল, বেঞ্জিন, টিন, বক্সাইট, কয়লা।

ইস্রায়েল: [প্রেসিডেন্ট: জালমান সাজার। প্রধানমন্ত্রী: ডেভিড্ বেন্-গুরিয়ঁ]। রাজধানী: জেরুজালেম। আয়তন: ৭,৯৯৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২): ২২,৩২,০০০। ভাষা: (সরকারী) হিব্রু ও আরবী। ধর্ম: ইহুদী। মুদ্রা: (ইস্রায়েলী) পাউণ্ড।

ইস্রায়েল পৃথিবীর একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র। ইহা ভূমধ্যসাগরের পূর্বতটে অবস্থিত, এবং ইহার সীমান্ত লেবানন, সিরিয়া, জর্ডান, মিশর প্রভৃতি শত্রুভাবাপন্ন আরব রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা বেষ্টিত। প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর মেয়াদ শেষ হইলে ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই মে, এক ঘোষণা দ্বারা ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্যালেস্টাইনে একটি ইহুদী রাষ্ট্র এবং আরবরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করে এবং রাষ্ট্র দুইটির সীমানাও নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ভূতপূর্ব প্যালেস্টাইনের শতকরা ৭৭ অংশ লইয়া ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে। ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই মিশর, লেবানন, ইরাক, জর্ডান ও সিরিয়া একযোগে উহা আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয় এবং ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শান্তিরক্ষার জন্য যে 'ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা' প্রচার করেন তাহা আবহাওয়া শান্ত করিতে সাহায্য করে। ইস্রায়েলের পার্লামেণ্ট (নেসেৎ) এক সভা বিশিষ্ট। সদস্য সংখ্যা—১২০। তাঁহারা চার বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। মন্ত্রিপরিষদে 'নেসেৎ' বহিভূর্ত লোকও থাকিতে পারেন।

উগাণ্ডা: [গভর্ণর-জেনারেল: স্যার ওয়াল্টার কাউটস্। প্রধানমন্ত্রী: এম্. এ. ওবোটে।] রাজধানী: কাম্পালা। আয়তন: ৯৩,৯৮১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৯): ৬৫,২৩,৬২৮। ভাষা: ইংরেজী ও বান্টু। ধর্ম: (আফ্রিকানদের ধর্ম বহুবিচিত্র) খ্রীষ্ট (রোমান ক্যাথলিক), হিন্দু ও ইসলাম।

পূর্ব-আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ৯ই অক্টোবর ব্রিটিশের পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন পরিষদ)—৯২ জন সদস্য লইয়া (৮২ জন সাধারণভাবে নির্বাচিত, ৯ জন বিশেষভাবে নির্বাচিত ও পদাধিকারবলে ১ জন অর্থাৎ অ্যাটর্নী-জেনারেল)। প্রধান-সম্পদ্: কৃষিদ্রব্য (তূলা, কফি, চা, তামাক, আখ); কাঠ; মাছ ও খনিজ-দ্রব্য (তামা)।

কঙ্গো : [প্রেসিডেন্ট : পদ শূন্য। রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে প্রধানমন্ত্রী দেশ-শাসন কার্যে নিযুক্ত আছেন। প্রধানমন্ত্রী : সিরিল্ আদোলা :] রাজধানী : লিওপোল্ডভিল্। আয়তন : ৯,০৫,৩৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৯) : ১,৩৫,৪০,১৮২। ভাষা : বেলজিয়ান, ইংরেজী এবং স্থানীয় আফ্রিকান ভাষা। ধর্ম : খ্রীষ্ট (রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান), ইসলাম। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে কঙ্গো বেলজিয়ান উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৩০-জুন আফ্রিকার এই দেশটি বেলজিয়ামের শাসন হইতে মুক্তিলাভ করে। সেই স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হন—জোসেফ্ কাসাভুবু এবং প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন কঙ্গো জাতীয় আন্দোলনের নেতা প্যাট্রিস্ লুলুম্বা। স্বাধীনতা-অর্জনের পরেই কঙ্গোতে নিদারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়। শোম্বের নেতৃত্বে কাতাঙ্গা-প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়—সমগ্র দেশে তখন যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশৃঙ্খলা। সেই সময় রাষ্ট্রপুঞ্জ হইতে সামরিকবাহিনী প্রেরিত হয় অশান্তি দমনের জন্য। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে প্রধানমন্ত্রী লুলুম্বা কাতাঙ্গা আদিবাসীদের দ্বারা অপহৃত হইয়া নিহত হন। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই অগাস্ট সিরিল আদোলার নেতৃত্বে যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হয় রাষ্ট্রপুঞ্জ তাহা স্বীকার করিয়া লন। কিন্তু কাতাঙ্গা-প্রদেশে অশান্তির আগুন নিভে না। অবশেষে ১৯৬৩-খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সামরিকবাহিনী কাতাঙ্গার প্রধান প্রধান শহরগুলি অধিকার করিয়া বিদ্রোহ দমন করে। কঙ্গোর প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থা এখনও পুরাপুরি স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারে নাই। প্রধান-সম্পদ্ : কৃষিদ্রব্য (কফি, কলা, রবার, তুলা) ; কাঠ ; খনিজদ্রব্য (তামা, হীরা, সোনা, রূপা, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম) প্রভৃতি।

কলম্বিয়া : [প্রেসিডেন্ট : ডক্টর গুইলার্মো লিওন ভ্যালেন্সিয়া]। রাজধানী : বোগোটা। আয়তন : ৪,৩৯,৫২০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ১,৪৭,৬৮,৫১০। ভাষা : স্প্যানিশ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : পেসো।

দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ইহা পূর্বে একটি স্পেনীশ উপনিবেশ ছিল (১৫৩৬-১৮১৯)। বৃহত্তর কলম্বিয়ার অংশরূপে ইহা ১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে স্বাধীনতা অর্জন করে, এবং ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৪৯ হইতে ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত যে গৃহযুদ্ধ চলে তাহাতে প্রেসিডেন্ট গোমেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ডিক্টেটারী শাসন চূর্ণ করা হয়। অতঃপর জেনারেল গুস্তাভো রোজার্স পিনিল্লা প্রেসিডেন্ট-এর আসন দখল করেন ; দেশের কংগ্রেস বা আইন পরিষদ্ ভাঙ্গিয়া দিয়া গণপরিষদ্ আহ্বান করা হয়।

১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ই মে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৮ই মে ডঃ কামার্গো নূতন প্রেসিডেণ্ট রূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। তিনি ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিনেট (৯৮) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভ (প্রায় ১৮৫) লইয়া কংগ্রেস গঠিত। উভয় সভার সদস্যগণ প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হন।

কানাডা : [গভর্ণর-জেনারেল : জর্জেস ফিলিয়াস্ ভানিয়ের। প্রধানমন্ত্রী : লেষ্টার বি. পিয়ারসন]। রাজধানী : অটোয়া। আয়তন : ৩৫,৬০,২৩৮ বর্গমাইল (স্থলভাগ); ২,৯১,৫৭১ বর্গমাইল (জলভাগ)। মোট আয়তন—৩৮,৫১,৮০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১,৮২,৩৮,২৪৭। ভাষা : ইংরাজী ও ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ডলার।

ডোমিনিয়ান রাষ্ট্র ও ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর সদস্য। ১৬শ শতাব্দীতে ফ্রান্স প্রথম এই দেশ অধিকার করে কিন্তু ১৯শ শতাব্দীর মধ্যে ইহা ব্রিটিশ শক্তির হাতে চলিয়া যায়। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ উত্তর আমেরিকা আইন অনুসারে (ক) নিউ ব্রুন্স্উইক, (খ) নোভাস্কোটিয়া, (গ) অণ্টারিও এবং (ঘ) কুইবেক—কানাডার এই কয়টি প্রদেশ মিলিত হইয়া ফেডারেশন গঠন করে। তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে, ব্রিটিশ সংবিধানের অনুকরণে তাহাদের সংবিধান-রচিত হইবে। 'সিনেট' ও 'হাউস অব কমন্স' এই দুইটি সভা লইয়া কানাডার পার্লামেণ্ট গঠিত। সিনেটের ১০২ জন সভ্য গভর্ণর-জেনারেল কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং হাউস অব কমন্সের ২৬৫ জন সদস্য সর্বসাধারণের ভোটে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি প্রদেশ ও অঞ্চল ফেডারেশনে যোগদান করিয়াছে। তাহাদের নাম :—অ্যালবার্টা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া, মানিটোবা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, প্রিন্স এডোয়ার্ড দ্বীপ, সাস্কাচিউয়ান, ইউকন অঞ্চল ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল। এখানে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন সংস্থা স্থাপিত আছে।

কামেরুন রিপাব্লিক : [প্রেসিডেণ্ট : আহ্মাদ্যু আহিদ্জো]। রাজধানী : ইয়াউন্দ্। আয়তন : ১,৬৬,৮৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : প্রায় ৪০ লক্ষ। ভাষা : ফরাসী (জার্মান ও ইংরেজী)। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঁ।

১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী জার্মান উপনিবেশ কামেরুন ফরাসী ও ইংরেজ সৈন্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে বৃহত্তর অংশের শাসনভার গ্রহণ করে ফরাসীরা। ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি ফরাসী-শাসিত কামেরুন আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঠিক

এক বৎসর পরে ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে ১লা জানুয়ারী এই রাজ্য পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে এবং ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। যে-অংশ ব্রিটিশ-শাসিত ছিল তাহার উত্তরভাগ ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে নাইজেরিয়ার সহিত যুক্ত হয় এবং দক্ষিণভাগ ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারি মাসে কামেরুন রিপাব্লিকে যোগ দেয়।

কাম্বোডিয়াঃ [রাজাঃ নরোদম সিহানুক]। রাজধানীঃ নম্ পেন্। আয়তনঃ ৪৬,৮৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যাঃ (১৯৬২)ঃ ৫৭,৪৮,৮৪২। ভাষাঃ খ্মের ও ফরাসী। ধর্মঃ বৌদ্ধ। মুদ্রাঃ রিয়াল।

নবম ও দশম শতাব্দীতে শক্তিশালী খ্মের সম্রাটগণ কাম্বোডিয়ায় রাজত্ব করিতেন। ১৪শ শতাব্দী হইতে ফরাসীদের আগমন পর্যন্ত এখানে কোন সুগঠিত শাসন-ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারে নাই। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে এই দেশ ফরাসীদের অধীনে একটি 'আশ্রিত রাজ্যে' পরিণত হয়। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দে কাম্বোডিয়া আংশিক স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে জেনেভা বৈঠকে ইহার স্বাধীনতার গণ্ডি প্রসারিত হয়; ইহা অন্যান্য রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি ও চুক্তি স্বাক্ষর করার এবং বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করার অধিকার লাভ করে। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে রাজা নরোদম সিহানুক তাঁহার পিতা নরোদম সুরামারিৎ-এর অনুকূলে পদত্যাগ করিয়া রাজনীতিতে যোগদান করেন। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহাতে সিহানুক-পরিচালিত 'সাঙকুম' দল ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর (আইন পরিষদের) সকল আসন (৯১ টি) দখল করে। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে রাজা সুরামারিৎ-এর মৃত্যু হওয়ায় পুনরায় নরোদম সিহানুক রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের সাধারণ নির্বাচনেও সিহানুকের দল আইন পরিষদের সকল আসন লাভ করে। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মার্চ নির্বাচিত সরকার ও আইন পরিষদ ভাঙিয়া দিয়া প্রিন্স সিহানুক রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

কিউবাঃ [প্রেসিডেন্টঃ ডঃ ওস্‌ভাল্ডো ডর্টিকস্ টোরাডো। প্রধানমন্ত্রীঃ ডঃ ফিডেল ক্যাস্ট্রো]। রাজধানীঃ হাভানা। আয়তনঃ ৪৪,২০৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১)ঃ ৬৯,০০,০০০। ভাষাঃ ইংরেজী ও স্প্যানিশ। ধর্মঃ রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রাঃ পেসো।

মধ্য আমেরিকায় একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রিক রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে রচিত কিউবার সংবিধান অনুসারে এই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী একজন প্রেসিডেন্ট। (কংগ্রেস বা আইন পরিষদ) দুই সভাবিশিষ্ট—(ক) সিনেট ও (খ) হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্। ১৯৫২ খ্রীঃ

অব্দের ১০ই মার্চ সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তৎকালীন প্রেসিডেণ্ট সোকারাস-সরকারের পতন হয়। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন—মেজর জেনারেল বাটিস্টা। ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারী কম্যুনিস্ট পন্থী ফিডেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে বিপ্লব ঘটে। তাহাতে বাটিস্টা সরকারের পতন ঘটে। ঐ বৎসর জুন মাসে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আখ ও চিনি উৎপাদনে কিউবা পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ। তারপরেই প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য: তামাক, কলা ও কফি।

কুয়াইত্ : [শাসনকর্তা : শেখ্ আবদুল্লাহ্ আস্-সালিম আস্-সাবাহ্]। রাজধানী : কুয়াইত্। আয়তন : ৫,৮০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৩,২১,৬২১। ভাষা : আরবী ও ইংরেজী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : দিনার।

আরব উপসাগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত একটি পূর্ণ স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। উত্তরে ইরাক, দক্ষিণে সৌদি আরাবিয়া। তুর্কী আক্রমণের ভয়ে ১৮৮৯ খ্রীঃ অব্দে তদীনন্তন শেখ্ ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে এক রাজনীতিক চুক্তি করেন। তাহার ফলে ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দ হইতে কুয়াইত্ হয় ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের রক্ষিত রাজ্য। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে কুয়াইত্ পুনরায় সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কুয়াইত্ সরকারের রাজস্বের প্রধান উৎস হইল খনিজ তৈলের শুল্ক। এখানকার তৈলক্ষেত্রগুলি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে ৮ কোটি টন খনিজ তৈল উৎপাদিত হয়। শেখ্ শাসনকর্তার পরিবারের লোকজনই সরকারী বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

কেনিয়া : [গভর্ণর-জেনারেল : ম্যালকম ম্যাগডোনাল্ড। প্রধানমন্ত্রী : জোমো কেনিয়াট্টা।] রাজধানী : নাইরোবি। আয়তন : ২,২৪,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৭২,৯০,০০০। ভাষা : আরবী, সোহলী বাণ্টু। ধর্ম : (আফ্রিকানদের ধর্ম বহুবিচিত্র।) খ্রীষ্ট (রোমান-ক্যাথলিক, প্রোটেস্টাণ্ট) ও ইসলাম। মুদ্রা : পাউণ্ড।

১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ১১ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে আফ্রিকার এই দেশ ব্রিটিশের পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীক আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৪১ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (১২৯ জন সদস্য)। উভয় সভার সদস্যরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত। হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর ১২জন সদস্য সাধারণ সদস্যদের দ্বারা মাল্‌টিপল ভোটের ব্যবস্থাধীনে নির্বাচিত হন। বর্তমান নিয়মে সিনেটের সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশকে দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। প্রধান সম্পদ : কৃষিদ্রব্য (ভুট্টা, আখ, বাদাম, আলু, কোকো, কফি, চা, ও তূলা); কাঠ ; খনিজ-দ্রব্য (সিমেণ্ট, সোডা-অ্যাশ, তামা, লবণ, সোনা)।

কোরিয়া : উত্তর-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম রাষ্ট্র; বর্তমানে ইহা **উত্তর কোরিয়া** ও **দক্ষিণ কোরিয়া** নামক দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তর সীমান্ত চীনের সহিত সংলগ্ন এবং দক্ষিণে জাপান সমুদ্র ইহাকে জাপান হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। পাঁচশত বৎসর ইহা চীনের অধীনে ছিল। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে জাপান ইহাকে দখল করে। সোনা, তামা, কয়লা, লোহা, গ্রাফাইট প্রভৃতি বিবিধ খনিজ সম্পদে কোরিয়া খুব সমৃদ্ধ এবং ইহার ভূমি সাতিশয় উর্বরা। সামরিক দিক হইতে কোরিয়ার অবস্থিতি রাশিয়া, চীন ও জাপানের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পরেই রাশিয়া ৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫, কোরিয়ায় প্রবেশ করে। তখন রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে ইহাকে ৩৮ অক্ষাংশ বরাবর ভাগ করিয়া দখলকার অঞ্চল সৃষ্টি করে। এই দখলকার অঞ্চলই পরে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

উত্তর কোরিয়া : [প্রেসিডেন্ট : চোই ইওং কুন্। প্রধানমন্ত্রী : মার্শাল কিম ইল সুং]। রাজধানী : পিয়ংইয়াং। আয়তন : ৪৬,৮১৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : প্রায় ১ কোটি ১১ লক্ষ। ভাষা : কোরিয়ান, জাপানী। ধর্ম : বৌদ্ধ, কনফুসিয়ান। মুদ্রা : ওআন্।

রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর উত্তর কোরিয়া নিজেকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করে। রাশিয়া ও অন্যান্য কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র স্বীকার করিলেও পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ ইহাকে মানিয়া লয় নাই। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে ২৫শে জুন ইহা দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ উত্তর কোরিয়াকে আক্রমণকারী বলিয়া ঘোষণা করে এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যার্থ রাষ্ট্রপুঞ্জ-বাহিনী প্রেরণ করে। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে জুলাই যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩৮ অক্ষাংশের কাছাকাছি যুদ্ধবিরতি সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৯৬১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর কোরিয়ায় যে পলিটব্যুরো গঠিত হয় তাহারাই বর্তমানে দেশের শাসনব্যবস্থার রূপ দিয়াছেন। প্রধান কৃষিদ্রব্য : ধান।

দক্ষিণ কোরিয়া : [প্রেসিডেন্ট : জেনারেল চুং হী পার্ক। প্রধানমন্ত্রী : কিম্ হিউয়ুন চুল্]। রাজধানী : সিওল। আয়তন : ৩৮,৪৫২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ২,৪৯,৯৪,১১৭। ভাষা : কোরিয়ান, (উরাল-আলটাইক গোষ্ঠীর), জাপানী। ধর্ম : আনিমি, বৌদ্ধ ও কন্‌ফুসিয়ান। মুদ্রা : হ্বান্।

১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে ১৫ই আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়। রাশিয়া ও তাহার মিত্রশক্তিগণ এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করে না। ১০ই মে, ১৯৪৮ রাষ্ট্রপুঞ্জ কমিশনের তত্ত্বাবধানে জাতীয়

পরিষদের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উভয় কোরিয়ার জনগণ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদ্ গঠন করিবে এইরূপ পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর কোরিয়া নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করায় তাহার জন্য ১০০টি আসন পৃথক করিয়া রাখা হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য ২০৩টি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। অতঃপর সংবিধান গৃহীত ও প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে এই রাষ্ট্র উত্তর কোরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হয়। (এই বিষয় উত্তর কোরিয়া প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রেসিডেণ্ট সিংম্যান রী'র দীর্ঘকালব্যাপী আধিপত্যের অবসান ঘটে। তিনি পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং ডেমোক্রাটিক নেতা পোমুন উইন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু সামরিক বিদ্রোহের ফলে নবনির্বাচিত মন্ত্রিসভাও বাতিল হইয়া যায় (১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের মে-মাসে)। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই ডিসেম্বর একটি নূতন সংবিধান গৃহীত হয়। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের সাধারণ-নির্বাচন অনুসারে একসভা-বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

গাবুন রিপাব্লিক : [প্রধানমন্ত্রী : মঁসিয়ে লিওম্বা]। রাজধানী : লিব রেভিল্। আয়তন : ১,০২, ২৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৪,৫০,০০০। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক : মুদ্রা : স্থানীয় ফ্রাঁ।

১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে ফরাসিগণ এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফরাসী সার্বভৌমত্বের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভ করে এবং ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই আগস্ট ইহা একটি পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তৈলখনি ও স্বর্ণখনি দেশের সম্পদ্ আহরণের প্রধান উৎস।

গ্রীস : [রাজা : ত্রয়োদশ কন্স্টান্টাইন। প্রধানমন্ত্রী : সি. ক্যারামন্লিস]। রাজধানী : এথেন্স। আয়তন : ৫০,৫৩৪ বর্গমাইল (ইহার মধ্যে দ্বীপসমূহের আয়তন—৯,৮৬২ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৮৩,৮৮,৫৫৩। ভাষা : গ্রীক। ধর্ম : গ্রীক অর্থডক্স চার্চের মতাবলম্বী। মুদ্রা : ড্রাখ্মা।

ইউরোপের দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। তুরস্কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে বেভিরিয়ার প্রিন্স ওট্টো স্বাধীন গ্রীসের রাজা হন ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে। তাহার পর হইতে গ্রীসের রাজপাট লইয়া বহু গোলযোগ ঘটিয়াছে। প্রিন্স ওট্টো বিতাড়িত হন (১৮৬২); প্রথম জর্জ নিহত হন; জর্জের দ্বিতীয় পুত্র কন্সটান্টাইন দুইবার পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রথম পুত্র দ্বিতীয় জর্জ নির্বাসিত হন (১৯২৩-৩৫)। একবার ১৯২৩-৩৫ এবং

আর একবার ১৯৪১-৪৬-এর মধ্যে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দে ইতালী গ্রীস আক্রমণ করিলে প্রবল গ্রীক প্রতিরোধের ফলে তাহারা ছত্রভঙ্গ হয়। কিন্তু ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে জার্মান আক্রমণের ফলে গ্রীস পরাজিত হয়। ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দে গ্রীকগণ গোপনে একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করিয়া গরিলা আক্রমণের দ্বারা ক্রমে ক্রমে শত্রুর কবল হইতে তাহাদের মাতৃভূমিকে পুনরুদ্ধার করে (১৯৪৭)। ১৯৫২ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি হইতে গ্রীস নূতন সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হইতেছে। রাজা ও চেম্বার অব ডেপুটিজ (৩০০ জন নির্বাচিত সদস্য সমন্বিত একসভা বিশিষ্ট আইন পরিষদ)-এর উপরেই আইন সম্পর্কিত সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। প্রশাসনিক ক্ষমতা পরিচালিত হয় মন্ত্রি-পরিষদের মাধ্যমে। ১৯৬৪ সালের ৬ই মার্চ রাজা প্রথম পলের মৃত্যু হইলে যুবরাজ, ডিউক অব স্পার্টা ত্রয়োদশ কন্সটান্টাইন নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। প্রধান শিল্পসম্পদ্—তামাক, তুলা, বস্ত্র, পেট্রোলিয়াম, ইস্পাত প্রভৃতি।

ঘানা : [প্রেসিডেন্ট : ডঃ ক্বামে ক্রুমা]। রাজধানী : আক্রা। আয়তন : ৯২,১০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৩) : প্রায় ৭১ লক্ষ। ভাষা : ইংরাজী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : পাউণ্ড (স্টার্লিং)।

পূর্বতন ব্রিটিশ গোল্ড কোষ্ট উপনিবেশই বর্তমানে 'ঘানা' নামে পরিচিত। আফ্রিকার পশ্চিমোপকূলবর্তী এই দেশটি ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ৬ই মার্চ স্বাধীনতা লাভ করে। ইহার দক্ষিণে গিনি উপসাগর, পূর্বে টোগোল্যাণ্ড, উত্তরে হটে ভোল্টা এবং পশ্চিমে আইভরি কোষ্ট। সমগ্র দেশটি ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুলাই ঘানা ব্রিটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থের আওতায় একটি প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। জনপ্রতিনিধিমূলক 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' (সদস্য সংখ্যা ১০৪) হইতে কমপক্ষে আট জনকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের বিধান আছে।

চাদ্ : [প্রেসিডেন্ট : ফ্রাঙ্কুইস্ টোম্বাল্‌বেই।] রাজধানী : ফোর্ট ল্যামি। আয়তন : ৪,৯৫,৬২৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ২৭,২১,০০০। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঁ।

'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে মধ্য আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১১ই আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে। দেশের প্রধান শিল্প : তুলা ও পশুপালন।

চিলি : [প্রেসিডেণ্ট : জোর্‌গে আলেস্‌সন্দ্রি রোদ্রিগুয়েজ্]। রাজধানী : সাস্তিয়াগো। আয়তন : ২,৮৬,৩৯৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ৭৩,৩৯,৫৪৬। ভাষা : স্প্যানিস। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : এস্‌কুদো।

দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবর্তী একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। স্পেন-সম্রাটের বশ্যতা উপেক্ষা করিয়া সর্বপ্রথম ১৮১০ খ্রীঃ অব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর চিলিতে এক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দ হইতে চিলি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। প্রতি ছয় বৎসর অন্তর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। জাতীয় কংগ্রেস (বা পার্লামেণ্ট) দুই সভা বিশিষ্ট—(ক) সিনেট (৪৫ জন সদস্য) ও (খ) চেম্বার অব্ ডেপুটিজ্ (১৪৭ জন সদস্য)। উভয় সভার সদস্যই চার বৎসরের জন্য সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। তাম্র উৎপাদনে চিলি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। চিলিতে একটি আণবিকশক্তি উৎপাদন কমিটি স্থাপিত হইয়াছে।

চীন : [চেয়ারম্যান : লিউ সাও-চি। প্রধানমন্ত্রী : চৌ এন-লাই]। রাজধানী : পিকিং। আয়তন : ৩৭,৫৪,২১০ বর্গমাইল (ফরমোসা বাদে)। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৭১ কোটির কিছু বেশী (ফরমোসা বাদে)। ভাষা : চীন। ধর্ম : কনফ্যুসিয়াস, তাওপন্থী ও বৌদ্ধ। (খ্রীষ্ট ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও কম নহে)। মুদ্রা : ইউয়ান।

১৯১১ খ্রীঃ অব্দে সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে কুয়োমিনটাং বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চু রাজবংশের উচ্ছেদ ঘটে। ১৯১২ খ্রীঃ অব্দে সান ইয়াৎ সেন চীন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হন। তাঁহার মৃত্যুর পর চিয়াং কাইসেক হন রাষ্ট্র-নায়ক (১৯২৫ খ্রীঃ অব্দে)। কালক্রমে কুয়োমিনটাং সরকার জনগণের সহিত সংযোগ হারাইয়া নিছক সামরিক শাসনচক্রে পর্যবসিত হয়। ইতিমধ্যে চীনের উত্তর খণ্ডে ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে কম্যুনিষ্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে তাহারা প্রভাবশালী হইয়া উঠে। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে চিয়াং কাইসেক পিকিং পর্যন্ত কম্যুনিষ্টদের পশ্চাদ্ধাবন করেন ও তাহাদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেন। এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে এবং ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে চীনের উপর পূর্ণ আক্রমণ চালায়। জাতির এই বিপদের দিনে কম্যুনিষ্ট পার্টি জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য কুয়োমিনটাং সরকারের সহিত সহযোগিতা করার প্রস্তাব করে এবং ইহার প্রতিদানে চিয়াং কাইসেক সকল দলের প্রতিনিধি লইয়া জাতীয়-সরকার গঠন করিতে রাজী হন। ১৯৪৫ সালে জাপানের সহিত যুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু ইত্যবসরে কম্যুনিস্ট ও কুয়োমিনটাংদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়া যায়। চীনে

শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জেনারেল মার্শালকে তাঁহার ব্যক্তিগত দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁহার মধ্যস্থতায় দুইদলের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বটে, কিন্তু কার্যত যুদ্ধ বন্ধ হয় না। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে কুয়োমিনটাং দল সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া ফরমোসায় পলায়ন করে এবং চীনের মূল ভূখণ্ডে কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং জাতীয় আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ আসে কৃষি হইতে। প্রধান শিল্প : ইস্পাত, কয়লা, রাসায়নিক সার, কাঠ, সিমেণ্ট, সূতীবস্ত্র, চীনামাটির দ্রব্য, কাগজ।

চেকোশ্লোভাকিয়া : [প্রেসিডেণ্ট : এণ্টোনিন নভট্নি। প্রধানমন্ত্রী : ভিলিয়াম সিরোকি]। রাজধানী : প্রাগ (প্রাহা)। আয়তন : ৪৯,৩৫৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ১,৩৮,৪৮,০৮৮। ভাষা : চেক ও শ্লোভাক। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : কোরুনা।

মধ্য ইউরোপের সোভিয়েট শিবিরভুক্ত অন্যতম স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। উত্তর ও উত্তর-পূর্বে পোল্যাণ্ড, পূর্বে সোভিয়েট রাশিয়া, দক্ষিণে হাঙ্গারী এবং উত্তর পশ্চিমে জার্মানী। ভূতপূর্ব অষ্ট্রো-হাঙ্গারীয়ান সাম্রাজ্যের কতিপয় প্রদেশ লইয়া ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে এই রাষ্ট্র গঠিত হয়। বোহিমিয়া ও মোরাভিয়ার সীমান্ত জেলাসমূহের জার্মান অধিবাসিগণ ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে সুদেতান-জার্মান পার্টি গঠন করে এবং তাহারা চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যন্তরেই স্বয়ংশাসিত অঞ্চলের দাবী জানায়। এই দাবী পূরণ করার পরেই হিটলার সুদেতানল্যাণ্ড জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। 'মিউনিক চুক্তি' অনুসারে সুদেতানল্যাণ্ড জার্মানীর সহিত সংযুক্ত হয়। চেকোশ্লাভাকিয়ার কতিপয় অঞ্চল হাঙ্গারী ও পোল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করা হয়। ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে হিটলার যখন চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ করেন, তখন চেকোশ্লোভাকিয়াকে বিচ্ছিন্ন করিয়া জার্মানীর তত্ত্বাবধানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা হয়। জার্মানীর পরাজয়ের পরে ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া পুনর্গঠিত হয় এবং ১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দে পূর্বে ইহার যে সীমানা ছিল তাহা পুনস্থাপিত হয়। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন পরিষদ) একসভা বিশিষ্ট। প্রতিনিধি-সংখ্যা—৩০০ (১৯৬০-খ্রীঃ অব্দের সংবিধান অনুসারে)। চার-বৎসর অন্তর সাধারণ-নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে।

জর্ডান : [রাজা : প্রথম হুসেন। প্রধানমন্ত্রী : সারিফ্ হুসেন-বিন্ নাসির।] রাজধানী : আম্মান। আয়তন : ৩৬,৭১৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১৬,৯০,০০০। ভাষা : আরবী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : জর্ডান দিনার।

পূর্বে তুরস্কের অধীনে আমীর-শাসিত একটি অঞ্চল ছিল, ইস্রায়েল, সিরিয়া, ইরাক ও সৌদি আরাবিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইহা ব্রিটিশ ম্যাণ্ডেট-এর অধীনে আসে। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ২২-শে মার্চ জর্ডান স্বাধীন হাসেমী রাজ্যে পরিণত হয়। কিছুকাল পর্যন্ত ইহার সরকারী নাম ছিল ট্রান্স জর্ডান। বর্তমান রাজা হুসেনের পিতা রাজা তালালকে ব্যবস্থাপক সভা মস্তিষ্ক বিকৃতির জন্য সিংহাসনচ্যুত (১৯৫২ খ্রীঃ অব্দে) করিলে রাজা হুসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। জর্ডান একটি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে। সিনেট (রাজা মনোনীত ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (৬০ জন নির্বাচিত সদস্য সমন্বিত) লইয়া আইন পরিষদ গঠিত।

জাঞ্জিবার : [প্রেসিডেণ্ট : আবিদ কারুম।] রাজধানী : জাঞ্জিবার সিটি। আয়তন : ১০২০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৮) : ২,৯৯,১১১। ভাষা : আরবী, সোহলী ও ইংরেজী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : পাউণ্ড।

১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই ডিসেম্বর জাঞ্জিবার ব্রিটিশের পরাধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের দুইটি দ্বীপ জাঞ্জিবার ও পেম্বা লইয়া গঠিত এই স্বাধীন রাষ্ট্র এতকাল সুলতানী-শাসনের অধীন ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পরেই যে গণবিক্ষোভ দেখা দেয় তাহাতে সুলতান পলায়ন করিয়াছেন। অন্যতম প্রধান রাজনীতিক দল (আফ্রিকানদের) 'আফ্রো-শিরাজী' পার্টি'ই এখন দেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। প্রধান-সম্পদ্ : লবঙ্গ ও নারিকেল।

জাপান : [রাজা : সম্রাট্ হিরোহিতো। প্রধানমন্ত্রী : হায়াতো ইকেদা]। রাজধানী : টোকিও। আয়তন : ১,৪২,৭০৬ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ৯,৩৪,০৬,৮৩০। ভাষা : জাপানী। ধর্ম : বৌদ্ধ (মহাযানপন্থী) ও সিণ্টো। মুদ্রা : ইয়েন।

এশিয়ার পূর্বসীমার একেবারে শেষপ্রান্তে জাপান অবস্থিত। এইজন্য ইহাকে 'প্রভাতসূর্যের দেশ' (নিপ্পন কোকু) বলা হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে হনসু, কিউসু, হোক্কাইডো ও সিকেকু এই চারিটি বৃহৎ দ্বীপ ও আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু দ্বীপ লইয়া 'জাপান রাষ্ট্র গঠিত'। জাপানের বর্তমান রাজবংশ খ্রীষ্টপূর্ব ৬৬০ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। জাপানের জনসাধারণ সম্রাটকে দেবত্বমহিমায় মণ্ডিত বলিয়া মনে করে। ১৯-শ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত জাপান পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিত। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম জাপান ও মার্কিন যুক্তরাজ্যের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি স্বাক্ষরিত

হয় এবং তাহার পর হইতে জাপান অতি দ্রুত আধুনিকতার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে চীনের সহিত জাপানের সর্বপ্রথম যুদ্ধ হয়। উক্ত যুদ্ধে এবং ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপান জয়ী হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সে অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে জাপান আত্মসমর্পণ করিলে মিত্রশক্তি এই দেশ দখল করে এবং জেনারেল ডগলাস্ ম্যাক আর্থার শাসতকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে জাপানের জন্য যে নূতন সংবিধান রচিত হয় তাহাতে এই শর্ত রহিয়াছে যে জাপান কখনও স্থল, নৌ কিংবা বিমান বাহিনী গঠন করিতে পারিবে না। তবে ম্যাক আর্থারের সুপারিশক্রমে ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে জাপানকে ৭৫,০০০ লোকের একটি 'জাতীয় পুলিশ বাহিনী' গঠন করিতে দেওয়া হয়। এই পুলিশবাহিনীই বর্তমানে 'দেশরক্ষা বাহিনী'তে পরিণত হইয়াছে। 'ডায়েট' বা আইন পরিষদ 'হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (৪৬৭) ও হাউস অব কাউন্সিলর (২৫০ জন সদস্য) লইয়া গঠিত। পৃথিবীতে জাপান অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ দেশ।

জামাইকা : [গভর্ণর জেনারেল : স্যার ক্লিফোর্ড ক্যাম্বেল। প্রধানমন্ত্রী : স্যার আলেকজাণ্ডার বাস্তামান্তে]। রাজধানী : কিংসটন। আয়তন : ৪,৪১১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ১৬,১৩,১৪৮। ভাষা : ইংরাজী। ধর্ম : খ্রীষ্ট (ব্যাপটিস্ট, মেথডিস্ট, রোমান ক্যাথলিক)। মুদ্রা : স্টার্লিং (পাউণ্ড)।

ব্রিটিশ-শাসিত প্রশান্ত-মহাসাগরীয় এই দ্বীপটি ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ৬ই আগস্ট পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের গৌরব অর্জন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (২১ জন মনোনীত সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (পাঁচ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত ৪৫ হইতে ৬০ জন সদস্য)। প্রধান সম্পদ : কৃষিদ্রব্য (আখ, কফি, কলা, লেবু, ধান), খনিজদ্রব্য (বক্সাইট)।

পূর্ব-জার্মানী (জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক) : [চেয়ারম্যান : ওয়াল্টার উলব্রিক্ট। প্রধানমন্ত্রী : অটো গ্রোটোহল্]। রাজধানী : পূর্ব বার্লিন। আয়তন : ৪১,৮০২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১,৭০,৭৯,৩০০। ভাষা : জার্মান। ধর্ম : প্রোটেস্টাণ্ট। মুদ্রা : মার্ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মিত্রশক্তি পরাজিত জার্মানীকে ৪টি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং ব্রিটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া এক একটি অঞ্চলের পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। সোভিয়েট অধিকৃত অঞ্চলে

রাশিয়ার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের ৭ই অক্টোবর। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দান করে নাই। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে পোল্যাণ্ডে চুক্তির মাধ্যমে জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক ওডারনীসের স্রোতকে উহার স্থায়ী পূর্বসীমান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের ৬ই অক্টোবর সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সম্পাদিত চুক্তির ফলে রাশিয়া এই রাষ্ট্রকে বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করায় ইহা একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা সোভিয়েট সৈন্যকে অবস্থান করার অনুমতি দিয়াছে। অ-কম্যুনিষ্ট কোনো রাষ্ট্র এই দেশকে অবশ্য স্বীকৃতিদান করে নাই। রাষ্ট্রের আইন পরিষদ (ভল্ক কাম্মার)-এ ৪০০ জন নির্বাচিত (সাধারণ, গোপন ও প্রত্যক্ষ ভোটে) সদস্য আছেন। কাউন্সিল অব স্টেট ও মন্ত্রিপরিষদ লইয়া সরকার গঠিত।

পশ্চিম-জার্মানী : ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানী : [প্রেসিডেণ্ট ডঃ হেনরিক্ লুব্‌কে। চ্যান্সেলার (প্রধানমন্ত্রী) : লুড়ুইক আরহার্ড।] রাজধানী : বন। আয়তন : ৯৫,৭১৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৫,৪৩,৯৮,৮০০। ভাষা : জার্মান। ধর্ম : প্রোটেস্টান্ট ও রোম্যান ক্যাথলিক। মুদ্রা : মার্ক।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সংযুক্ত করিয়া ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু কার্যতঃ ইহাকে পূর্ণ-স্বাধীনতা দেওয়া হয় ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই মে। পশ্চিম-জার্মান গণপরিষদ্ কর্তৃক রচিত সংবিধান অনুসারে এই রাষ্ট্রকে আইন প্রণয়ন, প্রশাসন ও বিচার সম্পর্কিত সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া হয়। কিন্তু অস্ত্রসজ্জা, ক্ষতিপূরণ দেওয়া, বৈদেশিক নীতি ও উদ্বাস্তু গ্রহণ সম্পর্কে ইহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। এই প্রসঙ্গে ত্রিশক্তি যে 'দখলকার আইন' ঘোষণা করে তাহা ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে লণ্ডন ও প্যারিসে অনুষ্ঠিত চুক্তি অনুসারে বাতিল হইয়া যায়। উক্ত চুক্তি ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দের ৫ই মে কার্যকরী হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। ইহা ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে অবস্থানের অনুমতি দান করিয়াছে। আইন-পরিষদ (ফেডারেল ডায়েট)-এ ৪৯৯ জন নির্বাচিত সদস্য আছেন। তাঁহারা চার বৎসরের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত হন। প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন ফেডারেল ডায়েট হইতে। চ্যান্সেলার মন্ত্রীবর্গের হাতেই প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত। পশ্চিম-জার্মানী ইউরোপের অন্যতম প্রধান শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র।

টিউনিসিয়া: [প্রেসিডেন্ট: হাবিব বোরগুইবা। সেক্রেটারী অব স্টেট (প্রধানমন্ত্রী): বাহি লাড্ঘাম্।] রাজধানী: টিউনিস। আয়তন: ৬৩,৩৬২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): প্রায় ৪০ লক্ষ। ভাষা: আরবী ও ফরাসী। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: দিনার।

আফ্রিকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে টিউনিসিয়া ফরাসী-সরকারের অন্যতম রক্ষিত রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইহা আভ্যন্তরীণ বিষয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্তী বৎসরের ২০-এ মার্চ টিউনিসিয়াকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তখন দেশে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৫-এ জুলাই দেশের গণপরিষদ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটান। ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ৮ই নভেম্বর ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদ) গঠিত হয়। ইহার পূর্বে (১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা জুন) নূতন সংবিধান গৃহীত হইয়াছিল। প্রেসিডেন্ট ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সদস্যরা প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন। প্রধান-শিল্প: কৃষিজাত ও খনিজ দ্রব্য।

ডেনমার্ক: [রাজা: ৯ম ফ্রেডারিক। প্রধানমন্ত্রী: জে. ও. ক্রাগ]। রাজধানী: কোপেনহেগেন। আয়তন: ১৬,৬১৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ৪৬,০০,৮০০। ভাষা: ড্যানিশ: ধর্ম: খ্রীষ্ট (লুথেরান চার্চ)। মুদ্রা: ক্রোনার।

ডেনমার্ক ইউরোপের বাল্টিক সাগর-তীরে অবস্থিত অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। পূর্বে ডেনমার্ক ও নরওয়ে একটি অবিভক্ত রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু সুইডেন-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হইলে ডেনমার্ক ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দের কিয়েল চুক্তি অনুসারে নরওয়ে হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ডেনমার্ক জার্মানবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। যুদ্ধাবসানে পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দে রচিত নূতন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের পরিচালন ক্ষমতা রাজা ও সংসদের (ফোকেটিং-এর) উপর ন্যস্ত হইয়াছে। রাজা মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ফোকেটিং-এর নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ১৭৯। তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন।

টাঙ্গানিকা: [প্রেসিডেন্ট: ডঃ জুলিয়াস্ নিয়ারার। ভাইস্-প্রেসিডেন্ট তথা প্রধানমন্ত্রী: রশিদ কাওআওআ]। রাজধানী: দার্-এস্-সালাম। আয়তন: ৩,৬১,৮০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২): ৯৩,৯৯,১০০। ভাষা আফ্রিকান ও ইংরেজী। ধর্ম: (বেশির ভাগ স্থানীয় অধিবাসী নাস্তিক। তবে বহিরাগত অধিবাসীদের মধ্যে ভারতীয় হিন্দু, শিখ ও মুসলমান আছে।) মুদ্রা: পূর্বআফ্রিকান শিলিং।

পূর্ব আফ্রিকার এই দেশ ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ৯ই ডিসেম্বর (ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে) স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ৯ই ডিসেম্বর টাঙ্গানিকায় প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে। কৃষি-সম্পদ, পশুসম্পদ ও বনসম্পদে এই দেশ সমৃদ্ধ।

টোগো : [প্রধানমন্ত্রী : সিলভানাস্ অলিম্পিও]। রাজধানী : লোমে। আয়তন : ১২,০০২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : প্রায় ১৪ লক্ষ। ভাষা : আফ্রিকান, জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী। ধর্ম : লৌকিক ও রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ভূতপূর্ব জার্মান-শাসনভুক্ত টোগোল্যাণ্ডের একাংশ ফরাসী, অপরাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। দাহোমী ও ঘানার মধ্যবর্তী আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২৭ এপ্রিল 'রিপাব্লিক অব টোগোল্যাণ্ড' নামে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তিব্বত : [রাজ্যপ্রধান : পাঞ্চেন লামা]। রাজধানী : লাসা। আয়তন : ৪,৭০,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : প্রায় ৬০ লক্ষ। ভাষা : তিব্বতী। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : ইউয়ান।

চীনের অন্তর্গত একটি স্বয়ংশাসিত রাজ্যরূপে পরিচিত হইলেও, তিব্বত বর্তমানে তিব্বতীয় চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে তিব্বতের উপর চীনের সরকারী কর্তৃত্ব ছিল খুব শিথিল। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু বিষয়েই তিব্বত প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা ভোগ করিত। কিন্তু কম্যুনিষ্ট আমলে চীন সরকার অতি কঠোরভাবে তিব্বতের উপর আপন অধিকার প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে তিব্বত ও চীনের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে তিব্বতের বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা ও মুদ্রাব্যবস্থা পুরাপুরি চীন-সরকারের অধিকারে আসে। ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে তিব্বতে চীনা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটে এবং রাজ্যপ্রধান মহামান্য দালাই লামা তাঁহার অনুচরবর্গ সহ গোপনে দেশত্যাগ করিয়া ভারতে রাজনীতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে দালাই লামা ও পাঞ্চেন লামা তিব্বতের রাজ্যপ্রধান। বর্তমানে পাঞ্চেন লামা রাজ্যপ্রধান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি চীনাদের নজরবন্দী।

তুরস্ক : [প্রেসিডেন্ট : জেনারেল কেমাল গুরসেল। প্রধানমন্ত্রী : ইসমেৎ ইয়েনু]। রাজধানী : আঙ্কারা। আয়তন : ২,৯৬১০৮ বর্গমাইল।

লোকসংখ্যা (১৯৬০): ২,৭৮,২৯,১৫৮। ভাষা: তুর্কী (রোমান হরফে লিখিত হয়)। ধর্ম: ইস্লাম। মুদ্রা: টার্কিশ পাউণ্ড।

এশিয়া মাইনর ও পূর্ব ইউরোপের মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' চালাইয়া ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে কামাল আতাতুর্ক তুর্কী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ডিক্টেটারের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং বহু সামাজিক ও ধর্মনৈতিক সংস্কার সাধন করিয়া তুরস্ককে আধুনিক সভ্যতা ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। ২৭শে মে, ১৯৬০, সামরিক বাহিনী তুরস্কের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করে। তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট সেলাল বেয়ার, প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেস ও অন্যান্য বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। এক বিশেষ আদালতের রায়ে মেণ্ডারেসকে ফাঁসী দেওয়া হয়। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে অক্টোবর মাসে তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ইসমেৎ ইনেনুর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তুরস্কের আইন-পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—(১) গ্রাণ্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (৪৫০ জন সদস্য) ও (২) সিনেট (১৫০ জন সদস্য)। উভয় সভার প্রতিনিধিদের সম্মিলিত ভোটে প্রেসিডেণ্ট ৭ বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হইবেন—সংবিধানে এইরূপ আছে।

ত্রিনিদাদ ও টোবাগো: [গভর্ণর জেনারেল: স্যার সোলমন হোকয়। প্রধানমন্ত্রী: ডঃ এরিক্ উইলিয়াম্স।] রাজধানী: পোর্ট অব স্পেন। আয়তন: ১,৯৮০ বর্গমাইল (ত্রিনিদাদ—১,৮৬৪ ও টোবাগো—১১৬ বর্গমাইল)। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ৮,২৭,৯৫৭ (ত্রিনিদাদ—৭,৯৪,৬২৪; টোবাগো—৩৩, ৩৩৩)। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: খ্রীষ্ট (অ্যাংলিকান; রোমান ক্যাথলিক), হিন্দু ও ইসলাম। মুদ্রা: ডলার ও স্টার্লিং।

ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের অন্তর্গত এই দেশটি ব্রিটিশের পরাধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে আগস্ট স্বাধীনতালাভ করিয়াছে। কমন্ওয়েলথের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (২৪ জন মনোনীত সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (৩০ জন নির্বাচিত সদস্য)। প্রধান-সম্পদ: কাঠ; কৃষিদ্রব্য (আখ, কোকো, নারিকেল, লেবু) ও খনিজ তৈল।

থাইল্যাণ্ড (শ্যাম): [রাজা: রাজা ভূমিবল আতুল্যাদেজ। মন্ত্রী পরিষদের সভাপতি: ফিল্ড-মার্শাল সরিস্দি ধনরাজতা]। রাজধানী: ব্যাঙ্কক। আয়তন ১,৯৮,২৫০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ২,৬২,৩০,০০০। ভাষা: থাই। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: বাহ্‌ৎ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ২০-এ অক্টোবর এক রক্তশূন্য বিপ্লবের মধ্য দিয়া ফিল্ড মার্শাল সরিস্‌দি ধনরাজতা ও একদল প্রবীণ সামরিক অফিসার থাইল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া পূর্বেকার সংবিধান বাতিল করিয়া দেন। বিপ্লবীদল রাজার আনুগত্য স্বীকার করিয়া নূতন সরকার গঠন করেন (১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ২৮-এ জানুয়ারি)। 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী'র পরিবর্তে ২৪০ জন মনোনীত সদস্য লইয়া 'কন্সটিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্বলী' গঠিত হয়। এই গণপরিষদ-ই অন্তর্বর্তী কালীন আইন পরিষদ রূপে কাজ করিতেছে এবং স্থায়ী সংবিধান রচনায় রত। প্রধান সম্পদ: কৃষিদ্রব্য—ধান ও আখ, রবার, কাঠ, লবণ, টিন, মাছ।

দক্ষিণ আফ্রিকা: [স্টেট প্রেসিডেণ্ট: সি. আর. স্মার্ট। প্রধানমন্ত্রী ডঃ এইচ. এফ. ভেরউড]। প্রশাসনিক রাজধানী: প্রিটোরিয়া (আইনপরিষদ অবস্থিত—কেপটাউনে)। আয়তন: ৪,৭২,৩৫৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ১,৫৯,৮২,৬৬৪। ভাষা: ইংরেজী ও আফ্রিকান। ধর্ম: খ্রীষ্ট। মুদ্রা: র‍্যাণ্ড।

'রিপাবলিক অব সাউথ আফ্রিকা' স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয় ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ৩১-এ মে। ইতিপূর্বে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যতম 'ডোমিনিয়ান' রাষ্ট্র ছিল। ট্রান্সভাল, কেপ অব গুড্ হোপ, অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও নাটাল এই চারিটি প্রদেশ লইয়া দক্ষিণ আফ্রিকা রাষ্ট্র গঠিত। পার্লামেণ্ট দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৫৪ জন সদস্য) ও হাউস অব অ্যাসেম্বলী (১৬০ জন সদস্য)। উভয় সভার সদস্যদের ভোটেই প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইবার বিধি। দক্ষিণ আফ্রিকা স্বর্ণ ও হীরক উৎপাদনে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী দেশ। ইউরেনিয়াম সম্পদেও ইহা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। অন্যান্য খনিজ সম্পদ: অ্যাসবেস্টস, কয়লা, তামা, লৌহপিণ্ড, ম্যাঙ্গানিজ, রূপা। উৎকট বর্ণবৈষম্যের জন্য এই রাষ্ট্রটি কুখ্যাত। কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র ইহার বর্ণবিদ্বেষ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলে দক্ষিণ আফ্রিকা কমন্‌ওয়েলথ-এর সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে।

দাহোমী রিপাব্লিক: [প্রধানমন্ত্রী: হাবার্ট মাগা]। রাজধানী: কোটোনু; পোর্টো নোভো (রাজনীতিক রাজধানী)। আয়তন: ৪৫,২৮৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ২০,৫০,০০০। ভাষা: ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: স্থানীয় ফ্রাঁ।

পশ্চিম আফ্রিকায় এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১লা আগস্ট ফরাসী আধিপত্যমুক্ত হইয়া 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য দেশ-রূপে পূর্ণ

স্বাধীনতা লাভ করে। আইন পরিষদ 'অ্যাসেম্বলী' এক সভা বিশিষ্ট। সদস্য সংখ্যা—৭০ জন।

নরওয়ে : [রাজা : ৫ম ওলাভ। প্রধানমন্ত্রী : এইনার গারহার্ডসেন]। রাজধানী : ওসলো। আয়তন : ১,২৪,৭১০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৩৫,৯৬,২১১। ভাষা : (সরকারী) বোকমল্ (বা রিক্সমল্) ও ল্যাণ্ডস্মল্ (বা নিনোস্ক)। ধর্ম : খ্রীষ্ট (লুথেরান চার্চ)। মুদ্রা : ক্রোনার।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া অঞ্চলের অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৩৯৭-১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এই রাজ্য ডেনমার্কের সহিত যুক্ত ছিল। অতঃপর রাজতান্ত্রিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। পার্লামেন্টের (স্টার্টিং-এর) মোট সভ্যসংখ্যা—১৫০। তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। রাজা মন্ত্রিপরিষদের (স্টাটস্রাদের) মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত করেন। মৎস্যসম্পদে নরওয়ে বিশেষ সমৃদ্ধ। তিমি-শিকারে এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ। ইহার বনজ সম্পদও দেশকে সমৃদ্ধশালী করিয়াছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রধান—লৌহপিণ্ড, তামা, সীসা, দস্তা। প্রধান শিল্পদ্রব্য : কাগজ, ধাতুদ্রব্য, রাসায়নিক সার, মৎস্য।

নাইজার রিপাবলিক্ : [রাষ্ট্রপ্রধান : হামানি দিওরি]। রাজধানী : নিয়ামী। আয়তন : ৪,৫৮,৮৭৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : প্রায় ২৮ লক্ষ। ভাষা : ফরাসী ও স্থানীয় আফ্রিকান। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : স্থানীয় ফ্রাঁ।

১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ৩রা আগষ্ট পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশটি ফরাসী আধিপত্যমুক্ত হইয়া 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য দেশ হিসাবে একটি প্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে ১৩-জন মন্ত্রী বিশিষ্ট এক সরকারের দ্বারা এই প্রজাতন্ত্র শাসিত।

নাইজেরিয়া : [গভর্ণর জেনারেল : ডঃ নাম্‌দি আজিকিউয়ে। প্রধানমন্ত্রী : আল্‌হজ স্যার আবুবাকর তাকাওয়া বালেওয়া]। রাজধানী : লাগোস্। আয়তন : ৩,৫৬,৬৬৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : প্রায় ৪ কোটি। ভাষা : ইংরেজী। ধর্ম : ইসলাম ও খ্রীষ্ট। মুদ্রা : পাউণ্ড (নাইজেরিয়ান)।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে গিনি উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১লা অক্টোবর 'ফেডারেশন অব নাইজেরিয়া' নামে সার্বভৌম স্বাধীনতা অর্জন করে। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্যতম সদস্য। তিনটি আঞ্চলিক বিভাগে (উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম) নাইজেরিয়া বিভক্ত এবং প্রত্যেকটি অঞ্চল

স্বয়ং-শাসিত। ফেডারেল পার্লামেণ্ট দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৪৪) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (৩১২)।

নিউজীল্যাণ্ড : [গভর্ণর জেনারেল : ব্রিগেডিয়ার স্যার বার্ণার্ড ফার্গুসন। প্রধানমন্ত্রী : কে. জে. হোলিওক্]। রাজধানী : ওয়েলিংটন। আয়তন : ১,০৩,৭৩৬ বর্গমাইল (দ্বীপ অঞ্চল বাদে)। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ২৪,৭৭,২৯৭ (দ্বীপ-অঞ্চল বাদে)। ভাষা : ইংরেজী ও মাওরি। ধর্ম : খ্রীষ্ট। মুদ্রা : নিউজীল্যাণ্ড পাউণ্ড।

১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের ২৬-এ সেপ্টেম্বর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত-মহাসাগরে অবস্থিত এই দেশটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি 'ডোমিনিয়ন' হিসাবে পরিচিত। বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ-এর অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। গভর্ণর জেনারেলই শাসনব্যবস্থার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। সরকার পরিচালিত হয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের মাধ্যমে। বর্তমান আইন পরিষদ (পার্লামেণ্ট) এক সভা বিশিষ্ট—৮০ জন নির্বাচিত সদস্য আছেন। পশুপালন ও ডেয়ারী ফার্মিং নিউজীল্যাণ্ডের আয়ের প্রধান উৎস।

নিকারাগুয়া : [প্রেসিডেন্ট : ডঃ রেনী শীক্ গুটিয়েরেজ্]। রাজধানী : মানাগুয়া। আয়তন : ৫৭,১৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ১,৫,০১৫৩৮। ভাষা : স্প্যানিশ, ইংরেজী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : কোরদোবা।

মধ্য আমেরিকার বৃহত্তম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ইহার উত্তরে হণ্ডুরাস, দক্ষিণে কোস্টারিকা, পূর্বে অতলান্তিক মহাসাগর ও পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইহা স্পেনের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে নিকারাগুয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিছুদিন পর্যন্ত ইহা রিপাব্লিক অব সেণ্টাল আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ১৮৩৮ খ্রীঃ অব্দে পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (১৬ জন সদস্য) ও চেম্বার অব ডেপুটিজ (৪২ জন সদস্য)। ছয় বৎসরের ভিত্তিতে প্রেসিডেণ্ট এবং সিনেট ও চেম্বার অব ডেপুটিজ-এর সদস্যগণ নির্বাচিত হন।

নেদারল্যাণ্ডস্ : [রাণী : জুলিয়ানা লুই এমা মেরী উইলহেলমিনা। প্রধানমন্ত্রী : ডঃ জে. ই. ডি-কোয়ে]। রাজধানী : আমস্টার্ডাম (কিন্তু সরকারী দপ্তরসমূহ হেগ-এ অবস্থিত)। আয়তন : ১২,৯৬৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১,১৭,২১,৪১৬। ভাষা : ড্যানিশ। ধর্ম : প্রোটেস্টান ও রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : গিল্ডার।

বেলজিয়ামের উত্তরে উত্তর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত নেদারল্যাণ্ডস্ পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই দেশ নিম্ন। এই কারণে উচ্চ বাঁধ দিয়া সমুদ্রের প্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করা হয়। নেদারল্যাণ্ডসে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। পার্লামেণ্টের (স্টেটস্-জেনারেল-এর) দুইটি পরিষদ্—ফাস্ট চেম্বার (ইর্স্তেকামের): ৭৫ জন সদস্য; সেকেণ্ড চেম্বার (টুইদে কামের): ১৫০ জন সদস্য। সেকেণ্ড চেম্বারের সদস্যগণ প্রতি ৪ বৎসর অন্তর প্রাপ্তবয়স্কদের অবাধ ভোটাধিকারে নির্বাচিত হন। এতদ্ব্যতীত পরামর্শদাতারূপে গঠিত ১৬ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি 'কাউন্সিল অব স্টেট্'-ও আছে।

নেপাল: [রাজা: মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্র বীর বিক্রম জং বাহাদুর শাহ বাহাদুর শম্‌সের জং দেব]। রাজধানী: কাঠমাণ্ডু। আয়তন: প্রায় ৫৪,৬০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৮): ৮৪,৭৩,৪৭৮। ভাষা: নেপালী। ধর্ম: হিন্দু ও বৌদ্ধ। মুদ্রা: টাকা।

হিমালয়ের বুকে অবস্থিত পৃথিবীর একমাত্র স্বাধীন ও সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্র। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে রাণাবংশীয় অভিজাতগণ রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া এই ঐতিহ্য স্থাপন করেন যে, তাঁহারাই বংশানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হইবেন। ফলে রাজা নামেমাত্র দেশের শাসক থাকেন, কারণ প্রশাসনিক সকল ক্ষমতাই ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দে এক গণবিপ্লবের ফলে স্বৈরাচারী রাণাতন্ত্রের অবসান হয়। তদানীন্তন রাজা সাধারণ নির্বাচন ও শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু মুখ্যতঃ রাজনৈতিক দলাদলির জন্যই তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে সক্ষম হন নাই। তাঁহার পুত্র বর্তমান রাজার উদ্যোগে ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক সংবিধান রচিত ও নেপালের সর্বপ্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নেপালী কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করে। অকস্মাৎ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৬০, রাজা মহেন্দ্র নেপালের সংবিধান ও পার্লামেণ্ট বাতিল করিয়া দেন এবং স্বহস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কৈরালা ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ কারারুদ্ধ হন। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তনের দাবিতে নেপালে আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং বহুক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর রাজা নূতন সংবিধান ঘোষণা করেন। ঐ সংবিধানে পঞ্চায়েত রাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হইয়াছে। পঞ্চায়েত নির্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী হইতে রাজা তাঁহার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিযুক্ত করিবেন। কৃষি ও বনভূমির উপরেই নেপালের অর্থনীতিক বনিয়াদ

গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় ৮০ লক্ষ একর জমিতে চাষবাস হয়। প্রধান কৃষিদ্রব্য: ধান, গম ও অন্যান্য খাদ্যশস্য। রপ্তানি-দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: চাউল, গম, কাঠ, গবাদি পশু, ঘি, পশম ও পাখী।

পর্তুগাল। [প্রেসিডেন্ট: রিয়ার অ্যাডমিরাল আমেরিকো দ্য দেয়াস রড্রিগাস টমাস্। প্রধানমন্ত্রী: ডঃ অ্যান্টনিও স দ্য অলিভিয়েইরা সালাজার]। রাজধানী: লিসবন। আয়তন: ৩৪,৮৩১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ৮৮,৮৯,২৯৬। ভাষা: পর্তুগীজ, স্প্যানিশ। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: এস্কুদো।

১১শ শতাব্দী হইতে দেশে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯১০ খ্রীঃ অব্দে সশস্ত্র বিদ্রোহের ফলে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হইয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০-২৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে পর্তুগালে ২৪ বার বিদ্রোহ ঘটে এবং শেষবার সামরিক বাহিনী চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বাতিল করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করে। ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সালাজারকে অর্থমন্ত্রীরূপে দেশের আর্থিক কাঠামো পুনর্গঠনের জন্য আহ্বান জানান। তদবধি সালাজার ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। বর্তমান সংবিধান (প্রতি দশ বৎসর অন্তর পরিবর্তনযোগ্য) অনুসারে প্রেসিডেন্ট প্রতি ৭ বৎসরের ভিত্তিতে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন পরিষদ) ও কর্পোরেট চেম্বার (পৌর-প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত)-এর সদস্যগণের ভোটে নির্বাচিত হন। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সদস্য-সংখ্যা ৩০। তাঁহারা প্রতি ৪ বৎসর অন্তর প্রত্যক্ষ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

পাকিস্তান: [প্রেসিডেন্ট: জেনারেল এম. আয়ুব খাঁ]। রাজধানী: রাওয়ালপিণ্ডি। আয়তন: ৩,৬৫,৯২৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ৯,৩৩,২০,৬১৩। ভাষা: (সরকারী) উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী। ধর্ম: ইসলাম। মুদ্রা: টাকা।

ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তানের জন্ম। ভারতের ভূতপূর্ব সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচীস্তান, পাঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ এবং কতিপয় দেশীয় রাজ্য লইয়া পশ্চিম-পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চল ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা লইয়া পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে। [বিস্তারিত বিবরণ "পাকিস্তান" অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।]

পানামা: [প্রেসিডেন্ট: রবার্টো এফ, চিয়ারী।] রাজধানী: পানামা সিটি। আয়তন: ২৮,৫৭৬ বর্গমাইল (ক্যানাল-অঞ্চল বাদে)। লোকসংখ্যা

(১৯৬০): ১০,৭৫,৫৪১। ভাষা: (সরকারী) স্পানিশ, (প্রচলিত ভাষা—স্প্যানিশ ও ইংরেজী)। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: বাল্‌বোআ।

দক্ষিণ-আমেরিকার এই রাজ্যটি ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে কলম্বিয়ার সহিত যুক্ত হয় এবং যৌথভাবে ইউনাইটেড্ স্টেটস্ অব কলম্বিয়া' নাম গ্রহণ করে। ১৯০৩ খ্রীঃ অব্দের ৩রা নভেম্বর পানামা বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পানামার বর্তমান্ সংবিধান বলবৎ হয় ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ১লা মার্চ। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন পরিষদ) এক সভা বিশিষ্ট। উহার সদস্যগণ (৫৩) প্রতি চার বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টও প্রত্যক্ষ নির্বাচনে চার বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। প্রধান-সম্পদ: ফলমূল (কলা), ধান, ভুট্টা, কাঠ (মেহগ্নি) ও মাছ (১১৬১ খ্রীঃ অব্দে ৪৩,৩৫,৭৭৭ কিলোগ্রাম কুচো চিংড়ি রপ্তানি হয়)।

পারাগুয়ে: [প্রেসিডেণ্ট: জেনারেল আল্‌ফ্রেডো স্ট্রোয়েসনার]। রাজধানী: আসুনসিঅন। আয়তন: ১,৫৭,০৪২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৬): প্রায় ১৬ লক্ষ। ভাষা: স্প্যানিশ। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: গুয়ারাণী।

দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রটির পূর্বে ব্রেজিল, দক্ষিণে আর্জেণ্টিনা ও পশ্চিমে বলিভিয়া। ১৫৩৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮১১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত পারাগুয়ে স্পেনীয় উপনিবেশ ছিল। আইন পরিষদ (অ্যাসেম্বলী অব ডেপুটিজ-এর) সদস্যগণ সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন এবং প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল পাঁচ বৎসর। প্রেসিডেণ্ট সরকার গঠন করেন এবং সরকার কর্তৃক সিনেটরগণ (কাউন্সিল সব স্টেটের সদস্যগণ) নিযুক্ত হন।

পেরু: [সামরিক প্রেসিডেণ্ট: জেনারেল রিকার্ডো পিরেজ গোডয়।] রাজধানী: লিমা। আয়তন: ৪,৯৬,০৯৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ১,০০,১৬,৩২২। ভাষা: (সরকারী) স্প্যানিশ (রেড্ ইণ্ডিয়ানরা কুয়েচুয়া বা আইমারা ভাষায় কথা বলে)। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: সোল্।

দক্ষিণ-আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ পেরু ১৮২১ খ্রীঃ অব্দের ২৮শে জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হয় যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে। বর্তমানে এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৫৩ জন সদস্য) ও চেম্বার অব্ ডেপুটীজ্ (১৮৪ জন সদস্য) প্রেসিডেণ্ট ও আইনপরিষদের সদস্যরা ৬ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। প্রধান সম্পদ: কৃষিজ (গম, তূলা, আখ, কফি, ধান) ও খনিজ (সীসা, তামা, লোহা, রূপা, দস্তা ও পেট্রোলিয়াম) দ্রব্য।

পোল্যাণ্ড : [চেয়ারম্যান : এডওয়ার্ড গিয়েরেক ও. জেনল্ ক্লিজকো। প্রধানমন্ত্রী : জোসেফ সিরাঙ্কিউইজ্]। রাজধানী : ওয়ারশ। আয়তন : ১,২০,৭৩৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ২,৯৭,৩১,০০০। ভাষা : পোলিশ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : জ্লোতিস্।

পূর্ব ইউরোপের অন্যতম স্বাধীন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। ১৪শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত পোল্যাণ্ড খুব শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু তাহার পরেই ইহার বিশেষ অবনতি ঘটে। ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে পোল্যাণ্ড বিভক্ত হয় এবং বিচ্ছিন্ন অংশগুলি যথাক্রমে অস্ট্রীয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে পিলসুদস্কির নেতৃত্বে পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নাজীবাহিনী সর্বপ্রথম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) এবং রাজধানী ওয়ারশ সমূলে ধ্বংস ও উহার অর্ধেকের অধিক অধিবাসীদের নিহত করে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে সোভিয়েট বাহিনীর সাহায্যে পোল্যাণ্ড নিজ স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের আইন পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সেম্ ও ন্যাশনাল কাউন্সিলস্। সেমের সদস্যগণ ৪ বৎসরের ভিত্তিতে এবং ন্যাশনাল কাউন্সিলসের সদস্যগণ ৩ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা, 'সেম্'-এর হাতে। 'কাউন্সিল অব স্টেট' বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রধানদের লইয়া গঠিত। তাহার চেয়ারম্যানই রাষ্ট্র-প্রধান। প্রধান কৃষিদ্রব্য : গম, রাই, আলু, সরিষা। প্রধান শিল্প : কয়লা-শিল্প। এখানে পারমাণবিক শক্তি-উৎপাদন সংস্থা স্থাপিত আছে।

ফরমোসা (তাইওআন) : [প্রেসিডেন্ট : জেনারালিসিমো চিয়াং কাইশেক। প্রধানমন্ত্রী : জেনারেল চেন চেং।] রাজধানী : তাইপে। আয়তন : ১৩,৮৯০ বর্গমাইল লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ১,১৩,৭৫,০৮৫। ভাষা : চীনা। মুদ্রা : ডলার (তাইওয়ান)।

মূল চীন ভূখণ্ড হইতে প্রায় ১০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত এই দ্বীপপুঞ্জ বর্তমানে কুওমিণ্টাং-পন্থী (জাতীয়তাবাদী) চীনাদের অধিকারে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। দেশশাসন ব্যবস্থা পাঁচটি 'য়ুয়ান'-এ (বিভাগে) বিভক্ত—(১) এক্সিকিউটিভ ; (২) লেজিসলেটিভ ; (৩) জুডিসিয়াল ; (৪) একজামিনেসন ; ও (৫) কণ্ট্রোল। প্রত্যেক বিভাগের শীর্ষদেশে আছেন এক একজন প্রেসিডেন্ট, তাঁহাদের অধীনে বিভিন্ন মন্ত্রী। লেজিসলেটিভ য়ুয়ান ৭৭৩ জন নির্বাচিত (জনসাধারণের ভোটে) সদস্যদ্বারা গঠিত। এক্সিকিউটিভ য়ুয়ান-কেই মুখ্যত মন্ত্রিপরিষদ বলা যাইতে পারে। রাজনীতিক দল (ক) কুওমিণ্টাং ; (খ) ইয়ং চায়না পার্টি ও (গ) ডেমোক্রাটিক স্যোশালিস্ট পার্টি।

কৃষিজ ও খনিজ দ্রব্যে ফরমোসা বিশেষ সমৃদ্ধ। প্রধান কৃষিদ্রব্য: আখ, ধান ও রাঙা আলু। প্রধান শিল্প: কয়লা ও সিমেণ্ট।

ফিনল্যাণ্ড: [প্রেসিডেণ্ট: উরহো কালেভা কেক্কোনেন। প্রধানমন্ত্রী: আহতি কার্জালেইনেন]। রাজধানী: হেলসিঙ্কি। আয়তন: ১,১৭,০৭২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৩): ৪৫,২৩,০৬৫। ভাষা: সুইডিশ ও ফিনিশ। ধর্ম: খ্রীষ্ট (লুথেরান চার্চ)। মুদ্রা: মারকা।

বাল্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। ১১৫৪-১৮০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা সুইডেনের অংশ ছিল। অতঃপর রাশিয়ার অধীনে স্বয়ংশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। রুশ বিপ্লবের পরে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৩৯-৪০ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়া কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া ১৬,১৭০ বর্গমাইল ভূমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। পার্লামেণ্টের (ডায়েট-এর) মোট ২০০ জন সদস্য প্রতি চার বৎসর অন্তর গোপন ভোটদান প্রথায় নির্বাচিত হন।

ফিলিপাইনস্: [প্রেসিডেণ্ট: ডিওসদাদো ম্যাকাপাগল]। রাজধানী: ম্যানিলা। আয়তন: ১,১৫,৭০৭ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ২,৭০,৮৭,৬৮৫। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: খ্রীষ্ট (রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্ট) ও ইসলাম। মুদ্রা: পেসো।

প্রশান্ত মহাসাগর ও চীন সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত ৭,০৮৩টি দ্বীপ সমন্বিত একটি বৃহৎ দ্বীপপুঞ্জ। ১৮০৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা স্পেনের শাসনাধীন ছিল। ১৮৯৮ খ্রীঃ অব্দে ফিলিপাইন মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা এই দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা লাভ করিয়া ফিলিপাইন একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেণ্ট চার বৎসরের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। আইন-পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (২৪ জন সদস্য); হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস (১০১ জন সদস্য)।

ফেডারেশন অব রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ড: [গভর্ণর-জেনারেল: আর্ল অব ডালহৌসী। প্রধানমন্ত্রী: স্যার রয় ওয়েলেনস্কী।] রাজধানী: সলিস্‌বারী। আয়তন: ৪,৮৬,৭২২ বর্গমাইল (৯,৩৮০ বর্গমাইল জলভাগ সমেত)। লোকসংখ্যা (১৯৬২): ৮৬,৩০,০০০। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: খ্রীষ্ট। মুদ্রা: পাউণ্ড।

১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দের ১লা আগষ্ট ব্রিটিশ-শাসিত দক্ষিণ রোডেশিয়া, উত্তর রোডেশিয়া ও নায়াসাল্যাণ্ড—আফ্রিকার এই তিনটি সংলগ্ন দেশ একটি স্বাধীন যৌথ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ফেডারেল অ্যাসেম্বলী (কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ)

৫৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত। তাঁহাদের মধ্যে ১২ জন আফ্রিকান ও ৩ জন ইউরোপীয়ান বিশেষভাবে নির্বাচিত। প্রধান সম্পদ্ঃ কৃষিদ্রব্য (ভুট্টা, তামাক, চা)।

ফ্রান্স : [প্রেসিডেন্ট : চার্লস দ্য গল্। প্রধানমন্ত্রী : জর্জেস্ পম্পিদ্যু]। রাজধানী : প্যারিস। আয়তন : ২,১২,৯১৯ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা (১৯৬৩) : ৪,৭৬,০০,০০০। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঁঙ্ক।

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-৯৩) ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের অভ্যুদয় (১৮০৪-১৪) হওয়ায় আবার রাজতন্ত্রের পত্তন হয় (১৮১৪-৪৮)। অতঃপর দ্বিতীয় রিপাবলিকের পত্তন হয় (১৮৪৮-৫২) এবং তৃতীয় রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজী বাহিনী ফ্রান্স অধিকার করে। যুদ্ধান্তে ফ্রান্স পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিলে চতুর্থ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে জেনারেল দ্য গল্ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া ফ্রান্সের সংবিধান আমূল পরিবর্তন করেন। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বিপুল ভোটাধিক্যে উক্ত সংবিধান গৃহীত হওয়ার ফলে ফ্রান্সের চতুর্থ রিপাবলিক-এর অবসান ঘটিয়া পঞ্চম রিপাবলিক প্রবর্তিত হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রান্সের বহু উপনিবেশ ও অধিকৃত অঞ্চল রহিয়াছে। পার্লামেন্ট—সিনেট ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী লইয়া গঠিত। শিল্পসম্পদে ফ্রান্স পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্র। প্রধান কৃষিদ্রব্য : গম, আলু, ওট, যব, রাই, জোয়ার, সরিষা। প্রধান খনিজদ্রব্য : লোহা, কয়লা, বক্সাইট। প্রধান শিল্পদ্রব্য : মেকানিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি, মোটরগাড়ি এবং সূতী ও রেশম বস্ত্রাদি।

বলিভিয়া : [প্রেসিডেন্ট : ডঃ ভিক্টর পাজ এস্টেনসোরো]। রাজধানী : সুক্রে। আয়তন : ৪,২৪,১৬০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ৩৫,০৯,০০০। ভাষা : স্প্যানিশ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : বলিভিয়ানো।

দক্ষিণ আমেরিকার একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (স্বাধীনতা লাভ : ১৮২৫ খ্রীঃ অঃ)। উত্তরে ও পূর্বে ব্রেজিল, দক্ষিণে পারাগুয়ে ও আর্জেন্টিনা এবং পশ্চিমে চিলি ও পেরু। এই রাষ্ট্রের সর্বশেষ তথা ১৪শ সংশোধিত সংবিধান বলবৎ হইয়াছে ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাস হইতে। শাসনতান্ত্রিক সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের উপরে ন্যস্ত। প্রতি চার বৎসর অন্তর তিনি নির্বাচিত হন। 'সিনেট' এবং 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' এই দুই প্রতিনিধিমূলক

সভাবিশিষ্ট 'কংগ্রেস' (বা আইন-পরিষদ) আছে। প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। টিন উৎপাদনে বলিভিয়ার স্থান তৃতীয়।

বুলগেরিয়া: [রাষ্ট্রপ্রধান: দিমিতার গানেভ্। প্রধানমন্ত্রী: টোদোর ঝিব্কোভ্]। রাজধানী: সোফিয়া। আয়তন: ৪২,৮১৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৯): ৭৭,৯৮,০০০। ভাষা: শ্লাভ ও তুর্কী। ধর্ম: খ্রীষ্ট (ইস্টার্ণ অর্থডক্স চার্চ)। মুদ্রা: লেভ্।

কৃষ্ণসমুদ্রের পশ্চিম তীরে রুমানিয়া ও গ্রীসের মধ্যে অবস্থিত অন্যতম কম্যুনিষ্টপন্থী রাষ্ট্র। পূর্বে ইহা তুর্কী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে বার্লিন চুক্তি অনুসারে উক্ত সাম্রাজ্যের অধীনে অন্যতম স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। ফলে, ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে রাজ্যের বহু অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কালে এই রাষ্ট্রটিতে বহু রাজনৈতিক অশান্তি ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বুলগেরিয়া জার্মান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হয়। ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দে জার্মান বাহিনী চলিয়া গেলে বুলগেরিয়াতে কম্যুনিষ্ট সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে গণভোটের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ও জনগণের প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত হইতেছে। আইন-পরিষদ এক সভাবিশিষ্ট। সদস্যগণ চার বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রের শীর্ষদেশে আছে 'প্রেসিডিয়াম'—রাষ্ট্রপ্রধান-ই তাহার সভাপতি। কৃষিপ্রধান দেশ। প্রধান কৃষিদ্রব্য—গম, তূলা। বনজ সম্পদ: ওক্ কাঠ।

বেলজিয়াম: [রাজা: প্রথম বদ্যুইন। প্রধানমন্ত্রী: এম্. লেফিভার]। রাজধানী: ব্রুসেলস্। আয়তন: ১১,৭৭৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা (১৯৬১): ৯২,২৮,৭২৯। ভাষা: ফরাসী ও ফ্লেমিশ। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: ফ্রাঁ।

১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে বেলজিয়াম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বেলজিয়াম জার্মানী কর্তৃক আক্রান্ত ও অধিকৃত হইয়াছিল। ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দে রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড তাঁহার ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্রের পক্ষে সিংহাসন পরিত্যাগ করিলে পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তিনি রাজা প্রথম বদ্যুইন নামে পরিচিত হন। দেশের বিধানিক ক্ষমতা রাজা, সিনেট ও চেম্বার অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর উপরে ন্যস্ত। সিনেটের সদস্যসংখ্যা ১৭৫; চেম্বার অব ডেপুটিজের সদস্যসংখ্যা ২১২। তাঁহারা ৪ বৎসরের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন।

বেলজিয়াম বিশেষভাবে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ। প্রধান শিল্পদ্রব্য: কয়লা, ইস্পাত, ধাতবদ্রব্য, সূতী ও রেশম বস্ত্র, কাগজ, পেট্রোলিয়াম এবং দুগ্ধজাত-দ্রব্যাদি।

ব্রহ্মদেশ: [প্রেসিডেন্ট: সামা দুআমিন্‌ওআ নওং। প্রধানমন্ত্রী: জেনারেল নে উইন্]। রাজধানী: রেঙ্গুন। আয়তন: ২,৬১,৭৮৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ১,৯২,৬৫,০৪২। ভাষা: বর্মী। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: কিআং।

একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ব্রহ্মদেশ একটি বিশেষ শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল। কিন্তু কুবলাই খাঁর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক ইহার সামরিক শক্তি বিধ্বস্ত হয়। পরবর্তীকালে ইহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে ও ভারতের সহিত যুক্ত হয়। ১৯৩৭ খ্রীঃ অব্দে নূতন ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইলে ব্রহ্মদেশকে ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দ হইতে কিছুকাল ইহা জাপানী সৈন্যের অধিকারে ছিল। ১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-শাসন হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দে ২রা মার্চ ব্রহ্মের প্রধান-সেনাপতি জেনারেল নে উইনের নেতৃত্বে সামরিকবাহিনী দেশের শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। সেইসময়, তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সহ বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। বর্তমানে দেশে সামরিক নেতৃত্বেই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে। ব্রহ্মের অর্থনীতি প্রধানতঃ কৃষিকেন্দ্রিক। প্রধান কৃষিদ্রব্য: ধান, চীনাবাদাম, তুলা, ডাল, আখ, তামাক, জোয়ার ও গম। বনসম্পদেও ব্রহ্মদেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। ব্রহ্মদেশের সেগুন কাঠ বিশ্ববিখ্যাত।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য (ইউ. কে.): [সম্রাজ্ঞী: দ্বিতীয় এলিজাবেথ। প্রধানমন্ত্রী: স্যার এলেক ডগলাস হিউম]। রাজধানী: লণ্ডন। আয়তন: ৮৯,০৩৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ৫,১৪,০২,৬২৩। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: খ্রীষ্ট (প্রোটেস্টান্ট, রোমান ক্যাথলিক ও এপিস্কোপাল)। মুদ্রা: পাউণ্ড।

ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড, ম্যানদ্বীপ, চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য বা 'ইউনাইটেড কিংডম অব্ গ্রেট্ ব্রিটেন অ্যাণ্ড নর্দার্ণ আয়ার্ল্যাণ্ড' গঠিত। ইহা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড হইতে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। একমাত্র উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড ব্যতীত যুক্তরাজ্যের অন্য কোন অঙ্গরাজ্যই স্বায়ত্তশাসিত নহে। তবে স্কটল্যাণ্ডের আইনব্যবস্থা কিছুটা স্বতন্ত্র। 'হাউস অব কমন্স' ও 'হাউস অব লর্ডস্' এই দুইটি পরিষদ্ লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গঠিত। কোন বিল পার্লামেণ্টে গৃহীত হইলেও রাণীর অনুমোদন ব্যতীত আইনে পরিণত হয় না। রাণী ইচ্ছা করিলে যে কোন বিল 'ভিটো' প্রয়োগ করিয়া নাকচ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি কদাচ

আপন 'ভিটো' ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। মন্ত্রিপরিষদে হাউস অব কমন্সের এবং হাউস অব লর্ডেসের সদস্য আছেন। ব্রিটিশযুক্তরাজ্য পৃথিবীর অন্যতম শিল্প-সমৃদ্ধ দেশ। কৃষিসম্পদ, বনসম্পদ, পশুসম্পদ ও মৎস্যসম্পদেও এই রাষ্ট্র বিশেষভাবে সমৃদ্ধ।

ব্রেজিল : [প্রেসিডেন্ট : ডঃ জোএও বেলচিওর মার্কুইস্ গুলার্ট। প্রধানমন্ত্রী : ডঃ হারমিস্, লিমা]। রাজধানী : ব্রাসিলিয়া (রিও-ডি-জিনরিও)। আয়তন : ৩২,৮৬,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ৭,০৯,৬৭,১৮৫। ভাষা : পর্তুগীজ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ক্রুজেইরো।

পৃথিবীর একক বৃহত্তম দেশ। দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত। অধিবাসীদের মধ্যে ১০ শতাংশ কৃষ্ণকায়, ২৭ শতাংশ বাদামী এবং অবশিষ্টাংশ শ্বেতকায়। ব্রেজিল পূর্বে পর্তুগীজশাসনাধীনে ছিল। ১৮২২ খ্রীঃ অব্দে ইহা স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে ইহা একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ২৮টি অঙ্গরাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। ব্রেজিল বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক কফি উৎপাদনকারী দেশ। 'ফেডারেল সিনেট' ও 'চেম্বার অব ডেপুটিজ' (৪০৪) এই দুইটি পরিষদ লইয়া রাষ্ট্রের আইন-পরিষদ্ গঠিত। ব্রেজিল কৃষিপ্রধান দেশ। কফি ব্যতীত প্রধান কৃষিদ্রব্য : চাল, জোয়ার, তূলা, আখ, গম, আলু, কলা, কোকো, পেয়াজ। বনসম্পদেও ব্রেজিল সমৃদ্ধ। প্রধান খনিজদ্রব্য : লৌহ কোয়ার্টজ, অভ্র।

উত্তর-ভিয়েৎনাম (ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব্ ভিয়েৎনাম) : [প্রেসিডেন্ট : ডঃ হো চি মিন্। প্রধানমন্ত্রী : ফ্যাম ভ্যান ডং] রাজধানী : হানয়। আয়তন : ৬৩,৩৪৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ১,৫৯,১৬,৯৫। ভাষা : ভিয়েৎনামীজ ও ফরাসী। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : ডং ভিয়েৎ।

ভূতপূর্ব ইন্দোচীন রাষ্ট্রের অন্যতম দেশ ভিয়েৎনাম রাজনীতিক কারণে আজ দ্বিধা-বিভক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ উভয় ভিয়েৎনাম সম্মিলিতভাবে ফরাসীদের অধিকারে ছিল। ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দে জাপানীরা ইন্দোচীন অধিকার করিলে 'ভিয়েৎমিন' দল দেশের অভ্যন্তরে এক দুর্জয় প্রতিরোধ বাহিনী গড়িয়া তোলে। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে ডঃ হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ফরাসী-সরকার লাওস, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েৎনাম লইয়া যে 'ইন্দোচীন ফেডারেশন' গঠনের চেষ্টা করেন তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে ভিয়েৎনাম মুক্তিবাহিনী ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া হানয় আক্রমণ করে এবং ৮ বৎসর ধরিয়া বিক্ষিপ্তভাবে যুদ্ধ চলে। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে দিয়েন বিয়েন ফু-র যুদ্ধে ফরাসীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইলে, ফরাসী

সরকার জেনেভার ভিয়েৎমিন নেতাদের সহিত এক শান্তিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু, বৈদেশিক শক্তির চাপে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের নেতারা চুক্তি স্বাক্ষর না করায় এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সেই সময় ১৭-শ অক্ষরেখা বরাবর ভিয়েৎনামকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া, উত্তর-ভিয়েৎনাম ও দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম এই দুইটি অঞ্চলে পৃথক্ করা হয়। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে এই বিভাগ রদ করিয়া পূর্বমিলিত অখণ্ড ভিয়েৎনামের জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হয় নাই। উত্তর-ভিয়েৎনাম 'ডেমোক্রাটিক রিপাব্লিক অব ভিয়েৎনাম' নামে পরিচিত। ইহা কম্যুনিষ্টপন্থী স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ইহার সংবিধান সোভিয়েট-রাশিয়ার সংবিধান অনুসারী (১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে সংশোধিত)। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (আইন-পরিষদ) সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট। ইহার সদস্যগণ (৩৬২) সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন এবং তাঁহাদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে। কৃষি-সম্পদ: ধান, চা, কফি। বনজ-সম্পদ: রাবার। খনিজ-সম্পদ: কয়লা।

দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম (রিপাব্লিক অব ভিয়েৎনাম): [প্রেসিডেন্ট: জেনারেল নগুয়েন খান্]। রাজধানী: সাইগন। আয়তন: ৬৬,২৬৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৯): প্রায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ। ভাষা: ভিয়েৎনামীজ, ফরাসী। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: ভিয়েৎনাম ডলার।

দক্ষিণ-ভিয়েৎনাম ইন্দোচীনের কোচিন-চীন ও আন্নামের দক্ষিণাংশ লইয়া গঠিত। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৫-এ অক্টোবরে গৃহীত সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়। এক সভা বিশিষ্ট ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর সদস্য-সংখ্যা—১২৩। দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের উপর দিয়া ১৯৬৩ সালে দুইবার রাষ্ট্রবিপ্লবের ঝড় বহিয়া যায়। প্রেসিডেন্ট নো দিন এম দীর্ঘকাল যাবৎ রাষ্ট্রের কর্ণাধার ছিলেন। কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তি হিসাবে তিনি ছিলেন মার্কিন কর্তৃপক্ষের একান্ত বিশ্বাসভাজন। মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাকে মুক্ত হস্তে সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দান করিতেছিল। প্রেসিডেন্ট নো দিন এম ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাঁহার বৌদ্ধ নির্যাতন নীতির প্রতিবাদে কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়া দেশময় প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। এই অবস্থায় ২রা নবেম্বর, ১৯৬৩, জেনারেল ডুয়ং ভ্যান মিনের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং প্রেসিডেন্ট নো দিন এম ও তাঁহার ভাই নু নিহত হন। এই ঘটনার প্রায় ৩ মাস পরে ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৬৪, দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে আবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে

ও জেনারেল নগুয়েন খাঁ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করেন। প্রধান কৃষিসম্পদ: ধান, আখ, কফি; চা। বনজ-সম্পদ: রবার ও কাঠ।

ভূটান: [শাসনকর্তা: হিজ হাইনেস মহারাজা জিগমি দোরজি ও আংচুক] রাজধানী: পুনাখা (শীতকালীন): তাশি-চো-জং (গ্রীষ্মকালীন)। আয়তন: প্রায় ১৮,০০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: প্রায় ৭ লক্ষ। ভাষা: ভূটানী। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: ভারতীয় টাকা।

হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি প্রায়-স্বাধীন রাষ্ট্র। উত্তর পশ্চিমে তিব্বত, পশ্চিমে সিকিম এবং দক্ষিণ ও পূর্বে ভারত। একটি বিশেষ সন্ধির মাধ্যমে ইহার পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত হয় ভারত সরকার কর্তৃক (১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দের ৮ই আগস্ট সম্পাদিত চুক্তিবলে)। ভারত-সরকার ভূটান সরকারকে বার্ষিক পাঁচলক্ষ টাকা ভাতা দিয়া থাকেন এবং তাহার আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন না। ভূটানে হাতী ও টাট্টু ঘোড়ার যেমন প্রাচুর্য, তেমনি উহার কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, ভুট্টা ও যবেরই প্রাধান্য। বনভূমি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ভালো জাতের কাঠ উৎপাদিত হয়। ভূটানের মহারাজাই ভূটানের সর্বময় শাসনকর্তা।

ভেনিজুয়েলা: [প্রেসিডেন্ট: রোমুলো বেটানকোর্ট]। রাজধানী: কারাকাস। আয়তন: ৩,৫৩,১৪৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ৭৫,২৩,৯৯৯। ভাষা: স্প্যানিশ, ফরাসী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: বলিভার।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তীয় স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮২১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত কলম্বিয়া প্রজাতন্ত্রের সহিত যুক্ত ছিল। ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দ হইতে কনফেডারেশন হইতে বাহির হইয়া ভেনিজুয়েলা স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের সংবিধান অনুযায়ী পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও দ্বি-সভাবিশিষ্ট আইন-পরিষদ (সিনেট ও চেম্বার অব্ ডেপুটিজ) বর্তমান সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি সৈন্য বাহিনীর সহযোগিতায় যে গণ-অভ্যুত্থান হয় তাহাতে তদানীন্তন সামরিক একনায়কত্বের অবসান ঘটে এবং প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠিত হয়।

ভ্যাটিকান সিটি: [রাষ্ট্রপ্রধান (রাজা): পোপ জন-২৩শ। সেক্রেটারি অব স্টেট: কার্ডিনাল আম্‌লেতো কিকোগ্‌নানি।] রাজধানী: ভ্যাটিকান সিটি। আয়তন: ১০,৮০৭ একর। লোকসংখ্যা (১৯৬০): প্রায় ৯০০। ভাষা: ইতালী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: লীরা।

১৯২৯ খ্রীঃ অব্দের এক চুক্তি অনুসারে ইতালীর রাজধানী রোম-শহরের কেন্দ্রবর্তী ১০৮৩ একর পরিমিত স্থানে এই স্বাধীন সার্বভৌম পোপ-শাসিত ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পোপই সর্বময় শাসনকর্তা। তাঁহার অধীনে একজন গভর্ণর পোপ-নির্দেশিত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করেন। বৈদেশিক ব্যাপার পরিচালনা করেন—সেক্রেটারি অব্ স্টেট। প্রধান দ্রষ্টব্যস্থল : পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা 'সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা', ভ্যাটিকান প্রাসাদ ও পোপের সরকারী বাসভবন।

মঙ্গোলিয়া : [প্রেসিডেন্ট : ঝামসারাঙ্গিন সম্বু। প্রধানমন্ত্রী : য়ুমঝাগিন সেডেনবল্]। রাজধানী : উলান বাতোর। আয়তন : ৬,০৪,০৯৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৩) : ১০,১৮,০০০। ভাষা : মঙ্গোলিয়ান, চীনা ও রাশিয়ান। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : টাগরিক।

১৬৯১ খ্রীঃ অব্দে মঙ্গোলিয়া মাঞ্চুরিয়া রাজাদের অধিকারভুক্ত হয়। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ফলে ১৯১১ খ্রীঃ অব্দে মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলেও, ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে তাহা চীনা সামরিক বাহিনীর আক্রমণে ব্যাহত হয়। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে বহিঃশত্রুদের সশস্ত্র সংগ্রামে পরাজিত করিয়া মঙ্গোলিয়ার অধিবাসীরা একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় 'মঙ্গোলিয়ান পীপলস্ রিপাব্লিক'। এই কমুনিষ্ট রাষ্ট্রের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে সোভিয়েট রাশিয়া এবং অন্য সকল দিকে চীনের ভূখণ্ড দ্বারা সীমাবদ্ধ। ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী মস্কোতে অনুষ্ঠিত এক চুক্তির দ্বারা রাশিয়া ও চীন 'মঙ্গোলিয়ান পীপলস্ রিপাব্লিক্'-এর পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছে।

মরক্কো : [রাজা : দ্বিতীয় হাসান। রাজার ব্যক্তিগত-প্রতিনিধি তথা বৈদেশিক মন্ত্রী : হজ্ আমেদ বালাফ্রেজ।] রাজধানী : রাবাট। আয়তন : ১,৭১,৩০৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : (১৯৬১) : ১,১৫,৯৮,০৭০। ভাষা : আরবী (সরকারী) ; ফরাসী ও স্প্যানিশ। মুদ্রা : ডিহাম্।

১৯১২-৫৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মরক্কো দুইভাগে বিভক্ত ছিল। একভাগ ছিল ফরাসীদের অধিকারে, অন্যভাগ স্পেনীয়দের। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে মরক্কো বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্তিলাভ করে এবং স্থলতানী-শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান সংবিধান চালু হয় ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর। সুলতান এখন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। এখন দুই সভা বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক আইন পরিষদ স্থাপিত হইয়াছে—হাউস অব্ রিপ্রেজেন্টেটিভস্ (জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত) ও হাউস অব

কাউন্সিলরস্ (স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত)। প্রধান-সম্পদ্ : কৃষিদ্রব্য (গম ও যব); কাঠ, খনিজ-দ্রব্য (ফস্‌ফেট, কয়লা, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ); মাছ।

মরিটানিয়া (ইসলামিক রিপাব্‌লিক অব্ মরিটানিয়া): [প্রধানমন্ত্রী : মঁসিয়ে মোখ্‌তার আউল্‌দ দাদ্দাহ্ : ।] রাজধানী : নউআক্‌খৎ। আয়তন : ৪১,৮৮২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ৭,২৭,০০০। ভাষা : ফরাসী ও আরবী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

পূর্বতন ফরাসী দক্ষিণ-আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে স্বয়ং-শাসনের অধিকার লাভ করে। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২৮-এ নবেম্বর ইহার স্বাধীনতা ঘোষিত হইলেও উহা কার্যকরী হয় ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দ হইতে। মরিটানিয়া 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র সহিত পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য চুক্তিবদ্ধ। তাম্র ও লোহপিণ্ডে এই দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। দেশের আইন পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী) এক সভা বিশিষ্ট। সদস্য-সংখ্যা—৩৪। সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তাঁহারা নির্বাচিত হন।

মালয় : [রাষ্ট্রপ্রধান : হিজ মেজেস্টি দি রাজা অব্ সার্লিস, স্যার পুৎরা ইবিনি অল্‌মর্হম্ সৈয়দ হাসান জামালুল্লাই। প্রধানমন্ত্রী : টেঙ্কু আব্‌দুল রহমান পুৎরা]। রাজধানী : কুয়ালালামপুর। আয়তন : প্রায় ৫০,৭০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ৭১,৩৬,৮০৪। ভাষা : মালয় ও ইংরেজী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : ডলার (মালয়ান্)।

১৯০৭ খ্রীঃ অব্দের ৩১-এ আগস্ট হইতে 'ফেডারেশন অব্ মালয়' ব্রিটিশ কমনওয়েল্‌থের অন্যতম সদস্য হিসাবে একটি নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্ররূপে পরিণত হইয়াছে। 'ফেডারেশন অব্ মালয়ে'র মধ্যে আছে নয়টি রাজতন্ত্রী অঙ্গরাজ্য ও পূর্বতন ব্রিটিশ উপনিবেশ পেনাং দ্বীপ ও মালাক্কা। রাষ্ট্রপ্রধান প্রতি পাঁচবৎসর অন্তর অঙ্গরাজ্য-প্রধানদের ভোটে নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্ট দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (৩৮ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভ্‌স (১০০ জন সদস্য)। টিন উৎপাদনের দিক হইতে মালয়ই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ। [**মালয়েশিয়া** : সাম্প্রতিক কালে মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তরবোর্ণিও, সারওআক ও ব্রুনী—এই পাঁচটি পৃথক্ রাষ্ট্র 'মালয়েশিয়া যুক্তরাষ্ট্র' রূপে সংগঠিত হইয়াছে।]

মালাগাসি রিপাব্‌লিক্ : [প্রেসিডেণ্ট : মঁসিয়ে ফিলিবার্ট সিরানামা]। রাজধানী : টানানারিভ্। আয়তন : ২,২৯,৯৭৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২): ৫৬,৫৭,৬০১। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হইতে ১৪০ মাইল দূরবর্তী এই দ্বীপটি (পূর্বের নাম মাদাগাস্কার) পৃথিবীর মধ্যে ৫ম বৃহত্তম দ্বীপ। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দে ফরাসীরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২৬-এ জুন ইহা 'মালাগাসি রিপাবলিক' নামে একটি পূর্ণ স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইহা 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য দেশ। দেশের আইন-পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—(১) ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী (১০৭) ও (২) সিনেট (৫৪)।

মালি : [প্রেসিডেন্ট তথা প্রধানমন্ত্রী : মোদিবো কেইটা]। রাজধানী : বামাকো। আয়তন : ৪,৬৪,৭৫২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : প্রায় ৪১ লক্ষ। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই দেশটি ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ২০ জুন 'সুদানীজ রিপাব্লিক' নামে স্বাধীনতালাভ করে এবং 'সেনেগল্ রিপাবলিক'-এর সহিত যুক্ত হইয়া 'মালি ফেডারেশন' গঠন করে। পরে 'সেনেগল্' বিচ্ছিন্ন হইলে, নাম পরিবর্তন করিয়া ইহা 'রিপাবলিক অব মালি'-তে পরিণত হয়। পার্লামেন্টের সদস্যগণ পাঁচ বৎসরের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন্। দেশের আইন পরিষদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী) এক সভা বিশিষ্ট। সদস্য-সংখ্যা—৭০ জন। মালি 'ফ্রেঞ্চ কমিউনিটি'র অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। কৃষিজ দ্রব্য : ভুট্টা, ধান, চীনাবাদাম, তূলা।

মেক্সিকো : [প্রেসিডেন্ট : অ্যাডলফ লোপেজ মেটিওস্]। রাজধানী : মেক্সিকো সিটি। আয়তন : ৭,৬০,৩৭০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ৩,৪৯,২৩,১২৯। ভাষা : স্প্যানিশ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : পেসো।

উত্তর আমেরিকার এই প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রটি ১৫২১ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৮২২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত স্পেন-সাম্রাজ্যের একটি উপনিবেশ ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই স্পেনীয় উপনিবেশকারী ও স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানদের বংশধর। ১৯১৭ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি মেক্সিকোর প্রথম ফেডারেল রিপাবলিক সংবিধান গৃহীত হয়। ছয় বৎসরের মেয়াদে সার্বজনীন ভোটে রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। আইন-পরিষদ (বা কংগ্রেস) দুই সভায় বিভক্ত—সিনেট (৬০ জন সদস্য) ও চেম্বার অব ডেপুটিজ (১৬২ জন সদস্য)।

মোনাকো : [রাজা : তৃতীয় প্রিন্স রেইনিয়ার]। রাজধানী : মোনাকোভিল্। আয়তন : ৩৬৮ একর। লোকসংখ্যা (১৯৫৬) : ২০,৪২২। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

ভূমধ্যসাগরের তীরে ফ্রান্সের দক্ষিণে অবস্থিত স্বাধীন রাজতন্ত্রী দেশ। শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় একটি মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক। আইন-পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত—(১) ন্যাশনাল কাউন্সিল ও (২) কমিউনাল কাউন্সিল। ন্যাশনাল কাউন্সিলের ১৮ জন সদস্য চার বৎসরের ভিত্তিতে সার্বজনীন ভোটে নির্বাচিত হন। সমুদ্রতীরবর্তী স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন দেশ। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই ক্ষুদ্রতম স্বাধীন রাষ্ট্র।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (ইউ. এস্. এ.) : [প্রেসিডেন্ট : লিণ্ডন বি. জনসন। সেক্রেটারী অব স্টেট : ডীন রাস্ক] রাজধানী : ওয়াশিংটন। আয়তন : ৩৫,৪৮,৯৭৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ১৭,৯৩,২৩,১৭৫ (মূল ভূখণ্ডে) ; ১৮,৩২,৮৫,০০৯ (জলভাগ, পর্বত, দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য দেশে যে-সব মার্কিন নাগরিক আছেন তাঁহাদের সংখ্যা সমেত)। ভাষা : ইংরাজী। ধর্ম : খ্রীষ্ট (প্রোটেস্টান্ট, রোমান ক্যাথলিক) ও ইহুদী। মুদ্রা : ডলার।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করা হয় তখন মাত্র ১৩টি রাজ্য ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। আলাস্কা ও হাওয়াই সহ যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যসমূহের বর্তমান সংখ্যা ৫১টি। আলাস্কা ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে এবং হাওয়াই ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। রাজ্যগুলির নাম :—

১। আলবামা, ২। আরিজোনা, ৩। আরাকানসাস্, ৪। কালিফোর্ণিয়া ৫। কলোরাডো, ৬। কানেকটিকাট, ৭। ডেলাওয়ার, ৮। কলাম্বিয়া, ৯। ফ্লোরিডা, ১০। জর্জিয়া, ১১। ইডাহো, ১২। ইল্লিনয়স, ১৩। ইণ্ডিয়ানা, ১৪। আইওয়া, ১৫। কান্সাস, ১৬। কেন্টাকি, ১৭। লুইসিয়ানা, ১৮। মেইন, ১৯। মেরিল্যাণ্ড, ২০। ম্যাসাচুসেটস্, ২১। মিচিগান, ২২। মিনেসোটা, ২৩। মিসিসিপি, ২৪। মিসৌরী, ২৫। মণ্টনা, ২৬। নেব্রাস্কা, ২৭। নেভাডা, ২৮। নিউহ্যাম্পসায়ার, ২৯। নিউ জার্সি, ৩০। নিউ মেক্সিকো, ৩১। নিউইয়র্ক, ৩২। নর্থ ক্যারোলিনা, ৩৩। নর্থ ডাকোটা, ৩৪। ওহিও, ৩৫। ওকলাহামা, ৩৬। ওরগন্, ৩৭। পেনসিলভেনিয়া, ৩৮। রোডস দ্বীপ, ৩৯। সাউথ ক্যারোলিনা, ৪০। সাউথ ডাকোটা, ৪১। টেন্নেসী, ৪২। টেক্সাস, ৪৩। উটাহ, ৪৪। ভারমণ্ট, ৪৫। ভার্জিনিয়া, ৪৬। ওয়াশিংটন, ৪৭। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ৪৮। উইসকন্সিন, ৪৯। উইয়োমিং, ৫০। আলাস্কা এবং ৫১। হাওয়াই।

যুক্তরাষ্ট্রের আইন-পরিষদের নাম কংগ্রেস (সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ এই দুইটি পরিষদ্ লইয়া গঠিত)। সিনেটের সদস্য সংখ্যা ১০০।

হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভসের সদস্য সংখ্যা—৪৩৭। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন এবং তিনিই স্বয়ং মন্ত্রিমণ্ডলী নির্বাচন করেন। প্রেসিডেণ্ট নিজে কিংবা মন্ত্রিমণ্ডলীর কেহই কংগ্রেসের নিকট দায়ী নহেন। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটিক—এই দুইটি প্রধান রাজনীতিক দল।

মিশর (ইজিপ্ট): মিশর বর্তমানে 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' নামে পরিচিত। [প্রেসিডেণ্ট : গামেল আবদেল নাসের। প্রধানমন্ত্রী (বা একজিকিউটিভ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান) : আলী সবরী।] রাজধানী : কায়রো। আয়তন : ৩,৮৬,১৯৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ২,৬০,৬৫,০০০। ভাষা : আরবী ও ইংরেজী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : মিশরীয় পাউণ্ড।

তুর্কী সার্বভৌমত্বের অধীনে মিশর ১৮৪১ খ্রীঃ হইতে একটি অর্ধস্বাধীন রাজ্য ছিল। রাজপ্রতিনিধি 'খেদিব'-এর পদ ছিল বংশানুক্রমিক। ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ সৈন্য মিশর অধিকার করে। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে খেদিব বিতাড়িত হন ও মিশর একটি ব্রিটিশ রক্ষণাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ সমর্থক সুলতান ফুয়াদকে মিশরের রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন মিশরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বটে কিন্তু সুয়েজখাল অঞ্চলে সৈন্য রাখা এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও পোর্ট সৈয়দকে নৌ-ঘাঁটিরূপে ব্যবহারের অধিকার পরিত্যাগ করে না। ১৯৫২ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে রাজা ফারুক পদত্যাগ করেন ও মহম্মদ নেগিব প্রেসিডেণ্ট হন (১৯৫২-৫৪)। তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে গামেল আবদেল নাসের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দ হইতে তিনি প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে মিশর সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করিলে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির সহিত তাহার সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে বিরোধের মীমাংসা হয়। মিশরের আইন পরিষদ্ 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী' নামে অভিহিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দে 'মিশর', 'সিরিয়া' ও 'ইয়েমেন' যুক্ত হইয়া 'সংযুক্ত আরব-প্রজাতন্ত্র' নাম ঘোষণা করে এবং একটি সংযুক্ত আইন পরিষদ্ গঠিত হয়। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ২৬-২৮শে সেপ্টেম্বর সিরিয়া সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ঐ বৎসর ২৬শে ডিসেম্বর মিশর ইয়েমেনের সহিতও তাহার সংযুক্তি ছিন্ন করে। সেই হইতে মিশর এককভাবেই 'সংযুক্ত আরব-প্রজাতন্ত্র' নামে নিজের পরিচয় দিতেছে। মিশরের একটি বিস্তৃত অঞ্চল মরুভূমি।

যুগোশ্লাভিয়া: [প্রেসিডেণ্ট : মার্শাল জোশিপ ব্রোজ্ টিটো]। রাজধানী : বেলগ্রেড। আয়তন : ৯৮,৭২৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) :

১,৮৫,৪৯,২৯১। ভাষা: শ্লাভ্। ধর্ম: সার্বিয়ান অর্থডক্স, রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: দিনার।

সার্বিয়া, ক্রোশিয়া, শ্লোভানিয়া, মন্টিনিগ্রো বোসনিয়া, ও হ্যার্সিগোভিনা এবং ম্যাসিডোনিয়া এই কয়টি অঙ্গ-রাজ্য লইয়া 'ফেডারেল পীপলস্ রিপাব্লিক অব যুগোশ্লাভিয়া' গঠিত। ১৯৩৪ খ্রীঃ অব্দে রাজা আলেকজাণ্ডার নিহত হইলে তাঁহার ভ্রাতা যুবরাজ পল নাবালক রাজা পীটারের পক্ষে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান-বাহিনী যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করিলে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে বিরাট প্রতিরোধবাহিনী গড়িয়া উঠে। ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দে বেলগ্রেড মুক্ত করার পর 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং রাজা পিটার সিংহাসনচ্যুত হন। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে মার্শাল টিটো কম্যুনিষ্টপন্থী যুগোশ্লাভিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। দেশের আইন-পরিষদের নাম—'ফেডারেল পীপলস্ অ্যাসেম্বলী'। ইহা দুই সভা বিশিষ্ট—'ফেডারেল কাউন্সিল' (৩৭১ জন সদস্য) ও কাউন্সিল অব প্রোডিউসর্স (২১৬ জন সদস্য)। সরকার পরিচালিত হয় ফেডারেল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের মাধ্যমে (৩৯ জন সদস্য)। প্রেসিডেণ্ট ইহার সভাপতি।

রুমানিয়া: [চেয়ারম্যান: ঘিওরঘে ঘিওরঘিউ দেজ। প্রধানমন্ত্রী: আইওন জি. মরার।] রাজধানী: বুখারেস্ট। আয়তন: ৯১,৬৭১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ১,৭৫,৭৬,০০০। ভাষা: রুমানিয়ান, জার্মান। ধর্ম: গ্রীক অর্থডক্স চার্চ। মুদ্রা: লেউ।

১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে বার্লিন চুক্তির ফলে ইহা স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দে রাশিয়া রুমানিয়ার বেসারভিয়া ও উত্তর বুকোভিনা দাবী করিলে তাহাকে উহা ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বুলগেরিয়াকে দেব্রুডজা প্রত্যর্পণ করা হয়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে রুশ বাহিনী রুমানিয়ায় উপস্থিত হইলে একটি 'কোয়ালিশন সরকার' গঠিত হয়। রাজা মাইকেল পদত্যাগ করেন এবং ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দের ৩০শে ডিসেম্বর 'রুমানিয়ান পীপলস্ রিপাবলিক' নামে রুমানিয়া এক স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে ইহা একটি পুরাপুরি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র। আইনপরিষদের নাম—গ্র্যাণ্ড ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্বলী। ইহার সদস্যগণ (বর্তমানে ৪৬৫) ৪ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। সর্বপ্রধান সম্পদ খনিজ তৈল। অন্যান্য খনিজ দ্রব্য: কয়লা ও লোহা। শিল্পসম্পদেও রুমানিয়া বিশেষ সমৃদ্ধ।

লাওস: [রাজা: সাভাং ভাতানা। প্রধানমন্ত্রী: প্রিন্স সৌভন্না ফউমা]।

রাজধানী : ভিয়েন্টিয়েন। আয়তন : ৮৮,৭৮০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : প্রায় ২২ লক্ষ। ভাষা : ক্মের ও ফরাসী। ধর্ম : বৌদ্ধ। মুদ্রা : কিপ্।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্তর্গত পূর্বতন ফরাসী ইন্দোচীনের অন্যতম রাষ্ট্র। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে লাওস ফরাসী-আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা এই দেশ অধিকার করিয়া লয়। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই এপ্রিল জাপানীরা লাওসের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং প্রথম স্বাধীন লাওস-সরকার গঠিত হয় তাহাদের রক্ষণাধীনে। চার মাসের মধ্যেই আবার (জাপানীদের আত্মসমর্পণের পর) ফরাসীরা লাওস অধিকার করে। ইতিমধ্যে দেশে এক অন্তর্বিপ্লব ঘটে। অবশেষে ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে প্যারিসে সম্পাদিত এক সন্ধি অনুযায়ী 'ফ্রেঞ্চ ইউনিয়ন'-এর মধ্যে এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৫৩ সালের এক চুক্তি অনুসারে আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় শাসন ব্যাপারে লাওস এখন সম্পূর্ণভাবে ফরাসী প্রভাবমুক্ত। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত লাওসে একরূপ শান্তি ছিল। ইতিমধ্যে দেশে রাজনীতিক বিপর্যয় দেখা যায়। ১৯৬০ খ্রীঃ ৯ই আগস্ট ক্যাপ্টেন কংলের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং যুবরাজ সোভন্না ফউমা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ডিসেম্বর মাসে আবার জেনারেল ফউমির নেতৃত্বে এক সামরিক বাহিনী রাজধানী ভিয়েন্টিয়েন অধিকার করিয়া লয়। তাহার ফলে সৌভন্না ফউমাকে দেশত্যাগ করিতে হয়। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে সৌভন্না ফউমা দেশে ফিরিয়া আসেন এবং প্রধান রাজনীতিক দল পাথেট লাও-এর সমর্থনে জিয়েং খউয়াং-এ সরকার প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিমধ্যে দেশের অন্যভাগের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকে। অবশেষে ব্রিটিশ ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি ঘটে। তিন যুবরাজের সহিত আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ১৯৬২ খ্রীঃ অব্দের ২৩-এ জুন বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজাই দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাবিশিষ্ট শাসনকর্তা। তিনি 'ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী'র নিকট দায়ী মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে দেশশাসন করেন।

লিবিয়া : [রাজা : সাইরেনাইকার আমীর মহম্মদ ইদ্রিশ এৎ সেন্নুশী। প্রধানমন্ত্রী : ডঃ মহিএদ্দিন ফেকিনী]। রাজধানী : বেন্‌গাজী ও ত্রিপোলী। আয়তন : ৬,৭৯,৩৫৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬৩) : প্রায় বার লক্ষ। ভাষা : (সরকারী) আরবী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : পাউণ্ড।

১৯৫১ খ্রীঃ অব্দের ২৪-এ ডিসেম্বর লিবিয়া, ব্রিটিশ ও ফরাসী সামরিক শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। দেশের সংবিধান অনুসারে রাজা-ই নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। আইন-

পরিষদ দুই সভা বিশিষ্ট—সিনেট (২৪ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্ (৫৫ জন সদস্য)। প্রধান সম্পদ্ : কৃষিদ্রব্য (তরিতরকারী, তামাক, জলপাই, খেজুর) ; মাছ ; খনিজদ্রব্য (খনিজ তৈল)।

লুক্সেমবার্গ : [রানী : হার রয়াল হাইনেস দি গ্র্যাণ্ড ডাচেস্ সারলোৎ। প্রধানমন্ত্রী : পীয়ের ওয়ার্ণার]। রাজধানী : লুক্সেমবার্গ। আয়তন ৯৯৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ৩,১৯,৫২৬। ভাষা : সরকারী ফরাসী ও লুক্সেমবার্গিজ। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

উত্তর ও পশ্চিমে বেলজিয়াম, দক্ষিণে ফ্রান্স এবং পূর্বে জার্মানী—এইভাবে পরিবেষ্টিত লুক্সেমবার্গ একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা জার্মান কনফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এক সন্ধিচুক্তি অনুসারে লুক্সেমবার্গের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। চেম্বার অব ডেপুটিজ (৫২ জন নির্বাচিত সদস্য) ও কাউন্সিল অব স্টেট (২১ জনের অনধিক রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত সদস্য) লইয়া পার্লামেণ্ট গঠিত। ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে এখানে একটি 'জাতীয় আণবিক শক্তি উৎপাদন পরিষদ্' স্থাপিত হইয়াছে।

লেবানন : [প্রেসিডেণ্ট : জেনারেল ফৌদ শেহাব। প্রধানমন্ত্রী : রশিদ কারামে]। রাজধানী : বেইরুট। আয়তন : প্রায় ৩,৪০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১) : ১৬,২৬,০০০। ভাষা : আরবী, ফারসী ও ইংরেজী। ধর্ম : খ্রীষ্ট ও ইসলাম। মুদ্রা : পাউণ্ড (লেবানীজ)।

উত্তরে ইস্রায়েল এবং উত্তর-পূর্বে সিরিয়া। একসময়ে লেবানন ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি ইহা তুর্কীদের নিকট হইতে অধিকার করে। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত এখানে ফরাসী শাসন বলবৎ ছিল। ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি লেবানন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐতিহ্য অনুসারে প্রেসিডেণ্ট একজন ম্যারোনাইট খ্রীষ্টান, প্রধানমন্ত্রী একজন সুন্নী মুসলমান এবং পার্লামেণ্টের স্পীকার একজন শিয়া মুসলমান। প্রেসিডেণ্ট ছয় বৎসরের মেয়াদে নির্বাচিত হন। পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি-সংখ্যা—৯৯ (চার বৎসর অন্তর নির্বাচিত)।

সাইপ্রাস : [প্রেসিডেণ্ট : আর্চবিশপ ম্যাকারিওস্]। রাজধানী : নিকোসিয়া। আয়তন : ৩,৫৭২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ৫,৭৭,৬১৫। ভাষা : গ্রীক ও তুর্কী। ধর্ম : গ্রীকেরা খ্রীষ্টান (সাইপ্রাসের স্বাধীন চার্চের অধীনে) ; তুর্কীরা মুসলমান। মুদ্রা : পাউণ্ড (স্টার্লিং)।

১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই আগস্ট ভূমধ্যসাগরীয় এই দ্বীপ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। সংবিধান অনুসারে 'রিপাব্লিক অব সাইপ্রাস' একটি মন্ত্রিসভা (৭জন গ্রীক ও তুর্কী দ্বারা) শাসিত। সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী—প্রেসিডেন্ট একজন গ্রীক; ভাইস্ প্রেসিডেন্ট তুর্কী। তাঁহারা প্রতি ৫ বৎসর অন্তর নির্বাচিত হন। আইন পরিষদ্, অর্থাৎ হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্-এর সদস্য-সংখ্যা—৫০; তাহার মধ্যে ৩৫ জন, গ্রীক, বাকী ১৫ জন তুর্কী। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা। বর্তমানে সাইপ্রাসে গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে যুদ্ধ চলায় দেশ এক সংকটের সম্মুখীন।

সিঙ্গাপুর: [রাষ্ট্রপ্রধান: ইনচে ইউসফ বিন্ ইশাক। প্রধানমন্ত্রী: লী কুআন ইয়েউ]। রাজধানী: সিঙ্গাপুর। আয়তন: ২২৪·৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬১): ১৭,১২,৬০০। ভাষা: ইংরেজী, চীনা, তামিল, মালয়ান, মালয়ালম। ধর্ম: ইসলাম, হিন্দু, খ্রীষ্ট। মুদ্রা: মালয়ান ডলার।

সিঙ্গাপুর দ্বীপ ও তৎসন্নিহিত ৫৯টি দ্বীপপুঞ্জ (২২টি অনধ্যুসিত) লইয়া স্বাধীন সিঙ্গাপুর রাষ্ট্র গঠিত। ১৪০ বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের পর ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে স্বয়ংশাসিত দেশ রূপে সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা ঘোষিত হয় ১৯৫৯ খ্রীঃ অব্দের ৩রা জুন। দেশের আইন-পরিষদ্ (লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলী) ৫১ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত। আভ্যন্তরীণ রক্ষাব্যবস্থা 'ইণ্টার্নাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে'র উপর। তাহাতে সিঙ্গাপুর, ব্রিটিশ-যুক্তরাজ্য ও মালয় সরকারের একজন করিয়া প্রতিনিধি আছেন। পররাষ্ট্র-বিষয়ের দায়িত্ব (বিশেষত প্রতিরক্ষা বিষয়ের দায়িত্ব) এতদিন ব্রিটিশ-সরকারই বহন করিতেছিলেন। সম্প্রতি 'মালয়েশিয়া'-র অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সম্মিলিতভাবে সে দায়িত্ব পালন করিবেন মালয়েশিয়ার সকল দেশ আয়ের প্রধান উৎস: বাণিজ্য-শুল্ক, আয়কর ও প্রমোদকর। রবার, টিন, সাগু প্রভৃতি বহু প্রকার শিল্প চালু আছে।

সিয়েরা লিওন: [গভর্নর জেনারেল: স্যার হেন্‌রী লাইটফুট বোস্টন। প্রধানমন্ত্রী: স্যার মিল্টন মার্গাই।] রাজধানী: ফ্রী টাউন। আয়তন: ২৭,৯২৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): প্রায় ২৫ লক্ষ। ভাষা: ইংরেজী। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: পাউণ্ড।

১৯৬১ খ্রীঃ অব্দের ২৭ এপ্রিল ব্রিটিশ-শাসিত আফ্রিকার এই উপনিবেশটি এক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় আইনপরিষদ (হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্)-এ ৭৪ জন নির্বাচিত সদস্য (১২ জন আফ্রিকান সর্দার সমেত) আছেন। প্রধান কৃষিদ্রব্য সম্পদ্: (ধান, কোকো, কফি, বাদাম, তালশাঁস, আদা); মাছ; খনিজ-দ্রব্য: লোহা, হীরা।

সুইডেন : [রাজা : অ্যাডল্ফ ষষ্ঠ গুস্তাক্। প্রধানমন্ত্রী : ডঃ তাগে আর্লাণ্ডার]। রাজধানী : স্টকহোম। আয়তন : ১,৭৩,৬২০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ৭৫,৪২,৪৫৯। ভাষা : সুইডিশ। ধর্ম : খ্রীষ্ট (লুথেরান প্রোটেস্টাণ্ট চার্চ)। মুদ্রা : সুইডিশ ক্রোনা।

উত্তর ইউরোপের একটি রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। রাজা তাঁহার মন্ত্রীপরিষদের (স্টাটস্রাদেৎ-এর) মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসন করেন। মন্ত্রীপরিষদ ডায়েটের বা পার্লালেণ্টের (রিক্স্ট্যাডের) নিকট দায়ী। ডায়েট দুই সভা বিশিষ্ট—ফর্স্টা কাম্মারেন (১৫১ জন সদস্য) ও আঁদ্রা কাম্মারেন (২৩২ জন সদস্য)। প্রথমোক্ত সভার সদস্যগণ 'কাউন্টি কাউন্সিল' (আঞ্চলিক পরিষদ)-এর সদস্যদের দ্বারা ৮ বৎসরের ভিত্তিতে এবং এবং শেষোক্ত সভার সদস্যগণ সার্বজনীন ভোটে ৪ বৎসরের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। খনিজ ও ধাতব শিল্পের জন্যই সুইডেনের সমৃদ্ধি। প্রধান খনিজ ও ধাতব দ্রব্য : লৌহপিণ্ড, রূপা, সীসা, তামা, ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা। কাগজশিল্পেও এই দেশ খুব অগ্রণী।

সুইট্জারল্যাণ্ড : [প্রেসিডেন্ট : উইলী স্পূহ্লার]। রাজধানী : বার্ন। আয়তন : ১৫,৯৪১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : ৫৪,২৯,০৬১। ভাষা : সুইশ, জার্মান, ফরাসী ও ইতালী। ধর্ম, : খ্রীষ্ট (প্রোটেস্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিক)। মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক।

ফ্রান্স, জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইতালী পরিবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্রায়তন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ২৫টি স্বয়ংশাসিত অঙ্গরাজ্য (ক্যাণ্টন) লইয়া এই 'ফেডারেল রিপাবলিক' গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব আইনসভা, প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগ আছে। সম্মিলিত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত আছে 'ফেডারেল অ্যাসেম্বলী' (কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট-র) উপর। উহা দুই সভা বিশিষ্ট- 'ন্যাশনালরাৎ' (ন্যাশনাল কাউন্সিল : ২০০ জন নির্বাচিত সদস্য) ও 'স্টাণ্ডেরাৎ' (কাউন্সিল অব স্টেট : স্বয়ংশাসিত প্রতিটি রাজ্যের ২ জন প্রতিনিধি ইহার সদস্য, অর্থাৎ মোট ৪৪ জন সদস্য)। 'ফেডারেল কাউন্সিল' (মন্ত্রিপরিষদ)-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। দুগ্ধজাত-দ্রব্য ও ঘড়ি প্রধান শিল্পদ্রব্য। পশুসম্পদেও এই দেশ বিশেষ সমৃদ্ধ। জাতীয় আয়ের মোটা অংশ আসে পর্যটন-শিল্প হইতে।

সুদান : [প্রেসিডেন্ট তথা প্রধানমন্ত্রী : জেনারেল ইব্রাহিম আববাউদ।] রাজধানী : খার্তুম। আয়তন : ৯,৭৬,৫০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬২) : ১,২১,০৯,০০০। ভাষা : আরবী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : সুদানীজ পাউণ্ড।

১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই নভেম্বর দেশের সামরিক বাহিনী শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়া লয়। দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতা এখন সশস্ত্রবাহিনীর সুপ্রীম কাউন্সিলের হাতে। প্রধান সম্পদ : তুলা, চীনাবাদাম, খেজুর।

সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাব্লিক : [প্রধানমন্ত্রী : ডেভিড ডাকো]। রাজধানী : বাঙ্গুই। আয়তন : ২,৩৮,১৬২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০) : প্রায় ১২ লক্ষ। ভাষা : ফরাসী। ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা : ফ্রাঁ।

১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের ১২ই আগস্ট মধ্য-আফ্রিকার এই দেশটি ফ্রেঞ্চ কমিউনিটির অন্যতম সদস্যরূপেই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ঐ বৎসর ১৭ই আগস্ট। মোট লোকসংখ্যার প্রায় ৬,০০০ ইউরোপীয়। তুলা দেশের প্রধান শিল্প তথা বাণিজ্য সম্পদ।

সিরিয়া : [বিপ্লব-পরিষদের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী : সালাহেদ্দিন অল্ বিতার]। রাজধানী : দামাস্কাস। আয়তন : ৭১,২১০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৫৪) : ৩৮,০৬,৯৭৩। ভাষা : আরবী, ফরাসী, ইংরেজী। ধর্ম : ইসলাম। মুদ্রা : পিয়াস্ত্রে।

১৯২০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত সিরিয়া ছিল ওটোমান সাম্রাজ্যভুক্ত। অতঃপর লীগ অব নেশনস্-এর অধীনে 'ম্যাণ্ডেটেড' অঞ্চলে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকার আমীর ফৈজলকে সিরিয়ার রাজা বলিয়া ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু ফরাসী সরকার উহার বিরোধিতা করেন। অবশেষে ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী সরকার পরীক্ষামূলকভাবে তিন বৎসরের জন্য ইহাকে স্বাধীনতা দান করিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু স্থানীয় ফরাসী অফিসারদের কারসাজিতে সিরিয়ায় বিদ্রোহ ঘটে ও উক্ত প্রস্তাব বানচাল হইয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে মিত্রশক্তি সিরিয়া অধিকার করে এবং অবিলম্বে উহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দে ব্রিগেডিয়ার আদিব শিসাক্লি এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দেশের শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেন। তিনি বেসামরিক সরকার গঠন করিয়া মন্ত্রি-পরিষদের মাধ্যমে রাষ্ট্রশাসনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু, ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার নেতৃত্বে আবার এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং শিসাক্লি ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ডিক্টেটরী শাসন চালান। ঐ মাসে যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে তাহার ফলে শিসাক্লি পদচ্যুত হন এবং হাসেম আটাসী প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। অতঃপর সুরকী এল. কুয়াৎলি প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের

মিশর ও সিরিয়া মিলিত হইয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' গঠন করিয়াছিল। ১৯৬১ খ্রীঃ অব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সিরিয়ায় সামরিক বিদ্রোহ ঘটে ও বিদ্রোহিগণ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯৬৩ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সিরিয়ার বাৎ সোশ্যালিস্টরা এক রক্তপাতহীন গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খালেদ্ অল্ আজেম সরকারকে গদিচ্যুত করিয়া নূতন এক প্রজাতন্ত্রী সরকার গঠন করিয়াছেন। এই সরকার 'নাসেরপন্থী'।

সিংহল: [গভর্ণর জেনারেল: ডব্লু. গোপালওয়া। প্রধানমন্ত্রী: শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক]। রাজধানী: কলম্বো। আয়তন: ২৫,৩৩২ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ৯৮,৯৬,০০০। ভাষা: সিংহলী ও তামিল। ধর্ম: বৌদ্ধ। মুদ্রা: রুপি।

১৯৪৮ খ্রীঃ অব্দে সিংহল ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের রাণীর অধীনে স্বায়ত্তশাসন-সম্পন্ন ডোমিনিয়ম স্টেটাসের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। ইহা ভারত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া শ্রীমতী বন্দরনায়েক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। আইন পরিষদ (পার্লামেণ্ট) দুই সভাবিশিষ্ট—সিনেট (৩০ জন সদস্য) ও হাউস অব রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ (১৫৭ জন সদস্য)। প্রধান কৃষিদ্রব্য: নারিকেল, চা, রবার ও ধান। পশুসম্পদ ও খনিজ সম্পদেও এই দেশ সমৃদ্ধ। মূল্যবান পাথর (রুবি, স্যাফায়ার্স) প্রচুর পাওয়া যায়।

স্পেন: [সাম্রাজ্যের নেতা ও প্রধানমন্ত্রী: জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো বাহামোঁদে]। রাজধানী: মাদ্রিদ। আয়তন: ১,৯৪,৯৪৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৯৬০): ৩,০৪,৩০,৬৯৮। ভাষা: স্প্যানিশ। ধর্ম: রোমান ক্যাথলিক। মুদ্রা: পেসেতা।

স্পেনে ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে 'প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয় এবং রাজা ১৩শ আলফানসো দেশত্যাগ করেন। ১৯৩৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে স্পেনে গৃহযুদ্ধ সুরু হয় এবং ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত উহা চলে। উহাতে ফ্যাসিস্ট বিদ্রোহীরা জয়লাভ করে। এই যুদ্ধে জার্মানী ও ইতালী বিদ্রোহীদিগকে এবং সোভিয়েট রাশিয়া স্পেন সরকারকে সাহায্য করিয়াছিল। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্পেন হইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরে প্রায় সকল বৃহৎ রাষ্ট্রই স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করিয়াছে। আইন পরিষদ্ বা কর্টস্-এর সদস্য-সংখ্যা প্রায় ৪৪০।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক্

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা ভারতের শাসনতন্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের পরিচয় দান করার প্রয়াস পাইয়াছি। স্বাধীনতা লাভের পর শিক্ষা স্বাস্থ্য কলা বিজ্ঞান অর্থনীতি কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য বহু বিষয়ে ভারত যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের জাতীয় পতাকা

●

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

ভৌগোলিক পরিচয়

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিষুব রেখার উত্তরে অবস্থিত। ৮° ৪′ ২৮″ অক্ষাংশ হইতে ৩৭° ১৭′ ৫৩″ অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৬৮° ৭′ ৩৩″ দ্রাঘিমা হইতে ৯৭° ২৪′ ৪৭″ দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে ভারতবর্ষ অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি ভারতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

সীমানা ঃ ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্ত জুড়িয়া হিমালয় পর্বত বিশাল প্রাচীরের মত দাঁড়াইয়া আছে এবং ভারতকে সোভিয়েট রাশিয়া, চীন প্রভৃতি রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। তিব্বত, নেপাল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি হিমালয়ের বুকে অবস্থিত। সিকিম ও ভূটান বিশেষ চুক্তির ফলে ভারতের সহিত যুক্ত হইয়াছে। পূর্বদিকে ভারত ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে কয়েকটি পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। উত্তর-পূর্ব কোণে ভারতীয় অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত পূর্ব-পাকিস্তান, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে পক প্রণালী দ্বারা বিচ্ছিন্ন সিংহল, ভারত মহাসাগর ও পাকিস্তান অবস্থিত।

প্রাকৃতিক বিভাগ ঃ ভারতে তিনটি সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক বিভাগ বর্তমান, যথা—(১) হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল তিনটি সমান্তরাল পর্বতশ্রেণী লইয়া গঠিত। উহাদের মধ্যে মধ্যে অপরূপ সুন্দর ও উর্বর অনেক উপত্যকা আছে। যথা—কাশ্মীর, কুলু ইত্যাদি। স্বল্পসংখ্যক গিরিপথই এই অঞ্চলের যাতায়াতের উপায়। উহাদের মধ্যে জীলেপ লা ও নাথু লা'র নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ দুটি গিরিপথ দার্জিলিং জেলার উত্তর-পূর্বে চুম্বি উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রসারিত ভারত-তিব্বত বাণিজ্যপথের সহিত সংযুক্ত। এই অঞ্চলের দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ ১৫০ হইতে ২০০ মাইল। পূর্ব সীমান্তে এই অঞ্চল বিভিন্ন অংশে পাতকোই পাহাড়, নাগা পাহাড়, জয়ন্তিয়া, খাসি ও গারো পাহাড় প্রভৃতি নামে পরিচিত।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশ ভারতের সর্বাধিক সমৃদ্ধ অঞ্চল। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভারতের এই তিনটি প্রধান নদী এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবাহিত। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল ও ১৫০ হইতে ২০০ মাইল প্রস্থ। এই অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বরা এবং ইহা পৃথিবীর সর্বাধিক ঘন বসতিপূর্ণ অঞ্চলগুলির অন্যতম।

আদমসুমারী

[সেন্সাস]

ভারতে আদমসুমারী বা সেন্সাস (অর্থাৎ লোকগণনা) প্রথম প্রবর্তিত হয় ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে। তদবধি ভারতে ৯ বার সেন্সাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে (প্রতি দশ বৎসরে একবার)। সর্বশেষ সেন্সাস গৃহীত হইয়াছে ১৯৬১ সালে। ১৯০১ সাল হইতে যে সাতটি সেন্সাস হইয়াছে তদনুসারে ভারতের লোকসংখ্যার খতিয়ান নিম্নে দেওয়া হইল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত খতিয়ানে উল্লিখিত লোকসংখ্যা কেবলমাত্র বর্তমান ভারতের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে যে-সকল অঞ্চল লইয়া পাকিস্তান গঠিত হইয়াছে উহাদের লোকসংখ্যা আলোচ্য খতিয়ানে ধরা হয় নাই।

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা
১৯০১	২৩,৬২,৮১,২৪৫	১৯৪১	৩১,৮৭,০১,০১২
১৯১১	২৫,২১,২২,৪১০	১৯৫১	৩৬,১১,২৯,৬২২
১৯২১	২৫,১৩,৫২,২৬১	১৯৬১	৪৩,৯২,৩৫,০৮২
১৯৩১	২৭,৯০,১৫,৪৯৮		

১৯৪১ সালের সেন্সাসে অখণ্ড ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ।

॥ ১৯৬১ সালের সেন্সাসের বিবরণ ॥

১৯৬১ সালের ৫ই মার্চ লোক গণনা শেষ হয়। এই সম্পর্কে ১৯৬২ সালের দ্বিতীয়ার্ধে যে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তদনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যা ৪৩,৯২,৩৫,০৮২। ইহার মধ্যে স্বভাবতঃই কাশ্মীরের শত্রু অধিকৃত অঞ্চলগুলির লোকসংখ্যা ধরা হয় নাই। ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২২,৬২,৯৩,৬২০ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২১,২৯,৪১,৪৬২ জন। এই হিসাবে প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৪১ জন। গত এক দশকে ভারতে ২১.৫০% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সেন্সাসের আলোচ্য চূড়ান্ত রিপোর্টে ভারতের মোট আয়তন ১১,৭৮,৯৯৫ বর্গমাইল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ হিসাবের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের কোন অঞ্চলই গণ্য করা হয় নাই। ১৯৬৩ সালে 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' কর্তৃক এই হিসাব সংশোধিত হইয়াছে। তদনুসারে জম্মু ও কাশ্মীর সহ ভারতের মোট আয়তন ১২,৬১,৫৯৭ বর্গমাইল।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিপুল প্রসার: গত এক দশকে (১৯৫১-৬১) ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধদের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধির হার ১৬৭১% শতাংশ। ১৯৫১ সালে সারা ভারতে বৌদ্ধদের মোট সংখ্যা ছিল ১,৮১,০০০; ১৯৬১ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩২,৫০,০০০। তপশিলী হিন্দুগণ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ফলেই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এইরূপ বিপুল প্রসার ঘটিয়াছে। স্বর্গত বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে তপশিলী হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরীত হওয়ার যে হিড়িক দেখা দিয়াছিল তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রতি ৮ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর মধ্যে ৭ জন বাস করে মহারাষ্ট্রে।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের হ্রাসবৃদ্ধি: গত ১০ বৎসরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির গতি ছিল সর্বাপেক্ষা মন্থর; হিন্দুদের বৃদ্ধির হার ২০.২৯% শতাংশ। হিন্দুদের মোট সংখ্যা ৩০৩.৫৭৫ মিলিয়ান হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬৬.৫০২ মিলিয়ান হইয়াছে।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ও উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ৮.৩৯২ মিলিয়ান হইতে বাড়িয়া ১০.৭২৬ মিলিয়ান হইয়াছে। বৃদ্ধির হার ২৭.৩৮% শতাংশ।

মুসলমান সম্প্রদায় আলোচ্য সময়কালে ২৫.৬১% শতাংশ হারে বাড়িয়াছে। তাহাদের মোট সংখ্যা ৩৫.৪১৪ মিলিয়ান হইতে ৪৬.৯৩৯ মিলিয়ান হইয়াছে।

জৈনদের মোট সংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ১.৬৮ মিলিয়ান; ১৯৬১ সালে উহা বাড়িয়া ২.০২৭ মিলিয়ান হইয়াছে। বৃদ্ধির হার ২৫.১৭% শতাংশ।

শিখদের সংখ্যা ৬.২১৯ মিলিয়ান হইতে বাড়িয়া ৭.৮৪৫ মিলিয়ান হইয়াছে। বৃদ্ধির হার ২৫.১৩% শতাংশ।

সেন্সাস কমিশনারের মতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে ১০ লক্ষাধিক মুসলমান এবং পশ্চিম পাকিস্তান হইতে ৫০ হাজার মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।
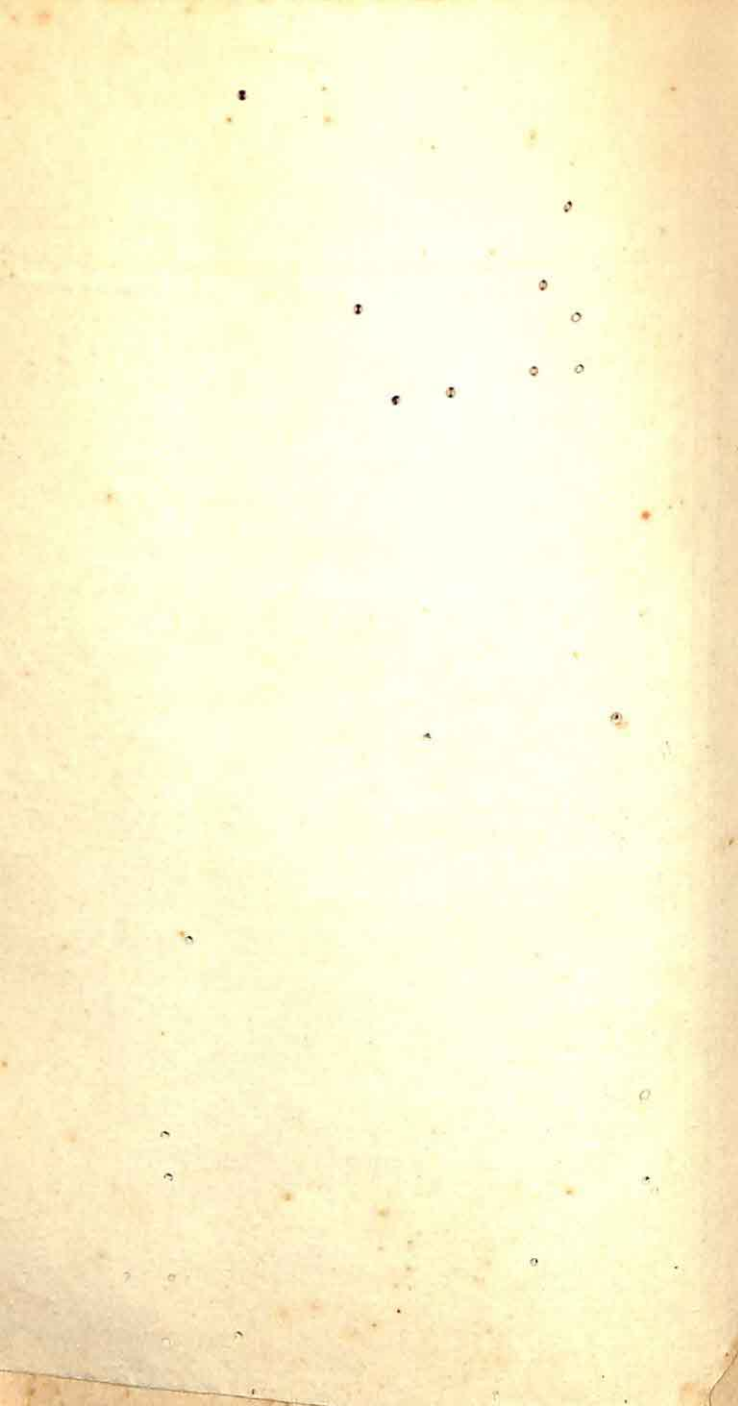
দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত লইয়া গঠিত। পূর্ব হইতে পশ্চিমে কতকগুলি গিরিশ্রেণী দ্বারা ইহা উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন। ঐ সকল গিরিশ্রেণী ১৫০০ হইতে ৪০০০ ফুট পর্যন্ত উচ্চ। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ দাক্ষিণাত্যের পর্বতগুলিকে হিমালয় অপেক্ষা প্রাচীন্ বলিয়া মনে করেন।

ভারতের নদ-নদী ঃ সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভারতের এই তিনটি প্রধান নদী হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তর ভারতের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। হিমালয়ের বরফগলা জলে ইহারা পুষ্টি লাভ করে; এই কারণে বৎসরের সকল ঋতুতেই এই নদীগুলিতে জল থাকে। তবে, বর্ষাকালে আলোচ্য নদীসমূহে জলের অতিশয় প্রাচুর্য ঘটে এবং বন্যা হইয়া থাকে। গঙ্গার অববাহিকা হইতে ভারতের বৃহত্তম অঞ্চল সেচপ্রাপ্ত হয়। গঙ্গার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা সর্বপ্রধান। শোন, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, কোশী প্রভৃতি গঙ্গার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপনদী। সিন্ধুর ৫টি প্রধান উপনদী—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা। দেশ বিভাগের ফলে সিন্ধুর বহুলাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের কোন উল্লেখযোগ্য উপনদী নাই। দক্ষিণ-ভারতের নদীগুলির মধ্যে গোদাবরী (৯০০ মাইল) সর্বপ্রধান; ইহার অববাহিকা ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জল বিভাজিকা। কৃষ্ণা (৮০০ মাইল), মহানদী (৫২০ মাইল), কাবেরী (৪০২ মাইল) ও নর্মদা প্রভৃতি দক্ষিণ-ভারতের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী। দক্ষিণ-ভারতের নদীগুলি অধিকাংশই বর্ষার জলধারায় পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

জলবায়ু ঃ ভারতের জলবায়ু স্বভাবতই উষ্ণ, কারণ ইহা উষ্ণমণ্ডলে (কর্কট ক্রান্তি) অবস্থিত। ঋতুহিসাবে ভারতের জলবায়ুকে ৪ ভাগে ভাগ করা চলে—(১) গ্রীষ্মকাল ঃ মার্চ হইতে মে মাস, (২) বর্ষাকাল ঃ জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাস, (৩) শরৎকাল ঃ অক্টোবর ও নবেম্বর মাস এবং (৪) শীতকাল ঃ ডিসেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

বৃষ্টিপাত ঃ ভারতে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে প্রধানতঃ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। উক্ত বায়ুর-প্রবাহ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হয় এবং জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহিয়া থাকে। আরব সাগর হইতে যে বায়ু-প্রবাহ উত্থিত হয় তাহা পশ্চিমঘাটে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এই কারণে মালাবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

আবার বঙ্গোপসাগরে যে বায়ু-প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহা বঙ্গদেশ ও আসামে বারিবর্ষণ করিতে করিতে তির্যকভাবে সম্মুখে ছুটিয়া চলে। অবশেষে উহা আসামের পার্বত্য অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তথায় বিপুল বারিবর্ষণ করে।

ভারত ও ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহের আয়তন, জনসংখ্যা ও জনবসতির ঘনত্ব

নাম	আয়তন (বর্গ মাইল)	মোট জনসংখ্যা (১৯৬১)	জনবসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গ মাইলে)
ভারত	১১,৭৮,৯৯৫*	৪৩,৯২,৩৫,০৮২	৩৭৩
অন্ধ্র প্রদেশ	১,০৬,২৮৬	৩,৫৯,৮৩,৪৪৭	৩৩৯
আসাম	৪৭,০৯১	১,১৮,৭২,৭৭২	২৫২
বিহার	৬৭,১৯৬	৪,৬৪,৫৫,৬১০	৬৯১
গুজরাট	৭২,২৪৫	২,০৬,৩৩,৩৫০	২৮৬
জম্মু ও কাশ্মীর	...	৩৫,৬০,৯৭৬	...
কেরালা	১৫,০০২	১,৬৯,০৩,৭১৫	১,১২৭
মধ্যপ্রদেশ	১,৭১,২১৭	৩,২৩,৭২,৪০৮	১৮৯
মাদ্রাজ	৫০,৩৩১	৩,৩৬,৮৬,৯৫৩	৬৬৯
মহারাষ্ট্র	১,১৮,৭১৭	৩,৯৫,৫৩,৭১৮	৩৩৩
মহীশূর	৭৪,২১০	২,৩৫,৮৫,৭৭২	৩১৮
উড়িষ্যা	৬০,১৬৪	১,৭৫,৪৮,৮৪৬	২৯২
পাঞ্জাব	৪৭,২০৫	২,০৩,০৬,৮১২	৪৩০
রাজস্থান	১,৩২,১৫২	২,০১,৫৫,৬০২	১৫৩
উত্তর প্রদেশ	১,১৩,৬৫৪	৭,৩৭,৪৬,৪০১	৬৪৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,৮২৯	৩,৪৯,২৬,২৭৯	১,০৩২
নাগাল্যাণ্ড	৬,৩৬৬	৩,৬৯,২০০	৫৮
কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ			
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩,২১৫	৬৩,৫৪৮	২০
দিল্লী	৫৭৩	২৬,৫৮,৬১২	৪,৬৪০
হিমাচল প্রদেশ	১০,৮৮৫	১৩,৫১,১৪৪	১২৪
লাক্ষা দ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	১১	২৪,১০৮	২,১৯২
মণিপুর	৮,৬২৮	৭,৮০,০৩৭	৯০
ত্রিপুরা	৪,০৩৬	১১,৪২,০০৫	২৮৩
দাদরা ও নগরহাভেলি	১৮৯	৫৭,৯৬৩	৩০৭
গোয়া দমন ও দিউ	১,৪২৬	৬,২৭,৯৭৮	৪৪০
পণ্ডিচেরী	১৮৫	৩,৬৯,০৭৯	১,৯৯৫
নেফা	৩১,৪৩৮	৩,৩৬,৫৫৮	১১
সিকিম	২,৭৪৪	১,৬২,১৮৯	৫৯

* জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত। জম্মু ও কাশ্মীর সহ ১২,৬১,৫৯৭ বর্গমাইল।

জনসংখ্যা ও আয়তন হিসাবে রাজ্যসমূহের ক্রমিক স্থান

১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে

জনসংখ্যা হিসাবে ক্রমিক স্থান	রাজ্যের নাম	ভারতের মোট জনসংখ্যায় কত শতাংশ এই রাজ্যে বাস করে	ভারতের মোট ভূমির কত শতাংশ এই রাজ্যের আয়তন	আয়তন হিসাবে ক্রমিক স্থান
১	উত্তর প্রদেশ	১৬·৮১	৯·৩৫	৪
২	বিহার	১০·৫৯	৫·৭১	৮
৩	মহারাষ্ট্র	৯·০২	১০·০২	৩
৪	অন্ধ্র প্রদেশ	৮·২০	৯·১৩	৫
৫	পশ্চিমবঙ্গ	৭·৯৬	২·৮৭	১৩
৬	মাদ্রাজ	৭·৬৮	৪·২১	১০
৭	মধ্যপ্রদেশ	৭·৩৮	১৪·৫৪	১
৮	মহীশূর	৫·৩৮	৬·৩০	৬
৯	গুজরাট	৪·৭০	৬.১০	৭
১০	পাঞ্জাব	৪·৬৩	৪·০১	১১
১১	রাজস্থান	৪·৬০	১১·২২	২
১২	উড়িষ্যা	৪·০০	৫·১১	৯
১৩	কেরালা	৩·৮৫	১·২৭	১৫
১৪	আসাম	২·৭১	৪·০০	১২
১৫	জম্মু ও কাশ্মীর	০·৮১	...	...

কেন্দ্রীয় অঞ্চল ও অন্যান্য স্থান

জনসংখ্যা হিসাবে ক্রমিক স্থান	রাজ্যের নাম	ভারতের মোট জনসংখ্যায় কত শতাংশ এই রাজ্যে বাস করে	ভারতের মোট ভূমির কত শতাংশ এই রাজ্যের আয়তন	আয়তন হিসাবে ক্রমিক স্থান
১৬	দিল্লী	০·৬১	০·০৫	২২
১৭	হিমাচল প্রদেশ	০·৩১	০·৯২	১৬
১৮	ত্রিপুরা	০·২৬	০·৩৪	১৯
১৯	মণিপুর	০·১৮	০·৭৩	১৭
২০	নাগাল্যাণ্ড	০·০৮	০·৫৪	১৮
২১	পণ্ডিচেরী	০·০৮	০·০২	২৪
২২	নেফা	০·০৮	২·৬৭	১৪
২৩	সিকিম	০·০৪	০·২৪	২১
২৪	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	০·০২	০·২৭	২০
২৫	দাদরা ও নগরহাভেলি	০·০১	০·০২	২৩
২৬	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	০·০১	০·০০১	২৫

ভারত এবং ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা

ভারত রাজ্য	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট স্ত্রীলোক	প্রতি ১০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের হার
ভারত	৪৩,৩৫,৯২,০৮২	২২,৬২,৯৩,৬২৯	২১,২৯,৪১,৪৬২	৯৪১
অন্ধ্র প্রদেশ	৩,৫৯,৮৩,৪৪৭	১,৮১,৬১,৬৭১	১,৭৮,২১,৬৭৬	৯৮১
আসাম	১,১৮,৭২,৭৭২	৬৩,২৮,১২৯	৫৫,৪৪,৬৪৩	৮৭৬
বিহার	৪,৬৪,৫৫,৬১০	২,৩৩,০১,৪৪৯	২,৩১,৫৪,১৬১	৯৯৪
গুজরাট	২,০৬,৩৩,৩৫০	১,০৬,৩৩,৯০২	৯৯,৯৯,৪৪৮	৯৪০
জম্মু ও কাশ্মীর	৩৫,৬০,৯৭৬	১৮,৯৬,৬৩৩	১৬,৬৪,৩৪৩	৮৭৮
কেরালা	১,৬৯,০৩,৭১৫	৮৩,৬১,৯২৭	৮৫,৪১,৭৮৮	১,০২২
মধ্যপ্রদেশ	৩,২৩,৭২,৪০৮	১,৬৫,৭৮,২০৪	১,৫৭,৯৪,২০৪	৯৫৩
মাদ্রাজ	৩,৩৬,৮৬,৯৫৩	১,৬৯,১০,৯৭৮	১,৬৭,৭৫,৯৭৫	৯৯২
মহারাষ্ট্র	৩,৯৫,৫৩,৭১৮	২,০৪,২৮,৮৮২	১,৯১,২৪,৮৩৬	৯৩৬
মহীশূর	২,৩৫,৮৬,৭৭২	১,২০,৪০,৯২৩	১,১৫,৪৫,৮৪৯	৯৫৯
উড়িষ্যা	১,৭৫,৪৮,৮৪৬	৮৭,৭০,৫৮৬	৮৭,৭৮,২৬০	১,০০১
পাঞ্জাব	২,০৩,০৬,৮১২	১,০৮,৯১,৫৭৬	৯৪,১৫,২৩৬	৮৬৪
রাজস্থান	২,০১,৫৫,৬০২	১,০৫,৬৪,০৮২	৯৫,৯১,৫২০	৯০৮
উত্তর প্রদেশ	৭,৩৭,৪৭,৪০১	৩,৮৬,৩৪,২০১	৩,৫১,১২,২০০	৯০৯
পশ্চিমবঙ্গ	৩,৪৯,২৬,২৭৯	১,৮৫,৯৯,১৪৪	১,৬৩,২৭,১৩৫	৮৭৮
নাগাল্যাণ্ড	৩,৬৯,২০০	১,৯১,০২৭	১,৭৮,১৭৩	৯৩৩

কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য অঞ্চলসমূহ

অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট স্ত্রীলোক	প্রতি ১০০০ পুরুষে স্ত্রীলোকের হার
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৬৩,৫৪৮	৩৯,৩০৪	২৪,২৪৪	৬১৭
দিল্লী	২৬,৫৮,৬১২	১৪,৮৯,৩৭৮	১১,৬৯,২৩৪	৭৮৫
হিমাচল প্রদেশ	১৩,৫১,১৪৪	৭,০২,৬৯৭	৬,৪৮,৪৪৭	৯২৩
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	২৪,১০৮	১১,৯৩৫	১২,১৭৩	১,০২০
মণিপুর	৭,৮০,০৩৭	৩,৮৭,০৫৮	৩,৯২,৯৭৯	১,০১৫
ত্রিপুরা	১১,৪২,০০৫	৫,৯১,২৩৭	৫,৫০,৭৬৮	৯৩২
দাদরা ও নগরহাভেলি	৫৭,৯৬৩	২৯,৫২৪	২৮,৪৩৯	৯৬৩
গোয়া, দমন, দিউ	৬,২৬,৯৭৮	৩,০২,৯৫৩	৩,২৪,০২৫	১,০৭০
নেফা	৩,৩৬,৫৫৮	১,৭৭,৬৮০	১,৫৮,৮৭৮	৮৯৪
পণ্ডিচেরী	৩৬৯,০৭৯	১,৮৩,৩৪৭	১,৮৫,৭৩২	১,০১৩
সিকিম	১,৬২,১৮৯	৮৫,১৯৩	৭৬,৯৯৬	৯০৪

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট শিক্ষিত ব্যক্তি এবং শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা (১৯৬১ সেন্সাস)

ভারত রাজ্য	মোট শিক্ষিত ব্যক্তি	মোট শিক্ষিতপুরুষ	মোট শিক্ষিত স্ত্রীলোক	প্রতি হাজারে শিক্ষিত পুরুষ	প্রতি হাজারে শিক্ষিত স্ত্রীলোক
ভারত	১০,৫৩,৩৩,২৮১	৭,৭৮,২৮,১৬৩	২,৭৫,০৫,১১৮	৩৪৪	১২৯
অন্ধ্র প্রদেশ	৭৬,২৬,৫২৭	৫৪,৮২,৩৩৩	২১,৪৪,১৯৪	৩০২	১২০
আসাম	৩২,৪৮,০৫৫	২৩,৬১,৭২৪	৮,৮৬,৩৩১	৩৭৩	১৬০
বিহার	৮৫,৪৭,৮৪৫	৬৯,৫০,৯৬৭	১৫,৯৬,৮৭৮	২৯৮	৬৯
গুজরাট	৬২,৮৩,২৫৬	৪৩,৭৩,৩৭৩	১৯,০৯,৮৮৩	৪১১	১৯১
জম্মু ও কাশ্মীর	৩,৯২,৭৬১	৩,২১,৮২১	৭০,৯৩৪	১৭০	৪৩
কেরালা	৭৯,১৯,২২০	৪৫,৯৬,২৬৫	৩৩,২২,৯৫৫	৫৫০	৩৮৯
মধ্যপ্রদেশ	৫৫,৪৪,৮৬২	৪৪,৮১,৪৫৪	১০,৬৩,৪০৮	২৭০	৬৭
মাদ্রাজ	১,০৫,৮০,৬১৬	৭৫,৩২,৩২৩	৩০,৪৮,২৯৩	৪৪৫	১৮২
মহারাষ্ট্র	১,১৭,৯৩,০৭০	৮৫,৮৮,৬৫৭	৩২,০৪,৪১৩	৪২০	১৬৮
মহীশূর	৫৯,৯০,৫৮৫	৪৩,৫২,৪২৮	১৬,৩৮,১৫৭	৩৬১	১৪২
উড়িষ্যা	৩৮,০১,২০৫	৩০,৪২,০০৪	৭,৫৯,২৪১	৩৪৭	৮৬
পাঞ্জাব	৪৯,১৭,৩৯৬	৩৫,৯১,১৭৭	১৩,২৬,২১৯	৩৩০	১৪১
রাজস্থান	৩০,৬৫,৫৬৮	২৫,০৪,৯৮৩	৫,৬০,৫৮৫	২৩৭	৫৮
উত্তরপ্রদেশ	১,৩০,১৩,১৮৩	১,০৫,৪৬,৭৯৫	২৪,৬৬,৫৮৮	২৭৩	৭০
পশ্চিমবঙ্গ	১,০২,২৫,৬৬৪	৭৪,৫৪,০০৬	২৭,৭১,৬৫৮	৪০১	১৭০
নাগাল্যাণ্ড	৬৬,১১৭	৪৫,৯১৭	২০,২০০	২৪০	১১৩

কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য অঞ্চল

আন্দামান ও নিকোবর	২১,৩৭২	১৬,৬৭৫	৪,৬৯৭	৪২৪	১৯৪
দিল্লী	১৪,০২,২৯৮	৯,০৪,৮০১	৪,৯৭,৪৯৭	৬০৮	৪২৫
হিমাচলপ্রদেশ	২,৩১,৬৬৪	১,৯১,১৩৯	৪০,৫২৫	২১২	৬২
লাক্কাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	৫,৬১০	৪,২৭৩	১,৩৩৭	৩৫৮	১১০
মণিপুর	২,৩৭,২৭৬	১,৭৪,৬৫৬	৬২,৬২০	৪৫১	১৫৯
ত্রিপুরা	২,৩১,১৮৮	১,৭৫,০৬০	৫৬,১২৮	২৯৬	১০২
দাদরা ও নগর-হাভেলি	৫,৪৯৫	৪,৩৪২	১,১৫৩	১৪৭	৪১
গোয়া, দমন, দিউ	×	×	×	×	×
নেফা	২৪,২৬০	২১,৮৭৯	২,৩৮১	১২৩	১৫
পণ্ডিচেরী	১,৩৮,১৪৯	৯২,৩৮৪	৪৫,৭৬৫	৫০৪	২৪৬
সিকিম	১৯,৯৯৯	১৬,৭২১	৩,২৭৮	১৯৬	৪৩

ভারতীয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলে শিক্ষিতের হার

১৯৬১ সালে ক্রমিক স্থান	রাজ্য/কেন্দ্রীয় অঞ্চল	প্রতি ১০০ জনে শিক্ষিত ১৯৬১	প্রতি ১০০ জনে শিক্ষিত ১৯৫১	১৯৫১ সালে ক্রমিক স্থান
১	দিল্লী	৫২৭	৩৮৪	২
২	কেরালা	৪৬৮	৪০৭	১
৩	পণ্ডিচেরী	৩৭৪	×	×
৪	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীঃপুঃ	৩৩৬	২৫৮	৩
৫	মাদ্রাজ	৩১৪	২০৮	৭
৬	গুজরাট	৩০৫	২৩১	৫
৭	মণিপুর	৩০৪	১১৪	১৬
৮	মহারাষ্ট্র	২৯৮	২০৯	৬
৯	পশ্চিমবঙ্গ	২৯৩	২৪০	৪
১০	আসাম	২৭৪	১৮৩	৯
১১	মহীশূর	২৫৪	১৯৩	৮
১২	পাঞ্জাব	২৪২	১৫২	১২
১৩	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	২৩৩	১৫২	১৩
১৪	উড়িষ্যা	২১৭	১৫৮	১০
১৫	অন্ধ্র প্রদেশ	২১২	১৩১	১৪
১৬	ত্রিপুরা	২০২	১৫৫	১১
১৭	বিহার	১৮৪	১২২	১৫
১৮	নাগাল্যাণ্ড	১৭৯	১০৪	১৮
১৯	উত্তর প্রদেশ	১৭৬	১০৮	১৭
২০	হিমাচল প্রদেশ	১৭১	৭৭	২১
২১	মধ্য প্রদেশ	১৭১	৯৮	১৯
২২	রাজস্থান	১৫২	৮৯	২০
২৩	সিকিম	১২৩	৭৩	২২
২৪	জম্মু ও কাশ্মীর	১১০	×	×
২৫	দাদরা ও নগরহাভেলি	৯৫	×	×
২৬	নেফা	৭২	×	×

ভারতের প্রধান ভাষা ভাষীদের সংখ্যা

ভাষা	(দশ লক্ষের সমষ্টিতে)	ভাষা	(দশ লক্ষের সমষ্টিতে)
হিন্দি, উর্দু, হিন্দুস্থানী ও পাঞ্জাবী	১৪৯.৯	গুজরাটী	১৬.৩
তেলেগু	৩৩.০	কানাড়া	১৪.৫
মারাঠা	২৭.০	মালায়ালাম	১৩.৪
তামিল	৫.২৬	উড়িয়া	১৩.২
বাংলা	২৫.১	আসামী	৫.০

ভারতীয় রাজ্যসমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, হিন্দু, জৈন, মুসলমান ও শিখদের সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রাজ্য	বৌদ্ধ	খ্রীষ্টান	হিন্দু	জৈন	মুসলমান	শিখ
অন্ধ্র প্রদেশ	৬,৭৫৩	১,৪২৮,৭২৯	৩১,৮১৪,০২৫	৯,০১২	২,৭১৫,৩২১	৮,৫৬৩
আসাম	৩৬,৫১৩	৭৬৪,৫৫৩	৭,৮৮৪,৯২১	৯,৪৬৮	২,৭৬৫,৫০৯	৯,৬৮৬
বিহার	২,৮৮৫	৫০২,১৯৫	৩৯,৩৪৭,০৫০	১৭.৫৯৮	৫,৭৮৫,৬৩১	৪৪.৪১৩
গুজরাট	৩,১৮৫	৯১,০২৮	১৮,৩৫৬,০৬১	৪০৯,৭৫৪	১,৭৪৫,১০৩	৯,৬৪৬
জম্মু ও কাশ্মীর	৪৮,৩৬০	২,৮৪৮	১,০১৩,১৯৩	১,৪২৭	২,৪৩২,০৬৭	৬৩.০৬৯
কেরালা	২২৮	৩.৫৮৭,৩৬৫	১০,২৮২,৫৮৮	২,৯৬৭	৩,০২৭,৬৩৯	৮২২
মধ্য প্রদেশ	১১৩,৩৬৫	১৮৮,৩১৪	৩০,৪২৫,৭৯৮	২৪৭,৯২৭	১,৩১৭,৬১৭	৬৫,৭১৫
মাদ্রাজ	৭৭৭	১,৭৬২,৯৫৪	৩০,২৯৭,১১৫	২৮,৩৫০	১,৫৬০,৪১৪	২,৫৬৭
মহারাষ্ট্র	২৭,৮৯,৫০১	৫৬০,৫৯৪	৩২,৫৩০,৯০১	৪৮৫,৬৭২	৩,০৩৪,৩৩২	৫৭,৬১৭
মহীশূর	৯,৭৭০	৪৮৭,৫৮৭	২০,৫৮২,৮৫৩	১৭৪,৩৬৬	২,৩২৮,৩৭৬	৩,২৮৭
উড়িষ্যা	৪৫৪	২০১,০১৭	১৭,১২৩,১৯৪	২ ২৯৫	২১৫,৩১৯	৫,০৩০
পাঞ্জাব	১৪,৮৫৭	১৪৯,৮৩৪	১২,৯৩০,০৪৫	৪৮,৭৫৪	৩৯৩,৩১৪	৬,৭৬৯,১২৯
রাজস্থান	৭৫৯	২২,৮৬৪	১৮,১৩২,৬৯০	৪০৯,৪১৭	১,৩১৪,৬১৩	২৭৪,১৯৮
উত্তর প্রদেশ	১২,৮৯৩	১০১,৬৪১	৬২,৪৩৭,৩১৩	১২২,১০৮	১০,৭৮৮,০৮৯	২৮৩,৭৩৭
পশ্চিমবঙ্গ	১০৯,২০৫	২০১,৮৫৪	২৭,৫৪২,৭৯৪	২৬,৯৭৩	৬,৯৭১,২৮৭	৩৪,৩৪২
দিল্লী	৫,৪৬৬	২৯,২৬৯	২,২৩৪,৫৯৭	২৯,৫৯৫	১৫৫,৪৫৩	২০৩,৯১৬
নাগাল্যাণ্ড	৪২	১৯৫,৫৮৮	৩৪,৬৭৭	২৬৩	৮৯১	২৫৫

গ্রাম, শহর এবং গ্রামবাসী ও শহরবাসীর সংখ্যা

ভারত রাজ্য	গ্রামের সংখ্যা বসতিপূর্ণ	বসতিহীন	মোট শহরের সংখ্যা	মোট গ্রামবাসী	মোট শহরবাসী
ভারত	৫,৬৭,১৬৯	৫৪,৮৫১	২,৬৯০	৩৫,৯৭,৭২,১৬৫	৭,৮৮,৩৫,৯৩৯
আসাম	২৫,৭০২	১,৫৬৫	৬০	১,০৯,৫৯,৭৪৪	৯,১৩,০২৮
অন্ধ্র প্রদেশ	২৭,০৮৪	১,৯১৩	২২৩	২,৯৭,০৮,৯৩৯	৬২,৭৪,৫০৮
বিহার	৬৭,৬৬৫	১০,২৯৪	১৫৩	৪,২৫,৪১,৬৯০	৩৯,১৩,৯২০
গুজরাট	১৮,৫৮৪	৪৩৩	১৮১	১,৫৩,১৬,৭২৬	৫৩,১৬,৬২৪
জম্মু ও কাশ্মীর	৬,৫৫৯	১৬৭	৪৩	২৯,৬৭,৬৬১	৬,৯৩,৩১৫
কেরালা	১,৫৭৪	১	৯২	১,৪৩,৪৯,৫৭৪	২৫,৫৪,১৪১
মধ্য প্রদেশ	৭০,৪১৪	৬,৪২৯	২১৯	২,৭৭,৪৫,১৭৪	৪৬,২৭,২৩৪
মাদ্রাজ	১৪,১২৪	৬১৫	৩৩৮	২,৪৬,৯৬,৪২৫	৮৯,৯০,৫২৮
মহারাষ্ট্র	৩৫,৮৫১	৩,০৫০	২৬৫	২,৮৩,৯১,১৫৭	১,১১,৬২,৫৬১
মহীশূর	২৬,৩৭৭	২,৯৭২	২৩০	১,৮৩,২০,২১৯	৫২,৬৬,৪৯৩
উড়িষ্যা	৪৬,৪৬৬	৫,৬৫৯	৬২	১,৬৪,৩৯,১৯৬	১১,০৯,৬৫০
পাঞ্জাব	২১,২৬৯	১,৪৬৮	১৮৭	১,৬২,১৮,২১৭	৪০,৮৮,৫৯৫
রাজস্থান	৩২,২৪০	২,২৮৮	১৪৫	১,৬৮,৭৪,১২৪	৩২,৮১,৪৭৮
উত্তর প্রদেশ	১,১২,৬২৪	১২,৭২০	২৭৫	৬,৪২,৬৬,৫০৬	১৪,৭১,৮৯৫
পশ্চিমবঙ্গ	৩৮,৫৩০	৩,৫৯০	১৮৪	২,৬৩,৮৫,৪৩৭	৮৫,৪০,৮৪২
নাগাল্যাণ্ড	৮১৪	১৪	৩	৩,৫০,০৪৩	১৯,১৫৭

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহ

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩৯৯	১৩	১	৪৯,৪৭৩	১৪,০৭৫
দিল্লী	২৭৬	২৪	৩	২,৯৯,২০৪	২৩,৫৯,৪০৮
হিমাচল প্রদেশ	১০,৪৩৮	১,২৬৯	১৩	১২,৮৭,২১৬	৬৩.৯২৮
লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	১০	৯	×	২৪,১০৮	××
মণিপুর	১,৮৬৬	৪২	১	৭,১২,৩২০	৬[illegible],৭১৭
ত্রিপুরা	৪,৯৩২	৩৫৪	৬	১০,২৯,০০৮	১,০২,৯৯৭
দাদরা ও নগরহাভেলি	৭২	×	×	৫৭,৯৬৩	×
গোয়া, দমন, দিউ	×	×	×	×	×
নেফা	২,৪৫১	×	×	৩,৩৬,৫৫৮	×
পণ্ডিচেরী	৩৮৮	×	৫	২,৮০,০৮২	৮৮,৯৯৭
সিকিম	৪৫০	২	১	১,৫৫,৩৪১	৬,৮৪৮

লক্ষাধিক অধিবাসীপূর্ণ ভারতীয় নগরীসমূহ

অন্ধ্রপ্রদেশ	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। হায়দরাবাদ	১২,৫১,১১৯
২। বিজয়ওয়াদা	২,৩০,৩৯৭
৩। গুন্টুর	১,৮৭,১২২
৪। বিশাখাপত্তনম্	১,৮২,০০৪
৫। ওয়ারাঙ্গাল্	১,৫৬,১০৬
৬। রাজামুন্দ্রী	১,৩০,০০২
৭। কাকিনাদ	১,২২,৮৬৫
৮। এলুরু	১,০৮,৩২১
৯। নেলোর	১,০৬,৭৭৭
১০। বন্দর	১,০১,৪১৭
১১। কুর্ণুল	১,০০,৮১৫
আসাম	
১। শিলং (ক্যান্টনমেন্ট নংথিমাই, মাওলাই সহ)	১,০২,৩৯৮
২। গৌহাটি	১,০০,৭০৭
বিহার	
১। পাটনা	৩,৬৪,৫৯৪
২। জামশেদপুর	৩,২৮,০৪৪
৩। গয়া	১,৫১,১০২
৪। ভাগলপুর	১,৪৩,৮৫০
৫। রাঁচী	১,৪০,২৫৩
৬। মজফরপুর	১,০৯,০৪৮
৭। দ্বারভাঙ্গা	১,০৩,০১৬
গুজরাট	
১। আহমেদাবাদ	১২,০৬,০০১
২। বরোদা	২,৯৮,৩৯৮
৩। সুরাট	২,৮৮,২০৬
৪। রাজকোট	১,৯৪,১৪৫
৫। ভবনগর	১,৭৬,৪৭৩
৬। জামনগর	১,৪৮,৫৭২
জম্মু ও কাশ্মীর	
১। শ্রীনগর	২,৯৫,০৮৪
২। জম্মু	১,০২,৭৩৮

কেরালা	জনসংখ্যা (১৯৬১)
১। ত্রিবান্দ্রাম	২,৩৯,৮১৫
৭। কালিকট	১,৯২,৫২১
৩। আলোপ্পি	১,৩৮,৮৩৪
৪। এর্ণাকুলাম	১,১৭,২৫৩
মধ্যপ্রদেশ	
১। ইন্দোর	৩,৯৪,৯৪১
২। জব্বলপুর	২,৬৭,০১৪
৩। গোয়ালিয়র	৩,০০,৫৮৭
৪। ভূপাল	২,২২,৯৪৮
৫। উজ্জয়িনী	১,৪৪,১৬১
৬। রায়পুর	১,৩৯,৭৯২
৭। দ্রুগ	১-৩৩,১৩৯
৮। সাগর	১,০৪,৬৭৬
মাদ্রাজ	
১। মাদ্রাজ	১৭,২৯,১৪১
২। মাদুরাই	৪,২৪,৮১০
৩। কৈম্বাটুর	২,৮৬,৩০৫
৪। তিরুচিরাপল্লী	২,৪৯,৮৬২
৫। সালেম	২,৪৯,১৪৫
৬। তুতিকোরিন	১,২৪,২৩০
৭। ভেলোর	১,১৩,৭৪২
৮। থাঞ্জাভুর	১,১১,০৯৯
৯। নাগেরকয়েল	১,০৬,২০৭
মহারাষ্ট্র	
১। বৃহত্তর বোম্বাই	৪১,৫২,০৫৬
২। পুণা*	৫,৯৭,৫৬২
৩। নাগপুর	৬,৪৩,৩৫৯
৪। সোলাপুর*	৩,৩৭,৫৮৩
৫। নাসিক	১,৩১,১০৩
৬। কোলাহ্‌পুর	১,৮৭,৪৪২
৭। অমরাবতী	১,৩৭,৮৭৫
৮। মালেগাঁও	১,২১,৪০৮
৯। আহমদনগর	১,১৯,০২০
১০। আকোলা	১,১৫,৭৬০
১১। উল্লাস নগর	১,০৭,৭৬০
১২। থানা*	১,০১,১০৭

* কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকার লোকসংখ্যা।

যদি বিলের প্রস্তাব প্রথম তপশীলের 'ক' বা 'খ' খণ্ডে বর্ণিত কোন রাজ্য বা রাজ্যসমূহের সীমানার বা নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উক্ত বিল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলীর মতামত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারণের পূর্বে বিলটি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪। ২ ও ৩ নং ধারার উল্লিখিত কোন আইনে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে, যদ্দ্বারা প্রয়োজন মত ১ম ও ৪র্থ তপশীলের সংশোধন করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাদিসহ এইরূপ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা থাকিবে, যাহা সংসদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ নাগরিকতা

৫। এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় যাহারা ভারতীয় রাজ্যসংঘের অধিবাসী ছিল এবং (ক) যাহাদের ভারতে জন্ম হইয়াছে, (খ) যাহাদের পিতা বা মাতা কেহ ভারতে জন্মিয়াছে, (গ) এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা অন্যূন ৫ বৎসর যাবৎ ভারতে বাস করিয়াছে,—এইরূপ সকল ব্যক্তিই ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইতে ভারতে চলিয়া আসিলে এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সময় তাহাকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদি—(ক) সে নিজে, বা তাহার পিতামাতা, কিংবা তাহার পিতামহ ও পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতে জন্মিয়া থাকে, (খ) (/০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তদবধি নিয়মিতরূপে ভারতেই বাস করিতেছে, অথবা (খ) (৵০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে বা তাহার পরে ভারতে আসিয়াছে, সে যদি এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্বে ভারত-সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পদাধিকারীর বরাবর নির্ধারিত 'ফরমে' বিধিমতে দরখাস্ত করার ফলে তৎকর্তৃক ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেস্টারীভুক্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করার ঠিক পূর্ববর্তী অন্যূন ৬ মাস ভারতীয় এলাকায় বসবাস না করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকে এইরূপভাবে রেজেস্টারীভুক্ত করা যাইবে না।

৭। ৫ ও ৬ নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, যে ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের

১লা মার্চ তারিখের পরে ভারত হইতে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে, সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে না।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়া আবার পুনর্বসতি বা স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রদত্ত কোন পারমিট-বলে ভারতে চলিয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির উপর এই ধারার কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না। পক্ষান্তরে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই ৬নং ধারার 'খ' দফার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২২শে জুলাই-এর পরে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৮। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বা যাহার পিতামাতা কিংবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতীয় এলাকায় জন্মিয়াছিল, অথচ উক্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ ভারতের বাহিরে বাস করে, সে যথাযথরূপে আবেদন করার ফলে তথাকার কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যদি তাহাকে ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেস্টারীভুক্ত করিয়া থাকেন।

৯। যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়া থাকে, তবে সে ৫নং ধারার বলে ভারতীয় নাগরিক হইতে পারিবে না, কিংবা ৬নং বা ৮নং ধারা অনুযায়ী ভারতের নাগরিক হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তৃতীয় ভাগ : মৌলিক অধিকারসমূহ

(১) সমতার অধিকার

১৪। রাষ্ট্র কাহাকেও আইনের কাছে সমতার অধিকার বা সমান সুবিধা-ভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না।

১৫। (১) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানকে হেতু-রূপে ধরিয়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। (২) কোন ব্যক্তি তাহার ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণবশতঃ নিম্ন-বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনরূপ অক্ষমতা বা বাধার সম্মুখীন হইবে না: (ক) দোকান, সাধারণ ভোজনাগার ও সাধারণ আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহে প্রবেশের অধিকার; অথবা (খ) সম্পূর্ণ বা অংশতঃ রাষ্ট্রের অর্থে সংরক্ষিত এবং সাধারণের ব্যবহারে উৎসর্গিত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা ও সাধারণের আশ্রয়স্থল-

সমূহে প্রবেশের অধিকার। (৩) রাষ্ট্র কর্তৃক নারী বা শিশুদের কল্যাণে কোন ব্যবস্থা করার পক্ষে এই ধারা প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৬। (১) সকল নাগরিকের পক্ষেই রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান সুবিধা থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্ম, জন্মস্থান ও বাসস্থানের কারণবশতঃ রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত হইবে না বা তাহার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। (৩) প্রথম তপশীলে বর্ণিত কোন রাজ্যে বা তদন্তর্গত কোন স্থানীয় বা অপর কর্তৃপক্ষের অধীন কোন এক শ্রেণীর বা একাধিক শ্রেণীর চাকুরিতে ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বসবাসের আবশ্যকতা সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক আইন রচনায় এই ধারার কোন কিছু অন্তরায় হইবে না। (৪) রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, কোন অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিক রাষ্ট্রাধীন চাকুরিতে উপযুক্ত সংখ্যায় বহাল নাই, তবে তাহাদের জন্য রাষ্ট্র চাকুরি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু তাহার অন্তরায় হইবে না। (৫) কোন আইনে যদি এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, কোন ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা পরিচালক সমিতির সভ্য বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বী হইবে, তবে তাহা কার্যকরী করার পক্ষে এই ধারার কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৭। অস্পৃশ্যতার বিলোপ করা হইল এবং কোনভাবে ইহার প্রতিপালন নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতা-হেতু কোন অযোগ্যতা বজায় রাখিলে, তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

১৮। (১) সামরিক বা বিদ্যাবত্তার সম্মানবোধক নহে—এরূপ কোন উপাধি রাষ্ট্র দান করিতে পারিবে না। (২) কোন ভারতীয় নাগরিক কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) স্বাধীনতার অধিকার

১৯। (১) প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকার থাকিবেঃ (ক) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হইবার অধিকার, (গ) কোন সমিতি বা মণ্ডল গঠন, (ঘ) ভারতের সকল অঞ্চলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা, (ঙ) ভারতের যে কোন অংশে বাস করা, (চ) সম্পত্তি-অর্জন বা রক্ষণ বা বিক্রয়, (ছ) যে কোন পেশাগ্রহণ বা বৃত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালন। (২) মিথ্যা অপবাদ, মানহানি বা আদালত-অবমাননা, অথবা শালীনতা ও নীতিবোধের পরিপন্থী, কিংবা যাহা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ

করে—এইরূপ বিষয় সম্পর্কে চালু কোন আইনের প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়নে ১ দফায় 'ক' উপদফার কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। (৩) ১ম দফার "খ" উপদফায় যে-সকল অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, জনস্বার্থের খাতিরে তাহার উপর যুক্তিসংগত বাধানিষেধ আরোপ করিয়া কোন চালু-আইন প্রয়োগ করিলে বা নূতন আইন প্রণয়ন করিলে উক্ত দফার উক্ত উপদফায় বর্ণিত কোন কিছু বাধা সৃষ্টি করিবে না। (৪) ১ম দফার 'গ' উপদফায় বর্ণিত অধিকার সাধারণের স্বার্থে যুক্তিসংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন চালু আইন প্রয়োগ করিতে বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত দফার আলোচ্য উপদফার বর্ণিত কোন কিছু অন্তরায় হইবে না। (৫) জনসাধারণের বা তপশীলভুক্ত কোন উপজাতির (Tribe) স্বার্থে ১ম দফার 'ঘ' 'ঙ' ও 'চ' উপদফায় প্রদত্ত অধিকার সংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন বর্তমান আইন প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত উপদফাসমূহের কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। (৬) ১ম দফার 'ছ' উপদফায় প্রদত্ত অধিকার জনস্বার্থের জন্য সংগতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন বর্তমান আইন প্রয়োগে বা নূতন আইন প্রণয়নে উক্ত উপদফার কোন কিছু বাধা দিতে পারিবে না, বিশেষতঃ কোন পেশা, বৃত্তি, ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য বিশেষ-ধরনের পেশাগত বা শিল্পগত গুণ নির্ধারণ করিয়া কোন বর্তমান আইনের প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত উপদফার কোন কিছু বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

২০। (১) প্রচলিত আইন লঙ্ঘন না করিলে কোন ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করা যাইবে না এবং কোন অপরাধ সম্বন্ধে প্রচলিত আইন কর্তৃক অনুমোদিত দণ্ড অপেক্ষা অধিক দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে না। (৩) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা যাইবে না।

২১। আইনতঃ সিদ্ধ কোন ব্যবস্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তির প্রাণ বা স্বাধীনতা হরণ করা যাইবে না।

২২। (১) যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ না জানাইয়া কোন ধৃত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না, অথবা তাহার ইচ্ছামত কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ বা তদ্দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না (২) প্রত্যেক ধৃত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাতায়াতের সময় বাদ দিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম

তাহাদের থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার হেতু কেহ রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইবে না।

৩০। (১) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনের অধিকার থাকিবে। (২) ধর্মের ভিত্তিতেই হউক, অথবা ভাষার ভিত্তিতেই হউক, 'সংখ্যালঘু'-সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত বলিয়াই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না।

(৭) সম্পত্তির অধিকার

৩১। (১) আইনের ক্ষমতা ব্যতীত কাহাকেও তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। (২) কোন আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ না থাকিলে উক্ত আইনের বলে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা কোন বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কার্যে অধিকার করা যাইবে না। (৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ২নং দফার উল্লিখিত কোন আইন প্রণীত হইলে, তাহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাখা হইবে, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কার্যকরী হইবে না।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান লাভের অধিকার

৩২। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ কার্যকরী করার জন্য যথাবিহিত উপায়ে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (Supreme Court) শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। (২) এইভাগে যে সমস্ত অধিকার প্রদত্ত হইল তাহা কার্যকরী করার জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয় যথাযোগ্যভাবে সকল আদেশ নিষেধাজ্ঞা বা লেখ জারী করিতে পারিবে।

৩৩। সৈন্যবাহিনী বা শৃঙ্খলারক্ষার্থ নিযুক্ত বাহিনীর লোকেরা যাহাতে যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদন বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহ তাহাদের সম্পর্কে কতদূর সঙ্কুচিত বা বাতিল করা হইবে, তাহা সংসদ আইন করিয়া স্থির করিবে।

৩৪। এই ভাগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ যাহাই থাকুক না কেন, সংসদ আইন করিয়া কেন্দ্রের বা কোন রাজ্যের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে, ভারতের কোন স্থানে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন কার্যের জন্য দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে পারে বা

অনুরূপ অঞ্চলে সামরিক বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, শাস্তি, বাজেয়াপ্তকরণে আদেশ বা অন্য কোন কার্য বৈধ বলিয়া অনুমোদন করিতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি (চতুর্থভাগ)

৩৭। এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলী কোন বিচারালয় কর্তৃক প্রযুক্ত হইবে না সত্য, কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত নীতিগুলিকে দেশ শাসন ও আইন রচনার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

৩৮। রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিবে, যাহাতে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে।

৩৯। রাষ্ট্র বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য তাহার নীতি পরিচালনা করিবেঃ (ক) নারীপুরুষনির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই জীবিকার্জনের অধিকার থাকিবে; (খ) জাতির বাস্তব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এইরূপ ভাবে বণ্টিত হইবে, যাহাতে সাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়; (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-পরিচালনার ফলে যেন সাধারণের ক্ষতি করিয়া ধন ও উৎপাদন-পন্থা কোথাও কেন্দ্রীভূত না হয়; (ঘ) নারীপুরুষনির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাইবার অধিকার থাকিবে; (ঙ) নারী ও পুরুষশ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং বালক-বালিকাদের অপরিণত বয়সের অসদ্ব্যবহার করা চলিবে না এবং নাগরিকগণ যেন অভাবের তাড়নায় তাহাদের বয়স ও শক্তির প্রতিকূল কোন কার্য করিতে বাধ্য না হয়; (চ) কৈশোর ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

৪০। গ্রাম্য পঞ্চায়েতসমূহ গঠন করিয়া তাহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে, যেন তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের অঙ্গস্বরূপ কার্য করিতে পারে।

৪১। রাজ্য আপন আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে সকলেই কার্যের ও শিক্ষালাভের অধিকার লাভ করে এবং কর্মহীনতা, বার্ধক্য, পীড়া, অসামর্থ্য ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত অভাবের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিবে।

৪২। কর্ম সম্পাদনের পরিবেশ যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত হয় এবং প্রসূতিকে সাহায্য দান করা হয়, রাজ্য তাহার ব্যবস্থা করিবে।

৪৩। শ্রমিকের কর্ম, মজুরী ও অন্যান্য সুখসুবিধা রক্ষার্থ ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

৪৪। ভারতে সর্বত্র নাগরিকগণ যাহাতে একই প্রকার শাসনবিধি লাভ করে রাষ্ট্র তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

৪৫। এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ১০ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র ১৪ বৎসর বয়স্ক সকল বালকবালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করিবে।

৪৬। রাষ্ট্র জনগণের অপেক্ষাকৃত দুর্বল শ্রেণীসমূহের, বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত জাতি ও আদিবাসীসমূহের শিক্ষা ও অর্থনৈতক স্বার্থ বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিবে এবং তাহাদিগকে শোষণ ও সামাজিক অবিচার হইতে রক্ষা করিবে।

৪৭। রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানকে প্রাথমিক কর্তব্যরূপে জ্ঞান করিবে এবং বিশেষতঃ চিকিৎসার কেন্দ্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে ক্ষতিকর মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করিবে।

৪৮। রাষ্ট্র কৃষক ও পশুপালক শ্রেণীকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিবে এবং বিশেষতঃ উন্নত শ্রেণীর পশুশাবক সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং গো, গোবৎস ও অন্যান্য দুগ্ধবতী ও শকটবাহী পশুহত্যা নিবারণে চেষ্টা করিবে।

৪৯। সংসদ শিল্পকুশলতার নিদর্শনস্বরূপ যে সকল বস্তুকে ও ইতিহাসে প্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, স্থান বা জিনিসকে আইনের দ্বারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বস্তু বলিয়া ঘোষণা করিবে, সেগুলিকে ক্ষতি, বিকৃত ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা এবং উহাদের স্থানান্তর বা বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৫০। সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক করার ব্যবস্থা করিবে।

৫১। রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যত্নবান হইবে : (ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা ; (খ) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্বন্ধ বজায় রাখা ; (গ) সুসংহত জাতিসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক ব্যবহারে আন্তর্জাতিক আইন এবং সন্ধি ও চুক্তির বাধ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ; (ঘ) মধ্যস্থতার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধ-মীমাংসায় উৎসাহ দান।

রাষ্ট্রসংঘ (পঞ্চমভাগ)

১ম পরিচ্ছেদ—শাসন বিভাগ

৫২। ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি (President) থাকিবেন।

৫৩। (১) রাজ্যসংঘের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অধীন পদাধিকারিগণের (Officers) মারফত এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। (২) পূর্ববর্তী ব্যবস্থার সাধারণ নীতি ক্ষুণ্ণ না করিয়া দেশরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব (Supreme Command) রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তাহার প্রয়োগ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। (৩) কোন রাজ্যের সরকারের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর হস্তান্তর করা বা বিধিদ্বারা রাষ্ট্রপতি ব্যতীত অপর কোন অধিকারীর (authority) হাতে ক্ষমতা অর্পণে সংসদকে বাধাদান করা এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য নহে।

৫৪। (ক) (খ) সংসদের উভয় সভার (House) নির্বাচিত সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন।

৫৬। (১—ক, খ, গ) (২) কার্যারম্ভের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর কাল তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তিনি স্বীয় হস্তাক্ষরে লিখিতভাবে উপরাষ্ট্রপতিকে জানাইয়া তাঁহার পদত্যাগ করিতে পারেন; রাষ্ট্রপতিকে শাসনতন্ত্র অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ৬১ নং ধারায় বর্ণিত উপায়ে তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে; রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না-করা পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। উপরাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত পদত্যাগপত্রের বিষয় অবিলম্বে তিনি লোকসভার অধ্যক্ষের (Speaker) গোচরীভূত করিবেন।

৫৭। যে ব্যক্তি একবার রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন, তিনি শাসনতন্ত্রের অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে উক্ত পদে পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

৫৮। (১—ক, খ, গ) (২) যে ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক নহেন, যাঁহার বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর নহে বা যিনি লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচনের যোগ্য নহেন, তিনি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না।

৫৯। (১) (২) (৩) রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভার বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। যদি অনুরূপ কোন সদস্যপদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের তারিখে উক্ত সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করিবেন না।

৬০। (১) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অভিযোগ সংসদের যে কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবে। (২—ক, খ) এইরূপ অভিযোগ করিতে হইলে প্রস্তাব উত্থাপনের অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ দিতে হইবে এবং উক্ত নোটিশে সভার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। অনুরূপ প্রস্তাব সভার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। (৩) যখন সংসদের কোন একটি সভায় উক্ত অভিযোগ উত্থাপিত হইবে, তখন অপর সভা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে এবং রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার প্রতিনিধি এই অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। (৪) যদি অনুসন্ধানের ফলে সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি অপসারিত হইবেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬৩। ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকিবেন।

৬৪। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার (Council of States) সভাপতি হইবে এবং তিনি অপর কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। যে সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন, সে সময় তিনি রাজ্যসভার সভাপতি থাকিবেন না এবং উক্ত সভাপতির প্রাপ্য বেতন, ভাতা ইত্যাদি ভোগ করিতে পারিবেন না।

৬৬। (১) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সভার সদস্যগণের সম্মিলিত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব রীতি অনুসারে একক সংক্রমণীয় ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত হইবেন। (২) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। অনুরূপ সদস্য উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে কার্যভার গ্রহণের সময় উক্ত সদস্যপদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩—ক, খ, গ) ভারতীয় নাগরিক বা অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক না হইলে বা রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে, কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না।

(৪) যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন বেতনযুক্ত কার্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৬৭। (ক) (খ) (গ) উপরাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর স্বপদে বহাল থাকিবেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে স্বহস্তে লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। রাজ্যসভার তৎকালীন সকল সদস্যের বেশীর ভাগ সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং লোকসভা তাহা অনুমোদন করিলে, উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে।

৭১। (১) (২) (৩) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও বিতর্ক সম্পর্কে সর্বোচ্চ বিচারালয় অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিবে। উক্ত বিচারালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি পদে ব্যক্তির নির্বাচন নাকচ করা হয়, তবে নাকচ করিবার পূর্বে তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যাবলী বাতিল হইবে না।

মন্ত্রিপরিষদ্

৭৪। (১) রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ্ থাকিবে এবং প্রধান মন্ত্রী তাহার নেতা থাকিবেন। (২) মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দিয়াছেন কিনা এবং কিরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন করা চলিবে না।

৭৫। (১) রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন। (২) রাষ্ট্রপতির আস্থা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মন্ত্রীগণ স্বপদে বহাল থাকিবেন। মন্ত্রিপরিষদ্ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) কার্যভার গ্রহণের পূর্বে মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির পরিচালনায় নিজ নিজ কার্যের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিবেন। শপথের খসড়া ৩য় তপশীলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (৫) কোন সময়ে কোন মন্ত্রী যদি একাদিক্রমে ৬ মাস সংসদের কোন সভারই সদস্য না থাকেন, তবে উক্ত ৬ মাস অতীত হইলে তিনি মন্ত্রী থাকিবেন না।

সরকারী কার্য-পরিচালনা

৭৭। ভারত সরকারের শাসন বিভাগের সকল কার্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হইবে। (২) রাষ্ট্রপতির নামে যে সমস্ত আদেশ ও নির্দেশনামা জারী ও কার্যকরী করা হয়, তাহা তৎকর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে তাঁহার দ্বারা প্রমাণ

করাইয়া লইতে হইবে এবং ঐরূপ কোন আদেশ বা নির্দেশনামা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত নহে—এই যুক্তিতে তৎসম্বন্ধে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না। (৩) ভারত সরকারের কার্য সুবিধাজনকভাবে সম্পাদনের জন্য এবং উক্ত কার্য মন্ত্রিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে নিয়মাবলী রচনা করিতে হইবে।

৭৮। প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্য হইবে: (ক) রাজ্যসঙ্ঘের কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রীপরিষদের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানান; (খ) কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে সকল তথ্য তলব করিবেন, সেগুলি সরবরাহ করা; (গ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োজনবোধে এরূপ কোন বিষয় মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপিত করা, যে সম্পর্কে জনৈক মন্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু পরিষদে তাহা বিবেচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: সংসদ (Parliament)

৭৯। ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘের একটি সংসদ থাকিবে; তাহা রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা (House of the People) ও রাজ্যসভা (Council of States) নামক দুইটি সভা লইয়া গঠিত হইবে।

৮০। (১) রাজ্যসভা এইভাবে গঠিত হইবে: রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জন সদস্য মনোনীত হইবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি-মনোনীত সদস্যগণের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ-সেবা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৮১। লোকসভায় অনধিক ৫০০ জন সদস্য থাকিবেন এবং তাঁহারা রাজ্যসমূহের ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত ও গঠিত করিতে হইবে, এবং অনুরূপ প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য সদস্য সংখ্যা এমনভাবে বণ্টন করা হইবে, যেন প্রতি ৭½ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অন্যূন একজন এবং প্রতি ৫ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অনধিক একজন করিয়া সদস্য থাকেন।*

৮৩। (১) রাজ্যসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না, কিন্তু প্রতি দ্বিতীয় বর্ষান্তে সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা সম্পাদিত ব্যবস্থানুযায়ী এক তৃতীয়াংশ বা উহার কাছাকাছি সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করিবেন। (২) লোকসভা ইহার প্রথম

* এই ধারাটি ১৯৫২ সালে সংশোধন করার ফলে "প্রতি ৭½ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অন্যূন একজন এবং" এই কথাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১ সালের মে মাসে ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের হার রদবদলের জন্য ইহা করার আবশ্যক হইয়াছিল।

অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর চালু থাকিবে, যদি তৎপূর্বেই ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হয়। উক্ত ৫ বৎসরের শেষে লোকসভার বিলুপ্তি হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। ব্যবস্থা থাকে যে, কোন জরুরী অবস্থা-জ্ঞাপক ঘোষণা বিদ্যমান থাকাকালে সংসদ আইন করিয়া লোকসভার অয়ুষ্কাল এককালে অনধিক এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে এবং উক্ত ঘোষণা রহিত হইবার পর কোনক্রমেই উক্ত অয়ুষ্কাল ৬ মাসের বেশী বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

৮৪। সংসদের আসনলাভ করিতে হইলে সেই ব্যক্তি (ক) ভারতীয় নাগরিক হইবেন, (খ) রাজ্যসভায় প্রবেশের জন্য অন্যূন ৩৫ বৎসর এবং লোকসভায় প্রবেশের জন্য অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন এবং (গ) সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য গুণের অধিকারী হইবেন।

৮৫। (১) সংসদের উভয় গৃহের অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আহ্বান করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী অধিবেশন শেষ হইবার অনধিক ৬ মাসের মধ্যেই পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। (২) ১নং ধারার ব্যবস্থাদি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি সময় সময় এরূপ স্থানে বা কালে উভয় সভার বা যে কোন সভার অধিবেশন আরম্ভ করিতে পারিবেন, যাহা তিনি উচিত মনে করিবেন, সংসদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

৮৮। প্রত্যেক মন্ত্রী ও ভারতের মহান্যায়বাদী (Attorney General) সংসদের যে কোন সভার কিংবা উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনে, এবং তিনি সংসদের কোন কমিটির সভ্য মনোনীত হইলে, উক্ত কমিটির বৈঠকে বক্তৃতা-দানের বা কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার পাইবেন, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের বলে ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

৯৩। লোকসভা, যত শীঘ্র সম্ভব, সভার দুইজন সদস্যকে অধ্যক্ষের (Speaker) ও উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) নির্বাচন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যখনই যাঁহার পদ শূন্য হইবে তখন লোকসভা পুনরায় নির্বাচন করিবে।

৯৪। লোকসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি লোকসভার সদস্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে; অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে এবং উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়া যে-কোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। লোকসভার সদস্যদের অধিকাংশের গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ব্যবস্থা

থাকে যে, অন্যূন ১৪ দিনের নোটিশ না দিয়া এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিবে না।

১০০। সংসদ অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সংসদের যে কোন সভার সদস্যসংখ্যার এক দশমাংশ উপস্থিত থাকিলেই 'কোরাম' হইবে। যদি কোনও সময়ে 'কোরাম' না হয়, তবে অধ্যক্ষ বা সভাপতি সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবেন বা 'কোরাম' না হওয়া পর্যন্ত সভা বন্ধ রাখিবেন।

১০১। (১) কোন ব্যক্তি সংসদের উভয় সভার সদস্য নির্বাচিত হইলে, তাঁহাকে যে কোন একটি সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে। (২) কোন ব্যক্তি একই কালে সংসদ ও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য হইতে পারিবেন না। (৩) যদি বিনা অনুমতিতে কোন সদস্য ৬০ দিনের সকল অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তবে সংসদ তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

১০৩। কোন সদস্য-সম্পর্কে অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠিলে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের জন্য তাহা উল্লিখিত হইবে; রাষ্ট্রপতি ইলেকশন কমিশনের মতামত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

১০৪। যদি কোন ব্যক্তি শপথ গ্রহণের পূর্বেই সংসদে আসন গ্রহণ করে বা ভোট দেয়, অথবা যদি সে জানে যে, উহার সদস্যপদের যোগ্যতা তাহার নাই, সংসদের কোন আইন অনুসারে তাহার অনুরূপ আচরণ করার অধিকার নাই তবে প্রত্যেক দিন আসন গ্রহণের জন্য তাহাকে ৫০০৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড করা যাইবে এবং এই অর্থ রাষ্ট্রের নিকট ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য।

১০৫। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষে সদস্যগণ সংসদে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন; সংসদে কোন উক্তি করার জন্য বা ভোট প্রদানের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে না।

১১১। কোন 'বিল' সংসদে গৃহীত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা হইবে এবং তিনি ঐ 'বিল' অনুমোদন করিলেন বা অনুমোদন স্থগিত রাখিলেন তাহা ঘোষণা করিবেন।

১১২। (১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আর্থিক বৎসরের জন্য ভারত সরকারের অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ সংসদের নিকট উপস্থাপিত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

১২০। সংসদের কার্যপ্রণালী হিন্দী বা ইংরাজীতে পরিচালিত হইবে।

ব্যবস্থা থাকে যে, রাজ্যসভার সভাপতি বা লোকসভার অধ্যক্ষ কোন সদস্য ইংরাজী বা হিন্দীতে সম্যক্‌ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা দিতে পারেন।

১২১। সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) বা হাইকোর্টের বিচারপতির কোন আচরণ সম্পর্কে সংসদে কোন আলোচনা হইবে না। কেবল বিচারপতির অপসারণ প্রার্থনা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন উত্থাপন করার সময়েই উহা করা চলিবে।

১২২। রীতিনীতির কোন ত্রুটির অজুহাতে সংসদের কোন কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে কোন আপত্তি করা চলিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

১২৩। কেবল যখন সংসদের উভয় সভার অধিবেশন চলিতেছে, সে সময় ছাড়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, এমন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তবে তিনি তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনানুরূপ অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারিবেন। অত্র বর্ণিত অর্ডিন্যান্স সংসদকৃত আইনের মতই হইবে, কিন্তু সংসদের উভয় সভাতেই অর্ডিন্যান্সটি উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সংসদের পুনরধিবেশনের ৬ সপ্তাহ পরে উহার অবসান ঘটিবে। রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে উহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : রাজ্যসংঘের বিচার বিভাগ

১২৪। ভারতে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) থাকিবে এবং তাহা একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ৭ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কোন বিচারপতি স্বহস্তে রাষ্ট্রপতিকে লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। ভারতের নাগরিক না হইলে এবং নিম্নলিখিত গুণাবলী না থাকিলে কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতি হইতে পারিবেন না : (ক) অন্যূন ৫ বৎসর কোন হাইকোর্টের কিংবা পর পর দুই বা ততোধিক অনুরূপ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন, (খ) কোন হাইকোর্টে অন্ততঃ ১০ বৎসর এড্‌ভোকেট ছিলেন এবং (গ) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হওয়া চাই। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন এইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের কোন

আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কাহারও পক্ষে ওকালতি কিংবা অন্য কোন কার্য করিতে পারিবেন না।

১৩১। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা সাপেক্ষ নিম্নবর্ণিত বিরোধের ক্ষেত্রসমূহে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারের মৌলিক অধিকার থাকিবে: (ক) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে, অথবা (গ) এক পক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অপর পক্ষে এক বা একাধিক রাজ্য, অথবা (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে।

১৩২। (১) যদি ভারতের কোন হাইকোর্ট কর্তৃক কোন মামলায় এই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঘটিত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়, তবে সেই হাইকোর্ট কর্তৃক দেওয়ানী, ফৌজদারী, বা অন্য কোন মামলায় প্রদত্ত রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে। (২) হাইকোর্ট উক্ত সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিলে, সর্বোচ্চ বিচারালয় যদি মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঘটিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে ঐ মামলার রায়, ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার অনুমতি দান করিতে পারে।

১৩৩। ভারতে অবস্থিত কোন হাইকোর্ট নিম্নলিখিত মর্মে সার্টিফিকেট দিলে দেওয়ানী মামলায় তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে: (ক) মামলার বিষয়-বস্তুর আর্থিক পরিমাণ বা মূল্য ২০ হাজার টাকা বা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অনুরূপ, অথবা (খ) যে রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অনুরূপ মূল্যের সম্পত্তি-সম্পর্কিত দাবীর সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা (গ) বিষয়টি সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীলযোগ্য।

১৩৪। কোন ফৌজদারী মামলায় কোন হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা যাইতে পারে: (ক) যদি কোন হাইকোর্ট আপীলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ নাকচ করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা (খ) যদি হাইকোর্ট নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা স্বয়ং বিচারার্থ তুলিয়া আনে এবং উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে কিংবা (গ) যদি হাইকোর্ট মামলাটি আপীলযোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দেয়।

১৩৬। এই পরিচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, সর্বোচ্চ বিচারালয় আপন বিবেচনায় যে-কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতি দান করিতে পারিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সশস্ত্র বাহিনী-সম্পর্কিত বিচারালয় বা ট্রাইবুন্যালের রায়, আদেশ বা দণ্ডাদেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য নহে।

১৪১। সর্বোচ্চ বিচারালয় কর্তৃক ঘোষিত আইন ভারতের অন্যান্য বিচারালয়ের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

রাজ্যসমূহ (ষষ্ঠভাগ)

দ্রষ্টব্য : [মূল শাসনতন্ত্রের ষষ্ঠভাগে 'ক' শ্রেণীভুক্ত ৯টি রাজ্যের শাসন-বিধি বর্ণিত হইয়াছিল এবং ৭ম ও ৮ম ভাগে যথাক্রমে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য-গুলির শাসন বিধির ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে 'ক' 'খ' ও 'গ' প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ বিলোপ করিয়া ১৪টি সমশ্রেণীভুক্ত রাজ্যে একজাতীয় শাসনবিধি প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট নামক তুইটি এবং ১৯৬২ সালে নাগাল্যাণ্ড নামক আরও একটি নূতন রাজ্য গঠনের ফলে বর্তমানে ভারতীয় অঙ্গরাজ্যসমূহের সংখ্যা ১৬টি। 'শাসনতন্ত্রের সংশোধন' অধ্যায়ে এই পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা হোক, উক্ত শাসনবিধির চুম্বক নিম্নে দেওয়া হইল—সঃ বঃ]

(১৫২-১৬২) রাজ্যপাল : প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকিবেন। পাঁচ বৎসরের মেয়াদে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন। রাজ্যপাল ভারতের নাগরিক ও অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তিনি বিধানসভা বা বিধানপরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না বা বেতনযুক্ত কোন কার্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যের সমুদয় শাসনক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি তাহা শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বয়ং বা অধীনস্থ পদাধিকারীর মারফত প্রয়োগ করিবেন। বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে তিনি জরুরী অবস্থাবোধে অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। কিন্তু বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হওয়ামাত্র উক্ত অর্ডিন্যান্স বিধান সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে; বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ৬ মাস পরে উহার অবসান ঘটিবে। রাজ্যপাল যে-কোন সময়ে উহা প্রত্যাহার করিতে পারেন।

(১৬২-১৬৩) মন্ত্রিপরিষদ্ : রাজ্যপালকে তাঁহার কার্য সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য এবং পরামর্শ দানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রি-

পরিষদ্ থাকিবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রিকে নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন। রাজ্যপালের আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকা পর্যন্ত মন্ত্রিগণ স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন। ব্যবস্থা থাকে যে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উপজাতীয় অধিবাসীদের কল্যাণ সাধনের জন্য ঐ সকল রাজ্যে একজন করিয়া মন্ত্রী থাকিবেন।

(১৬৮-২১২) **বিধানমণ্ডল:** প্রতি রাজ্যে একটি বিধানমণ্ডলী থাকিবে। বিহার, বোম্বাই*, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর ২টি সভা থাকিবে, একটির নাম বিধানসভা ও অপরটির নাম বিধান পরিষদ। অবশিষ্ট রাজ্যসমূহে একমাত্র বিধানসভা থাকিবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা বিধানসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। প্রতি ৭৫,০০০ লোকপিছু একজন সদস্য থাকিবেন। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা কোনক্রমেই ৫ শতকের অধিক বা ৬০ জনের কম হইবে না। সাধারণতঃ, বিধানসভা উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর চালু থাকিবে—যদি পূর্বেই উহার বিলোপ সাধন না করা হয়। জরুরী ঘোষণা বর্তমান থাকিলে বিধানসভার আয়ুষ্কাল সংসদ আইন করিয়া এক দফায় একবৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু জরুরী অবস্থা অবসানের পর উক্ত মেয়াদ কোনক্রমেই ৬ মাসের অধিক বাড়ান যাইবে না। বিধানসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন। বিধান পরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন উপ-সভাপতি নির্বাচন করিবেন। কোন একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভা ও বিধান পরিষদের দক্ষতা, অধিকার ও কার্যপদ্ধতি যথাক্রমে লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রায় অনুরূপ।

(২১৪-২৩২) **হাইকোর্ট:** প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবে। উহার প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিবেন। প্রত্যেক হাইকোর্ট ইহার এলাকাভুক্ত সমস্ত নিম্ন-আদালতের কার্য-তত্ত্বাবধানে অধিকারী থাকিবেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক (একাদশ ভাগ)

(২৪৫-২৫৫) সংসদ ভারতের সকল বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করিতে পারিবে এবং কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমগ্র

* প্রাক্তন বোম্বাই লইয়া বর্তমানে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে।

বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে। রাজ্যসংঘ ও রাজ্যসমূহ কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন রচনা করার অধিকারী তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য শাসনতন্ত্রের ৭ম তপশীলে ৩টি বিষয়সূচী সন্নিবেশ করা হইয়াছে। 'সংঘসূচী'র (Union list) অন্তর্গত ৯৭টি বিষয়ে সংসদ আইন রচনা করিবে, 'রাজ্যসূচী'র (State list) অন্তর্গত ৬৬টি বিষয় সম্পর্কে রাজ্য বিধানমণ্ডলী আইন রচনা করিতে পারিবে এবং 'সংযুক্ত সূচী' (Concurrent list) বলিয়া বর্ণিত ৪৭টি বিষয়ে সংসদ ও রাজ্য বিধানমণ্ডলী উভয়েই আইন রচনা করিতে পারিবে। উল্লেখ থাকে যে, রাজ্যসূচী ও সংযুক্ত সূচীতে উল্লিখিত হয় নাই এরূপ বিষয়ে কেবলমাত্র সংসদ আইন করিতে পারিবে। রাজ্য সভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণ যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জনস্বার্থের খাতিরে রাজ্যসূচীর কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের আইন করা প্রয়োজন, তবে উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকাকালে (ইহা এক বৎসর বলবৎ থাকিবে) সংসদ উক্ত বিষয়ে আইন রচনা করিতে পারিবে। উক্ত সিদ্ধান্তের মেয়াদ শেষ হইলে আবার এক বৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কোন আপৎকালীন ঘোষণা বিদ্যমান থাকিলে সংসদ রাজ্যসূচীর যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২৫৬-২৬৩) **প্রশাসনিক সম্পর্ক ঃ** সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এবং রাজ্যসংঘের ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় এই ভাবে প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। জাতীয় বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কোন রাজ্যকে নির্দেশদান করা রাজ্যসংঘের শাসনক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসংঘের শাসনক্ষমতাভুক্ত কোন বিষয় কোন রাজ্যের উপর শর্তাধীনে বা বিনাশর্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন। 'খ' শ্রেণীভুক্ত কোন রাজ্যের যদি এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে সেনাবাহিনী থাকিয়া থাকে, তবে সংসদ অন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ঐ সেনাবাহিনী রাখা চলিবে। কিন্তু উহা রাজ্যসংঘের সেনাবাহিনীর অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবে। ভারতের যে কোন অঞ্চলের যে কোন দেওয়ানী আদালতের রায় বা আদেশ ভারতের যে কোন স্থানে কার্যকরী করা যাইবে। একাধিক রাজ্যের অন্তর্বর্তী কোন নদ বা নদী-উপত্যকার ব্যবহার, বণ্টন বা নিয়ন্ত্রণ লইয়া কোন বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সংসদ আইন করিয়া সালিশীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

নির্বাচন (একাদশ ভাগ)

(৩২৪-৩২৯). সংসদ বা রাজ্য বিধানসভার সমুদয় নির্বাচন রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নির্বাচন সম্পর্কিত কোন সন্দেহ বা বিরোধের মীমাংসার জন্য 'ইলেকশন ট্রাইবুন্যাল' গঠন ইত্যাদি সকলকার্য পরিচালনার দায়িত্ব একটি 'ইলেকশন কমিশনে'র উপর ন্যস্ত থাকিবে।

নির্বাচনের জন্য আঞ্চলিক ভোটদাতাগণের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইবে উক্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার পক্ষে কোন ব্যক্তির ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গকে অযোগ্যতার কারণ বলিয়া ধরা হইবে না। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা-সমূহের নির্বাচনে ভোটদান করিতে হইলে এই সকল যোগ্যতা থাকা দরকার— ভারতীয় নাগরিক, অন্যূন ২১ বৎসর বয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক এবং যাহার চরিত্র অপরাধ, দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যকলাপহেতু কলঙ্কপূর্ণ নহে।

সরকারী ভাষা (সপ্তদশ ভাগ)

৩৪৩। (১) দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা ভারতীয় রাজ্যসংঘের সরকারী ভাষা হইবে। আন্তর্জাতিক অক্ষরে লিখিত ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যাসমূহ রাজ্যসংঘের সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইবে। (২) ১নং দফায় যাহাই থাকুক না কেন, শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সরকারী কার্যে পূর্বের ন্যায় ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করিয়া ইংরাজী ভাষা ছাড়াও সরকারী কার্যে হিন্দী ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন। (৩) এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত ১৫ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইবার পরেও সংসদ আইন করিয়া কোন নির্দিষ্ট কার্যের (যাহা উক্ত আইনে উল্লিখিত হইবে) জন্য ইংরাজী ভাষা বা দেবনাগরী গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৩৪৫। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলী আইন করিয়া উক্ত রাজ্যে চালু আছে এইরূপ এক বা একাধিক ভাষা কিংবা হিন্দী ভাষাকে রাজ্যের সরকারী কার্যে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রকাশ থাকে যে রাজ্যের বিধানমণ্ডলী আইন করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা না করিলে পূর্বের মত ইংরাজী ভাষাই ব্যবহৃত হইবে।

৩৪৮। এই ভাগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ যাহাই থাকুক না কেন, সংসদ আইন করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত (ক) সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট-

সমূহের সকল কার্যাদি, (খ) সংসদের ও রাজ্য বিধানমণ্ডলীতে যে বিল উপস্থাপিত হইবে, কিংবা সংসদ ও বিধানমণ্ডলী কর্তৃক যে সকল আইন প্রণীত হইবে, কিংবা রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও রাজ্যপ্রমুখগণ কর্তৃক যে সকল অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে, কিংবা এই শাসনতন্ত্রের অধীনে যে সকল আদেশ, নিয়ম, বিধান বা উপবিধি প্রচারিত হইবে তাহাদের মূল বয়ান ইংরাজী ভাষায় রচিত হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের যে ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে তাহার তালিকা শাসনতন্ত্রের ৮ম তপশীলে প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ভাষাগুলি হইতেছে—১। অসমীয়া ২। বাংলা। ৩। গুজরাটী। ৪। হিন্দী। ৫। কানাড়া। ৬। কাশ্মীরী। ৭। মালয়ালম। ৮। মারাঠী। ৯। উড়িয়া। ১০। পাঞ্জাবী ১১। সংস্কৃত। ১২। তামিল। ১৩। তেলেগু। ১৪। উর্দু।

বেতন, ভাতা ইত্যাদি (দ্বিতীয় তপশীল)

রাষ্ট্রপতি মাসিক ১০,০০০৲ টাকা ও প্রত্যেক রাজ্যপাল মাসিক ৫,৫০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। ইহা ব্যতীত ভারত ডোমিনিয়নের গভর্ণর জেনারেল যে সকল ভাতা ও সুখসুবিধা পাইয়া থাকিতেন রাষ্ট্রপতি তৎসমুদয় পাইবার অধিকারী হইবেন।

উক্ত ডোমিনিয়নের প্রাদেশিক গভর্ণরগণ যে সকল ভাতা ও সুখসুবিধা পাইতেন বর্তমান রাজ্যপালগণও তাহা পাইবার অধিকারী হইবেন।

ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে যে হারে বেতন দেওয়া হইত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রিগণও সেই হারেই বেতন পাইবেন। পূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ যে হারে বেতন পাইতেন বর্তমানে বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রিগণও সেই হারে বেতন পাইবেন।

সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রত্যেকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিকে মাসিক ৩,৫০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে এ পর্যন্ত উহার কতিপয় সংশোধন সাধন করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত সংশোধনসমূহের চুম্বক দেওয়া হইল।

১। **সংবিধান (১ম সংশোধন) আইন, ১৯৫১ঃ** ইহা দ্বারা শাসনতন্ত্রের ১৯ ও ৩১ ধারা দুইটির গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। ১৯নং ধারায় ভারতীয় নাগরিককে যে 'বাক্যের স্বাধীনতা' দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য উহার উপযুক্ত সংশোধন করা হয়। ৩১নং ধারায় প্রদত্ত 'সম্পত্তির অধিকার' সংশোধন করিয়া ৩১ক ও ৩১খ নামক দুইটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করা হয়।

২। **সংবিধান (২য় সংশোধন) আইন, ১৯৫২ঃ** এতদ্বারা ৮১নং ধারায় 'খ' দফাটির সংশোধন করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, লোক-সভায় "প্রতি ৭½ লক্ষ অধিবাসীর জন্য অন্যূন একজন এবং প্রতি ৫ লক্ষের জন্য অনধিক একজন জনপ্রতিনিধি থাকিবেন।" কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, উক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের আনুপাতিক হার পরিবর্তন করার আবশ্যক হয়। তদনুসারে "প্রতি ৭½ লক্ষ অধিবাসীর জন্য অন্যূন একজন এবং" এই কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে প্রতিনিধি নির্বাচন কেন্দ্রে জনসংখ্যার সর্বোচ্চ সংখ্যা বিলুপ্ত হয়

৩। **সংবিধান (৩য় সংশোধন) আইন, ১৯৫৪ঃ** এই সংশোধনের দ্বারা কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংযুক্ত সূচীতে সন্নিবেশ করা হয়।

৪। **সংবিধান (৪র্থ সংশোধন) আইন, ১৯৫৪ঃ** রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করা সম্পর্কে যে সকল আইনগত আপত্তি ওঠে তাহা খণ্ডন করার জন্যই আলোচ্য সংশোধন করা হয়।

৫। **সংবিধান (৫ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ঃ** ৩নং ধারার যে অংশে রাজ্যের সীমানা পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এতদ্বারা তাহার সংশোধন করা হইয়াছে।

৬। **সংবিধান (৬ষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ঃ** বিক্রয়কর সংগ্রহের আইন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সংশোধন করা হয়। ইহা দ্বারা সংঘসূচীতে '৯২ ক' নামক একটি নূতন বিষয় সন্নিবেশ এবং রাজ্যসূচীর ৫৪নং বিষয়টির সংশোধন করা হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা সংবিধানের ২৮৬ নং ধারাটিও সংশোধন করা হইয়াছে।

৭। **সংবিধান (৭ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ঃ** 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণীর রাজ্যের পার্থক্য লোপ করিয়া ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠন করা হইয়াছে।

লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫২০ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০০ জন সদস্য বিভিন্ন রাজ্য হইতে এবং অবশিষ্ট ২০ জন কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি হইতে আসিবেন। রাজ্য বিধানসভা সম্পর্কে নিয়ম করা হইয়াছে, যে, অনধিক ৫০০ এবং অন্যূন ৬০ জন সদস্য (যাঁহারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন) লইয়া বিধানসভা গঠিত হইবে। কোন রাজ্যের বিধান-পরিষদের সদস্য সংখ্যা উক্ত রাজ্যের বিধান সভার সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিক হইতে পারিবে না। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ অবসর গ্রহণের পর সুপ্রীমকোর্টে এবং যে হাইকোর্টে বিচারপতি ছিলেন সেই হাই-কোর্ট ব্যতীত অন্যান্য হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে পারিবেন। দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একই ব্যক্তিকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করা যাইবে।

৮। **সংবিধান (৮ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৯ঃ** সংবিধানের ৩৩৪নং ধারাটি সংশোধন করিয়া তপশীলী জাতি, তপশীলী উপজাতি এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়-এর জন্য লোকসভা ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় মনোনয়ন দ্বারা আসন সংরক্ষণের মেয়াদ ১৯৬০ সালের ২৬শে জানুয়ারী হইতে আরও দশ বৎসর বৃদ্ধি করা হয়।

৯। **সংবিধান (৯ম সংশোধন) আইন, ১৯৬০ঃ** ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে পশ্চিম-বঙ্গের বেরুবাড়ী অঞ্চল পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে সংবিধানের প্রথম তপশীলের সংশোধন করা হয়।

১০। **সংবিধান (১০ম সংশোধন) আইন, ১৯৬১ঃ** সংবিধানের এই সংশোধনের ফলে ভূতপূর্ব পর্তুগীজ অঞ্চল দাদরা ও নগর হাভেলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১১। **সংবিধান (১১শ সংশোধন) আইন, ১৯৬১ঃ** এতদ্বারা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য সংসদের উভয় সভার যুক্ত অধিবেশন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তা দূর করা হয় (৬৬নং ধারা)। এতদ্ব্যতীত এই সংশোধনের দ্বারা স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, নির্বাচক মণ্ডলীর কোন আসন শূন্য থাকার অজুহাতে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলা যাইবে না (৭১নং ধারা)।

১২। **সংবিধান (১২শ সংশোধন) আইন, ১৯৬২ :** এই সংশোধনের দ্বারা ২০শে ডিসেম্বর ১৯৬১, হইতে গোয়া, দমন ও দিউকে ভারতীয় রাজ্যসংঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ৮ম কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত করা হয়।

১৩। **সংবিধান (১৩শ সংশোধন) আইন, ১৯৬২ :** নাগাভূমি নামক ভারতের ১৬শ রাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই সংশোধন করা হয়।

১৪। **সংবিধান (১৪শ সংশোধন) আইন, ১৯৬২ :** কেন্দ্রীয় অঞ্চলে আইন সভা ও মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্দেশ্যে এই সংশোধন সাধন করা হয়। ইহার ফলে ত্রিপুরা, মণিপুর, হিমাচল প্রদেশ, গোয়া, দমন দিউ এবং পণ্ডিচেরিতে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা গঠিত হইবে।

১৫। **সংবিধান (১৫শ সংশোধন) আইন, ১৯৬৩ :** এই সংশোধনের ফলে হাইকোর্টে বিচারপতিদের বয়স সম্পর্কিত বিরোধে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির সহিত আলোচনাক্রমে ভারতের রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য করা হইবে। সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইলে বর্তমানে যে দীর্ঘসূত্রী কর্মপ্রণালী পালন করিতে হয়, রাষ্ট্রপতি তাহাও হ্রাস করিতে পারিবেন।

১৬। **সংবিধান (১৬শ সংশোধন) আইন, ১৯৬৩ :** এই সংশোধনের দ্বারা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্যের স্বার্থে রাজ্যসমূহকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রয়োগ সম্পর্কে যুক্তি সঙ্গত বাধা নিষেধ আরোপ করিতে আইন প্রণয়নের অধিকার দান করা হইয়াছে। এই আইনের দ্বারা সংবিধানের ১৯নং অনুচ্ছেদের ২ ও ৪নং ধারার সংশোধন করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ

রাষ্ট্রপতি : ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
উপরাষ্ট্রপতি : ডঃ জাকির হোসেন

ভারতের মন্ত্রিসভা

শ্রীজওহরলাল নেহরুর আকস্মিক পরলোক গমনের পর শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে। এই মন্ত্রিসভা ৯ই জুন, ১৯৬৪, শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

১। লালবাহাদুর শাস্ত্রী—প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও পারমাণবিক শক্তি
২। গুলজারীলাল নন্দ—স্বরাষ্ট্র
৩। টি. টি. কৃষ্ণমাচারী—অর্থ
৪। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী—তথ্য ও বেতার
৫। সর্দ্দার শরণ সিং—শিল্প (ভারী ইঞ্জিনীয়ারিং ও কারিগরী উন্নয়ন দপ্তর সহ)
৬। এস. কে. পাতিল—রেলওয়ে
৭। অশোককুমার সেন—আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা
৮। ওয়াই. বি. চ্যবন—প্রতিরক্ষা
৯। সঞ্জীব রেড্ডি—ইস্পাত ও খনি
১০। সি সুব্রহ্মণিয়ম—খাদ্য ও কৃষি
১১। হুমায়ুন কবীর—পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দ্রব্য
১২। সত্যনারায়ণ সিংহ—যোগাযোগ ও পার্লামেন্টারী বিষয়
১৩। এইচ. সি. দাসাপ্পা—সেচ ও বিদ্যুৎ
১৪। এম. সি. চাগলা—শিক্ষা
১৫। ডি. সঞ্জীবায়া—শ্রম ও কর্মসংস্থান
১৬। মহাবীর ত্যাগী—পুনর্বাসন

প্রতিমন্ত্রিগণ

১। মেহেরচাঁদ খান্না—পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ
২। মনুভাই শাহ্—বাণিজ্য (বস্ত্র শিল্প ও পাট সহ)
৩। নিত্যানন্দ কানুনগো—অসামরিক বিমান চলাচল
৪। রাজবাহাদুর—পরিবহণ (অসামরিক বিমান পরিবহণ বাদে)
৫। এস. কে. দে—সমাজ উন্নয়ন ও সমবায়

৬। ডাঃ সুশীলা নায়ার—স্বাস্থ্য
৭। জয়সুখলাল হাতী—স্বরাষ্ট্র
৮। শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন—পররাষ্ট্র
৯। কে. রঘুরামাইয়া—শিল্প মন্ত্রকের সরবরাহ দপ্তর
১০। ও. ভি. আলাগেশন—পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দ্রব্য
১১। ডঃ রামসুভগ সিং—রেলওয়ে
১২। আর. এম. হাজারনবিশ—শিক্ষা মন্ত্রকের সাংস্কৃতিক দপ্তর
১৩। ডঃ কে. এল. রাও—সেচ ও বিদ্যুৎ
১৪। বি. আর. ভগত—পরিকল্পনা
১৫। এ. এম. টমাস—প্রতিরক্ষা সামগ্রী উৎপাদন

উপমন্ত্রিগণ

১। ডঃ মনোমোহন দাস—পুনর্বাসন
২। শাহ্ নাওয়াজ খান—খাদ্য ও কৃষি
৩। এস. ভি. রামস্বামী—বাণিজ্য
৪। আমেদ মহীউদ্দীন—পরিবহণ
৫। বি. এস. মূর্তি—সমাজ উন্নয়ন ও সমবায়
৬। ললিতনারায়ণ মিশ্র—স্বরাষ্ট্র
৭। শ্রীমতী সুন্দরম রামচন্দ্রন—শিক্ষা
৮। ডি. আর. চ্যবন—খাদ্য ও কৃষি
৯। সি. আর. পট্টভি রমণ—তথ্য ও বেতার
১০। শ্রীমতী মারাগাথন চন্দ্রশেখর—সামাজিক নিরাপত্তা
১১। জগন্নাথ রাও—আইন
১২। শ্যাম নাথ—রেলওয়ে
১৩। ডঃ ডি. এস. রাজু—প্রতিরক্ষা
১৪। দীনেশ সিং—পররাষ্ট্র
১৫। বিভূদেন্দ্র মিশ্র—শিল্প
১৬। বি. সি. ভগবতী—যোগাযোগ
১৭। শ্যামধর মিশ্র—সেচ ও বিদ্যুৎ
১৮। প্রকাশচন্দ্র শেঠী—ইস্পাত ও খনি
১৯। রতনলাল কিশোরীলাল মালব্য—শ্রম ও কর্মসংস্থান
২০। ভক্তদর্শন—শিক্ষা

সচিবগণের তালিকা

রাষ্ট্রপতির সচিব—এস. দত্ত

রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব—মেজর জেনারেল ডি. জি. আর. রাজবাড়ে

রাজ্যসভার সচিব—বি. এন. ব্যানার্জি

লোকসভার সচিব—এম. এন. কাউল

লোকসভার যুগ্মসচিব—এস. এল. সাকধের

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য একান্ত সচিব—কে. রাম

মন্ত্রিসভার সচিব—এস. এস. খেরা

ভারত সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ :

১। বাণিজ্য ও শিল্প—এস. রঙ্গনাথন, ২। সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়—এম. আর. ভিডে, ৩। প্রতিরক্ষা—পি. ভি. আর. রাও, ৪। শিক্ষা—পি. এন. কিরপাল, ৫। বহির্বিষয়ক বিভাগ—(ক) প্রধান সচিব : আর. কে. নেহরু, (খ) বৈদেশিক বিষয় : এম. জে. দেশাই, (গ) কমনওয়েলথ : ওয়াই. ডি. গুণদেভিয়া, ৬। অর্থ—(ক) ব্যয় সংক্রান্ত : ভি. টি. দেহেজিয়া, (খ) আর্থিক বিষয় : এল. কে. ঝা, (গ) সমন্বয়—এস. ভূতলিঙ্গম, ৭। খাদ্য ও কৃষি—(ক) খাদ্য : ভি. শঙ্কর, (খ) কৃষি : জি. আর. কামাত, ৮। স্বাস্থ্য—আর. কে. রামধ্যায়ানী, ৯। স্বরাষ্ট্র—ভি. বিশ্বনাথন, ১০। তথ্য ও বেতার—মহারাজা নগেন্দ্র সিং, ১১। সেচ ও বিদ্যুৎ—ভি. নানজাপ্পা, ১২। শ্রম ও নিয়োগ—পি. এম. মেনন, ১৩। আইন—(ক) আইন ঘটিত বিষয় : বি. এন. লোকুর, (খ) আইনসভা সংক্রান্ত বিষয় : জি. আর. রাজাগোপাল, ১৪। তৈল ও রাসায়নিক দ্রব্য—কে. আর. দামলে, ১৫। সংসদীয় বিষয়—কৈলাস চন্দ্র, ১৬। রেলওয়ে—পি. সি. ম্যাথু, ১৭। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য—ডি. এস. যোশী, ১৮। ইস্পাত, খনি ও ভারী শিল্প—(ক) লৌহ ও ইস্পাত : এন. এন. ওয়াঞ্চু, (খ) ভারী শিল্প : এন. সুব্রামনিয়াম, (গ) খনি ও ধাতু : এন. সি. শ্রীবাস্তব, ১৯। পরিবহণ—জি. ভি. আয়ার, ২০। ডাক ও তার—এল. সি. জৈন, ২১। পূর্ত ও গৃহ নির্মাণ—প্রেমকৃষ্ণ এবং ২২। পুনর্বাসন—কে. পি. মেথ্‌রানি।

লোকসভা ঃ

স্পীকার ঃ সর্দার হুকুম সিং
ডেপুটি স্পীকার ঃ এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও

রাজ্যসভা ঃ

চেয়ারম্যান ঃ ডক্টর জাকির হোসেন
ডেপুটি চেয়ারম্যান ঃ শ্রীমতী ভায়োলেট আলভা

বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ

অন্ধ্র—পত্তম থানু পিল্লাই
আসাম—বিষ্ণু সহায়
উড়িষ্যা—এ. এন. খোসলা
উত্তর প্রদেশ—বিশ্বনাথ দাস
কেরালা—ভি. ভি. গিরি
গুজরাট—মেহ্‌দী নওয়াজ জঙ্গ
জম্মু ও কাশ্মীর—মহারাজা করণ সিং
পশ্চিমবঙ্গ—শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু
পাঞ্জাব—হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম
বিহার—অনন্তশয়নম্‌ আয়েঙ্গার
মধ্যপ্রদেশ—এইচ্‌. ভি. পটাশকর
মহীশূর—এস. এম. শ্রীনাগেশ
মহারাষ্ট্র—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত
মাদ্রাজ—জয়চামরাজা ওয়াদিয়া
রাজস্থান—সম্পূর্ণানন্দ
নাগাল্যাণ্ড—বিষ্ণু সহায়

বিভিন্ন রাজ্যের স্পীকারগণ

অন্ধ্র—বি. ভি. সুব্বারেড্ডি
আসাম—মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী
উড়িষ্যা—লিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী
উত্তর প্রদেশ—মদনমোহন বর্মা
কেরালা—আলেকজাণ্ডার-পরমবিঠারা
গুজরাট—এফ. এইচ. পালেজওয়ালা
জম্মু ও কাশ্মীর—গোলাম আহ্‌মদ রাজপুরী
পশ্চিমবঙ্গ—কেশবচন্দ্র বসু
পাঞ্জাব—হরবনস্‌ লাল
বিহার—লক্ষ্মীনারায়ণ সুধাংশু
মধ্য প্রদেশ—কুঞ্জিলাল দুবে
মহারাষ্ট্র—টি. এস. ভার্দে
মহীশূর—বৈকুণ্ঠ বালিগা
মাদ্রাজ—এস. চেল্লা পাণ্ডিয়ান
রাজস্থান—রামনিবাস মির্ধা
নাগাল্যাণ্ড—টি. এন. আঙ্গামি (অস্থায়ী)

সুপ্রীমকোর্ট

প্রধান বিচারপতি ঃ পি. বি. গজেন্দ্রগাদকর

বিচরপতিগণ ঃ (১) এম. হিদায়েতুল্লা, (২) কে. সি. দাশগুপ্ত, (৩) এস. জে. ইমাম, (৪) এস কে. দাশ, (৫) এস. এম. সিক্রী, (৬) এ. কে. সরকার, (৭) কে. সুব্বা রাও, (৮) কে. এন, ওয়াঞ্চু, (৯) জে. সি. শাহ, (১০) আর. দয়াল, (১১) এন. আর. আয়েঙ্গার, (১২) জে. আর, মুধোলকর ;

সামরিক বাহিনীর প্রধান

স্থল বাহিনীর প্রধান—জেনারেল জে. এন. চৌধুরী
নৌবাহিনীর প্রধান—ভাইস্ এ্যাড্মিরাল এ. ডি. সোমান্
বিমান বাহিনীর প্রধান—এয়ার মার্শাল এ. এম. ইঞ্জিনীয়ার*

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন

চেয়ারম্যান : বি. এন. ঝা

সভ্যগণ : (১) এ. টি. সেন, (২) এম. এল. চতুর্বেদী, (৩) এস. এইচ. জহির, (৪) জি. এস. মহাজনি, (৫) এ. ভি. রামস্বামী, (৬) এম. এ. ভেঙ্কটরমন্ নাইডু এবং (৭) বটুক সিং।

পরিকল্পনা কমিশন

চেয়ারম্যান : শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী

ডেপুটি চেয়ারম্যান : অশোক মেহ্তা

সভ্যগণ : (১) গুলজারীলাল নন্দ, (২) টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, (৩) শ্রীমান্ নারায়ণ, (৪) টি. এন. সিং, (৫) সর্দার শরণ সিং, (৬) পি. সি. মহলানবিশ, (৭) ত্রিলোক সিং, (৮) ভি. কে. আর. ভি. রাও, (৯) এম. এস. থ্যাকার এবং ১০। বলিরাম ভগৎ।

নির্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার : কে. ভি. কে. সুন্দরম্

ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার : পি. এস. সুব্রামনিয়াম

সেক্রেটারী : প্রকাশ নারায়ণ

সেন্সাস কমিশনার

অশোক মিত্র

অ্যাটর্নী জেনারেল

সি. কে. দপ্তরী

সলিসিটার জেনারেল

এইচ. এন. সান্যাল

*শীঘ্রই ইরাণে রাষ্ট্রদূতের কার্যভার গ্রহণ করিবেন।

বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
আফ্গানিস্তান	জে. এন. ধামিজা	রাষ্ট্রদূত
আলজেরিয়া	এস. এন. সেন	”
আর্জেন্টিনা	জেনারেল তারা সিং বল	”
অস্ট্রীয়া	পি. এন. হাসকর	”
বুলগেরিয়া	জে. এন. খোসলা	”
বেলজিয়াম	কে. বি. লাল	”
বোলিভিয়া	পি. রত্নম্	”
ব্রেজিল	ভিনসেণ্ট কোয়েলহো	”
ব্রহ্মদেশ	আর. ডি. কাটারি	”
কলম্বিয়া	পি. রত্নম্	”
কাম্বোডিয়া	এণ্টনি গ্রেভি মেনেসেস	”
চিলি	পি. রত্নম্	”
চীন	জে. এম. মেহ্তা	চার্জ-ডি-অ্যাফেয়ার্স
কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল)	ডি. এন. চ্যাটার্জি	”
কিউবা	এস. জে. এস. ছাতোয়াল	রাষ্ট্রদূত
চেকোশ্লোভাকিয়া	মোহন প্রকাশ মাথুর	”
ডেনমার্ক	কে. এম. কান্নামপিল্লি	”
ইথিওপিয়া	জে. কে. অটল	”
গিনি	জে. সি. কাকার	”
প্যারাগুয়ে	টি. এস. বল	”
পানামা	পি. এল. ভাণ্ডারী	”
ফিনল্যাণ্ড	খুব চাঁদ	”
ফ্রান্স	নবাব আলি জবরজঙ্গ বাহাদুর	”
মালাগাসি	এম. জি. রামচন্দ্রন	চার্জ-ডি-অ্যাফেয়ার্স
মালি	জে. সি. কাকার	রাষ্ট্রদূত
জার্মানী (পশ্চিম)	— — —	”
গ্রীস	আর. এস. মানি	”
হাঙ্গারী	এস. ভি. প্যাটেল	”
ইন্দোনেশিয়া	পি. এ. মেনন	

বৈদেশিক রাষ্ট্রে ভারতের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
ইরাণ	মীর্জা রসিদ আলি বেগ	রাষ্ট্রদূত
ইরাক	সাদাৎ আলি খাঁ	"
আয়ারল্যাণ্ড	জীবরাজ মেহ্‌তা	"
ইতালী	এস. এন. হাসকার	"
জাপান	লালজী মেহরোত্রা	"
জর্ডান	আই. এস. চোপরা	"
লাইবেরিয়া	জে. সি. কাকার	"
লুক্সেমবার্গ	কে. বি. লাল	"
লাওস	এস. বি. শাহ্‌	"
লেবানন	আই. এস. চোপরা	"
লিবিয়া	এম. এ. হুসেন	"
মেক্সিকো	পি. এল. ভাণ্ডারী	"
মঙ্গোলিয়া	জে. এস. মেহে্‌তা	"
মরক্কো	বি. কে. আচার্য	"
নেপাল	— —	"
নেদারল্যাণ্ডস্‌	রাজকৃষ্ণ ট্যাণ্ডন	"
নরওয়ে	আপ্পা বি. পন্থ	"
ফিলিপাইনস্‌	মহম্মদ সুলেমান সেইট	"
পোল্যাণ্ড	এল. আর. এস. সিং	"
রুমানিয়া	এম. পি মাথুর	"
সেনেগাল	এন. ভি. রাজকুমার	"
সোমালিয়া	এম. কে. কিদোয়াই	"
সুদান	এস. এস. আনসারি	"
সিরিয়া	আবিদ হাসান সাফ্রানি	"
সৌদী আরব	এম. এন. মাসুদ	"
স্পেন	এম. কে. খিসা	"
সুইডেন	খুব চাঁদ	"
সুইট্‌জারল্যাণ্ড	এম. এ. রৌফ	"

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
থাইল্যাণ্ড	নিরঞ্জন সিং গিল	রাষ্ট্রদূত
টিউনিশিয়া	বি. কে. আচার্য	"
তুরস্ক	কে. এল. মেহ্‌তা	"
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	এম. এ. হুসেন	"
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	বি. কে. নেহরু	"
সোভিয়েট রাশিয়া	টি. এন. কাউল	"
যুগোশ্লাভিয়া	আর. এস. মানি	"
অস্ট্রেলিয়া	বি. কে. মাস্মান্দ	হাই-কমিশনার
কানাডা	এ. কে. গুপ্ত (অস্থায়ী)	"
সাইপ্রাস	আই. এস. চোপরা	"
সিয়েরা লিওন	জে. সি. কাকার	"
সিংহল	বি. কে. কাপুর	"
ঘানা	জে. সি. কাকার	"
মালয়	যোগেন্দ্রকৃষ্ণ পুরী	"
টাঙ্গানাইকা	এম. এ. ভেল্লোডি	"
নাইজেরিয়া	পি. এন. হাসকার	"
নিউজিল্যাণ্ড	বি. কে. মাস্মান্দ	"
পাকিস্তান	গোপালস্বামী পার্থসারথি	"
ব্রিটেন	জীবরাজ মেহ্‌তা	"

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
আফগানিস্তান	সর্দার আলা জেনারেল মহম্মদ ওমর	রাষ্ট্রদূত
আর্জেন্টিনা	আর. ইচেপারেবোর্ডা	"
অস্ট্রিয়া	ডাঃ জর্জ স্কুর্মিবার্জার	"
বুলগেরিয়া	প্যাভেল পাস্কালেভ	চার্জ-ডি-অ্যাফেয়ার্স
বেলজিয়াম	আঁদ্রে ওয়েগুেলেন	রাষ্ট্রদূত

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
ব্রেজিল	মেরিও গিমারায়েভ	রাষ্ট্রদূত
ব্রহ্মদেশ	মহাথিরি থু ধাম্মা দ থিন কুয়ি	"
কাম্বোডিয়া	ভার কামেল	"
চিলি	লুই মেলো লেকারস	"
চীন	ইয়ে চেং-চেং-চাং	চার্জ-ডি-অ্যাফেয়ার্স
কলম্বিয়া	এম. এল. পুমারেজেন	রাষ্ট্রদূত
কিউবা	এম. এস. নভিগ্রড্	"
চেকোশ্লাভাকিয়া	ডঃ আইভান রোহাল ঈকিভ্	"
ডেনমার্ক	আর্ণে বোগ এণ্ডারসন	"
ইথিওপিয়া	ব্লাট্টা মেসফিন বেগাসেৎ	"
ফিনল্যাণ্ড	ভেলি হেলেনিয়াস	"
ফ্রান্স	জিন পল গারনিয়ার	"
জার্মানী (পশ্চিম)	জর্জ ফার্ডিনাণ্ড ডাকউইজ্	"
গ্রীস	জর্জ ওয়ারসামি	"
হাঙ্গারী	জানস নেগি	"
ইন্দোনেশিয়া	সুস্কা	"
ইরাণ	অবদুল হোসেন মাস্থদ আনসারি	"
ইরাক	সয়ীদ কে. হিন্দাবি	"
ইতালী	ডঃ জে. জি. ডেল গিয়ার্ডিনো	"
জাপান	কোটো ম্যাৎসুদাইরা	"
লাওস	সে. ভংসাউথি	চার্জ-ডি-অ্যাফেয়ার্স
মেক্সিকো	ও. পি. লোজানো	"
মঙ্গোলিয়া	সুমাদিন সেদেন দাম্বা	রাষ্ট্রদূত
মরক্কো	লাববি বেনামি	"
জর্ডান	ইসাউ হাসিম	"
নেপাল	নরপ্রতাপ থাপা	"
নেদারল্যাণ্ডস	জি. বি. ভন ব্রকল্যাণ্ড	"
নরওয়ে	হাকন নর্ড	"

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্রের নাম	প্রতিনিধির নাম	পদবী
ফিলিপাইনস্	মাউরো কালিনগ্ গো	রাষ্ট্রদূত
পোল্যাণ্ড	পি. অগ্রড্ জিনস্কি	"
রুমানিয়া	অউরেন আরডেলিন্থ	"
লাওস	সে.ভঙ্গ্ সাউথি	চার্জ-ডি-অ্যাফেয়ার্স
লেবানন	মহম্মদ হাফিজ	রাষ্ট্রদূত
সৌদী আরব	শেখ্ ইউসুফ আলফোজন	"
স্পেন	পি. গ্রেসিয়াওলে	"
সুদান	সৈয়দ এ. কে. মিরগণি	"
সুইডেন	ক্লাস বুক্	"
সুইট্জারল্যাণ্ড	জ্যাকুইস্ আলবার্ট কুট্টাট	"
সিরিয়া	আবিদ দাউদি	"
থাইল্যাণ্ড	চিত্তি সুচরিতকুল	"
তুরস্ক	সৈফুল্লা এসিন	"
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	আহ্মদ হাসান এল. ফেকি	"
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	চেষ্টার বোলস্	"
সোভিয়েট রাশিয়া	আইভান আলেক্জান্দ্রোভিচ বেনেডিক্টড	"
যুগোশ্লাভিয়া	রাদিভোজ উভালিক	"
অস্ট্রেলিয়া	স্যার জেমস্ প্লিনসল	হাই কমিশনার
কানাডা	চেষ্টার এ. রোনিং	"
সিংহল	এইচ. এস্. অমরসিঙ্ঘে	"
ঘানা	এস. কে. এনথং	
টাঙ্গানাইকা	ডেনিয়েল ম-ফিনাঙ্গা	"
মালয়	দাতো এস. চেল্ভাসিংগম ম্যাক্ ইন্টায়ার	"
নিউজিল্যাণ্ড	এফ. এইচ. টি. মালমাচে	"
নাইজেরিয়া	সিরিল. আই. ওবানেয়ি	"
পাকিস্তান	আর্শাদ হুসেন	"
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য	স্যার পল গোরবুথ	"

ভারতীয় সংসদ

লোকসভা ও রাজ্যসভা

ইতিপূর্বে 'ভারতের শাসনতন্ত্র' শীর্ষক অধ্যায়ে সংসদের উভয় সভার অর্থাৎ 'লোকসভা' ও 'রাজ্যসভা'র সংগঠন এবং সাংবিধানিক বিবরণসমূহ বিস্তারিত আলোচিত হইয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। এখানে লোকসভা ও রাজ্যসভার অন্যান্য তথ্যাদি উল্লিখিত হইল।

॥ লোকসভায় বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আসন সংখ্যা ॥

রাজ্য	আসন সংখ্যা	রাজ্য	আসন সংখ্যা
অন্ধ্র প্রদেশ	৪৩	উড়িষ্যা	২০
আসাম	১২	পাঞ্জাব	২২
বিহার	৫৩	রাজস্থান	২২
গুজরাট	২২	উত্তর প্রদেশ	৮৬
জম্মু ও কাশ্মীর	৬	পশ্চিমবঙ্গ	৩৬
কেরালা	১৮	দিল্লী	৫
মধ্য প্রদেশ	৩৬	হিমাচল প্রদেশ	৪
মাদ্রাজ	৪১	মণিপুর	২
মহারাষ্ট্র	৪৪	ত্রিপুরা	২
মহীশূর	২৬		মোট—৫০০

জম্মু ও কাশ্মীরের ৬টি আসনে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভার সুপারিসক্রমে সদস্য নিযুক্ত করিয়া থাকেন। উপরোক্ত ৫০০ আসন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমূহের জন্য লোকসভায় অনধিক আরও ২৫টি আসনে সভ্য মনোনীত করিতে পারেন। বর্তমান লোকসভায় এইরূপ মনোনীত সভ্যের সাংখ্যা ৯জন। নিম্নে তাহাদের তালিকা দেওয়া হইল।

॥ লোকসভার মনোনীত সভ্যগণ ॥

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ—১জন; লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি—১জন; দাদরা ও নগরহাভেলি—১জন; গোয়া-দমন-দিউ—২জন; উত্তরপূর্ব সীমান্ত এজেন্সী (নেফা)—১জন; নাগাল্যাণ্ড—১জন এবং এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের পক্ষে—২জন।

॥ লোকসভায় বিভিন্নদলের আসন সংখ্যা ॥

দল	আসন সংখ্যা	দল	আসন সংখ্যা
কংগ্রেস	৩৫৯	জনসংঘ	১৩
প্রজাসোস্খালিষ্ট	১২	স্বতন্ত্র	২৭
কম্যুনিষ্ট	৩৩	অন্যান্য	৩৩
সোস্খালিষ্ট	৭	নির্দলীয়	১৬
			মোট—৫০০

॥ রাজ্যসভায় বিভিন্ন রাজ্যের ও কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আসন সংখ্যা ॥

রাজ্যসভার সদভ্যগণ পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হন। বিধান সভার সভ্যগণ আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব প্রথায় একক সংক্রমনীয় ভোটের সাহায্যে তাহাদিগকে নির্বাচন করেন। এইরূপ নির্বাচিত সভ্যগণের সংখ্যা ২৩৮ পর্যন্ত হইতে পারিবে। ইহা ছাড়া রাষ্ট্রপতি ১২জন সভ্য মনোনীত করিতে পারিবেন। বর্তমান রাজ্য সভায় নির্বাচিত সভ্য সংখ্যা ২২৪ জন। নিম্নে বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা উল্লিখিত হইল।

রাজ্য	নির্বাচিত সভ্য সংখ্যা	রাজ্য	নির্বাচিত সভ্য সংখ্যা
অন্ধ্র প্রদেশ	১৮	পশ্চিমবঙ্গ	১৬
আসাম	৭	উড়িষ্যা	১০
বিহার	২২	পাঞ্জাব	১১
গুজরাট	১১	রাজস্থান	১০
জম্মু ও কাশ্মীর	৪	উত্তর প্রদেশ	৩৪
কেরালা	৯	দিল্লী	৩
মধ্য প্রদেশ	১৬	হিমাচল প্রদেশ	২
মাদ্রাজ	১৮	মণিপুর	১
মহারাষ্ট্র	১৯	ত্রিপুরা	১
মহীশূর	১২		মোট—২২৪

ভারতের রাজ্যসমূহ

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রের রূপ একাধিকবার পরিবর্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে ভারতীয় অঙ্গরাজ্যগুলির উপর দিয়াও নানা ভাঙাগড়ার স্রোত বহিয়া গিয়াছে। ১৯৫০ সালে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সময় ভারতে মোট ২৯টি অঙ্গরাজ্য গঠিত হইয়াছিল এবং গুরুত্ব অনুসারে রাজ্যগুলিকে 'ক', 'খ', 'গ', ও 'ঘ', এই চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছিল।

অতঃপর ১৯৫৬ সালে ভাষার ভিত্তিতে ভারতীয় রাজ্যগুলির সীমানা পুনর্বিন্যাস করা হয়। তখন 'ক' 'খ' 'গ' ও 'ঘ' প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ লোপ করিয়া মোট ১৪টি রাজ্যপাল শাসিত সমশ্রেণীর রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠন করা হয়।

১৯৬০ সালের মে মাসে প্রাক্তন বোম্বাই রাজ্যটিকে বিভক্ত করিয়া 'মহারাষ্ট্র' ও 'গুজরাট' নামক দুইটি নূতন রাজ্য গঠনের ফলে ভারতীয় রাজ্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫টি। অতঃপর 'নাগাভূমি' নামক আরও একটি রাজ্য জন্মলাভ করিয়াছে। ২৯শে আগষ্ট, ১৯৬২, লোকসভায় নাগাভূমি বিল গৃহীত হয় এবং ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৩ রাষ্ট্রপতি আনুষ্ঠানিক ভাবে এই রাজ্যটির উদ্বোধন করেন।

রাজ্য পুনর্বিন্যাসের সময় (১৯৫৬) ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল (Union Territory) গঠিত হইলেও বর্তমানে কেন্দ্রীয় অঞ্চলের সংখ্যা ৯টি। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে 'দাদরা ও নগরহাভেলি', 'গোয়া, দমন, দিউ' এবং 'পণ্ডিচেরী' ৩টি স্বতন্ত্র কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

ভারতের অঙ্গরাজ্যসমূহের নাম : অন্ধ্র, আসাম, উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ, কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, বিহার, মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর, মাদ্রাজ, রাজস্থান ও নাগাভূমি।

কেন্দ্রীয় অঞ্চলসমুহের নাম : দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ মিনিকয় ও আমিনদিবি, দাদরা ও নগরহাভেলি, গোয়া, দমন, দিউ এবং পণ্ডিচেরী।

বিশেষ অঞ্চল : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি (সংক্ষেপে 'নেফা') আইনতঃ আসামের অংশ হইলেও উহা একটি বিশেষ অঞ্চল বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে এই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

॥ আসাম রাজ্যের কর্ণধারগণ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীবিষ্ণু সহায়
মুখ্যমন্ত্রী : শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা
বিধানসভার স্পীকার : শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি : শ্রীগোপালজি মেহ্‌রোত্রা

॥ আসামের মন্ত্রিসভা ॥

॥ মন্ত্রিগণ ॥ ১। বি. পি. চালিহা—মুখ্যমন্ত্রী, রাজনৈতিক বিষয়, স্বরাষ্ট্র, সাধারণ শাসন, তথ্য ও প্রচার, সংযোগ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, পূর্ত (সড়ক ও ইমারৎ); ২। এফ. আলি আমেদ—অর্থ, আইন, পঞ্চায়েত, সমষ্টি প্রকল্প, ওয়াকফ সম্পত্তি; ৩। কে. পি. ত্রিপাঠী—শিল্প, পরিকল্পনা, উন্নয়ন, শ্রম, বিদ্যুৎ, নগর ও গ্রাম পরিকল্পনা; ৪। এস. শর্মা—রাজস্ব, বন, পরিবহণ, রাজনৈতিক দুঃস্থব্যক্তি; ৫। ডি. কে. বড়ুয়া—শিক্ষা, সমবায়, পর্যটন; ৬। বি. এন. মুখার্জি—চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, আবগারী, মুদ্রণ; ৭। এম. হক চৌধুরী—বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ, কৃষি, পশুসম্পদ, মৎস্য চাষ; ৮। আর. ব্রহ্ম—সরবরাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ৯। এম. এন. হাজারিকা—খাদি ও গ্রামীণ শিল্প, রেশম চাষ, কারা; ১০। সি. তেরোন—উপজাতি এলাকা, সমাজ কল্যাণ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন।

॥ প্রতিমন্ত্রী ॥ ১। জি. এন. গোগোই—পূর্ত; ২। আর. দাশ—রাজস্ব।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। এল. কে. দোলে—উপজাতি সম্পর্কিত বিষয়, সমবায়, বন; ২। শ্রীমতী কোমলকুমারী বড়ুয়া—শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ; ৩। ডি. এন. হাজারিকা—পঞ্চায়েত ও সমষ্টি প্রকল্প।

আসাম হাইকোর্ট (গৌহাটি)

প্রধান বিচারপতি : শ্রীগোপালজি মেহ্‌রোত্রা
বিচারপতিগণ : শ্রী এস. কে. দত্ত ও শ্রী সি. এস. আর. নাইডু

আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন

চেয়ারম্যান : শ্রীমতী বোনিলি খোংস্থান
সভ্যগণ : শ্রীএইচ. সি. ভূইঞা ও শ্রীআবদুল হাই।

আসাম বিধান সভার সদস্য তালিকা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১।	আর থানহ লিয়া	নির্দলীয়	পূর্ব আইজল (পল্লী)
২।	জে. এফ. মানলিয়ামা	,,	পশ্চিম আইজল (পল্লী)
৩।	খগেন বড় বড়ুয়া	,,	আমগুড়ি
৪।	আবদুল জলিল চৌধুরী	কংগ্রেস	বদরপুর
৫।	ইউলিয়ামসন সাংমা	APHLC*	বাগমারা (পল্লী)
৬।	বিশ্বদেব শর্মা	কংগ্রেস	বালিপাড়া
৭।	সুরেন্দ্রনাথ দাশ	,,	বারামা
৮।	মহিকান্ত দাশ	,,	বরচাল্লা
৯।	মধুসূদন দাশ	পি. এস. পি.	বড়পেটা
১০।	মহাদেব দাশ	কংগ্রেস	ভবানীপুর
১১।	মহানন্দ বোরা	,,	বিপুরিয়া
১২।	রামপ্রসাদ দাশ	পি. এস. পি.	বিজনি
১৩।	দেরাজুদ্দিন সরকার	কংগ্রেস	বিলাসিপাড়া
১৪।	কামাখ্যাপ্রসাদ ত্রিপাঠী	,,	বিশ্বনাথ
১৫।	উপেন্দ্রনাথ সনাতন	,,	বগডুং
১৬।	নরেন্দ্রনাথ শর্মা	,,	বোকাখাট
১৭।	প্রবীণকুমার চৌধুরী	,,	বোকো
১৮।	ডি.ডি. নিকলস্ রায়	APHLC	চেরাপুঞ্জী
১৯।	নল্লিন্দ্র সাংমা	নির্দলীয়	ডাইনাডুবি
২০।	মতলেবুদ্দিন	কংগ্রেস	দলগাঁও
২১।	রামনাথ দাশ	,,	ডেরগাঁও (পল্লী)
২২।	ললিতকুমার দোলে	,,	ঢাকনাখানা
২৩।	অমিয়কুমার দাশ	কংগ্রেস	ঢেকিয়াজুলি
২৪।	মহম্মদ ইদ্রিস	,,	ধিং
২৫।	মহম্মদ উমারুদ্দিন	,,	ধুব্ড়ি
২৬।	রমেশচন্দ্র বড়ুয়া	,,	ডিব্রুগড়
২৭।	দ্বিজেশচন্দ্র দেবশর্মা	,,	ডিগবয়
২৮।	মলিয়া তাঁতী	,,	ডুমডুমা
২৯।	হাকিমচন্দ্র রাভা	,,	দুদনাই (পল্লী)
৩০।	দেবেন্দ্রনাথ শর্মা	,,	গৌহাটি
৩১।	সৈয়দ আহম্মদ আলি	,,	গৌরীপুর
৩২।	খগেন্দ্রনাথ নাথ	,,	গোয়ালপাড়া
৩৩।	বিষ্ণুলাল উপাধ্যায়	,,	গোহ্পুর
৩৪।	দণ্ডেশ্বর হাজারিকা	,,	গোলাঘাট
৩৫।	শরৎচন্দ্র সিংহ	,,	গোলকগঞ্জ

*APHLC—All Parties Hill Leaders Conference.

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
৩৬। ম্যাথিয়াস টুডু	নির্দলীয়	গোসাইগাঁও
৩৭। রামপিরিত রুদ্র পাল	"	হাইলাকান্দি
৩৮। মহেন্দ্রমোহন চৌধুরী	কংগ্রেস	হাজো
৩৯। ইন্দ্রেশ্বর খাউন্দ	"	জয়পুর
৪০। বেগম আফিয়া আমেদ	"	যমুনামুখ
৪১। ফাকরুদ্দিনআলি আমেদ	"	জনিয়া
৪২। দুলালচন্দ্র বড়ুয়া	নির্দলীয়	জোড়হাট
৪৩। এনাউয়েল পোসনা	"	জয়াই (পল্লী)
৪৪। দণ্ডিরাম দত্ত	কংগ্রেস	কালাইগাঁও
৪৫। লীলাকান্ত বোরা	"	কালিয়াবর
৪৬। শরৎচন্দ্র গোস্বামী	কংগ্রেস	কমলপুর
৪৭। রথীন্দ্রনাথ সেন	নির্দলীয়	উত্তর করিমগঞ্জ
৪৮। আবদুলমুনিম চৌধুরী	কংগ্রেস	দক্ষিণ করিমগঞ্জ
৪৯। তারাপদ ভট্টাচার্য	নির্দলীয়	কাটিগোরা
৫০। গৌরীশঙ্কর রায়	কংগ্রেস	কাটলিচেরা
৫১। শ্রীমতী কোমলকুমারী বড়ুয়া	"	কাটনিগাঁও
৫২। অজিত নারায়ণ দেব	"	কোকরাঝাড়
৫৩। লক্ষ্মীপ্রসাদ গোস্বামী	পি.এস.পি.	লাহারিঘাট
৫৪। শ্রীমতী লিলি সেনগুপ্ত	কংগ্রেস	লাহোয়াল
৫৫। রামপ্রসাদ চৌবে	"	লখিমপুর
৫৬। শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত	নির্দলীয়	লামডিং
৫৭। এল. এচ. লালমাউয়া	"	লুংলে (পল্লী)
৫৮। মালচন্দ্র পেগু	কংগ্রেস	মাজুলী (পল্লী)
৫৯। শিবপ্রসাদ শর্মা	"	মঙ্গলদৈ
৬০। জহিরুল ইসলাম	নির্দলীয়	মানকাচর
৬১। ছম্লো খেরিয়া	কংগ্রেস	মারাঙ্গি
৬২। বলিরাম দাশ	"	মারিগাঁও (পল্লী)
৬৩। সাই সাই তেরাং	"	পূর্ব মিকিরহিল (পল্লী)
৬৪। ছাত্র সিং তেরোন	"	পশ্চিম মিকিরহিল (পল্লী)
৬৫। শ্রীমতী পদ্মকুমারী গোহাঁই	"	মোরান
৬৬। পবিত্র শর্মা	"	পূর্ব নলবাড়ী
৬৭। প্রফুল্ল গোস্বামী	কংগ্রেস	পশ্চিম নলবাড়ী
৬৮। টঙ্কেশ্বর চেটিয়া	"	নাজিরা
৬৯। বি. বি. লিঙ্গদোহ্	AIHLC.	নঙ্গপো (পল্লী)
৭০। এইচ. লিঙ্গদোহ	"	নঙ্গস্টোইন (পল্লী)
৭১। জে. বি. হাগজের	কংগ্রেস	উঃ কাছাড় হিল
৭২। লখীনাথ দোলে	"	উঃ লখিমপুর
৭৩। ঘনশ্যাম দাশ	"	উত্তর শালমারা
৭৪। মতিরাম বোরা	"	নওগাঁও
৭৫। রাধিকারমণ দাশ	"	পলাশবাড়ী

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র		সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
৭৬।	বাহাদুর বসুমাতারী	„	পানেরী (পল্লী)	৯১।	নন্দকিশোর সিং	নির্দলীয়	পশ্চিম শিলচর
৭৭।	হোমেশ্বর দেব চৌধুরী	পি. এস. পি.	পাতাচরকুচী	৯২।	পুলকেশী সিং	কংগ্রেস	সোনাই
৭৮।	রামদেব মালা	কংগ্রেস	পাথরকান্দি	৯৩।	বিমলাপ্রসাদ চালিহা	„	সোনারি
৭৯।	ই. সাংমা	„	ফুলবাড়ী	৯৪।	অক্ষয়কুমার দাশ	„	সরভোগ
৮০।	মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা	„	রাহা (পল্লী)	৯৫।	বজলুল বসিত	„	দঃ শালমারা
৮১।	হরেন্দ্রনাথ তালুকদার	„	রামপুর	৯৬।	হেলাধর উজির	পি. এস. পি.	তামালপুর
৮২।	সিদ্ধনাথ শর্মা	„	রঙ্গিয়া	৯৭।	তাজুদ্দিন আমেদ	পি. এস. পি.	তারাবাড়ী
৮৩।	বৈদ্যনাথ মুখার্জি	„	রাতাবাড়ী	৯৮।	মানিকচন্দ্র দাশ	কংগ্রেস	টেঙ্গাঘাট
৮৪।	আবুনাসের মহম্মদ ওহিদ	„	রূপহিহাট	৯৯।	তিলক গোগোই	„	তিওক
৮৫।	দেবেন্দ্রনাথ হাজারিকা	„	সাইখোয়া	১০০।	কমলাপ্রসাদ আগরওয়ালা	„	তেজপুর
৮৬।	দেবকান্ত বড়ুয়া	„	সামাগুড়ি	১০১।	দুর্গেশ্বর সাইকিয়া	„	আওয়ারা
৮৭।	হুভার হাইনিউটা	APHLC,	শিলং	১০২।	রাধাকিষেণ খেমকা	„	তিনসুকিয়া
৮৮।	গিরিন্দ্রনাথ গোগোই	কংগ্রেস	শিবসাগর	১০৩।	সর্বেশ্বর বরদলৈ	„	তিতাবর
৮৯।	রূপনাথ ব্রহ্ম	„	সিদলি	১০৪।	এমাসন মোমিন	নির্দলীয়	তুরা
৯০।	মৈনুল হকচৌধুরী	„	পূর্ব শিলচর	১০৫।	দ্বারকিনাথ তিয়ারি	কংগ্রেস	উধরবন্দ

আসাম সরকারের বাজেট ১৯৬৪-৬৫

আসামের অর্থমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহ্‌মদ ৭ই মার্চ, ১৯৬৪, রাজ্য বিধান সভায় ১৯৬৪-৬৫ সালের যে বাজেট উপস্থাপন করেন তাহাতে রাজস্বখাতে ৬১.৭৮ কোটি টাকা আয় এবং ৫৯.০৬ কোটি টাকা-ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু রাজস্ব খাতের বহির্ভূত কতিপয় খাতে আয়-ব্যয় ধরিয়া আলোচ্য বাজেটের মোট ঘাটতি পরিমাণ দাঁড়ায় ৫.৭ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী বিক্রয় করের চলতি হার ৪ ন.প. হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫ ন.প. এবং কতিপয় নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন। কতিপয় বিলাসদ্রব্যের উপর ১০ ন.প. হারে বিক্রয় কর আদায় করা হইবে। প্রতি ইউনিটে ২ ন.প. হারে 'বিদ্যুৎ শুল্ক' ধার্য করা হইয়াছে এবং 'আবগারী শুল্ক' ও 'কৃষিআয় কর'-এর হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলে ৮৫.৯ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগৃহীত হইবে। নিম্নে ১৯৬৩-৬৪ সালের সংশোধিত হিসাব এবং ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটের চুম্বক দেওয়া হইল :

হাজার টাকার হিসাবে

আয়	বাজেট বরাদ্দ ১৯৬৩-৬৪	সংশোধিত হিসাব ১৯৬৩-৬৪	বাজেট বরাদ্দ ১৯৬৪-৬৫
বর্ষারম্ভের তহবিল	(–) ৪,৩৭,৮৫	(–) ১,৪৫,৮৫	(–) ২,৫২,৭৭
রাজস্বখাতে আদায়	৫২,৬৩,৬০	৫৩,৭৭,৫২	৬১,৭৮,৩৫
ভারতে সংগৃহীত ঋণের অংশ	৩১,৮৬,৯২	৩৪,৫৬,৮২	২৮,০৪,১৮
ঋণ ও দাদন আদায়	৬১,৯৩	৯৩,৮৬	৭৯,৬৬
আকস্মিক তহবিল ও 'পাবলিক এ্যাকাউন্টস্' হইতে আদায়	১,৩৩,১৪,৪১	১,৬১,১১,৫৩	১,৫৮,৮২,১০
মোট আদায়	২,১৩,৮৯,০১	২,৪৮,৯৩,৮৮	২,৪৬,৯১,৪৮
ব্যয়			
রাজস্বখাতে ব্যয়	৫০,৯৬,৬১	৫৫,৫৬,৮৯	৫৯,০৬,৬৬
মূলধনী ব্যয়	৯,৭৫,৫৬	৯,৭৪,৭৩	১৩,৪৬,১৭
ভারতে সংগৃহীত ঋণ প্রত্যর্পণ	৭,৪৩,৫৬	১২,৩৮,২১	১০,০২,৯০
ঋণ ও দাদন বাবদ ব্যয়	১৪,৫৯,০৫	১৪,৯৮,৮৩	১১,২৩,১২
আকস্মিক তহবিল ও পাবলিক এ্যাকাউন্টস্ খাতে ব্যয়	১৩২,৬৫,৫৯	১,৫৮,৭৮,০৯	১,৫৮,৮২,৭৭
মোট ঘাটতি (–)	১,৫১,৩৬	(–) ২,৫২,৭৭	(–) ৫,৭০,১৪

॥ উড়িষ্যা ॥

রাজ্যপাল : শ্রী এ. এন. খোসলা

রাজধানী : ভুবনেশ্বর। আয়তন : ৬০,১৬৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১,৭৫,৪৮,৮৪৬। জনবসতির ঘণত্ব : ২৯২ প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : ওড়িয়া। শিক্ষিতের হার : ২১.৭% জন।

কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক পদত্যাগ করেন ও ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, শ্রীবীরেন মিত্র উড়িষ্যা পরিষদীয় কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হন। তিনি যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাহা ২রা অক্টোবর, ১৯৬৩, শপথ গ্রহণ করে। নিম্নে উক্ত মন্ত্রিসভার বিবরণ দেওয়া হইল।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। বীরেন মিত্র—মুখ্যমন্ত্রী : অর্থ, শিল্প, খনি ও ভূতত্ত্ব, সেচ ও বিদ্যুৎশক্তি, সংস্কৃতি ও বাণিজ্য ; ২। নীলমণি রাউত রায়—রাজনৈতিক স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ ও শ্রম ; ৩। সদাশিব ত্রিপাঠী—রাজস্ব, আবগারী ও বন ; ৪। সত্যপ্রিয় মহান্তি—শিক্ষা, কৃষি ও পশুপালন, সমবায় ও মৎস্য ; ৫। পি. ভি. জগন্নাথ রাও—স্বাস্থ্য ; ৬। হরিহর সিং মর্দরাজ—পূর্ত ও পরিবহণ ; ৭। বৃন্দাবন নায়েক—সমাজ উন্নয়ন ও পঞ্চায়েৎরাজ ; ৮। টি. সাঙ্গান্না—খণ্ডজাতি ও গ্রাম উন্নয়ন এবং ৯। বনমালী বাবু—আইন।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। প্রহ্লাদ মল্লিক—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ২। বীর বিক্রমাদিত্য সিং বরিহা—পূর্ত, পরিবহণ ও পশুপালন ; ৩। শ্রীমতী সরস্বতী প্রধান—শিক্ষা ; ৪। সন্তোষকুমার সাহু—স্থানীয় শাসন, সংস্কৃতি ও সমবায় এবং ৫। চন্দ্রমোহন সিং—শ্রম ও কারা।

॥ উত্তর প্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীবিশ্বনাথ দাস

রাজধানী : লক্ষ্ণৌ। রাজ্যের মোট আয়তন : ১,১৩,৬৫৪ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৭,৩৭,৪৬,৪০১। জনবসতির ঘণত্ব : ৬৪৯ প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ১৭.৬% জন। ভাষা : হিন্দী ও উর্দু।

উত্তর প্রদেশ এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। কামরাজ পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসি. বি. গুপ্ত পদত্যাগ করিলে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। শ্রীমতী কৃপালনী ভারতে সর্বপ্রথম মহিলা

মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীমতী কৃপালনী মোট ১৬ জন পূর্ণ মন্ত্রী ও ৫ জন উপমন্ত্রী লইয়া যে মন্ত্রীসভা গঠন করেন নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। শ্রীমতী কৃপালনী স্বয়ং ও ৪ জন মন্ত্রী ২রা অক্টোবর, ১৯৬৩, শপথ গ্রহণ করেন। অবশিষ্ট মন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ ১৪ই অক্টোবর, ১৯৬৩, শপথ গ্রহণ করেন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী—মুখ্যমন্ত্রী : সাধারণ শাসন (সাংস্কৃতিক বিষয় ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ব্যতীত), শিল্প (গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প, বেত ও গুড়ের বিপনন এবং বেত উন্নয়ন সহ), তথ্য ও সরকারী এষ্টেট : ২। হুকুম সিং বিষেণ—রাজস্ব, সমাজ কল্যাণ ও হরিজন কল্যাণ ; ৩। গিরিধারী লাল—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৪। চরণ সিং—কৃষি (পশুপালন ও মৎস্যসহ), বন ; ৫। সৈয়দ আলি জহির—বিচার ও মুসলিম ওয়াকফ ; ৬। কমলাপতি ত্রিপাঠী—অর্থ (সেল ট্যাক্স রেজিষ্ট্রেশন, ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফি এবং দাতব্য ভাতাসহ) ও বদ্রীনাথ মন্দির ; ৭। হরগোবিন্দ সিং—স্বরাষ্ট্র (কারা ব্যতীত), অসামরিক প্রতিরক্ষা ও হোমগার্ড ; ৮। মুজাফ্‌ফর হাসান—সমবায় ও রাজনৈতিক ভাতা ; ৯। রামমূর্তি—পরিকল্পনা, সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎরাজ ও প্রান্তীয় রক্ষকদল ; ১০। চতুর্ভুজ শর্মা—কারা, ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ; ১১। জগমোহন সিং নেগী—খাদ্য ও সরবরাহ ; ১২। ডঃ সীতারাম—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, গৃহনির্মাণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতিক বিষয় ; ১৩। দেব দয়াল খান্না—পরিবহণ ও আবগারী ; ১৪। বানারসী দাশ—চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, শ্রম ও পরিষদীয় বিষয় ; ১৫। কৈলাস প্রকাশ—শিক্ষা এবং ১৬। জগনপ্রসাদ রাওয়াত—পূর্ত।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। শান্তিপ্রসাদ শর্মা ; ২। রামনারায়ণ পাণ্ডে ; ৩। শিবপ্রসাদ গুপ্ত ; ৪। জয়রাম বর্মা এবং ৫। বলদেব সিং আর্য।

॥ কেরালা ॥

রাজ্যপাল : শ্রী ভি. ভি. গিরি

রাজধানী : ত্রিবান্দ্রাম। আয়তন : ১৫,০০২ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ১,৬৯,০৩,৭১৫। জনবসতির ঘণত্ব : ১১২৭ প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : মালায়ালাম। শিক্ষিতের হার : ৪৬'৮% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। আর. শঙ্কর—মুখ্যমন্ত্রী : সাধারণ শাসন, পরিকল্পনা, অর্থ, বীমা, বিক্রয়কর, কৃষি, আয়কর, ত্রিবান্দ্রাম নগর উন্নয়ন, শিক্ষা, ষ্টেশনারী ও মুদ্রণ, সংগ্রহশালা, পশুশালা, পুরাতত্ত্ব, তথ্য ও প্রচার এবং

সমাজ কল্যাণ, *২। পি. টি. চাকো—স্বরাষ্ট্র (পুলিশ, কারা, নির্বাচন ও দুর্নীতি দমন), আইন ও আইন প্রণয়ন, বিচার, বিদ্যুৎ ও ভূমিরাজস্ব; ৩। কে. এ. দামোদর মেনন—শিল্প ও বাণিজ্য (তাঁত ও নারিকেল দড়ি), খনি ও ভূতত্ত্ব, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, স্থানীয় শাসন, সমষ্টি উন্নয়ন; ৪। পি. পি. উমর কয়া—পূর্ত, পর্যটন, ক্রীড়া ও ক্রীড়াসমিতি; ৫। কে. টি. অচুথন—যানবাহন, শ্রম, আবগারী ও মদ্যপান নিবারণ; ৬। ই. পি. পাউলস—খাদ্য, কৃষি ও পশুপালন, সেচ, অসামরিক সরবরাহ ও সমবায়; ৭। কে. কুনহামবু—রেজিষ্ট্রেশন, হরিজন উন্নয়ন, গৃহনির্মাণ (পুনর্বাসন ও উপনিবেশ), মৎস্য এবং ৮। এম. পি. গোবিন্দন নায়ার—স্বাস্থ্য, আয়ুর্বেদ, বন, দেবোত্তর ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ।

॥ গুজরাট ॥

রাজ্যপাল : মেহ্দী নওয়াজ জঙ্গ

রাজধানী : আহ্মেদাবাদ। আয়তন : ৭২, ২৪৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ২,০৬,৩৩,৩৫০। জনবসতির ঘণত্ব : ২৮৬ প্রতি বর্গমাইলে। ভাষা : গুজরাটী। শিক্ষিতের হার : ৩০·৫% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। বলবন্তরায় জি. মেহ্তা—মুখ্যমন্ত্রী : সাধারণ প্রশাসন, পরিকল্পনা, অর্থ, শিল্প ও বিদ্যুৎ; ২। হিতেন্দ্র কানাইয়ালাল দেশাই—স্বরাষ্ট্র, তথ্য আইন, বিচার, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি, কারা, বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ, সরকারী মুদ্রণ; ৩। শ্রীমতী ইন্দুমতী চিমনলাল শেঠ—শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, মদ্যপান-বর্জন, আবগারী ও পুনর্বাসন; ৪। বিজয়কুমার মাধবলাল ত্রিবেদী—পূর্ত, বন্দর ও অসামরিক সরবরাহ; ৫। উৎসবভাই শঙ্করলাল পারিখ—রাজস্ব, কৃষি, বন ও মৎস্য; ৬। বাজুভাই মণিলাল শাহ—সমবায়, পল্লী উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎ, সর্বোদয়, মিউনিসিপ্যালিটি ও পরিবহণ; ৭। মোহনলাল পোপতলাল ব্যাস—স্বাস্থ্য, শ্রম ও গৃহনির্মাণ।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। বাহাদুর ভাই কে. প্যাটেল—পূর্ত, বন্দর; ২। মালদেবজী মণ্ডলিক ওদেদ্রা—পরিকল্পনা, অর্থ, শিল্প ও বিদ্যুৎ; ৩। শ্রীমতী উর্মিলাবেন পি. ভাট—স্বাস্থ্য, কারা, সমাজকল্যাণ, অসামরিক সরবরাহ; ৪। দেবেন্দ্রভাই এম. দেশাই—পল্লী উন্নয়ন, সমবায়, সর্বোদয়, মিউনিসিপ্যালিটি,

* স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. টি. চাকো সম্প্রতি পদত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দপ্তরগুলির ভার সাময়িক ভাবে মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন।

পরিবহণ ; ৫। মাধবসিন এফ. সোলাঙ্কি—রাজস্ব, বন, বাসস্থান নিয়ন্ত্রণ, স্বরাষ্ট্র ; ৬। ভানুপ্রসাদ ভি. পাণ্ডিয়া—শিক্ষা, মদ্যপান-বর্জন ও আবগারী ; ৭। জয়রাম এ. প্যাটেল—কৃষি, সেচ ; ৮। করিম রহিমানজী ছিপা—মুখ্যমন্ত্রীর পরিষদীয় সচীব।

॥ জম্মু ও কাশ্মীর ॥

সদর-ই-রিয়াসৎ : মহারাজা করণ সিং

রাজধানী : শ্রীনগর। আয়তন × × । জনসংখ্যা : ৩৫,৬০,৯৭৬। শিক্ষিতের হার : ১১% জন। ভাষা : কাশ্মীরী, ডোগ্রি ও উর্দু।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। গোলাম মহম্মদ সাদিক—(প্রধানমন্ত্রী), সাধারণ শাসন, শিক্ষা, জাতীয় সামরিক বাহিনী, পরিকল্পনা, তথ্য, প্রচার, লাদাগ, বাণিজ্য এজেন্সী, ভোটাধিকার ও আইন প্রণয়ন ; ২। সৈয়দ মীর কাশিম—রাজস্ব, বাস্তুত্যাগী সম্পত্তি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, খাদ্য ও কৃষি, সরবরাহ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বন এবং সমাজ-কল্যাণ ; ৩। ডি. পি. ধর—পূর্ত, আইন ও শৃঙ্খলা, সৈন্যবাহিনী, পুলিশ, পরিবহণ, সড়ক ও গৃহনির্মাণ, পর্যটন ও ক্রয় , ৪। ত্রিলোচন দত্ত—অর্থ, স্বাস্থ্য, শিল্প, মিউনিসিপ্যালিটি, আবগারী ও কর।

॥ নাগাল্যাণ্ড ॥

রাজ্যপাল : শ্রীবিষ্ণু সহায়

রাজধানী : কোহিমা। আয়তন : ৬,৩৬৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৩,৬৯,২০০। জনবসতির ঘণত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৫৮ জন। শিক্ষিতের হার : ১৭·৯% জন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। পি. শিলু আও—মুখ্যমন্ত্রী ; ২। হকিসি সেমা ; ৩। জাসোকি ; ৪। অঙ্গামি ; ৫। আকুম ইমলং ; ৬। এম. ঝিথান এবং লুথিপ্রু।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। এন. এল. অড্যাও।

ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে নাগাল্যাণ্ডের স্থান ১৬শ। ইহা বয়সের বিচারে কনিষ্ঠতম এবং আয়তনে ক্ষুদ্রতম। বিচ্ছিন্নকামী নাগাদের আন্দোলন প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১লা আগষ্ট, ১৯৬০, লোকসভায় নাগাল্যাণ্ড নামক একটি স্বতন্ত্র রাজ্য গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সময়ে প্রস্তাবিত রাজ্যটির শাসনকার্য

চালাইবার জন্য রাষ্ট্রপতি ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৬১, নাগাল্যাণ্ড (অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা) আইন জারী করেন। এই আইনের বলে আসামের রাজ্যপাল একটি শাসন পরিষদের সাহায্যে এই অঞ্চলের শাসনকার্য চালাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে নাগাল্যাণ্ড সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে বিধানসভা ও জনপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ১৯৬২ সালের ২৯শে আগষ্ট লোকসভায়, নাগাল্যাণ্ড বিল গৃহীত হয় এবং ১৯৬৩ সালের ১লা ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ১৯৬৪ সালে জানুয়ারী মাসে নাগাল্যাণ্ডে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বিবরণ পূর্ববর্তী 'দেশ বিদেশের নির্বাচন' অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। নির্বাচনের পরে উপরে উল্লিখিত মন্ত্রিসভা রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন ও নাগাল্যাণ্ডে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়।

॥ বিহার ॥

রাজ্যপাল : শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার

রাজধানী : পাটনা। আয়তন : ৬৭,১৯৬ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৪,৬৪,৫৫,৬১০। জনবসতির ঘণত্ব : ৬৯১ প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ১৮·৪% জন। ভাষা : হিন্দী।

কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে যে সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিনোদানন্দ ঝা তাঁহাদের অন্যতম। অতঃপর শ্রী কে. বি. সহায় নিম্নোক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ২রা অক্টোবর, ১৯৬৩, উহা শপথ গ্রহণ করে।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। কৃষ্ণবল্লভ সহায়—মুখ্যমন্ত্রী : রাজনৈতিক, নিয়োগ, শিল্প, অর্থ, শ্রম, পরিকল্পনা ও বন; ২। সত্যেন্দ্রনারায়ণ সিংহ—শিক্ষা, কৃষি ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; ৩। মহেশপ্রসাদ সিংহ—নদী উপত্যকা পরিকল্পনা, সেচ ও বিদ্যুৎ; ৪। বীরচাঁদ প্যাটেল—ভূমিরাজস্ব; ৫। আবদুল কুয়ায়ম আন্সারী—জনস্বাস্থ্য; ৬। হরিনাথ মিশ্র—সমবায়; ৭। রামলক্ষণ সিং যাদব—পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত পূর্ত; ৮। জাফর ইমাম—আইন ও আবগারী; ৯। মুঙ্গেরী লাল—খাদ্য, সরবরাহ, বাণিজ্য ও পশুপালন; ১০। সুশীলকুমার বাগে—সমষ্টি উন্নয়ন ও গ্রামপঞ্চায়েৎ এবং ১১। শ্রীমতী সুমিত্রা দেবী—তথ্য।

॥ **প্রতিমন্ত্রী** ॥ ১। অম্বিকাশরণ সিং—অর্থ, কর, পরিসংখ্যান, অডিট ও জাতীয় সঞ্চয়; ২। ভূমরলাল বইঠা—গৃহনির্মাণ ও জনকল্যাণ; ৩। গিরিশ তেওয়ারী—শিক্ষা; ৪। নবলকিশোর সিংহ—সাধারণ শাসন ও কারা; ৫। সহদেব মাহাতো—নদী উপত্যকা, সেচ, বিদ্যুৎ আইন ও আবগারী; ৬। বারিয়ার হেমব্রম—উপজাতির কল্যাণ; ৭। রাঘবেন্দ্র নারায়ণ সিং—পরিবহণ; ৮। শিউশঙ্কর সিংহ—ধর্মীয় ন্যাস এবং ৯। বালেশ্বর রাম—পর্যটন।

॥ মধ্য প্রদেশ ॥

রাজ্যপাল : শ্রী এইচ্. ভি. পটাশকর

রাজধানী : ভূপাল। আয়তন : ১,৭১,২১৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৩,২৩,৭২,৪০৮। জনবসতির ঘনত্ব : ১৮৯ প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ১৭.১% জন। ভাষা : হিন্দী।

কামরাজ পরিকল্পনা রূপায়নের উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরু যে সকল রাজ্যের মুখ্য-মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন মধ্য প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. এ. মন্দলই তাঁহাদের অন্যতম। তিনি পদত্যাগ করিলে শ্রী ডি. পি. মিশ্র তাঁহার স্থলবর্তী হন। শ্রী মিশ্র নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা গঠন করেন; ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, মন্ত্রিগণ শপথগ্রহণ করেন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। ডি. পি. মিশ্র—সাধারণ শাসন, স্বরাষ্ট্র ও প্রচার; ২। শম্ভুনাথ শুক্ল—অর্থ; ৩। শঙ্করদয়াল শর্মা—শিক্ষা ও ভাষা; ৪। মিশ্রিলাল গাঙ্গোয়াল—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান; ৫। শ্রী ভি. ভি. ড্রেভিড—শ্রম, গৃহনির্মাণ ও চম্বল পরিকল্পনা; ৬। রাজা এন. এন. সিং—উপজাতিকল্যাণ ও পুনর্বাসন; ৭। গণেশরাম অনন্ত—সমবায়; রাণী পদ্মাবতী—সমাজকল্যাণ, ৮। এন. দীক্ষিত—বাণিজ্য ও শিল্প এবং প্রাকৃতিক সম্পদ; ৯। গোবিন্দ সিং—স্থানীয় শাসন; ১০। জি. আমেদ—স্বতন্ত্র রাজস্ব ও আইন এবং ১১। গৌতম শর্মা—খাদ্য ও সরবরাহ।

॥ **রাষ্ট্রমন্ত্রী** ॥ ১। এস. এস. বিশ্বনর—বিদ্যুৎ, ২। ভি. আর. উইকে—বন; ৩। আর. সি. রাই—জনস্বাস্থ্য; ৪। অর্জুন সিং—কৃষি; ৫। কে. বি. এল. গুরু—রাজস্ব ও ভূমিসংস্কার; ৬। পি. বি. প্যাটেল—পূর্ত; ৭। আর. পি. শর্মা—সেচ এবং ৮। ভেদরাম—কারা।

॥ মহীশূর ॥

রাজ্যপাল : জেনারেল এস. এম. শ্রীনাগেশ

রাজধানী : বাঙ্গালোর। আয়তন : ৭৪,২১০ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ২,৩৫,৮৬,৭৭২। জনবসতির ঘণত্ব : ৩১৮ প্রতি বর্গমাইলে ; শিক্ষিতের হার : ২৫·৪% জন। ভাষা : কানাড়া।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। এস. নিজলিঙ্গাপ্পা—মুখ্যমন্ত্রী ; ২। এস. আর. কণ্ঠী—শিক্ষা ; ৩। বি. ডি. যাত্তি—অর্থ ; ৪। এম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা—রাজস্ব ; ৫। এম. ভি. রমা রাও—আইন ; ৬। এম. আর. পাতিল—স্বরাষ্ট্র ; ৭। শ্রীমতী যশোধারা দাসাপ্পা—সমাজকল্যাণ ; ৮। কে. মালাপ্পা—শিল্প-বাণিজ্য ; ৯। কে. নাগাপ্পা আলভা—স্বাস্থ্য ; ১০। বীরেন্দ্র পাতিল—পূর্ত ; ১১। বি. রাচিয়া—বন, মৎস্য, রেশম চাষ ; ১২। রামকৃষ্ণ হেগ্ড়ে—সমবায় ও উন্নয়ন ; ১৩। ডি. দেবরাজ আর্স—শ্রম, গৃহনির্মাণ ও পরিবহণ ; ১৪। কে. পুত্তাস্বামী—পৌরসভা পরিচালনা ; ১৫। জি. নারায়ণ গৌড়—কৃষি।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। এইচ্. আর. আবদুল গফ্ফর—অর্থ ; ২। মাকসুদ আলি খান—খনি ও ভূতত্ব ; ৩। শ্রীমতী গ্রেস টুকার—শিক্ষা ; ৪। জে. এইচ্. সামসুদ্দিন—বিদ্যুৎ ; ৫। ওয়াই. রামচন্দ্র—পৌরসভা পরিচালনা ; ৬। কে. প্রভাকর—সমাজকল্যাণ ; ৭। এম. মল্লিকার্জুনস্বামী—পরিকল্পনা ; ৮। কোণ্ডাজ্জি বাসাপ্পা—সমবায় ; ৯। আলুর হনুমানথাপ্পা—ক্ষুদ্র সেচ ; ১০। আর. দয়ানন্দ সাগর—রেশম চাষ।

॥ মহারাষ্ট্র ॥

রাজ্যপাল : শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

রাজধানী : বোম্বাই। আয়তন : ১,১৮,৭১৭ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৩,৯৫,৫৩,৭১৮। জনবসতির ঘণত্ব : ৩৩৩ প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ২৯·৮% জন। ভাষা : মারাঠী।

মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এম. এস. কান্নামোয়ার গত ২৪শে নবেম্বর, ১৯৬৩, পরলোক গমন করেন। শ্রীভি. পি. নায়েক তাঁহার স্থলবর্তী হন ও নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৩, উক্ত মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করেন।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। ভি. পি. নায়েক—মুখ্যমন্ত্রী : সাধারণ শাসন, রাজস্ব, পরিকল্পনা ; ২। ডি. এস. দেশাই—স্বরাষ্ট্র ; ৩। জি. রি. খেদকার—পল্লী উন্নয়ন ; ৪। পি. কে. সাবন্ত—কৃষি ; ৫। শান্তিলাল শাহ্—জনস্বাস্থ্য, আইন ও বিচার ; ৬। এস. কে. বনখেড়ে—অর্থ ; ৭। এস. বি. চ্যাবন—সেচ, বিদ্যুৎ, ইমারৎ ও যোগাযোগ ; ৮। এস. জি. বার্ভে—শিল্প ; ৯। হোমি জে. এইচ্. তলেয়ার খাঁ—খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ, ছাপাখানা, গৃহনির্মাণ, মৎস্য, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও পর্যটন ; ১০। ডি. জেড. পালাসপাগার—মদ্যবর্জন ; ১১। শ্রীমতী নির্মলা রাজা ভোসলে—সমাজকল্যাণ ; ১২। এম. ডি. চৌধুরী—শিক্ষা, বন ; ১৩। কে. এস. সোনাভানে—সমবায় ; ১৪। এন. এম. তিড়কে—শ্রম ; ১৫। আর. জাকারিয়া—শহরাঞ্চলের উন্নয়ন ও ওয়াকফ।

॥ উপমন্ত্রী ॥ ১। জি. দশরথ পাতিল—শিল্প পরিকল্পনা ও বিদ্যুৎ ; ২। এন. এন. কৈলাস—শিক্ষা ; ৩। যশোবন্তরাও জিজাবা মহিতে—কৃষি ; ৪। এম. এ. ভৈরালে—সেচ ও শক্তি, ইমারৎ ও যোগাযোগ ; ৫। আর. এ. পাতিল—রাজস্ব ও বন ; ৬। এইচ. জি. বার্তক—জনস্বাস্থ্য, খারভূমি ও মৎস্য ; ৭। বি. জে. খাটাল—সমবায়, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ ; ৮। কে. পি. পাতিল—স্বরাষ্ট্র ও শ্রম ; ৯। ডি. এস. জগতপ—পল্লী উন্নয়ন ও পরিষদীয় বিষয় ; ১০। ডি. এন. পাড়ভি—সমাজকল্যাণ ও গৃহনির্মাণ।

॥ মাদ্রাজ ॥

রাজ্যপাল : মহামান্য জয়চামরাজা ওয়াদিয়া

রাজধানী : মাদ্রাজ। **আয়তন :** ৫০,৩৩১ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ৩,৩৬,৮৬,৯৫৩। জনবসতির ঘনত্ব : ৬৬৯ প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ৩১·৪% জন। ভাষা : তামিল।

মাদ্রাজের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদার পদত্যাগ করিলে শ্রী এম. ভক্তবৎসলম নিম্নলিখিত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ২রা অক্টোবর, ১৯৬৩, এই মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। এম. ভক্তবৎসলম—মুখ্যমন্ত্রী : অর্থ, শিক্ষা, শ্রম, পরিষদীয় নির্বাচন, দেবত্র ও ওয়াকফ সম্পত্তি, সরকারী ভাষা, সাধারণ প্রশাসন ও পরিকল্পনা দপ্তর ; ২। পি. কক্কন—স্বরাষ্ট্র, কৃষি, ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, হরিজন কল্যাণ, মাদক-বর্জন ও ভূদান ; ৩। এন. এস. মানরাদিয়ার—সমবায়, আদালত,

বন, খাদি, গ্রামশিল্প ও খাদ্য; ৪। আর. ভেঙ্কটরমন—শিল্প, কারিগরী শিক্ষা, বিদ্যুৎ, আইন, বাণিজ্য কর, জাতীয় পরিবহণ, বয়নশিল্প, খনি ও খনিজ এবং লৌহ ও ইস্পাৎ নিয়ন্ত্রণ; ৫। শ্রীমতী জ্যোতি ভেঙ্কটচলম—জনস্বাস্থ্য; ৬। এস. এম. আবদুল মজিদ—স্থানীয় শাসন ও পঞ্চায়েৎ; ৭। জি. বুভাল্লাহন—তথ্য ও প্রচার এবং ৮। ভি. রামায়া—পূর্ত ও রাজস্ব।

॥ রাজস্থান ॥

রাজ্যপাল: ডঃ সম্পূর্ণানন্দ

রাজধানী: জয়পুর। আয়তন: ১,৩২,১৫২ বর্গমাইল। জনসংখ্যা: ২,০১,৫৫,৬০২; জনবসতির ঘণত্ব: ১৫৩ প্রতি বর্গমাইলে; শিক্ষিতের হার: ১৫.২% জন। ভাষা: হিন্দী ও রাজস্থানী।

॥ **মন্ত্রিসভা** ॥ ১। মোহনলাল সুখাদিয়া—মুখ্যমন্ত্রী: সাধারণ শাসন, রাজনৈতিক, নিয়োগ, স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ, খনি এবং খনি-ভিত্তিক শিল্প; ২। হরিভাউ উপাধ্যায়—শিক্ষা, পরিবহণ, দেবস্থান, খাদি ও গ্রামশিল্প এবং সমাজকল্যাণ; ৩। মথুরাদাস মাথুর—পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান, সরকারী উদ্যোগ, আইন, বিচার, ব্যবস্থাপক সভা ও নির্বাচন এবং প্রচার; ৪। নাথুরাম মৃদ্ধা—কৃষি, পশুপালন, সেচ এবং খাদ্য; ৫। হরিশ চন্দ্র—পূর্ত, বিদ্যুৎ, শিল্প ও অসামরিক সরবরাহ এবং ছাপাখানা; ৬। বি. কে. কাউল—অর্থ এবং আবগারী ও কর; ৭। ভিখা ভাই—পঞ্চায়েতি রাজ, সমষ্টি উন্নয়ন, সমবায়, বন, শ্রম, আয়ুর্বেদ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ৮। বরকতুল্লা খান—চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, শহর পরিকল্পনা এবং গৃহনির্মাণ।

॥ **উপমন্ত্রী** ॥ ১। দৌলৎরাম—বৃহৎ সেচ, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, আয়ুর্বেদ; ২। শ্রীমতী কমলা বেণীওয়াল—পরিকল্পনা, অর্থ, দুর্ভিক্ষে ত্রাণ, সরকারী উদ্যোগ; ৩। শ্রীমতী প্রভা মিশ্র—চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য, সমাজকল্যাণ, আইন, ভূমি-রাজস্ব; ৪। পরশরাম মাদের্ণা—সাধারণ শাসন, আবগারী ও কর, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, বিচার, গৃহনির্মাণ ও শহরাঞ্চলের উন্নয়ন; ৫। ভবানীশঙ্কর নন্দয়ানা—পূর্ত, শ্রম, বন, পঞ্চায়েৎ ও সমষ্টি উন্নয়ন; ৬। রামপ্রসাদ লাধা—রাজস্ব, দেবস্থান, খনি; ৭। চন্দনমল বৈদ—শিল্প (খাদি ও গ্রাম শিল্প বাদে), বিদ্যুৎ, অসামরিক সরবরাহ; ৮। দিনেশ রায় ভাঙ্গি—মাঝারি ও ক্ষুদ্র সেচ, খাদি ও গ্রাম শিল্প, স্বল্প সঞ্চয়; ৯। নিরঞ্জননাথ আচার্য—শিক্ষা, স্বরাষ্ট্র; ১০। ভীম সিং—কৃষি ও পশুপালন, পরিবহণ এবং সমবায়।

দীঘায়
বেড়াতে আসুন
ঝাউবীথির মনোরম পরিবেশ
সুনীল সমুদ্র-সৈকত
আহার ও বাসস্থানের
আধুনিকতম ব্যবস্থা
যোগাযোগ করুন :
টুরিস্ট ব্যুরো
পশ্চিমবংগ সরকার
৩।২, ডালহৌসী স্কোয়ার ইস্ট,
কলিকাতা-১ ফোন: ২৩-৮২৭১
পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

পশ্চিমবঙ্গ

অবিভক্ত বঙ্গদেশের কিঞ্চিদধিক একতৃতীয়াংশ অঞ্চল লইয়া ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। অতঃপর রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে বিহার হইতে মোট ৩,১৬৬ বর্গমাইল ভূমি (মানভূম জেলার ২,৪০৭ বর্গমাইল ও পূর্ণিয়া জেলার ৭৫৯ বর্গমাইল) পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হওয়ায় এই রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল।

পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহ: পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে জেলার সংখ্যা ১৬টি; উহাদের নাম—কলিকাতা, ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদা, নদীয়া, কুচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং। রাজ্যসরকার রাজ্যের বৃহত্তম জেলা ২৪ পরগণাকে দুইটি স্বতন্ত্র জেলায় (উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা) বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও উহা কার্যে পরিণত হয় নাই। জেলাগুলির বিশদ বিবরণ পরবর্তী স্থানে দেওয়া হইল।

পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা: ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যা ৩,৪৯,২৬,২৮৯। ইহার মধ্যে পুরুষ ১,৮৫,৯৯,১৪৪ জন এবং স্ত্রীলোক ১,৬৩,২৭,১৩৫ জন। ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ছিল ২,৬৩,০২,৩৮৬; সুতরাং গত ১০ বৎসরে শতকরা ৩২·৭৯ হারে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সেন্সাস অনুসারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছে; প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে আসাম (৩৪·৪৫)। জেলাগুলির মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোচবিহারে সর্বাধিক (শতকরা ৫১·৯৫) আর কলিকাতায় নিম্নতম (শতকরা ৮·৪৮)। ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক জনাকীর্ণ জেলা।

স্ত্রী-পুরুষের হার: পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৭৮। গত কয়েকটি সেন্সাসে দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গে সুনির্দিষ্ট ভাবে স্ত্রীলোকের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের সংখ্যা : ১৯৬১ সেন্সাস অনুসারে এই রাজ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৯'৩ জন। পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৪০'১% এবং স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষিতের হার ১৭'০%। ১৯৫১ সালে শিক্ষিতের হার ছিল ২৪'৪%। জেলাগুলির মধ্যে শিক্ষার হার কলিকাতায় সর্বাধিক (৫৯'৩%) আর মালদহে সর্বনিম্ন (১৩'৮%)। স্ত্রীশিক্ষার দিক দিয়া পুরুলিয়া জেলা সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ; এখানে শতকরা মাত্র ৫ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত।

জন্ম মৃত্যুর হার : গত দশ বৎসরে এই রাজ্যে জন্মের হার বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ২৫'৫ হইয়াছে; পক্ষান্তরে মৃত্যুর হার হ্রাস পাইয়া শতকরা ৮'৫ হইয়াছে। পূর্ববর্তী সেন্সাসে জন্ম মৃত্যুর হার ছিল যথাক্রমে শতকরা ২১'৯ এবং ১৩।

গৃহের সংখ্যা : পশ্চিমবঙ্গে মোট গৃহের সংখ্যা ৬৬,০৭,৩৯৭। জেলা সমূহের মধ্যে ২৪ পরগণায় গৃহের সংখ্যা সর্বাধিক; এই জেলায় মোট ১১,৮৫,১৭৬ গৃহ আছে। কলিকাতায় গৃহের সংখ্যা ৫,৯১,২২।

পশ্চিমবঙ্গের বৃহৎ নগরী (সিটি) : ১৯৬১ সালের সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গে এক লক্ষাধিক অধিবাসীপূর্ণ বৃহৎ নগরীর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১১টি। উহাদের নাম—কলিকাতা, হাওড়া দক্ষিণ, সুবার্বন, আসানসোল, ভাটপাড়া, খড়্গপুর, বালি, কামারহাটি, দক্ষিণ দমদম, বর্ধমান ও বরানগর।

পশ্চিমবঙ্গের শহর : আলোচ্য সেন্সাসে পশ্চিমবঙ্গের ১৪৯টি জনপদকে শহরের স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে এই রাজ্যে শহরের সংখ্যা ছিল ১১৯টি। যে স্থানের জনসংখ্যা অন্যূন ৫,০০০ এবং প্রতি বর্গমাইলে অন্ততঃ ১,০০০ লোকের বাস তাহাকেই শহর বলা হয়। তবে, উক্ত অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার অন্ততঃ তিন চতুর্থাংশ কৃষি ব্যতীত অন্য কাজে নিযুক্ত হওয়া চাই। যে সকল স্থানে সেনানিবাস, পৌরসভা বা টাউন কমিটি আছে সেই অঞ্চলগুলিতে উপরোক্ত জনসংখ্যা না থাকিলেও তাহাকে শহর বলিয়া ধরা হয়।

জনবসতির ঘণত্ব : পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বর্গমাইল স্থানে ১,০৩১ জন লোক বাস করে। জনবসতির ঘণত্বের হিসাবে ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের স্থান দ্বিতীয়; প্রথম কেরালা (১,১২৭)।

পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহ

পশ্চিমবঙ্গের ১৬টি জেলা মোট ৪৭টি মহকুমায় বিভক্ত। জেলাগুলিতে মহকুমার সংখ্যা এইরূপ :—কোচবিহার—৫টি, জলপাইগুড়ি—২টি, দার্জিলিং—৪টি, নদীয়া—২টি, পশ্চিম দিনাজপুর—৩টি, পুরুলিয়া—১টি, মালদহ—১টি, মুর্শিদাবাদ—৪টি, মেদিনীপুর—৫টি, বর্ধমান—৪টি, বাঁকুড়া—২টি, বীরভূম—২টি, হাওড়া—২টি, হুগলী—৪টি এবং ২৪ পরগণা জেলায় ৬টি মহকুমা। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলা কলিকাতা কেবলমাত্র কলিকাতা নগরী লইয়া গঠিত। উহার বিস্তৃত পরিচয় স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দেওয়া হইল। নিম্নে জেলাগুলির অন্যান্য বিবরণ প্রদত্ত হইল।

জেলার নাম	আয়তন (বর্গমাইল)	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট স্ত্রীলোক
১। কোচবিহার	১৩২২·৬	১০,১৯,৭৪৭	৫,৩৯,৭৯৪	৪,৭৯,৯৫৩
২। জলপাইগুড়ি	২৩৭৪·৪	১৩,৬০,১১০	৭,৩২,৫৯০	৬,২৭,৫২০
৩। দার্জিলিং	১১৯৯·৭	৬,২৪,৮৭৯	৩,৩৪,৫৫৩	২,৯০,৩২৬
৪। নদীয়া	১৫০৯·০	১৭,১৫,০৬৮	৮,৮০,৪০৯	৮,৩৪,৬৫৯
৫। পশ্চিম দিনাজপুর	২১৪৪·০	১৩,৩০,৩৪৬	৬,৯৬,৭৫৯	৬,৩৩,৫৮৭
৬। পুরুলিয়া	৩১৬৬·০	১৩,৫৮,৮৪২	৬,৮৭,২৯২	৬,৭১,৫৫০
৭। মালদহ	১৩৯২·০	১২,২০,৪৯১	৬,২১,০৯২	৫,৫৮,৩৯৯
৮। মুর্শিদাবাদ	২০৭২·১	২২,৯৩,০৭৪	১১,৬২,১৭৭	১১,৩০,৮৯৭
৯। মেদিনীপুর	৫২৫৩·১	৪৩,৪৯,০৬৯	২২,২৭,৩০৮	২১,২১,৭৬১
১০। বর্ধমান	২৭২৫·৪	৩০,৮৩,৫৬৪	১৬,৫৯,৭৭৭	১৪,২৩,৭৮৭
১১। বাঁকুড়া	২৬৪৬·৯	১৬,৬৭,৫২৭	৮,৪১,৯১২	৮,২৫,৬১৫
১২। বীরভূম	১৭৪২·৯	১৪,৪৭,৬৩৮	৭,৩৪,৩৯৯	৭,১৩,২৩৯
১৩। হাওড়া	৫৬০·১	২০,৪৩,২২৫	১১,২৮,৮৩৩	৯,১৪,৩৯২
১৪। হুগলী	১৪০৬·৯	২২,৩৩,৭৯৮	১১,৮০,১২৮	১০,৫৩,৬৭০
১৫। ২৪ পরগণা	৫৬৩৯·৯	৬২,৯৩,৭৫৮	৩৩,৬৮,৯৩১	২৯,২৪,৮২৭

পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলির জনসংখ্যা : স্ত্রী ও পুরুষ জনসংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধির খতিয়ান (১৯৬১ সেন্সাস)

শহর	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক	১৯৫১-৬১ বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)
১। কলিকাতা	২৯,২৭,২৮৯	১৮,১৫,৭৯১	১১,১১,৪৯৮	+২,২৮,৭৯৫
২। হাওড়া	৫,১২,৫৯৮	৩,১৪,৫৩৮	১,৯৮,০৬০	+৭৮,৯৬৮
৩। সাউথ সুবার্বন	১,৮৫,৮১১	১,০২,৬৭৪	৮৩,১৩৭	+৮১,৭৫৬
৪। গার্ডেনরীচ	১,৩০,৭৭০	৮৯,২৪৬	৫১,৫২৪	+২১,৬১০
৫। আসানসোল	১,০৩,৪০৫	৬২,১৫১	৪১,২৫৪	+২৭,১২৮
৬। বার্ণপুর শহরতলী	৪৪,২৬০	২৬,২৭১	১৭,৯৮৯	+৪৪,২৬০
৭। শহর বার্ণপুর	২১,০২৪	১৩,২২৩	৭,৮০১	+২,৫০৭
৮। ভাটপাড়া	১,৪৭,৬৩০	৯৩,১২৮	৫৪,৫০২	+১২,৭১৪
৯। খড়্গপুর	১,৪৭,২৫৩	৮১,৩৫২	৬৫,৯০১	+১৭,৬১৭
১০। বালি (পৌর এলাকা বহির্ভূত অঞ্চল সহ)	১,৩০,৮৯৬	৮৪,৩১১	৪৬,৫৮৫	+৬৭,৭৫৮
১১। কামারহাটি	১,২৫,৪৫৭	৭৬,১৩৪	৪৯,৩২৩	+৪৮,২০৬
১২। দক্ষিণ দমদম	১,১১,২৮৪	৬২,৫৯২	৪৮,৬৯২	+৫৯,৮৯৩
১৩। বর্ধমান	১,০৮,২২৪	৬০,৪৭৮	৪৭,৭৭৬	+৩২,৮৪৮
১৪। বরানগর	১,০৭,৮৩৭	৬১,২০৬	৪৬,৬৩১	+৩০,৭১১
১৫। পানিহাটি	৯৩,৭৪৯	৫৩,৫৩৬	৪০,২১৩	+৪৪,২৩৫
১৬। শ্রীরামপুর	৯১,৫২১	৫৩,৪৭৯	৩৮ ০৪২	+১৭,১৯৭
১৭। হুগলী (চুঁচুড়া)	৮৩,১০৪	৪৪,৫৬০	৩৮,৫৪৪	+২৬,২৯৯
১৮। টিটাগড়	৭৬,৪২৯	৫১,০৫০	২৫,৩৭৯	+৪,৮০৫
১৯। নবদ্বীপ	৭২,৮৬১	৩৭,২২৬	৩৫,৬৩৫	+১৬,৫৬৩
২০। কৃষ্ণনগর	৭০,৪৪০	৩৬,৭৭৭	৩৩,৬৬৩	+২০,৩৯৮
২১। কাঁচরাপাড়া	৬৮,৯৬৬	৩৮,৮১৪	৩০,১৫২	+১২,২৯৮
২২। চন্দননগর	৬৭,১০৫	৩৬,৪৪১	৩০,৬৬৪	+১৭,১৯৬
২৩। উলুবেড়িয়া	৬৬,২৯৯	৩৯,৪১৫	২৬,৮৮৪	+৪০,৭৪৭
২৪। শিলিগুড়ি	৬৫,৪৭১	৩৯,৬৫১	২৫,৮২০	+৩২,৯৯১
২৫। অশোকনগর (হাবড়া সহ)	৬৪,৭১৬	৩৩,১৮৫	৩১,৫৩১	+৬০,৭১৬
২৬। বারাকপুর	৬৩,৭৭৮	৩৭,২৬২	২৬,৫১৬	+২৯,১৩৯
২৭। কসবা শহরমণ্ডলী (ক্ষুদ্র কলোনীগুলি সহ)	৬২,৯৩৫	৩৩,৮৫৩	২৯,০৮২	+৬২,৯৩৫
২৮। বাঁকুড়া	৬২,৮৩৩	৩৩,৪৭৩	২৯,৩৬০	+১৩,৪৬৪
২৯। বহরমপুর	৬২,৩১৭	৩৩,৩২৫	২৮,৯৯২	+৬,৭০৪

	শহর	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক	১৯৫১-৬১ বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)
৩০।	বারাসত (মধ্যমগ্রাম ও নব পল্লী সহ)	৬১,৬২১	৩৩,২২৩	২৮,৩৯৮	+৪৫,৫৯৪
৩১।	মেদিনীপুর	৫৯,৫৩২	৩২,৮৫৯	২৬,৬৭৩	+১৪,০৫৬
৩২।	নৈহাটি	৫৮,৪৫৭	৩৪,১৮৫	২৪,২৭২	+৩,১৪৪
৩৩।	উত্তর বারাকপুর	৫৬,৭৮৩	৩২,১৭৫	২৪,৫০৪	+২৪,৫১০
৩৪।	রাণাঘাট (তাহেরপুর, বীরনগর সহ)	৫৫,১০০	২৮ ৯১১	২৬,১৮৯	+২৩,১৪৩
৩৫।	বসিরহাট	৫৩,৯৪৩	২৮,৪৪০	২৫,৫০৩	+১৯,১০২
৩৬।	হালিসহর	৫১,৪২৩	৩১,৩০৩	২১,১২০	+১৬,৭৫৭
৩৭।	শান্তিপুর	৫১,১৯০	২৫,৯৩৭	২৫,২৫৩	+৮,৭৭৭
৩৮।	জলপাইগুড়ি	৪৮,৭৩৮	২৭,৬০৮	২১,১৩০	+৭,৪৭৯
৩৯।	পুরুলিয়া	৪৮,১৩৪	২৫ ৬১৮	২২,৫১৬	+৬,৬৭৩
৪০।	সাঁকরাইল (পৌর এলাকা বহির্ভূত অঞ্চল সহ)	৪৭,১৭৪	২৭ ৫৬৮	১৯,৬০৬	+৪৭,১৭৪
৪১।	ইংলিশ বাজার	৪৫,৯০০	২৪,৪৯৫	২১,৪০৫	+১৫,২৩৭
৪২।	বাঁশবেড়িয়া	৪৫,৪৬৩	২৬,৯৬৯	১৮,৪৯৪	+১৪,৮৪১
৪৩।	বৈদ্যবাটি	৪৪,৩১২	২৪,০৯০	২০,২২২	+১৯,৪২৯
৪৪।	চাঁপদানি	৪২,১২৯	২৬,৩২৯	১৫,৮০০	+১০,৫৮৬
৪৫।	কুচবিহার	৪১,৯২২	২৩,৪৩৫	১৮,৪৮৭	+৮,৬৮০
৪৬।	দুর্গাপুর ইস্পাত নগরী	৪১,৬৯৬	৩১,১৭৪	১০,৫২২	+৪১,৬৯৬
৪৭।	বনগাঁও	৪১,০৮২	২১,৭০২	১৯,৩৮০	+১৭,৭১৮
৪৮।	বাটানগর (নঙ্গী সহ)	৪০,৬৫৬	২৩,৫৪২	১৭,১১৪	+৩৩,৭৮২
৪৯।	দার্জিলিং	৪০,৬৫১	২২,৭৩৬	১৭,৯১৫	+৭,০৪৬
৫০।	বজবজ	৩৯,৮২৪	২৪,৩৫৩	১৫,৪৭১	+৭,৬২৮
৫১।	রিষড়া	৩৮,৫৩৫	২৪,৭৯০	১৩,৭৪৫	+১১,০৭০
৫২।	উত্তর দমদম	৩৮,১৪০	২০,৩৬৪	১৭,৭৭৬	+২৫,৯৮৪
৫৩।	ভদ্রেশ্বর	৩৫,৪৮৯	২১,১২৮	১৪,৩০১	−৮০৩
৫৪।	চাকদহ	৩৫,০৮৯	১৭,৯৯০	১৭,০৯৯	+১৯,৭১৭
৫৫।	কুলটি	৩২,২৮০	১৯,৮৯৫	১৪,৩৮৫	+২,৯১৭
৫৬।	রায়গঞ্জ	৩২,২৯০	১৭,৫৭৪	১৪,৭১৬	+১৬,৮১৭
৫৭।	কোতরঙ্গ	৩১,০৩১	১৭,১১৫	১৩,৯১৬	+১৬,৮৫৪
৫৮।	বিষ্ণুপুর	৩০,৯৫৮	১৬,২৮৬	১৪,৬৭২	+৬,৯৭৭
৫৯।	ডোমজুড় শহরমণ্ডল (পৌর এলাকা বহির্ভূত অঞ্চল সহ)	৩০,৮৪৩	১৬,১৭৮	১৪,৬৬৫	+৩০,৮৪৩
৬০।	রাণীগঞ্জ	৩০,১১৩	১৬,৯৮৭	১৩,১২৬	+৪,১৭৪

শহর	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক	১৯৫১-৬১ বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)
৬১। কোন্নগর	২৯,৪৪৩	১৭,৬৭৯	১১,৭৬৪	+৯,২১০
৬২। গারুলিয়া	২৯,০৪১	১৭,৭২৪	১১,৩১৭	+৭৩৭
৬৩। চিত্তরঞ্জন	২৮,৯৫৭	১৬,৫১৫	১২,৪৪২	+১২,৭৯৫
৬৪। আলিপুরদুয়ার	২৮,৯২৭	১৬,৩৪৬	১২,৫৮১	+৪,০৪১
৬৫। খড়দহ	২৮,৩৬২	১৬,২১৫	১২,১৪৭	+৯,৩৩৮
৬৬। বালুরঘাট	২৬,৯৯৯	১৪,৬১৯	১২,৩৮০	+৮,৮৭৮
৬৭। কালিম্পং	২৫,১০৫	১৩,৯৫০	১১,১৫৫	+৮,৪২৮
৬৮। রাজপুর	২৪,৮১২	১৩,২২৩	১১,৫৮৯	+৮,৫০২
৬৯। জঙ্গীপুর	২৪,২০১	১২,৩৩৬	১১,৮৩৫	+৫,৯৪৬
৭০। জিয়াগঞ্জ আজিমগঞ্জ	২৩,৬৭৫	১২,১৯০	১১,৪৮৫	+৪,৫২৭
৭১। ভাদ্রেশ্বর	২৩,৫৭৩	১১,৯৮৯	১১,৫৮৪	+৭,১৮৮
৭২। বোলপুর	২৩,৩৫৫	১২,৭৪৭	১০,৬০৮	+৮,৫৫৩
৭৩। সুরী	২২,৮৪১	১২,৬২৬	১০,২১৫	+৪,৭০৬
৭৪। কালনা	২২,৬০৩	১১,৭১৩	১০,৮৯০	+৫,২৭৯
৭৫। কল্যাণী, কাটাগঞ্জ ও গোকুলপুর কলোনী	২২,৩১৭	১১,৮৬৯	১০,৪৪৮	+২২,৩১৭
৭৬। কাঁথি	২২,০৯৪	১২,০৭৮	১০,০১৬	+৯,৩৫৬
৭৭। উত্তরপাড়া	২১,১৩২	১১,৫৬৭	৯,৫৬৫	+৪,০০৬
৭৮। ঘাঁটাল	২১,০৬২	১১,০৩৭	১০,০২৫	+৪,৯৩৭
৭৯। নিউ ব্যারাকপুর কলোনী	২০,৮৭১	১০,৮৪০	১০,০৩১	+২০,৮৭১
৮০। কাটোয়া	২০,৬২১	১১,০৯৯	৯,৫২২	+৫,০৮৮
৮১। জগাছা (সাঁত্রাগাছী, উনস্থানি সহ)	২০,০৯৪	১০,৯৫৫	৯,১৩৯	+২০,০৯৪
৮২। দমদম	২০,০৪১	১৩,০১৯	৭,০১২	+৬,০৩৯
৮৩। ময়নাগুড়ি (দোমহনি সহ)	২০,০১৪	১১,০৪৮	৮,৯৬৬	+২০,০১৪
৮৪। রামপুরহাট	১৯,৮৯৭	১০,৮৬৪	৯,০৩৩	+৪,৭৫৩
৮৫। কান্দী	১৯,৭৮০	১০,৩৩৪	৯,৪৪৬	+৪,৫৬০
৮৬। অণ্ডাল	১৮,৬৪৫	১১,২৫৬	৭,৩৮৯	+১৪,৩৫৭
৮৭। তমলুক	১৭,৯৮৬	৯,৯৪৮	৮,০৩৮	+৪,৩৮৭
৮৮। দেউলপারা	১৭,৭৯৭	৯,৫৭৮	৮,২১৯	+১৭,৭৯৭
৮৯। টাকী	১৭,৫৬০	৯,৩৫৭	৮,২০৩	+৪,৪২২
৯০। খুলিয়ান	১৭,২২০	৮,৮৫৯	৮,৩৬১	+১,২৮৫

	শহর	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক	১৯২১-৬১ বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)
৯১।	জামুরিয়া	১৭,৯১৬	১০,৪২৯	৬,৭৮৭	+১৭,২১৬
৯২।	মুর্শিদাবাদ	১৬,৯৯০	৮,৮৭৩	৮,১১৭	+৬,২৩৪
৯৩।	ব্যারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্ট	১৬,৯১২	৯,৯৯৭	৬,৯১৫	+৭২৩
৯৪।	আরামবাগ	১৬,৫৫১	৯,০২৪	৭,৫২৭	+৫,০৯১
৯৫।	সোনামুখী	১৫,০২৭	৭,৫২১	৭,৫০৬	+২,৬৭৫
৯৬।	কালিয়াগঞ্জ	১৫,৪৭৮	৭,৯৭৩	৬,৫০৫	+১৪,৪৭৮
৯৭।	জয়নগর মজিলপুর	১৪,১৭৭	৭,৪২৪	৬,৭৫৩	+৮২২
৯৮।	বরাকর	১৪,১৭৪	৮,২৫২	৫,৯২২	+৩,৭৩৪
৯৯।	অমলগোড়া-গড়বেতা (শহরসমূহ)	১৪,১৩৫	৭,৪৪২	৬,৬৯৩	+৯,৩২৯
১০০।	ঝাড়গ্রাম	১৩,৯৬৫	৭,৮৮২	৬,০৮৩	+৫,৯৯০
১০১।	দুবরাজপুর	১৩,৯১৭	৭,১৯৩	৬,৭২৪	+১,৭১২
১০২।	বারুইপুর	১৩,৬০৮	৭,২০৯	৬,৩৯৯	+৪,৩৭০
১০৩।	গোবর ডাঙ্গা	১৩,৪৭৬	৭,০৪৭	৬,২৪৯	+৬,৯৫৭
১০৪।	কার্শিয়াং	১৩,৪১০	৭,২০২	৬,২০৮	+১,৬৯১
১০৫।	আদ্রা	১৩,২১৫	৭,২৫১	৫,৯৬৪	+২,৬৩৮
১০৬।	ঔরঙ্গাবাদ	১২,৭৮৩	৬,৪২৬	৬,৩৫৭	+১২,৭৮৩
১০৭।	নিয়ামতপুর	১২,৬৩০	৬,৯৫২	৫,৬৭৮	+৮৭৪
১০৮।	ক্যানিং	১২,৫৭৫	৬,৭৬৩	৫,৮১২	+৪,৭৩৯
১০৯।	ইছাপুর ডিফেন্স এষ্টেট	১২,৩৮২	৭,৬৫৩	৪,৭২৯	−২,২১৮
১১০।	সাইথিয়া	১২,০৯৬	৬,৫৪৯	৫,৫৪৭	+৩,৩৮৯
১১১।	বিরলাপুর	১১,৬০১	৭,৪৫৫	৪,১৪৬	+১১,৬০১
১১২।	দিনহাটা	১১,৩০৬	৬,৫২৫	৪,৭৮১	+৫,৪৫৮
১১৩।	বলরামপুর	১০,৮৮১	৫,৭০০	৫,১৮১	+১,৭৬০
১১৪।	লালগোলা	১০,৬৫৭	৫,৩৫২	৫,৩০৫	+১০,৬৫৭
১১৫।	ধূপগুড়ি	১০,৬৩৭	৬,১২৬	৪,৫১১	+১০,৬৩৭
১১৬।	রঘুনাথপুর	১০,৫৫৬	৫,৪০৯	৫,১৪৭	+১,৫২৮
১১৭।	দৈহাট	১০,৫১৯	৫,২৮১	৫,২৩৮	+২,৩৭০
১১৮।	ডায়মণ্ড-হারবার	১০,১৩৫	৩,৯৭৩	৪,৬৬১	+৩১৭
১১৯।	ঝালদা	৯,৬৯২	৫,১৭৯	৪,৭১৯	+১,৪০৯
১২০।	গঙ্গারামপুর	৯,৬৭১	৫,৭৮৯	৪,৪৯২	+৯,৬৭১
১২১।	ইসলামপুর	৯,৪৯৯	৫,৭৮৯	৩,৭১০	+৯,৪৯৯
১২২।	দিশারগড়	৯,৪৩৭	৫,২৪১	৪,১৯৬	+১,৫৯৫

শহর	মোট জনসংখ্যা	পুরুষ	স্ত্রীলোক	১৯৫১-৬১ বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)
১২৩। পাঁচলা	৯,১০২	৪,৬৮৯	৪,৪১৩	+৯,১০২
১২৪। মাল	৯,০৮৫	৫,৩৮১	৩,৭০৪	+৯,০৮৫
১২৫। নবগ্রাম কলোনী	৮,৮৬৬	৪,৭৮৯	৪,০৭৭	+৮,৮৬৬
১২৬। নলহাটি	৮,৬৬৩	৪,৬৬৮	৩,৯৯৫	+৮,৬৬৩
১২৭। তারকেশ্বর	৮,৫২৮	৪,৫৭১	৩,৯৫৭	+৮,৫২৮
১২৮। মেমারী	৮,৩৮৬	৪,৭৫৪	৩,৬৩২	+৩,৩৮১
১২৯। পাণ্ডুয়া	৮,১৫৯	৪,৫৩৪	৩,৬২৫	+৮,১৫৯
১৩০। আমতা	৮,০৮৬	৪,১৬৮	৩,৯১৮	+৮,০৮৬
১৩১। সিঙ্গুর	৭,৯১৫	৪,১৬২	৩,৭৫৩	+৭,৯১৫
১৩২। উখড়া	৭,৮৭১	৪,৬৩৯	৩,২৩২	+৭,৮৭১
১৩৩। বেলডাঙ্গা	৭,৮৪১	৪,০৬২	৩,৭৭৯	+৭,৮৪১
১৩৪। রামজীবনপুর	৭,৬২১	৩,৮৭১	৩,৭৫০	+৮২
১৩৫। চন্দ্রকোণা	৭,৩৮৩	৩,৭৮৫	৩,৫৯৮	+১,৬৬৬
১৩৬। শুসকরা	৭,০১৭	৪,০০১	৩,০১৬	+৭,০১৭
১৩৭। মাথাভাঙ্গা	৬,৯৮০	৩,৮৪৪	৩,১৩৬	+২,৭২৪
১৩৮। খাত্রা	৬,৭৫৭	৩,৬১০	৩,১৪৬	+২,৬৩০
১৩৯। পাত্রশায়র	৬,৫৮২	৩,২৪৩	৩,৩৩৯	+১,৭৯৩
১৪০। ফলাকাটা	৬,৪১৩	৩,৫৩২	২,৮৮১	+৬,৪১৩
১৪১। বালিচক	৬,৩৩৩	৩,৫৫৮	২,৭৭৫	+৬,৩৩৩
১৪২। হিলি	৬,০৩২	৩,২০৯	২,৮২৩	−২,৩১৪
১৪৩। খাবার	৫,৯০৯	২,৯৩৭	২,৯৭২	+৮৮৬
১৪৪। খিরপাই	৫,৮০৩	২,৯৯৩	২,৮১০	+১,৫৫৭
১৪৫। মহিষাদল	৫,২১০	২,৯৪৫	২,২৬৫	+৫,২১০
১৪৬। ওল্ড মালদা	৪,৮৮৫	২,৬১৫	২,২৭০	+৩৮৭
১৪৭। দমদম (এরোড্রাম এরিয়া)	৪,৭১২	২,৮৩৮	১,৮৭৪	+৪,৭১২
১৪৮। বগুলা	৪,৫৩০	২,৩৮৪	২,১৪৭	+৪,৫৩০
১৪৯। হলদিবাড়ী	৪,৩৭১	২,৫৫৯	১,৮১২	+১,২০৯
১৫০। ফুলিয়া	৩,৮১১	২,০৪২	১,৭৬৯	+৩,৮১১
১৫১। তুফানগঞ্জ	৩,৪৭৩	১,৯৯১	১,৪৮২	+১,১৫৭
১৫২। মেকলিগঞ্জ	৩,৩৭৪	১,৯২৬	১,৪৬৮	+২,০৩৮

॥ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ ॥

রাজ্যপাল : শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু
মুখ্যমন্ত্রী : শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন

॥ বিধান সভা ॥

স্পীকার : শ্রীকেশবচন্দ্র বসু
ডেপুটি স্পীকার : শ্রীআশুতোষ মল্লিক

॥ বিধান পরিষদ ॥

চেয়ারম্যান : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডেপুটি চেয়ারম্যান : শ্রীপ্রতাপচন্দ্র গুহরায়

॥ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ॥

চেয়ারম্যান : শ্রী বি. দাশগুপ্ত
শ্রী এ. সি. রায় (সম্পাদক), শ্রী পি. সি. রক্ষিত, ও শ্রী কে. পি. সেন

॥ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা ॥

কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার আয়তন বিশেষভাবে হ্রাস করা হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬৩, রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু এই রাজ্যের ১৮ জন মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে ২ জন পূর্ণমন্ত্রী, ৭ জন প্রতিমন্ত্রী ও ৯ জন উপমন্ত্রী। হ্রাসপ্রাপ্ত মন্ত্রিসভার মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে দপ্তর পুনর্বণ্টন করা হইয়াছে।

॥ মন্ত্রিসভা ॥ ১। প্রফুল্লচন্দ্র সেন—মুখ্যমন্ত্রী, ; খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পূর্ত, ও গৃহনির্মাণ, ৩। ঈশ্বরদাস জালান—আইন ও আবগারী, ৪। রবীন্দ্রলাল সিংহ—শিক্ষা ; ৫। তরুণকান্তি ঘোষ—শিল্প (কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পসহ), বাণিজ্য, বন ও সমবায় ; ৬। শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়—স্বাস্থ্য ; ৭। শ্যামাদাস ভট্টাচার্য—ভূমি-রাজস্ব, সেচ ও জলপথ ; ৮। জগন্নাথ কোলে—কারা, বিধানিক বিষয়, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের প্রেস ও পাসপোর্ট বিভাগ ; ৯। শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়—অর্থ ও স্বরাষ্ট্র (পরিবহণ) ; ১০। শ্রীমতী আভা মাইতি—উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সমাজকল্যাণ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের সংবিধান ও নির্বাচন শাখা ; ১১। এস. এম. ফজলুর রহমান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পশুপালন, পশু চিকিৎসা ও মৎস্য ; ১২। বিজয়সিং নাহার—শ্রম ও প্রচার।

॥ **প্রতিমন্ত্রী** ॥ ১। সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র—পঞ্চায়েৎ ও শিক্ষা ; ২। তেনজিং ওয়াংদি—উপজাতি কল্যাণ ও সমবায় ; ৩। স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়—কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন ; ৫। অর্ধেন্দুশেখর নস্কর—আবগারী এবং স্বরাষ্ট্রবিভাগের পুলিশ ও প্রতিরক্ষা।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভাগীয় সচিবগণ ॥

১। আর. গুপ্ত—প্রধান সচিব ; ২। এম. এম. বসু—স্বরাষ্ট্র ; ৩। কে. কে. রায়—অর্থ ; ৪। এস. কে. ব্যানার্জি—উন্নয়ন কমিশনার ও পদাধিকারবলে উন্নয়ন বিভাগের সচিব ; ৫। ডি. এম. সেন—শিক্ষা ; ৬। এ. এন. চক্রবর্তী—পশ্চিমবঙ্গের রিমেমব্রাঙ্কার ; ৭। আর. ঘোষ—কৃষি ; ৮। জি. ডি. গোস্বামী—সেচ ও জল-পথ ; ৯। এস. এম. ভট্টাচার্য—শ্রম, সমাজকল্যাণ ও প্রচার ; ১০। এস. সি. মল্লিক—পরিবহণ কমিশনার ; ১১। এস. দত্ত মজুমদার—বাণিজ্য ও শিল্প ; ১২। এস. কে. চ্যাটার্জি—মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ; ১৩। ডি. এন. ব্যানার্জি—পশুপালন, মৎস্য, বন ও পশু চিকিৎসা ; ১৪। এন. রায় চৌধুরী—'রেভিন্যু বোর্ড'-এর সদস্য এবং পদাধিকার বলে ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব বিভাগের সচিব ; ১৫। এস. এন. ব্যানার্জি—উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ও ত্রাণ ; ১৬। বি. আর. গুপ্ত—স্বাস্থ্য ; ১৭। বি. সি. গাঙ্গুলী—খাদ্য ; ১৮। জে. সি. তালুকদার—কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প সমবায় ; ১৯। আর. ব্যানার্জী—প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার ; ২০। ভি. এস. সি. ব্যানার্জি—বর্ধমান বিভাগের কমিশনার ; ২১। আই. বি. সুরিটা—জলপাইগুড়ি বিভাগের কমিশনার ; ২২। এস. কে. মুখার্জি—রাজ্যপালের সচিব ; ২৩। এস. এন. বাগচী—বিচার ; ২৪। এস. এন. সেনগুপ্ত—আইন প্রণয়ন ; ২৫। পি. রায়—বিধান সভার সচিব ; ২৬। জে. এল. কুণ্ডু—অর্থদপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ; কে. সি. রায়—বিচার বিভাগের যুগ্ম সচিব ; ২৮। এ. নিয়োগী—'দুর্গাপুর প্রজেক্ট'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টার ও পদাধিকার বলে উন্নয়ন বিভাগের সচিব ; ২৯। এস. গুপ্ত—অর্থ (পদাধিকার

বলে); ৩০। (পদাধিকার বলে); ৩১। জে. কে. রায়—ত্রাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব (পদাধিকারে); ৩২। এস. এম. ব্যানার্জি—অর্থ (পদাধিকারে); ৩৩। এ. এম. কুশারী—অর্থ দপ্তরের যুগ্ম সচিব; ৩৪। বি. বি. মণ্ডল—পূর্ত বিভাগের যুগ্ম সচিব; ৩৫। আর. পি. চন্দ (চীফ্ ইঞ্জিনিয়ার)—পদাধিকারে গৃহ নির্মাণ বিভাগের যুগ্ম সচিব; ৩৬। এইচ. সি. দত্ত—উন্নয়ন-দপ্তরের যুগ্ম সচিব (পদাধিকারে); ৩৭। কে. কে. চক্রবর্তী—যুগ্ম সচিব আইন প্রণয়ন, ৩৮। এস. এন. গুপ্ত—রাস্তা উন্নয়ন সংস্থার চীফ্ ইঞ্জিনীয়ার ও পদাধিকারে যুগ্ম সচিব; ৩৯। কে. জি. বসু—যুগ্ম সচিব স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন; ৪০। এ. কে. দত্ত—যুগ্ম সচিব স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন; ৪১। বি. পি. নিয়োগী—যুগ্ম সচিব, শিক্ষা; ৪২। জে. এন. মল্লিক—অতিরিক্ত সচিব, বিচার; ৪৩। কে. কে. মৈত্র—যুগ্ম সচিব আইন প্রণয়ন; ৪৪। এস. এন. রায়—যুগ্ম সচিব স্বরাষ্ট্র এবং ৪৫। পি. কে. রায়—যুগ্ম সচিব আইন প্রণয়ন বিভাগ (পদাধিকারে)।

॥ কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ ॥

১। শ্রীহিমাংশুকুমার বোস—প্রধান বিচারপতি; ২। শ্রী পি. বি. মুখার্জি ৩। শ্রীগোপেন্দ্রকুমার মিত্র; ৪। শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র; ৫। শ্রীপুরুষোত্তম চ্যাটার্জি; ৬। শ্রী এস. কে. দত্ত; ৭। শ্রী এস. কে. নিয়োগী; ৮। শ্রীপরেশনাথ মুখার্জি; ৯। শ্রীঅমরেশচন্দ্র রায়; ১০। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত; ১১। শ্রী বি. মুখার্জি; ১২। শ্রীদুর্গাদাস বসু; ১৩। শ্রীবিমলচন্দ্র মিত্র; ১৪। শ্রীঅশোকচন্দ্র সেন; ১৫। শ্রী আর. এন. দত্ত; ১৬। শ্রী এ. কে. মুখার্জি; ১৭। শ্রী সি. এল. লায়েক; ১৮। শ্রী আর. এস. বাচোয়াৎ; ১৯। শ্রীদেবব্রত মুখার্জি; ২০। শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ; ২১। শ্রীঅজিতনাথ রায়; ২২। শ্রী বি. এন. ব্যানার্জি; ২৩। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র মল্লিক; ২৪। শ্রীকমলেশচন্দ্র সেন; ২৫। শ্রীইউ. সি. লাহা; ২৬। শ্রীঅরুণ দাস; ২৭। শ্রীএ. সি. গুপ্ত; ২৮। শ্রী এস. এ. মাসুদ এবং ২৯। শ্রীতারাপদ মুখার্জি।

॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান সদস্যবৃন্দ ॥

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
	কোচবিহার		
১।	অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রধান	ফঃ ব্লক	মেকলিগঞ্জ
২।	মহেন্দ্রনাথ ডাকুয়া	কংগ্রেস	মাথাভাঙ্গা
৩।	জীবনকৃষ্ণ দে	কম্যুনিষ্ট	তুফানগঞ্জ
৪।	বিজয়কুমার রায়	ফঃ ব্লক	শীতলকুচি
৫।	কমলকান্তি গুহ	"	দিনহাটা
৬।	সুনীল বসুনিয়া	"	কোচবিহার (দঃ)
৭।	সুনীল দাশগুপ্ত	"	কোচবিহার (উঃ)
	কলিকাতা		
১।	নরেশনাথ মুখার্জি	কংগ্রেস	চৌরঙ্গী
২।	শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু	"	ফোর্ট
৩।	নরেন্দ্রনাথ সেন	"	একবালপুর
৪।	অনিল মৈত্র	"	বালিগঞ্জ
৫।	গণেশপ্রসাদ রায়	"	বেলিয়াঘাটা (দঃ)
৬।	কেশবচন্দ্র বসু	"	সুকিয়া স্ট্রীট
৭।	করম হোসেন	"	তালতলা
৮।	বিজয় সিং নাহার	"	বৌবাজার

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
৯।	প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র	কংগ্রেস	মুচিপাড়া
১০।	ঈশ্বরদাস জালান	"	বড়বাজার
১১।	নেপালচন্দ্র রায়	"	জোড়াবাগান
১২।	বদ্রীপ্রসাদ পোদ্দার	"	জোড়াসাঁকো
১৩।	সুশীলকুমার দাশগুপ্ত	"	কাশীপুর
১৪।	শ্রীমতী বিভা মিত্র	"	কালীঘাট
১৫।	নিরঞ্জন সেনগুপ্ত	কম্যুনিষ্ট	টালিগঞ্জ
১৬।	সোমনাথ লাহিড়ী	"	আলিপুর
১৭।	শ্রীমতী ইলা মিত্র	"	মাণিকতলা
১৮।	জগৎ বসু	"	বেলিয়াঘাটা (উঃ)
১৯।	গণেশ ঘোষ		বেলগাছিয়া
২০।	অমরেন্দ্রনাথ বসু	"	বড়তলা (দঃ)
২১।	এ. এ. মহম্মদ ওবেইদুল গণি	"	এণ্টালি
২২।	নারায়ণচন্দ্র রায়	"	বিদ্যাসাগর
২৩।	সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়	স্বতন্ত্র	ভবানীপুর
২৪।	বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	"	রাসবিহারী এভিঃ
২৫।	হেমন্তকুমার বসু	ফঃ ব্লক	শ্যামপুকুর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
২৬।	নিখিল দাস	আর. এস. পি.	বড়তলা (উঃ)

২৪-পরগণা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	অর্ধেন্দুশেখর নস্কর	কংগ্রেস	মগরাহাট (পূঃ)
২।	আবুল হাসেম	”	মগরাহাট (পঃ)
৩।	শ্রীমতী চারুশীলা ধর	”	বনগাঁ
৪।	মণীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস	”	বাগদা
৫।	তরুণকান্তি ঘোষ	”	হাবড়া
৬।	অশোককৃষ্ণ দত্ত	”	বারাসত
৭।	দয়ারাম বেরী	”	ভাটপাড়া
৮।	কৃষ্ণকুমার শুক্ল	”	টিটাগড়
৯।	প্রণবপ্রসাদ রায়	”	রাজারহাট
১০।	বজলুর রহমান দুর্গাপুরী	”	দেগঙ্গা
১১।	আবদুল গফুর	”	স্বরূপনগর
১২।	মহম্মদ জিয়াউল হক	”	বাদুড়িয়া
১৩।	বীজেশচন্দ্র সেন	”	বসিরহাট
১৪।	দীনবন্ধু দাস	”	হাসনাবাদ
১৫।	অনন্তকুমার বৈদ্য	”	সন্দেশখালি
১৬।	রাজকৃষ্ণ মণ্ডল	”	কালিনগর
১৭।	জাহাঙ্গীর কবির	কংগ্রেস	হাড়োয়া
১৮।	এ. কে. ইসাহাক	”	ভাঙ্গড
১৯।	শ্রীমতী সাকিলা খাতুন	”	বাসন্তী
২০।	খগেন্দ্রনাথ নস্কর	”	ক্যানিং
২১।	জ্ঞানতোষ চক্রবর্তী	”	জয়নগর (উঃ)
২২।	অনাদিমোহন তাঁতি	”	জয়নগর (দঃ)
২৩।	ভূষণচন্দ্র দাস	”	মথুরাপুর (দঃ পূঃ)
২৪।	বৃন্দাবন গায়েন	”	মথুরাপুর (উঃ পঃ)
২৫।	শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়	”	কাকদ্বীপ
২৬।	জগদীশচন্দ্র হালদার	”	ডায়মণ্ডহারবার
২৭।	খগেন্দ্রনাথ দাস	”	ফলতা
২৮।	শক্তিকুমার সরকার	”	বারুইপুর
২৯।	শ্রীমতী শান্তিলতা মণ্ডল	”	বিষ্ণুপুর পূর্ব
৩০।	যুগলচরণ সাঁতরা	”	বিষ্ণুপুর পশ্চিম
৩১।	হরলাল হালদার	”	বজবজ
৩২।	আহম্মদ আলি মুজতি	”	মহেশতলা
৩৩।	এস. এম. আব্‌দুল্লা	”	গার্ডেনরীচ
৩৪।	গোপাল বসু	কম্যুনিষ্ট	নৈহাটি
৩৫।	যামিনীভূষণ সাহা	”	নোয়াপাড়া

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
৩৬। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়	কম্যুনিষ্ট	খড়দহ
৩৭। জ্যোতি বসু	"	বরানগর
৩৮। তরুণকুমার সেনগুপ্ত	"	দমদম
৩৯। খগেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	"	সোনারপুর
৪০। রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	"	বেহালা
৪১। মনোরঞ্জন রায়	"	বীজপুর
৪২। হৃষিকেশ হালদার	স্বতন্ত্র	কুলপি

জলপাইগুড়ি

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১। পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায়	কংগ্রেস	আলিপুরদুয়ার
২। হীরালাল সিংহ	"	ফলাকাটা
৩। কামিনীমোহন রায়	"	ময়নাগুড়ি
৪। ভূপেন্দ্রদেব রায়কত	"	খড়িয়া
৫। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	"	জলপাইগুড়ি
৬। বুধু ভগৎ	"	নাগরাকাটা
৭। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভৌমিক	"	মাল
৮। এ. এইচ. বেষ্টারউইচ	আর. এস. পি.	মাদারিহাট
৯। ননী ভট্টাচার্য	"	কালচিনি

দার্জিলিং

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১। লক্ষীরঞ্জন ঘোশে	গোর্খা লীগ	কালিম্পং
২। দেওপ্রকাশ রায়	স্বতন্ত্র	দার্জিলিং
৩। ভদ্রবাহাদুর হামাল	কম্যুনিষ্ট	জোড়বাংলো
৪। অরুণকুমার মৈত্র	কংগ্রেস	শিলিগুড়ি
৫। তেনজিং ওয়াংদি	"	ফাসিদেওয়া

নদীয়া

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১। স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	কংগ্রেস	করিমপুর
২। শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"	তেহট্ট
৩। এস. এম. ফজলুর রহমান	"	নাকাশিপাড়া
৪। প্রমথরঞ্জন ঠাকুর	"	হাঁসখালি
৫। শ্রীমতী শান্তি দাস	"	চাকদা
৬। নরেন্দ্রনাথ সরকার	"	হরিণঘাটা
৭। গৌরচন্দ্র কুণ্ডু	কম্যুনিষ্ট	রাণাঘাট
৮। দেবীপ্রসাদ বসু	"	নবদ্বীপ
৯। কানাই পাল	রেভোঃ কম্যুনিষ্ট	শান্তিপুর
১০। মহানন্দ হালদার	স্বতন্ত্র	চাপড়া
১১। কাশীকান্ত মৈত্র	পি. এস. পি.	কৃষ্ণনগর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান

পুরুলিয়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	রাজরাজেশ্বরীপ্রসাদ সিং দেও	কংগ্রেস	হুরা
২।	বুধন মাঝি	„	কাশীপুর
৩।	শঙ্করনারায়ণ সিং দেও	„	রঘুনাথপুর
৪।	নেপাল বাউড়ি	„	পারা
৫।	তারাপদ রায়	„	পুরুলিয়া
৬।	দেবেন্দ্রনাথ মাহতো	„	ঝালদা
৭।	দমন কুইরি	ফরোয়ার্ড ব্লক	অর্শা
৮।	কান্দ্রু মাঝি	লোকসেবক সঙ্ঘ	বান্দুয়ান
৯।	পদক মাহাতো	„	বলরামপুর
১০।	অদ্বৈত মণ্ডল	„	জয়পুর
১১।	গিরিশ মাহাতো	স্বতন্ত্র	মানবাজার

পশ্চিম দিনাজপুর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	চৌধুরী মহম্মদ আফাক	কংগ্রেস	চোপরা
২।	ফণীশচন্দ্র সিংহ	„	করণদীঘি
৩।	রমেন্দ্রনাথ দত্ত	„	রায়গঞ্জ
৪।	শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ	„	কালিয়াগঞ্জ
৫।	সুশীলরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	„	বালুরঘাট
৬।	জয়নাল আবেদীন		ইটাহার
৭।	ন্যাথনিয়েল মুর্মু	রেভোঃ সোসাঃ	তপন
৮।	মংলা কিস্কু	কম্যুনিষ্ট	গঙ্গারামপুর
৯।	সলিল সাইদ	„	কুমামণ্ডি
১০।	মহম্মদ হায়াৎ আলি	পি. এস. পি.	গোয়ালপোখর

বর্ধমান

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	গোপিকারঞ্জন মিত্র	কংগ্রেস	হীরাপুর
২।	জয়নারায়ণ শর্মা	„	কুলটী
৩।	অমরেন্দ্র মণ্ডল	„	জামুরিয়া
৪।	আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	„	দুর্গাপুর
৫।	কানাইলাল দাস	„	গলসি
৬।	জহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	„	খণ্ডঘোষ
৭।	প্রবোধকুমার গুহ	„	রায়না
৮।	পুরঞ্জয় প্রামাণিক	„	জামালপুর
৯।	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	„	পূর্বস্থলী
১০।	মোহন ঠাকুর	কম্যুনিষ্ট	কেতুগ্রাম
১১।	নারায়ণদাস দাস	„	মঙ্গলকোট
১২।	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী	„	বর্ধমান

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১৩।	সুবোধ চৌধুরী	কম্যুনিষ্ট	কাটোয়া
১৪।	সৈয়দ আবুল মনসুর হবিবুল্লা	„	মন্তেশ্বর
১৫।	হরেকৃষ্ণ কোঙার	„	কালনা
১৬।	সুচাঁদ সোরেন	„	মেমারি
১৭।	অশ্বিনী রায়	„	ভাতার
১৮।	লখন বাগদী	„	রাণীগঞ্জ
১৯।	হরিদাস চক্রবর্তী	„	বড়বনী
২০।	বিজয় পাল	„	আসানসোল
২১।	মনোরঞ্জন বকসী	স্বতন্ত্র	আউসগ্রাম

বাঁকুড়া

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	আশুতোষ মল্লিক	কংগ্রেস	ইঁদপুর
২।	শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত	„	রায়পুর
৩।	শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায়	„	তালডাঙরা
৪।	গোকুলবিহারী দাস	„	ওন্দা
৫।	জগন্নাথ কোলে	„	কোতলপুর
৬।	গুরুপদ খান	„	পাত্রসায়ের
৭।	শিশুরাম মণ্ডল	„	গঙ্গাজলঘাটি
৮।	কমলাকান্ত হেমরাম	„	ছাতনা
৯।	অনাথবন্ধু রায়	„	শালতোড়া
১০।	অবনী ভট্টাচার্য	কম্যুনিষ্ট	বাঁকুড়া
১১।	মাণিকচন্দ্র মুখার্জি	কংগ্রেস	বড়জোড়া
১২।	রাধিকা ধীবর	„	বিষ্ণুপুর
১৩।	জলেশ্বর হাঁসদা	„	রাণীবাঁধ

বীরভূম

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	কংগ্রেস	সিউড়ি
২।	ভূষণ হাঁসদা	„	মহম্মদ বাজার
৩।	শ্রীমতী নীহারিকা মজুমদার	„	রামপুরহাট
৪।	শিরোমণি প্রসাদ	„	নলহাটি
৫।	আহম্মদ শামসুদ্দিন	স্বতন্ত্র	মুরারাই
৬।	গোবর্ধন দাস	কম্যুনিষ্ট	মধুরেশ্বর
৭।	রাধানাথ চট্টরাজ	„	লাবপুর
৮।	ভক্তিভূষণ মণ্ডল	ফরোয়ার্ড ব্লক	দুবরাজপুর
৯।	সিদ্ধেশ্বর মণ্ডল	„	রাজনগর
১০।	রাধাকৃষ্ণ সিংহ	স্বতন্ত্র	বোলপুর

মালদহ

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	নিমাইচাঁদ মুর্মু	কম্যুনিষ্ট	হবিবপুর
২।	ধরণীধর সরকার	„	মালদহ
৩।	গোলাম ইয়াজদানী	স্বতন্ত্র	খরবা

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
৪।	বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র	কংগ্রেস	হরিশ্চন্দ্রপুর
৫।	ধনেশ্বর সাহা	,,	রতুয়া
৬।	সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র	,,	মাণিকচক
৭।	শান্তিগোপাল সেন	,,	ইংলিশবাজার
৮।	আসাদুল্লা চৌধুরী	,,	সুজাপুর
৯।	প্রমোদরঞ্জন বসু	রেভোঃ সোসাঃ	কালিয়াচক
১২।	শৈলেন্দ্রনাথ অধিকারী	পি.এস.পি.	ভগবানগোলা
১৩।	অভয়পদ সাহা	আর. এস. পি.	খারগ্রাম
১৪।	শম্ভুগোপাল দাস	,,	ভরতপুর
১৫।	দেবশরণ ঘোষ	,,	বেলেডাঙ্গা
১৬।	সনৎকুমার রাহা	কুম্যানিষ্ট	বহরমপুর

মুর্শিদাবাদ

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন	কংগ্রেস	ফরাক্কা
২।	লুৎফর হক	,,	সুতী
৩।	মুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়	,,	জঙ্গীপুর
৪।	অম্বিকাচরণ দাস	,,	সাগরদীঘি
৫।	সৈয়দ কাজেম আলি মির্জা	,,	লালগোলা
৬।	জগদীশচন্দ্র সিংহ	,,	কান্দী
৭।	মহম্মদ ইসরাইল	,,	নাওদা
৮।	আবদুল লতিফ	,,	হরিহরপাড়া
৯।	আবদুল বারি মোক্তার	স্বতন্ত্র	জলঙ্গী
১০।	বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	,,	মুর্শিদাবাদ
১১।	নবাব জানি মির্জা	,,	রাণীনগর

মেদিনীপুর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১।	ইন্দ্রজিৎ রায়	কংগ্রেস	চন্দ্রকোণা
২।	শ্যামাদাস ভট্টাচার্য	,,	পাঁশকুড়া (পঃ)
৩।	রজনীকান্ত প্রামাণিক	,,	পাঁশকুড়া (পূঃ)
৪।	অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	,,	তমলুক
৫।	অনঙ্গমোহন দাস	,,	ময়না
৬।	সুশীলকুমার ধাড়া	,,	মহিষাদল
৭।	মহাতাবচাঁদ দাস	,,	সুতাহাটা
৮।	প্রবীরচন্দ্র জানা	,,	নন্দীগ্রাম (দঃ)
৯।	সুবোধচন্দ্র মাইতি	,,	নন্দীগ্রাম (উঃ)
১০।	শ্রীমতী আভা মাইতি	,,	ভগবানপুর
১১।	অবন্তীকুমার দাস	,,	খেজুরি
১২।	বিজয়কৃষ্ণ মাইতি	,,	কাঁথি (উঃ)

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
১৩।	হৃষিকেশ চক্রবর্তী	কংগ্রেস	এগরা
১৪।	রাধানাথ দাস অধিকারী	,,	পটাসপুর
১৫।	চারুচন্দ্র মহান্তি	,,	দাঁতন
১৬।	কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল	,,	নারায়ণগড়
১৭।	আদিত্যকুমার বাকুড়া	,,	সবং
১৮।	মৃতুঞ্জয় জানা	,,	খড়্গপুর লোক্যাল
১৯।	সৈয়দ সামসুল বারি	,,	মেদিনীপুর
২০।	সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়	,,	ডেবরা
২১।	বঙ্কিম রায়	,,	কেশপুর
২২।	শ্রীমতী তুষার টুডু	,,	গড়বেতা
২৩।	নিরঞ্জন গামরাই	,,	শালবনি
২৪।	সুরেন্দ্রনাথ মাহাতো	,,	গোপীবল্লভপুর
২৫।	দেবনাথ হাঁসদা	,,	নয়াগ্রাম
২৬।	নগেন্দ্রনাথ মাহাতো	,,	ঝাড়গ্রাম
২৭।	মঙ্গলচরণ সারেন	,,	বীণপুর
২৮।	নারায়ণ চৌবে	কম্যুনিষ্ট	খড়্গপুর
২৯।	মৃগেন ভট্টাচার্য	,,	দাসপুর
৩০।	নগেন্দ্র দলুই	,,	ঘাটাল
৩১।	সুধীর দাস	পি. এস. পি	(দঃ কাঁথি)
৩২।	বলাইলাল দাস মহাপাত্র	,,	রামনগর

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
	হাওড়া		
১।	বিজয় ভট্টাচার্য	কংগ্রেস	হাওড়া (পূঃ)
২।	শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়	,,	হাওড়া (উঃ)
৩।	শঙ্করলাল মুখোপাধ্যায়	,,	বালী
৪।	সত্যনারায়ণ খান	,,	জগৎবল্লভপুর
৫।	অবনীকুমার বসু	,,	উলুবেড়িয়া (দঃ)
৬।	মুরারীমোহন ধাড়া	,,	শ্যামপুর
৭।	রণজিৎকুমার ঘোষচৌধুরী	,,	বাগনান
৮।	অরবিন্দ রায়	,,	উদয়নারায়ণপুর
৯।	তারাপদ প্রামাণিক	,,	আমতা
১০।	বিজয়ভূষণ মণ্ডল	ফঃ ব্লক	উলুবেড়িয়া (উঃ)
১১।	অপূর্বলাল মজুমদার	,,	পাঁচলা
১২।	কানাইলাল ভট্টাচার্য	,,	হাওড়া (দঃ)
১৩।	অনাদি দাস	স্বতন্ত্র	হাওড়া (পঃ)
১৪।	তারাপদ দে	কম্যুনিষ্ট	ডোমজুড়
১৫।	দুলালচন্দ্র মণ্ডল	,,	শাঁকরাইল
	হুগলী		
১।	বিশ্বনাথ সাহা	কংগ্রেস	জাঙ্গিপাড়া
২।	কানাইলাল দে	,,	চণ্ডীতলা

সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন স্থান
৩। প্রভাকর পাল	কংগ্রেস	সিঙ্গুর
৪। বৃন্দাবন চট্টোপাধ্যায়	"	বলাগড়
৫। রাধানাথ দাস	"	পাণ্ডুয়া
৬। বীরেন্দ্র চৌধুরী	"	ধনিয়াখালি
৭। পার্বতীচরণ হাজরা	"	তারকেশ্বর
৮। কৃষ্ণপদ পণ্ডিত	"	খানাকুল
৯। প্রফুল্লচন্দ্র সেন	"	আরামবাগ (পূঃ)
১০। রাধাকৃষ্ণ পাল	"	আরামবাগ (পঃ)
১১। শম্ভুচরণ ঘোষ	ফঃ ব্লক	চুঁচুড়া
১২। ভবানী মুখোপাধ্যায়	কম্যুনিষ্ট	চন্দননগর
১৩। গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়	কম্যুনিষ্ট	ভদ্রেশ্বর
১৪। পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	"	শ্রীরামপুর
১৫। মনোরঞ্জন হাজরা	"	উত্তরপাড়া

মনোনীত সদস্যগণ

১। কুমারী অলিভ পেস্ট্যাণ্ট্‌ল
২। আর. ই. প্ল্যাটেল
৩। সি. এল. ব্ল্যাঙ্কে
৪। ক্লিফোর্ড নোরান্‌হা

রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যগণ

১। আনসারুদ্দিন আহ্‌মদ ২। সন্তোষকুমার বসু ৩। শ্রীমতী মায়াদেবী চেট্টি ৪। ভূপেশ গুপ্ত ৫। মহম্মদ ইসাক ৬। রাজপৎ সিং দুগর ৭। সুধীর ঘোষ ৮। নিকুঞ্জবিহারী মাইতি ৯। বীরেন রায় ১০। মৃগাঙ্কমোহন সুর ১১। নৌশের আলি ১২। সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ১৩। নীরেন ঘোষ ১৪। নীহার রঞ্জন রায় ১৫। রামপ্রসন্ন রায় ১৬। পান্নালাল সারোগী

পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত লোকসভার সদস্যগণ

	সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র		সদস্যের নাম	দলের নাম	নির্বাচন কেন্দ্র
১।	অতুল্য ঘোষ	কংগ্রেস	আসানসোল	১৯।	শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী	কংগ্রেস	ঘাটাল
২।	মনোমোহন দাস	”	আউসগ্রাম	২০।	প্রভাত কর	কম্যুনিষ্ট	হুগলী
৩।	সরকার মুর্মু	কম্যুনিষ্ট	বালুরঘাট	২১।	মহম্মদ ইলিয়াস	”	হাওড়া
৪।	রামগতি ব্যানার্জি	কংগ্রেস	বাঁকুড়া	২২।	নলিনীরঞ্জন ঘোষ	কংগ্রেস	জলপাইগুড়ি
৫।	অরুণচন্দ্র গুহ	”	বারাসত	২৩।	সুবোধ হাঁসদা	”	ঝাড়গ্রাম
৬।	শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী	কম্যুনিষ্ট	ব্যারাকপুর	২৪।	পরেশনাথ কয়াল	”	জয়নগর
৭।	হুমায়ুন কবীর	কংগ্রেস	বসিরহাট	২৫।	সরদীশ রায়	কম্যুনিষ্ট	কাটোয়া
৮।	ত্রিদিব চৌধুরী	নির্দলীয়	বহরমপুর	২৬।	শ্রীমতী রেণুকা রায়	কংগ্রেস	মালদহ
৯।	শিশিরকুমার সাহা	কংগ্রেস	বীরভূম	২৭।	পূর্ণেন্দুশেখর নস্কর	”	মথুরাপুর
১০।	নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দলীয়	বর্ধমান	২৮।	গোবিন্দকুমার সিংহ	”	মেদিনীপুর
১১।	হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জি	কম্যুনিষ্ট	মধ্য কলিকাতা	২৯।	সৈয়দ বদরুদ্দোজা	নির্দলীয়	মুর্শিদাবাদ
১২।	রণেন্দ্রনাথ সেন	”	পূর্ব কলিকাতা	৩০।	হরিপদ চ্যাটার্জি	”	নবদ্বীপ
১৩।	অশোককুমার সেন	কংগ্রেস	(উঃ পঃ) কলিকাতা	৩১।	ভজহরি মাহাতো	”	পুরুলিয়া
১৪।	ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত	কম্যুনিষ্ট	(দঃ পঃ) কলিকাতা	৩২।	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য	কংগ্রেস	রায়গঞ্জ
১৫।	বসন্তকুমার দাস	কংগ্রেস	কন্টাই	৩৩।	দিনেশ ভট্টাচার্য	কম্যুনিষ্ট	শ্রীরামপুর
১৬।	পরেশচন্দ্র বর্মণ	”	কুচবিহার	৩৪।	সতীশচন্দ্র সামন্ত	কংগ্রেস	তমলুক
১৭।	টি. মানায়েন	”	দার্জিলিং	৩৫।	পূর্ণেন্দুনারায়ণ দাস	”	উলুবেড়িয়া
১৮।	সুধাংশুভূষণ দাস	”	ডায়মণ্ডহারবার	৩৬।	পশুপতি মণ্ডল	”	বিষ্ণুপুর

॥ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট ॥

পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, রাজ্যবিধানমণ্ডলে পশ্চিমবঙ্গের ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাংলাতে তাঁহার ভাষণ দান করেন। মাতৃভাষায় বাজেট বক্তৃতা দেওয়ার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম। যাহাহোক, আলোচ্য বর্ষে রাজস্বখাতে ১৩৫ কোটি ৫২ লক্ষ ১১ হাজার টাকা আয় এবং ১২৯ কোটি ৯০ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই হিসাবে রাজস্বখাতে ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু অপরদিকে মূলধনীখাতে ঘাটতি দাঁড়াইবে ৮ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং উভয় খাত মিলাইয়া মোট ঘাটতি হইবে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। বর্ষারম্ভে প্রারম্ভিক তহবিল (opening balance) ছিল ১১ লক্ষ টাকা। এই টাকা ধরিয়া চূড়ান্ত ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা।

রাজ্যসরকার আগামী বছর ষ্টাম্প শুল্ক, রেজিষ্ট্রেশন ফি ও ভূমিরাজস্ব হইতে অতিরিক্ত ১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা, চিকিৎসা ভাতা প্রভৃতি বাবদ কিঞ্চিদধিক ৪ কোটি টাকা বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। আয়ব্যয়ের এই দুইটি অঙ্ক মূল বাজেটে ধরা হয় নাই।

পূর্ববর্তী দুই বৎসরের বাজেট: ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটের সহিত অর্থমন্ত্রী ১৯৬৩-৬৪ সালের সংশোধিত বাজেট এবং ১৯৬২-৬৩ সালের চূড়ান্ত বাজেটের চিত্রও পেশ করেন। তাহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৬২-৬৩ সালে রাজস্বখাতে প্রকৃত আয় হইয়াছে ১০৭ কোটি ৫১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা এবং ব্যয় হইয়াছে ১১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ ৮ হাজার টাকা। ১৯৬৩-৬৪ সালের সংশোধিত হিসাবে রাজস্বখাতে আয় ও ব্যয় যথাক্রমে ১২৮ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা এবং ১২০ কোটি ৮৩ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মূলধনী খাতে ব্যয়বরাদ্দ: আগামী বৎসর মূলধনী খাতে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—(ক) জমিদারী উচ্ছেদের ফলে ক্ষতিপূরণ খাতে ৩ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা, (খ) 'বহুমুখী নদী প্রকল্পে মূলধন বিনিয়োগ—দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন' খাতে ৯ কটি ৫৪ লক্ষ টাকা, (গ) রাজ্যের সড়ক উন্নয়নের জন্য ৫ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা, (ঘ) কলিকাতায় কেন্দ্রীয় দুগ্ধ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কল্পে ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, (ঙ) কলিকাতা-দমদম সুপার হাইওয়ের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ইত্যাদি।

একনজরে পশ্চিমবঙ্গ বাজেট, ১৯৬৪-৬৫

(হাজার টাকার হিসাবে)

	চূড়ান্ত বাজেট (১৯৬২-৬৩)	সংশোধিত বাজেট ১৯৬৩-৬৪	প্রাথমিক বাজেট ১৯৬৪-৬৫
আদায়			
প্রারম্ভিক তহবিল ...	১,৭০,১৪	৩,০৪,৬৭,	১১,৫৩
রাজস্ব আদায় ...	১,০৭,৫১,১৭	১,২৮,৬৩,৭৪	১,৩৫,৫২,১১
ঋণ খাতে আদায়—			
ঋণ	৪৩,৩৬,৪১	৬৬,৮৭,১২	৭৪,১৯,৭৭
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব হইতে আদায় ...	২,৮৯,১১,৫৩	২,৭৬,৯৬,৭৪	২,৬৮,৯১,৮৬
মোট —	৪,৪১,৬৯,২৫	৪,৭৫,৫২,২৭	৪,৭৮,৭৫,২৭
ব্যয়			
রাজস্ব খাতে ব্যয় ...	১,১৩,৫৩,০৮	১,২০, ৮৩,৩১	১,২৯,৯০,৯৫
মূলধন খাতে ব্যয় ...	৩৪,৪৪,৭৪	৩৪,৩০,৯৮	৪০,৯৩,৮০
ঋণ খাতে ব্যয়—			
ঋণ	২২,৭৮,০৪	৫২,১৩,৮৩	৪৭,৩২,৬২
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাব হইতে ব্যয়	২,৬৮,০৮,৭২	২,৬৮,১২,৬২	২,৬৩,০৪,৫২
সমাপ্তি তহবিল ...	৩,০৪,৬৭	১১,৫৩	—২,৪৬,৬২
মোট —	৪,৪১,৬৯,২৫	৪,৭৫,৫২,২৭	৪,৭৮,৭৫,২৭
নীট উদ্বৃত (+) বা ঘাটতি (−)			
(ক) রাজস্ব খাতে	− ৬,০১,৯১	+ ৭,৮৬,৪৩	+ ৫,৬১,১৬
(খ) রাজস্ব খাতের বাহিরে	+ ৭,৩৬,৪৪	−১,০৭৩,৫৭	− ৮,১৯,৩১
(গ) নীট (প্রারম্ভিক তহবিল সহ)	+ ৩,০৪,৬৭	+ ১১,৫৩	− ২,৪৬,৬২

॥ পাঞ্জাব ॥

রাজ্যপাল : হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম

রাজধানী : চণ্ডীগড়। আয়তন : ৪৭,২০৫ বর্গমাইল। জনসংখ্যা : ২,০৩,০৬,৮১২। জনবসতির ঘণত্ব : ৪৩০ প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ২৪.২% জন ; ভাষা : হিন্দী, উর্দু ও পাঞ্জাবী।

পাঞ্জাবের নূতন মন্ত্রিসভা

সর্দার শরণ সিং-এর মধ্যস্থতায় গত ৩০শে জুন, ১৯৬৪, শ্রীরামকিষেণ পাঞ্জাব বিধান সভায় কংগ্রেস দলের নূতন নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি ৬ জন পূর্ণমন্ত্রী ও ১ জন হরিজন উপমন্ত্রী লইয়া নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ৬ই জুলাই, ১৯৬৪, উক্ত মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। নিম্নে মন্ত্রীদের নাম দেওয়া হইল :—

১। রামকিষেণ (মুখ্যমন্ত্রী), ২। দরবারা সিং, ৩। প্রবোধচন্দ্র, ৪। কাপুর সিং, ৫। মেজর হরিন্দর সিং, ৬। বিজয়রাম এবং ৭। সুন্দর সিং (হরিজন উপমন্ত্রী)।

৬ ব্রিজাকরাম

২০.২%। শিক্ষিত পুরুষের হার : ২৯.৬%। শিক্ষিত স্ত্রীলোকের হার : ১০.২%। প্রতি ১,০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা : ৯৩২ জন।

ত্রিপুরার ইতিহাস ও সংস্কৃতি অতি প্রাচীন। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে ত্রিপুরা সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হইবে না। কিম্বদন্তী অনুসারে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে রাজা যযাতি তাঁহার পুত্র দ্রুহ্যকে নির্বাসনদণ্ড

* মোহনলাল পরে পদত্যাগ করেন।

দিয়াছিলেন। দ্রুহ্য নানা দেশ অতিক্রম করিয়া যে স্থানটিতে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাই বর্তমানকালের ত্রিপুরা। তবে সেই সুদূর অতীতকালে উহার নাম ছিল স্বতন্ত্র। দ্রুহ্যের মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরে তাঁহার বংশধর রাজা 'ত্রিপুর' নিজের নামানুসারে রাজ্যের নাম রাখেন 'ত্রিপুরা'। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্বকালেই ত্রিপুরায় আধুনিক যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা চলে। তিনি ত্রিপুরা হইতে ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে দাসত্ব প্রথা ও ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করিয়াছিলেন। রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারী রূপে ত্রিপুরার শেষ রাজা বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর। ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের ১৭ই মে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি ত্রিপুরার ভারতভুক্তির বিষয় সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। বীরবিক্রমকিশোরের মৃত্যুর পর ভারতসরকারের অনুমোদনক্রমে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী তাঁহার নাবালক পুত্র কিরীট-বিক্রমকিশোরের পক্ষে রাজ্যের 'রিজেন্ট' নিযুক্ত হন। দ্রুহ্যের প্রত্যক্ষ বংশধরদের মধ্যে কীরীটবিক্রম ১৭৯ তম পুরুষ। ১৯৪৯ খৃঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর রিজেন্ট ও ভারতসরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ভারতসরকার ত্রিপুরার শাসনভার গ্রহণ করেন। ত্রিপুরা তখন 'গ' শ্রেণীভুক্ত অন্যতম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। উপদেষ্টা পরিষদের সাহায্যে চীফ্ কমিশনার প্রশাসনিক কার্য চালাইতে থাকেন। ১৯৫৬ খৃঃ অব্দে রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ত্রিপুরা অন্যতম 'কেন্দ্রীয় অঞ্চলে' পরিণত হয় এবং উপদেষ্টা পরিষদের বিলোপ সাধন করা হয়। ১৯৫৭ খৃঃ অব্দে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের লইয়া 'ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ' গঠিত হয়। আঞ্চলিক পরিষদের উদ্বোধন হয় ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭ এবং উহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনঃ ১লা জুলাই, ১৯৬৩, ত্রিপুরার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে একগুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সংঘঠিত হইয়াছে। ঐ দিন হইতে ত্রিপুরায় ১৯৬২ সালের 'সংবিধান (১৪শ সংশোধন) আইন' প্রবর্তন করা হয়। ইহার ফলে ত্রিপুরায় পূর্ণদায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ও 'বিধানসভা' গঠিত হইয়াছে। প্রাক্তন আঞ্চলিক পরিষদই বিধানসভায় পরিণত হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের গণ্ডি প্রসারিত হইয়াছে।

ত্রিপুরার রাজস্ব আদায়ঃ ত্রিপুরার ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেট হইতে দেখা যায় যে, রাজস্ব খাতে মাত্র ৬২ লক্ষ টাকা আয় ও ৮ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটের যাহা ঘাটতি তাহা কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করিয়া থাকেন।

॥ ত্রিপুরার মন্ত্রিসভা ॥

॥ মন্ত্রিগণ ॥ ১। শচীন্দ্রলাল সিংহ—(মুখ্যমন্ত্রী) স্বরাষ্ট্র, অর্থ, রাজস্ব, খাদ্য ও সরবরাহ ; ২। সুখময় সেনগুপ্ত—উন্নয়ন।

॥ উপমন্ত্রিগণ ॥ ১। মণীন্দ্রলাল ভৌমিক ; ২। বিনোদবিহারী দাস এবং ৩। রাজপ্রসাদ রিয়াং চৌধুরী।

॥ মণিপুর ॥

চীফ কমিশনার : জে. এম. রাইনা

রাজধানী : ইম্ফল। আয়তন : ৮,৬২৮ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৭,৮০,০৩৭। জনবসতির ঘণত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৯০ জন। শিক্ষিতের হার : ৩০·৪%। ভাষা : মণিপুরী ও বাংলা।

মণিপুরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; ইহা ভারতের পূর্বসীমান্তে অবস্থিত এবং ব্রহ্মদেশের সংলগ্ন। এই রাজ্যটি অতিশয় প্রাচীন ; মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখা যায় (অর্জুন চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যান)। কলা ও সংস্কৃতির বিচারে মণিপুর খুব সমৃদ্ধ। মণিপুরী নৃত্য ছন্দ ও সুষমার অপূর্ব সমন্বয়। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া মণিপুরে আজ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে ইহা ছিল একটি দেশীয় রাজ্য—সর্বশেষ রাজার নাম বোধচন্দ্র সিং। ভারতের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে তিনি ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান করেন (১১ই আগষ্ট, ১৯৪৭), কিন্তু মণিপুরের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখেন। অতঃপর ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর মহারাজা ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তাহার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যটির শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইলে ইহাকে 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পর মণিপুর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়।

সম্প্রতি এই রাজ্যে মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা গঠিত হইয়াছে (১।৭।৬৩)। বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৩২—নির্বাচিত সদস্য ৩০ জন ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত সদস্য ২ জন।

॥ মণিপুরের মন্ত্রিসভা ॥

॥ মন্ত্রিগণ ॥ ১। কৈরেন সিং—মুখ্যমন্ত্রী ; ২। আথিকো দৈহো এবং ৩। সেরাম আঙ্গাউ সিং।

॥ হিমাচল প্রদেশ ॥

চীফ কমিশনার : বজরঙ্গ বাহাদুর সিং

রাজধানী : সিমলা। আয়তন : ১০,৮৭৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ১৩,৫১,১৪৪। জনবসতির ঘণত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ১২৪ জন। শিক্ষিতের হার : ১৭'১%। ভাষা : হিন্দী ও পাহাড়ী।

পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলের ২১টি দেশীয় রাজ্য লইয়া ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪৮, হিমাচল প্রদেশ গঠিত হয়। পরবর্তীকালে বিলাসপুর রাজ্যটি হিমাচল প্রদেশের সহিত যুক্ত হয় (১লা জুলাই, ১৯৫৪)। ভারতীয় সংবিধানে ইহাকে 'গ' শ্রেণীর রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পর ইহা একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হয় এবং আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শক্রমে লেঃ গবর্ণর ইহার শাসন কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ১লা জুলাই, ১৯৬৩, পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে এই রাজ্যে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা ও বিধানসভা গঠিত হইয়াছে। বিধানসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৪৩ জন—নির্বাচিত ৪১ জন ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ২ জন।

॥ হিমাচল প্রদেশের মন্ত্রিসভা ॥

॥ মন্ত্রিগণ ॥ ১। ওয়াই, এস, পারমার—মুখ্যমন্ত্রী ; ২। করম সিং ও ৩। হরিদাস।

॥ পণ্ডিচেরী ॥

চীফ কমিশনার : এস. কে. দত্ত

রাজধানী : পণ্ডিচেরী। আয়তন : ১৮৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৩,৬৯,০৭৯। জনবসতির ঘণত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ১,৯৯৫ জন। শিক্ষিতের হার : ৩৭'৫% জন ; ভাষা : তামিল ও ফরাসী।

পণ্ডিচেরী, কারিকল, ইয়ানাম ও মাহে এই কয়টি স্থান একত্রে 'ভারতে ফরাসী উপনিবেশ' (French Establishment in India) নামে পরিচিত ছিল। ১৯৫৪ সালের ১লা নবেম্বর ভারত সরকার ও ফরাসী সরকারের মধ্যে এক বোঝাপড়ার ফলে ভারত সরকার এই স্থানগুলির শাসনভার

গ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে ক্ষমতা হস্তান্তর চূড়ান্ত করার জন্য নয়া দিল্লীতে ২৮শে মে, ১৯৫৬, উভয় পক্ষের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘ ৬ বৎসর পরে ১২ই জুলাই, ১৯৬২, ফরাসী পার্লামেণ্ট এই চুক্তি অনুমোদন করে এবং ১৬ই আগষ্ট, ১৯৬২, নুয়া দিল্লীতে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র বিনিময় করা হয়। পূর্বোক্ত ৪টি স্থান বর্তমানে কেবলমাত্র 'পণ্ডিচেরী' নামে অন্যতম কেন্দ্রীয় অঞ্চলরূপে গণ্য হইয়া থাকে। ১৯৬২ সালের ৬ই নবেম্বর পণ্ডিচেরীর শাসনকার্য পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিন্যান্স জারী করেন। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদ আইন (সংবিধান আইন, ১৪শ সংশোধন) প্রণয়ন করার ফলে ঐ অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যায়। ঐ আইনের বলে একজন চীফ কমিশনার ভারত সরকারের পক্ষে এই অঞ্চলের শাসনকার্য চালাইতেছিলেন ; ৬ জন কাউন্সিলার তাঁহাকে এই কার্যে সাহায্য করিতেন। ৩৯ জন নির্বাচিত সদস্য লইয়া পণ্ডিচেরীর 'প্রতিনিধি সভা' গঠিত হয়।

১লা জুলাই, ১৯৬৩, পণ্ডিচেরীর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের ফলে ঐ তারিখ হইতে এই কেন্দ্রীয় অঞ্চলটিতে বিধানসভা এবং গণপ্রতিনিধিমূলক মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

॥ পণ্ডিচেরীর মন্ত্রিসভা ॥

॥ মন্ত্রিগণ ॥ ১। এডুয়ার্ড গাউবার্ট—মুখ্যমন্ত্রী ; ২। ভি. ভেঙ্কাটা সুব্বা রেড্ডিয়ার ; ৩। কে. এম. গুরুস্বামী পিল্লাই ; ৪। মহম্মদ ইসমাইল মারিকেয়ার ; ৫। এম. কে. জীবরত্ন ওদেয়ার এবং ৬। ভি. এম. সি. বরদা পিল্লাই।

॥ গোয়া, দমন ও দিউ ॥

লেফ্‌টেনান্ট গবর্ণর : মুলুকরাজ সচদেব

রাজধানী : পাঞ্জিম। আয়তন : ১,৪২৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৬,২৬,৯৭৮ (১৯৬০) ; জনবসতির ঘণত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৪৪০ জন।

এই তিনটি অঞ্চল ভারতে ভূতপূর্ব পর্তুগীজ উপনিবেশ। কিন্তু অঞ্চলগুলি পরস্পর সংলগ্ন বা অখণ্ড নহে। গোয়া বোম্বাই হইতে ২০০ মাইল দক্ষিণে, দমন বোম্বাই হইতে ১১০ মাইল উত্তরে কাম্বে উপসাগরের প্রবেশ পথে এবং দিউ

সৌরাষ্ট্রে অবস্থিত ও বোম্বাই হইতে জলপথে ইহার দূরত্ব ২৭৫ মাইল। দাদরা ও নগর হাভেলি দমনের অংশ বিশেষ ছিল, কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া ইহার শাসন ব্যবস্থা অধিকার করে ও ভারত সরকার ইহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইহাকে অন্যতম কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত করেন।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতীয় পর্তুগীজ অঞ্চলগুলি যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে তজ্জন্য ভারত সরকার পর্তুগীজ সরকারের সহিত আপস আলোচনার জন্য প্রয়াস পান। কিন্তু পর্তুগীজ সরকার এই সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দেন। তাঁহারা দৃঢ়ভাবে দাবী করেন যে, ভারতীয় পর্তুগীজ অঞ্চল সমূহ খাস পর্তুগালের অন্যতম প্রদেশ। আপস আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ভারত সরকার ১৯৬১ সালে ডিসেম্বর মাসে সামরিক অভিযানের সাহায্যে এই অঞ্চলকে পর্তুগীজ শাসনমুক্ত করেন। এই অঞ্চল অধিকারের অব্যবহিত পরে এখানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি ৫ই মার্চ, ১৯৬২, এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া ইহাকে একটি 'কেন্দ্রীয় অঞ্চলে' পরিণত করেন এবং উহার শাসন কার্যের বন্দোবস্ত করেন। অতঃপর সংসদ এই সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করেন ও উক্ত অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যায়।

॥ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ॥

চীফ্ কমিশনার: বি. এন. মাহেশ্বরী

রাজধানী: পোর্ট ব্লেয়ার। আয়তন: ৩,২১৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ৬৩,৫৪৮। জনবসতির ঘনত্ব: প্রতি বর্গমাইলে ২০ জন। শিক্ষিতের হার: ৩৩·৬%।

॥ লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি দ্বীপপুঞ্জ ॥

শাসন পরিচালক: এম. রামুন্নি

সদর: কজিকোড। আয়তন: ১১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা: ২৪,১০৮। জনবসতির ঘনত্ব: প্রতি বর্গমাইলে ২,১৯২ জন। শিক্ষিতের হার: ২৩·৩%।

॥ দাদরা ও নগরহাভেলি ॥

সদর : সিলভাস্‌সা। আয়তন : ১৮৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ৫৭,৯৬৩। জনবসতির ঘণত্ব : ৩০৭ জন প্রতি বর্গমাইলে। শিক্ষিতের হার : ৯·৫%।

এই দুইটি ছিটমহল দীর্ঘকাল পর্তুগীজ শাসনাধীনে ছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও পর্তুগীজ শাসনের অবসান ঘটায়। ১১ই আগষ্ট, ১৯৬১ ভারত সরকার এই অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করেন।

॥ দিল্লী ॥

চীফ্ কমিশনার : ভগবান সহায়

রাজধানী : দিল্লী। আয়তন : ৫৭৩ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা : ২৬,৫৮,৬১২। জনবসতির ঘণত্ব : প্রতি বর্গমাইলে ৪,৬৪০ জন। শিক্ষিতের হার : ৫২·৭%। ভাষা : হিন্দী, উর্দু ও পাঞ্জাবী।

মহানগরী কলিকাতা

প্রাচীন পরিচয়ঃ মহানগরী কলিকাতার সৃষ্টি খুব বেশীদিনের নহে, যদিও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' এবং বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে কালীক্ষেত্র ও কলিকাতা নামের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' (১৫৯০ খ্রীঃ) গ্রন্থেও কলিকাতা নামের উল্লেখ আছে। কলিকাতা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানাজনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, 'খাল কাটা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে। রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের মতে এখানে পূর্বে বহুসংখ্যক মড়ার মাথার খুলি পড়িয়া থাকিত। উহা দেখিয়া হয়ত কোন ওলন্দাজ বণিক-পর্যটক এই স্থানকে গলগাথা অর্থাৎ মাথার খুলি বা নরমুণ্ডের স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। 'গলগাথা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাই মনে করেন। আবার অনেকের ধারণা, এই স্থানে পূর্বে জেলেরা ঝিনুক ও শামুক পোড়াইয়া কালিচুন প্রস্তুত করিত। কলি-চুনের কাতা অর্থাৎ স্তূপ হইতে কলিকাতা নাম আসিয়া থাকিবে। বর্তমান কলিকাতার গোড়াপত্তন করেন ইংরাজ কুঠিয়াল যব চার্ণক। শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার কলিকাতা পরিচয়ে লিখিয়াছেন ঃ ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে যব চার্ণক কলিকাতায় আসেন এবং ১৬৯৮ সালে ১লা আগষ্ট আলমগীরের পৌত্র ওসমানের নিকট হইতে ১৬,০০০৲ টাকায় সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা—গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ছিল। বার্ষিক খাজনা ১,২৮১৷৷০ আনা। বর্তমানে যেখানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সেখানে গোবিন্দপুর নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। একদিন ইহারই সন্নিকটে গঙ্গার তীরে একটি সতীদাহ হইতেছিল। যব চার্ণকের বরকন্দাজেরা তাঁহাকে জানাইল যে, একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী মেয়েকে স্থানীয় লোকেরা আগুনে পোড়াইবার উপক্রম করিতেছে। যব চার্ণক মেয়েটিকে বাঁচাইতে হুকুম দিলেন। অমনি ইংরাজদের ১২।১৪ জন বরকন্দাজ লাঠি হাতে সেইদিকে ছুটিল। তাহা দেখিয়া সতীদাহকারী লোকেরা শব ও মেয়েটিকে ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। বরকন্দাজেরা মেয়েটিকে যব চার্ণকের নিকট লইয়া আসিল। যব চার্ণক বলিলেন "তোমাকে আমরা রক্ষা করিলাম—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" মেয়েটি

বলিল যে, দুনিয়াতে তাহার যাইবার আর কোন স্থান নাই, তাহাকে কেহই আশ্রয় দিবে না। মেয়েটি আরও বলিল, "আমি আপনার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।" যব চার্ণক সম্মত হইলেন। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে যব চার্ণক পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। যব চার্ণকের এই হিন্দু পত্নী ৩৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। সেণ্ট পলস্ গীর্জার ভিতর তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যব চার্ণক তিন বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি স্ত্রীর মৃত্যুদিন পালন করিতেন বলিয়া প্রকাশ। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে যব চার্ণক তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনকর্তা হইয়া তিনি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি—এই তিন গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে পতু গীজ, আর্মেনিয়ান, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আবেদন জানান। এইভাবে শহর কলিকাতার পত্তন হয়।

বর্তমান জেনারেল পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে যব চার্ণক আসিয়া প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়; আর এখন যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত, পূর্বে সেখানে ছিল তাঁহার বাসস্থান। সেকালের নদী দিয়া অনবরত শব ভাসিয়া যাইত। তাই যব চার্ণক ইংরেজদের পানীয় জলের জন্য এখনকার লালদীঘিটি (ডালহৌসি স্কোয়ার) খনন করাইয়াছিলেন। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর মধ্যে পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নবাগত শিক্ষানবিশী কর্মচারীদের বাসস্থান ছিল। এজন্য ইহার নাম রাইটার্স বা কেরানীদের বিল্ডিং হইয়াছে। এখনকার লালবাজারে পূর্বে ইংরাজদের দরকারী জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য একটা বাজার ছিল, আর লালবাজারের কিছু দূরে মলঙ্গা লেনে বাঙ্গালী কর্মচারীরা বাস করিতেন। সেকালের কলিকাতার বাসিন্দাদের বাগবাজার হইতে কালীঘাটের কালীমন্দিরে যাইতে হইলে এখনকার চিৎপুর ও চৌরঙ্গী হইয়া পায়ে-হাঁটা রাস্তায় যাতায়াত করিতে হইত। এই রাস্তা ছিল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া আর অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। চৌরঙ্গী নামে এক সন্ন্যাসী এই রাস্তাটা কাটাইয়া প্রশস্ত করিয়া দেন বলিয়া জানা যায়। মুখর মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ রাজপথটি আজিও তাঁহার নাম বহন করিতেছে। এখনকার গড়ের মাঠটি ছিল সেকালে ভীষণ জঙ্গলময়। তাহাতে ছিল বাঘ, ভল্লুক ও চোর ডাকাতের আড্ডা। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা চৌরঙ্গীর আশে পাশে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। গড়ের মাঠের পুকুরগুলি ইংরাজদের পানীয় জলের জন্য খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

১৭৪০ সালের দিকে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয়। বর্গীদের হাত হইতে কলিকাতাকে রক্ষার জন্য ইংরাজরা 'মারাঠা ডিচ' নামে কলিকাতার উত্তর-

পূর্বদিকে একটি খাল খনন করেন। এই সময় অনেক বনেদী হিন্দু পরিবার কলিকাতায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইসব হিন্দুরা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সুরু করেন। ফলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে।

ইংরেজ কুঠিয়াল ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে শক্তিশালী করিতে লাগিল। সিরাজদ্দৌলা ছিলেন তখন বাংলার নবাব। তিনি ইংরাজদের এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ দিলেন। ইংরাজরা নবাবের এই হুকুমে কান দিল না। সিরাজদ্দৌলা তখন নিজে একদল সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহের নিকটবর্তী এখনকার 'বৈঠকখানা'য় তিনি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন এবং ইংরাজদের দুর্গ ভাঙ্গিতে সৈন্য পাঠাইলেন। ইংরাজ-দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বহু ইংরাজ সৈন্য বন্দী হইল। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে নবাব সৈন্যের সহিত ইংরাজদের শেষ-বোঝাপড়া হয়। পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হইয়া ইংরাজ কলিকাতায় কায়েমী হইয়া বসিল।

কলিকাতার আয়তন, জনসংখ্যা, জনবসতির ঘণত্ব স্ত্রীপুরুষ ও শিক্ষিতের সংখ্যা

আয়তনঃ বর্তমানে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকার মোট আয়তন ২৪,৪৫৮ একর বা ৩৮·২১ বর্গমাইল। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছিল ২৯·৪৮ বর্গমাইল। কিন্তু ঐ বৎসর টালিগঞ্জ এলাকা কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় কলিকাতা পৌর এলাকার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬·৯২ বর্গমাইল হয়। ইহা ছাড়া আছে 'ক্যানাল' ও 'ফোর্ট' এলাকা। এই দুইটি অঞ্চল কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল এলাকার অন্তর্ভুক্ত নহে। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার আয়তন এইরূপঃ

	একর		বর্গমাইল
খাস কলিকাতা (১৯৫১ মিউনিসিপ্যাল আইনে বর্ণিত) ...	১৮,৮৬৮	=	২৯·৪৮
টালিগঞ্জ	৪,৭৬১	=	৭·৪৪
মোট	২৩,৬২৯		৩৬·৯২
ক্যানাল	২৭৮	=	·৪৩
ফোর্ট এলাকা	৫৫১	=	·৮৬
সর্বমোট	২৪,৪৫৮	...	৩৮·২১

জনসংখ্যা স্ত্রী পুরুষ ও শিক্ষিতের সংখ্যা : ১৯৬১ সালের সেন্সাস অনুসারে কলিকাতার কর্পোরেশন এলাকার (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত) মোট লোক সংখ্যা ২৯,২৭,২৮৯। উহাদের মধ্যে পুরুষ ১৮,১৫,৭৯১ জন ও স্ত্রীলোক ১১,১১,৪৯৮ জন। কলিকাতায় প্রতি ১০০০ পুরুষের স্থলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাত্র ৬১২ জন। বৃহত্তর বোম্বাইতে এই সংখ্যা ৬৬৩। পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে কলিকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৫১-৬১ সালে) সর্বাপেক্ষা কম। উহা মাত্র ৮·৪৮%। কলিকাতায় প্রতি বর্গমাইলে জনবসতির ঘণত্ব ৭৩,১৮২। ভারতের মধ্যে একমাত্র দিল্লীর পাহাড়গঞ্জ এলাকায় লোক বসতির ঘণত্ব ইহা অপেক্ষা অধিক (১,৪৩,১১৩)। বৃহত্তর বোম্বাই ও মাদ্রাজের বসতির ঘনত্ব যথাক্রমে ২২,৩২৩ ও ৩৫,২৮৯। কলিকাতায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৫৯·৩ জন। শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ৬৩·০% ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৫২·৩%।

কলিকাতার জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান : (গত ১৭ বৎসরের)

বৎসর	মোট জন্ম	প্রতি হাজারে জন্মহার	মোট মৃত্যু	প্রতি হাজারে মৃত্যুহার
১৯৪৬-৪৭	৩২,৮৩৪	১৫·৫৭	৩৬.৮৫৯	১৭·৫
১৯৪৭-৪৮	৩২,১৩৮	১৫·৬২	৪৫,৩১০	২·১৫
১৯৪৮-৪৯	৪২,২৪৪	২০·০৩	৪৪,৩০৭	২·১০
১৯৪৯-৫০	৪৫,৪৭৫	২১·৫৬	৪৩,৮০৪	২০·৭৭
১৯৫০-৫১	৫০,৪২৪	২২·৯১	৫৫,৪২২	২৬·২৮
১৯৫১-৫২	৬০,০২৩	২৩·৪০	৪০,৯২৭	১৫·৯৬
১৯৫২-৫৩	৬০,৮০৭	২৩·৮৭	৩৮,৫০১	১৫·১১
১৯৫৩-৫৪	৬০,৮৯৪	২২·৫৭	৩৬,৫৭৮	১৩·৫৫
১৯৫৪-৫৫	৬৭,১৭২	২৪·৮৯	৩২,১৯৭	১১·৯৩
১৯৫৫-৫৬	৭১,০৭১	২৬·৩৪	৩২,২২৩	১১·৯৪
১৯৫৬-৫৭	৭৩,৪৮৩	২৭·২৩	৩৬,৮০২	১৩·৬৪
১৯৫৭-৫৮	৭০,৫২৯	২৬·১৪	৩৭,২৩১	১৩·৮০
১৯৫৮-৫৯	৭০,৭৭৯	২৬·২৩	৩৩,২৭৯	১২·৩৩
১৯৫৯-৬০	৭০,৬২৬	২৬·১৭	৩৪,৩৮৩	১২·৭৪
১৯৬০-৬১	৭০,৮৯৯	২৬·২৭	৩২,৯৫৭	১২·২১
১৯৬১-৬২	৭০,৫০৩	২৪·০৯	৩২,৯০৪	১১·২৪
১৯৬২-৬৩	৭১,১১১	২৪·৩০	৩৩,১৪৪	১১·৩৩

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯৫১, এবং সংশোধিত আইন, ১৯৫৩, অনুযায়ী কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর সংখ্যা হইতেছে ৮১, তন্মধ্যে ৮০ জন ৮০টি ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত, আর একজন কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান—ইনি পদাধিকারবলে কাউন্সিলার। ১৯২৩ সালের আইন অনুসারে কলিকাতা ৩২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালের আইন অনুসারে কলিকাতা টালিগঞ্জসহ ৮০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়াছে; এই ৮০টি ওয়ার্ডকে আবার ১৬টি বরোতে (Borough) শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বরোর উপর আছেন একজন চেয়ারম্যান। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। কাউন্সিলরদের কার্যকাল চার বৎসর। কাউন্সিলর ব্যতীত আছেন পাঁচজন অল্ডারম্যান—কাউন্সিলরগণ ইঁহাদের নির্বাচন করেন। ইঁহাদেরও কার্যকাল চার বৎসর। কর্পোরেশনের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ১৯৬১ সালে। ১৩৬৮ সালের বর্ষপঞ্জীতে উহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।

অল্ডারম্যান ও কাউন্সিলারগণ প্রতিবৎসর নিজেদের মধ্য হইতে একবৎসর মেয়াদে একজন মেয়র ও একজন ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করিয়া থাকেন। বর্তমান মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

মেয়র

শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি
(১৭ই এপ্রিল, ১৯৬৪, পুনর্নির্বাচিত)

ডেপুটি মেয়র

শ্রীদেবেন্দ্রলাল দত্ত
(১৭ই এপ্রিল, ১৯৬৪, পুনর্নির্বাচিত)

বর্তমান অল্ডারম্যানগণ

নাম	নির্বাচনের তারিখ
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত	১০ই এপ্রিল, ১৯৬১
শ্রীঅনিল চ্যাটার্জি	” ” ”
ডাঃ মহেন্দ্র সরকার	” ” ”
শ্রীশচীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	” ” ”
শ্রীমহম্মদ ইউসুফ	” ” ”

॥ ১৯৬৪-৬৫ সালের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটিসমূহ ॥

॥ নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীতারাপ্রসাদ মিত্র ; ডেঃ চেয়ারম্যান : ডঃ সুখবিহারী মুখার্জি।

॥ ওয়ার্কস কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীশিবকুমার খান্না।

॥ বিল্ডিং কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীআবদুল রৌফ আনসারি ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীমোহনলাল ঘোষ।

॥ মার্কেট কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীতুলসীচরণ পাল ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সরকার।

॥ জল সরবরাহ কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীঅনিল মৈত্র ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীশঙ্কুলাল বিশ্বাস।

॥ এ্যাকাউণ্টস্ কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায় ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীমহম্মদ ইউসুফ।

॥ শিক্ষা কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বোস ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীসুশীলকুমার পাল।

॥ ফিনান্স কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীযোগীন্দ্রলাল সাহা ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দে।

॥ স্বাস্থ্য কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : ডাঃ পি. কে. রায় চৌধুরী ; ডেঃ চেয়ারম্যান : ডাঃ এ. পি. দাসগুপ্ত।

কমিশনার : কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার নাম কমিশনার। ইনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। কর্পোরেশন ও উহার কার্যসমূহের সভায় ইনি উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ভোটদানের অধিকারী নহেন। বর্তমান কমিশনার : শ্রীহরিশচন্দ্র মুখার্জি (২রা জুলাই ১৯৬৪ হইতে)

ডেপুটি কমিশনার : (১) প্রথম ডেপুটি কমিশনার—শ্রীলোকনাথ বল ; বাসস্থান ২১, ওল্ড মেয়রস্ কোর্ট, কলিকাতা-৫। ফোন : ৫৫-২৭৭৮। (২) দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার—শ্রীঅমূল্য ভট্টাচার্য।

বরো (Borough) : আইনমত কর্পোরেশনের ৮০টি ওয়ার্ডকে ১৬টি বরোতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। বরোগুলির গঠন এইরূপ :

বরো—১	বরো—২	বরো—৩	বরো—৪
১,২, ৩, ৪, ৫ ওয়ার্ড	৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ওয়ার্ড	১১, ১২, ২০, ২১, ২২ ওয়ার্ড	১৩,১৪,২৮, ২৯, ৩২ ওয়ার্ড
বরো—৫	**বরো—৬**	**বরো—৭**	**বরো—৮**
১৭,১৮,১৯, ২৪,২৫ ওয়ার্ড	১৫,১৬,৩৩, ৩৫,৩৬ ওয়ার্ড	২৩,২৬,২৭, ৩০, ৩১ ওয়ার্ড	৩৭,৪০,৪১, ৪৩,৪৪ ওয়ার্ড
বরো—৯	**বরো—১০**	**বরো—১১**	**বরো—১২**
৩৮,৩৯,৪২ ৪৫,৪৬ ওয়ার্ড	৩৪,৪৭,৪৮, ৪৯,৫৮ ওয়ার্ড	৫০,৫১,৫২, ৫৩,৫৪ ওয়ার্ড	৫৫,৫৬,৫৭, ৬০,৬১ ওয়ার্ড
বরো—১৩	**বরো—১৪**	**বরো—১৫**	**বরো—১৬**
৫৯,৬৭,৬৮, ৬৯, ৭০ ওয়ার্ড	৬২,৬৩,৬৪, ৬৫,৬৬ ওয়ার্ড	৭১,৭২,৭৩, ৭৪,৭৫ ওয়ার্ড	৭৬,৭৭,৭৮, ৭৯,৮০ ওয়ার্ড

কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়রগণের নাম

১৯২৪—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ
১৯২৫-২৭—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯২৮—বি. কে. বসু
১৯২৯-৩০—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯৩১—সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩১-৩২—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৩৩—সন্তোষকুমারন বসু
১৯৩৪—নলিনীরঞ্জন সরকার
১৯৩৫—এ. কে. ফজলুল হক
১৯৩৬—হরিশঙ্কর পাল
১৯৩৭—সনৎকুমার রায়চৌধুরী
১৯৩৮—এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া
১৯৩৯—নিশীথচন্দ্র সেন
১৯৪০—আব্দুর রহমান সিদ্দিকী
১৯৪১—হেমচন্দ্র নস্কর
১৯৪২—ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
১৯৪৩—সৈয়দ বদরুদ্দোজা
১৯৪৪—আনন্দীলাল পোদ্দার
১৯৪৫—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৪৬—আদম ওসমান
১৯৪৭—সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী
১৯৪৮-৫১—প. ব. সরকারের পরিচালনা
১৯৫২—নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
১৯৫৩-৫৪—নরেশনাথ মুখার্জী
১৯৫৫-৫৬—সতীশচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৭-৫৮—ত্রিগুণা সেন
১৯৫৯—বিজয়কুমার ব্যানার্জি
১৯৬০—কেশবচন্দ্র বসু
১৯৬১-৬২—রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার
১৯৬৩—চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি

কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ

প্রতি চার বৎসর অন্তর সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণ নির্বাচিত হইয়া থাকেন। কর্পোরেশনের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে ২৬শে মার্চ, ১৯৬১। ১৯৬৮ সালের বর্ষপঞ্জীতে এই নির্বাচনের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে নির্বাচিত কাউন্সিলারদের নামের তালিকা দেওয়া হইল।

ওয়ার্ড	কাউন্সিলার	দল
১	সুশীলকুমার পাল	কংগ্রেস
২	গণপতি সুর	স্বতন্ত্র
৩	ডঃ কৃষ্ণজীবন মজুমদার	ইউ. সি.সি.
৪	নন্দলাল ব্যানার্জি	কংগ্রেস
৫	দুলালচন্দ্র মুখার্জি	কংগ্রেস
৬	সত্যানন্দ ভট্টাচার্য	ইউ. সি. সি.
৭	রণজিৎকুমার মিত্র	না. ক. ব্লক
৮	কুমার দত্ত	ইউ. সি. সি.
৯	পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত	ইউ. সি. সি.
১০	মিহির গাঙ্গুলী	কংগ্রেস
১১	রথীন্দ্রকৃষ্ণ দেব	ইউ. সি. সি.
১২	সুধীরচন্দ্র মুখার্জি	ইউ. সি. সি.
১৩	পান্নালাল দাস	না. ক. ব্লক
১৪	বিপ্লব দাস	ইউ. সি. সি.
১৫	নরেন সেন	ইউ. সি. সি.
১৬	কালীচরণ পাল	কংগ্রেস
১৭	তুলসীচরণ পাল	স্বতন্ত্র
১৮	ডাঃ এ. সি. ব্যানার্জি	ইউ. সি. সি.
১৯	হরপ্রসাদ চ্যাটার্জি	ইউ. সি. সি.
২০	গোবিচন্দ্র দে	কংগ্রেস
২১	বদ্রিদাস বর্মন	কংগ্রেস
২২	কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু	স্বতন্ত্র
২৩	আবদুর রৌফ আনসারি	কংগ্রেস
*২৪	ডাঃ সুধাংশুকুমার শেঠ	কংগ্রেস
২৫	সাবিত্রী দেবী চন্দক	কংগ্রেস
২৬	অবনীন্দ্র রায়	ইউ. সি. সি.
২৭	পুরুষোত্তম কেজরিওয়াল	কংগ্রেস
২৮	ডঃ প্রবোধচন্দ্র ভড়	কংগ্রেস
২৯	সমরকুমার রুদ্র	ইউ. সি. সি.
৩০	বরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ	ইউ. সি. সি.
৩১	ডঃ কে. পি. ঘোষ	ইউ. সি. সি.
৩২	নন্দদুলাল শ্রীমানী	কংগ্রেস
৩৩	শঙ্কুলাল বিশ্বাস	কংগ্রেস
*৩৪	শিবকুমার খান্না	কংগ্রেস
৩৫	ডাঃ সুখবিহারী মুখার্জি	কংগ্রেস
৩৬	প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য	ইউ. সি. সি.
৩৭	শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার	কংগ্রেস
*৩৮	রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার	কংগ্রেস
৩৯	মোহনলাল ঘোষ	স্বতন্ত্র
৪০	ইসমাইল ইব্রাহিম	কংগ্রেস
৪১	দেবেন্দ্রলাল দত্ত	কংগ্রেস
৪২	তারাপ্রসাদ মিত্র	কংগ্রেস
৪৩	ডাঃ এইচ. কে. দাস	স্বতন্ত্র
৪৪	সুধাংশুশেখর মিত্র	ইউ. সি. সি.
৪৫	ধীরেন্দ্রনাথ ধর	ইউ. সি. সি.
৪৬	মুকুরচন্দ্র সর্বাধিকারী	ইউ. সি. সি.

* তারকা চিহ্নিত ব্যক্তিগণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

ওয়ার্ড	কাউন্সিলার	দল	ওয়ার্ড	কাউন্সিলার	দল
৪৭	শূন্য		৬৪	ডাঃ বীরেন্দ্রচন্দ্র বসু	কংগ্রেস
৪৮	বঙ্কিমচন্দ্র সরকার	কংগ্রেস	*৬৫	ডাঃ পরিমলকুমার সেনগুপ্ত	স্বতন্ত্র
৪৯	অমূল্যচরণ সরকার	কংগ্রেস	৬৬	চিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি	কংগ্রেস
৫০	বিনয়লাল ঘোষ	ইউ. সি. সি.	৬৭	বিনয়েন্দ্র দেব রায়	ইউ. সি. সি.
৫১	করম হোসেন	কংগ্রেস	৬৮	ডাঃ পি. কে. রায়চৌধুরী	কংগ্রেস
৫২	যোগীন্দ্রলাল সাহা	কংগ্রেস	৬৯	পার্বতীপ্রসন্ন বসু	ইউ. সি. সি.
৫৩	আবুহাফিজ মহম্মদ ইসমাইল	কংগ্রেস	৭০	বারীন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	ইউ.সি.সি.
*৫৪	ধীরেন্দ্রনাথ বোস	কংগ্রেস	৭১	কানাইলাল সরকার	ইউ. সি. সি.
৫৫	বিমানবিহারী মিত্র	না. ক. ব্লক	৭২	মণি সান্যাল	ইউ. সি. সি.
৫৬	রতনমানিক চ্যাটার্জি	কংগ্রেস	*৭৩	গহর আলম সামি	কংগ্রেস
৫৭	মহম্মদ সালাউদ্দিন	কংগ্রেস	৭৪	ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	কংগ্রেস
৫৮	সুশীলরঞ্জন মোতায়েদ	কংগ্রেস	৭৫	বলাইভূষণ পাল	কংগ্রেস
৫৯	বিজয়কুমার ব্যানার্জি	স্বতন্ত্র	৭৬	রাজসত্যেন্দ্র মিত্র	কংগ্রেস
৬০	নীলরত্ন সিংহ	ইউ. সি. সি.	৭৭	নৃপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	ইউ. সি. সি.
৬১	অনিল মৈত্র	স্বতন্ত্র	৭৮	দেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি	কংগ্রেস
৬২	শ্যামলকুমার দত্ত	স্বতন্ত্র	৭৯	প্রশান্তকুমার সুর	ইউ. সি. সি.
৬৩	শচীন্দ্রকুমার সেন	ইউ. সি. সি.	৮০	অরবিন্দপ্রসাদ দাশগুপ্ত	স্বতন্ত্র

কর্পোরেশনের ট্যাক্স-নীতি ও ট্যাক্স-এর হার

জমিজমা ঘরবাড়ী হইতে বার্ষিক অনুমিত আয়ের ভিত্তিতে ট্যাক্স ধার্য হয়। বাড়ীর ক্ষেত্রে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বাবদ অনুমিত আয় হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। যেমন, যে বাড়ী হইতে মাসিক মোটমুটি ১০০৲ টাকা অর্থাৎ বছরে ১,২০০৲ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বা মোট ১২০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট ১,০৮০৲ টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য করা হইবে।

জমিজমা ও ঘরবাড়ীর উপর নিম্নলিখিত হারে ট্যাক্স ধার্য হইয়া থাকে।

(১) বার্ষিক আয় অনধিক ১০০০৲ টাকায়—১৫% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(২) বার্ষিক আয় ১,০০০৲ টাকার অধিক, কিন্তু ৩,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—১৮% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৩) বার্ষিক আয় ৩,০০০৲ টাকার অধিক, কিন্তু ১২,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—২২% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৪) বার্ষিক আয় ১২,০০০৲ টাকার অধিক হইলে—২৩% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

॥ মাথা পিছু মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্সের হার ॥

বৎসর	কলিকাতা	মাদ্রাজ	বোম্বাই
১৯৪০-৪১	১০৲ ৯ পাই	৭৵৭ পাই	১৯৮৵২ পাই
১৯৫০-৫১	১১।৵৪ পাই	১০৸৩ পাই	২৪৸৵৩ পাই
১৯৫৫-৫৬	১৬॥৬ পাই	১৩৵৭ পাই	৩৫৸৴০ আনা
১৯৫৭-৫৮	১৮।৵১১ পাই	১২৸৵০ আনা	৩৯৴০ আনা
১৯৬১-৬২	১৬·৭০ ন.প.	১৬·০০ ন.প.	৪৪·৫৭ ন.প.

কলিকাতার রাজপথের আলো—৩১শে মার্চ, ১৯৬৩

অঞ্চল	গ্যাস বাতি	বিজলী বাতি	মোট
১নং ডিষ্ট্রিক্ট	১১৬	১৫,৪৫৭	১৫,৫৭৩
২নং ডিষ্ট্রিক্ট	৩১৫	১০,৮৪৯	১১,১৬৪
৩নং ডিষ্ট্রিক্ট	৩০৩	৬,৯২৩	৭,৭২৬
৪নং ডিষ্ট্রিক্ট	৪৯২	১০,০০৯	১০,৫০১
টালিগঞ্জ	—	২,৮৮৪	২,৮৮৪

কলিকাতার রাজপথের মোট দৈর্ঘ্য (১৯৬২-৬৩)

		রাস্তা
॥ ১নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥		
ঐ	(ওয়ার্ড ৬-১৪, ১৭-২২, ২৪, ২৫, ২৮, ২৯,৩২)	৮৩·৪১ মাইল
ঐ	(কাশীপুর ওয়ার্ড ১-৫)	৩১·৮৪ „
॥ ২নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥		
ঐ	(ওয়ার্ড ২৩, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৭-৪৬)	৫৮·৫২ „
ঐ	(মানিকতলা ওয়ার্ড ১৫, ১৬, ৩৩, ৩৫, ৩৬)	৩৪·৯১ „
॥ ৩নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥		
ঐ	(ওয়ার্ড ৪৭-৬০)	৯৪·৫২ „
॥ ৪নং ডিষ্ট্রিক্ট ॥		
ঐ	(ওয়ার্ড ৬১-৭৫)	১৩২·০১ „
ঐ	(টালিগঞ্জ ওয়ার্ড ৭৬-৮০)	৬৩·৫০ „
ঐ	(ডক এলাকা)	৩·৪৭ „
	মোট	৫০২·১৮ মাইল

কলিকাতায় গৃহের সংখ্যা—(১লা এপ্রিল, ১৯৬১)

	পাকা বাড়ী	কাঁচা বাড়ী	মোট
১নং ডিষ্ট্রিক্ট	৩১,২৯৮	৭৬৬	৩২,০৬৪
২নং ডিষ্ট্রিক্ট	১৮,৬২১	৬৫৭	১৯,২৭৮
৩নং ডিষ্ট্রিক্ট	১৫,৩৭২	৮২২	১৬,১৯৪
৪নং ডিষ্ট্রিক্ট	২৪,৭৯৬	৬৮৪	২৫,৪৮০
মোট	৯০,০৮৭	২৯,২৯	৯৩,০১৬
টালিগঞ্জ অঞ্চল			২৯,১১৯
		সর্ব মোট	১,২২,১৩৫

॥ কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট ॥

১০নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। ফোন : ২২-৫৬১৪

চেয়ারম্যান : শ্রীকরুণাকেতন সেন

কলিকাতা মহানগরী কোন সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুসারে গড়িয়া উঠে নাই। ফলে আধুনিক নগর পরিকল্পনার মানদণ্ডে কলিকাতার অনেক কিছুই ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া কলিকাতার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯১১ সালে কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট গঠন করা হয়। কলিকাতার সম্প্রসারণ, নূতন নূতন রাস্তা নির্মাণ, উন্মুক্ত উদ্যান সৃষ্টি ও নগরীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রভৃতি কাজ এই সংস্থার উপর ন্যস্ত করা হয়। একটি ট্রাস্টিবোর্ড এই প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। উক্ত ট্রাস্টিবোর্ড-এর গঠন প্রণালী এইরূপ :

(১) একজন চেয়ারম্যান (রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত), (২) কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার (পদাধিকার বলে), (৩) কলিকাতা কর্পোরেশনের তিন জন প্রতিনিধি (কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত), (৪) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজ অথবা ভারত চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য, (৫) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স অথবা ভারত

চেম্বার অব কমার্স কর্তৃক পর্যায়ক্রমে নির্বাচিত একজন সদস্য, (৬) রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত চারিজন সদস্য—মোট ১১ জন সদস্য।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ॥

বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার—শ্রীবিধুভূষণ মালিক (১৯৬২ হইতে)

প্রতিষ্ঠা : ১৮৪৫ সালে তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল অব এডুকেশন কলিকাতাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া লণ্ডনে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট পাঠান। কিন্তু ঐ প্রস্তাব তখন বাতিল হইয়া যায়। পরে অবশ্য উহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের দিকে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তখনকার ভারত সচিব সার চার্লস্ উড-এর সুবিখ্যাত এডুকেশন ডেস্প্যাচ বা বিধানপত্রে। এমনিভাবে কলিকাতায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার উদ্বোধন ঘটে ২৪ জানুয়ারী, ১৮৫৭। এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইলেন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল এবং ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেমস্ উইলিয়ম কলভিল। ৪১ জন সদস্য লইয়া একটি সেনেট-সভাও গঠিত হইল। ইঁহাদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজীর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল ঘোষ ছিলেন সেনেটের ভারতীয় সদস্য বা ফেলো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরীক্ষা গ্রহণ ও উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণই ছিল তাহার প্রধান কার্য। হিন্দু কলেজে (পরবর্তী কালের প্রেসিডেন্সী কলেজে) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অফিস স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রথম 'এনট্রান্স' বা প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় মার্চ, ১৯৫৭ সালে এবং এপ্রিল, ১৮৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঁহারাই প্রথম স্নাতক। মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্নাতকের গৌরব অর্জন করেন চন্দ্রমুখী বসু (১৮৮৩ খ্রীঃ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম গৃহীত এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের অন্যতম।

সংস্কার : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯০৬ সালের সংশোধিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে পরিচালিত

হইত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরবর্তীকালে স্যাড্‌লার কমিশন (১৯১৭-১৯) ও রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের (১৯৪৮-৪৯) সুপারিশসমূহ যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করেন। নূতন আইনে সেনেটে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১৫ জন ও বিভিন্ন নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৬৩ জন করা হইয়াছে। নির্বাচিত রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১০ জন করা হইয়াছে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন অবৈতনিক, কিন্তু বর্তমানে তিনি বেতনভুক।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলারগণ ॥

১৮৫৭—জেমস্ উইলিয়ম কলভিল
১৮৫৯—উইলিম রিট্‌চি
১৮৬২—ক্লডিয়াস্ জেমস্ আরসকিন
১৮৬৩—হেন্‌রী জেমস্ সামার মৈইন
১৮৬৭—ওয়াল্টার এস্. সিটন কার
১৯৬৯—এড্‌ওয়ার্ড ক্লাইভ বেলে
১৮৭৫—আর্থার হবস্‌হাউস
১৮৭৬—উইলিয়ম মার্কবি
১৮৭৮—সার আলেকজাণ্ডার জন আরবুথ-নট্
১৮৮০—আর্থার উইলসন
১৮৮৩—হাবার্ট জন রেনোল্ডস্
১৮৮৬—সি. পি. ইলবার্ট
১৮৮৬—উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার
১৮৮৭—উইলিয়ম কমার পেথ্‌রাম
১৮৯০—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
১৮৯৩—জোন্‌স কোয়েল পিগট
১৮৯৩—আলফ্রেড ক্রফট্
১৮৯৭—ই. জে. ট্রেভেলিয়ন
১৮৯৮—ফ্রান্সিস্ ডব্লিউ. ম্যাকলীন
১৯০০—টমাস রালে
১৯০৪—আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার
১৯০৬—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯১৪—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী
১৯১৭—ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসন
১৯১৯—নীলরতন সরকার
১৯২১—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৯২৩—ভূপেন্দ্রনাথ বসু
১৯২৫—ডব্লিউ. ই. গ্রীভস্
১৯২৬—যদুনাথ সরকার
১৯২৮—ডব্লিউ. এস. আর্কুহার্ট
১৯৩০—হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী
১৯৩৪—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
১৯৩৮—মহম্মদ আজিজুল হক
১৯৪২—বিধানচন্দ্র রায়
১৯৪৪—রাধাবিনোদ পাল
১৯৪৬—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫০—চারুচন্দ্র বিশ্বাস
১৯৫০—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৯৫৪—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৫—এন. কে. সিদ্ধান্ত
১৯৬০—সুবোধ মিত্র
১৯৬১—সুরজিৎচন্দ্র লাহিড়ী

॥ কলিকাতা ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ॥

২৯ লক্ষ অধিবাসীপূর্ণ কলিকাতা মহানগরীর উপযুক্ত যানবাহনব্যবস্থা রক্ষা করা এক কঠিন সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারী পরিবহণ সংস্থার উদ্যম নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সুপরিকল্পিত ভাবে নতুন নতুন "বাসরুট" প্রবর্তন করিয়া এবং ক্রমাগত আরামপ্রদ সৌখিন বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইঁহারা সাধারণ মানুষের পক্ষে কলিকাতায় ভ্রমণ ও চলাফেরা সহজ ও স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিয়াছেন। কলিকাতার নাগরিকদের সহিত এই সংস্থাটির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ; সুতরাং এখানে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

কলিকাতায় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের সূত্রপাত হয় ১৬ বৎসর পূর্বে, ১৯৪৮ সালের ৩১শে জুলাই। এক যুগ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকার পর গত ১৫ই জুন, ১৯৬০, রাজ্যসরকার রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দায়িত্বভার একটি স্বয়ংশাসিত "কর্পোরেশনের" নিকট হস্তান্তরিত করেন। উহাই বর্তমানে "ক্যালকাটা ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন" নামে পরিচিত। রাজ্যসরকার কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় মূলধন ঋণ হিসাবে সরবরাহ করিয়াছেন।

১৯৬৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী শ্রী এ. বি. গাঙ্গুলী, আই. সি. এস. কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। কর্পোরেশনের বর্তমান বোর্ড ৩ জন সরকারী ও ৪ জন বেসরকারী সদস্য এবং চেয়ারম্যান শ্রীগাঙ্গুলীকে লইয়া গঠিত। চীফ্ এক্জিকিউটিভ্ অফিসার শ্রীঅমলকুমার দত্ত, আই. এ. এস. সরকারী সদস্যদের অন্যতম। কর্পোরেশন সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবিলম্বে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন; ফলে পরিবহণ ব্যবস্থার সময়নিষ্ঠা ও দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। গত ১৬ বৎসর এই সংস্থা নানাদিক দিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে।

॥ বাসের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি ॥

গত ১৬ বৎসরে সরকারী বাসের আসন সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল কলিকাতার ষ্টেট্ বাস ও প্রাইভেট্ বাসের আসন ছিল এইরূপ:—ষ্টেট্ বাস ৪,২৯৪ আসন; প্রাইভেট্ বাস ১২,৪৫৬ আসন; মোট আসন সংখ্যা ১৬,৭৫০। সেইস্থলে ১৯৬৪ সালের মে মাস পর্যন্ত সরকারী বাসের আসন সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩০,৮৫০। এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে গত ১৩ বৎসরে কলিকাতার সরকারী বাসের আসন সংখ্যা ৬১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আসন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাসযাত্রিগণ বহুলাংশে উপকৃত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

বর্তমানে ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন্‌ঃএর মোট বাসের সংখ্যা ৮৮৭ খানি। বিলাত হইতে আরও ৪২টি দ্বিতল বাস এবং মাদ্রাজের অশোক লিল্যাণ্ড কোং আরও ১৮২টি একতলা বাস ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাত্রিগণের দৈনন্দিন অভিযোগ ও উন্নয়নমূলক মতামত লিপিবদ্ধ করার জন্য পরিবহণ সংস্থার বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

দুর্ঘটনা হ্রাসের নিমিত্ত ড্রাইভারগণকে বিভিন্ন পুরস্কার প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে ; বিশেষ করিয়া প্রতি ৬ মাসের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা না ঘটাইলে ১০০৲ টাকা করিয়া নগদ পুরস্কার দেওয়া হয়। ভারতের কোথাও ড্রাইভারগণ এত বেশী বেতন ও অন্যান্য পারিশ্রমিক পান না।

বিভাগীয় গাড়ী ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ ও সরকারী সংস্থার বহু গাড়ী মেরামত ও পূর্ণাঙ্গ গাড়ী নির্মাণের কাজও সেন্ট্রাল ওয়ার্কশপে হইয়া থাকে। গুরুত্বপূর্ণ বাসষ্টপ সমূহে ৫৭টি 'যাত্রী-আশ্রয়' নির্মিত হইয়াছে।

ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন বর্তমানে কলিকাতায় মোট ২৫৫ মাইল পথ ব্যাপী ৩২টি রুটে বাস চালাইতেছেন। একমাত্র ১২, ১২এ এবং ১২বি এই তিনটি রুট ব্যতীত কলিকাতার সমুদয় রুটের দায়িত্ব কর্পোরেশন গ্রহণ করিয়াছেন। অবশিষ্ট তিনটি রুটও শীঘ্রই কর্পোরেশন-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে আসিবে এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার বাস পরিবহণ ব্যবস্থার জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হইবে। যাহা হউক, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশন কিভাবে কলিকাতার নাগরিকদের সেবা করিতেছেন এবং উক্ত সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে দিন দিন কি ভাবে কলিকাতার বাস পরিবহণ ব্যবস্থা প্রসারিত হইতেছে তাহা এই ছক হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইবে।

বৎসর	মোট কত মাইল চলিয়াছে	মোট কত যাত্রী বহন করিয়াছে	মোট উপার্জন (লক্ষ টাকা)
১৯৪৮-৪৯	১,১৭৫,০০০	১১,৬৫০,০০০	১১.১০
১৯৫০-৫৪	৫,০৫০,০০০	৪৭,৫০০,০০০	৪১.৬৮
১৯৫৫-৫৬	১৪,১৯২,০০০	১৬৪,৫৫৭,০০০	১৫৬.৭৪
১৯৫৯-৬০	২৩,৬৩৩,০০৯	৩৪৩,৭০০,০০০	৩২৯.৬৭
১৯৬০-৬১	২৭,১৫৬,৮০০	৪২৩,৫৭৯,৭০০	৩৯৮.৮৬
১৯৬১-৬২	২৯,৭৫৮,৫০০	৪৬৯,১৪২,০০০	৪৪১.১৫
১৯৬২-৬৩	৩১,৯২৮,৩০০	৫০৩,৫৪২,০০০	৪৭১.৪১
১৯৬৩-৬৪	২৯,৪০৯০৯৮	৪৯৩০৯৫০০০	৪৬৭.১১

॥ বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান ॥

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল : ১, পার্ক ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৭৮৪)
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ : ২৪৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। (স্থাপিত ১৮৯৩)
ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি : ৪।৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট।
বঙ্গীয়-ইতিহাস-পরিষৎ : ২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে।
ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি : ১২।২, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট।
একাডেমি অব ফাইন আর্টস : লোয়ার সার্কুলার রোড।
ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি : ৯২, আপার সার্কুলার রোড।
ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি : দিলখুসা ষ্ট্রীট (স্থাপিত ১৯১৪)।
বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদ্ : ফেডারেশন হল, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
রবীন্দ্র ভারতী : ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার : ১১১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।
ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মী সমিতি (কলিকাতা) : ৯৯, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড।
ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি : ৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৯৫৩)
ইনস্টিটিউট অব ওরিয়েন্টাল লার্ণিং : ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট।
শেক্‌স্‌পীয়র সোসাইটি : বঙ্গবাসী কলেজ।
ইরান সোসাইটি : ১৫৯বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।
ভারতীয় কৃষি-উদ্যানবিদ্যা সমিতি : ১, আলিপুর রোড।
রেভাঃ ডঃ উইলিয়াম কেরী কর্তৃক ১৮২০ সালে প্রতিষ্ঠিত।
ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব : ৫১বি, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু।
১৯০১ সালে স্যার নীলরতন সরকার কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।
এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স : ২৪, নেতাজী সুভায রোড। (স্থাপিত ১৯১৯)
ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনীয়ার্স (ভারত) : ৮, গোখেল রোড। (স্থাপিত ১৯২০)
ভারতীয় নৃতত্ত্ব ইনস্টিটিউট : ভারতীয় যাদুঘর। (স্থাপিত ১৯৩৬)
বঙ্গীয় উদ্ভিদ্ সমিতি : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। (স্থাপিত ১৯২১)
বঙ্গীয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। (প্রতিষ্ঠিত ১৯৪৬)
বঙ্গীয় রেডিওলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন : ৪, কুপার ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৯৪৮)
বঙ্গীয় ফার্মাসিউটিক্যাল এ্যাসোঃ : ৭, লোয়ার লাউডন ষ্ট্রীট। (স্থাপিত ১৯২৯)
বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ৩৯, লোয়ার সার্কুলার রোড।
(বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ পরিচালিত রাসায়নিক ও ভেষজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান)
সায়েন্স ক্লাব : ২২, রমেশ মিত্র রোড। (স্থাপিত ১৯৪০)
ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি : ২ ও ৩, লেডি উইলিংডন রোড, যাদবপুর।

কলিকাতার বাজার

বিপণিশ্রেণী-শোভিত মহানগরীর রাজপথ এক পরম দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু এই বিপুল ও বহুবিস্তৃত বিপণিসমূহের সম্পর্কে ঠিক-ঠিক খবর রাখা এক কঠিন সমস্যা। কোথায় কোন্ জিনিসটি সহজলভ্য তাহা জানা থাকিলে ক্রেতার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা এই বিভাগটি প্রবর্তন করিলাম। এখানে নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সম্ভ্রান্ত ক্রীড়া-সামগ্রী বিক্রেতা

ফোন : ৩৪-২১১৫ টেলি : 'খেলাঘর'
খেলাধূলার ও শরীর চর্চার যাবতীয়
সরঞ্জামের সম্ভ্রান্ত প্রতিষ্ঠান

ঘোষ এণ্ড কোম্পানী

৯বি, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিঃ-৯

ভাল খেলতে হলে চাই ভাল সরঞ্জাম, আর ভাল সরঞ্জামের জন্য আসুন আমাদের কাছে

সরকার এণ্ড কোং

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৫০১৯
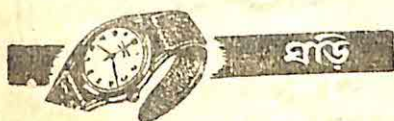
সম্ভ্রান্ত ঘড়ির দোকান

ইম্পিরিয়াল ওয়াচ কোং

ওমেগা, টিসট, ওয়েস্ট-এণ্ড, ফেবারলিউবা,
রোলেক্স, টুডর প্রভৃতি ঘড়ির এজেন্ট
১৫৪, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-৬০৩৬

ফোন : ২২-১৭৭২ গ্রাম : প্রিসিসন

নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াচ কোং

১৫২, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
সকল রকম ঘড়ির পার্টস্ পাইকারী বিক্রেতা

আর. সি. বোস

২৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২
ওমেগা, টিসট, ওয়েস্ট-এণ্ড, ফেবারলিউবা
প্রভৃতি সকল প্রকার উচ্চ শ্রেণীর ঘড়ির
অথরাইজড্ ডীলার

সুর ওয়াচ কোং

ঘড়ি নির্মাণকারী বিখ্যাত কোম্পানী-
সমূহের ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি
১৪৬, রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২২-৬৭৫০

সম্ভ্রান্ত চা ব্যবসায়ী

অলকানন্দা টি হাউস

পাইকারী ও খুচরা চা বিক্রয়ের বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান
২, লালবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৭, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও
৫৬, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু কলিকাতা
ফোন : ২২-৭৫৮৫

সুর নিয়োগী কুমার এণ্ড

কোং প্রাঃ লিঃ ॥ গ্রাম : 'স্টিম' কলিকাতা

৩৯, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শাখা : ৪, রাজা উডমণ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

পাইপ, প্লাম্বিং ও টিউবওয়েল সরঞ্জাম।

স্ট্যাণ্ডার্ড করপোরেশন

৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

ফোন : ৩৩-৮১৪৩

Pig Iron এবং Ingot Moulds

আমরা নিয়মিত সরবরাহ করি।

ফোন : ২২-৫২৭০ গ্রাম : পারফোসিট, কলিঃ

স্ট্যাণ্ডার্ড মেটাল কোং

১০১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

সকলপ্রকার হার্ডওয়ার, মিলস্টোরস্

ও তারের জাল সরবরাহকারী।

হেমন্তকুমার দেয়াশী এণ্ড ব্রাদার্স প্রাইভেট লিঃ

২১, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭

'টাটা' ও 'ইস্কোর' রেজিস্টার্ড ডীলার

ফোন : ৩৩-১৬৩৬ গ্রাম : ষ্টীলবার

প্রসিদ্ধ মিষ্টান্ন বিক্রেতা

ভীমচন্দ্র নাগ

৬-৮, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মিষ্টান্ন বিক্রেতা

সন্দেশ ও ভ্যাকুমটিন রসগোল্লা

অনন্যকরণীয় বৈশিষ্ট্য।

সম্ভ্রান্ত রেডিও ব্যবসায়ী

এন. বি. সেন এণ্ড ব্রাদার্স

রেডিও রেফ্রিজারেটার, পাখা ও গৃহস্থালীর

বিবিধ বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম

১১, এসপ্ল্যানেড ইস্ট ও ২১, চৌরঙ্গী

কলিকাতা। ফোন ২৩-৫৯৭৮

জি. রজার্স এণ্ড কোং

১২, ডালহৌসী স্কোয়ার, কলিকাতা

ফিলিপস্ রেডিও, 'ইভ্‌রেডি' ব্যাটারি ও

বিবিধ অফিস-স্টেশনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

ফোন : ২২-৫৪৭২

রেডিও ডিষ্ট্রীবিউটিং কোং

সকলপ্রকার রেডিওগ্রাম ক্যাবিনেট নির্মাতা ও

রেডিও বিক্রেতা। ক্যাটালগের জন্য লিখুন

১, সেণ্ট্রাল এ্যাভেন্যু, কলিকাতা-১

"ষ্টেটস্‌ম্যান"-এর বিপরীত দিকে।

জোসেফ হার্বার্টস্ এণ্ড কোং

'হারবার্ট সাইকেল' ও 'হারবার্ট

ট্র্যানজিষ্টার' আমদানিকারী ও বিক্রেতা

৬৭, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন : ২৩-২৬৭০ তার : সাইকেল হল

স্ট্যাণ্ডার্ড রেডিও এণ্ড উইণ্ডিং

হাউস প্রাঃ লিঃ। ফোন : ২৪-৪২৫৭

ট্রান্সফর্মার, রেডিও, এমপ্লিফায়ার এবং ব্যাটারী

চার্জার নির্মাতা ও গভর্ণমেণ্ট সরবরাহকারী।

১, চাঁদনীচক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

সম্পূর্ণ স্বদেশী **'হিন্দ'** রেডিও
ড্রাই ব্যাটারী অলওয়েভ রেডিও।
নিম্নতম মূল্য, উচ্চতম গুণ।

দি হিন্দ রেডিও লিমিটেড
৫১, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু, কলিকাতা-১২

সম্ভ্রান্ত সাইকেল ব্যবসায়ী

'রানার' সাইকেল ১০ বৎসর গ্যারান্টি
সকলপ্রকার বিলাতী ও দেশী সাইকেল ও পার্টস পাওয়া যায়।

কমলা সাইকেল মার্ট
২এ, ও ৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১

গোস্বামী এণ্ড কোং
সাইকেল ও সাইকেল-সরঞ্জামের শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা।
১৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-২৬১৭ ও ২৩-৮৩৮৭

ইউনিভারসেল সাইকেল ট্রেডিং করপোরেশন
৬৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
সাইকেল ও সরঞ্জাম, অটো সাইকেল ও মোটর সাইকেল বিক্রেতা। ফোন : ২৩-৫১৯১

ফোন : ২৩-১৯৩৭ টেলিগ্রাম : বাইকডিল

ডি. দাস এণ্ড ব্রাদার্স
৬৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ভারতের পূর্বাঞ্চলে
'রাজ' সাইকেলের ডিষ্ট্রিবিউটারস্

বি. এস. এস. ১৯৫৮ ম্যাডল্
সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

তারা সাইকেল ষ্টোর্স
১৭।১৯, আর. জি. কর রোড, কলিকাতা-৪
ফোন : ৫৫-৫০১৫, তার : তারাসিকেল

মল্লিক এণ্ড কোং
সাইকেল ও সাইকেল পার্টস নির্মাতা
"ষ্ট্যাণ্ডার্ড" সাইকেল গুণে সর্বশ্রেষ্ঠ
১০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-১৬১০ গ্রাম : 'মলকো'

কে. সি. ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স
সাইকেল ও সাইকেল সরঞ্জাম
আমদানীকারী ও বিক্রেতা
৫৪, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৬০৮৯

এম. এম. ঘোষ এণ্ড ব্রাদার্স
৬১, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
সকলপ্রকার সাইকেল ও সাইকেল সরঞ্জাম পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। ফোন : ২৩-৪৫৯৪

ব্যানার্জী সাইকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ
১৭, ওয়েস্টন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
'BANIND' সাইকেল, 'B. C. I.'
ফ্রেম সেটস্ এবং রিকসা ফ্রেম
প্রস্তুতকারক।

হাওড়া সাইকেল সাপ্লাই কোম্পানী ॥ ফোন : ২২-২৪৭৯
সাইকেল ও সাইকেল সরঞ্জাম বিক্রেতা
২২।১২, ষ্ট্রাণ্ডব্যাঙ্ক রোড, কলিকাতা
(নূতন হাওড়া ব্রিজের দক্ষিণ পাশে)

ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থা

জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মুখ্য দায়িত্ব রাজ্য-সরকারসমূহের। এজন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একজন মন্ত্রীর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদপ্তর আছে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। শিক্ষাসম্পর্কে সুযোগ সুবিধার সমন্বয় সাধন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার মান নির্ধারণ, গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েই প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মধারা প্রসারিত। বারাণসী, আলীগড়, দিল্লী ও বিশ্বভারতী এই চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। ইহা ছাড়া বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত সাংস্কৃতিক যোগ-সাধনের নিমিত্ত বৃত্তিদান প্রভৃতি বিষয়ও কেন্দ্রীয় সরকার আপন শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের মারফত পরিচালনা করিয়া থাকেন।

শিক্ষা প্রণালী: বর্তমানে ভারতে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার জন্য উহাকে কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) নার্সারী বা প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা। এই বিভাগে ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকারা শিক্ষালাভ করে। (২) প্রাথমিক ও বুনিয়াদী শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৪) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, (৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা এবং (৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষান্তে গবেষণা প্রভৃতি। এই বিভাগগুলি ছাড়াও কারিগরি, পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

নিম্নে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা

ইহাই শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর। ক্ষুদ্র শিশুদের হাতেখড়ি বা শিক্ষার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটে এই স্তরেই। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলাই এই স্তরের শিক্ষা প্রণালীর লক্ষ্য। শিশুদের কোমল মনে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত করার জন্য চিত্র ও বিবিধ বিচিত্র উপায়ের সাহায্যে গ্রহণ করা হয়। প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক শিশুদের জন্য সীমাবদ্ধ।

॥ প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রত্যক্ষ ব্যয় লক্ষ টাকা
১৯৫০-৫১	৩০৩	২১,৬৪০	৮৬৬	১১'৯৮
১৯৫৫-৫৬	৬৩০	৪৫,৮২৮	১,৮৮০	২৪'৯৯
১৯৫৭-৫৮	৯২৮	৬২,৪২৮	২,৪৫২	৩৩'০০
১৯৫৮-৫৯	১,১৯০	৮২,৩১৩	২,৯৯৮	৪৫'১৪
১৯৫৯-৬০	১,৩৫১	১,৪৮,৩৭২	৩,৫০৮	৫১'০৯
১৯৬০-৬১	১,৯০০	১,২০,৭৪৭	৪,০০৭	৫৮'৪৭

॥ প্রাথমিক শিক্ষা ॥

এই স্তরে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাগণ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে উক্ত বয়সের সকল বালক বালিকাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে এবং এই উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক প্রস্তুত করার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ্ঃ সকল রাজ্যসরকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের সদস্য লইয়া ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই এই পরিষদ্ গঠিত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্পর্কে সকল বিষয়ে এই পরিষদ্ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারসমূহকে পরামর্শ দান এবং অবৈতনিক শিক্ষাদান পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

অন্ধ্র প্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলিতে বিপুল সংখ্যায় ছাত্র ভর্তি করার জন্যও পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ১৯৬৬ সালের মধ্যে ১৫ লক্ষ শিক্ষক প্রস্তুত করারও একটি কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে।

॥ প্রাথমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	অনুমোদিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	প্রত্যক্ষ ব্যয় কোটি টাকা
১৯৫০-৫১	... ২,০৯,৬৭১	... ১,৮২,৯৩,৯৬৭	৫,৩৭,৯১৮	... ৩৬'৪৯
১৯৫৫-৫৬	... ২,৭৮,১৩৫	... ২,২৯,১৯,৭৩৪	৬,৯১,২৪৯	... ৫৩'০৩
১৯৫৭-৫৮	... ২,৯৮,২৪৭	... ২,৪৭,৮৮,২৯৯	৭,২৯,২৩৯	... ৬৬'৭৪
১৯৫৮-৫৯	... ৩,০১,৫৬৪	... ২,৪৩,৭২,১৮১	৬,৯৫,২৮০	... ৬৩'৬৪
১৯৫৯-৬০	... ৩,২০,৫৮৬	... ২,৫৯,১৮,৮৬৪	৭,৩৩,৩৮২	... ৬৯'৬৩
১৯৬০-৬১*	... ৩,৩০,৩০৪	... ২,৬৫,৯৮,৫৫০	৭,৩৯,৫৭৭	... ৭২'২১

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষা ॥

বুনিয়াদী প্রথায় ক্রমশঃ প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই প্রথায় পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাস করা ছাড়াও কাজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। শিক্ষার্থীকে এমন কাজ শিখান হয় যাহাতে তাহা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সূতাকাটা, কাপড় বোনা, বাগান করা, ছুতার বৃত্তি, চর্ম প্রযুক্তি, বই বাঁধাই, রান্না, সেলাই প্রভৃতি গৃহকর্ম ইত্যাদি কাজে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হয়। যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী প্রথা চালু নাই উহাদিগকে শীঘ্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

জাতীয় বুনিয়াদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ১৯৫৬ সালে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বুনিয়াদী শিক্ষা বিষয়ে গবেষণা এবং বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরিচালকদিগকে উপদেশ ও সাহায্য দান করেন।

ন্যাশনাল বোর্ড অব বেসিক এডুকেশন : ১৯৬২ সালে স্থাপিত ; ইহার কাজ হইল বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে পরামর্শ দেওয়া।

॥ বুনিয়াদী শিক্ষার খতিয়ান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১*
বিদ্যালয়ের সংখ্যা :—				
নিম্ন বুনিয়াদী···	৩৩,৩৭৯	৫৭,০৬৯	৬১,৯৯০	৬৫,৯৫৯
উচ্চ বুনিয়াদী···	৩৫১	১২,৭৩৯	১৩,৫৪৭	১৪,৩০৯
ছাত্র সংখ্যা :—				
নিম্ন বুনিয়াদী···	২৮,৪৮,২৪০	৫৪,৪৯,৭৬৪	৫৯,৯২,৬১৯	৬৪,৯৯,৮৭০
উচ্চ বুনিয়াদী···	৬৬,৪৮২	২৭,৫৪,৭৯০	২৯,৮৮,৪৪১	৩২,৩৫,৬২৮
শিক্ষক সংখ্যা :—				
নিম্ন বুনিয়াদী···	৭৪,৭৫৬	১,৪৮,৩৬১	১,৫৬,৯১২	১,৬১,৩৬৯
উচ্চ বুনিয়াদী···	২,৫৬৩	৮৭,৪৩৭	৯২,৩০০	১,০২,৬৪৩
প্রত্যক্ষ ব্যয় :— (কোটি টাকায় লিখিত)				
নিম্ন বুনিয়াদী···	৩·৯৪	১২·৫০	১৩·৯৩	১৫·৯৩
উচ্চ বুনিয়াদী···	০·২১	১০·২৭	১১·০০	১২·৩৬

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষা ॥

প্রাথমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর স্থরু হয় মাধ্যমিক শিক্ষা। সম্প্রতি শিক্ষার এই স্তরে বহু বিবর্তন ঘটিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের জন্য ১৯৫২ সালে শিক্ষাবিদ্ ডঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি 'মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন" নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত কমিশন ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাসে যে রিপোর্ট দান করিয়াছিলেন তাহার ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করা হইয়াছে। এই সকল সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য হইল মাধ্যমিক শিক্ষাকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তরে পরিণত করা। এতদিন পর্যন্ত উহাকে উচ্চ শিক্ষার সোপান মাত্র বলিয়া গণ্য করা হইত। যাহা হোক, গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলির চুম্বক নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

(১) উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের আরও একটি শ্রেণী বৃদ্ধি করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যপ্তি ১১ বৎসর করিয়া উহাকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় পরিণত করা। নির্বাচিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ পাঠ্যতালিকার উপর মানবিকতা, বিজ্ঞান, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি, চারুকলা ও গৃহস্থালী-বিজ্ঞান—এই সাতটি বিষয়ে পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন করা।

(২) শিক্ষা বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারের উন্নতির ব্যবস্থা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষক শিক্ষণের স্থবিধা দান করা।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য-সরকারসমূহকে পরামর্শ দান করার উদ্দেশ্যে "নিখিল ভারত মধ্যশিক্ষা পরিষদ্" গঠন করা।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে তিনটি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

(৫) শিক্ষার উদ্দেশ্য আরও স্থষ্ঠুভাবে সার্থক করার জন্য পরীক্ষা প্রণালীর সুদূর প্রসারী সংস্কার সাধন।

বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মের ১০ম শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং ১১ শ্রেণীর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উভয়ই পাশাপাশি চলিতেছে। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যতালিকায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রিগণ সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ক্লাশে প্রবেশ অধিকার লাভ করিয়া থাকে, আর ১০ম শ্রেণীর বিদ্যালয় হইতে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পূর্বে "প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স" নামক এক বৎসরের পাঠ্যতালিকা অধ্যয়ন করিয়া উত্তীর্ণ হইতে হয়। ১০ম শ্রেণীর সকল বিদ্যালয়গুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করাই শিক্ষা বিভাগের লক্ষ্য। তবে ইহাকে সত্বর কার্যে পরিণত করার পথে বিস্তর বাধা আছে।

নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ্ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহকে পরামর্শ দান করার জন্য ১৯৫৫ সালে এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইহার সদস্য সংখ্যা ২২ জন।

॥ মাধ্যমিক শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	বিদ্যালয় সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা	শিক্ষক সংখ্যা	মোট ব্যয় কোটি টাকা
১৯৫০-৫১	২০,৮০৪	৫২,৩২,০০৯	২,১২,০০০	৩০·৭৪
১৯৫৫-৫৬	৩২,৫৬৮	৮৫,২৬,৫০৯	৩,৩৮,৩৩৩	৫৩·০৩
১৯৫৭-৫৮	৩০,৬৫৪	১,০৬,২১,৪৯৯	৪,০৬,৭৬৮	৬৭·২১
১৯৫৮-৫৯	৫৩,৯২৩	১,৪৩,৪১,০৪৩	৫,১০,৩৮৮	৮৫·৩৪
১৯৫৯-৬০	৫৭,৮৬৩	১,৫৭,০৬,২০০	৫,৬১,৯৫৯	৯৫·৬৫
১৯৬০-৬১*	৬৬,৯১৬	১,৮০,২৬,৫৯৪	৬,৩৮,৪১৭	১১০·২৪

॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ॥

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আরম্ভ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, পূর্ত, ভেষজ প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি প্রদান করিয়া থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয় তিন প্রকার:—(ক) অনুমোদনকারী (Affiliating); এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদান করে। (খ) অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী (Affiliating & Teaching); এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রি প্রদান করা ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রছাত্রিগণকে শিক্ষাদানের দায়িত্বও গ্রহণ করে। (গ) আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী (Residential & Teaching); এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের অধীন কলেজগুলি সর্বরকমে পরিচালনা করিয়া থাকে এবং শিক্ষাদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন: বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশক্রমে ১৯৫৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৫৬ সালে সংসদে আইন করিয়া ইহাকে একটি স্বয়ং-শাসিত সংস্থার মর্যাদা দান করা হয়। শ্রী সি. ডি. দেশমুখ এই কমিশনের প্রথম চেয়ারম্যান। কমিশনের বর্তমান সংগঠন এইরূপ:—

চেয়ারম্যান: ডি. এস. কোঠারী

সদস্যগণ: এইচ. সি. পাভাতে, পি. এন. কৃপাল, ডি. টি. দাহেজিয়া, এস. আর. দাশ এবং এ. আর. ওয়াদিয়া।

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

সম্পাদক—সেমুয়েল মাথাই।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান কাজ হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মান রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিষয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাহাদের সাহায্য দান করা, নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উপদেশ দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আর্থিক সাহায্য দান। আর্থিক ও উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষমতা কমিশনের আছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড ঃ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই বোর্ড ১৯২৫ সালে স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতা রক্ষা, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা প্রভৃতির অনুমোদন ইহার কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাও ইহার বিবেচ্য বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ঃ ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫৪টি। অন্যত্র উহাদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। উক্ত অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাড়াও কতিপয় প্রতিষ্ঠান ভারতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে রত আছে। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া, হরিদ্বারের গুরুকুল এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। ইহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান মর্যাদা ভোগ করিয়া থাকে; পার্থক্য এই যে ইহারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

॥ উচ্চশিক্ষার খতিয়ান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১*
বিশ্ববিদ্যালয়	২৭	৩৮	৮০	৬৪
শিক্ষা বোর্ড	৭	১৪	১৩	১৩
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	১৮	৪৩	৪২	৪১
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৯২	১৪৮	১৭৭	১৮০
বৃত্তি ও কারিগরি কলেজ	২০৮	৪৮৯	৭২৮	৮৪২
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৪৯৮	৮১৭	৯৪৬	১,০৩৪
ছাত্র সংখ্যা	৪,০৩,৫১৯	৮,০৩,৯৩২	৯,৪০,৪৮৪	৯,৭৬,৯৯৯
শিক্ষক সংখ্যা	২৪,৪৫৩	৪৫,২৩২	৫৫,৪৯৩	৬১,৭৪৩
প্রত্যক্ষ মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	১৭·৬৮	৩৮·১০	৪৭·৭১	৫৫·৬৭

* হিসাবে চূড়ান্ত নহে।

॥ কারিগরি শিক্ষা ॥

কারিগরি শিক্ষার উন্নতি প্রসার সম্পর্কে ভারত সরকারকে উপযুক্ত পরামর্শ দান করার সকল দায়িত্ব 'নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা পরিষদ্'-এর উপর ন্যস্ত আছে। ১৯৪৫ সালে এই পরিষদ্ গঠিত হয়। কারিগরি শিক্ষা পরিষদ্ দেশের বর্তমান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ও নূতন প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করার জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করেন এবং এবং উহা কার্যে পরিণত করার জন্য ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মোট ২৯·১৮ কোটি টাকা অনুমোদন করা হয়; ভারত সরকার উক্ত অর্থের মধ্যে ১৮·৫৬ কোটি টাকা প্রদান করেন। কারিগরি পরিষদ্ কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ কমিটির সুপারিশক্রমে পরিষদ্ ২০টি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ৩৩টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছেন। খড়্গপুরে উচ্চতর কারিগরি শিক্ষালয়ের (The Indian Institute of Technology) কার্য ১৯৫১ সালে আরম্ভ হয়। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কানপুর উচ্চতর কারিগরি শিক্ষালয়ে যথাক্রমে ১৯৫৮, ১৯৫৯ ও ১৯৬০ সাল হইতে ছাত্র গ্রহণ করা হইতেছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান স্নাতক ও স্নাতকোত্তর বিভাগের জন্য যথাক্রমে ১,৫০০ ও ৩০০ হিসাবে শিক্ষার্থী গ্রহণ করিতে পারিবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে দেশের কারিগরি বিদ্যালয়সমূহ প্রতিবৎসর ডিগ্রি কোর্সের জন্য ১৩,০০০ এবং ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ২৪,০০০ ছাত্র গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে।

॥ কারিগরি শিক্ষার খতিয়ান ॥

বৎসর	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		কত ছাত্র পাস করিয়াছে	
	ডিগ্রি কোর্স	ডিপ্লোমা কোর্স	ডিগ্রি কোর্স	ডিপ্লোমা কোর্স
১৯৪৭	৩৮	৫৩	১,২৭০	১,৪৪০
১৯৫০	৪৯	৮৬	২,১৯৮	২,৪৭৮
১৯৫৩	৫৮	৯২	২,৮৮০	২,৭৪৭
১৯৫৬	৭০	১০৯	৪,২৯৩	৪,০৭৫
১৯৫৯	৮৭	১৬৬	৪,৪৮০	৭,২৪০
১৯৬০	১০০	১৯৫	৫,৭০৩	৭,৯৬৯
১৯৬১	১১১	২১০	৭,০২৬	১০,৩৪৯
১৯৬২*	১১৪	২৩১	৮,৪২৬	১২,০৪৬

* আনুমানিক

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রসার

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রভূত প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৫১-৬১ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, ঐ দুইটি পরিকল্পনার আমলে ছাত্রসংখ্যা ২ কোটি ৩৫ লক্ষ হইতে ৪ কোটি ৩৫ লক্ষে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা আরও ২ কোটি ৪ লক্ষ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৭৩% হারে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ঐ সময়ের মধ্যে ২,৩০,৫৫৫ হইতে ৩,৯৮,২০০ হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ২৪% হারে বৃদ্ধি পাইয়া বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াইবে ৪,৯৪,৫০০।

কলেজী শিক্ষার গণ্ডীও আলোচ্য সময়ের মধ্যে বিস্তর প্রসারিত হইয়াছে। কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল—১৯৫০-৫১ সালে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ও ১৯৬০-৬১ সালে ৯ লক্ষ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যা আরও ৪ লক্ষ বৃদ্ধি পাইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে ব্যয়ের খতিয়ান

কোটি টাকার সমষ্টিতে লিখিত

বিষয়	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা	তৃতীয় পরিকল্পনা
প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ	৮৫	৮৭	২০৯
মাধ্যমিক শিক্ষা বাবদ	২০	৪৮	৮৮
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বাবদ	১৪	৪৫	৮২
সামাজিক শিক্ষা		৪	৬
দৈহিক শিক্ষা ও যুব-কল্যাণ বাবদ	১৪	১০	১২
অন্যান্য শিক্ষা	—	১০	১১
মোট	১৩৩	২০৪	৪০৮
সংস্কৃতি কর্মসূচী	×	৪	১০
সর্ব মোট	১৩৩	২০৮	৪১৮

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মোট শিক্ষিত ব্যক্তি এবং শিক্ষিত পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা (১৯৬১ সেন্সাস)

ভারত/রাজ্য	মোট শিক্ষিত ব্যক্তি	মোট শিক্ষিত পুরুষ	মোট শিক্ষিত স্ত্রীলোক	প্রতি হাজারে শিক্ষিত পুরুষ	প্রতি হাজারে শিক্ষিত স্ত্রীলোক
ভারত	১০,৫৩,৩৩,২৮১	৭,৭৮,২৮,১৬৩	২,৭৫,০৫,১১৮	৩৪৪	১২৯
অন্ধ্র প্রদেশ	৭৬,২৬,৫২৭	৫৪,৮২,৩৩৩	২১,৪৪,১৯৪	৩০২	১২০
আসাম	৩২,৪৮,০৫৫	২৩,৬১,৭২৪	৮,৮৬,৩৩১	৩৭৩	১৬০
বিহার	৮৫,৪৭,৮৪৫	৬৯,৪০,৯৬৭	১৫,৯৬,৮৭৮	২৯৮	৬৯
গুজরাট	৬২,৮৩,২৫৬	৪৩,৭৩,৩৭৩	১৯,০৯,৮৮৩	৪১১	১৯১
জম্মু ও কাশ্মীর	৩,৯২,৭৬১	৩,২১,৮২৭	৭০,৯৩৪	১৭০	৪৩
কেরালা	৭৯,১৯,২২০	৪৫,৯৬,২৬৫	৩৩,২২,৯৫৫	৫৫০	৩৮৯
মধ্যপ্রদেশ	৫৫,৪৪,৮৬২	৪৪,৮১,৪৫৪	১০,৬৩,৪০৮	২৭০	৬৭
মাদ্রাজ	১,০৫,৮০,৬১৬	৭৫,৩২,৩২৩	৩০,৪৮,২৯৬	৪৪৫	১৮২
মহারাষ্ট্র	১,১৭,৯৩,০৭০	৮৫,৮৮,৬৫৭	৩২,০৪,৪১৩	৪২০	১৬৮
মহীশূর	৫৯,৯০,৫৮৫	৪৩,৫২,৪২৮	১৬,৩৮,১৫৭	৩৬১	১৪২
উড়িষ্যা	৩৮,০১,২৪৫	৩০,৪২,০০৪	৭,৫৯,২৪১	৩৪৭	৮৬
পাঞ্জাব	৪৯,১৭,৩৯৬	৩৫,৯১,১৭৭	১৩,২৬,২১৯	৩৩০	১৪১
রাজস্থান	৩০,৬৫,৫৬৮	২৫,০৪,৯৮৩	৫,৬০,৫৮৫	২৩৭	৫৮
উত্তরপ্রদেশ	১,৩০,১৩,১৮৩	১,০৫,৪৬,৭৯৫	২৪,৬৬,৩৮৮	২৭৩	৭০
পশ্চিমবঙ্গ	১,০২,২৫,৬৬৪	৭৪,৫৫,০০৬	২৭,৭১,৬৫৮	৪০১	১৭০
কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য অঞ্চল					
আন্দামান ও নিকোবর	২১,৩৭২	১৬,৬৭৫	৪,৬৯৭	৪২৪	১৯৪
দিল্লী	১৪,০২,২৯৮	৯,০৭,৮০১	৪,৯৭,৪৯৭	৬০৮	৪২৫
হিমাচলপ্রদেশ	২,৩১,৬৬৪	১,৯১,১৩৯	৪০,৫২৫	২৭২	২৭২
লাক্কাদ্বীপ, মিনিকয় আমিনদিবি	৫,৬১০	৪,২৭৩	১,৩৩	৩৫৮	১১০
মণিপুর	২,৬৭,২৭৬	১,৭৪,৬৫৬	৬২,৬২০	৪৫১	১৫৯
ত্রিপুরা	২,৩১,১৮৮	১,৭৫,০৬০	৫৬,১২৮	২৯৬	১০২
দাদরা ও নগর-হাভেলি	৫,৪৯৫	৪,৩৪২	১,১৫৩	১৪৭	৪১
গোয়া, দমন, দিউ	×	×	×	×	×
নেফা	২৪,২৬০	২১,৮৭৯	২,৩৮১	১২৩	১৫
নাগাল্যাণ্ড	৬৬,১১৭	৪৫,৯১৭	২০,২০০	২৪০	১১৩
পণ্ডিচেরী	১,৩৮,১৪৯	৯২,৩৮৪	৪৫,৭৬৫	৫০৪	২৪৬
সিকিম	১৯,৯৯৯	১৬,৭২১	৩,২৭৮	১৯৬	৪৩

॥ শিক্ষা সম্পর্কিত বিবিধ পরিসংখ্যান ॥

সারা ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্র সংখ্যা ও ব্যয়ের খতিয়ান

বৎসর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট সংখ্যা	মোট ছাত্র (লক্ষ)	মোট শিক্ষক (লক্ষ)	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৫১-৫২	২,৮৯,৩৫৪	২৬৫·৭২	৮·০৪	১২৪·৫৬
১৯৫২-৫৩	২,৯৮,৭৫৯	২৭৫·২৪	—	১৩৭·৬৪
১৯৫৩-৫৪	৩,১৩,৩৪৪	২৯১·৩৯	—	১৪৭·৭৪
১৯৫৪-৫৫	৩,৪৩,০৭১	৩১১·৬৭	—	১৬৪·০১
১৯৫৫-৫৬	৩,৬৬,৬৪১	৩৩৯·২৪	১১·০৭	১৮৯·৬৬
১৯৫৬-৫৭	৩,৭৭,৮৩৭	৩৬০·০৬	১১·৭০	২০৬·২৯
১৯৫৭-৫৮	৩,৯৪,৭৬০	৩৮০·০২	১২·৩১	২৪০·৬৫
১৯৫৮-৫৯	৪,১৩,৬২৮	৪১৪·৩৩	১২·৮২	২৬৬·২১
১৯৫৯-৬০	৪,৪২,০১৬	৪৪৬·৩৯	১৪·১০	২৯৭·৭৮
১৯৬০-৬১*	৪,৭২,৩৬১	৪৭৮·১১	১৫·০২	৩৫৫·৪৯

সারা ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১*
প্রাক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়	৭৭৩	১,১৬৪	১,৩৫১	১,৯০০
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২,৮৭,৩১৮	২,৯৯,২২০	৩,২০,৫৮০	৩,৩০,৩০৪
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৫,৮২৮	৫৩,৩০২	৫৭,৮৬৩	৬৬,৯১৬
বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়	৩,২৮৩	৩,৪১০	৩,৮৫৬	৪,১৩০
বিশেষ শিক্ষামূলক বিদ্যালয়	৪৯,১২৭	৫১,৩০০	৫৬,৪৫৪	৬৬,৯৫৬
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৭৭১	৮৭৩	৯৪৩	১,০৩৪
পেশামূলক ও কারিগরি কলেজ	৪০৩	৫২৮	৭২৮	৮৪২
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	১২৭	১৫২	১৭৭	১৮০
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৪১	৪৪	৪২	৪১
শিক্ষা বোর্ড	১২	১৩	১৩	১৩
বিশ্ববিদ্যালয়	৩৭	৪০	৪০	৪৬
মোট	৩,৪৭,৭২০	৪,১০,০৪৬	৪,৪১,০১০	৪,৭২,৩৬২

* হিসাব চূড়ান্ত নহে।

ব্যয়ের সূত্র

শিক্ষার জন্য মোট যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার কত অংশ কোন্ সূত্র হইতে আসিয়া থাকে নিম্নে তাহা দেখান হইল।

উৎস :

	১৯৫০-৫১	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১*
সরকারী তহবিল	৬৫.২৭	১৫৭.৮৯	২০০.৬	২২৭.১
জেলাবোর্ড তহবিল	৭.৮৬	৯.৭০	১০.৩	১.৭
মিউনিসিপ্যাল তহবিল	৪.৬৪	৭.৪৯	৯.৫	১০.৫
ফী	২৩.৩৩	৪৩.৬৪	৫১.৮	৫৮.১
ভাতা	২.৪৬	৬.৯৮	৯.২	৯.৭
অন্যান্য সূত্র	১০.৮২	১৪.৯৫	১৬.৪	১৮.৪
মোট	১১৪.৩৮	২৪০.৬৫	২৯৭.৮	৩৩৫.৫

॥ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচয় ॥

১৯৬০-৬১ সালের বিবরণ

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ালটেয়ার : স্থাপিত ১৯২৬ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ২৭,৬০৫।

আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, আগ্রা : স্থাপিত ১৯২৭ ; অনুমোদনকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১০৩ ; ছাত্রসংখ্যা ৪৭,০৬১।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় : স্থাপিত ১৯২১, আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১টি ; ছাত্রসংখ্যা ৪,৭৯৩।

আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, আন্নামালাই নগর : স্থাপিত ১৯২৯ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী, কোন কলেজ সংশ্লিষ্ট নহে ; ছাত্রসংখ্যা ৩,২৪৩।

ইন্দিরা কলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়, খয়রাগড় : স্থাপিত ১৯৫৬ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; কলেজ সংখ্যা ২৫ ; ছাত্রসংখ্যা ?৯২।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ : স্থাপিত ১৮৮৭ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪টি ; ছাত্রসংখ্যা ৮,৪৩৬।

ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ : স্থাপিত ১৯১৮ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪৩টি ; ছাত্রসংখ্যা ২০,২৯৪।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি : স্থাপিত ১৯৬১ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী।

উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, কটক : স্থাপিত ১৯৪৩ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদান কারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৭ ; ছাত্রসংখ্যা ১৩,৪২৫।

উড়িষ্যা কৃষি ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, ভুবনেশ্বর :

কর্নাটক বিশ্ববিদ্যালয়, ধারওয়ার : স্থাপিত ১৯৪৯ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষা-দানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩১টি ; ছাত্রসংখ্যা ১২,৬৪২।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা : স্থাপিত ১৮৫৭ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; কলেজ সংখ্যা ১২১ ; ছাত্রসংখ্যা ১,১৫,৫১৮।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী : স্থাপিত ১৯৬০ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; কলেজ সংখ্যা ২।

কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্র : স্থাপিত ১৯৫৬ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; কলেজ সংখ্যা ১টি ; ছাত্রসংখ্যা ৮৮।

কামেশ্বর সিং দ্বারভাঙ্গা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বারভাঙ্গা : স্থাপিত ১৯৬১ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী।

কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবান্দ্রাম : স্থাপিত ১৯৪৯ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৮২টি ; ছাত্রসংখ্যা ৪৪,১২০।

গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্‌মেদাবাদ : স্থাপিত ১৯৪৯ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৫৮ ; ছাত্রসংখ্যা ৩৪,৯৪৪।

গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গোরক্ষপুর : স্থাপিত ১৯৫৭ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৪টি ; ছাত্রসংখ্যা ১১,৪২৮।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি : স্থাপিত ১৯৪৮ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ২৬,৭৫৬।

জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর : স্থাপিত ১৯৫৭ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষা-দানকারী , সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৯টি ; ছাত্রসংখ্যা ৯,৭৩১।

জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনগর : স্থাপিত ১৯৪৮ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ৯,২০১।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী : স্থাপিত ১৯২২ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২৮টি ; ছাত্রসংখ্যা ১৮৪৭৪।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর : স্থাপিত ১৯২৩ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদান-কারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪৩টি ; ছাত্রসংখ্যা ২২,০২১।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড় : স্থাপিত ১৯৪৭ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদান-কারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৪১টি ; ছাত্রসংখ্যা ৬৩,৭১২।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা : স্থাপিত ১৯১৭ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১০টি ; ছাত্রসংখ্যা ৬৬,৮০১।

পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, পুণা : স্থাপিত ১৯৪৯ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৫টি ; ছাত্রসংখ্যা ১০,৬৬৪।

মগধ বিশ্ববিদ্যালয়, মগধ : স্থাপিত ১৯৬২।

পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, লুধিয়ানা : স্থাপিত ১৯৬১।

রবীন্দ্র ভারতী, কলিকাতা : স্থাপিত ১৯৬১।

রাজস্থান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় : স্থাপিত ১৯৬২।

শিবাজী বিশ্ববিদ্যালয়, কোলহাপুর : স্থাপিত ১৯৬২।

ইউ. পি. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনগর, নৈনিতাল : স্থাপিত ১৯৬০ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২টি ; ছাত্রসংখ্যা ২৫০।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা : স্থাপিত ১৯৪৯ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৪টি ; ছাত্রসংখ্যা ৮,৬৬৩।

বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী : স্থাপিত ১৯১৬ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৯টি ; ছাত্রসংখ্যা ৮,৫১২।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ; বর্ধমান : স্থাপিত ১৯৬০ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩২টি, ছাত্রসংখ্যা ১৬,৯৩৮।

বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী : স্থাপিত ১৯৫৮ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; ছাত্রসংখ্যা ৪৭৩।

বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়, উজ্জয়িনী : স্থাপিত ১৯৫৭, অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪৭টি ; ছাত্রসংখ্যা ১৫,৭৬৩।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন : স্থাপিত ১৯৫১ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ৫৩০।

বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, মজফরপুর : স্থাপিত ১৯৫২ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ২৪,১৯৬।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই : স্থাপিত ১৮৫৭ ; শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩৯টি ; ছাত্রসংখ্যা ৪৯,৭৯৩।

ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ভাগলপুর : স্থাপিত ১৯৬০ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর : স্থাপিত ১৯১৬ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৬২টি ; ছাত্রসংখ্যা ৩৫,৪৭৭।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ : স্থাপিত ১৮৫৭ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১০৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ৫৪,২৫০ ।

মারাঠওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়, ঔরঙ্গাবাদ : স্থাপিত ১৯৫৮ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৮টি ; ছাত্রসংখ্যা ৪,৪৯৬ ।

রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচী : স্থাপিত ১৯৬০ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২০ ; ছাত্রসংখ্যা ১৪,৩৭৯ ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর : স্থাপিত ১৯৫৫ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৩টি ; ছাত্রসংখ্যা ১,৮৬০ ।

যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যোধপুর : স্থাপিত ১৯৬২ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ;

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর : স্থাপিত ১৯৪৭ : অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৬৮টি ; ছাত্রসংখ্যা ২৮,৮৫৫ ।

রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়, রুড়কি : স্থাপিত ১৯৪৯ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; ছাত্রসংখ্যা ১,৬৭০ ।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ : স্থাপিত ১৯২১ ; আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ১৪,২৯৮ ।

শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপাটি : স্থাপিত ১৯৫৪ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ২২টি ; ১৯৫৮ সালে ছাত্রসংখ্যা ৮,৮১৭ ।

এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই : স্থাপিত ১৯৫১ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ১০টি ; ছাত্রীসংখ্যা ২,৮৮৬ ।

সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ, বল্লভনগর, আনন্দ : স্থাপিত ১৯৫৫ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৬টি ; ছাত্রসংখ্যা ৪,৭৪১ ।

সাগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর : স্থাপিত ১৯৪৬ ; অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; সংশ্লিষ্ট কলেজ সংখ্যা ৪৫টি ; ছাত্রসংখ্যা ১৩,৮৬৪ ।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারগণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভাইস্-চ্যান্সেলারের নাম
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. এল. নারায়ণ
আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী পি. ডি. গুপ্ত
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এ. এফ. বি. তায়েবজী
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়	সি. পি. রামস্বামী আইয়ার
ইন্দিরা কলা সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয়	পি. এন. চাঁচোর

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভাইস্-চ্যান্সেলারের নাম
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ বলভদ্র প্রসাদ
ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ ডি. এস. রেড্ডী
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ বি. এন. দাশগুপ্ত
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ প্রাণকৃষ্ণ পারিজা
কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী ডি. সি. পাভাতে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী বি. মালিক
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এস. এন. দাশগুপ্ত
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী সূরজ ভান
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ সেমুয়েল মাথাই
গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এল. আর. দেশাই
গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. সি. চ্যাটার্জি
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এইচ. জি. টেলর
পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী পি. এন. থাপার
পাঞ্জাবী বিশ্ববিদ্যালয়	ভাই যোধ সিং
জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীতারাচাঁদ শ্রীবাস্তব (অস্থায়ী)
জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী টি. এম. এডভানি
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী সি. ডি. দেশমুখ
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী পি. পি. দেও
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. সি. যোশী
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী জে. জেকব
পুণা বিশ্ববিদ্যালয়	মহামহোপাধ্যায় ডি. ডব্লু. পোতদার
এম. এস. বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা	ডঃ জে. এম. মেহ্‌তা
বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এন. এইচ. ভগবতী
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী বি. কে. গুহ
বারাণসী সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এস. এন. এম. ত্রিপাঠী
বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ জি. এল. দত্ত
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এস. আর. দাশ
বিহার বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী পি. শ্রীবাস্তব
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ আর. ভি. সাঠে
ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ রামধারী সিং দিনকর
মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ কে. এল. শ্রীমালি

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	ভাইস্-চ্যান্সেলারের নাম
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র
মারাঠওয়াদা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এস. আর. ডোঙ্গরকেরী
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	ডাঃ ত্রিগুণা সেন
রবীন্দ্র ভারতী	শ্রী হিরণ্ময় ব্যানার্জি
রাঁচী বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এস. সিং
রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী জি. পাণ্ডে
লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ এ. ভি. রাও
শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়	ড. এস. গোবিন্দরাজুলু নাইডু
এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রীমতী প্রেমলীলা ভি. থ্যাকারসে
সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ	শ্রী আই. জে. প্যাটেল
সাগর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী জি. পি. ভাট
যোধপুর বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী বি. এন. ঝা
রাজস্থান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী জি. এস. মহাজনী
কোলহাপুর বিশ্ববিদ্যালয় (শিবাজী বিদ্যাপীঠ)	ডঃ এ. জি. পাওয়ার
উড়িষ্যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	শ্রী এম. সি. প্রধান
মগধ বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ কে. কে. দত্ত
কামেশ্বর সিং সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়	ডঃ উমেশ মিশ্র

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যগণের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে রাজকীয় কমিশন বসে তাহা অসামরিক জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলায় 'কমিশনস্ অব পাবলিক হেলথ' গঠিত হয় এবং কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহে কতিপয় 'স্যানিটারী কমিশনার'-এর পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্লেগ কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হয় ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং প্রদেশগুলিকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন' অনুযায়ী গবেষণার কার্য ব্যতীত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শদান এই বোর্ডের উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরও কতকগুলি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়।

বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রধানতঃ রাজ্যসরকারের বিষয়। এজন্য প্রতিরাজ্যে 'ডিরেক্টার অব পাবলিক হেলথ' নামক একজন অধিকর্তা রোগ ও মহামারী নিবারণের কার্যে নিযুক্ত আছেন। পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্ত দায়িত্বই 'ডিরেক্টার অব হেলথ সার্ভিসেস'-এর অধীনে আনা হইয়াছে। সমস্ত ভারতের জন্য একজন 'ডিরেক্টার জেনারেল' এবং একজন 'পাবলিক হেলথ কমিশনার' আছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তর: স্বাধীনতা লাভের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি পৃথক স্বাস্থ্য-দপ্তর সৃষ্ট হইয়াছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তর রাজ্যসমূহের স্বাস্থ্য বিভাগীয় দপ্তরের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং তাহাদিগকে সময় সময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে পরামর্শ ও নির্দেশ দান করিয়া থাকেন; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কেন্দ্রের।

আমদানিকৃত ও দেশে প্রস্তুত ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা-বিদ্যার মান নিয়ন্ত্রণ, ভেষজবিজ্ঞানে আধুনিক তথ্যাদি সংগ্রহ ও রাজ্যসরকারসমূহকে তাহা বিতরণ এবং আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থাগুলির সহিত সংযোগ স্থাপন ও যুক্তভাবে কার্য করা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের করণীয় অন্যান্য কতিপয় বিষয়।

জনস্বাস্থ্যের উন্নতি

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য যে সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন তাহার সাফল্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ম্যালেরিয়া ছিল ভারতের একনম্বর শত্রু। সম্প্রতি উহাকে প্রায় নির্মূল করা হইয়াছে। ভারতবাসীর মৃত্যুর হার অনেক হ্রাস এবং গড়পড়তা আয়ুর হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে এই সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যাদি প্রদত্ত হইল।

॥ ভারতবাসীর জন্ম ও মৃত্যুর হার-প্রতি ১০০০ জনে ॥

	১৯৪১-৫১	১৯৫১-৫৬	১৯৫৬-৬১
জন্মহার (প্রতি হাজারে)	৩৯.৯	৪১.৭	৪০.৭
মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	২৭.৪	২৫.৯	২১.৬

॥ শিশু মৃত্যুহার প্রতি ১০০০ শিশুতে ॥

	১৯৪১-৫১	১৯৫১-৫৬	১৯৫৬-৬১
পুরুষ শিশু	১৯০.০	১৬১.৪	১৪২.৩
স্ত্রী শিশু	১৭৫.০	১৪৬.৭	১২৭.৯

॥ ভারতবাসীর গড়পড়তা আয়ু ॥

	১৯৪১-৫১	১৯৫১-৫৬	১৯৫৬-৬১
পুরুষ	৩২.৪৫	৩৭.৭৬	৪১.৬৮
স্ত্রী	৩১.৬৬	৩৭.৪৯	৪২.০৬

বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধক ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

যক্ষারোগ : ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ ১৯৫৫ সালে ভারতব্যাপী 'জাতীয় যক্ষা অনুসন্ধান'-সূচীর কার্য আরম্ভ করে। ১৯৫৮ সালে উহার কার্য সমাপ্ত হয়। উক্ত সমীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে—(১) ভারতে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক যক্ষারোগে ভুগিয়া থাকে, (২) অঞ্চল বিশেষে হাজার করা ৭০ হইতে ৩০ জনে এই রোগে ভুগিয়া থাকে, (৩) স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই যক্ষারোগে বেশী আক্রান্ত হইয়া থাকে, (৪) ৪৫ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সের ব্যক্তিগণই ইহাতে বেশী আক্রান্ত হয়, (৫) গ্রাম, ছোট শহর ও বৃহৎ নগরীতে যক্ষার প্রকোপ সম্পর্কে বিশেষ কোন তফাৎ নাই।

১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক যক্ষা নিবারণী অভিযানের (International Tuberculosis Capaign) সহযোগিতায় বি. সি. জি. টিকার কার্যসূচী আরম্ভ

করা হয়। পরে 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO) ও 'আন্তর্জাতিক শিশু জরুরী ভাণ্ডার' (UNICEF) ইহাতে সাহায্য করে। এই সূচী অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ১৬'৪ কোটি লোককে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া হইয়াছে, উহাদের মধ্যে ৭'৮ কোটি লোকের বয়স ১৫ বৎসরের নিম্নে ১৯৬২ সালের শেষে আরও ১৯'৩০ কোটি লোককে পরীক্ষা করিয়া ৬'৮৭ কোটি জনকে টিকা দেওয়া হইয়াছে ১৭৫টি বিশেষজ্ঞ দল এই কার্যে নিযুক্ত আছে।

কি করিয়া এই রোগ প্রতিরোধ করিতে হয় তাহা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লী, পাটনা, ত্রিবান্দ্রম, মাদ্রাজ, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর, পাতিয়ালা ও নাগপুরে ৮টি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। আগ্রা ও কলিকাতায় শীঘ্রই আরও দুটি কেন্দ্র খোলা হইবে। জাতিসংঘের 'আন্তর্জাতিক শিশু জরুরী ভাণ্ডার'ও 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র সহযোগিতায় ভারতে বাঙ্গালোরে একটি 'জাতীয় যক্ষ্মাপ্রতিষ্ঠান' প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

যক্ষ্মা হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস ও ক্লিনিকের সংখ্যা

	১৯৫০	১৯৬০	১৯৬২
স্বাস্থ্যনিবাস	৪৯	৬৮	৬৮
যক্ষ্মা হাসপাতাল	৩৫	৭০	৭২
ক্লিনিক	১১০	২২৩	২২৫
যক্ষ্মা ওয়ার্ড	১১৪	১৫২	১৫২
শয্যা সংখ্যা	১০,৩৭১	২৬,৪৪৫	২৭,০০০

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ভারতে মোট ১৪টি আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ (Aftercare Colony) ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে আরও ৯টি উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে। আরোগ্যোত্তর কলোনীতে অবস্থানকারী রোগীদের বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাজে একটি কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। অমরগড়, দিল্লী, ধুবুলিয়া, হায়দরাবাদ, লক্ষ্নৌ, মহীশূর, পেডাভেগি ও পুণাতে আরও ৮টি অনুরূপ কেন্দ্র খোলা হইবে। যে সকল রোগীর রোগ পুরাতন তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিকিৎসা করার জন্য 'মুক্ত বায়ু কেন্দ্র' স্থাপনের পরিকল্পনা অনুমোদন লাভ করিয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর, পাঞ্জাব এবং জম্মু ও কাশ্মীরে এইরূপ ৪৩০টি কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করা হইয়াছে। যক্ষ্মারোগীদের জন্য আরও ২০০টি ক্লিনিক, গ্রামাঞ্চলে আরও ২৫টি ভ্রাম্যমান ক্লিনিক, ৫টি শিক্ষাকেন্দ্র, ৭টি আরোগ্যোত্তর কলোনী এবং ৫০০০ শয্যা প্রতিষ্ঠা করা তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য।

যক্ষ্মা রোগ নিরাময়কল্পে যে সকল স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান কাজ করিতেছে তাহাদের মধ্যে টিউবারকিউলোসিস্ এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া বৃহত্তম; উহা ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কুষ্ঠরোগ : ১৯৫৩ সালে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে ভারতে ১৫ লক্ষ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি আছে। বর্তমানে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়। অন্ধ্র-প্রদেশ, আসাম, কেরালা, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব সমধিক। কুষ্ঠব্যাধি নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকার একটি "পাইলট স্কীম" রচনা করেন। তদনুসারে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ ও মাদ্রাজে চারিটি কুষ্ঠ চিকিৎসা ও গবেষণাকেন্দ্র এবং অন্যান্য রাজ্যে ২৯টি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে আরও অনুরূপ ১০০টি শাখাকেন্দ্র স্থাপনের সূচী গ্রহণ করা হয়; ১৯৬২ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতে মোট ১৪৮টি কুষ্ঠ চিকিৎসা শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পাইলট স্কীমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও উহার উন্নতির পন্থা নির্ধারণের জন্য ১৯৫৮ সালে একটি "উপদেষ্টা কমিটি" গঠন করা হয়।

নাগপুরে 'অল ইণ্ডিয়া লেপ্রসি ট্রেনিং সেণ্টার'-এ ডাক্তারদিগকে স্বল্পমেয়াদী কুষ্ঠ বিরোধী কার্যক্রম শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। চিলাকলাপল্লী (অন্ধ্র প্রদেশ) এবং মরারিকুলমে (কেরালা) অবস্থিত 'গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রসি ফাউণ্ডেশন সেণ্টার'-এ ও কুষ্ঠ বিরোধী শিক্ষার সুবিধাদান করা হয়।

মিশন টু লেপার্স (১৮৭৫) কুষ্ঠত্রাণ কার্যে নিযুক্ত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান—হিন্দ কুষ্ঠ নিবারণ সংঘ, গান্ধী মেমোরিয়াল লেপ্রসি ফাউণ্ডেশন ও রামকৃষ্ণ মিশন।

ম্যালেরিয়া : ম্যালেরিয়াকে ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের প্রথম নম্বর শত্রু বলা হইত। এই রোগের আক্রমণে প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৩ লক্ষ লোক মারা যাইত। এই রোগ নিবারণের জন্য ১৯৫৩ সালে 'ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী' প্রবর্তন করা হয় এবং উহাই ১৯৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 'জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচী'তে রূপান্তরিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যসরকারের সক্রিয় সাহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচী রূপায়িত করিতেছেন এবং 'যুক্তরাষ্ট্র কারিগরি সহযোগিতা মিশন' ও 'বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা' উহাতে সাহায্য করিতেছেন। 'ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট্ অব ইণ্ডিয়া' ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল প্রকার গবেষণা পরিচালনা ও শিক্ষাদান করিয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের উপর

'জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচী'র সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে বরোদা, কটক, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর, লক্ষ্ণৌ ও শিলং এ ৬টি আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ১৯৬১ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত মোট ৩৮,০২৪ কোটি লোককে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থার আওতায় আনা হইয়াছে এবং ঐ তারিখে ৩৯০টি ম্যালেরিয়া দমনকারী কেন্দ্র। কার্যরত ছিল। বিভিন্ন হাসপাতালে ও ডিস্‌পেনসারীতে চিকিৎসিত ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা অন্যান্য রোগীর তুলনায় দ্রুত হ্রাস পাইতেছে। এই সংখ্যা ছিল ১৯৫৩-৫৪ সালে ১০·৩%, ১৯৬০-৬১ সালে ১·৩%, ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ০·৬% এবং ১৯৬২-৬৩ সালে ০·৪% শতাংশ।

ফাইলেরিয়া: এই দুষ্ট রোগ দমনকল্পে ১৯৫৪-৫৫ সালে 'জাতীয় ফাইলেরিয়া দমন সূচী' অনুসারে কার্য আরম্ভ করা হয়। ফাইলেরিয়ায় আক্রান্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে পাইকারীভাবে ঔষধ প্রয়োগ এবং মশকনিবারণী ব্যবস্থা করা উক্ত জাতীয় সূচীর করণীয় কার্য। এই সূচীর আওতায় বিভিন্ন রাজ্যের ৪৭টি কণ্ট্রোল ইউনিট ও ২২টি সার্ভে ইউনিট কার্য করিতেছে। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ২ কোটি ৬৬ লক্ষ অধিবাসীপূর্ণ স্থানের নমুনাসূচক জরীপ করা হইয়াছে। উহাতে জানা গিয়াছে যে, দেশে আনুমানিক ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ ব্যক্তি ফাইলেরিয়া রোগাক্রান্ত অঞ্চলে বাস করে। ৬৩ লক্ষ লোকের উপর প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ৪১ লক্ষ গৃহে বীজাণুনাশক ঔষধ ছড়ান হইয়াছে। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য কঝিকোডে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে এবং রাজমহেন্দ্রীতে একটি নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইতেছে।

যৌনব্যাধি: এইরূপ অনুমিত হয় যে, দেশের মোট অধিবাসীর প্রায় পাঁচ শতাংশ সিফিলিস রোগাক্রান্ত এবং আরও পাঁচ শতাংশ গনোরিয়া রোগে ভুগিয়া থাকে। কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে যৌনব্যাধির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) কর্তৃক গঠিত একটি পরিদর্শকদল ১৯৪৯ সালে হিমাচল প্রদেশে খুব ব্যাপকভাবে পর্যবেক্ষণকার্য ও জনতা চিকিৎসাসূচী পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রেরিত ১৬টি দলকে শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। ১৯৫৯ সালে পাঞ্জাব রাজ্যের কুলু উপত্যকায় এই রোগের জন্য বিপন্ন সমুদয় অধিবাসী চিকিৎসার জন্য এক প্রবল প্রচার কার্য চালান হয় এবং পরবর্তী তিনমাসে প্রায় ৭২,০০০ ব্যক্তিকে নিরাময় ব্যবস্থার অধীনে আনা হইয়াছিল। অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে যৌনব্যধি-বিরোধী কর্মীদল কার্য পরিচালনা করিতেছেন। যৌনব্যাধি

চিকিৎসা শিক্ষাদানের জন্য ১৯৬২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত রাজ্য সদর দপ্তর পর্যায়ে ৫টি ও জেলা পর্যায়ে ৯০৮ যৌনব্যাধি চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ১৯৬২ সালে ভারতে মোট ৪,৫৪,৫৩২ যৌন ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে।

ক্যান্সার: ভারতে প্রতিবৎসর ক্যান্সারে দুই লক্ষ লোক মারা যায়। বোম্বাইতে টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল—দেশে মাত্র এই দুইটিই ক্যান্সার রোগের নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাকেন্দ্র। ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ১৯৫২ সালে বোম্বাইতে 'ভারতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপিত হইয়াছে।

বোম্বাই, কলিকাতা, লুধিয়ানা, মাদ্রাজ, ভেলোর, ত্রিবান্দ্রাম, নয়াদিল্লী, হায়দরাবাদ, কটক ও কানপুরে অবস্থিত ১০টি হাসপাতালে ক্যান্সার 'রোগের কোবল্ট বীম থেরাপী' চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

জলসরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতা

'জাতীয় জল সরবরাহ ও পরিচ্ছন্নতা সূচী' ১৯৫৪ সালে প্রবর্তন করা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলেও ঐ সূচী চালু রাখা হইয়াছে এবং ঐ খাতে শহরাঞ্চলের জন্য ৮৮·৯৫ কোটি টাকা ও পল্লীঅঞ্চলের জন্য ১৬·৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে এই খাতে মোট ১০২·১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পূর্ববর্তী দুইটি পরিকল্পনার আমলে গ্রামাঞ্চলের জন্য ৩৪৪টি পরিকল্পনা এবং শহরাঞ্চলের জন্য ৪৬৯টি পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল।

সরকারী স্বাস্থ্যঘটিত পূর্ত সূচী কার্যে রূপায়ণের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মী তৈয়ারীর জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে :—অল ইণ্ডিয়া ইনিস্টিটিউট অব হাইজিন এ্যাণ্ড পাবলিক হেলথ (কলিকাতা), ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (গুইনডি) এবং ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (রুড়কি)।

স্বাস্থ্য বীমা

'স্বাস্থ্য বীমা' পরিকল্পনার কল্যাণে বর্তমানে দেশের ১৮·৮২ লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হইতেছেন। একজন বীমাকৃত শ্রমিক নিজে ও তাহার পরিবারের পোষ্যগণ রাজ্যবীমা ডিসপেনসারীতে অথবা নির্দিষ্ট ডাক্তারগণের ক্লিনিকে বা হাসপাতালে চিকিৎসা সম্পর্কে সুবিধা ও সাহায্য পাওয়ার অধিকারী।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

১৯৫৪ সালে জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক্তে ৭৪টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রে প্রতিটি ব্লকের গড়ে ৬৬ হাজার অধিবাসীকে সেবা করে। ১৯৬২ সালের শেষে এই সকল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩,২৭৬টি।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা

ভারতে পাশ্চাত্যমতে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয় মাদ্রাজ ও কলিকাতায়। ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে প্রথম মাদ্রাজ ও পরে কলিকাতায় দুইটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে ঐ কলেজ দুইটি লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব সার্জন-এর অনুমোদন লাভ করে। ভারতে বর্তমানে ৭১টি মেডিক্যাল কলেজ ও ১২টি ডেন্টাল কলেজ আছে। বর্তমানে ভারতের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ৭,৯০০ নূতন ছাত্র ভর্তি হইতে পারে। কোন্ রাজ্যে কয়টি মেডিক্যাল কলেজ অবস্থিত নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

মেডিক্যাল কলেজের তালিকা

অন্ধ্রপ্রদেশে—৮টি, আসামে—৩টি, বিহারে—৪টি, গুজরাটে—৩টি, জম্মু ও কাশ্মীরে—১টি, কেরালায়—৪টি, মধ্যপ্রদেশে—৪টি, মাদ্রাজে—৬টি, মহারাষ্ট্রে—৮টি, মহীশূরে—৫টি, উড়িষ্যায়—৩টি, পাঞ্জাবে—৪টি, পশ্চিমবঙ্গে—৫টি, উত্তরপ্রদেশে—৬টি, রাজস্থানে—৫টি দিল্লীতে—৩টি, এবং পণ্ডিচেরীতে—১টি মেডিকাল কলেজ অবস্থিত।

॥ বিবিধ স্বাস্থ্য-সংস্থার পরিচয় ॥

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদ্ঃ ইহা ১৯৫২ সালে গঠিত জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী (চেয়ারম্যান) ও রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের লইয়া এই পরিষদ্ গঠিত। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়, পরিবেশিক হাইজিন, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা শিক্ষণ ও গবেষণার সুবিধার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া নীতি সুপারিশ করাই পরিষদের উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বোর্ডঃ ১৯৩৭ সালে গঠিত। এই বোর্ডের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যসরকারও যুক্ত। বোর্ডে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারের মধ্যে এবং রাজ্যসরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা কি করিয়া বৃদ্ধি করা যায় বোর্ডে তাহা আলোচিত হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো : 'ভোর কমিটির' সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় কর্মীদের শিক্ষাদান এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জনসাধারণ যাহাতে সচেতন হয় সেজন্য পুস্তিকা, পোস্টার, বেতার ও সিনেমা মারফত প্রচারকার্য করাই এই ব্যুরোর উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা : ১৯৪০ সালের ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ঔষধের মান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে সব ঔষধাদি প্রস্তুত হয় তাহার প্রস্তুতকরণ, বণ্টন ও বিক্রয়ের উপর নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাজ্যসরকারসমূহের ; কিন্তু বিদেশ হইতে যে সব নূতন ও পুরাতন ঔষধ আনীত হয় তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য একজন ড্রাগস কণ্ট্রোলার (ভারত) নিযুক্ত আছেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল : ১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আইন অনুসারে এই পরিষদটি গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের গঠন অনেকটা ব্রিটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের মত। ভারতের সমস্ত রাজ্যে যাহাতে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষায় সমান নিম্নতম মান বজায় রাখা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই ইহার প্রধান কাজ। শাস্তিদান করিবার কোন ক্ষমতা ইহার নাই।

ফার্মাসী কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া : ১৯৪৮ সালের ফার্মাসী আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীতে গঠিত। যাহাতে ঔষধের দোকান হইতে খাঁটি ঔষধাদি বিক্রীত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা এবং সেজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ইহার উদ্দেশ্য।

ডেণ্টাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া : ১৯৪৮ সালে আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১৪ই মে ইহা গঠিত হইয়াছে ; দন্ত চিকিৎসার উন্নয়ন এবং গ্রামে ও শহরে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করাই ইহার লক্ষ্য।

ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল : ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে ইহা গঠিত হইয়াছে। নার্সিং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানগুলি এবং নার্সিং পরীক্ষা পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা এই কাউন্সিলকে দেওয়া হইয়াছে। নার্স, ধাত্রী ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করাই এই পরিষদের কাজ।

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ : স্বাধীনতার পূর্বে চিকিৎসা গবেষণার কাজ সাধারণতঃ কতিপয় বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এবং ইণ্ডিয়ান

রিসার্চ ফণ্ড এসোসিয়েশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় সরকার এই এসোসিয়েশনটিকে নবভাবে রূপায়িত করিয়া উহার নাম দেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ। গবেষণামূলক কাজের জন্যই এই পরিষদ্ গঠিত। পরিষদ্ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৯টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিকিৎসা গবেষণার জন্য ৪ কোটি টাকারও অধিকার বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটিঃ ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত করার জন্য এবং উহা যাহাতে আধুনিক অবস্থায় থাকে সেজন্য ১৯৩৮ সালে প্রথম ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে উহার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আবার এক বৎসরের জন্য উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, পরে আবার উহার মেয়াদ পাঁচ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনঃ ডাক্তারদের উদ্যোগে এই সর্বভারতীয় সংস্থাটি ১৯২৮-২৯ সালে গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে ডাক্তারী শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

মানসিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রঃ ১৯৫৪ সালের ৬ই আগষ্ট বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট খোলা হয়। উক্ত ইনস্টিটিউটে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও বিশেষ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত ও রাজ্য-সরকারসমূহকে মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চিকিৎসা উন্নয়নের জন্য এই ইনস্টিটিউট পরামর্শ দান করিয়া থাকে। ইনস্টিটিউটটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য-সংস্থার সহযোগিতায় কাজ করিয়া থাকে। ১৯৫৫ সাল হইতে ইনস্টিটিউটে সাইকোলজিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা কোর্স এবং ক্লিনিক্যাল লেবরেটরীতে ট্রেনিং কোর্স খোলা হইয়াছে। ভারতসরকার এই ইনস্টিটিউটটিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৩২টি মানসিক হাসপাতাল আছে।

প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রঃ ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অনুন্নত অঞ্চলে, যাহাতে প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় সেজন্য ভারত সরকার রাজ্য-সরকারসমূহকে সাহায্য করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়াছেন। যে সকল স্থানে প্রায় ৬০ হাজার লোকের বসবাস তথায় উক্ত কেন্দ্র খোলা হইবে। এই সকল কেন্দ্রে প্রসূতিদিগকে প্রসবের পূর্বে ও পরে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা থাকিবে। বর্তমানে এইরূপ ২০১টি কেন্দ্র আছে।

কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বোর্ডঃ ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার এই বোর্ড গঠন করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ৩৩০ জন ইঞ্জিনীয়ারকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিভিন্ন রাজ্যে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে।

আয়ুর্বেদ ইউনানী ও হোমিওপ্যাথিঃ ভারতে আয়ুর্বেদ, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার উহাদিগকে অনুমোদন করেন। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এজন্য ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হয়। ভারতসরকার ভারতীয় আয়ুর্বেদ ফ্যাকাল্টিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রাজ্য-সরকারসমূহ হোমিওপ্যাথিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ভারতসরকার আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণার জন্য জামনগরে একটি কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউট স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতসরকার হোমিওপ্যাথিতে পাঁচ বছরের ডিগ্রী কোর্স অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল মধ্যে ৫টি আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপন করা হয়।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স, নয়াদিল্লীঃ ১৯৫৬ সালে অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স স্থাপিত হয়। এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি ডেণ্টাল কলেজ, একটি নার্সিং কলেজ, একটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণ কেন্দ্র ও ২৫০টি শয্যাযুক্ত একটি হাসপাতাল। এককালীন ব্যয় ধরা হইয়াছে ৪৭৯.৯৩ লক্ষ টাকা। এ ব্যাপারে কলম্বো চুক্তি অনুযায়ী নিউজীল্যাণ্ড ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দান করিয়াছে।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ কলিকাতাঃ রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে ১৯৩২ সালে স্থাপিত। ভারত সরকার প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করেন। জনস্বাস্থ্যের কর্মীদের শিক্ষিত করা, ছাত্রদের পরীক্ষান্তে জনস্বাস্থ্য ডিপ্লোমা দান, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ও ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করা ইহার কাজ।

ভারতীয় সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের সূত্রপাত : ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বোল্টস্ নামক এক ব্যক্তি কলিকাতার কাউন্সিল হাউসের দরজার ও অন্যান্য স্থানে হাতে লেখা কাগজ ঝুলাইয়া বিবিধ সংবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে উহাই ভারতে সংবাদপত্রের প্রথম সূত্রপাত। কিন্তু ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কলিকাতা হইতে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে, ২৯শে জানুয়ারী। সংবাদপত্রখানির নাম হিকিস 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল এডভারটাইজার'। উহার আয়তন ছিল ১২" × ৮" এবং উহাতে ৪ খানি পৃষ্ঠা থাকিত। মুদ্রণ ব্যবসায়ী জেমস্ অগাস্টাস হিকি ছিলেন উহার সম্পাদক। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর পারিবারিক ব্যাপার লইয়া অবাঞ্ছিত মন্তব্যের জন্য তাঁহার কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড হয়। হিকিকে ইউরোপে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ভারতের দ্বিতীয় সংবাদপত্র; ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. মেসিঙ্ক ও পিটার রীড কর্তৃক উহা কলিকাতা হইতে ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরু' চার্লস ম্যাক্লিন কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র : 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। বস্তুতঃ উহা ছিল একখানা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। উহাতে পরিবেশিত সংবাদসমূহ বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ছাপা হইত। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা উহা ১৮১৮ সালের ২৩শে মে হইতে প্রকাশিত হয়। ডঃ জে. সি. মার্শম্যান ছিলেন সমাচার দর্পণের সম্পাদক।

বাঙ্গালী সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র : ১৮১৮ সালের জুন মাসে প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' বাঙ্গালী সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' বাংলায় দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পত্র, ১৮২১ সালে ডিসেম্বর মাসে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

প্রথম বাংলা দৈনিক পত্র : 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম দৈনিকপত্র। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী উহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সংবাদপত্রের আদিযুগে কলিকাতা হইতে আরও যে সকল দৈনিক ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এখানে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :

দিগদর্শন : সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক-পত্র ; শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত। সম্পাদক : জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

উদন্ত মার্তণ্ড : ১৮২৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত সর্বপ্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক। সম্পাদক : যুগলকিশোর শুকুল।

জাম-ই-জাহান-নুমা : কলুটোলার হরিহর দত্ত প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম উর্দু সাপ্তাহিক ; ১৮২২ সালের মার্চ হইতে প্রকাশিত এবং ১৬ই মে হইতে উহা হিন্দুস্থানী ও ফার্শী দুই ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

মীরাৎ-উল্-আখ্বার : রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ফার্শী সাপ্তাহিক। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত হয়।

বেঙ্গল হেরাল্ড বা উইকলি মেসেঞ্জার : ইংরাজী, বাংলা, ফার্শী ও হিন্দী এই চারি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র। ১৮২৯ সালের ১০ই মে প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিবিধার্থ সংগ্রহ : বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিকপত্র ; ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত ; সম্পাদক : রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সমাচার সুধাবর্ষণ : শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলা-হিন্দী দৈনিক পত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা : বাংলা ভাষায় মহিলাদের জন্য প্রথম মাসিক পত্র ; ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক : উমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গদর্শন : ১৮৭২ সালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক সাহিত্য-পত্র। সম্পাদক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বালকবন্ধু : ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত প্রথম ছোটদের পাক্ষিক পত্র। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

সমসাময়িক কালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে সকল সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : বোম্বে হেরাল্ড (১৭৮৯), বোম্বে গেজেট (১৭৯১), বোম্বে সমাচার (১৮২২), লাহোর ক্রনিকল্ (১৮৪৬), বেনারস আখ্বার (১৮৪৮)।

সংবাদপত্র ও জাতীয়তাবাদ : ভারতীয় সংবাদপত্র ইতিহাসের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভে। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে (১৮৫৪)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত এবং মনোমোহন

ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। মাহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার ভ্রাতাদের সহযোগিতায় ১৮৬৮ সালে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন; নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরবর্তীকালে ইহাই ইংরাজী দৈনিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৭০ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার' প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যান্য প্রদেশেও কতিপয় বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় যে সকল সংবাদপত্র বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' (১৯০৫), দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' (১৯০৬), 'যুগান্তর' (১৯০৬), 'নবশক্তি' (১৯০৬) প্রমুখ পত্র ও পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' (১৯২৩) পত্রিকার নাম স্মরণীয়। আজিকার বিখ্যাত বাংলা দৈনিক 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার-এর প্রচেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পত্রিকাখানির দান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও স্বর্গত ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায়।

সংবাদপত্র দমন: ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্বপ্রথম সংবাদ সেন্সারের নিয়ম প্রবর্তন করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস যে কোন লেখা প্রকাশের পূর্বে দেখাইয়া লইবার প্রথা প্রবর্তন করেন। শুধু ইহাই নহে, ১৮১৮ সালে তিনি আদেশ জারি করেন যে, সরকার বা কাউন্সিল সম্পর্কে কেহ কোন সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিবে না। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল এডাম সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি নূতন আইন প্রবর্তন করেন। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। ১৮৩৫ সালে লর্ড মেটকাফের সুপারিশে সুপ্রীম কাউন্সিল "এডামের সংবাদপত্র-কণ্ঠরোধ" আইন প্রত্যাহারের আদেশ দেন। কিন্তু লণ্ডনের কোর্ট অফ ডিরেক্টারস্ মেট্‌কাফের এই আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে দুর্নাম লইয়া দেশে ফিরিতে হয়। লর্ড ক্যানিং আসিয়া ১৮৫৭ সালে আবার লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টর হাতে দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালে নূতন প্রেস আইন প্রবর্তিত হয়। লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' প্রবর্তন

করেন। লর্ড রিপণ ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উক্ত আইন প্রত্যাহার করেন বটে, কিন্তু দমননীতি অব্যাহত থাকে। 'বেঙ্গলী' কাগজে একটি মন্তব্য প্রকাশের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করা হয়। ১৮৯৮ সালে নূতন 'সিডিশন এ্যাক্ট' পাস হয় এবং বাংলার কাগজগুলির উপর উক্ত আইনের কোপানল প্রবলভাবে বর্ষিত হয়। 'বন্দেমাতরম্' সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হন, বিপিন পালের কারাদণ্ড হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যুগান্তর) ছয় জন সহকর্মী সহ রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া কারারুদ্ধ হন। ১৯১০ সালে এক নূতন প্রেস এ্যাক্টের মারফত দমননীতির পরিসর আরও বৃদ্ধি করা হয়। ১৯১৯ সালের 'রাউলাট আইনে' সংবাদপত্র দমনের বিবিধ ব্যবস্থা ছিল। ১৯২২ সালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গান্ধীজীর ৬ বৎসর কারাদণ্ড হয়।

১৯৩১ সালে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স এ্যাক্ট' পাস হয় এবং উহার বলে কতকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

॥ প্রেস কমিশন ॥

'প্রেস কমিশন' নিয়োগ ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় সংবাদপত্র শিল্পের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ১৯৫২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার বোম্বাই হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সালের ২৬শে জুলাই, রাজাধ্যক্ষ-রিপোর্ট প্রকাশিত হয় পরিশিষ্টসহ সুবৃহৎ তিন খণ্ডে এই রিপোর্ট বিভক্ত।

বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ তাঁহার রিপোর্টে ভারতীয় সাংবাদিকতার মান নির্ণয়ার্থ একটি 'অল-ইণ্ডিয়া প্রেস কাউন্সিল' নিয়োগের সুপারিশ করিয়া ছিলেন। বার্তাজীবী সাংবাদিকদের সংজ্ঞাও তিনি তাঁহার রিপোর্টে নির্ধারণ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের চাকুরির শর্ত, ছুটি, বেতন, মহার্ঘভাতা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও সুপারিশ করেন। তিনি একজন প্রেস রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্যও সুপারিশ করেন।

বেতন বোর্ড : প্রেস কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার যে 'বার্তাজীবী সাংবাদিক বিল' রচনা করেন তাহা ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদে যথারীতি গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। এই আইনের অঙ্গ হিসাবে ২রা মে, ১৯৫৬, তারিখে বিচারপতি শ্রী এইচ. ভি. দিভাতিয়ার সভাপতিত্বে একটি 'বেতন বোর্ড' গঠিত হয়। ১১ই মে, ১৯৫৭, বেতন বোর্ডের সিদ্ধান্ত

প্রকাশিত হয়। উহাতে বার্তাজীবি সাংবাদিকদের ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ১৯৫২-৫৪ এই তিন বৎসরে সংবাদপত্রগুলির যে লাভ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে বেতন বোর্ড তাহাদিগকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যাহাদের আয় বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকার অধিক তাহার 'ক' শ্রেণীভুক্ত; যাহাদের আয় ১২½ হইতে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে তাহারা 'খ' শ্রেণীভুক্ত; ৫ হইতে ১২½ লক্ষ টাকা আয়বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহ 'গ' শ্রেণীভুক্ত; ২½ হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে যাহাদের আয় তাহারা 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত এবং তদপেক্ষা কম আয়ের সংবাদপত্রগুলি 'ঙ' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

ভারতীয় সংবাদপত্র-জগতের বিবিধ তথ্য

সংবাদপত্র-রেজিস্ট্রারের বার্ষিক-বিবরণে বলা হইয়াছে যে, ১৯৬২-সালের ৩১-এ ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতে প্রকাশিত দৈনিক ও সাময়িক সংবাদপত্রের মোট সংখ্যা ছিল—৯,২১১। ১৯৫৭-সাল হইতে এই সংখ্যা যে ক্রম-বর্ধমান তাহা নিম্নের পরিসংখ্যান হইতেই বুঝা যাইবে: (১৯৫৭)—৫,৯৩২; (১৯৫৮)—৬,৯১৮; (১৯৫৯)—৭,৬৫১; (১৯৬০)—৮,০২৬; (১৯৬১)—৮,৩০৫; (১৯৬২)—৯,২১১। ভাষা অনুসারে ১৯৬২-সালে সংবাদপত্রাদি ছিল এইরকম—ইংরেজী: ১,৮৭১; হিন্দী: ১,৭৮১; [দ্বিভাষিক: ৯৪৫;] **বাংলা: ৫৮৯;** [বহুভাষী: ৫৮০;] গুজরাটী: ৫৬২; মারাঠী: ৫০০; তামিল: ৪৬৫; তেলেগু ২৯১; উর্দু: ২৯১; কানাড়া: ২২৯; মালয়ালাম: ২২৪; পাঞ্জাবী: ১৫৮; ওড়িয়া: ৮১; অসমীয়া: ২১; সংস্কৃত: ১৬ এবং অন্যান্য ভাষার—১৪৯। ভারতবর্ষে সংবাদপত্র তথা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রে ১৯৬২ সালে শীর্ষস্থান অধিকার করে মহারাষ্ট্র—(১,৪৪০ খানি)। তাহার পর, দ্বিতীয়—পশ্চিমবঙ্গ (১,২৭৩ খানি); তৃতীয়—উত্তরপ্রদেশ (১,১৯৬); চতুর্থ—পাঞ্জাব (৯৬৩); পঞ্চম—দিল্লী (৯৬১); ৬ষ্ঠ—মাদ্রাজ (৮৭৩)। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, আলোচ্য বৎসরে আন্দামান হইতে ৫ খানি এবং নাগাল্যাণ্ড হইতে ২ খানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রেস রেজিস্ট্রারের হিসাব অনুসারে ১৯৬২ সালে ভারতে প্রথম ১০ খানি সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা (গড়ে) ছিল এইরূপ:

(১) টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া, বোম্বাই (ইংরেজী) ... ১,৩৬,৫৯৫
(২) **আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা** (বাংলা) ... ১,২৭,৭৭৯
(৩) হিন্দু, মাদ্রাজ (ইংরেজী) ১,২৭,১২১
(৪) লোকমত, বোম্বাই (মারাঠী) ১,২১,৮২৩

(৫) মালয়লা মনোরমা, কোট্টায়ম্ (মালয়লাম) ... ১,১৬,৪৯০
(৬) **যুগান্তর, কলিকাতা** (বাংলা) ... ১,০৫,৭০২
(৭) হিন্দুস্থান টাইমস্, দিল্লী (ইংরেজী) ... ১,০০,৫২১
(৮) নবভারত টাইমস্, দিল্লী (ইংরেজী) ... ১,০০,৫২১
(৯) **স্টেট্সম্যান, কলিকাতা** (ইংরেজী) ... ৯৬,৫৯৬
(১০) অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা (ইংরেজী) ... ৯৩,৬৪২

১৯৬২-সালে যে-সকল সাময়িক-পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা এক লক্ষের উপরে ছিল সেগুলি এই—

(১) কুমুদম্, মাদ্রাজ (তামিল সাপ্তাহিক)—২,৫৪,৯৫৪ ; (২) মালয়লা মনোরমা, কোট্টায়ম (মালয়ালাম সাপ্তাহিক) ১,৮৯,৩৫১ ; (৩) ব্লিৎজ্, বোম্বাই (ইংরেজী সাপ্তাহিক)—১,৬৮,৫২৬ ; (৪) আনন্দবিকতন মাদ্রাজ, (তামিল সাপ্তাহিক)—১,৬৩,৯৮২ ; (৫) কল্যাণ, গোরখপুর (হিন্দী, মাসিক)—১,৪৩,৭৮৯ ; (৬) ফিল্ম ফেয়ার, বোম্বাই (ইংরেজী পাক্ষিক)—১,১২,২০৪ ; (৭) বারান্তরী রাণী, মাদ্রাজ (তামিল সাপ্তাহিক)—১,১১,৪২৩ ; (৮) কল্কি, মাদ্রাজ (তামিল সাপ্তাহিক)—১,০৭,৮৩১ ; (৯) অন্ধ্রপ্রভা ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্লি, চিত্তুর (ইংরেজী সাপ্তাহিক)—১,০১,১৭৯।

বাংলাভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে (১৯৬২-সালে) প্রচার সংখ্যার দিক হইতে উল্লেখযোগ্য

(১) বেতারজগৎ (পাক্ষিক)—৭৭,৫৫২ ; (২) দেশ (সাপ্তাহিক)—৪৭,৬১২ ; (৩) নব-কল্লোল (মাসিক)—৩২,৬৬৬ ; (৪) শুকতারা (মাসিক, ছোটদের)—৩০,০০০ ; (৫) অমৃত (সাপ্তাহিক)—১৭,৭৫৪।

সাংবাদিকতায় পঠন-পাঠন : সাংবাদিকতায় শিক্ষা দিবার যে-ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা এইরকম—(১) মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে—ডিপ্লোমা-কোর্স। (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—ডিপ্লোমা-কোর্স। (৩) বিশপ্ কলেজে (নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে)—ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্স ; (৪) ইউনিভার্সিটি কলেজ অব্ আর্টস্ অ্যাণ্ড্ কমার্স, হায়দ্রাবাদে (ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়)—ডিগ্রী কোর্স। (৫) কলেজ অব্ জার্নালিজম, ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাইতে—সাংবাদিকতা, বিজ্ঞাপন-বিষয় ও মুদ্রণ-বিষয়ে তিনটি কোর্স। (৬) মহারাজাস্ কলেজ, মহীশূরে (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়)—সাংবাদিকতা-বিষয়সহ তিন বৎসরের বি. এ. কোর্স। (৭) পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে (চণ্ডীগড়ে)—সাংবাদিকতা বিভাগ আছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ভারতে পরিকল্পনার সূচনা ঃ—১৯৩৪ সালে স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার 'Planned Economy for India' নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম ভারতে পরিকল্পনা গঠন ও কার্যকরী করার কথা বলেন। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে ভারতে একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি) গঠিত হয়। জওহরলাল নেহরু উহার সভাপতি ছিলেন। ঐ কমিটি কতকগুলি তথ্যবহুল রিপোর্ট পেশ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় নানা বিভ্রাট ও বিশৃঙ্খলার ভিতর কোন চূড়ান্ত পরিকল্পনা উপস্থিত করা উঁহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তবে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, জি. ডি. বিড়লা প্রমুখ আট জন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী ভারতের উন্নতির জন্য একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা ও প্রকাশ করেন। সেই পরিকল্পনা 'বোম্বাই পরিকল্পনা' নামে পরিচিত হয়। উহাতে ১৫ বৎসরে ভারতের জনপিছু আয় দ্বিগুণিত করিবার প্রস্তাব হয়। কিন্তু ঐ পরিকল্পনা দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই।

পরিকল্পনা কমিশন ঃ ভারত স্বাধীন হইবার পর ১৯৫০ সালে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে সভাপতি করিয়া একটি প্ল্যানিং কমিশন বা পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। কতিপয় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ঐ কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। পরিকল্পনা কমিশন ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে ভারতের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া পেশ করেন। ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে ভারতে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট গঠনমূলক কাজ পরিচালনার জন্য ঐ খসড়া রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্, শিল্পপতি প্রভৃতি কর্তৃক বিবেচিত ও আলোচিত হইবার পর ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ পরিকল্পনার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় এবং ঐ মাসেই ভারতীয় সংসদে পরিকল্পনাটি গৃহীত হওয়ার পর সরকারী উদ্যোগে এদেশে তাহা কার্যকরী হয়। উল্লেখযোগ্য যে, পরিকল্পনার সূচনা ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ধরা হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনাতেই পরিকল্পনা কমিশনের কাজ শেষ হইয়া যায় নাই। একটি স্থায়ী সংস্থা হিসাবে উঁহারা পরিকল্পনা সংক্রান্ত

যাবতীয় ব্যাপারে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব করিতেছেন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকার-সমূহকে পরামর্শ ও নির্দেশ দিতেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইবার পর কমিশনের চেষ্টায় ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে এদেশে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হইবার পর ১৯৬১-৬২ সালে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হইয়াছে।

॥ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥

দেশের খাদ্যাভাব মিটান, পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করা এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া ভারতবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাই ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আশু লক্ষ্য। এই জন্য সরকারী উদ্যোগে ২,০৬৯ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। পরে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়া ২,৩৭৭ কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু কার্যতঃ ব্যয় হয় ১,৯৬০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়িত অর্থের ৯০% ভাগ অর্থাৎ, ১৭৭২ কোটি টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স, বাজেট উদ্বৃত্ত, জাতীয় সঞ্চয় প্রভৃতি পন্থায় দেশের ভিতর হইতেই সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ১৮৮ কোটি টাকা বিদেশ হইতে সাহায্য ও ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় মোট অর্থের ৩১% কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় করা হইয়াছিল।

সরকারী হিসাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় ১৮·৪% কৃষি উৎপাদন ২২%, শিল্প উৎপাদন ৩৯%, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ৭০% এবং ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন ৩৪% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

॥ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥

১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হয় এবং ঐ সালের এপ্রিল হইতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু করা হয়। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়া বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়া ঐ পরিকল্পনার জন্য বেশী অর্থব্যয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সরকারীভাবে ৪,৮০০ কোটি টাকা ও বেসরকারী উদ্যোগে ২,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া প্রথম স্থির করা হয়। পরে সরকারী ব্যয়বরাদ্দ কমাইয়া ৪,৬০০ কোটি টাকা করা হয়। সরকারী হাত দিয়া ব্যয়িত ঐ টাকার ৭৬% ভাগ অর্থাৎ, ৩,৫১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ট্যাক্স, জাতীয় সঞ্চয়, ঘাটতি ব্যয় আভ্যন্তরীণ ঋণ প্রভৃতির মারফতে সঙ্কুলান করা হয়। বাকী ১,০৯০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ

হিসাবে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে মোট ১,২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের আশ্রয় লইতে হইবে বলিয়া প্রথমে অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয় দাঁড়ায় ৯৪৮ কোটি টাকা।

তবে, বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে মূল খসড়ায় যে ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল তাহা অপ্রচুর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ৮০০ কোটি টাকার স্থলে শেষ পর্যন্ত ১,০৯০ কোটি টাকা পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ গ্রহণ করিতে হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সেচ উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের উপর বিশেষ করিয়া মৌলিক শিল্প ও ভারী শিল্প সংগঠন ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এইজন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে শিল্পখাতে মোট অর্থের ২০% ব্যয় করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় এই খাতে ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৪%। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিখাতে ব্যয়ের হার ৩১% হইতে হ্রাস করিয়া ২০% করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় ২০%, শিল্প উৎপাদন ৪০% ও কৃষি উৎপাদন ২০% হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার আরও বেশী হইত, কিন্তু যে সকল কারণে তাহা ব্যাহত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি—(১) খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস, (২) বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট, (৩) রপ্তানি বাণিজ্যে ঘাটতি, (৪) স্বল্প সঞ্চায়ের ঘাটতি, (৫) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং (৬) পরিচালন অযোগ্যতা।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়ের খতিয়ান (সরকারী খাতে)

বিষয়	প্রথম পরিকল্পনা মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রথম পরিকল্পনা মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ	দ্বিতীয় পরিকল্পনা মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	২৯১	১৫	৫৩০	১১
সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	৩১০	১৬	৪২০	৯
বিদ্যুৎ শক্তি	২৬০	১৩	৪৪৫	১০
শিল্প ও খনিজ	৭৪	৪	৯০০	২০
কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	৪৩	২	১৭৫	৪
যানবাহন ও যোগাযোগ	৫২৩	২৭	১,৩০০	২৮
সমাজকল্যাণ ও বিবিধ	৪৫৯	২৩	৮৩০	১৮
মোট	১,৯৬০	১০০	৪,৬০০	১০০

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলাফল

ভারতে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ায় এদেশের জাতীয় আয়, কৃষি, শিল্প, যানবাহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্পর্কে এবং কর্ম সংস্থান, ধন বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে পরিকল্পনার ফলাফল কি দাঁড়াইয়াছে সংক্ষেপে নিম্নে তাহা আলোচনা করা হইল: (প্রদত্ত সংখ্যা বিবরণগুলি প্ল্যানিং কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত 'তৃতীয় পরিকল্পনা' পুস্তক হইতে সংগৃহীত—সঃ বঃ)।

বিষয়	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫০-৫১ অপেক্ষা ১৯৬০-৬১ সালে বৃদ্ধির হার (%)
জাতীয় আয় (কোটি টাকা) (১৯৬০-৬১ মূল্যানুসারে)	১০২৪০	১২১৩০	১৪৫০০	৪২
মাথা পিছু আয় (১৯৬০-৬১ মূল্যানুসারে)	২৮৪	৩০৬	৩৩০	১৬
কৃষি উৎপাদনের সূচক (১৯৪৯-৫০=১০০ ধরিয়া)	৯৬	১১৭	১৩৫	৪১
খাদ্য শস্য (১ মিলিয়ন টন)	৫২.২	৬৫.৮	৭৬.০	৪৬
নাইট্রোজেন সার (হাজার টন)	৫৫	১০৫	২:০	৩১৮
সেচপ্রাপ্ত জমি (মিলিয়ন একর)	৫১.৫	৫৬.২	৭০.০	৩৬
সমবায় (কোটি টাকার হিসাবে) কৃষক দিগকে দাদন	২২.৯	৪৯.৬	২০০.০	৭৭৩
শিল্প পণ্যের উৎপাদন (১৯৫০-৫১=১০০ ধরিয়া)	১০০	১৩৯	১৯৪	৯৪
ইস্পাতের বাট (মিলিয়ন টন)	১.৪	১.৭	৩.৫	১৫০
এলুমিনিয়াম (হাজার টন)	৩.৭	৭.৩	১৮.৫	৪০০
মেসিন টুল (কোটি টাকার হিসাবে)	০.৩৪	০.৭৮	৫.৫	১৫:৮
সালফিউরিক এসিড (হাজার টন)	৯৯	১৬৪	৩৬৩	২৬৭
পেট্রলজাত পণ্য (মিলিয়ন টন)	—	৩.৬	৫.৭	—
মিলের কাপড় (মিলিয়ন গজ)	৩৭২০	৫১০২	৫১২৭	৩৮
খাদি, হ্যাণ্ডলুম ও পাওয়ার লুম (")	৮৯৭	১৭৭৩	২৩৪৯	১৬২

বিষয়	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৫০-৫১ অপেক্ষা ৬০-৬১ সালে বৃদ্ধির হার (%)
মোট কাপড় („)	৪৬১৭	৬৮৭৫	৭৪৭৬	৬২
বিদ্যুৎ (মিলিয়ন কিলো ওয়াট)	২.৩	৩.৪	৫.৭	১৪৮
রেলওয়ে : মাল বহন (মিলিয়ন টন)	৯১.৫	১১৪.০	১৫৪.০	৬৮
সড়ক (জাতীয় সড়ক সহ) (হাজার মাইল)	৯৭.৫	১২২.০	১৪৪.০	৪৮
সাধারণ স্কুলের ছাত্র (মিলিয়ন হিসাবে)	২৩.৫	৩১.৩	৪৩.৫	৮৫
ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেক্‌নলজী কলেজের ছাত্র (হাজার হিসাবে)	৪.১	৫.৯	১৩.৯	২৩৯
হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা (হাজার হিসাবে)	১১৩	১২৫	১৮৬	৬৫

॥ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ॥

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার সময় এই কয়টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে—(১) জাতীয় আয় বার্ষিক ৫% হারে বৃদ্ধি পাইবে এবং এরূপভাবে অর্থ লগ্নী করিতে হইবে যেন পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহের আমলেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির উক্ত হার অব্যাহত থাকে, (২) খাদ্য শস্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা, (৩) ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্য, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রভৃতি মৌলিক শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং যন্ত্র নির্মাণ ক্ষমতা অর্জন করা, (৪) দেশের জনসম্পদের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা ও চাকুরীর ক্ষেত্র প্রসারিত করা, (৫) আয় ও সম্পত্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতার সমবণ্টন প্রতিষ্ঠা করা।

জাতীয় আয় ১৯৬০-৬১ সালে ১৪,৫০০ কোটি টাকা হইতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ, ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩০% হারে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯,০০০ কোটি টাকা হইবে। মাথাপিছু আয় ১৭% হারে বাড়িয়া ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রায় ৩৮৫ টাকা হইবে। ১৯৬০-৬১ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩০ টাকা।

তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে মোট ৭,৫০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী স্থত্রে ৪,১০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। এই অর্থের মধ্যে

কোন বিষয়ে কত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে নিম্নে তাহার খতিয়ান দেওয়া হইল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন বিষয়ে ব্যয় বরাদ্দ

	সরকারী খাতে কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতাংশ	বেসরকারী খাতে কোটি টাকা
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	১,০৬৮	১৪	৮০০
বড় ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা	৬৫০	৯	—
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১,০১২	১৩	৫০
শিল্প ও খনিজ	১,৫২০	২০	১,০৫০
গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪	৪	২৭৫
পরিবহণ ও যোগাযোগ	১,৪৮৬	২০	২৫০
সমাজকল্যাণ ও বিবিধ ব্যবস্থা	১,৩০০	১৭	১,০৭৫
ইনভেন্টরিজ	২০০	৩	৬০০
মোট	৭,৫০০	১০০	৪,১০০

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় অর্থ লগ্নীর খতিয়ান

তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী খাতে যে ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে ৬,৩০০ কোটি টাকা লগ্নী হিসাবে নিয়োগ করা হইবে, বাকী ১,২০০ কোটি টাকা চলতি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যয়িত হইবে। সুতরাং সরকারী ও বেসরকরী খাত মিলাইয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় লগ্নীর পরিমাণ ১০,৪০০ কোটি টাকা। নিম্নে উহার বিস্তারিত খতিয়ান দেওয়া হইল এবং ঐ সঙ্গে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লগ্নীও দেখান হইল।

(কোটি টাকার হিসাবে)

	দ্বিতীয় পরিকল্পনা			তৃতীয় পরিকল্পনা		
বিষয়	সরকারী	বেসরকারী	মোট	সরকারী	বেসরকারী	মোট
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	২১০	৬২৫	৮৩৫	৬৬০	৮০০	১৪৬০
সেচ প্রকল্প	৪২০	—	৪২০	৬৫০	—	৬৫০
বিদ্যুৎ	৪৪৫	৪০	৪৮৫	১০১২	৫০	১০৬২
গ্রামীণ ও ক্ষুদ্রশিল্প	৯০	১৭৫	২৬৫	১৫০	২৭৫	৪২৫

বিষয়	সরকারী	বেসরকারী	মোট	সরকারী	বেসরকারী	মোট
শিল্প ও খনিজ	৮৭০	৬৭৫	১৫৪৫	১৫২০	১০৫০	২৫৭০
যানবাহন ও যোগাযোগ	১২৭৫	১৩৫	১৪১০	১৪৮৬	২৫০	১৭৩৬
সমাজ সেবা ও বিবিধ	৩৪০	৯৫০	১২৯০	৬২২	১০৭৫	১৭৯৭
ইনভেণ্টরিজ	—	৫০০	৫০০	২০০	৬০০	৮০০
	৩৬৫০	৩১০০	৬৭৫০	৬৩০০	৪১০০	১০,৪০০

সরকারী খাতে অর্থসংস্থান

তৃতীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য সরকারী খাতে যে ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার সংস্থান কিভাবে হইবে নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে অর্থসংস্থানের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাও ঐ সঙ্গে পাশাপাশি দেখান হইল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে পাঁচবৎসরে নূতন ট্যাক্স মারফতে ১,০৫২ কোটি টাকা তোলা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া ঐ পরিকল্পনার সময় ৯৪৮ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় দাঁড়াইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে নূতন ট্যাক্স দ্বারা ১,৭১০ কোটি টাকা আদায়ের প্রস্তাব হইয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ কমাইয়া ৫৫০ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে। মুদ্রাস্ফীতি ও পণ্য মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই ঘাটতি ব্যয় হ্রাসের এই চেষ্টা সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ১,০৯০ কোটি টাকা পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সেস্থলে ২,২০০ কোটি টাকা পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন হইবে বলিয়া আপাততঃ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

অর্থসংস্থানের সূত্র	দ্বিতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা	তৃতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা
চলতি কর হইতে	(—) ৫০	৫৫০
রেলের উদ্বৃত্ত হইতে	১৫০	১০০
সাধারণের নিকট হইতে ঋণ	৭৮০	৮০০
সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের উদ্বৃত্ত	—	৪৫০
স্বল্প সঞ্চয়	৪০০	৬০০

অর্থসংস্থানের সূত্র	দ্বিতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা	তৃতীয় পরিকল্পনা কোটি টাকা
অতিরিক্ত কর হইতে	১,০৫২	১,৭১০
বৈদেশিক সাহায্য	১,০৯০	২,২০০
বিবিধ সূত্র হইতে	২৩০	৫৪০
ঘাটতি ব্যয়	৯৪৮	৫৫০
মোট	৪,৭০০	৭,৫০০

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-সরকারসমূহের ব্যয়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৫ বৎসরে সরকারী খাতে যে ৭,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য-সরকারসমূহ কোন গঠন মূলক কার্যসূচীর জন্য কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবেন নিম্নে তাহা দেখান হইল :

(কোটি টাকার হিসাবে)

	মোট ব্যয়	কেন্দ্রীয় সরকারের অংশ	রাজ্য-সরকারসমূহের অংশ
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	১,০৬৮	১৪৯	৯১৯
বড় ও মাঝারি সেচ ব্যবস্থা	৬৫০	২০	৬৩০
বিদ্যুৎ উৎপাদন	১,০১২	১৩২	৮৮০
শিল্প ও খনিজ	১,৫২০	১৪৫০	৭০
গ্রামীণ শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪	১২৭	১৩৭
পরিবহণ ও যোগাযোগ	১,৪৮৬	১২৬০	২২৬
সমাজকল্যাণ ও বিবিধ ব্যবস্থা	১,৩০০	৪৩৭	৮৬৩
ইনভেন্টরিজ	২০০	২০০	—
মোট	৭,৫০০	৩,৭৭৫	৩,৭২৫

তৃতীয় পরিকল্পনার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভবপর উন্নতি

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসর অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে কোন্ দিক দিয়া কিরূপ উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে (পরিকল্পনার লক্ষ্য) পরপৃষ্ঠায় তাহা প্রদর্শন করা হইল।

			১৯৬০-৬১	১৯৬৫-৬৬	শতকরা বৃদ্ধি
*জাতীয় আয় (কোটি টাকা হিসাবে)			১৪,৫০০	১৯,০০০	৩০
সেচপ্রাপ্ত জমি		লক্ষ একর	৭০০	৯০০	২৯
খাদ্য শস্য	উৎপাদন	লক্ষ টন	৭৬০	১০০০	৩২
তূলা	,,	লক্ষ গাঁইট	৫১	৭০	৩৭
পাট	,,	লক্ষ গাঁইট	৪০	৬২	৫৫
তৈলবীজ	,,	লক্ষ টন	৭১	৯৮	৩৮
দুগ্ধ	,,	লক্ষ টন	২২০	২৫৩	১৫
বিদ্যুৎ	,,	কোটি কিলোওয়াট	১৯৮৫	৪৫০০	১২৭
কাঁচা লোহা	,,	লক্ষ টন	১০৭	৩০০	১৮০
কয়লা	,,	লক্ষ টন	৫৪৬	৯৭০	৭৬
ইস্পাত	,,	লক্ষ টন	২২	৬৮	২০৯
এ্যালুমিনিয়াম	,,	হাজার টন	১৮৫	৮০০	৩৩২
সিমেণ্ট	,,	লক্ষ টন	৮৫	১৩০	৫৩
কাগজ ও বোর্ড	,,	হাজার টন	৩৫০	৭০০	১০০
বস্ত্র (মিল ও তাঁত)	,,	কোটি গজ	৭৪৭	৯৩০	২৪
বাইসাইকেল	,,	হাজারটি	১০৫০	২০০০	৯০
সালফিউরিক এসিড়	,,	হাজার টন	৩৬৩	১৫০০	৩১৩
সোডা এস	,,	হাজার টন	১৪৫	৪৫০	২১০
কস্টিক সোডা	,,	হাজার টন	১০০	৩৪০	২৪০
পাকা সড়ক	,,	হাজার মাইল	১৪৪	১৬৯	১৭
বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা		লক্ষ টন	৪৩৫	৬৩৯	৪৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়		হাজার	৩৪২	৪১৫	২১
ডাকঘর সংখ্যা		হাজার	৭৭	৯৪	২২
ডাক্তার		হাজার জন	৭০	৮১	১৬
হাসপাতালের বিছানা			১২,৬০০	১৪,৬০০	১৬

*১৯৬০-৬১ সালের চলতি মূল্য অনুসারে।

দেশের অর্থনীতি

অর্থনীতির দিক হইতে ভারতের পক্ষে ১৩৭০ সন, ইংরাজী ১৯৬৩-৬৪ বৎসরটি হর্ষ ও বিষাদে ভরা। এই বৎসরটিতে কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন সাফল্যের আশীর্বাদ ঝরিয়া পড়িয়াছে, তেমনি আবার কতকগুলি বিষয়ে ব্যর্থতার গ্লানিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাফল্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শিল্পজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বাণিজ্যের কিছুটা প্রসার এবং জাতীয় ও মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। পক্ষান্তরে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস, দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতি ও তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে নানা অন্তরায় প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যর্থতার প্রতীক।

১৯৬৩ সালে শিল্পের ক্ষেত্রে প্রায় সমুদয় পণ্যেরই উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য বর্ষের প্রথমার্ধে এই বৃদ্ধির হার তেমন আশাব্যঞ্জক ছিল না। বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে উৎপাদন হার দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া ডিসেম্বর মাসে উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১৭৫ (১৯৫৬=১০০) হয়। সমগ্র ১৯৬৩ সালের জন্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যার গড় হার ১৬৪.৯। ১৯৬২ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ১৫৯.৮। এই হিসাবে ১৯৬৩ সালে শিল্প পণ্যের উৎপাদন গড়ে ১০.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শিল্প উৎপাদনের এই হার যদিও সন্তোষজনক, তথাপি উহা পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে নাই। কমিশনের লক্ষ্য তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে শিল্পোৎপাদনের হার বার্ষিক ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। আলোচ্য বর্ষে দুইটি শিল্পের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য—সিমেন্ট ও পাটশিল্প। এই দুইটি শিল্প উৎপাদনের দিক দিয়া ১৯৬৩ সালে রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর হইতেই সিমেন্ট শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। ফলে ১৯৬২ সাল অপেক্ষা সিমেন্টের উৎপাদন ১৯৬৩ সালে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায় (৯.৪ মিলিয়ান টন)। পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ১৯৬৩ সালে রেকর্ড (১২.৩৬ লক্ষ টন) সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্পের এই সর্বব্যাপী উন্নতির মধ্যে কেবলমাত্র চিনি ও মোটর-গাড়ী শিল্পের উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে। চিনির উৎপাদন আলোচ্য বৎসরে ১৬.৯% হ্রাস পাইয়াছে।

রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বৎসর যাবৎ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে তাহাদের চেষ্টা আংশিক ফলবতী

হইয়াছে—এই বৎসর পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ভারতের রপ্তানি *৮৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু গঠনমূলক কাজের জন্য এবং খাদ্যশস্যের অভাবহেতু ভারতের আমদানির পরিমাণ রপ্তানি অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাটে অধমর্ণ জাতি। ভারতের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয়, উভয় ক্ষেত্রেই আয়ের পরিমাণ ১৯৬৩ সালে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নহে। ইহা পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত লক্ষ্যের অর্ধাংশ অপেক্ষাও কম। এই বিষয়ে "ভারতের জাতীয় আয়" অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

পূর্ববর্তী দুই বৎসরের ন্যায় ১৯৬৩ সালেও ভারতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাইয়াছে। এই বৎসরে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন সামগ্রিকভাবে ২.২ শতাংশ হ্রাস পাইয়াছে। টাকার অঙ্কে এই ঘাটতির মূল্য ১১০ কোটি টাকা। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন হ্রাস অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেশের বহির্বাণিজ্যের উপরও এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া গুরুতর। কারণ বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের যে ঘাটতি প্রকাশ পায় তাহার একটা মোটা অংশ খাদ্যশস্য আমদানির ফলে ঘটিয়া থাকে।

সরকারী সূচক সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে ১৯৬৩ সালে প্রতিটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। সমগ্রভাবে দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ছিল ১৩৪.৮ (১৯৫২-৫৩=১০০ ধরিয়া)। পূর্ববর্তী বৎসরের ঐ সময়ে সূচক সংখ্যা ছিল ১২৭.৯। এই হিসাব হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান ক্রমেই কিভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বাড়তি ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রাখা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 'দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি' ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে এক সর্বগ্রাসী দানবের ন্যায় সর্বনাশ সাধন করিতেছে। কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি এই কারণেই জনসাধারণের পক্ষে প্রায় অর্থহীন হইতে চলিয়াছে। ১৯৬৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষতঃ সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে সাধারণ লোকের পক্ষে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অত্যন্ত বিভীষিকাময় হইয়া উঠিয়াছিল। আলোচ্য দুই মাসে দ্রব্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৩৬.৭ ও ১৩৬.৩। ঐ সময়ে কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে চাউলের মূল্য অকস্মাৎ কল্পনাতীতরূপে বৃদ্ধি পাইয়া লোকের ক্রয় ক্ষমতার সম্পূর্ণ

* নেপালের স্থলপথে রপ্তানির হিসাব ছাড়া।

বাহিরে চলিয়া যায়। জনসাধারণ মরিয়া হইয়া দোকানে দোকানে চাউল সংগ্রহের চেষ্টা করে। ত্রস্ত আশঙ্কায় মহানগরীর আবহাওয়া ভারী হইয়া ওঠে। কোন কোন স্থানে ছোট খাট সংঘর্ষও ঘটে। সুখের বিষয় পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর হওয়ার আগেই রাজ্যসরকার হস্তক্ষেপ করেন। চাউল ব্যবসায়ীদের সহিত জরুরী আলোচনার পর সরকার চাউলের মূল্য নির্দিষ্ট দরে বাঁধিয়া দেন। ইহার ফলে পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হইয়া আসে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন শান্ত থাকার পর চাউল-পরিস্থিতি আবার সঙ্কট পূর্ণ হইয়া ওঠে। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে চাউলের মূল্য ঊর্ধ্বাভিমুখী হইতে থাকে। সরকার চাউলের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করার জন্য পুনরায় সচেষ্ট হন এবং নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে থাকেন। সরকারী প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, একথা বলা চলে না। খোলা বাজারে চাউল কেবল যে দুর্মূল্য তাহাই নহে, দুর্লভও বটে। এই অবস্থায় সরকার 'ন্যায্যমূল্যের দোকান' গুলির মাধ্যমে চাউল বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়াছেন। এই সম্পর্কে সরিষার তৈলের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই অপরিহার্য দ্রব্যটির মূল্যও আজ গগনস্পর্শী এবং ইহা দুর্লভ। অনেক দোকানেই সরিষার তৈল পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্য মাছের কথা না বলিলে খাদ্য প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ১৯৬৩ সালের ১লা নভেম্বর হইতে রাজ্য সরকার কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে নানাপ্রকার মাছের দাম বাঁধিয়া দেন। উহার পূর্বে মৎস্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করা হইয়াছল। সরকার নিশ্চয়ই জনস্বার্থ প্রণোদিত হইয়া এই সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জনসাধারণ এই সকল ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইয়াছে বলা চলে না। মাছের দাম বাঁধার পরেই বাজারে মাছের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনেক করিয়াও মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায় নাই। চাহিদা যেখানে সরবরাহ অপেক্ষা বহুগুণ বেশী সেখানে ব্যবসায়ীরা মূল্য সম্পর্কে সরকারী আইন নিষ্ঠার সহিত পালন করিবে ইহা আশা করা বৃথা। সরকার ইতিমধ্যে এই মর্মে এক নির্দেশ জারী করিয়াছেন যে, নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেশী দামে মাছ ক্রয় করলে তাহাও দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। এই আইন কানুনের টানা হেঁচড়ায় মাছ বাজার হইতে প্রায় অদৃশ্য হইতে চলিয়াছে।

যাহাহোক, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার, বিশেষতঃ খাদ্য পরিস্থিতির বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। এখন তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে

সংক্ষেপে কিছু বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। ১৯৬৩ সাল ছিল তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর। কিন্তু ইতিমধ্যে এই সম্পর্কে যে অন্তর্বর্তী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মোটেই উৎসাহজনক নহে। ১৯৬৩ সালে ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় ঐ রিপোর্ট লইয়া বিস্তৃত আলোচনা হয়; তখন বহু সদস্য তৃতীয় পরিকল্পনার নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া উহার পুনর্বিন্যাস দাবী করেন। জাতীয় আয় ও বিবিধ পণ্যের উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্য অনুসারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই।

॥ পাইকারী পণ্যমূল্যের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৫২-৫৩ সালের মূল্যমানকে ১০০ ধরিয়া)

বৎসর	সমগ্র পণ্য	খাদ্য দ্রব্য	শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল	শিল্পজাত প্রস্তুত মাল
১৯৫১-৫২	১১৮·০	১১·০	১৪১·৫	১১৯·০
১৯৫৫-৫৬	৯২·৫	৮৬·৬	৯৯·০	৯৯·০
১৯৫৬-৫৭	১০৫·৩	১০২·৩	১১৬·০	১০৫·৬
১৯৫৭-৫৮	১০৮·৪	১০৬·৪	১১৬·৫	১০৮·২
১৯৫৮-৫৯	১১২·৯	১১৫·২	১১৫·৬	১০৮·১
১৯৫৯-৬০	১১৭·১	১১৯·০	১২৩·৭	১১১·৩
১৯৬০-৬১	১২৪·৯	১২০·০	১৪৫·৪	১২২·৮
১৯৬১-৬২	১২৫·১	১২০·১	১৪২·৬	১২৪·৬
১৯৬২-৬৩	১২৭·৯	১২৬·১	১৩৬·৫	১২৭·১
১৯৬৩-৬৪	১৩৫·৩	১৩৬·৮	১৩৯·৫	১২৯·৭

॥ কলিকাতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রা ব্যয়ের সূচক সংখ্যা ॥

(১৯৩৯=১০০)

তারিখ	খাদ্যদ্রব্য	কয়লা ও আলো	বস্ত্র	বিবিধ	সামগ্রিক
মার্চ ১৯৫২	৪৩০	২৩১	৫০৩	২৬৬	৩৮২
মার্চ ১৯৫৩	৪৩৪	২৩৯	৪৮৭	২৬৬	৩৮৩
মার্চ ১৯৫৪	৪৩৫	২৩৯	৪৮৮	২৬৮	৩৮৪
মার্চ ১৯৫৫	৪৩০	২৩৯	৪৯৬	২৮২	৩৮৬
মার্চ ১৯৫৬	৫৫৩	২৩৯	৫২০	২৮৩	৪০২
মার্চ ১৯৫৭	৪৬৭	২৬৮	৫৪৩	২৮৩	৪১৩

তারিখ	খাদ্যদ্রব্য	কয়লা ও আলো	বস্ত্র	বিবিধ	সামগ্রিক
মার্চ ১৯৫৮	৪৯১	২৮১	৫৪৪	২৮৬	৪২৮
মার্চ ১৯৫৯	৪৯৫	২৪২	৫৪৭	২৮৮	৪৩১
মার্চ ১৯৬০	৫২২	২৮২	৫৬৮	৩০০	৪৫২
মার্চ ১৯৬১	৫২৮	৩৮৭	৫৮১	৩০৪	৪৫৮
মার্চ ১৯৬২	৫৩৮	২৯১	৫৮৮	৩০৯	৪৬৬
মার্চ ১৯৬৩	৫৬৩	৩০৭	৫৯৮	৩১৪	৪৮২

॥ শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রা ব্যয়ের সূচক সংখ্যা (১৯৪৯=১০০) ॥

বৎসর	সমগ্র ভারত	কলিকাতা	বোম্বাই	মাদ্রাজ	দিল্লী
১৯৫১-৫২	১০৫	১০৬	১০৭	১০৪	১০৮
১৯৫২-৫৩	১০৪	১০০	১১২	১০৩	১০৭
১৯৫৩-৫৪	১০৬	৯৯	১১৮	১০৯	১০৭
১৯৫৪-৫৫	৯৯	৯৪	১১৭	১০৪	১০৩
১৯৫৫-৫৬	৯৬	৯৩	১১০	১০০	১০০
১৯৫৬-৫৭	১০৭	১০২	১১৬	১১৩	১১২
১৯৫৭-৫৮	১১২	১০৫	১২২	১১৭	১১২
১৯৫৮-৫৯	১১৮	১০৯	১৩০	১২৬	১১৭
১৯৫৯-৬০	১২৩	১১২	১৩৬	১৩৫	১১৯
১৯৬০-৬১	১২৪	১১৩	১৩৭	১৪৬	১৩১
১৯৬১-৬২	১২৭	১১৫	১৪২	১৪৯	১২৮
১৯৬২-৬৩	১৩১	১২১	১৪৫	১৫০	১৩০
১৯৬৪ ফেব্রুয়ারি	১৪২	—	১৫৯	১৫৭	১৪৫

॥ ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের হিসাব ॥

বৎসরান্তে	ভাণ্ডারে পরিমাণ লক্ষ টাকা	হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+) লক্ষ টাকা
১৯৫০-৫১	৮৪৮,৪৪	−৫৩,০৬
১৯৫১-৫২	৭৮৬,৬৯	−১৬৪,৭২
১৯৫৫-৫৬	৮২৪,৬১	+১০,৪৭
১৯৫৬-৫৭	৬৮১,১০	−১৪৩,৫১

বৎসরান্তে	ভাণ্ডারে পরিমাণ লক্ষ টাকা	হ্রাস (−) বা বৃদ্ধি (+) লক্ষ টাকা
১৯৫৭-৫৮	৪২১.২২	−২৫৯,৮৮
১৯৫৮-৫৯	৩৭৮,৯২	−৪২,৩০
১৯৫৯-৬০	৩৬২,৮৬	−১৬,০৬
১৯৬০-৬১	৩০৩,৬১	−৫৯,২৫
১৯৬১-৬২	২৯৭,৩১	−৬,৩০
১৯৬২-৬৩	২৯৫,১০	−২,২১
১৯৬৩-৬৪	৩০৫,৮৩	+১০,৭৩

॥ বেকার ও এম্প্লয়মেণ্ট এক্স্চেঞ্জ ॥

বৎসর	কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা	কর্মখালির সংখ্যা	কর্মনিয়োগের সংখ্যা	অনিযুক্ত সংখ্যা
১৯৫৩	১৪,০৮,৮০০	২,৫৬,৭০০	১,৮৫,৪০০	৫,২২,৩৬০
১৯৫৪	১৪,৬৫,৫০০	২,৩৯,৯০০	১,৬২,৫০০	৬,০৯,৭৮০
১৯৫৫	১৫,৮৪,০০০	২,৮০,৫০০	১,৬৯,৭০০	৬,৯১,৯৫৮
১৯৫৬	১৬,৬৯,৯০০	২,৯৬,৬১৮	১,৮৯,৮৫৫	৭,৫৮,৫০৩
১৯৫৭	১৭,৭৪,৭০০	২,৯৭,২০০	১,৯২,৮০০	৯,২২,০৯৯
১৯৫৮	২২,০৩,৮৮৮	৩,৬৪,৮৮৪	২,৩৩,৩২০	১১,৮৩,২৯৯
১৯৫৯	২৪,৭১,৫৯৬	৪,২৪,৩৯৩	২,৭১,১৩১	১৪,২০,৯০১
১৯৬০	২৭,৩২,৫৪৮	৫,২০,৩৩০	৩,০৫,৩৫৩	১৬,০৬,২৪২
১৯৬১	৩২,৩০,৩১৪	৭,০৮,৩৭৯	৪,০৪,০৭৭	১৮,৩২,৭০৩
১৯৬২	৩৮,৪৪,৯০২	৭,৯০,৪৪৫	৪,৫৮,০৮৫	২৩,৭৯,৫৩০
১৯৬৩	৪১,৫১,৭৮১	৯,০৮,৯৮০	৫,৩৬,২৭৭	২৫,১৮,৪৬৩

ভারতের জাতীয় আয়

স্থির মূল্য অনুসারে জাতীয় আয় : সম্প্রতি ভারতের, ১৯৬২-৬৩ সালের জাতীয় আয়ের প্রাথমিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রাথমিক হিসাব মতে ১৯৪৮-৪৯ সালের স্থির মূল্য অনুসারে ভারতের ১৯৬২-৬৩ সালের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১৩,৩৭০ কোটি টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১৩,০৬০ কোটি টাকা। টাকার হিসাবে ১৯৬২-৬৩ সালের আয় ১৯৬১-৬২ সালঅপেক্ষা ৩১০ কোটি টাকা বেশী এবং আনুপাতিক হিসাবে উহা ২'৪ শতাংশ বেশী। আলোচ্য বৎসর তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় বর্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বর্ষে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ২'৬%। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক গড় হার ছিল যথাক্রমে ৩'৪% ও ৪'০%। তৃতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসরের জাতীয় আয়ের বার্ষিক গড় মাত্র ২'৫%। পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে বার্ষিক ৫'৪% হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা লক্ষ্য অপেক্ষা অর্ধেকেরও কম।

চলতি মূল্যানুসারে জাতীয় আয় : চলতি মূল্যানুসারে ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতের জাতীয় আয় ১৫,৪০০ কোটি টাকা। ১৯৬১-৬২ সালে উহার পরিমাণ ছিল ১৪,৮০০ কোটি টাকা। চলতি মূল্যের ভিত্তিতে পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা আলোচ্য বৎসরে ৪'১% আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। চলতি মূল্য অনুসারে জাতীয় আয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ার কারণ দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধি।

আয়ের উৎস : 'কৃষি' জাতীয় আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। আলোচ্য বর্ষে কৃষি হইতে আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষি হইতে মোট জাতীয় আয়ের ৪৫'৩% সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সালে কৃষি আয়ের পরিমাণ ৪৩'৪%। টাকার অঙ্কে বলিতে গেলে ১৯৬২-৬৩ সালে কৃষি আয় পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১১০ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছে। সমগ্রভাবে কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন ২'২% হ্রাস পাওয়াই এই আয় হ্রাসের কারণ। অন্যান্য স্থত্র হইতে ৪২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হওয়ায় কৃষিখাতে আয় হ্রাসের প্রতিক্রিয়া মারাত্মক হয় নাই। অন্যান্য যে সকল খাতে আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—খনি, কারখানা ও ক্ষুদ্র

উদ্যোগ (১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি); বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ (১০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি) এবং অন্যান্য বৃত্তি (২৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি)।

মাথাপিছু আয়ঃ স্থির মূল্য অনুসারে (১৯৪৮-৪৯ সালের হিসাবে) ১৯৬২-৬৩ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ২৯৪·৭ টাকা। চলতি মূল্য অনুসারে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩৯·৪ টাকা।

সাল	১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য অনুসারে		চলতি মূল্য অনুসারে	
	মোট আয় (কোটি টাকা)	মাথাপিছু আয় (টাকা)	মোট আয় (কোটি টাকা)	মাথাপিছু আয় (টাকা)
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৪০	২৪৯·৬	৮,৬৫০	২৪৯·৬
১৯৪৯-৫০	৮,৮২০	২৫০·৬	৯,০১০	২৫৬·০
১৯৫০-৫১	৮,৮৫০	২৪৭·৫	৯,৫৩০	২৬৬·৫
১৯৫১-৫২	৯,১০০	২৫০ ৩	৯,৯৭০	২৭৪ ২
১৯৫২-৫৩	৯,৪৬০	২৫৫·৭	৯,৮২০	২৬৫·৪
১৯৫৩-৫৪	১০,০৩০	২৬৬·২	১০,৪৮০	২৭৮·১
১৯৫৪-৫৫	১০,২৮০	২৬৭·৮	৯,৬১০	২৫৪·২
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০	২৬৭·৮	৯,৯৮০	২৫৫·০
১৯৫৬-৫৭	১১,০০০	২৭৫·৬	১১,৩১০	২৮৩·৩
১৯৫৭-৫৮	১০,৮৯০	২৬৭·৩	১১,৩৯০	২৭৯·৬
১৯৫৮-৫৯	১১,৬৫০	২৮০·১	১২,৬০০	৩০৩·০
১৯৫৯-৬০	১১,৮৬০	২৭৯·২	১২,৯৫০	৩০৪·৮
১৯৬০-৬১	১২,৭৩০	২৯৩·২	১৪,১৪০	৩২৫·৭
১৯৬১-৬২	১৩,০৬০	২৯৪·৩	১৪ ৮০০	৩৩৩·৬
১৯৬২-৬৩	১৩,৩৭০	২৯৪·৭	১৫,৪০০	৩৩৯·৪

প্রধান উৎসগুলি হইতে জাতীয় আয়ের খতিয়ান

(চলতি মূল্য অনুসারে)

কোটি টাকার সমষ্টিতে লিখিত

বৎসর	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়	খনি, শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ	বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ	অন্যান্য কার্য বৃত্তি, পেশা
১৯৪৮-৪৯	৪,২৫০	১,৪৮০	১,৬০০	১,৩৫০
১৯৪৯-৫০	৪,৪৯০	১,৫০০	১,৬৬০	১,৩৮০
১৯৫০-৫১	৪,৮৯০	১,৫৩০	১,৬৯০	১,৪৪০
১৯৫১-৫২	৫,০২০	১,৬৮০	১,৭৯০	১,৫০০

বৎসর	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়	খনি, শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ	বাণিজ্য পরিবহণ ও যোগাযোগ	অন্যান্য কার্য বৃত্তি, পেশা
১৯৫২-৫৩	৪,৮১০	১,৭০০	১৭৮০	১,৫৪০
১৯৫৩-৫৪	৫,৩১০	১,৭৭০	১,৮০০	১,৬০০
১৯৫৪-৫৫	৪,৩৫০	১,৮০০	১,৮১০	১,৬৫০
১৯৫৫-৫৬	৪,৫২০	১,৮৫০	১,৮৮০	১,৭৩০
১৯৫৬-৫৭	৫,৫২০	২,০০০	১,৯৬০	১,৮২০
১৯৫৭-৫৮	৫,২৮০	২,১২০	২,০৭০	১,৯৩০
১৯৫৮-৫৯	৬,২৪০	২,১৭০	২,১৫০	২,০৬০
১৯৫৯-৬০	৬,২৫০	২,৩২০	২,২৩০	২,১৮০
১৯৬০-৬১	৬,৮৯০	২,৬০০	২,৩৪০	২,৩৬০
১৯৬১-৬২	৬,৯৬০	২,৮৮০	২,৪৮০	২,৫৫০
১৯৬২-৬৩	৬,৯৭০	৩,১০০	২,৬২০	২,৭৯০

প্রধান উৎসগুলি হইতে জাতীয় আয়ের খতিয়ান

(১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যানুসারে)

কোটি টাকার সমষ্টিতে লিখিত

বৎসর	কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়	খনি, শিল্প ও ক্ষুদ্র উদ্যোগ	বাণিজ্য পরিবহণ ও যোগাযোগ	অন্যান্য কার্য বৃত্তি পেশা
১৯৪৮-৪৯	৪,২৫০	১,৪৮০	১,৬০০	১,৩৪০
১৯৪৯-৫০	৪,৩৬০	১,৪৬০	১,৬৪০	১,৩৮০
১৯৫০-৫১	৪,৩৪০	১,৪৮০	১,৬৬০	১,৩৯০
১৯৫১-৫২	৪,৪৪০	১,৫২০	১,৭৩০	১,৪৩০
১৯৫২-৫৩	৪,৬০০	১,৫৮০	১,৭৯০	১,৫০০
১৯৫৩-৫৪	৪,৯৮০	১,৬৫০	১,৮৩০	১,৫৭০
১৯৫৪-৫৫	৫,০৩০	১,৭০০	১,৯১০	১,৬৪০
১৯৫৫-৫৬	৫,০২০	১,৭৬০	১,৯৭০	১,৭৩০
১৯৫৬-৫৭	৫,২৫০	১,৮৪০	২,০৮০	১,৮২০
১৯৫৭-৫৮	৫,০১০	১,৮৬০	২,১১০	১,৯২০
১৯৫৮-৫৯	৫,৫৬০	১,৮৮০	২,১৯০	২,০৪০
১৯৫৯-৬০	৫,৫১০	১,৯৭০	২,২৭০	২,১৪০
১৯৬০-৬১	৫,৯০০	২,১১০	২,৪৬০	২,৩১০
১৯৬১-৬২	৫,৯১০	২,২১০	২,৫৪০	২,৪৭০
১৯৬২-৬৩	৫,৮০০	২,৩১০	২,৬৪০	২,৭০০

ভারতের কৃষি

ভারত কৃষি প্রধান দেশ। এদেশে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ জীবনযাত্রার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করিয়া থাকে। কৃষিপণ্য এদেশে শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের মুখ্য অবলম্বন। বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাঁচামাল প্রধানতঃ কৃষি হইতেই পাওয়া যায়। এদেশে রপ্তানি বাণিজ্যের একটা মোটা অংশ অধিকার করিয়া আছে কৃষি দ্রব্য। চা, চীনাবাদাম ও লাক্ষা উৎপাদনের ক্ষেত্রে জগতে ভারতের স্থান সর্বাগ্রগণ্য। ধান, পাট, ইক্ষু, সরিষা, তিল ও রেড়ী উৎপাদনে ভারত জগতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেকই কৃষিকার্য দ্বারা অর্জিত হইয়া থাকে।

কিন্তু ভারতের আর্থিক কাঠামোতে কৃষির স্থান এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ হইলেও বহুদিনের উপেক্ষা ও উদাসীনতার ফলে এদেশে কৃষির নানারূপ ত্রুটি ও সমস্যা দেখা দিয়াছে। ভারতীয় কৃষির প্রধান গলদগুলি হইতেছে এইরূপ :—(১) কৃষি ভূমির খণ্ডন ও অসংলগ্নতা, (২) জমির অপচয় ও ক্ষরণ, (৩) জমির উপর জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অবাঞ্ছিত প্রভাব, (৪) ভূমির জলসেচ সম্পর্কে অব্যবস্থা, (৫) চাষাবাদে অনুন্নত প্রক্রিয়া, (৬) উৎকৃষ্ট বীজ ও সারের অভাব, (৭) চাষাবাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধনের অপ্রাচুর্য এবং (৮) অনুন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার। অধিক ফসল উৎপাদন ও ন্যায্য মূল্যে উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে কৃষকদের ভিতর সঙ্ঘবদ্ধ কার্যনীতির অভাব। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর হইতে কৃষির ঐসব ত্রুটি ও সমস্যার প্রতি এদেশের জাতীয় সরকারের মনোযোগ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং সর্বপ্রকার গলদ দূর করিয়া ভারতীয় কৃষিকে সুসংগঠিত করিবার জন্য তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন। বিশেষ করিয়া চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এজন্য সমাজ উন্নয়ন ব্লকগুলিকে সম্পূর্ণভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিযুক্ত করা হইতেছে। ভাল বীজ ও সারের উপযুক্ত বণ্টন, ছোট ছোট সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও ভূমিক্ষয় নিবারণের প্রতিও মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে কৃষিপণ্য উৎপাদনের খতিয়ান

হাজার সমষ্টিতে লিখিত

শস্যের নাম	১৯৬১-৬২ আবাদী জমি (হেক্টর*)	১৯৬১-৬২ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	১৯৬২-৬৩ আবাদী জমি (হেক্টর*)	১৯৬২-৬৩ উৎপাদন (মেট্রিক টন)	১৯৬২-৬৩ সালে হ্রাস (−), বৃদ্ধি (+)%
ধান	৩৪২৫৬	৩৪৮০৭	৩৪৭৮৭	৩২০১৮	− ৮·০
গম	১৩৫২০	১২০৩৯	১৩৪৫৮	১১১৩২	− ৭·৫
জোয়ার	১৭৭৯৮	৭৭৪১	১৭৭৪৮	৯৩৩৯	+২০·৬
বাজরা	১১০৫৭	৩৫৫৪	১০৭১২	৩৮৬২	+ ৮·৭
ভুট্টা	৪৪৯৩	৪২৬৯	৪৫৭৯	৪৫২০	+ ৫·৯
যব	৩৩১৫	৩১৫২	৩০৩৪	২৪৭৪	−২১·৫
রাগি	২৩৬৭	১৮৭৩	২৩৩১	১৯১৪	+ ২·২
ছোলা	৯৫৪৪	৫৮২৭	৯১৯৪	৫৭২৭	− ১·৭
ডাল (খরিফ)	৬৩০৪	১৬৩৭	৬৩১৭	১৭৩৭	+ ৬·১
ডাল (রবি)	৫৪৮৬	২৮২৮	৫৩৭১	২৬৪৭	− ৬·৪
চীনা বাদাম	৬৬৪০	৪৫৯৩	৫৪৬৪	—	—
তিল	২৪২৪	৪৫৩	১৪৯৬	—	—
সরিষা	৩১৪০	১৩৩৭	৩১২৮	১৩০০	− ২·৮
তিসি	১৯৬৪	৪৫৬	১৮৮৩	৫২৭	− ৬·৫
তূলা	৭৭১৯	৪৪৫৭ (ক)	৭৯৭৩	৫২৪৭ (ক)	+১৭·৭
পাট	৮৫১	৫৪৪৯ (ক)	৮৬২	৫৯৫৭ (ক)	+ ৯·৩
গোল আলু	৩৭০	২৫৫০	৪১৫	৩১৩১	+২২·৭
ইক্ষু	২২৯১	৯৩৭১	২২০৪	—	—
আদা	১৮	১৭	১৮	১৭	—
তামাক	৪২১	৩৪৯	৪৩০	৩৬৭	+ ৫·২
মরিচ	১০২	২৮	১০২	২৬	− ৮·৮
লঙ্কা (শুষ্ক)	৬১৪	৩৭৬	৬২৩	৩৮৯	+ ৩·৫
চা	৩৩৩	৩৫৪		৩৪৪	− ২·৮
কফি	—	৪৬	—	৫৩	+ ১·৫

(ক) হাজার বেল   * ০·৪০৪৬৮ হেক্টর = ১ একর

১৯৬২-৬৩ সালের কৃষি উৎপাদন

১৯৬২-৬৩ সালের প্রাথমিক হিসাব হইতে জানা যায় যে পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ঐ বৎসর সমগ্রভাবে কৃষিপণ্যের উৎপাদন ২.২% ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান্য, গম, যব, ছোলা ও অন্যান্য ডাল প্রভৃতি খাদ্যশস্যগুলির উৎপাদনই আলোচ্য বর্ষে বিশেষরূপে হ্রাস পাইয়াছে। ধান ৮%, গম ৭.৫%, যব ২১.৫%, ছোলা ১.৭% এবং ডাল ৬.৪% হারে কম উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সালে কৃষিপণ্য হইতে মোট আয় হইয়াছিল ৫৯১০ কোটি টাকা (১৯৪৮-৪৯ সালের ভিত্তিতে)। সেইস্থলে আলোচ্য বর্ষে কৃষিখাতে মোট আয় হইয়াছে ৫৮০০ কোটি টাকা। সুতারাং দেখা যাইতেছে কৃষি উৎপাদনে ঘাটতির জন্য ১৯৬২-৬৩ সালে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ১১০ কোটি টাকা।

খাদ্যশস্যের আমদানি

খাদ্যশস্যের বিষয়ে ভারত এখনও স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই; প্রতি বৎসর তাহাকে বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারত ১০২ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকার গম এবং ২০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকার চাউল বিদেশ হইতে আমদানী করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে একমাত্র ১৯৬৩-৬৪ সালেই খাদ্য বাবদ ১২৩ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইয়াছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতির অন্যতম প্রধান কারণ বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী।

খাদ্যশস্য আমদানির খতিয়ান
(হাজার টনের সমষ্টিতে লিখিত)

বৎসর	চাউল	গম	অন্যান্য	মোট
১৯৫৬	৩২৫	১০,৯৫	—	১৪,৪০
১৯৬১	৩৭৮	৩০,৪৩	১৯	৩৪,৪০
১৯৬২	৩৮৪	৩১,৯৯	—	৩৫,৮৩

বিবিধ কৃষি তথ্য

ভারতে চাষের জমি : ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে ভূমির মোট আয়তন ৮০ কোটি ৬৩ লক্ষ একর। উহার মধ্যে ৩২ কোটি ৫০ লক্ষ একর ভূমি কৃষি-কার্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জমির মধ্যে ২৮ কোটি একর জমিতে খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়। ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর জমিতে বৎসরে একাধিকবার ফসলের চাষ করা হয়।

জনপিছু চাষভূমি এদেশে ও বিদেশে : ভারতে জনপিছু চাষভূমি মাত্র ০·৮২ একর (এক একরের চেয়ে স্বল্প কম)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপিছু চাষভূমি ২·৬৮ একর। সোভিয়েট রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, জার্মানী, চীন ও জাপানে তাহা যথাক্রমে ২·৫৯, ০·৪২, ০·৪৮, ০·৫০ এবং ০·১৭ একর।

একর প্রতি ফসলী উৎপাদন এদেশে ও বিদেশে : ভারতে একর প্রতি কৃষি পণ্যের উৎপাদন-হার জগতের অনেক দেশের তুলনায় কম। জাপানে ও চীনে যথাক্রমে একরপ্রতি গড়ে ৩,৪৪৪ পাউণ্ড ও ২,৩০০ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়। সে স্থলে ভারতে চাউল উৎপন্ন হয় একর প্রতি গড়ে মাত্র ৮০৭ পাউণ্ড। এদেশে একরপ্রতি গম পাওয়া যায় মাত্র ৬৬২ পাউণ্ড। অথচ মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেণ্টাইন ও ইতালীতে গড়ে প্রতি একরে গম উৎপন্ন হয় ১,৯১৮ পাউণ্ড, ৯৯০ পাউণ্ড, ১,২৫৮ পাউণ্ড এবং ১৩৫৬ পাউণ্ড।

কৃষি ঋণের বোঝা : ভারতে কৃষকদের আয় স্বল্প বলিয়া চাষাবাদের প্রয়োজনে ও গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে তাহাদের অধিকাংশকেই ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্ট হইতে জানা যায় এদেশে গ্রামাঞ্চলের শতকরা ৬৩ ভাগ পরিবারই ঋণগ্রস্ত। পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ গড়ে ২৮৩ টাকা।

কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা : এদেশে যে সব লোক চাষাবাদের কার্যে নিযুক্ত আছে তাহাদের সকলের হাতে নিজস্ব চাষভূমি নাই। কৃষি শ্রমিক বলিয়া এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা মজুরী লইয়া পরের ক্ষেতে কাজ করিয়া থাকে। কৃষি শ্রমিকদের সম্পর্কে সরকারী দ্বিতীয় তদন্ত কমিটির রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। প্রতি কৃষি শ্রমিক পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল গড়ে ৪৩৭ টাকা এবং বার্ষিক ব্যয়ের পরিমাণ ছিল গড়ে ৬১৭ টাকা। ঋণগ্রস্ত পরিবারের হার ছিল শতকরা ৬৪ ভাগ।

খরিফ ও রবিশস্য মরশুম : ঋতু অনুযায়ী ভারতীয় কৃষিপণ্যগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা চলে—(ক) খরিফ ও (খ) রবিশস্য। ধান, জোয়ার, বজরা, ভুট্টা, তূলা, ইক্ষু, তিল ও চীনা বাদাম প্রভৃতি প্রধান খরিফ শস্য এবং গম, যব, ছোলা, তিসি ও সরিষা প্রভৃতি প্রধান রবিশস্য।

ভূমি সংস্কার : ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে জমির উপর জমিদারী ও অন্য অনেক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগীদের স্বত্ব উচ্ছেদ সম্পর্কে আইন কার্যকরী হইয়াছে। এদেশে মোট ভূমির শতকরা ৪০ ভাগই পূর্বে জমিদারী ও জায়গিরদারীর

আয়ত্তাধীন ছিল। বর্তমানে সে ধরনের মধ্যস্বত্ব লোপ করা হইয়াছে। দুই কোটি সংখ্যক প্রজা জমিদার জায়গিরদার প্রভৃতির কবলমুক্ত হইয়াছে। খাজনা, রাজস্ব ও জমিজমা পরিচালনা বিষয়ে উহারা সরকারের সহিত সাক্ষাৎ সম্পর্কে আসিয়াছে। জমিদার ও জায়গিরদারদের প্রাপ্তব্য ক্ষতিপূরণ নির্ণীত হইয়াছে ৫২০ কোটি টাকা।

উন্নত সার ও বীজ সরবরাহ: এদেশের জমিতে পূর্বে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হইত কম। বর্তমানে এদেশে রাসায়নিক সার উৎপাদন ও তাহা ব্যবহারের সুব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে এদেশে ৫৫ হাজার টন পরিমিত নাইট্রোজেন সার ও ৭ হাজার টন পরিমিত ফসফেট সার ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৬০-৬১ সালে ঐসব সারের ব্যবহার যথাক্রমে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টন ও ৭০ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে, এই সকল সারের বেশীর ভাগই কৃষকদের অপরিচিত বলিয়া সেগুলির যথাযোগ্য ব্যবহার সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিয়াছে। ভাল ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর বীজ সরবরাহের উদ্দেশ্যে এদেশে ৪ হাজারটি বীজ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে।

কৃষি সমবায় সমিতি: দেশের কৃষকরা যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় কৃষির তথা নিজেদের উন্নতি সাধনে উদ্যোগী হয় সেজন্য গবর্ণমেণ্ট এদেশে নানা শ্রেণীর কৃষি সমবায় সমিতি সংগঠনে উৎসাহ দিতেছেন। ফলে এদেশে প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতি, সমবায় যৌথ চাষ সমিতি, সমবায় সেচ সমিতি, সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি প্রভৃতির সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে।

কৃষি ঋণদান সমিতি: ১৯৬১ সালের জুন মাসের শেষ পর্যন্ত ভারতে মোট ২,১২,১২৯টি কৃষি ঋণদান সমিতি কার্যরত ছিল। ঐসকল সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১,৭০,৪১,০০০। সমিতিগুলির কার্যকারী মূলধনের পরিমাণ ২৭৩.৯২ কোটি টাকা। ১৯৬০-৬১ সালে ঋণদান সমিতিগুলি মোট ২০২.৭৫ কোটি টাকা ঋণদান করিয়াছিল। ১৯৬১ সালের জুন মাস পর্যন্ত সমিতিগুলির মোট অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২১৪ কোটি টাকা।

শস্য ব্যাঙ্ক: ১৯৬১ সালের জুন মাসে ভারতে মোট ৯৪১২টি শস্য ব্যাঙ্ক ছিল। তাহাদের মোট সদস্য সংখ্যা ১২.৪৯ লক্ষ এবং কার্যকারী মূলধনের পরিমাণ ৫.৩৫ কোটি টাকা। অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মহীশূর এবং উড়িষ্যাতেই অধিকাংশ শস্য ব্যাঙ্ক (৯৬.০৪%) অবস্থিত। ১৯৬০-৬১ সালে

ঐসকল ব্যাঙ্ক যে টাকা ঋণ দিয়াছিল তাহার মোট পরিমাণ ২ কোটি ৩ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা।

সমবায় প্রথায় চাষ ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে সমবায় প্রথায় চাষের উন্নতির জন্য ব্যপক কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, যে সকল সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকে পঞ্চায়েতী ও সমবায় উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্লক বাছিয়া লইয়া উহাতে ৩২০টি প্রকল্প গঠন করা হইবে। প্রত্যেক প্রকল্প অন্ততঃ ১০টি সমবায় চাষ সমিতি লইয়া গঠিত হইবে। উহারা সমবায় প্রথায় চাষের সুবিধা প্রদর্শন করিবে। ১৯৬২ সালের শেষ পর্যন্ত এইরূপ ১৩৭টি প্রকল্প গঠন করা হইয়াছে এবং তাহাদের অধীনে ৬০৩টি সমবায় প্রথায় চাষের সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। এই সকল সমিতির সদস্য সংখ্যা ১১২৬১ এবং ৭০৭০২ একর ভূমি উহাদের অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত প্রকল্প সমূহের আওতার বাহিরে আরও ৬৯৪টি সমবায় চাষ সমিতি গঠিত হইয়াছে। উহাদের সদস্য সংখ্যা ১৫,৩৭৬ এবং অধিকৃত জমির পরিমাণ ৮৮০৩১ একর। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে মোট ১৪০১৫টি সমবায় চাষ সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। সমবায় প্রথায় চাষের উন্নয়নের জন্য 'ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ফার্মিং এড্‌ভাইসারী বোর্ড' স্থাপন করা হইয়াছে।

ভারতে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা

(পঞ্চবার্ষিক গণনানুসারে)

পশু শ্রেণী	১৯৬১ লক্ষ সংখ্যা	১৯৫৬ লক্ষ সংখ্যা	১৯৫১ লক্ষ সংখ্যা
গরু	১৭,৫৭	১৫,৮৭	১৫,৫২
মহিষ	৫,১১	৪,৪৯	৪,৩৪
মেষ	৪,০৩	৩,৯২	৩,৯০
ছাগল	৬,০৮	৫,৫৪	৪,৭১
অশ্ব	১৩	১৫	১৫
গাধা, উট, শূকর প্রভৃতি	৭৩	৬৮	৬৪
মোট সংখ্যা	৩৩,৬৫	৩০,৬৫	২৯,২৬
হাঁস, মুরগী প্রভৃতি	১১,৬৯	৯,৪৭	৭,৩৫

॥ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ॥

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের উপর যথাসম্ভব জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের হাত দিয়া কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ৫৩০ কোটি টাকা এবং সেচ ব্যবস্থা বাবদ ৪২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ১ হাজার ৬৮ কোটি টাকা এবং সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ বাবদ ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে কৃষির ক্ষেত্রে কোন্ দিক দিয়া কি উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য কি লক্ষ্য স্থির হইয়াছে নিম্নে তৎসম্পর্কে সংখ্যাবিবরণ উদ্ধৃত করা হইল।

	প্রথম পরিকল্পনার শেষে (১৯৫৫-৫৬)	২য় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬০-৬১)	৩য় পরিকল্পনার লক্ষ্য (১৯৬৫-৬৬)
সেচপ্রাপ্ত কৃষিভূমি—লক্ষ একর	৫,৩২	৭,০০	৯,০০
খাদ্যশস্যের উৎপাদন—লক্ষ টন	৬,৫৮	৭,৮০	১০,০০
তূলার উৎপাদন—লক্ষ গাঁইট	৪০	৫৪	৭০
পাটের উৎপাদন—লক্ষ গাঁইট	৪২	৪০	৬২
তৈলবীজ উৎপাদন—লক্ষ টন	৫৬	৭১	৯৮
তামাকের উৎপাদন—হাজার টন	১,৯৮	৩,০০	৩,২৫
রাসায়নিক সার প্রয়োগ—হাজার টন	১,১৮	৩,০০	১৪,০০
মৎস্য উৎপাদন—লক্ষ টন	১০	১৪	১৮
দুগ্ধ উৎপাদন—লক্ষ টন	১,৯৩	২,২০	২,৫৩

সেচ-ব্যবস্থা

ভারতের মোট জলসম্পদের পরিমাণ আনুমানিক ১,৩৫,৬০ লক্ষ একর ফিট। উহার মধ্যে প্রায় ৪৫,০০ লক্ষ একর ফিট জল সেচ কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু ১৯৫১ সাল পর্যন্ত মাত্র ৮৮০ লক্ষ একর ফিট জল, অর্থাৎ মোট জলসম্পদের মাত্র ৬·৫ শতাংশ ও সেচকার্যে প্রাপ্তব্য পরিমাণের মাত্র ১৯·৫ শতাংশ জল সেচকার্যের জন্য ব্যবহার করা হইত। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে দেশে সেচ-ব্যবস্থা প্রভূত পরিমাণে সম্প্রসারিত হইয়াছে। কতিপয় বৃহৎ নদী পরিকল্পনা সহ বহু সেচ পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করার ফলে বহু বৃহৎ জলাধার নির্মিত ও সেচের খাল খনন করা হইয়াছে। ঐ সকল খালে স্নিগ্ধ শীতল জলধারা প্রবাহিত হইয়া উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ভূমিসমূহকে সরস ও উর্বর করিয়া তুলিতেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে অর্থাৎ ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে মোট সেচপ্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৭০০ লক্ষ একর। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে অতিরিক্ত ৭০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ইরিগেশন এ্যাণ্ড পাওয়ার ঃ এই সংস্থার জন্ম ১৯২৭ সালে। দেশে সেচ ও বিদ্যুৎ সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের। ইহা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত ২০টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করাও ইহার কাজ।

সেণ্ট্রাল ওয়াটার এ্যাণ্ড পাওয়ার কমিশন ঃ সংশ্লিষ্ট রাজ্য-সরকার সমূহের সহিত আলোচনা করিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নৌ চলাচলের জন্য দেশের জলসম্পদের নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের মুখ্য দায়িত্ব এই সংস্থাটির উপর ন্যস্ত।

সেচ ও নদী-পরিকল্পনাসমূহ ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ভারতে ছোট বড় প্রায় ৩০০ সেচ-পরিকল্পনা রূপায়নের এক সূচী নির্ধারিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে বৃহৎ পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

ভাক্‌রা-নাঙ্গল পরিকল্পনা ঃ ভারতে সর্বার্থসাধক নদী পরিকল্পনা-গুলির মধ্যে ইহাই বৃহত্তম। ইহার জন্য ১৭৫·৫ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। পাঞ্জাবে পর্বত হইতে শতদ্রু নদীর সমভূমিতে প্রবেশের মুখে ভাক্‌রা নামক স্থানে একটি বিশাল বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। উক্ত নদীর

৮ মাইল ভাটিতে নাঙ্গলে আরও একটি বিরাট বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। ভাকরা-নাঙ্গল বাঁধের উচ্চতা ৭৪০ ফুট এবং এই পরিকল্পনা হইতে যে সকল খাল খনন করা হইয়াছে তাহাদের মোট দৈর্ঘ্য ৬৫২ মাইল। ১৯৪৬ সালে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করা হইয়াছিল এবং ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা সমাপ্ত হয়। এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাব ও রাজস্থানে প্রায় ৬০ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যাইবে। ভাকরা, গাঙ্গুয়াল ও কোটলাতে তিনটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে; উহাদের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতার পরিমাণ হইল ৬০৪০০০ কিলোওয়াট। শতদ্রুর দক্ষিণ তীরে আরও একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। উহার জন্য আনুমানিক ব্যয় পড়িবে ২৬ কোটি টাকা এবং উহাতে ৫টি উৎপাদন যন্ত্র থাকিবে; প্রত্যেকটি হইবে ১২০ মেগাওয়াট শক্তি সম্পন্ন।

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পন : এই পরিকল্পনা অনুসারে তিলাইয়া (১৯৫৩), কোনার (১৯৫৫), মাইথন (১৯৫৭) ও পাঞ্চেৎ পাহাড়ে (১৯৫৯) চারিটি বৃহৎ জলাধার নির্মিত হইয়াছে এবং কোনার ব্যতীত অপর তিনটি স্থানে তিনটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে; উহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১,০৪,০০০ কিলোওয়াট। বোকারো, দুর্গাপুর ও চন্দ্রপুরাতে মোট ৬,২৫,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট তিনটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে প্রত্যেকটি ১'২৫ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন আরও দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দামোদর পরিক .র অধীনে নির্মিত হইবে। ফলে দামোদর পরিকল্পনার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ৯'৭ লক্ষ কিলোওয়াট। সেচকার্যে জল সরবরাহ করার জন্য দুর্গাপুরে ২,২৭১ ফিট দীর্ঘ ও ৩৮ ফিট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে। উহার নির্মাণ কার্য ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে শেষ হয়। এই বাঁধ হইতে বিভিন্ন খালের মাধ্যমে ৯'৭৩ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল সঞ্চালন করা হয়। রাণীগঞ্জের কয়লাখনি অঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কলিকাতা ও দুর্গাপুরের মধ্যে একটি ৮৫ মাইল দীর্ঘ নৌবহ খাল খনন করা হইয়াছে এবং উহা ১৯৬৩ সালে চালু করা হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ আংশিকভাবে দুর্গাপুর হইতে মিটান হয়। অন্যান্য বাঁধগুলির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়—তিলাইয়া বাঁধ ১৯৫৩ সালে, কোনার বাঁধ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে এবং মাইথন বাঁধ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সালে।

বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যেই মুখ্যতঃ দামোদর পরিকল্পনা রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে উহাকে একটি সর্বার্থসাধক পরিকল্পনায় রূপান্তরীত করিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচকার্যে জল সঞ্চালনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহার জন্য ১০০ কোটি টাকার অধিক ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা পরিচালনার ভার 'দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন'-এর উপর ন্যস্ত।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইয়াছে। ইহা মুখ্যতঃ একটি সেচ-পরিকল্পনা হইলেও ইহার সহিত ৪০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতাযুক্ত একটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও নির্মাণ করা হইয়াছে। উক্ত কেন্দ্র হইতে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও সাঁওতাল পরগণায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। সিউড়ির নিকট নির্মিত তিলপাড়া বাঁধের কাজ ১৯৫১ সালে সমাপ্ত হয়। অতঃপর ১৯৫৫ সালে ১৫৫ ফিট উচ্চ ও ২১৭০ ফিট দীর্ঘ মাসাঞ্জোর বাঁধ (বর্তমানে কানাডা বাঁধ নামে পরিচিত) নির্মিত হয়। এই পরিকল্পনার ফলে বার্ষিক ৬'৫ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে।

হীরাকুণ্ড বাঁধ পরিকল্পনা ঃ হীরাকুণ্ড বাঁধ পৃথিবীর দীর্ঘতম বাঁধ; ইহা ৫,৭৪৮ ফিট দীর্ঘ। উড়িষ্যার মহানদীর উপর ইহা নির্মিত হইয়াছে। মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উহার স্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। ইহার জন্য ৭০'৭৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা হইতে উড়িষ্যায় সম্বলপুর ও বলাঙ্গির জেলার ৫'৭ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে। বাঁধের নিকট একটি বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে, উহার উৎপাদন ক্ষমতা ১,২৩,০০০ কিলোওয়াট। উহা হইতে হীরাকুণ্ড, রাজগঙ্গাপুর, রুরকেল্লা, ব্রজরাজ-নগর ও আরও কতিপয় স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে এবং পুরী, সম্বলপুর ও কটক সহ উড়িষ্যার কয়েকটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে। হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা কার্যতঃ ২টি পর্যায়ে বিভক্ত। প্রধান খালগুলি ও শাখাসমূহ সহ সম্পূর্ণ সেচব্যবস্থা প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হইয়াছে। 'মহানদীর ব-দ্বীপে সেচ প্রকল্প' হীরাকুণ্ড বাঁধ পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়। উড়িষ্যা সরকার ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করিতেছেন। ইহা চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে শেষ হইবে।

রাজস্থান খাল পরিকল্পনা ঃ শতদ্রু নদীর হারিকে বাঁধের মুখ হইতে

একটি খাল খনন করিয়া উহাকে এই দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হইবে: (১) রাজস্থান ফিডার—১৩৪ মাইল দীর্ঘ এই খালের প্রথম ১১০ মাইল পাঞ্জাবে অবস্থিত। (২) রাজস্থান খাল—ইহা ২৯১ মাইল দীর্ঘ এবং ইহা সম্পূর্ণ ভাবে রাজস্থানে অবস্থিত। এই পরিকল্পনার দ্বারা রাজস্থানের ২৬'২০ লক্ষ একর কৃষি ভূমিতে সেচের জল সরবরাহ করা যাইবে। এই পরিকল্পনা রূপায়নে ৬৬'৪৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

এই পরিকল্পনা দুইটি স্বতন্ত্র পর্যায়ে কার্যে পরিণত করা হইবে বলিয়া প্রস্তাব করা হইয়াছে। সম্পূর্ণ রাজস্থান ফিডার, ও রাজস্থান খালের প্রথম ১২২ মাইল লইয়া প্রথম পর্যায় গঠিত—উহার কার্য ১৯৬৮-৬৯ সালের মধ্যে শেষ হইবে। খালের অবশিষ্টাংশ ও জল চালনার শাখা-প্রশাখা নির্মাণের কাজ ১৯৭৫-৭৬ সালে শেষ হইবে—উহাই দ্বিতীয় পর্যায়।

তুঙ্গভদ্রা নদী পরিকল্পনা: অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ও মহীশূর সরকার যুগ্মভাবে এই পরিকল্পনার কাজ করিতেছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে মল্লপুরমে তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর ৭৯৪২ ফিট দীর্ঘ ও ১৬২ ফিট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মিত হইবে এবং উহার বাম পার্শ্বে ১২৭ মাইল দীর্ঘ একটি খাল ও ডান পার্শ্বে ২১৭ মাইল দীর্ঘ এবং আরও একটি ১২২ মাইল দীর্ঘ খাল খনন করা হইবে। খালগুলির পাড়ে মোট ৪টি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইবে। বাঁধ নির্মাণের কার্য ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে সুরু করা হয়। এই পরিকল্পনার ফলে অন্ধ্র ও মহীশূরের প্রায় ৪'৩ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে। এই পরিকল্পনার অনেক কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

কোশী নদী পরিকল্পনা: কোশী নদীর উপর ৩৭৭০ ফিট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে এবং উহার উপর রেল ও পায়ে চলার ব্যবস্থাযুক্ত সেতু থাকিবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিহার ও নেপালের ৩১ লক্ষাধিক একর জমিতে সেচ প্রদান। ইহার জন্য আনুমানিক ৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। ২০ হাজার কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইবে। নেপালের ৮০০০ বর্গমাইল স্থানে বন্যানিয়ন্ত্রণের জন্য বাঁধ নির্মাণের কাজ ১৯৫৯ সালে সমাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রধান বাঁধ এবং পদযাত্রীদের জন্য সেতু নির্মাণের কাজও শেষ হইয়াছে।

চাম্বল পরিকল্পনা: মধ্যপ্রদেশ সরকার ও রাজস্থান সরকারের যুগ্মপ্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনা রূপায়িত হইতেছে। ইহা একটি বৃহৎ ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা এবং ইহা ৩টি পর্যায়ে বিভক্ত। ইতিমধ্যে কোটা বাঁধ,

গান্ধীসাগর জলাধার ও গান্ধীসাগর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে এবং পরিকল্পনার অন্যান্য অংশের কাজ চলিতেছে। খালসমূহের মাধ্যমে উভয় রাজ্যের ১১ লক্ষ একর জমিতে সেচ প্রদান করা যাইবে।

নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার এই পরিকল্পনার কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। হায়দরাবাদ হইতে ১০০ মাইল দূরে কৃষ্ণা নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে এবং উহার দক্ষিণ পারে একটি ১৩৫ মাইল দীর্ঘ ও বাম পারে ১০৮ মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করা হইবে। ইহার ফলে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রায় ২০.৬ লক্ষ একর জমি সেচপ্রাপ্ত হইবে। বাঁধ ও খালের কার্য ১৯৬৮-৬৯ সালে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই পরিকল্পনার আনুমানিক ব্যয় ৯১.১২ কোটি টাকা।

গণ্ডক পরিকল্পনা ঃ বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হইবে, কিন্তু নেপালের স্বার্থও এই পরিকল্পনার সহিত যুক্ত। সুতরাং এই সম্পর্কে নেপাল সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে ১৯৫৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভৈসালোতান নামক স্থানে গণ্ডক নদীর উপর ২৭৪৯ ফিট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মিত হইবে। উহাতে রেল ও পায়ে চলার ব্যবস্থা সমন্বিত সেতু থাকিবে। জল সরবরাহের জন্য খালসমূহ খনন করা হইবে এবং উপযুক্ত স্থানে ১৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রও নির্মিত হইবে। পরবর্তীকালে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে যৌতুকস্বরূপ নেপালকে দান করা হইবে। এই পরিকল্পনা নেপাল ও ভারতের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করিবে ও ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবে।

ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা ঃ এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য কলিকাতা বন্দরকে রক্ষা করা। সুতরাং ইহা 'কলিকাতা বন্দর রক্ষা পরিকল্পনা' নামেও পরিচিত। কলিকাতা বন্দরের নাব্যতা রক্ষা করিতে হইলে হুগলী নদীতে উজান হইতে আরও জলস্রোত সঞ্চালিত করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে ফরাক্কার নিকট গঙ্গার উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া হুগলীতে অধিক জলধারা সরবরাহ করা হইবে। এই বাঁধের উপর রেল ও পায়ে চলার ব্যবস্থা যুক্ত একটি সেতু নির্মিত হইবে। ফরাক্কা ব্যতীত জঙ্গীপুরের নিকট ভাগীরথী নদীর উপরও একটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। এই পরিকল্পনার বরাদ্দ ব্যয় ৬৮.৫৯ কোটি টাকা এবং ১৯৬৮ সালে ইহা সমাপ্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বাণিজ্য

যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের বহির্বাণিজ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতের বহির্বাণিজ্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য ছিল—(১) ভারত কাঁচামাল রপ্তানি করিত ও প্রস্তুত মাল আমদানি করিত। (২) ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ ইংলণ্ড ও কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের সহিত হইত। ইহাতে 'ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স নীতি' অনুসরণ করার সুবিধা হইত ও টাকার সহিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় দর নিয়ন্ত্রণ করাও সম্ভবপর হইত। (৩) আমদানি অপেক্ষা রপ্তানির আধিক্য হেতু বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ভারতের সর্বদা বাড়তি প্রকাশ পাইত। এই বাড়তির দ্বারা অবসরপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মচারিগণকে পেন্সন ও বিলাতে গৃহীত ঋণের উপর সুদ দেওয়া হইত।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক হইতে ভারতের বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের পরিবর্তন ঘটিতে থকে। প্রস্তুত মালের আমদানী ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। তাহার পরিবর্তে কাঁচামালের আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

প্রস্তুত মালের মধ্যে কার্পাসজাত বস্ত্রের আমদানী হ্রাসই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের মধ্যে শর্করা শিল্পের অভ্যুত্থানের ফলে চিনির আমদানীও প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। অন্যদিকে ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ পৃথক্ হইয়া যাওয়ার ফলে খাদ্যশস্যের আমদানী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধকালীন পরিবর্তনঃ যুদ্ধকালীন ঘটনাবলী ভারতের বহির্বাণিজ্যের রূপের আরও পরিবর্তন ঘটায়। যুদ্ধকালে বহু নূতন শিল্পের অভ্যুত্থান হয়। ইহার ফলে প্রস্তুত মালের আমদানী কমিতে থাকে। কিন্তু এই সকল শিল্পের জন্য কাঁচামালের আমদানী বাড়িতে থাকে। এদিকে জাপান যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া পড়ায় যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যে ভারত জাপানের স্থান অধিকার করে। ইহার ফলে ভারতের কাঁচা মাল ও প্রস্তুত মালের রপ্তানি বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বস্তুতঃ বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রের লেনদেনে আমাদের বাড়তি এত বৃদ্ধি পায় যে ইংলণ্ডের নিকট আমাদের যে দেনা ছিল, তাহা শোধ করিয়াও ইংলণ্ডের নিকট হইতে আমাদের ১৬০০ কোটি টাকা পাওনা হয়।

যুদ্ধোত্তর কালের গতিঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই মধ্য ও সুদূর প্রাচ্য দেশসমূহের সহিত আমাদের বহির্বাণিজ্যের

অসাধারণ প্রসার ঘটে। যুদ্ধপূর্বকালে স্টার্লিং-মুদ্রামান গ্রহণকারী দেশসমূহের সহিতই আমাদের বহির্বাণিজ্য অধিকাংশ পরিমাণে হইত। ডলার-মুদ্রামান গ্রহণকারী দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের পরিমাণ মাত্র ১০ শতাংশ ছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরে ইংল্যাণ্ড ও কমনওয়েলথ্ দেশসমূহের সহিত আমাদের বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া যায় ও অন্যান্য দেশসমূহের সহিত ইহা বৃদ্ধি পায়।

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আর এক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। বহির্বাণিজ্যের লেনদেনে বাড়তির পরিবর্তে ঘাটতি প্রকাশ পাইতে থাকে। কেন না, স্বাধীনতা লাভের পর রপ্তানির তুলনায় আমাদের আমদানি ভীষণভাবে বাড়িতে স্থুরু করে। ইহার প্রধান কারণ :

(১) দেশ বিভাগের পর আমাদের পাকিস্তান হইতে পাট, তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি কাঁচামাল বহুল পরিমাণে আমদানি করিতে হয়।

(২) দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যশস্যের ঘাটতি ঘটায় বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়।

(৩) শিল্পসমূহের যন্ত্রপাতির ক্ষয়পূরণ ও নূতন শিল্পসমূহের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমাণ অসম্ভব বাড়িয়া যায়।

(৪) সরকারী মহলের পরিকল্পনাকে রূপায়িত করিবার জন্য বহুল্য পরিমাণে মাল আমদানি করিতে হয়।

প্রায় দশ বৎসর কাল এইরূপ ঘাটতি আমাদের সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে মিটানো হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার বিশেষভাবে হ্রাস পাওয়ায় বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি নিবারণের জন্য ভোগ্যপণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ঘাটতির পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া গিয়াছে। বহির্বাণিজ্যের এই অবনতি রোধের নিমিত্ত সরকারী প্রচেষ্টার অন্ত নাই। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়া, বিভিন্ন পণ্যের উপর ধার্য রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করিয়া, কতকগুলি শিল্পের জন্য এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করিয়া ও বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রদর্শনীসমূহে স্টল স্থাপন দ্বারা প্রচার কার্য করিয়া রপ্তানি বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

১৯৬৩-৬৪ সালের বহির্বাণিজ্য : ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রসারের জন্য ভারত সরকারের প্রচেষ্টা ১৯৬৩-৬৪ সালে কিছুটা ফলপ্রসূ হইয়াছে। নিম্নে বহির্বাণিজ্যের যে খতিয়ান দেওয়া হইল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই

দেখা যাইবে যে, আলোচ্যবর্ষে ভারতের রপ্তানি পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ৭৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পায় নাই। তাহার কারণ ভারতের আমদানির বিপুলতা। পূর্বোক্ত খতিয়ান হইতেই দেখা যাইবে যে ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতের মোট রপ্তানির পরিমাণ ৭৬২'৯৩ কোটি টাকা। ইহার বিপক্ষে তাহার মোট আমদানির পরিমাণ ১১৪৩'৬৩ কোটি টাকা। পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য যন্ত্রপাতি প্রভৃতি মূলধনী মাল এবং খাদ্য শস্য, এই দুইটি বিষয়ই ভারতের আমদানির তালিকায় প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে।

॥ ভারতের বহির্বাণিজ্যের খতিয়ান ॥

(কোটি টাকার সমষ্টিতে বিবৃত)

বৎসর	আমদানি	রপ্তানি	ঘাটতি
১৯৫১-৫২	৯৭৯'৩৪	৭৩২'৫	২৪৬'৩৯
১৯৫৫-৫৬	৭৭৪'৩৫	৬০৮'৯১	১৬৫'৪৪
১৯৫৬-৫৭	৯০২'৯১	৬১৯'৬২	২৮৩'২৯
১৯৫৭-৫৮	১০৩৬'৪০	৬৩৫'১৪	৪০১'২৬
১৯৫৮-৫৯	৯০৬'৬৪	৫৭২'৬৪	৩৩১'০০
১৯৫৯-৬০	৯৬১'৪৫	৬৩৯'৬৫	৩২১'৮০
১৯৬০ ৬১	১১২২'৪৮	৬৪২'০৭	৪৮০'৪১
১৯৬১-৬২	১০৯৩'৬২	৬৬০'৫৭	৪৩৩'০৫
১৯৬২-৬৩	১১২০'৯৬	৬৮৮'১০	৪৩২'৮৬
১৯৬৩-৬৪	১১৪৩'৬৩	৭৬২'৯৩	৩৮০'৭০

পাকিস্তানের সহিত ভারতের গত ৫ বৎসরের বাণিজ্য

কোটি টাকায় লিখিত

বৎসর	রপ্তানি	আমদানি	উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (−)
১৯৫৯-৬০	৮'৬০	৭'২৪	+১'৩৬
১৯৬০-৬১	১৪'০১	১০'২৫	+৩'৭৬
১৯৬১-৬২	১৩'৯৬	৯'৫৫	+৪'৩৯
১৯৬২-৬৩	৯'৩৮	১৬'৬৪	−৭'২৬
১৯৬৩-৬৪	৭'১৭	৯'৩৫	−২'১৮

॥ প্রধান পণ্যসমূহের আমদানি ও রপ্তানি ॥

আমদানি

	১৯৫৯-৬০ লক্ষ টাকা	১৯৬০-৬১ লক্ষ টাকা	১৯৬১-৬২ লক্ষ টাকা	১৯৬২-৬৩ লক্ষ টাকা
খাদ্য শস্য	১৮০.৯১	২১৪,০৬	১৪৭,০৭	১৫২,৩৩
কাঁচা তামাক	৭৩	২৩	১,১৪	১,৩৭
চামড়া	১,৮৮	২,৪৭	২,২৪	২,৭৬
নারিকেল ছোবড়া	১০,৯১	১১,৬৪	৯,৪২	৯,৯৭
কাঁচা রবার	৭,৪৩	১০,৭৯	১০,১০	১০,২৩
তূলা	৪১,২৩	৮১,৭৪	৬২,৬৫	৫৬,৯১
পাট	৩,৪২	৭,৬৪	৬,২৭	৩,৩৫
পশম	৯ ৬৮	১০,৪১	১২,১৮	১২,১৫
কাগজ	১১,২৩	১২,১০	১৫,৯৫	১৩,৩৪
কৃত্রিম রেশম সূতা	১২,০৮	১৩,৬৫	১২,৮২	১২,৮৮
লৌহ ও ইস্পাত	৮৪,২৯	১২২.৫৪	১০৭,৮১	৮৬,৬৫
লৌহেতর ধাতু	৩৮,৮১	৪৭,১৩	৪৯,৪৬	১৮,৪১
ধাতু নির্মিত পদার্থ	২৪,৮৮	২১,৯৪	১৭,৯৫	১৮,৪১
কলকব্জা	১৫৪.৮০	২০৩,৩৭	২৩৬,৬৯	২৪৭,১৪
বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি	৫৩,১৫	৫৭,২২	৬৫,৯১	৬২,১৬
রেলগাড়ী	২৩.৭৪	২৫,৩৭	১৫,৫০	২২.৫৮
পেট্রোলিয়াম	১৭,৫৫	১৭,৩৬	৪২,৩৬	৩০,১৫
কেরোসিন	২৩.৫৮	২২,৮০	২৭.৯১	৩২,৩৩
পেট্রোলিয়াম জাত পদার্থ	৪৫,৬৩	২৯,২৮	২৫,৬৯	২৫,১৮
জান্তব চর্বি ও পদার্থ	৫.১০	৪.৬০	৮,৬২	৫,৬৩
রাসায়নিক দ্রব্য	৪৪.৩৬	৩৯,৩৪	৩৫,৫৯	৩৭,৭৮
রঞ্জন পদার্থ	১০,০১	১২,৯১	১৪,৪৬	১২,১৫
ভেষজ পদার্থ	৯.৭১	১০.৫০	১১,৩০	৯,২৪
জমির সার	১৬,৩২	৯,৬১	১২,২২	২৭,২৬
বিবিধ প্রস্তুত মাল	১৫.৪৯	১৭.৪০	২১,৬৯	২৫,০১
মোট	৯৬০,৭৭	১১২১.৬২	১০৩৮,৬২	১০৭৭,০৯

॥ প্রধান পণ্যসমূহের আমদানি ও রপ্তানি ॥

রপ্তানি

	১৯৫৯-৬০ লক্ষ টাকা	১৯৬০-৬১ লক্ষ টাকা	১৯৬১-৬২ লক্ষ টাকা	১৯৬২-৬৩ লক্ষ টাকা
কাজু বাদাম	১৬,০৫	১৮,৯১	১৮,১৭	১৯,৩৬
কফি	৬,৩৩	৭,২২	৯,০২	৭,৬১
চা	১২৮,৬১	১২২,৬১	১২১,৪০	১২৮,২২
মরিচ	৮,১৭	৮,৫০	৮,০৮	৬,৫৭
তৈল খৈল	২১,০৮	১৪,৩০	১৭,৩২	৩১,৭৯
কাঁচা তামাক	১৩,৫৩	১৪,৬১	১৪,০৫	১৮,০০
চামড়া	১১,২৩	৯,৪৭	৮,২২	১০,৮৪
পশম	১২,২১	৭,৭২	৯,২০	৬,৬৮
তুলা	১৪,৪৯	১১,৫৭	২০,৩৫	১৭,০৭
অভ্র	১০,০৪	১০,১৫	৯,৬৬	১০,৩৬
লৌহ আকর	১৪,৫৯	১৭,০৩	১৭,৪১	১৯,৮২
ম্যাঙ্গানীজ	১১,৯৯	১৪,০৬	১১,৪৪	৭,৮৮
লাক্ষা	৬,২৯	৬,৩২	৪,৬২	৪,৮০
উদ্ভিজ্জ তৈল	১৩,৮১	৮,৫৯	৫,৮২	১৩,১৭
রাসায়নিক দ্রব্য	৫,৪৫	৭,১৯	৭,৮২	৭,৮৯
প্রস্তুত চামড়া	৩০,৪৫	২৪,৮৫	২৫,৩৩	২২,৫৮
কার্পাস বস্ত্র	৬৪,২৭	৫৭,৬৬	৪৮,২৬	৪৬,৫৪
চট ও থলিয়া	১০৯,০০	১৩২,৭২	১৪০৪৯	১৫২,১২
কার্পেট	৪,৯২	৪,৭৯	৪,২৮	৪,৩৩
কৃত্রিম রেশম	২,৩৩	৩,৯৪	৭,৪২	৮,৩৩
সিমেণ্ট	৯৩	৬৪	৯০	২৮
লৌহ ও ইস্পাত	১,৯৯	৯,৭৬	৯,৬৩	২,৩১
যন্ত্রপাতি	৯,৭৭	৭,২০	৪,৭৪	৬,৫৬
বিবিধ প্রস্তুত মাল	৩১,০১	৩০,১০	৩৩,৪২	৩৫,৯২
মোট	৬৩৯,৬৫	৬৪২,৩২	৬৬০,৩৪	৬৯৩,৬৯

প্রধান দেশসমূহের সহিত ভারতের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য

হাজার টাকায় লিখিত

দেশ	আমদানি		রপ্তানি	
	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
আফগানিস্তান	৫২৫৯৬	৪৯৮০৮	৬১৩৯২	৭৫৭১০
অস্ট্রেলিয়া	২৪:৮২০	১৭২১৭২	১৮৫৪৪০	১৭৫৮৭৬
অস্ট্রিয়া	২৯০২৮	৩৩৭৮২	৩০২১	৩১০৪
বেলজিয়াম	৯১৫৭৭	৮৬২০৭	৪৪১৮৮	৬৫০৯১
ব্রহ্ম	৯০৯৪৫	৮৯৯০৫	৫০০৬৯	৬৩০৭৯
কানাডা	১৬৮৬৮০	২৪১৫৭০	২২১৮৮৯	২১১৬৬১
সিংহল	৮১৮২৪	৬০১৪৩	১৩৬৫৮১	১৯১৫১৮
চীন	৯৮৬৭	৬০৩	১৪৩৬	৪৪
চেকোশ্লোভাকিয়া	১৯৭০৬৩	১৭৩৩৫৫	১১১৪০৫	১৬১৫৯০
ফ্রান্স	১৪২০৩৮	১৫৮৬০৮	৮৪৯৫০	৮৮৫৮৫
পশ্চিম জার্মানী	৯৮৬৫৮৬	৮৮৬৬৬৫	১৫১৬৭১	১৮৫৯৯৭
পূর্ব জার্মানী	৭৮১৫৫	৯৭৪৪৫	৮৪৮০৫	১০০৭৭৫
ইন্দোনেশিয়া	১৩৮২১	১৬৭৯৬	৪০৫৩১	২৪০৬২
ইরাণ	৪৫৮৭৯৮	৪৭৯০৪০	৬৩৫৬১	৪৩৬০৬
ইরাক	১৮৪৪৭	১৬২৭৯	৩৭০৫১	৩২৪৭৯
ইতালি	২২২০৬০	১৬১৭৫৫	৯৪৮০১	১১১৫৬২
জাপান	৬৪৮৬০৬	৬২৬৩৩৬	৩৩৩৭৪৪	৫৮৫৫৩২
মালয় ফেডাঃ	১০৭০৯৪	১২০৮৫১	৬৬৪২৪	১২৭৫১৬
নেদারল্যাণ্ডস্	১৩৮১৮২	১০৪৩৭৪	৮৮৭৯৭	১০৪০১৯
পূর্ব পাকিস্তান	১০২০৪৭	৮৭৬৭৫	৬৬৯৪৬	৪৯৮২৬
পশ্চিম পাকিস্তান	৬৪৪১৭	৫৮৯৩	২৬৮৮৬	২১০৯৩
পোল্যাণ্ড	৮১৩৩২	১০৩৬৪১	১১৫৪৫২	৯৪৯০০
সৌদি আরব	১২৩৮৩৩	২১৮৩৩৯	২৬৭৮৯	৩১৯৩২
সিঙ্গাপুর	৮১০৯২	৫৩১১৩	৯৩৭৪৬	১৭৩০০২
সুদান	১৭১০৭৩	৮৫২০৩	৮৯৫৬০	৭৮৩৭২
সুইডেন	৮৫৪৯৮	১১৪৬৯৯	১৬৮৯৬	১৮১২৮
সুইট্জারল্যাণ্ড	১০[illegible]২০৫	১২০৫১৫	১৬১৬৬	১০৪৭১
তুরস্ক	৪৪	৫১	৫১৯৪০	২৫১৯২
সংযুক্ত আরব রিপাবলিক	৯৭৭২৮	১৫২৫৬১	১৩০০৯৬	১২৫৬৫৭
বৃটিশ যুক্তরাজ্য	১৮৫৫৫৫২	১৬৮৮৯:৫	১৬২২৪৪২	১৬০৭১২৬
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩৪৬৮৩৯৩	৩৯০২৩৭৮	১১৩৮১৪৫	১২৮৩১৮৯
সোভিয়েট রাশিয়া	৫৮৬৩৯৬	৬৩৯৯১৮	৩৭৯৮৮৪	৫২০৯৯৮
যুগোশ্লাভিয়া	৭৮৮৫৬	১০১১২৬	১১০৭৪২	৯২৮৭৩

ভারতের শিল্প

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে ভারতে শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী খাতে মোট ২ হাজার ২৬৮ কোটি টাকা নিয়োগ করা হয়। তৎপর শিল্পপ্রসারের গতি আরও ত্বরান্বিত করিবার লক্ষ্য নিয়া ১৯৬১-৬২ সাল হইতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা হয়। ঐ পরিকল্পনার আমলে ৫ বৎসরে শিল্পোন্নয়নের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রায় ২ হাজার ৯৯৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরের কার্য কাল শেষ হইয়াছে। সম্প্রতি তৃতীয় পরিকল্পনার গতি সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় যে, কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হয় নাই। ফলে শিল্পোন্নয়নের গতি যতটুকু দ্রুত হইবে বলিয়া পূর্বে মনে করা গিয়াছিল আসলে তাহা হইতেছে না। প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ভারতে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে দেশে শিল্পোৎপাদন গড়ে ১১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবার কথা। কিন্তু ঐ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে অর্থাৎ ১৯৬১-৬২ সালে বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৬·৬ শতাংশ। দ্বিতীয় বৎসরে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার কিছুটা বাড়িয়া ৮ শতাংশ দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তবর্তীকালীন পর্যালোচনা করিতে গিয়া পরিকল্পনা কমিশন জানাইয়াছেন যে, ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে দেশে ধাতু দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ৬৯ ভাগ, যন্ত্রপাতির উৎপাদন শতকরা ২২ ভাগ ও রসায়ন দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ২৩ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনটি সরকারী ইস্পাত কারখানায় উহাদের প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী পুরামাত্রায় ইস্পাত ও ইস্পাতের জিনিস প্রস্তুত হইয়াছে। তবে সরকারী ও, বেসরকারী কারখানাসমূহের উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারিত করিয়া তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইস্পাতের মোট বার্ষিক উৎপাদন যে ৬৮ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার লক্ষ্য স্থির হইয়াছিল শেষ পর্য্যন্ত উৎপাদন সে তুলনায় ১০ লক্ষ টনের মত কম দাঁড়াইবে বলিয়াই কমিশন মনে করেন। ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে বিদ্যুৎ শক্তির

বার্ষিক উৎপাদন ১ কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট, নাইট্রোজেন সারের উৎপাদন ৮ লক্ষ টন পর্যন্ত এবং কয়লার উৎপাদন ৯ কোটি ৭০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইবার কথা। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরের কাজ পর্যালোচনা করিয়া কমিশন জানাইয়াছেন যে, বিদ্যুতের বার্ষিক উৎপাদন শেষ পর্যন্ত ১ কোটি ২৫ লক্ষ কিলোওয়াট এবং নাইট্রোজেন সারের উৎপাদন ৫ লক্ষ টনের বেশী বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা নাই। কয়লার উৎপাদনও নির্দিষ্ট লক্ষ্যের চেয়ে কিছু কম দাঁড়াইবে। তৃতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে বেসরকারী মহলের বিরুদ্ধে অক্ষমতার অভিযোগ শুনা যাইতেছে। কতকগুলি প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে তাহারা উপযুক্ত অর্থ বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হন নাই।

॥ ভারত সরকারের শিল্পনীতি ॥

ভারতের দ্রুত শিল্পায়ণই যে জাতীয় সরকারের প্রধান লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। কিন্তু এই শিল্পোন্নতি করিতে যাইয়া বেসরকারী মহলের হাতে কতটা সুযোগ ও স্বাধীনতা ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কারণ শিল্পোন্নতির চরম উদ্দেশ্য হইল দেশের আর্থিক কাঠামো সুদৃঢ় করিয়া জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করা। অবাধ স্বাধীনতা লাভের ফলে মুষ্টিমেয় ধনী শিল্পপতি আরও ফাঁপিয়া উঠিলে এই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাই ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে একটি শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। পরে পরিণত চিন্তার ফলে ১৯৫৫ সালে ৩০শে এপ্রিল সংসদে একটি সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। উহাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃত্ব ও মালিকানার মূল লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ ও সীমারেখাও নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার পরিকল্পিত ধারা অনুযায়ী শিল্পকে নিম্নবর্ণিত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর শিল্পঃ এই শ্রেণীর ১৭টি শিল্পের নাম নির্দেশিত হইয়াছে। এইসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন উদ্যোগ ও নূতন প্রচেষ্টার একচেটিয়া অধিকার থাকিবে গভর্ণমেণ্টের। এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির নাম ঃ অস্ত্র ও গোলাবারুদ, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, ঢালাই ও পিটানো লৌহ, গুরুভার যন্ত্রপাতি, গুরুভার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কয়লা ও লিগ্‌নাইট, খনিজ তৈল, কতিপয় ধরনের খনিজ (লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, জীপসম, গন্ধক, স্বর্ণ

ও হীরা), দুষ্প্রাপ্য খনিজ (তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি), আণবিক শক্তির উপাদান, বিমানপোত, বিমান পরিবহণ, রেলওয়ে পরিবহণ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের শিল্প-সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প ঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের তালিকায় ১২টি শিল্পের নাম রহিয়াছে। ঐসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কলকারখানা স্থাপন ও সম্প্রসারণ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে প্রধানতঃ রাষ্ট্র অগ্রণী হইবে। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে ও সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী উদ্যোক্তারাও এই সকল শিল্পে নূতন প্রচেষ্টার সুযোগ পাইবে। এই শ্রেণীর শিল্পের নাম ঃ—খনিজ পদার্থ (প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত খনিজ দ্রব্যাদি ছাড়া), এ্যালুমিনিয়াম, মেসিন টুল, খাদমিশ্রিত লোহ, রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্যাদি, এ্যান্টিবাইওটিকস্ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার, কোক্ কয়লা, রাসায়নিক মণ্ড, রাস্তা পরিবহণ এবং সামুদ্রিক পরিবহণ।

তৃতীয় শ্রেণীর শিল্প ও বেসরকারী উদ্যোগ ঃ উপরে উল্লিখিত (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে) শিল্পগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত শিল্পকেই তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী পরিচালনার রীতি বজায় রাখা হইবে। তবে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও উদ্যোক্তাদের কর্মধারা যাহাতে ভারতের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূলগত নীতির পরিপন্থী না হয় সে বিষয়ে সরকার সতর্ক নজর রাখিবেন। শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুযায়ী দরকারমত বেসরকারী শিল্প ব্যবসায়ের কর্মধারা তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বিশেষ প্রয়োজনবোধে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন শিল্প স্থাপনের অধিকারও গভর্ণমেণ্টের থাকিবে।

॥ শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন ॥

ভারত সরকার ১৯৫১ সালে ইণ্ডাস্ট্রীজ্ (ডেভলপ্মেণ্ট এণ্ড্ রেগুলেশন) এ্যাক্ট নামে একটি আইন প্রবর্তন করেন। ঐ আইনে নিয়ন্ত্রণযোগ্য শিল্প হিসাবে প্রথমে ৪২টি বড় ও মাঝারি শিল্পের নাম উল্লেখ করা হয়। পরে আইনটি সংশোধন করিয়া নিয়ন্ত্রণযোগ্য শিল্পের নাম আরও বাড়ানো হয়। শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের একটি উল্লেখযোগ্য বিধান হইতেছে এই যে নিয়ন্ত্রণ-

যোগ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত নূতন বা পুরাতন সকল শিল্পকেই ভারত সরকারের নিকট হইতে অনুমতি ও লাইসেন্স লইতে হইবে এবং উহাদের নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিবিধান মানিয়া চলিতে হইবে। ভারত সরকার পরে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা কিছুটা শিথিল করেন। তাঁহারা জানান যে, যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংখ্যা একশতের কম এবং যাহাদের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার কম তাহাদিগকে উপরোক্ত লাইসেন্স লইতে হইবে না।

পরবর্তী সময়ে ভারত সরকার শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনটির আরও সংশোধন করার সিদ্ধান্ত করেন। উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকার নিম্নে, শ্রমিক সংখ্যা একশত জনের বেশী হইলেও উহাদিগকে লাইসেন্স লইতে হইবে না।

॥ শিল্প সংক্রান্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান ॥

শিল্পোন্নতির সূচক সংখ্যাঃ ১৯৫৬ সালে ভারতে শিল্পপণ্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যাকে ১০০ ধরিয়া পরবর্তী সময়ের হিসাব লইলে দেখা যায় ১৯৬৩ সালের প্রথম দশ মাসে তাহা ১৬১.৪ দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৬২ সালের প্রথম দশ মাসের তুলনায় ঐ বৃদ্ধির হার হইতেছে শতকরা ৮.৯ ভাগ।

শিল্প ক্ষেত্রে বেসরকারী দাদনঃ—১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসরে বেসরকারী উদ্যোগে সাধারণভাবে শিল্প ক্ষেত্রে (খনি শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প সহ) মোট ১৪০০ কোটি টাকা পরিমাণ নূতন মূলধন নিয়োগ করা হইয়াছে। বড় বড় শিল্প কারখানার উন্নত যন্ত্রসজ্জার জন্য অতিরিক্ত ২০০ কোটি টাকার মত নিয়োজিত হইয়াছে।

কলকারখানা ও শ্রমিক সংখ্যাঃ ১৯৬০ সালে ভারতে রেজেস্ট্রীকৃত কলকারখানার সংখ্যা ছিল ৩৬,৪০০টি। প্রায় ৩৭ লক্ষ ৬৪ হাজার শ্রমিক ঐসমস্তে কর্মরত ছিল। কলকারখানাসমূহের মধ্যে প্রায় ৯২ ভাগই ছিল ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের শ্রেণীভুক্ত। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহে প্রায় ১৩ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত ছিল।

যৌথ কোম্পানী ও আদায়ীকৃত মূলধনঃ ১৯৫৯-৬০ সালে ভারতে চালু যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ২৬,৮৯৭টি। ঐ সমস্তের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১,৬১৯ কোটি টাকা। ১৯৬২-৬৩ সালের শেষে চালু যৌথ কোম্পানীর সংখ্যা কমিয়া ২৫,৫২৪টি দাঁড়ায়। কিন্তু মোট আদায়ীকৃত

মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া ২,১৪৫ কোটি টাকা হয়। ভারত সরকারের কোম্পানী আইন সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিভাগ অকেজো কোম্পানীসমূহকে অপসারিত করিবার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার ফলেই চালু কোম্পানীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

১৯৫৭ সালে ভারতে যৌথ কোম্পানীসমূহের মোট অংশীদার সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। ১৯৬১ সালে অংশীদারের সংখ্যা বাড়িয়া ৭ লক্ষ দাঁড়ায়। কোম্পানী-সমূহের মোট সম্পত্তি ঐ সময়ের মধ্যে ২,৬৫০ কোটি টাকা হইতে ৪,১৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৭ সালে কোম্পানীসমূহের মোট আয় (বিক্রয় হইতে) ছিল ৩,৭০০ কোটি টাকা। ১৯৬১ সালে তাহা বাড়িয়া ৫,২১০ কোটি টাকা দাঁড়ায়।

পশ্চিমবঙ্গে কারখানা ও শ্রমিক সংখ্যা ঃ ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে রেজেস্ট্রীকৃত কলকারখানার সংখ্যা ছিল ২,৯৭৪টি। ঐসমস্তে ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার শ্রমিক কর্মরত ছিল। ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কলকারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ৪,৬১৬টি ও নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়া ৭ লক্ষ ৭১ হাজার জন দাঁড়াইয়াছে।

শিল্প হইতে জাতীয় আয়ের সংস্থান ঃ ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ১৬'১ ভাগ বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প হইতে অর্জিত হইয়াছিল। ১৯৬১-৬২ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয় ১৪,৬৩০ কোটি টাকা হয়। উহার মধ্যে ২,৮০০ কোটি টাকা অর্থাৎ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ খনি শিল্প এবং ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্প হইতে অর্জিত হইয়াছিল।

শিল্প-ঋণের ব্যবস্থা ঃ দেশের বড়, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান-সমূহকে প্রয়োজনমত ঋণ প্রদানের জন্য ভারত সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহ কতকগুলি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। উহাদের নাম—ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন, ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন, ন্যাশনাল ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ডেভলপ্‌মেণ্ট কর্পোরেশন, রিফিনান্স কর্পোরেশন, স্টেট্‌ ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন, বোর্ড অব্‌ ইণ্ডাস্ট্রীজ ইত্যাদি। **ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন** ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠান ১৯৬৩ সালের জুন পর্য্যন্ত পনর বৎসরে দেশের বড় ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট ১৬৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা পরিমাণ ঋণ প্রদান করিয়াছে। উক্ত কর্পোরেশনের আদায়ীকৃত মূলধন ৭ কোটি টাকা। উহার মজুত তহবিল দাঁড়াইয়াছে ৩ কোটি টাকা। **ইণ্ডাস্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড**

ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন ১৯৬৩ সালে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২৩ কোটি ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছে। রিফিনান্স কর্পোরেশন ১৯৬১ সালে ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৬২ সালে ১০ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। ১৯৬৩ সালে ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪ কোটি ৯ লক্ষ টাকা। ১৯৬২ সালে ২০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার নিকট হইতে সাহায্য পায়। ১৯৬৩ সালে সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১টি। ভারতের রাজ্যগুলিতে যে স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন সমূহ প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের মাধ্যমে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত ২৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদত্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন ১৯৫৯-৬০ সাল হইতে ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে মোট ২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে।

॥ শিল্প বাণিজ্যে সরকারী উদ্যোগ ॥

এদেশে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য জাতীয় সরকার সাক্ষাৎভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। সরকারী মূলধন ও পরিচালনায় গত ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে অনেকগুলি নূতন সংস্থা ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতে সরকারী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩৬টি এবং উহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ১৯৬৩ সালে (মার্চ মাসে) সরকারী কোম্পানীর সংখ্যা ১৬০টি ও উহাদের আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ৭৮৬ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। সরকারী কোম্পানীসমূহের আদায়ীকৃত মূলধন সমস্ত যৌথ কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধনের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী। সরকারী কোম্পানীসমূহের মধ্যে হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড সর্বপ্রধান। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে উহার আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬৭ কোটি টাকা।

সরকারী শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার মুনাফা : ভারত সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত শিল্প-বাণিজ্য সংস্থাগুলির মধ্যে ২৭টি ১৯৬২-৬৩ সালে মোট ১৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা পরিমাণ লাভ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে। সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডে এ পর্যন্ত ৭০০ কোটি টাকার উপর দাদন করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ কোম্পানী এখনও কোন মুনাফা করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৯৬২-৬৩ সালের হিসাবে ঐ কোম্পানীর ২৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার মত লোকসান দাঁড়াইয়াছে।

॥ সরকারী শিল্প-বাণিজ্য সংস্থার আয় ও মুনাফা ॥

(১৯৬২-৬৩)

শিল্প সংস্থাসমূহের নাম	আয়—কোটি টাকা (বিক্রয় হইতে)	নীট মুনাফা (আদায়ীকৃত মূলধনের শতকরা অংশ)
১। হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ	১২৪.২৮	—
২। ভারত ইলেক্ট্রনিকস্ লিঃ	৩.৬১	৮.৫
৩। হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্ট্ লিঃ	১০.৮৯	৪.৭
৪। হিন্দুস্থান কেবলস্ লিঃ	৩.২৫	১৩.৮
৫। হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিঃ	৭.০৮	২১.২
৬। ইণ্ডিয়া টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ	৭.৮৮	১০.০
৭। ন্যাশনাল ইনস্ট্রুমেণ্টস্ লিঃ	০.৮৮	৫.০
৮। প্রয়াগ টুলস্ কর্পোরেশন লিঃ	০.৭৫	০.২
৯। ফার্টিলাইজার্স কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ	২২.৬১	৩.৬
১০। হিন্দুস্থান এন্টিবাইওটিকস্	৪.০৭	২৮.১
১১। হিন্দুস্থান ইনসেক্টসাইডস্ লিঃ	১.৬১	১৬.৯
১২। হিন্দুস্থান সল্টস্ লিঃ (১৯৬১-৬২)	০.৯১	৭.৪
১৩। ন্যাশনাল কোল্ ডেভেলপ্মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ	১৭.১৮	২.৮
১৪। ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস্ লিঃ	০.৭৩	১১.৩
১৫। ত্রিবাঙ্কুর মিনারলস্ লিঃ	০.৭১	৭.২
১৬। গার্ডেনরীচ্ ওয়ার্কসপস্ লিঃ	১.৯৫	১২.০
১৭। হিন্দুস্থান সিপইয়ার্ড লিঃ	৫.৫৩	০.১
১৮। এয়ার ইণ্ডিয়া লিঃ	২৪.৫৩	১৯.৪
১৯। সিপিং কর্পোরেশন অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ	১০.৪৩	৫.৭
২০। ইণ্ডিয়া অয়েল কোং লিঃ	১৯.৮৩	১৮.৮
২১। হিন্দুস্থান হাউসিং ফ্যাক্টরি লিঃ	০.৭৫	৫.০
২২। স্টেট্ ট্রেডিং কর্পো অব্ ইণ্ডিয়া লিঃ	—	৭০.৭
২৩। ন্যাশনাল নিউজ্ প্রিন্ট এণ্ড্ পেপার মিলস্ লিঃ	২.৮১	১১.২

॥ ভারতে বিভিন্ন শিল্পপণ্যের উৎপাদন ॥

শিল্পপণ্যের নাম	পরিমাপের ভিত্তি	১৯৬২	১৯৬৩ (প্রথম আটমাস)
কয়লা	লক্ষ মেট্রিক টন	৬,১৫	৪,৪৯
ইস্পাত	" " "	৩৭	৪৪*
সিমেন্ট	" " "	৮৫	৬১
লবণ	" " "	৩৯	৪০
কার্পাস-বস্ত্র	কোটি মিটার	৪,৪৮	২,৯৩
" সূতা	" কিলোগ্রাম	৮৬	৫৮
চিনি	হাজার মেট্রিক টন	২৭.৮৬	১৪,৭১
চট	" " "	১১,৮১	৮,২৮
কাগজ ও বোর্ড	" কুইণ্টাল	৩৮,৭৬	২৯,৬৮
দিয়াশলাই	লক্ষ গ্রোস (বাক্স)	২,৮৮	—
বাইসাইকেল	হাজারটি	১১,১৫	৭,৭১
মোটরযান	"	৫৬	৩২
সেলাই কল	"	৩,৪৩	২,৪৯
বৈদ্যুতিক পাখা	"	১১,৩৪	৮,৩৬
বেতার গ্রাহক যন্ত্র	"	৩,৪৮	২,৭২
ষ্টোরেজ ব্যাটারি	"	৫,৬৪	৪,৫৯
ডিজেল ইঞ্জিন	"	৫০	৪২
মেসিন টুল	লক্ষ টাকা মূল্যের	১,০৭৪	১,০২৯
বৈদ্যুতিক মোটর	হাজার অশ্ব শক্তি	৯৮০	৭৭৮
সোডা এ্যাস	হাজার মেট্রিক টন	২,২২	১,৭৪
সালফিউরিক এসিড	" " "	৪,৫৮	৩,৫৮
কস্টিক সোডা	" " "	১,২০	৯৬
ক্লোরাইন	" " "	৩৬	২৭
ব্লিচিং পাউডার	" " "	৬	৪
বাইক্রোমেটস্	" " "	৭	৪
সুপার ফস্‌ফেট্‌স্	" " "	৪,৪৫	৩,৬৫

* ১৯৬৩ সালের সারা বৎসরের অনুমিত উৎপাদন

শিল্পপণ্যের নাম	পরিমাপের ভিত্তি	১৯৬২	১৯৬৩ (প্রথম আটমাস)
এলুমিনিয়ম	মেট্রিক টন	৩৫,৪০৪	৩৪,৫৭৫
এন্টিমনি	" "	৬৬১	৫৮৫
তাম্র	" "	৬,২১৬	৬,৪৮১
স্বর্ণ	কিলোগ্রাম	৫,০৭৬	২,১৯৭

॥ বিভিন্ন শিল্পের পরিচয় ॥

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

ভারতে আধুনিক প্রক্রিয়ায় লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুতের কাজ সুরু হয় ১৯০৭ সালে। ঐ সময়ে জামসেদপুর টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী স্থাপিত হয়। অতঃপর ১৯১৮ সালে বাংলার হীরাপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী এবং মহীশূরের ভদ্রাবতীতে মহীশূর আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কসের কাজ সুরু হয়। ধীরে ধীরে ইস্পাতের উৎপাদন বাড়িয়া ১৯৪৭ সালে সাড়ে আট লক্ষ টন দাঁড়ায়। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী প্রচেষ্টায় এদেশে পুরানো ইস্পাত কারখানাগুলির কাজ উল্লেখযোগ্যরূপে প্রসারিত হইয়াছে এবং ভিলাই, রাউরকেলা ও দুর্গাপুরে তিনটি বড় ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ভিলাই ও রাউরকেলায় এবং ১৯৬০ সাল হইতে দুর্গাপুরে ইস্পাত ও ইস্পাতের জিনিষ উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয়।

ভারতে ইস্পাত উৎপাদনের সুযোগ সম্ভাবনাঃ এদেশে ইস্পাত উৎপাদনের কাঁচামাল ও সরঞ্জামের স্বাভাবিক যোগান রহিয়াছে। প্রধান উপাদান—আকরিক লৌহের ভাণ্ডার এদেশে বিপুল। পৃথিবীতে যত আকরিক লৌহ আছে তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশই ভারতে অবস্থিত। অন্যান্য দেশে আকরিক লৌহ হইতে সাধারণতঃ শতকরা ১০।১৫ ভাগের বেশী ইস্পাত পাওয়া যায় না। ভারতের লৌহ হইতে ইস্পাত পাওয়া যায় শতকরা ৩০।৪০ ভাগ। তাহা ছাড়া এদেশে চূর্ণাপাথর, কয়লা ও ম্যাঙ্গানীজেরও প্রচুর যোগান রহিয়াছে। ১৯৬৩ সালে ভারতে প্রায় ২ কোটি টন অশোধিত লৌহ উৎপন্ন হইয়াছে।

চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখনও স্বল্পঃ ভারতে বর্তমানে ইস্পাতের বার্ষিক চাহিদা ৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। অথচ

এদেশে ইস্পাতের উৎপাদন এখন বার্ষিক ৪৪ই লক্ষ মেট্রিক টনের উপর পৌঁছে নাই। বৎসরে ৮।১০ লক্ষ টনের মত ইস্পাত বিদেশ হইতে আমদানি করা হয়। তাহাতেও দেশে ইস্পাতের ঘাটতি থাকিয়া যাইতেছে। ভারতে পিগ্ আয়রণ বা লৌহপিণ্ডের বর্তমান বার্ষিক চাহিদা দাঁড়াইয়াছে প্রায় ২০ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু এদেশে উহার বার্ষিক উৎপাদন এখনও ১২ লক্ষ টনে পৌঁছে নাই। চাহিদার তুলনায় যোগানের স্বল্পতা দেখিয়া চলতি ইস্পাত কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ ও নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হইতেছে।

বেসরকারী কারখানা সম্প্রসারণঃ ১৯৫৬-৫৭ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সুরু হইতে প্রয়োজনীয় ঋণ ও যন্ত্রপাতি যোগাইয়া এদেশে পুরাণো তিনটি বেসরকারী ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল পূর্বে মাত্র ৮ লক্ষ টন। বর্তমানে তাহা প্রায় ২০ লক্ষ টনে পৌঁছিয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানীর উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩ লক্ষ টন হইতে প্রায় ১০ লক্ষ টনে এবং মহীশূর আয়রণ এণ্ড স্টীল ওয়ার্কসের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩০ হাজার টন হইতে ১ লক্ষ টনের উপর প্রসারিত হইয়াছে।

সরকারী ইস্পাত কারখানা ও হিন্দুস্থান স্টীল লিঃঃ ১৯৬১-৬২ সালে হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডের পরিচালনাধীন ভিলাই, রাউরকেল্লা ও দুর্গাপুর এই তিনটি ইস্পাত কারখানা হইতে ৭০ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকার জিনিষ বিক্রীত হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে সেস্থলে ১২৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকার জিনিষ বিক্রীত হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে সাধারণ আয়-ব্যয়ের হিসাবে হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেডের মোট ৬ কোটি টাকার মত লাভ দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু যন্ত্রপাতির মূল্যাপকর্ষ বাদ দিয়া শেষ পর্যন্ত ২৩ কোটি টাকার উপর লোকসান ঘটিয়াছে।

সরকারী কারখানাসমুহে দাদনঃ ১৯৬৩ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত তিনটি সরকারী ইস্পাত কারখানায় মোট দাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় এইরূপঃ—ভিলাই ২২৫ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, রাউরকেল্লা ২৻৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা, দুর্গাপুর ১ ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। তাহা ছাড়া হিন্দুস্থান স্টীল লিমিটেড ঐ সময় মধ্যে কোল্ ওয়াসারি প্রজেক্ট, ফার্টিলাইজার্স প্ল্যাণ্ট,

বোখারো স্টীল প্রজেক্ট ও হেড অফিস দফায় আরও ৩৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা নিয়োগ করে।

ইস্পাতের জিনিসপত্রের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহার ঃ ভারতে লৌহ ও ইস্পাতজাত বিভিন্ন জিনিষের বণ্টন ও মূল্য সম্পর্কে গত কয় বৎসর যাবৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণনীতি বলবৎ রহিয়াছে। ভারত সরকার ১৯৬৪ সালের ১লা মার্চ হইতে পিগ্ আয়রণ (লৌহপিণ্ড), ইনগট মোল্ড, বটম্ প্লেট, বিলেট, টিন বার, প্লেট শিট (চাদর), ওয়াইড স্ট্রীপ্, স্কেল্প, টিন প্লেট, এবং হুপ্ ছাড়া অন্যান্য জিনিষপত্রের উপর হইতে পূর্বকার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উঠাইয়া লইয়াছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে এদেশে ইস্পাতের উৎপাদন ৬৮ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছিল। উৎপাদনের গতিদৃষ্টে মনে হইতেছে, ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত মোট বার্ষিক উৎপাদন ৫৮ লক্ষ টনের বেশী হইবে না।

ভারতে ইস্পাতের উৎপাদন

সাল	উৎপাদনের পরিমাণ
১৯৫৭	১৭ লক্ষ ১৫ হাজার টন
১৯৫৮	১৮ " ১৩ " "
১৯৫৯	২৪ " ৩৩ " "
১৯৬০	২২ " ৬০ " "
১৯৬১	২৮ " ৪০ " "
১৯৬২	৩৭ " ১৮ হাজার মেট্রিক টন
১৯৬৩	৪৪ " ৪৩ " " " (অনুমিত)

কয়লা-শিল্প

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যক্রম অনুসরণের ফলে ভারতে কয়লার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫১ সালে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার প্রাক্কালে ভারতে ৩ কোটি ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন পরিমিত কয়লা উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া ১৯৬২ সালে ৬ কোটি ১৫ লক্ষ মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। উৎপাদন অবশ্য এখনও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পোঁছায় নাই। কিন্তু কয়লার বাড়তি যোগান ইতিমধ্যেই

অতি-উৎপাদনের পর্যায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে। খনির পাশে মজুদ অবিক্রীত কয়লার পরিমাণ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে মজুদ কয়লার পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। সেস্থলে ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে তাহা দাঁড়ায় ৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু এই সঙ্কট সাময়িক বলিয়াই মনে হয়। শিল্পোন্নতির কাজ প্রধাবিত হইলে এবং বিশেষ করিয়া কয়লা হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নূতন নূতন পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী হইলে কয়লার চাহিদা দেশে আবার বেশ বাড়িয়া চলিবে সন্দেহ নাই।

কয়লার খনি ও নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা ঃ ভারতে কয়লা সম্পদের প্রাচুর্য রহিয়াছে। এদেশের বিভিন্ন অংশে প্রায় ৩৫ হাজার বর্গমাইলব্যাপী কয়লা-খনি অঞ্চল বর্তমান। ভারতে চালু কয়লার খনির সংখ্যা প্রায় ৮৫০টি। ঐ সমস্ত গড়ে দৈনিক ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। ভারতের খনি অঞ্চলসমূহে মজূত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৬ হাজার কোটি টন বলিয়া অনুমিত হয়।

বিভিন্ন খনি অঞ্চলে কয়লার উৎপাদন ঃ ১৯৬২ সালে যে ৬ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৮ হাজার মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের খনি অঞ্চলের উৎপাদন ছিল এইরূপ ঃ বিহার ২ কোটি ৯৮ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন, পশ্চিমবঙ্গ ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮১ হাজার মেট্রিন টন, অন্ধ্র ৩১ লক্ষ ১৯ হাজার মেট্রিক টন, মধ্যপ্রদেশ ৬৭ লক্ষ ৩৭হাজার মেট্রিক টন, উড়িষ্যা ১১ লক্ষ ৩৩ হাজার মেট্রিক টন, আসাম ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার মেট্রিক টন, মহারাষ্ট্র ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন, রাজস্থান ৩৫ হাজার মেট্রিক টন এবং মাদ্রাজ ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মেট্রিক টন।

কয়লার প্রধান খরিদ্দারসমূহ ও কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ ঃ ১৯৬২ সালে যেসব শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানে কয়লার কাটতি হইয়াছিল তাহাদের প্রধান কয়েকটির নাম ও ব্যবহৃত কয়লার পরিমাণ (সহস্র মেট্রিক টন হিসাবে) এইরূপ—রেলওয়ে ১৪৭৬৮, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ৯৭৪৯, বিদ্যুৎ শিল্প ৭১৩৩, সিমেন্ট শিল্প ২৮৭১, কাপড়ের কল ১৮৮৪, কাগজের কল ১০৫৪, রাসয়নিক কারখানা ৭৫২, চটকল ৩৩৯, তেলকল ২৬৫, চিনির কল ১৭৬, জাহাজ চলাচল সংস্থা ১৯২, কাঁচ কারখানা ২১৮, সামরিক সরঞ্জাম তৈয়ারীর কারখানা ১৬১, মৃৎশিল্প ১৫৪, গ্যাস উৎপাদন সংস্থা ১৯৯, রবার শিল্প ৯২, তাম্র শিল্প ৪২, পশম কল ৭৭ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ ৮৬ হাজার মেট্রিক টন।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল ৯ কোটি ৯০ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু সম্প্রতি উহা কমাইয়া ৯ কোটি ৩ লক্ষ মেট্রিক টন করা হইয়াছে।

কয়লার রপ্তানি বাণিজ্য ঃ ১৯৬২ সালে ভারত হইতে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা রপ্তানি হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৬৩ সালে কয়লা রপ্তানি হইয়াছে ১১ লক্ষ মেট্রিক টন।

ন্যাশনাল কোল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিঃ এদেশে সরকারী কয়লার খনিসমূহ পরিচালনার জন্য ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে ন্যাশনাল কোল্ ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন গঠন করেন। সরকারী উদ্যোগে নূতন খনি স্থাপন ও তাহাদের কাজ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ঐ সংস্থার উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে খনি উন্নয়ন সংস্থা গঠনের প্রস্তাব ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও সালানপুর এলাকায় ২ কোটি টন মজুত কয়লা সমন্বিত খনি অঞ্চলের মালিকানাস্বত্ব লাভ করিয়াছেন। সরকারের সাক্ষাৎ কর্তৃত্বে ঐসব অঞ্চলে কয়লা উত্তোলনের কাজ পরিচালনার জন্য একটি মাইনিং ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন গঠনের প্রস্তাব হইয়াছে।

ভারতে কয়লার উৎপাদন

সাল	উৎপাদন
১৯৫৯	৪ কোটি ৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন
১৯৬০	৫ ,, ২৬ ,, ,,
১৯৬১	৫ ,, ৬১ ,, ,,
১৯৬২	৬ ,, ১৫ ,, ,,

বস্ত্র শিল্প

কার্পাস হইতে সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুতের শিল্প ভারতে বৃহত্তম শিল্পের স্থান অধিকার করিয়া আছে। এদেশের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমানে প্রায় ৫১০টি কাপড়ের কল চালু রহিয়াছে। ঐ সমস্তে উৎপন্ন বস্ত্রের মূল্য বাৎসরিক ৫০০ কোটি টাকার মত। বস্ত্র উৎপাদনের দিক দিয়া সারা পৃথিবীতে ভারতের

স্থান তৃতীয়। এই শিল্প হইতে এদেশে বৎসরে সরকারী রাজস্বের সংস্থান হয় প্রায় ১০০ কোটি টাকা। বাহিরে বস্ত্র রপ্তানির ফলে বার্ষিক ৪০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জিত হয়। কাপড়ের কলসমূহে সূতা ও বস্ত্র তৈয়ারির কাজে প্রতি বৎসর ৭০ লক্ষ গাঁইট পরিমিত তূলা ব্যবহৃত হয়, আর তাহাতে এদেশের অগণিত তূলা চাষী ও ব্যবসায়ী উপকৃত হইয়া থাকে। ঐসব দিক দিয়া দেখিতে গেলে এদেশে বস্ত্রশিল্পের গুরুত্ব সমধিক।

তাঁত ও টাকুর সংখ্যা: বর্তমানে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে মোট ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকু সংস্থাপিত রহিয়াছে। নিয়োজিত তাঁতের সংখ্যা ২ লক্ষ।

নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা: ১৯৬১ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে নিয়োজিত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯৩৬ কোটি টাকার উপর। কাপড়ের কলগুলিতে কর্মরত লোকের সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ৭৮ হাজার লোক।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য: তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ভারতে সূতী বস্ত্রের বার্ষিক উৎপাদন (মিল ও তাঁত মিলাইয়া) ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে ৯৩০ কোটি গজ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। উহার মধ্যে ৫৮০ কোটি গজ কাপড়ের কলসমূহের মাধ্যমে, ৩৩৫ কোটি গজ হস্তচালিত তাঁত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁতসমূহের মাধ্যমে এবং বাকী ১৫ কোটি গজ খাদি শিল্পের মাধ্যমে উৎপন্ন হইবার কথা। ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে এদেশে কার্পাস সূতার বাৎসরিক উৎপাদন ২২৫ কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি করা স্থির হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার নির্দেশ অনুযায়ী কাপড়ের কলসমূহে নূতন ৪০ লক্ষ টাকু বসানোর কথা। এ পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ ৬০ হাজার টাকুর লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত মাত্র ২২ লক্ষ নূতন টাকু বসান হইয়াছে।

বস্ত্র ও সূতা উৎপাদনের গতি: ১৯৫১ সালে ভারতের কাপড়ের কলসমূহে ৪০৮ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে উৎপাদন সর্বোচ্চে ৫৩১ কোটি গজে পৌঁছিয়াছিল। তারপর উৎপাদন আর কোন বৎসর ৫০০ কোটি গজের ঊর্ধ্বে যায় নাই। অথচ তৃতীয় পরিকল্পনা অনুসারে কাপড়ের কলে বস্ত্রের উৎপাদন ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে ৫৮০ কোটি গজ পর্যন্ত প্রসারিত হইবার কথা। ১৯৬৩ সালে সূতার উৎপাদন ৮৮ কোটি কিলোগ্রাম পৌঁছিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

জনপিছু বণ্টনযোগ্য বস্ত্রঃ ১৯৫২ সালে ভারতে বণ্টনযোগ্য কার্পাস বস্ত্রের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল জনপিছু গড়ে ১৪.৩ গজ। ১৯৫৬ সালে তাহা বাড়িয়া ১৫.৯ গজ হয়। ১৯৬০ সালে বণ্টনযোগ্য বস্ত্র হ্রাস পাইয়া জনপিছু গড়ে ১৫.২ গজ দাঁড়ায়।

ভারত হইতে বস্ত্র ও সূতা রপ্তানিঃ ১৯৬২ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৩৯ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫০ কোটি ৮৩ লক্ষ গজ মিলবস্ত্র রপ্তানি হইয়াছিল। সেস্থলে ১৯৬৩ সালে ৪১ কোটি টাকা মূল্যের ৫৩ কোটি গজ বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছে। ১৯৬২ সালে ৫ কোটি ২২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ কোটি ২৯ লক্ষ পাউণ্ড সূতা বাহিরে চালান দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৬৩ সালে ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা মূল্যের মোট ২ কোটি ৯৮ লক্ষ পাউণ্ড সূতা চালান দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বস্ত্র-শিল্পঃ পশ্চিমবঙ্গে একাধারে কার্পাস সূতা ও বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য ১৯টি কল এবং কেবল সূতা প্রস্তুতের জন্য ১২টি কল রহিয়াছে। বিভিন্ন সালে **বস্ত্র উৎপাদনের পরিমাণ**ঃ ১৯৬১ সালে ২৬ কোটি ৭২ লক্ষ মিটার, ১৯৬২ সালে ২৬ কোটি ৪৫ লক্ষ মিটার এবং ১৯৬৩ সালে ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ মিটার। **সূতা উৎপাদনের পরিমাণ**ঃ ১৯৬১ সালে ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ কিলোগ্রাম, ১৯৬২ সালে ৪ কোটি ৪৭ লক্ষ কিলোগ্রাম এবং ১৯৬৩ সালে ৫ কোটি ৪ লক্ষ কিলোগ্রাম।

ভারতে সূতা ও বস্ত্র উৎপাদন

সাল	সূতা উৎপাদন	বস্ত্র উৎপাদন
১৯৫৫	১৬৩ কোটি পাউণ্ড	৫০৯ কোটি গজ
১৯৫৬	১৬৭ " "	৫৩০ " "
১৯৫৭	১৭৮ " "	৫৩১ " "
১৯৫৮	১৬৮ " "	৪৯২ " "
১৯৫৯	৭৮ " কিলোগ্রাম	৪৫০ " মিটার
১৯৬০	৭৯ " "	৪৬১ " "
১৯৬১	৮৬ " "	৪৬৯ " "
১৯৬২	৮৬ " "	৪৪৮ " "

চা শিল্প

অর্থকরী বাণিজ্য-পণ্য হিসাবে দুনিয়ার হাটে চায়ের স্থান অগ্রগণ্য। ভারত আজ জগতে সবচেয়ে বড় চা-উৎপাদনকারী দেশ বলিয়া পরিগণিত। ভারতে বৎসরে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা মূল্যের চা উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন চায়ের বেশীর ভাগই বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। ঐ পণ্য রপ্তানি করিয়া প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। ১৯৬৩ সালে ঐ পণ্য দ্বারা ১৩২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইয়াছে।

চা শিল্পের সূচনা ও প্রসার ঃ ১৮৩৪ সালে প্রথম আসামে চায়ের চাষ সুরু হয়। পরে ক্রমে ক্রমে ভারতের অন্য কয়েকটি অঞ্চলেও চায়ের চাষ প্রচলিত হয়। ১৮৩৮ সালে প্রথম এদেশ হইতে ইংলণ্ডে চা রপ্তানি হয়। কলিকাতায় ১৮৬০ সাল হইতে চায়ের নিলাম বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে বর্তমানে ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত একর জমিতে চায়ের চাষ হইয়া থাকে। উহার মধ্যে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার একর আসামে, ১ লক্ষ ৯৬ হাজার একর পশ্চিমবঙ্গে এবং ১ লক্ষ একর ত্রিপুরায় অবস্থিত। ভারতে ছোট বড় বাগিচার সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। তন্মধ্যে ৭৯১টি আসামে, ২০৮টি পশ্চিমবঙ্গে এবং ৫৬টি ত্রিপুরায় অবস্থিত।

নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক ঃ মোট দাদন ও মজুত তহবিল মিলাইয়া প্রায় ২০০ কোটি টাকা বর্তমানে চা শিল্পে খাটিতেছে। এদেশে বিভিন্ন অঞ্চলের চা বাগিচা সমূহে দশ লক্ষের উপর শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের চা বাগিচা সমূহে ২ লক্ষ ৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত আছে।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উৎপাদনের গতি ঃ তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে ভারতে চায়ের বার্ষিক উৎপাদন ৯০ কোটি পাউণ্ড (৪০ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোগ্রাম) পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারতে চায়ের উৎপাদন ১৯৬১ সালে ৭৮ কোটি ১০ লক্ষ পাউণ্ডে (বা ৩৫ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোগ্রামে) পৌঁছিয়াছিল। উহাই এদেশে চা উৎপাদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড।

চায়ের উপর শুল্ক ঃ ১৯৫৫-৫৬ সালে চা শিল্প হইতে ১ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ সরকারী সেস্ আদায় করা হয়। ১৯৬০-৬১ সাল ও ১৯৬২-৬৩ সালে যথাক্রমে সেস্ আদায় হয় ৮৫ লক্ষ টাকা ও ৯৪ লক্ষ টাকা।

চায়ের রপ্তানি বাণিজ্যঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে বিদেশে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি বার্ষিক ৬১ কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি করার নির্দেশ রহিয়াছে। রপ্তানি গত তিন বৎসর যাবৎ বাড়িয়া চলিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও তাহা ৫০ কোটি পাউণ্ডে পৌঁছায় নাই।

ভারতীয় চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানি

	উৎপাদন (লক্ষ পাউণ্ড)	রপ্তানি (লক্ষ পাউণ্ড)
১৯৫৫	৬৬,৮১	৩৬,৭৫
১৯৫৬	৬৬,৭০	৫২,৩৫
১৯৫৭	৬৭,৮৯	৪৪,২৬
১৯৫৮	৭১,৩৭	৫০,৫৯
১৯৫৯	৭১,৮০	৪৭,২৪
১৯৬০	৭০,৮০	৪২,৫০
১৯৬১	৭৮,১০	৪৫,৫০
১৯৬২	৭৫,৯০	৪৭,২০
১৯৬৩	৭৬,০০	৪৯,৩০

কাগজ শিল্প

১৮৭০ সালে কলিকাতার নিকটে বালিতে যন্ত্র সাহায্যে প্রথম কাগজ প্রস্তুতের কাজ সুরু করা হইয়াছিল। তারপর টিটাগড় পেপার মিলস্ এবং বেঙ্গল পেপার মিলস্ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এদেশে ঐ শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। কিন্তু ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতে কাগজ ও বোর্ডের উৎপাদন ১ লক্ষ ৯ হাজার টনের বেশী দাঁড়ায় নাই। সম্প্রতি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলে উৎপাদনের গতি প্রধাবিত হইয়াছে।

কাগজের কল, নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যাঃ ১৯৫৮ সালে ভারতে কাগজ ও বোর্ড তৈয়ারীর জন্য রেজেস্ট্রীকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৬৮টি ঐ সমস্তে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৬ কোটি টাকার উপর। কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ২৬ হাজার জন।

বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ উৎপাদনের পরিমাণঃ ভারতে গত ১৯৬২-৬৩ সালে মোট ৩৫টি কাগজের কল চালু ছিল। ঐ সমস্তে মোট

৪ লক্ষ ৬ হাজার ৪৪ মেট্রিক টন কাগজ উৎপন্ন হইয়াছিল। উৎপন্ন কাগজের মধ্যে শতকরা ৬০.৯ ভাগ ছিল ছাপিবার ও লিখিবার কাগজ, ২৯.৩ ভাগ মোড়কের কাগজ, ১.৯ ভাগ ছিল বিশেষ শ্রেণীর কাগজ এবং শতকরা ৭.৯ ভাগ ছিল বোর্ড। বিভিন্ন প্রকার কাগজের মোট উৎপাদন ছিল এইরূপ: ছাপিবার ও লিখিবার কাগজ ২,৪৭,১২৫ মেট্রিক টন, মোড়কের কাগজ ১,১৮,৮০১ মেট্রিক টন। বিশেষ শ্রেণীর কাগজ ৮,০৪৪ মেট্রিক টন এবং বোর্ড ৩২,০৭৪ মেট্রিক টন।

কাগজের আমদানি ও রপ্তানি: ১৯৬২ সালে বিদেশ হইতে ১৯ হাজার ৫৫৩ মেট্রিক টন পরিমিত কাগজ ও বোর্ড আমদানি হইয়াছিল। অপর দিকে ১ হাজার ৬২ মেট্রিক টন কাগজ ও বোর্ড এদেশ হইতে বাহিরে রপ্তানি হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য: ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে ভারতে কাগজ ও বোর্ডের বার্ষিক উৎপাদন ৭ লক্ষ মেট্রিক টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার লক্ষ্য স্থির হইয়াছে। তদনুযায়ী দেশে পুরানো কাগজের কলগুলির কার্য সম্প্রসারণের ও নূতন কল স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইতেছে।

নিউজপ্রিণ্টের চাহিদা, উৎপাদন ও আমদানি: ভারতে নিউজপ্রিণ্টের বার্ষিক চাহিদা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন। সরকারী উদ্যোগে ১৯৫৫ সাল হইতে ন্যাশনাল নিউজপ্রিণ্ট এণ্ড্ পেপার মিলস্ লিঃ (নেপা) স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ৩৫,০০০ মেট্রিক টন। চাহিদা মিটাইবার জন্য একদিকে ঐ কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা ৭৫ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব হইয়াছে এবং অপরদিকে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে দুইটি নূতন কারখানার লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। ভারতে ১৯৬২ সালে ৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাহির হইতে ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৬৭৮ মেট্রিক টন পরিমিত নিউজপ্রিণ্ট আমদানি করা হয়। ১৯৬৩ সালে নেপা মিলসে ৩০,৩৬১ মেট্রিক টন নিউজপ্রিণ্ট উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে ও বিদেশে জনপিছু কাগজ ব্যবহার: ভারতে জনপিছু গড়ে বৎসরে মাত্র ২½ পাউণ্ড কাগজ ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংলণ্ড, জাপান ও মিশরে জনপিছু গড়ে বৎসরে কাগজ ব্যবহৃত হয় ৪১৮ পাউণ্ড, ২৪০ পাউণ্ড, ১৮৭ পাউণ্ড, ৫২ পাউণ্ড ও ৭ পাউণ্ড।

ভারতে কাগজ ও বোর্ডের উৎপাদন

১৯৫৯	২ লক্ষ ৯৯ হাজার মেট্রিক টন
১৯৬০	৩ " ৪৫ " "
১৯৬১	৩ " ৬৩ " "
১৯৬২	৩ " ৮৭ " "
১৯৬৩	৪ " ৬৫ " (অনুমিত)

চট শিল্প

ভারতের সুপ্রতিষ্ঠ শিল্পগুলির মধ্যে চটশিল্প অন্যতম। ১৮৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ায় ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়। ১৯৬৩ সালে চটের উৎপাদন ও রপ্তানি দুইই রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও রপ্তানির যে বার্ষিক লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল ১৯৬৩ সালেই সে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হইয়াছে। বাহিরে পাটজাত জিনিস রপ্তানি করিয়া ঐ বৎসর ভারত ১৬০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করিয়াছে। ১৯৬২ সালে ১৫০ কোটি টাকার অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইয়াছিল।

চটকলের সংখ্যা ও নিয়োজিত তাঁত: ভারতে চালু চটকলের সংখ্যা ১০৬টি। ঐসব কলে নিয়োজিত তাঁতের সংখ্যা ৭২,৯৬০টি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মোট তাঁত সংখ্যার উহা প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। ভারতের অধিকাংশ চটকলই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত।

নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক: ভারতীয় চটশিল্পে দাদনীকৃত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা। ঐ শিল্পে ২ লক্ষ ১৯ হাজার শ্রমিক কাজ করিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের চটকলগুলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭ হাজার।

পাটের যোগান: ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতে পাটের জমি ও পাটের উৎপাদন—দুইই উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ২১ লক্ষ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল এবং ৫৪ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে সেস্থলে ২১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে এবং ৫৯ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হইয়াছে।

পাটজাত জিনিস রপ্তানি : ভারতে উৎপন্ন পাটজাত জিনিসের মধ্যে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টনের মত এদেশে কাটতি হয়। বাকী সমস্তই বাহিরে রপ্তানি হয়। ১৯৬৩ সালে এদেশ হইতে বিদেশে মোট ৯ লক্ষ টনের মত পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত ১৫ বৎসরের মধ্যে আর কখনও এত বেশী পরিমাণ রপ্তানি হয় নাই।

পাট চাষীদের স্বার্থে উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করিয়া রাখার ব্যবস্থা : পাটের যোগান বৃদ্ধি পাইলে উহার মূল্য বেশী রকম পড়িয়া যাইতে আরম্ভ করে। উহাতে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পাট চাষ কমাইয়া দিতে বাধ্য হয়। সে অবস্থার প্রতিকারের জন্য একটি 'জুট বাফার ষ্টক এসোসিয়েসন' বা উদ্বৃত্ত পাট মজুত সমিতি গঠন করা হইয়াছে, ঐ সমিতি উদ্বৃত্ত পাট কিনিয়া তাহা ভবিষ্যতের জন্য মজুত করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। পাটের নিয়তম মূল্য প্রতি মণ ৩০ টাকা হারে নির্ধারিত হইয়াছে, ১৯৬৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সমিতির হাতে ক্রীত উদ্বৃত্ত পাটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল প্রায় ৭২ লক্ষ গাঁইট।

ভারতে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন

সাল	উৎপাদন
১৯৫৯	১০ লক্ষ ৬৮ হাজার মেট্রিক টন
১৯৬০	১০ „ ৮৫ „ „ „
১৯৬১	৯ „ ৭১ „ „ „
১৯৬২	১১ „ ৮১ „ „ „
১৯৬৩	১২ „ ৮৮ „ „ „ (অনুমিত)

শর্করা শিল্প

কারখানার সংখ্যা, কর্মরত শ্রমিক ও নিয়োজিত মূলধনের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতে বস্ত্রশিল্পের পর শর্করা শিল্পকে দ্বিতীয় বৃহৎ শিল্প বলা যাইতে পারে। এদেশে এই শিল্পের দ্রুত উন্নতি সুরু হয় ১৯৩২ সালে বিদেশাগত চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক প্রবর্তিত হইবার পর হইতে। রক্ষণ শুল্কের প্রাক্কালে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১টি, আর তাহাতে বার্ষিক সাদা চিনি উৎপন্ন হইত মাত্র ১ লক্ষ ৫৮ হাজার টন। রক্ষণ শুল্ক প্রবর্তনের পর ৫ বৎসরে চিনি কলের সংখ্যা ১৩৭টি ও বার্ষিক উৎপাদনের

পরিমাণ ১১ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তারপর এই শিল্প ক্রমেই প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। বর্তমানে ভারতে চালু চিনির কলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ১৯০টি। ঐসব কলে বৎসরে সর্বোচ্চে ৩০ লক্ষ টন পরিমিত চিনি উৎপন্ন হইতে পারে।

চিনির কল, কর্মরত শ্রমিক ও নিয়োজিত মূলধন : ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতে চালু চিনির কলের সংখ্যা ছিল ১৯০টি। ঐ সময়ে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিক কর্মরত ছিল। ১৯৫৮ সালে ভারতের শর্করা শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৩ কোটি টাকা।

উৎপাদন হ্রাসজনিত সঙ্কট : ভারতে কলের চিনির উৎপাদন বাড়িয়া ১৯৬০-৬১ সালে ৩০ লক্ষ মেট্রিক টনের উপর দাঁড়াইয়াছিল। ১৯৬১-৬২ সালে উৎপাদন কিছু কমিয়া ২৭ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে তাহা মাত্র ২১ লক্ষ ৬০ হাজার মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। উৎপাদন এইভাবে হ্রাস পাইবার ফলে দেশের চাহিদা পুরণ ও রপ্তানীর প্রয়োজন মিটানো কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফলে বড় রকমের একটা সঙ্কট সৃষ্ট হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে দেশে অধিক চিনি উৎপন্ন হওয়ায় বাড়তি চিনির কাটতির অসুবিধা ঘটিবে মনে করিয়া ভারত সরকার চিনির কলগুলিকে পরবর্তী মরশুমে শতকরা দশভাগ পরিমাণে চিনি কম উৎপাদন করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। সেই নির্দেশের ফলে শঙ্কিত হইয়া চাষীরা ইক্ষুর চাষ কমাইয়া দিতে আরম্ভ করে। পরে মুখ্যতঃ ইক্ষুর যোগানের অভাবেই দেশে কলের চিনির উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পায়। অবস্থার গতি দেখিয়া ভারত সরকার ইক্ষুর চাষ বৃদ্ধি ও চিনির উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পর্কে এক্ষণে নূতন করিয়া উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য : তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে ভারতে কলের চিনির বার্ষিক উৎপাদন প্রথমে ৩০ লক্ষ টন করার সঙ্কল্প ঘোষিত হইয়াছিল। ক্রমবর্ধিত চাহিদা ও রপ্তানীর প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া পরে বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্য ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টনে নির্ধারিত করা হইয়াছে। ১৯৬১-৬২ সাল ও ১৯৬২-৬৩ সালে ভারত হইতে বিদেশে যথাক্রমে ৪ লক্ষ ১৮ হাজার মেট্রিক টন ও ২ লক্ষ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন চিনি রপ্তানী হইয়াছে।

চিনির কল প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নূতন নীতি : ভারতের শর্করা শিল্প এতদিন মুখ্যতঃ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে কেন্দ্রীভূত ছিল। নূতন চিনির

কলের লাইসেন্স দিতে গিয়া ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রথমতঃ অন্যান্য অঞ্চলের কথা, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের কথা বিবেচনা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা সমবায় প্রথায় চিনির কল স্থাপনের উপর জোর দিতেছেন। ভারত সরকার এ পর্যন্ত ৫৭টি কো-অপারেটিভ সুগার ফ্যাক্টরী বা সমবায় চিনির কলের জন্য লাইসেন্স প্রদান করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে ৪৫টি কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের মরশুম হইতে ঐ সমস্তে উৎপাদনের কাজ সুরু করিয়াছে।

ভারতে চিনি উৎপাদন

১৯৫৫-৫৬	১৮ লক্ষ ৯০ হাজার মেট্রিক টন
১৯৫৬-৫৭	২০ „ ৬০ „ „ „
১৯৫৭-৫৮	১৯ „ ৯০ „ „ „
১৯৫৮-৫৯	১৯ „ ৫০ „ „ „
১৯৫৯-৬০	২৪ „ ৫০ „ „ „
১৯৬০-৬১	৩০ „ ৩০ „ „ „
১৯৬১-৬২	২৭ „ ৩০ „ „ „
১৯৬২-৬৩	২১ „ ৬০ „ „ „
১৯৬৩-৬৪	২৬ „ „ „ (অনুমিত)

রাসায়নিক শিল্প

রাসায়নিক সামগ্রী সম্পর্কে পূর্বে ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ বিদেশের উপর নির্ভর করিতে হইত। ঐ সমস্ত আমদানি করিতে গিয়া প্রতিবৎসর বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে হইত। সরকারী প্রেরণা ও সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টার ফলে গত ১৩।১৪ বৎসরে ভারতে রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে। আমদানির উপর নির্ভরশীলতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে এদেশ হইতে বিদেশে রাসায়নিক দ্রব্যাদি রপ্তানি করাও সম্ভব হইতেছে। ১৯৬২-৬৩ সালে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা মূল্যের রাসায়নিক দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছে। ভারতে অত্যাবশ্যকীয় রাসায়নিক শিল্পগুলির মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

সালফিউরিক এসিডঃ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের মাত্র ১২টি কারখানা ছিল।

বর্তমানে দেশে ঐ এসিড তৈয়ারীর মোট ৪৯টি কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। সম্মিলিতভাবে উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বাৎসরিক ৭ লক্ষ ৭৭ হাজার মেট্রিক টন। ১৯৬২ সালে ভারতে ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩০৪ মেট্রিক টন পরিমিত সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ভারতে বিভিন্ন শিল্পের জন্য ১৫ লক্ষ ২৪ হাজার মেট্রিক টন সালফিউরিক এসিড প্রয়োজন হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন বরাদ্দ করিয়াছেন। উহার শতকরা ৭২ ভাগই সার শিল্পের জন্য প্রয়োজন হইবে।

সোডা এস্ঃ কাপড় কাচার কাজে এবং সাবান, কাগজ ও বিশেষ করিয়া কাঁচ প্রস্তুতে সোডা এস্ বা সাজিমাটি প্রয়োজন হয়। বিহারের ধ্রাঙ্গাদ্রায় পূর্ব হইতে একটি বড় সোডা এস্ কারখানা চালু আছে। ভারতে সোডা এস্ তৈয়ারীর দ্বিতীয় কারখানা স্থাপিত হয় টাটা কেমিকেলস্ লিমিটেডের উদ্যোগে মিঠাপুরে ১৯৪৪ সালে। তারপর ১৯৫৯ সালে আরও দুইটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়—একটি সৌরাষ্ট্র কেমিকেলস্ কোম্পানীর উদ্যোগে পোরবন্দরে এবং অপরটি সাহু কেমিকেলস্ কোম্পানীর উদ্যোগে বারাণসীতে। ঐ চারিটি কারখানার সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা হইতেছে বর্তমানে বার্ষিক ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত মেট্রিক টন। ভারতে সোডা এস্-এর উৎপাদন ১৯৬২ সালে ২ লক্ষ ২২ হাজার ৬ শত ৬০ মেট্রিক টনে দাঁড়াইয়াছে।

কস্টিক সোডাঃ কাগজ, সাবান, রেয়ন, এলুমিনিয়ম, পেট্রোলিয়াম, রঙ্, ঔষধ প্রভৃতি শিল্পের জন্য কস্টিক সোডার প্রয়োজন। গত ১৩।১৪ বৎসরে দেশে কস্টিক সোডার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০ সালে ভারতে কস্টিক সোডা উৎপাদনের টি কারখানা ছিল এবং তাহাতে ১৩,৬৭৪ মেট্রিক টন পরিমাণ মাল উৎপন্ন হইয়াছিল। বর্তমানে কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ১৯টি দাঁড়াইয়াছে। ১৯৬২ সালে এদেশের কারখানাগুলিতে কস্টিক সোডা উৎপন্ন হইয়াছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার ৪২০ মেট্রিক টন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় উহা অপ্রতুল। তাই তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে কস্টিক সোডার উৎপাদন বার্ষিক ৩ লক্ষ ৩৮ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ঔষধপত্রঃ ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে মাত্র ১১ কোটি টাকার ঔষধপত্র প্রস্তুত হইত। বর্তমানে বার্ষিক ৮৫ কোটি টাকা মূল্যের ঔষধপত্র প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমানে ভারত হইতে বিদেশে বৎসরে প্রায় ১ কোটি টাকার

ঔষধপত্র রপ্তানি হইতেছে। ভারতে ঔষধপত্র প্রস্তুতের ছোট বড় ২.৮০০টি লাইসেন্স প্রাপ্ত কারখানা রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে ১২৫টি বড় কারখানায় ৫৫ কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে এবং ৪০ হাজার শ্রমিক কর্মরত আছে। বর্তমানে ভারতে পেনিসিলিন, স্টেপটোমাইসিন প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র প্রস্তুত হইতেছে।

রাসায়নিক সার : ১৯৩৯ সালে মহীশূর কেমিকেল ফার্টিলাইজার্স কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ভারতে সামান্য আকারে রাসায়নিক সার উৎপাদনের কাজ সুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে কেরালায় ভারতের দ্বিতীয় সার কারখানা স্থাপিত হয়। তারপর ১৯৫২ সালে বিহারের সিন্ধ্রীতে সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত বিরাট কারখানায় নাইট্রোজেন সার প্রস্তুতের কাজ আরম্ভ হয়। বর্তমানে দেশে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের ১২টি কারখানা রহিয়াছে। বিভিন্ন কারখানায় ১৯৬২-৬৩ সালে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫৯৮ মেট্রিক টন পরিমিত নাইট্রোজেন সার উৎপন্ন হইয়াছিল।

মোটরযান শিল্প

ভারতে মোটরযান তৈয়ারীর ৭টি কারখানা রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে প্রধান চারিটি হইল : (১) প্রিমিয়ার অটোমোবাইল লিঃ,—বোম্বাই, (২) হিন্দুস্থান মোটর্স লিঃ—উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, (৩) টাটা লোকোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং কোং—বোম্বাই এবং (৪) অশোক লেল্যাণ্ড লিঃ—মাদ্রাজ।

মোটরযান উৎপাদনের গতি : গত ১৯৫০-৫১ সালে ভারতে ১৬ হাজার ৫০০টি মোটরযান প্রস্তুত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন ক্ষমতা দাঁড়ায় ৫৩ হাজার ৫০০টি। ১৯৬২ সালে উৎপাদন বাড়িয়া দাঁড়ায় ৫৬ হাজার ৮৯৪টি। ১৯৬৩ সালে উৎপাদন আবার হ্রাস পাইয়া মোট ৫১ হাজার ৪১৬টি দাঁড়াইয়াছে। ১৯৬৩ সালের উৎপন্ন মোটরযানের মধ্যে ২৭,৫২১টি বাস ও লরি, ৮,১৮৪টি জিপগাড়ী এবং ১৫,৭১১টি মোটরগাড়ী ছিল। ঐ সমস্ত ছাড়া ১৯৬৩ সালে মোটর সাইকেল ও স্কুটার উৎপন্ন হইয়াছিল মোট ২৬ হাজার ৫৭২টি। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে মোটর গাড়ীর উৎপাদন বার্ষিক ৩০ হাজার করার লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে।

ভারতে মোটরযান উৎপাদন

বৎসর	মোটরগাড়ী	জিপগাড়ী	বাস, লরি	মোটসংখ্যা
১৯৫৭	১০,২১১	৪,৫৯৯	১৬,২৪৮	৩৩.০৫৮
১৯৫৮	৮,১১৩	৪,১১৮	১৪,৫৫৭	২৬,৭৮৮
১৯৫৯	১১,৯৯৩	৪,৫১৮	২০,৩৪২	৩১,১০৩
১৯৬০	১৯,০৯৬	৫,৫০১	২৭,৫১৮	৫২,২১৫
১৯৬১	২১,৬২৫	৭,০৫২	২৫,৬৪০	৫৪.৬১৭
১৯৬২	২৩,৩২৬	৭,৫৯৭	২৫,৯৭১	৫৬,৮৯৪
১৯৬৩	১৫,৭১১	৮,১৮৪	২৭,৫২১	৫১,৪১৬

বাইসাইকেল শিল্প

ভারতে বাইসাইকেল শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটিতেছে। বর্তমানে দেশে বাইসাইকেল নির্মাণের ২১টি কারখানা চালু রহিয়াছে। উহাদের উৎপাদন ক্ষমতা বার্ষিক ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজারটি। তাহা ছাড়া এদেশে সাইকেলের অংশ ও সরঞ্জাম নির্মাণের ৫১টি বড় কারখানা ও ৬০০টি ছোট কারখানাও প্রতিষ্ঠিত আছে।

বাইসাইকেল নির্মাণের প্রধান কারখানা ঃ ভারতে বাইসাইকেল নির্মাণের ৪টি প্রধান কারখানা হইল ঃ (১) সেন-র‍্যালে লিঃ—পশ্চিমবঙ্গ, (২) হিন্দ্ সাইকেলস্—বোম্বাই, (৩) এটলাস্ সাইকেলস্—দিল্লী এবং (৪) টি. আই সাইকেলস্ অব ইণ্ডিয়া—মাদ্রাজ। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এক বৎসরে সেন-র‍্যালে লিমিটেডের বিক্রয় আয় দাঁড়ায় ৪ কোটি ৬১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা। নানাদিকের ব্যয় মিটাইয়া কোম্পানীর নিট লাভ হয় ৪ লক্ষ ১১ হাজার টাকা।

উৎপাদন বৃদ্ধির গতি ঃ ভারতে ১৯৫০-৫১ সালে ১ লক্ষ ৩ হাজারটি বাইসাইকেল নির্মিত হইয়াছিল। উৎপাদন ক্রমে বাড়িয়া ১৯৬২ সালে ১১ লক্ষ ১৫ হাজারটি দাঁড়ায়। ১৯৬৩ সালের প্রথম আট মাসে বাইসাইকেল নির্মিত হইয়াছে ৭ লক্ষ ৭১ হাজারটি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এদেশে বাইসাইকেলের উৎপাদন বার্ষিক ২০ লক্ষ পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়াছে।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প

অতীতে ভারতের পল্লী অঞ্চল কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের দিক দিয়া সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনকালে উপযুক্ত সাহায্য ও সমর্থনের অভাবে কুটির শিল্পের অবনতি ঘটে। সুখের বিষয় ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর জাতীয় সরকার কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের পুনরুজ্জীবনে মনোযোগী হইয়াছেন। বৃহৎ শিল্প ও মৌলিক শিল্পের ব্যয়বহুল কার্যক্রমের সঙ্গে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের কাজকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের পরম সার্থকতা এই যে, ঐসব শিল্পে মূলধন দরকার হয় কম। অথচ উহাদের দ্বারা বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক প্রগতির পথ, আঞ্চলিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার পথ, বেশী সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থানের পথ এবং দরিদ্র জনসাধারণের হাতে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের জন্য সরকারী উদ্যোগে ২১৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৯৬১-৬২ সাল হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত ঐ বাবদ সরকারীভাবে ২৬৩ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে স্থির হইয়াছে। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্য দেশে বহুবিধ কার্যক্রম অনুসৃত হইতেছে।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য ব্যয় (কোটি টাকার হিসাবে):

(সরকারী খাতে)

	তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ	১৯৬১-৬২ সালে ব্যয়	১৯৬২-৬৩ সালে ব্যয়
হস্তচালিত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত শিল্প	৩৮·০০	৫·৭৮	৫·৩৪
খাদি ও গ্রামীণ শিল্প	৯২·৪০	১৬·১৯	১৯·৩১
কারুশিল্প (হ্যাণ্ডিক্র্যাপটস্)	৮·৬০	০·৯০	১·০৩
গুটিপোকার চাষ (রেশম)	৭·০০	০·৭৫	১·০৮
দড়ি ও ছোবড়া শিল্প	৩·১৫	০·২৬	০·৪০
ক্ষুদ্র শিল্প	৮৪·৬০	১০·৯৫	১২·২৯
ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেটস্	৩০·২০	৩·২৫	৪·৭৬
মোট	৩৬৩·৯৫	৩৮·০৮	৪৪·২১

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম

উন্নয়ন বোর্ড ও সংস্থা গঠন : ভারত সরকার এদেশে তাঁত শিল্পের উন্নতির জন্য অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড গঠন করিয়াছেন। খাদি ও গ্রামীণ শিল্পের অগ্রগতির জন্য অল্ ইণ্ডিয়া খাদি এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রীজ কমিশন, কারু শিল্পের জন্য অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্ বোর্ড, রেশম শিল্পের জন্য সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড এবং দড়ি শিল্পের জন্য কয়ার বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য স্মল স্কেল ইণ্ডাস্ট্রীজ বোর্ড গঠিত হইয়াছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষ বিধানে নানাভাবে সহায়তা করার জন্য ন্যাশনেল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন, স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ সার্ভিস ইনস্টিটিউট, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছে।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা : দেশে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের উদ্যোগীরা যাহাতে শিল্পের জন্য সুবিধাজনক শর্তে ঋণ পাইতে পারে সেজন্য রাজ্যসমূহে এড্ টু ইণ্ডাস্ট্রীজ এ্যাক্ট সংশোধন করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে (১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালে) ঐ আইন অনুযায়ী রাজ্যসমূহে মোট ৭ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণ প্রদানের জন্য প্রতি রাজ্যে স্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৬১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উক্ত কর্পোরেশনসমূহ মোট ৩ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করিয়াছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ছোট শিল্পকে কার্যকরী মূলধন যোগাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সাল হইতে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। কাঁচামাল ও উৎপন্ন পণ্যের জামীনে ঐরূপ ঋণ প্রদান করা হইয়া থাকে। ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৬৩ সালের মার্চ পর্যন্ত ১৩ কোটি ২ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হইয়াছে।

কারিগরি শিক্ষা ও উন্নত শিল্প পদ্ধতি প্রচলন : কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প পরিচালনার সমুন্নত রীতি ও উৎকৃষ্ট মাল প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুসংখ্যক শিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। শিল্পোদ্যোগীদের কারিগরি সাহায্য ও উপদেশ প্রদানের জন্য প্রতি রাজ্যে স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ সার্ভিস্ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হইয়াছে।

যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা : ছোট শিল্প স্থাপন ও পরিকল্পনার কাজে সহায়তার জন্য ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন সুবিধাজনক শর্তে

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়া থাকে। ঐ কর্পোরেশন ১৯৬০-৬১ ১৯৬১-৬২ ও ১৯৬২-৬৩ সালে শিল্পোদ্যোগীদের যথাক্রমে ১,১৯০টি, ১,৪১০টি এবং ২,৭৫৫টি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিয়াছিল।

উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা: কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ে সুহায়তার জন্য এদেশে সরকারী ডিপো, ষ্টোর, এম্পোরিয়াম প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছে। সময় সময় প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ কর্পোরেশন ঐসব পণ্যাদি বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের নিকট হইতে অর্ডার সংগ্রহ করিয়া থাকেন। রেল বিভাগ-সহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ১৯৬০-৬১ সালে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মুল্যের ক্ষুদ্র শিল্পজাত মালপত্র ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৯৬২-৬৩ সালে সে স্থলে ৩০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র ক্রয় করিয়াছেন।

ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট বা আঞ্চলিক শিল্পকেন্দ্র: এদেশে ক্ষুদ্র শিল্পের আঞ্চলিক সংগঠন কেন্দ্র হিসাবে ভারত সরকার অনেকগুলি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট্ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছেন। ছোট শহর ও গ্রাম কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিল্পী-কারিগরদের এক জায়গায় একত্রিত করিয়া উন্নত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে উৎপাদন কার্যে পরিচালনার সুযোগ দেওয়াই ঐ ধরনের এস্টেট স্থাপনের উদ্দেশ্য। এস্টেটগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক কারখানা বাড়ী নির্মাণ করিয়া তাহা শিল্পোদ্যোগীদের ভাড়া দেওয়া হয়। যন্ত্র পরিচালনা ও উৎপাদন কার্যের জন্য বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। দরকার মত যন্ত্রপাতি যোগাইবার, ঋণ দিবার এবং উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করিবার ব্যবস্থাও অবলম্বিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ভারতে ৬৬টি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট প্রতিষ্ঠা করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৬ সাল ভারতে নূতন ৩০০টি ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে নূতন ১৩৭টি এস্টেটের স্কীম মঞ্জুর করা হয়। তাহার মধ্যে ১০৫টি ইতিমধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের জন্য ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেট বাবদ ধরা হইয়াছে ৩০ কোটি টাকা।

তাঁত শিল্প

হস্তচালিত তাঁত ও বিদ্যুৎচালিত তাঁত বর্তমানে দেশের মোট ব্যবহার্য বস্ত্রের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদিত হইতেছে।

তাঁত ও তন্তুবায়ের সংখ্যা ঃ ভারতে রেজেস্ট্রীকৃত হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ। ভারতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে ৩০ লক্ষ তন্তুবায় ও সমানসংখ্যক সহকারী কর্মরত আছে বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

বিদ্যুৎচালিত তাঁত ঃ গত কয়েক বৎসর যাবৎ গবর্ণমেণ্ট দেশে বিদ্যুৎ চালিত তাঁত প্রবর্তনে মনোযোগী হইয়াছেন। সমবায় সমিতিগুলিকেই শুধু ঐ শ্রেণীর তাঁত মঞ্জুর করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৩ হাজার বিদ্যুৎচালিত তাঁত বসানোর অনুমতি দেওয়া হইবে বলিয়া প্রথমে স্থির হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত ঐ পরিকল্পনার সময় ৪ হাজার তাঁত চালু হয়।

পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্প ঃ পশ্চিমবঙ্গে হস্তচালিত তাঁত শিল্প বহুল প্রচলিত। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পটভূমিকায় এই রাজ্যে তাঁত শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি লক্ষ্য করা যাইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে হস্তচালিত তাঁতের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৪ হাজার এবং ঐ সমস্তে মোট ২ লক্ষ ৪৮ হাজার লোক কর্মরত ছিল। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁতের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার এবং কর্মরত লোকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ২৯ হাজার দাঁড়ায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের তাঁতসমূহে ১৬ কোটি ১৩ লক্ষ গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে সেস্থলে ১৮ কোটি গজের উপর বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১০০টি বিদ্যুৎচালিত তাঁত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি কেন্দ্রে ১৬টি করিয়া তাঁত আছে। ঐ তাঁত কেন্দ্রগুলির মোট মাসিক উৎপাদন প্রায় ৬৫ লক্ষ গজ।

ভারতে তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন

১৯৫৫	১৪৭ কোটি গজ
১৯৫৬	১৫৪ " "
১৯৫৭	১৬৭ " "
১৯৫৮	১৭৭ " "
১৯৫৯	১৯১ " "
১৯৬০	১৮৬ " "
১৯৬১ (প্রথম ৬ মাস)	১০৪ " "

বিবিধ কুটির শিল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

রেশম শিল্প ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৯ সাল মধ্যে এদেশে রেশমের বার্ষিক উৎপাদন ২৩ লক্ষ কিলোগ্রাম পর্যন্ত বাড়ানোর

কথা আছে। ১৯৬০ সালে ভারতে ১৫ লক্ষ কিলোগ্রাম পরিমিত রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬২ সালে উৎপাদন দাঁড়ায় ১৭ লক্ষ ৮০ হাজার কিলোগ্রাম। ১৯৬১ সালে ও ১৯৬২ সাল এদেশ হইতে বাহিরে যথাক্রমে ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ও ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মূল্যের রেশম ও রেশম বস্ত্র রপ্তানি হয়।

খাদি শিল্প ঃ ১৯৬০-৬১ সালে ভারতে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ গজ খাদি উৎপন্ন হয়। ১৯৬১-৬২ সালে উৎপাদন দাঁড়ায় ৭ কোটি ৬০ লক্ষ গজ। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৬৫-৬৬ সাল মধ্যে ভারতে খাদির উৎপাদন বার্ষিক ১৫ কোটি গজ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার কথা।

কারু শিল্প ঃ ১৯৬১-৬২ সাল ভারত হইতে বিদেশে ১৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা মূল্যের কারুশিল্পজাত দ্রব্যাদি (মূল্যবান পাথর, গহনা ও কার্পেট সহ) রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৬২-৬৩ সালে ২১ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ঐ সব জিনিস রপ্তানি হয়। সরকারী ডিপো, এম্পোরিয়াম প্রভৃতির মাধ্যমে ১৯৬২-৬৩ সালে এদেশে ৩ কোটি টাকা মূল্যের কারুশিল্প জাত জিনিস বিক্রীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

লাক্ষা শিল্প ঃ ১৯৬২ সালে ভারতে ৬,৫৩২ মেট্রিক টন পরিণিত লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৬৩ সালে সে স্থানে ৬,৭৯৩ মেট্রিক টন পরিমিত লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্ল্যাস্টিক শিল্প ঃ ১৯৬১-৬২ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৭৬ লক্ষ টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্ল্যাস্টিক দ্রব্য রপ্তানি হইয়াছিল। ১৯৬ -৬৩ সালে ১ কোটি টাকা মূল্যের ঐ সব জিনিস রপ্তানি হইয়াছে।

খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুত শিল্প ঃ ভারতে খেলার সরঞ্জাম প্রস্তুত শিল্প দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে, পাঞ্জাবের জলন্ধর এলাকায় ঐ শিল্প বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে বৎসরে প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন খেলার সরঞ্জাম নির্মিত হইয়া থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যাদির শতকরা ২৫ ভাগ বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে।

লবণ উৎপাদন ঃ ১৯৬২ সালে ভারতে লবণ উৎপাদনের ১৫২টি কেন্দ্র ছিল এবং ঐ সমস্তে মোট ৩৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টন লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে লবণ উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল ৪টি আর তাহাতে ১৯৬২ সালে লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল ৪,৫০০ টন।

ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী ক্রেডিট

॥ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ॥

ভারতের ব্যাংকিং প্রণালীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া। ১৯৩৫ সালের এপ্রিল মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোটামুটি কাজ : (১) কারেন্সী বা নোট প্রচলন করা ; এ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরই একচেটিয়া অধিকার আছে। (২) সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা। সরকারের যাবতীয় ব্যাঙ্কিং-এর কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করে। (৩) দেশের ব্যাঙ্কসমূহের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা। যাবতীয় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট চলতি আমানতের শতকরা ৫ ভাগ ও স্থির আমানতের ২ ভাগ জমা রাখিতে হয়। (৪) টাকার বিনিময় মূল্য রক্ষা করা। ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারে সদস্য হইবার পর হইতে উক্ত অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশ অনুযায়ী এ কাজ করা হয়। (৫) অর্থনৈতিক তথ্য প্রকাশ। সাপ্তাহিক ও মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ কার্য সম্পাদন করে। ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্কিং, কারেন্সী ও সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে বার্ষিক বিবরণীও প্রকাশ করে। (৬) কৃষি ঋণ প্রদানে সহায়তা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ বিভাগের মধ্যস্থতায় এ কাজ সম্পন্ন হয়।

কারেন্সী প্রচলন : দেশের অর্থনীতি যাহাতে সুস্থিত অবস্থায় থাকে, তাহার জন্য দেশের টাকার বাজারকে সব সময় সুশৃঙ্খলিত ও সুনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখিতে হয়। এই দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কারেন্সী প্রচলন ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ—এই উভয়বিধ উপায়ের দ্বারা ইহা সাধন করে।

কারেন্সী প্রচলনের কাজ ১৯৩৪ সালে বিধিবদ্ধ কারেন্সী আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল আইনে এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে, নোট প্রচলনের বিপক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে সম্পত্তি রাখিবে, তাহার শতকরা ৪০ ভাগ সোনা ও স্টার্লিং সিকিউরিটিতে রাখিতে হইবে। ইহার জন্য সোনার মূল্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল প্রতি তোলা ২১·২৪ টাকা। ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কারেন্সী আইনের যে সংশোধন হয়, তাহাতে নোট প্রচলনের বিপক্ষে সংরক্ষিত সম্পত্তি হিসাবে ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও ১১৫ কোটি টাকার সোনা রাখিবার

নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহার জন্য সোনার মূল্য নির্দিষ্ট হয় তোলা প্রতি ১২০.৫০ টাকা। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে কারেন্সী আইনের আরও একটি সংশোধন হয়। ইহা দ্বারা সংরক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ৪০০ কোটি হইতে ২০০ কোটি টাকায় হ্রাস করা হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতে নোট প্রচলনের পরিমাণ ছিল ২০০ কোটি টাকা। যুদ্ধান্তে (আগস্ট ১৯৪৫) ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৪৩ কোটি টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাক্কালে ইহার পরিমাণ ছিল ১১৭৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাক্কালে ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৭৮ কোটি টাকা। ১৯৬৩-৬৪ আথিক বৎসরের শেষে ইহার পরিমাণ ছিল ২৪৭৪ কোটি টাকা। উক্ত তারিখে ইহার বিপক্ষে রাখা হইয়াছিল—স্বর্ণ মুদ্রা ও স্বর্ণ পিণ্ড ১১৭.৭৬ কোটি টাকা, স্টার্লিং সিকিউরিটি ১১২.৪৬ কোটি টাকা, রৌপ্য মুদ্রা ১০৯.১১ কোটি টাকা ও সরকারী ঋণপত্র ২১৩৪.৪৭ টাকা। সরকারী ঋণপত্রের অধিকাংশই ছিল ট্রেজারী বিল।

ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু কারেন্সী প্রচলন করে না, ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণও করে। ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য—মরশুমের সময় যখন দেশের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন থাকে, তখন তাহা সরবরাহ করা ও যখন কোন প্রয়োজন থাকে না, তখন সঙ্কোচ সাধন করা। ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রণালীর শীর্ষস্থানে থাকিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের রোক টাকার সঙ্কোচ ও প্রসার সাধন দ্বারা তাহাদের ক্রেডিট-নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। যখন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন "খোলা বাজার" হইতে কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী কিনিতে থাকে, এবং যখন মনে করে যে, উপস্থিত তাহাদের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকিবার প্রয়োজন নাই, তখন "খোলা বাজারে" কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী বেচে। (বর্তমানে "খোলা বাজারে" কেনা-বেচা দ্বারা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একপ্রকার বন্ধই রাখিয়াছে)। বর্তমানে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "বিল মার্কেট" স্থাপন দ্বারা ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিল বাট্টা করিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে প্রয়োজনের সময় টাকা দাদন দিয়া সাহায্য করিতেছে। এই দাদনের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ গ্রহণ করিত। ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চ হইতে এই

সুদ-হার বর্ধিত করিয়া ৩।০ করা হইয়াছিল। পরে ১৯৫৬ সালের ২১শে নভেম্বর হইতে ইহা বর্ধিত করিয়া ৩৸০ করা হইয়াছিল। শেষে ১৮৫৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী হইতে ইহা ৪৲ টাকা করা হয়। এখন এই হার ৫৲ টাকা। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত দাদনের বকেয়া অংশ ১৯৫১-৫২ সালের শেষে ছিল ৫৪'৫৮ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালের শেষে ৬৩'৭৬ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষে ১০৪'৫২ কোটি টাকা, ১৯৫৭ ৫৮ সালের শেষে ৪২'৪৪ কোটি টাকা, ১৯৫৮-৫৯ সালের শেষে ৬৪'৬২ কোটি টাকা, ১৯৫৯-৬০ সালের শেষে ৬৬'৪০ কোটি টাকা, ১৯৬০-৬১ সালের শেষে ছিল ৯৫'৪৬ কোটি টাকা, ১৯৬১-৬২ সালের শেষে ছিল ৫৩'২১ কোটি টাকা, ১৯৬২-৬৩ সালের শেষে ৭১'৯৭ কোটি টাকা এবং ১৯৬৩-৬৪ সালের শেষে ১০৬'৬৮ কোটি টাকা ছিল।

ইহা ব্যতীত ইদানিং কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে ফাটকা জনিত দাদন দিতে নিবারণ করিয়াও ক্রেডিট সঙ্কোচ সাধন করিতেছে। ফাটকা জনিত শেয়ার কেনা-বেচার বিপক্ষে দাদন নিবারণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬০ সালে কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন। ইহা ব্যতীত বর্তমানে চাউল, গম ও চীনাবাদাম সম্পর্কেও অনুরূপ নির্দেশ জারি করা আছে। ১৯৬১ সালে ক্রেডিট সঙ্কোচ সম্পর্কিত পূর্ব বৎসরে জারি করা নির্দেশসমূহ কিছু শিথিল করা হয়, কিন্তু ১৯৬২ সালের শেষে জরুরী অবস্থা উদ্ভবের পর ইহা আবার দৃঢ়তর করা হইয়াছে।

১৯৪৩ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে ভারতের ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ৪৲ টাকা হইতে ৪৷৷০ টাকায় বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

॥ স্টেট ব্যাঙ্ক ॥

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কই এদেশে ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ ও সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর, যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখা নাই, সেই সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক কাজ করিতে সুরু করে। ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে এদেশে স্টেট ব্যাঙ্কের ৯৫৬টি শাখা আছে। গ্রামের টাকার বাজারকে সংগঠিত টাকার বাজারের মধ্যে আনিবার ভার স্টেট ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—তপশীলভুক্ত ও অ-তপশীলভুক্ত। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে ভারতে মোট ৭৯টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ছিল, তন্মধ্যে ৬৫টি ভারতীয় ১৪টি বৈদেশিক। উক্ত তারিখে অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২১৮টি। ১৯৬১-৬২ সালের শেষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের মোট ৫,১৩৫টি শাখা ছিল; তন্মধ্যে স্টেট ব্যাঙ্কের ৯৫৬টি, এবং অন্যান্য তপশীলভুক্ত ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহের ৩,৪১০টি, তপশীলভুক্ত বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের ৭৭টি, ও অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের ৬৯২টি শাখা অফিস ছিল।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ ১৯৪৯ সালে বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্কিং আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। (১৯৫০, ১৯৫৩ ও ১৯৫৬ সালে ইহার সংশোধন হইয়াছে)। এই আইনের বিশেষ ধারাগুলি এখানে উল্লেখযোগ্য :—(১) প্রাপ্ত মূলধন গৃহীত মূলধনের অর্ধেকের কম হইবে না। (২) সংরক্ষিত ভাণ্ডার প্রাপ্ত মূলধনের সমপরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি বৎসর লাভের শতকরা ২০ ভাগ সংরক্ষিত ভাণ্ডারে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। (৩) প্রতি ব্যাঙ্ককে চলতি ও স্থির আমানতের অন্ততঃ ২০ শতাংশ সোনা, অনুমোদিত সিকিউরিটি বা রোক টাকায় রাখিতে হইবে। (৪) মুখ্য বা গৌণ ভাবে ব্যাঙ্কসমূহ অন্য কারবারে লিপ্ত থাকিতে পারিবে না।

ইদানিং কালে কারেন্সী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের কারবারের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের শেষে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের চলতি আমানতের পরিমাণ ৮৮৬'৬৬ কোটি টাকা ও স্থির আমানতের পরিমাণ ১১০৮'৪২ কোটি টাকা ছিল। উক্ত তারিখে তপশীল ব্যাঙ্কসমূহের হাতে রোক টাকা ছিল ৫১'১৮ কোটি টাকা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত ছিল ৭৪'৩৭ কোটি টাকা, অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত ছিল ২১'২৯ কোটি টাকা, তলবী ঋণে নিযুক্ত ছিল ৩৭'৬৩ কোটি টাকা, শেয়ার ও সরকারী ঋণপত্রে বিনিযুক্ত ছিল ৫৯৬'২৮ কোটি টাকা, দাদনে নিযুক্ত ছিল, ১৩,০৯'৮০ কোটি টাকা ও ক্রীত বা বাট্টাকৃত বিলে নিযুক্ত ছিল ২৭৭'৩১।

আমানতকারীদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ১৯৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ডিপজিট ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য আমানত প্রতি ১৫০০৲ টাকা পর্যন্ত বীমা করা।

ব্যাঙ্ক কর্তৃক দাদনের খতিয়ান

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহ গত তিন বৎসরে প্রধান প্রধান পণ্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থ দাদন দিয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল।

লক্ষ টাকার সমষ্টিতে লিখিত

পণ্য	১৯৬২ (ফেব্রুয়ারী)	১৯৬৩ (ফেব্রুয়ারী)	১৯৬৪ (ফেব্রুয়ারী)
ধান, চাউল	১৮,৭১	১৭,৪৪	১৭,৮৪
গম	৩,০৭	৬,৪৯	৪,৮১
ছোলা	১৯১	১৫৫	১৭৭
অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ডাল	৬৭৭	৫৬২	৮৭৭
চিনি ও গুড়	৮৬৬৫	৮২৮০	৫৮৫৬
উদ্ভিজ্জ তৈল ও বনস্পতি	১৬৬২	১৪২১	১৬১৪
চীনাবাদাম ও অন্যান্য তৈলবীজ	২৫৯৪	২৩১৫	৩২৫২
তূলা ও কার্পাস	৭৩৬৬	৮৫৯২	১১৬৭২
কাঁচা পাট	২০৯৭	৩১১৭	৩৯৮৫
চামড়া	৬২১	৬১৬	৭৩৭
চা, কাজুবাদাম ও কফি	৪৩৭২	৪৩৭৪	৪৬৬০
মরিচ প্রভৃতি মশলা	৪৬৩	৪২১	৫৬৯
কার্পাস বস্ত্র ও সূতা	১১৯৯৪	১৪০৩৮	১৩৮৬২
চট বস্ত্র	২২৭৯	২৬৩৮	৩১৯২
রেশম ও পশম বস্ত্র	২৩১৩	৩২৭৩	৩৮৬৫
লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং	১৭৬৬১	১৯২৯৫	২১০৩৬
অন্যান্য ধাতব ও বৈদ্যুতিক দ্রব্য	৩৮৮৬	৫৪৭৮	৬০০০
কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, মাইকা	১৫৪১	১৬৯৬	২৪২৯
রাসায়নিক, রং ও ঔষধ	৩৩৭২	৪৩৩৫	৫২৮২
রবার ও রবার দ্রব্য	৫৯৭	১০৯৭	১৪০৮
অন্যান্য প্রস্তুত দ্রব্য	২৮২৬	৩৩০৭	৫০৭৩
ভূসম্পত্তি	২৫৫৮	৩১৮৫	৪০১৪
সোনা রূপা ও অলঙ্কার	৪১২১	২২২৪	১৮৫১
সরকারী ঋণপত্র	৩৩৯০	৩৪৮৪	২৮৪১
যৌথ কোম্পানীর শেয়ার, ডিবেঞ্চার	১০৭৬৪	১১৮১৯	১২১৪৬
শিল্প সংস্থার সম্পত্তি	৬৫৮১	৮১৯৪	১০১৮৭
বিবিধ দাদন ইত্যাদি	১২০৮৩	১৪৮২৯	১৭৭৫৩
মোট নিরাপদ দাদন	১,১৬,৮৫২	১,৩১,০০৫	১,৪৭,১৪৬

টাকার সরবরাহ

গত কয়েক বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে বিগত বৎসর জনসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ টাকা প্রচারিত ছিল, তাহা নীচে দেখান হইল :

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	কারেন্সী	আমানত	মোট অর্থের যোগান	প্রতি সালে বৃদ্ধি বা হ্রাস
১৯৫১-৫২	১২১২·৮১	৫৮৭·২২	১৮০০·০৩	–১৬৩·২৫
১৯৫৫-৫৬	১৫০৬·২২	৬৭৯·৩	২১৮৪·৫২	+২৬২·৭৯
১৯৫৬-৫৭	১৫৫৬·৪৯	৭৫৬·৩৯	২৩১২·৮৯	+১২৮·৪৩
১৯৫৭-৫৮	১৬০৭·১৩	৭৮২·২২	২২৮৯·৩৫	+ ৭৬·৭৪
১৯৫৮-৫৯	১৭২৫·৩৬	৭৭৪·২৩	২৪৯৯·৫৯	+১১০·২৫
১৯৫৯-৬০	১৮৬২·৭২	৮৪০·৪১	২৭০৩·১৩	+২০৩·৫৪
১৯৬০-৬১	২০২৭·০৪	৭৭৬·০৬	২৮৭৪·২১	+১৯৯·৯৪
১৯৬১-৬২	২২৪৬·৮৫	৮৪৭·৬৬	৩০৫৯·৪৫	+১৭৫·৩৪
১৯৬২-৬৩	২৩৭৯·৪৭	৯৩৭·৫০	৩৩১৬·৯৭	+২৭১·৩২
১৯৬৩-৬৪	২৬০৩·৬০	১১৪৯·৩০	৩৭৫২·৯০	+৪৩৫·৯৩

নোট প্রচারের জন্য ট্রেজারী বিল বিক্রয়

নোট প্রচারের জন্য গত কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

সাল	রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিক্রয় বিল	বকেয়া বিলের পরিমাণ
১৯৫১-৫২	১৩৩৫·৫০	৩১৪·৩৪
১৯৫৫-৫৬	১৯৯৪·০৯	৫৯৫·২৫
১৯৫৬-৫৭	২৭৩৭·৫৮	৮৩৫·৭০
১৯৫৭-৫৮	৪২৩৬·৬৫	১২৯৫·১২
১৯৫৮-৫৯	৪৬৪৪·৫৬	১২২৫·৩২
১৯৫৯-৬০	৫০১১·৮৭	১২৯৭·৬০
১৯৬০-৬১	৪৭৩২·৯২	১১৩৬·৩০
১৯৬১-৬২	৪২৭০·২২	১১৭৪·৯৮
১৯৬২-৬৩	৪৭৯৮·৯৭	১২৯৯·৫৫
১৯৬৩-৬৪	৫২৪৮·৭২	১৩৮১·৯৫

কারেন্সী প্রচলন

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	প্রচলিত নোট	ব্যাঙ্কে রক্ষিত নোট	স্বর্ণপিণ্ড ও স্বর্ণমুদ্রা	বৈদেশিক সিকিউরিটি	রৌপ্য মুদ্রা	সরকারী ঋণপত্র
১৯৫১-৫২	১১৪১·১১	৩৫·৮২	৪০·০২	৬০৩·১৫	৬৯·১৩	৩৬৪·৬৪
১৯৫৫-৫৬	১৪৬৬·৬৪	১১·৭৭	৪০·০২	৬৫৬·৪২	১০৩·১৬	৬৭৮·৮২
১৯৫৬-৫৭	১৫২৬·০৯	১১·৭৭	১১৬·৭৬	৪১২·৫২	১২২·৬১	৮৮৪·৯৭
১৯৫৭-৫৮	১৫৭৯·১৩	১০·২১	১১৭·৭৬	১৭১·১৯	১২৯·২৯	১১৭১·১০
১৯৫৮-৫৯	১৭০১·৫৩	১৫·৬০	১১৭·৭৬	১৭৮·০১	১৩০·০৯	১২৯১·২৬
১৯৫৯-৬০	১৮৪৪·৯০	২১·৯৪	১১৭·৭৬	১৬৩·০০	১২৪·১৪	১৪৬১·৯০
১৯৬০-৬১	১৯৯৪·৭৪	৭·৮৪	১১৭·৭৬	১২৩·০১	১১৯ ৬২	১৬৩২·২০
১৯৬১ ৬২	২০৭০·৩০	২৫·৩৭	১১৭·৭৬	১১৩·৮৬	১১৬·৯১	১৭৪৭·৪১
১৯৬২-৬৩	২২৪১·৯৬	৮·৫৬	১১৭·৭৬	১০৫·০৮	১১৬·২৬	১৯১১·৪২
১৯৬৩-৬৪	২৪৫৪·০০	১৯·৮০	১১৭·৭৬	১১২·৪৬	১০৯·১১	২১৩৪·৪৭

তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	চলতি আমানত	স্থির আমানত	রোক টাকা*	দাদন	বিনিয়োগ+
১৯৫১-৫২	৫৬৭·২৯	২৮১·০৫	৭৮·৭৫	৫৮০·৪৫	২৯৬·০৫
১৯৫৫-৫৬	৬৩১·৬৭	৪১৫·৩৫	৮৪·৭৩	৭৬১·২৫	৩৫৯·৯০
১৯৫৬-৫৭	৭১১·৮৮	৪৭৩·৬৬	৮৮·২৬	৯০০·০৪	৩৪৭·১৮
১৯৫৭-৫৮	৭৪৫·৯৪	৭৩৫·৪৫	১০৫·০৪	৯৬২·৭৩	৪৪০·৪৫
১৯৫৮-৫৯	৭৩৩·৬২	৯৩৪·৪৪	১০৭·৭৬	১০১৩·৬৭	৬১৩·৩৭
১৯৫৯-৬০	৭৯৩·৯৫	১১৪১·১৯	১৫২·৭১	১১২৭·৮৮	৭১৪·৭৩
১৯৬০-৬১	৮৪১·৫২	১০৭৪·১৫	১১৬·৫৮	১৩৩৬·৭৭	৫৫৮·৫৮
১৯৬১-৬২	৯১৫·৫১	১১৭২·৯০	১২৩·৪৬	১৪১৯·৩০	৬০১·৩৯
১৯৬২-৬৩	১০০২·৬০	১২২২·১৯	১২১·৭১	১৫৮৮·০১	৫৯২·৭৬
১৯৬৩-৬৪	১২২৬·৩০	১২৬০·৭৯	১৪৭·৫৪	১৮১৪·৫৭	৬৩৯·৭৬

*রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত টাকা সমেত। +কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি।

চেক-নিকাশের খতিয়ান

সমগ্র ভারতে ও প্রধান চারটি শহরে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত নিকাশ-ঘর (ক্লিয়ারিং হাউস)-সমূহের মাধ্যমে গত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ মূল্যের চেক ভাঙ্গানো হইয়াছে তাহা নীচে দেখান হইল :

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

বৎসর	সমগ্র ভারত	কলিকাতা	বোম্বাই	মাদ্রাজ	নয়াদিল্লী
১৯৫১-৫২	৭,৮৭৯	৩,২৫৫	৩,০৩০	৪৭৫	৫৯
১৯৫৫-৫৬	৭,৯৬০	৩,০১৪	৩,০৭১	৪২৭	১৩১
১৯৫৬-৫৭	৮,৭৩০	৩,১৯৮	৩,৩১৩	৫১৩	২৪৭
১৯৫৭-৫৮	৮,৯৬২	৩,০৯২	৩,৪২৮	৫১৫	৩২৬
১৯৫৮-৫৯	৯,৭৭৫	৩,৩০৬	৩,৭২৪	৫২৯	৩৭২
১৯৫৯-৬০	১০,৯৯৯	৩,৫৫৭	৪,১৭১	৬২০	৪৪৮
১৯৬০-৬১	১২,৫৫০	৪,১৮২	৪,৫১৫	৬৬৫	৫৯৪
১৯৬১-৬২	১৩,৬০২	৪,২৪৯	৪,৯৫১	৭১২	৬২৬
১৯৬২-৬৩	১৪,৯৮৯	৪,৬৬৫	৫,২৯৫	৭৭৬	৭৫৬
১৯৬৩-৬৪	১৬,৮০৯	৫,০১৩	৫,৯৮২	৮৮১	৯০৫

টাকার বাজারে সুদের হার

ভারতে টাকার বাজারে গত কয় বৎসরের সুদের হার নীচে দেখান হইল :

স্থান	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
	%	%	%	%
কলমনি—কলিকাতা	৪'৩০	৪'১৪	৩'৯১	৪'০৯
" —বোম্বাই	৪'২৪	৪'২৪	৪'১৬	৩'৫১
" —মাদ্রাজ	৩'৭৪	৪'০৭	৩'৭০	৪'১১
আমানত—৩ মাসের মেয়াদী				
" " বোম্বাই	৩'৫০	৩'৫০	৩'৪৭	৩'৫০
" " কলিকাতা	৩'৪৭	৩'৪১	৩'৫০	৩'৫০
" " মাদ্রাজ	৩'৩৯	৩'৪৭	৩'৪৪	৩'৪৯

স্থান	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
আমানত—৬ মাসের মেয়াদী				
” ” —বোম্বাই	৩.৪৯	৩.৭৫	৩.৭৫	৩.৭৫
” ” —কলিকাতা	৩.৪১	৩.৭১	৩.৭২	৩.৭৫
” ” —মাদ্রাজ	৩.৪৪	৩.৭৪	৩.৫৭	৩.৭৫

বাজারে হুণ্ডী ভাঙ্গাইবার দর

বৎসর	কলিকাতা	বোম্বাই	মাদ্রাজ
	%	%	%
১৯৬০-৬১	৯.৫০-১৩	৯-১২	১২-১৩.৯২
১৯৬১-৬২	১২.৫০-১৩.৫০	১০.৫০-১২	১৩.৯২
১৯৬২-৬৩	১২.৫০-১৩	১০.৫০-১২	১৩.৯২-১৫
১৯৬৩-৬৪	১৩.০০	১২.০০	১৫.০০

ব্যাঙ্ক রেট

১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
৪%	৪%	৪-৪½%	৪½%

স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয়

বিনিময়ের সমতা রক্ষার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত কয় বৎসর কি পরিমাণ স্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে, তাহা নীচে দেখান হইল :

(হাজার পাউণ্ডে লিখিত)

ফরওয়ার্ড	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
ক্রয়	৩৪,২৩৫	২০,২৯৫	৪৫,১৮৪	২০,১৫০	৩০,৭৫৪
বিক্রয়	৩৫০	১,৬০০	১,৫৬০	৫,৪২০	৪,৬২০
নীট ক্রয়	৩৩,৮৮৫	১৮,৬৯৫	৪৩,৬২৪	১৪,৭৩০	২৬,১৩৪
ডেলীভারী যুক্ত					
স্পট ক্রয়	২৩,৯৯৯	৯,৮৩০	২,৪২৫	৩০,২১০	৪১,৭৫৯
স্পট বিক্রয়	১৮,২২৭	৬০,৮৬২	৭৮,৬৪৯	৭০,২১৬	১৬,৪৫৯

ভারতীয় টাকার বিনিময় হার

	১৯৬২-৬৩		১৯৬৩-৬৪	
দেশ	বিদেশী মুদ্রা	ভারতীয় টাকা	বিদেশী মুদ্রা	ভারতীয় টাকা
কানাডা	১০০ ডলার	=৪৪৫'৪১	১০০ ডলার	=৪৪৫'৪১
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	১০০ ডলার	=৪৭৭'২০	১০০ ডলার	=৪৭৮'২৯
হংকং	১১৫'৬১ ডলার	=১০০	১১৯'৮১ ডলার	=১০০
মালয়	৬৩'৯ ডলার	=১০০	৬৩'৯৩ ডলার	=১০০
বেলজিয়াম	১৩৮'৯০ ফ্রাঙ্ক	=১০০	১৩৮'৫৭ ফ্রাঙ্ক	=১০০
ডেনমার্ক	১৪৪'৬০ ক্রোনার	=১০০	১৪৪'২৬ ক্রোনার	=১০০
ফ্রান্স	১০২'৫৬ ফ্রাঙ্ক	=১০০	১০২'২৮ ফ্রাঙ্ক	=১০০
ইতালী	১২৯৭'৭১ লিরা	=১০০	১২৯৬৯'৫৬ লিরা	=১০০
নেদারল্যাণ্ডস্	৭৫'২৯ গিল্ডার	=১০০	৭৫'১৭ গিল্ডার	=১০০
নরওয়ে	১৪৯'৫৬ ক্রোনার	=১০০	১৪৯'৪৪ ক্রোনার	=১০০
সুইডেন	১০৮'৩৩ ক্রোনার	=১০০	১০৮'৩০ ক্রোনার	=১০০
জাপান	৭৫৫৩'৩৩ ইয়েন	=১০০	৭৫৮৭'৬২ ইয়েন	=১০০
সুইট্জারল্যাণ্ড	৯০'৪৬ ফ্রাঙ্ক	=১০৯	৯০'২০ ফ্রাঙ্ক	=১০০
পশ্চিম জার্মানি	৮৩'৬৭ মার্ক	=১০০	৮৩'০৭ মার্ক	=১০০
ব্রহ্ম	৯৯'৫০ কায়াট	=১০০	৯৯'৫০ কায়াট	=১০০
সিংহল	৯৯'৫০ রুপি	=১০০	৯৯'৫০ রুপি	=১০০
মিশর	১ পাউণ্ড	=১৩'৮১	১ পাউণ্ড	=১৩'৮১
ইরাক	১০০ দিনার	=১৩৩৮	১০০ দিনার	=১৩৩৮
পাকিস্তান	৯৯'৬০ রুপি	=১০০	৯৯'৬০ রুপি	=১০০
অস্ট্রেলিয়া	১শিলিং ১০ ১৫/১৬ পে.	=১	১ শিলিং ১০ ১৫/১৬ পেন্স	=১
লণ্ডন	১শিলিং ৫ ৩১/৩২ পেন্স	=১	৯ শিলিং ৫ ৩১/৩২ পেন্স	=১
নিউজিল্যাণ্ড	১শিলিং ৫ ৩১/৩২ পেন্স	=১	১ শিলিং ৫ ৩১/৩২ পেন্স	=১
দক্ষিণ আফ্রিকা	১শিলিং ৫ ৫১/৬১ পেন্স	=১	১ শিলিং ৫ ১৫/১৬ পেন্স	=১

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

কেন্দ্রীশ্ব সরকারের আয় : প্রধানতঃ যে সকল সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় সংগৃহীত হয় সেগুলি :—(১) আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক, (২) কৃষি ব্যতীত অন্য আয়ের উপর আয় কর, (৩) কর্পোরেশন ট্যাক্স, (৪) উৎপাদন শুল্ক, (৫) মৃত্যু কর, (৬) অতিরিক্ত ডিভিডেণ্ড কর, (৭) বোনাস-শেয়ার কর, (৮) মূলধন-সম্ভূত কর, (৯) সম্পত্তি কর ও (১০) দান কর। এই সকল আয়ের সূত্র সংবিধানসম্মত। ইহা ব্যতীত আয়ের সূত্র হিসাবে সংবিধানে অন্যান্য যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলি—পরিবাহিত দ্রব্যসামগ্রী ও যাত্রীদের উপর প্রান্তীয় কর ; রেলপথের ভাড়া ও যাত্রীদের উপর কর ; স্টক্ এক্সচেঞ্জ ও ফিউচার মার্কেটের লেনদেনের উপর স্ট্যাম্প ডিউটি ব্যতীত কর ; বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক্, প্রমিসরি নোট, বিল অব্ লেডিং, লেটার্স অব্ ক্রেডিট, বীমাপত্র, শেয়ার হস্তান্তর, ডিবেঞ্চার, প্রক্সি ও রসিদের উপর কর এবং সংবাদপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কর।

প্রধান সূত্রগুলি হইতে কেন্দ্রীয় সরকার গত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের প্রধান উৎস সমূহ *

উৎস	কোটি টাকায় লিখিত				
	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬৩-৬৪	১৯৬৪-৬৫
	প্রকৃত	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত	বাজেট
আয় কর	১৩২'৭৩	১৩১'৩৫	১৬৭'৬৮	২৩৫'০০	২৫০'০০
কর্পোরেশন কর	৪০'৪৯	৩৭'০৪	১১১'০৫	২৭৫'০০	৩০৬'০০
ব্যয় কর	—	—	০'৯১	০'১৮	১'৫৫
মৃত্যুকর	—	১'৮১	৩'৫৯	৪'৩৫	৭'৫০
সম্পত্তি কর	—	—	৮'১৫	১০'০০	১০'২০
দান কর	—	—	২'৮৯	১'১০	৩'১০

* **বিশেষ দ্রষ্টব্য :** [আয় কর, উৎপাদন কর ও অন্যান্য কর বাবদ রাজ্যসমূহকে প্রদেয় অর্থ এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। এই কারণে এই হিসাবে মোট রাজস্বের পরিমাণ মূল বাজেট অপেক্ষা কিয়দংশে কম হইয়াছে। সঃ বঃ]

উৎস	১৯৫০-৫১ প্রকৃত	১৯৫৫-৫৬ প্রকৃত	১৯৬০-৬১ প্রকৃত	১৯৬৩-৬৪ সংশোধিত	১৯৬৪-৬৫ বাজেট
স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন	১·৮১	১·৭২	৩·৬৮	৫·২৫	৫·৪১
আমদানি শুল্ক	১০৭·৭০	১২৭·৯৮	১৫৪·৬১	৩১৮·৮২	৩৩৫·৭৯
রপ্তানি শুল্ক	৪৭·৩৬	৩৭·৭৬	১৩·১২	৩·৪৬	২·৯৬
উৎপাদন শুল্ক	৬৭·৫৪	১২৮·৬৮	৩৪১·২৫	৫৬৭·৪৮	৬২৮·৫৬
শাসনখাতে আয়	১২·৫৩	১৭·০৮	৫৯·৩২	৪৮·০০	৪৭·৬৭
রেলওয়ে	৬·৫০	৫·৮০	৪·৭৭	২৩·৯০	২৪·৫৩
পোস্ট ও টেলিগ্রাফ	৩·৯৮	৩·৪৭	০·৪৬	১·১৯	১·৩৮
মুদ্রা ও টাকশাল	৯·৭১	১৯·৭৫	৪৭·৯৫	৪০·৬১	৩৬·৪০
অন্যান্য খাতে আদায় সহ মোট রাজস্ব	৪০৫·৮৬	৪৮১·১৯	৮৭৭·৪৬	১৭৫৩·২৮	১৯৭০·৮৪

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের প্রধান খাতসমূহ

কোটি টাকায় লিখিত

খাত	১৯৫০-৫১ প্রকৃত	১৯৫৫-৫৬ প্রকৃত	১৯৬০-৬১ প্রকৃত	১৯৬৩-৬৪ সংশোধিত	১৯৬৪-৬৫ বাজেট
রাজস্ব আদায় খাতে	১০·২৪	১২·৫১	২২·৪৩	২৩·৬৭	২৫·৩৪
প্রশাসন খাতে	২১·২৯	৩৩·৫৭	৫৮·৬৬	৮০·৪৫	৮১·৮৪
প্রতিরক্ষা	১৬৪·১৩	১৭২·২৩	২৪৭·৫৫	৬৯২·৫৫	৭১৭·৮০
ঋণ খাতে	৩৭·৩৬	৪৩·১৪	৭৭·০৯	২৮২·০৬	৩১৮·৪১
পেন্সন ইত্যাদি	৬·৯৯	৮·৯৭	১০·০৪	১০·৭৭	১১·০৪
সাধারণ খাতের বহির্ভূত	০·০৭	—	৩·৬৮	৮৩·৯০	১৪৭·৩১
বিবিধ খাতে	৪৪·২৮	৪৮·৮২	১১৭·৮২	৭১·৫৩	৭৮·৮০
সমাজ ও উন্নয়ন	৩৯·৫০	৮২·৪১	২৩৬·৪০	১৭৭·২৯	১৯৯·৫৪
কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের মধ্যে লেনদেন	১৫·৫৯	৩৫·৮৭	৪৮·৫৫	২৩৯·১৬	২৯৩·২১
অন্যান্য ব্যয়	৭·১৯	৩·২২	৩·৯৯	৩·৫৬	৩·৪৭
মোট ব্যয়	৩৪৬·৬৪	৪৪০·৭৪	৮২৬·২১	১৬৬৪·৯৪	১৮৭৬·৭৬

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণঃ পূর্বে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করার উপরই অর্থসচিবগণের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত। বর্তমানে কিন্তু নানারূপ

পরিকল্পিত উন্নয়নমূলক ব্যয়ের বিপুলতার নিমিত্ত এই নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন নূতন কর স্থাপন-দ্বারা রাজস্ব খাতেরই সমতা রক্ষা করার চেষ্টা হয়। মূলধনী খাতে ব্যয়ের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ট্রেজারী বিল বিক্রয় দ্বারা নূতন টাকার স্থষ্টি করা হয়। ইহা ব্যতীত বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারাও টাকা তোলা হয়। কিছু টাকা বৈদিশিক ঋণসূত্র হইতেও আসে। ট্রেজারী বিল বিক্রয় দ্বারা নূতন টাকার স্থষ্টি করিয়া ও ঋণপত্র বিক্রয়ের সাহায্যে মূলধনী খাতে ব্যয় করার পদ্ধতিকে "ঘাটতি ব্যয়" (Deficit financing) বলা হয়।

গত কয় বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ কি পরিমাণ বাড়িয়াছে, তাহা নীচে প্রদত্ত সামগ্রিক ঋণপত্র হিসাব হইতে বোঝা যাইবে।

(কোটি টাকায় লিখিত)

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬২-৬৩	১৯৬৩-৬৪
ভারতে :					
ঋণপত্র	১৪৩৮	১৫১০	২৫৭২	২৮৫১	৩১১৪
ট্রেজারী বিল	৩৭৩	৭১২	১২৬৩	১৪১৫	১৩৫৯
স্বল্প সঞ্চয়	৩২৬	৫৭৪	৯৬৬	১১৪২	১২৪৬
অবচয় ও সংরক্ষিত ভাণ্ডার	১৫৬	১৮৭	৮৭	১৪১	২০০
মার্কিন সরকারের লগ্নীর বিপক্ষে সঞ্চয় তহবিল	—	—	২৪০	৩৫৫	৪০৮·০৩
অন্যান্য	২০৭	১৮৮	৩২৬	৪২৮	৪৮০
বিদেশে :					
ইংল্যাণ্ডে	৩৬	২৩	১২২	১৬৯	২২১
ডলার ঋণ	২৫	১১৮	৫২১	৮৬৯	১১৪৬
সোভিয়েট ঋণ	—	—	৬২	১০৫	১৩৭
পঃ জার্মান ঋণ	—	—	১০৮	১৫৫	১৭৩
অন্যান্য	—	—	১২	৬০	৮১
মোট	২০৬২	৩৩১২	৬২৮১	৭৬৯১	৮৫৯৭

ভারত সরকারের ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট

ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী ২৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, লোকসভায় ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন। উহাতে রাজস্বখাতে ২০৯৫ কোটি টাকা আয় এবং ২০৪১ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

সুতরাং রাজস্বখাতে আলোচ্য বাজেটে ৫৪ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। কিন্তু মূলধনীখাতে ব্যয়াধিক্যের ফলে এই উদ্বৃত্ত ঘাটতিতে পর্যবসিত হইবে। রাজস্ব ও মূলধনী খাতে হিসাব মিলাইয়া ১৯৬৪-৬৫ সালে মোট ৮৬কোটি টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে। এইসর্বপ্রথম ভারতীয় বাজেটে আয় ও ব্যয় ২ হাজার কোটি টাকার সীমা অতিক্রম করিল। আলোচ্য বাজেটে উল্লেখযোগ্য কোন নূতন কর ধরা হয় নাই, তবে কতিপয় করহার পুনর্বিন্যাসের ফলে অতিরিক্ত ৪০ কোটি টাকা আয় হইবে। মূলধনী খাতেও ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় হইবে। ১৯৬৪-৬৫ সালে রাজস্বখাতে পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা ১৮১ কোটি টাকা অধিক আয় হইবে। আলোচ্য বাজেটে অসামরিক ব্যয়ের জন্য ১৩২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ৭১৮ কোটি টাকা। পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করা হইবে ১৫১৬ কোটি টাকা।

আলোচ্য বাজেটের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল 'বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা'র বিলোপসাধন। এই পরিকল্পনা গত বৎসর অর্থমন্ত্রী হিসাবে শ্রী মোরারজী দেশাই প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বার্ষিক ১৫০০ টাকা আয় বিশিষ্ট সকলের পক্ষেই অবশ্য সঞ্চয় বাধ্যতামূলক হয়। শ্রী কৃষ্ণমাচারী অর্থমন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করার পরে ইহার সংশোধন করিয়া তিনি কেবলমাত্র আয়করদানকারী ব্যক্তিদের উপর ইহা প্রয়োগ করিয়াছিলেন। বর্তমান বাজেটে ইহা একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে অর্থমন্ত্রী অবশ্য সঞ্চয়ের একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তবে তাহা কেবলমাত্র ১৫ হাজার টাকা ও তদূর্ধ্ব আয়ের ব্যক্তিদিগকেই স্পর্শ করিবে। উহা 'এ্যানুইটি সঞ্চয় পরিকল্পনা'।

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটের প্রধান বিষয়গুলি নিম্নে উল্লিখিত হইল :—

(১) বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার বিলোপ, (২) বার্ষিক ১৫ হাজার টাকা ও তদূর্ধ্ব আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য এ্যানুইটি সঞ্চয় পরিকল্পনার প্রবর্তন, (৩) গ্রামোফোন রেকর্ড, কার্বন ডাইঅক্সাইড ব্যতীত অন্যান্য গ্যাস, স্বল্প ক্ষমতার বৈদ্যুতিক মোটর এবং সালফিউরিক এসিড ব্যতীত সকল এসিড— এই সকল দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করা হইবে, (৪) ব্যয় কর পুনঃ প্রবর্তন করা হইবে। ১৯৫৭ সালে শ্রীকৃষ্ণমাচারী অর্থমন্ত্রী হিসাবে এই কর প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। অতঃপর মোরারজী দেশাই-এর আমলে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল। (৫) যে সকল সাবান

বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য ব্যতীত উৎপন্ন হয় তাহার উপর উৎপাদন শুল্ক প্রত্যাহার করা হইবে, (৬) লৌহ ও ইস্পাত-এর উপর সারচার্জ প্রত্যাহার করিয়া লৌহপিণ্ড, কতিপয় শ্রেণীর ইস্পাত ও ইস্পাত দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইবে, (৭) অতিরিক্ত মুনাফা রোধের জন্য মিহি ও অতি মিহি সূতার উপর শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে, (৮) শুক নারিকেল শাঁশের আমদানি শুল্ক ২৫% হইতে বাড়াইয়া ৩০% করা হইবে, (৯) মোটর গাড়ীর আমদানি শুল্ক ১৫০% হইতে কমাইয়া ৬০% করা হইবে, (১০) পাটের উপর রপ্তানি শুল্ক বিলোপ করা হইবে, (১১) কোম্পানী সমূহের উপর অতিরিক্ত মুনাফা কর রদ করা হইবে এবং তাহার পরিবর্তে সারট্যাক্স ধার্য করা হইবে, (১২) যৌথ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রেফারেন্স শেয়ার ব্যাতীত অন্যান্য শেয়ারের উপর যে লভ্যাংশ দেওয়া হয় তাহার উপর ৭·৫% হারে কর ধার্য করা হইবে, (১৩) যে সকল কোম্পানী ২৩এ, ধারামতে গঠিত তাহাদের সুপারট্যাক্সের হার ২৫% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৫% করা হইবে এবং (১৪) ব্যক্তিগত আয়কর ও মৃত্যুকরের হার পুনর্বিন্যাস করা হইয়াছে।

১৯৬৩-৬৪ সালের সংশোধিত বাজেটঃ আলোচ্য বাজেটের সহিত অর্থমন্ত্রী চলতি বৎসরের অর্থাৎ ১৯৬৩-৬৪ সালের সংশোধিত বাজেটও পেশ করেন। উহাতে দেখা যায় যে, বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা রাজস্বের পরিমাণ ৭৭·৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বরাদ্দ অপেক্ষা ব্যয় ২৭·০৬ কোটি টাকা কমিয়াছে। নিম্নে বর্তমান বৎসর ও আগামী বৎসরের বাজেটের চুম্বক দেওয়া হইল।

এক নজরে কেন্দ্রীয় বাজেট

	১৯৬৩-৬৪ বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা)	১৯৬৩-৬৪ সংশোধিত (কোটি টাকা)	১৯৬৪-৬৫ বাজেট বরাদ্দ (কোটি টাকা)
রাজস্ব আয় ...	১৮৩৬·১৮	১৯১৩·৬৮	২০৯৬·১২ +৪০·২৭*
ব্যয় ...	১৮৫২·৪০	১৮২৫·৩৪	২০৪১·৩১
উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (−)	−১৬·২২	+৮৮·৩৪	+৫৩·৮১ +৪০·২৭*

* বাজেট প্রস্তাবের ফলে অনুমিত বৃদ্ধি

রেলওয়ে

ভারতীয় রেলপথের জন্ম ১৮৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল। ঐ দিবসে বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্যন্ত রেলপথটিতে গাড়ী চলাচল সুরু হয়। প্রায় এক বৎসর পরে বাংলা দেশে রেলগাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়। ১৮৫৪ সালে ১৫ই আগষ্ট হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত একটি রেলপথে রেলগাড়ী চলিতে আরম্ভ করে। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর পরিকল্পনা অনুসারে ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলি রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করার আয়োজন করা হয়। ভারত সরকার মূলধনের ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়া এবং রেলপথের জমি খাস করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইংল্যাণ্ড হইতে ভারতীয় রেলপথের জন্য মূলধন সংগ্রহ করেন। কতকগুলি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারত সরকারের এই শর্তে চুক্তি হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের পরে যথাযথ হারে মূল্য দিয়া ভারত সরকার এই সকল রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবেন। এই শর্তানুসারে পরবর্তী কালে ভারতের বড় বড় রেলপথসমূহের মালিকানা ও পরিচালনার দায়িত্ব ভারতসরকারের করায়ত্ত হয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশীয় রাজ্যসমূহের রেলপথগুলি জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

রেলপথের দৈর্ঘ্য ঃ ১৮৫৩ সালে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২০ মাইল। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ হাজার ১২৮ মাইল। কিন্তু ঐ বৎসর ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য হ্রাস পাইয়া দাঁড়ায় ৪১ হাজার ৭৬ মাইল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য আরও কমিয়া দাঁড়ায় ৩৩,৯৮৫ মাইল। বর্তমানে ভারতীয় রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৫,৪৭৩ মাইল। ইহা এশিয়ার দীর্ঘতম রেলপথ এবং পৃথিবীর মধ্যে ইহার স্থান চতুর্থ।

অদ্যাবধি ভারতীয় রেলপথসমূহের মোট দৈর্ঘ্য, নিয়োজিত মূলধন, আয় ও ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে অপর পৃষ্ঠায় তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বৎসর	দৈর্ঘ্য	নিয়োজিত মূলধন	মোট আয়	মোট ব্যয়	আয় (নীট)
	মাইল	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা	লক্ষ টাকা
১৮৫৩	২০	৩৮	০'৯০	০'৪১	০'৪৯
১৮৬৩	২,৫০৭	৫,৩০০	২২০	১৩৩	৮৭
১৮৭৩	৫,৬৯৭	৯,১৭৩	৭২৩	৩৭৮	৩৪৫
১৮৮৩	১০,৪৪৭	১৪,৮৩১	১,৬৩৯	৭৯৭	৮৪২
১৮৯৩	১৮,৪৫৯	২৩,৩১৮	২,৪০৮	১,১৩৫	১,২৭৩
১৯০৩	২৬,৯৫৬	৩৪,১১১	৩,৬০১	১,৭১১	১,৮৯০
১৯১৩-১৪	৩৪,৬৫৬	৪৯,৫০৯	৬,৩১৯	৩,২৯৩	৩,০৬৬
১৯২৩-২৪	৩৮,০৩৯	৭১,৭৯৩	১০,৭৮০	৬,৮৪৫	৩,৯৩৪
১৯৩৩-৩৪	৪২,৯৫৩	৮৮,৪৪১	৯,৯৫৮	৬,৯৫৪	৩,০০৪
১৯৪৩-৪৪(ক)	৪০,৫১২	৮৫,৮৫৪	১৯,৯৩২	১১,৩১১	৮,৫২১
১৯৪৭-৪৮(খ)	৩৩,৯৮৫	৭৪,২২০	১৮,৩৬৯	১৬.৩৯৪	১,৯৭৫
১৯৫২-৫৩	৩৪,২৭৫	৮৬,৮৫৫	২৭,২২৮	২১,৯৯৯	৫,২২৯
১৯৫৫-৫৬	৩৪,৭৩৬	৯৭,৫৫০	৩১,৭৫১	২৬,১০৭	৫,৭৩৪
১৯৬০-৬১	৩৫,৩৯৫	১,৫২,৭৮৩	৪৫,৯৩৮	৩৬,১৮৮	৯,০৫০
১৯৬১-৬২	৩৫,৪৭৩	১,৬৯,০০৭	৫০,২২৯	৩৯,২৩৫	১০,৯৯৩

রেলপথের আঞ্চলিক বিন্যাস

স্বাধীনতা লাভের পরে ভারত সরকার দেশের সমস্ত রেলপথসমূহের মালিকানা ও পরিচালনা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া রেলপথগুলিকে পুনর্গঠন করিবার নীতি অবলম্বন করেন। ১৯৪৯ সালে এই উদ্দেশে আইন পাস করা হয়। তদনুসারে ৩৭টি রেলপথকে ৮টি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দক্ষিণ রেলপথ ঃ পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনায় এই রেলপথটিই প্রথম কার্যকরী করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহার উদ্বোধন হয়। এই আঞ্চলিক রেলপথের মধ্যে আছে (ক) মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারাঠা রেলওয়ে, (খ) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও (গ) মহীশূর রেলওয়ে। দক্ষিণ রেলপথের সদর কার্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত। ৬,০৫৮'০৩ মাইল রেলপথ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ; তন্মধ্যে ১,৭৮৩'৮১ মাইল ব্রড গেজ ; ৪,১৭৯'২২ মাইল মিটার গেজ ও ৯৫'৮০ মাইল ন্যারো গেজ।

(ক) ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফল। (খ) ভারত বিভক্ত হয়।

কেন্দ্রীয় রেলপথঃ এই আঞ্চলিক রেলপথের উদ্বোধন হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৫১ সালে। (ক) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে, (খ) নিজাম রাজ্যের রেলপথ, (গ) সিন্ধিয়া রাজ্যের রেলপথ ও (ঘ) ঢোলপুর রাজ্যের রেলপথের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় বোম্বাই। মোট রেলপথের পরিমাণ ৫,৬২৩'১২ মাইল; তন্মধ্যে ৪,০৯৩'০৮ মাইল ব্রড গেজ; ৭৭২'৪৯ মাইল মিটার গেজ ও ৭৬৬'৫৫ মাইল ন্যারো গেজ।

পশ্চিম রেলপথঃ এই অঞ্চলের উদ্বোধন হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৫১। যে সকল রেলপথ লইয়া ইহা গঠিত তন্মধ্যে আছে (ক) বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, (খ) সৌরাষ্ট্র রেলপথ, (গ) কচ্ছ রেলপথ, (ঘ) রাজস্থান রেলপথ এবং (ঙ) জয়পুর রেলপথ। সদর কার্যালয় বোম্বাই। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫,৬২১'৪২ মাইল; তাহার মধ্যে ১,৩৮৯'০৫ মাইল ব্রড গেজ; ৩,৫৫৭'৯৭ মাইল মিটার গেজ ও ৭৭৪'৪০ মাইল ন্যারো গেজ।

উত্তর রেলপথঃ ইহার উদ্বোধন হয় ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২। (ক) যোধপুর রেলপথ, (খ) বিকানীর রেলপথ, (গ) পূর্ব পাঞ্জাব রেলপথ এবং (ঘ) ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে—এলাহাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ এই তিনটি ডিভিশন লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। সদর কার্যালয় দিল্লী। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,০৫১'৬৪ মাইল; তন্মধ্যে ৩,৯১৭'৩৬ মাইল ব্রড গেজ ২,০০৬'৩৫ মাইল মিটার গেজ এবং ১২৭'৯৩ মাইল ন্যারো গেজ।

উত্তর-পূর্ব রেলপথঃ উদ্বোধন দিবস ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২। (ক) অযোধ্যা ও ত্রিহুত রেলপথ, (খ) আসাম রেলওয়ে এবং (গ) পুরাতন বোম্বাই বরোদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের ফতেগড় জিলার অংশ লইয়া ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় গোরক্ষপুর। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪,৭৯৯'৯২ মাইল; তন্মধ্যে ২'১৫ মাইল ব্রড গেজ; ৪,৭৪৩'৫৯ মাইল মিটার গেজ ও ৫৪'১৮ মাইল ন্যারো গেজ।

পূর্ব রেলপথঃ ইহার উদ্বোধন হয় ১লা আগস্ট ১৯৫৫। পুরাতন ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ ডিভিশন ব্যতীত) লইয়া ইহা গঠিত। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৩২১ মাইল; তন্মধ্যে ২,৩০৪ মাইল ব্রড গেজ ও ১৭ মাইল ন্যারো গেজ। সদর কার্যালয় কলিকাতা।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথঃ উদ্বোধন দিবস ১লা আগস্ট, ১৯৫৫। ভূতপূর্ব বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লইয়া ইহা গঠিত। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩,৩৯৯

মাইল ; তন্মধ্যে ২,৪৭৪ মাইল ব্রড গেজ ; ৯২৫ মাইল ন্যারো গেজ। সদর কার্যালয় কলিকাতা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ ঃ ভারতের এই অষ্টম রেলপথটির ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী উদ্বোধন হইয়াছে। সম্পূর্ণ আসাম, উত্তরবঙ্গ, বিহার এবং উত্তর প্রদেশের অংশ বিশেষ লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। আসামের পাণ্ডুতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১,৭৩৮ মাইল ; ব্রড গেজ ২·২৫ মাইল, মিটার গেজ ১,৬৮৬ মাইল এবং ন্যারো গেজ ৪৯·৭৫ মাইল।

রেলওয়ে বোর্ড

রেলপথের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দায়িত্ব 'রেলওয়ে বোর্ডে'র উপর ন্যস্ত। ১৯০৫ সালে উক্ত বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

একজন চেয়ারম্যান, ফাইন্যান্সিয়াল কমিশনার ও তিনজন সদস্য লইয়া রেলওয়ে বোর্ড গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের রেলওয়ে দপ্তরের সেক্রেটারী পদাধিকারবলে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া থাকেন। বোর্ডের বর্তমান পদাধিকারীদের নাম ঃ

চেয়ারম্যান ঃ ডি. সি. বাইজাল

ফাইন্যান্সিয়াল কমিশনার ঃ এস. জগন্নাথন

সদস্যগণ ঃ কৃপাল সিং, জি. পি. সাহানি এবং এম. এম. খান।

রেলওয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলওয়ের উন্নতির জন্য মোট ৪২৩·৭১ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় রেলপথ উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে ১১২১·৫ কোটি টাকা। এই দুইটি পরিকল্পনার আমলে রেলওয়ে সন্তোষজনক অগ্রগতি লাভ করিয়াছে বলা চলে। উক্ত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে চালু মালগাড়ীর সংখ্যা ২২২৪৪১ হইতে ৩৪১০৪১, ইঞ্জিনের সংখ্যা ৮৪৬০ হইতে ১০৫৫৪ এবং যাত্রীগাড়ীর সংখ্যা ২০৫০২ হইতে ২৮১৭১টিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সময়ে রেল লাইনেরও পরিমাণ ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষ বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন। ১৩০০ মাইল লাইনের দ্বিত্বকরণ ও ৮০০ মাইল লাইনের বৈদ্যুতিকরণ উল্লেখযোগ্য। ১২০০ মাইল

সম্পূর্ণ নূতন লাইন নির্মাণ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গুটাইয়া ফেলা হইয়াছিল, এইরূপ ৪০০ মাইল লাইন পুনঃস্থাপন করা হইয়াছে। রেলপথে মাল চলাচলের পরিমাণও আলোচ্য এক দশকের মধ্যে বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে রেলপথে মাল বহনের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ১৫ লক্ষ টন। ১৯৬০-৭১ সালে মালের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন।

তৃতীয় পরিকল্পনা ঃ তৃতীয় পরিকল্পনায় রেলওয়ের উন্নতি বিধানের জন্য মোট ১৩২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তিম বর্ষে অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ সালে রেলপথে মাল চলাচলের পরিমাণ বাড়িয়া ২৪ কোটি ৫০ লক্ষ টনে উপনীত হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করেন। পরিকল্পনার ৫ বৎসর কালের মধ্যে ৯০৪৪৭টি মালগাড়ী, ৫০২৫টি যাত্রীগাড়ী এবং ১১৫০টি ইঞ্জিন সংগ্রহের এবং ১৬০০ মাইল রেল লাইনের দ্বিত্বকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

১৯৬৪-৬৫ সালের রেলওয়ে বাজেট

আয় ঃ

রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী এইচ. সি. দাসাপ্পা ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪, সংসদে ১৯৬৪-৬৫ সালের রেলওয়ে বাজেট উপস্থাপন করেন। উক্ত বাজেটে মোট ৬৬৮ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ঐ অর্থ এইভাবে সংগৃহীত হইবে—যাত্রীবহনের ভাড়া হইতে ১৮৪ কোটি টাকা, মালবহনের ভাড়া হইতে ৪৩২ কোটি টাকা, ৩৫ কোটি টাকা গাড়ীর অন্যান্য ভাড়া হইতে এবং ১৮ কোটি টাকা বিবিধ খাত হইতে। মালের ভাড়ার পুনর্বিন্যাস ও প্রস্তাবিত সারচার্জ-এর ফলে মালের ভাড়া হইতে অতিরিক্ত ১১ কোটি টাকা আদায় হইবে।

ব্যয় ঃ

কার্য পরিচালনাখাতে ৪১৪·৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৬৩-৬৪ সাল অপেক্ষা ইহা ১·৩৪ কোটি টাকা অধিক। মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ৮৩ কোটি টাকা হস্তান্তর করিয়া, সাধারণ রাজস্বখাতে প্রদেয় লভ্যাংশ জমা দিয়া এবং রাজ্যসমূহকে প্রদেয় ১২·৫ কোটি টাকা (যাহা যাত্রীভাড়ার

উপর করের বদলে দেওয়া হয়) বাদ দিয়া বাজেটে ৩০'৮৭ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত দাঁড়ায়। উহা উন্নয়ন তহবিলে জমা দেওয়া হইবে। ১৯৬৪-৬৫ সালে নূতন সংগৃহীত মূলধনের উপর ৫'৭৫% হারে লভ্যাংশ দিতে হইবে, ইহা সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

১৯৬৩-৬৪ সালের সংশোধিত হিসাবঃ ১৯৬৩-৬৪ সালের প্রাথমিক বাজেটে আয় ৫৯৯'৬৯ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৩৭৯'০৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত হিসাব অনুসারে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৬২২'২২ কোটি টাকা এবং ৩৯৩'৩৪ কোটি টাকা অনুমিত হইয়াছে। যাত্রী ভাড়া দরুন ৭'৫০ কোটি টাকা এবং মালের ভাড়ার দরুন ১২'৬৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত সংগৃহীত হওয়ায় আয়ের অঙ্ক স্ফীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইস্পাত ও কয়লার মূল্য বৃদ্ধি এবং স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

যাত্রী ও মালবহনের খতিয়ান

বৎসর	যাত্রীসংখ্যা হাজার	যাত্রীবহনের আয় লক্ষ টাকা	বাহিত মাল হাজার টন	মালবহনের আয় লক্ষ টাকা
১৮৭১	১৯,২৮৩	২০২	৩,৫৪২	৪২০
১৯০১	১,৯৪,৭৪৯	১,০০৭	৪৩,৩৯২	২,১২৪
১৯৩১-৩২	৫,০৫,৮৩৬	৩,১৩৫	৭৪,৫৭৫	৫,৮৭৩
১৯৪১-৪২*	৬,২৩,০৭২	৩,১৬৯	৯৬,৯৯৭	৮,৯৬৩
১৯৫১-৫২†	১২,৩২,০৭৩	১১,১৪২	৯৮,০২৫	১৫,৩৯৫
১৯৫৫-৫৬	১২,৯৭,৪৩১	১০,৮৭৫	১,১৫,২৮৩	১৭,৭৯২
১৯৫৬-৫৭	১৩,৮২,৫৪০	১১,৭৩৯	১,২৫,৩৮০	২০,১০৯
১৯৫৭-৫৮	১৪,৩১,০৫৯	১২,০০৮	১,৩৩,৩৬৫	২২,৫৭২
১৯৫৮-৫৯	১৪,৪০,৯২০	১১,৭৫৮	১,৩৬,৫৫৯	২৩,৭০৪
১৯৫৯-৬০	১৫,২৮,৬০২	১২,৬৪৯	১,৪১,৫৩৭	২৪,৬১২
১৯৬০-৬১	১৬,১৫,৮৯৪	১৩,২৫২	১,৫৬,৮৮৯	২৮,১২৬
১৯৬১-৬২	১৭,১২,৮৩৮	১৫,১৮৪	১,৬১,৮৬০	৩০,০৭৯

(*) ১৯৩৭ সালে বার্মা রেলওয়ে বিচ্ছিন্ন হয়। (†) ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়।

ওয়াগন বা মালগাড়ী চলাচলের খতিয়ান

গত কয়েক বৎসর কি কি পণ্য বহনের জন্য কত মালগাড়ী নিযুক্ত হইয়াছিল নিম্নে তাহার খতিয়ান দেওয়া হইল। দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের কিরূপ প্রসার হইতেছে এই খতিয়ান হইতে তাহার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে।

ব্রড গেজ লাইনে

পণ্য	১৯৫০-৫১ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)	১৯৬০-৬১ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)	১৯৬১-৬২ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)	১৯৬২-৬৩ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)
কয়লা	১১৪৫	১৩৩৭	১৪৪৩	১৬৪০
চাউল, ডাইল	৩৫৮	৪৫৫	৪৩০	৪২৭
তৈল বীজ	৫০	৫৯	৫৬	৬০
তূলা	৩৫	৩০	২৩	২৩
সূতী কাপড় ইত্যাদি	২৪	১৩	১১	১১
পাট	৪৩	৫৬	৬২	৭৬
চিনি	৩৮	৫৫	৫৯	৬৭
সিমেণ্ট	১০২	২১৩	২০৬	২০৯
লৌহ দণ্ড	১৪	৫০	৪৫	৪৮
লৌহ ও ইস্পাত	১১৭	২৬০	৩০০	২৫৯
চা	১০	১৩	১৩	১৩
ম্যাঙ্গানিজ	৪৯	৫৮	৬০	৫৯
অশোধিত লৌহ পিণ্ড	১৪৬	৪৪৬	৫০৯	৬২৪
বিবিধ পণ্যের জন্য (ক্ষুদ্রাকার)	৩১:	৩৮০	৩৩৬	৩২৭
রেলওয়ের মালপত্র	৩১৬	৯০৯	৮৯৮	১০২১
বিবিধ পণ্যের জন্য (পূর্ণ আয়তন)	১৪৬৩	১৭৪৩	১৮০০	১৯৮০
অন্যান্য পণ্যসহ মোট মালগাড়ী	৪২৩০	৬১৬৪	৬৩৩৪	৭০২৯

মিটার গেজ লাইনে

পণ্য	১৯৫০-৫১ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)	১৯৬০-৬১ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)	১৯৬১-৬২ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)	১৯৬২-৬৩ মাল গাড়ী (হাজার সমষ্টিতে)
কয়লা	২০৭	২৫৪	২৬৩	২৪৮
চাউল, ডাইল	২৬৮	৩৮২	৩৭৩	৩৬৫
তৈল বীজ	৫১	৭৩	৫৯	৬৫
তূলা	২৬	২২	১৭	২০
সুতী কাপড় ইত্যাদি	১৩	৩	৩	৩
পাট	৪২	৬০	৬৬	৭৪
চিনি	৫৯	৭৩	৭১	৭৬
সিমেণ্ট	৬৯	১৪৮	১৯৩	১৭৬
লৌহ দণ্ড	৬	৬	৬	৭
লৌহ ও ইস্পাত	২২	৫৭	৬৬	৭৪
চা	২৭	১৯	২১	১৯
ম্যাঙ্গানীজ	১১	২১	১৬	১৬
অশোধিত লৌহপিণ্ড	৮	৭৫	৬৯	৭৭
বিবিধ পণ্যবাহী গাড়ী (পূর্ণ)	১২৫০	১৩৫২	১৩৩১	১৩৬০
" " (ক্ষুদ্র)	৩৩১	৩২৩	২৯২	২৭১
রেলওয়ের মালপত্র অন্যান্য পণ্যসহ	২০৯	৪২৯	৪২৯	৪৫৮
মোট মাল গাড়ী	২৬০৭	৩৫৯৩	৩৫৩৬	৩৫৭৮

অসামরিক বিমান পরিবহণ

ভারতে কার্যতঃ ১৯২৪-২৫ সালে বিমান চলাচলের সূত্রপাত হয়। ইহার পূর্বেও ভারতে বিমান চালনার প্রচেষ্টা হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ১৯১১ সালে এলাহাবাদ হইতে নৈনী পর্যন্ত ৬ মাইল পথে বিমানযোগে যে ডাক বহন করা হইয়াছিল তাহাই **বিশ্বের সর্বপ্রথম বিমান ডাক**। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় বিমান পরিবহণের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয় নাই। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অসামরিক বিমান পরিবহণ পরিচালনা করিতে থাকে। ঐ সময়ে মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান ভারতের মধ্যে ও বাহিরে বিমান চলাচলের কার্যে ব্যাপৃত ছিল।

জাতীয়করণ ঃ ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার এদেশে অসামরিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে (মোট ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল) জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করেন এবং তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালে 'এয়ার কর্পোরেশন আইন' গৃহীত হয়। এই আইনের বলে ভারত সরকার দুইটি কর্পোরেশন গঠন করিয়া তাহাদের মারফত ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করেন। "ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনে"র উপর ভারতের অভ্যন্তরে ও ভারতের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং "এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশানালে"র উপর দূরবর্তী দেশসমূহের সহিত বিমান চলাচলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উক্ত আইন অনুসারে অসামরিক বিমান চলাচলের উন্নতি বিধানের জন্য ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে এয়ার ট্রান্সপোর্ট কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।

বিমান চালনা শিক্ষাকেন্দ্র ঃ পাইলট, ইঞ্জিনিয়ার, বিমান বন্দরের অফিসার, কণ্ট্রোল অপারেটার, রেডিও অপারেটার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের এলাহাবাদে অবস্থিত অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষা দেওয়া হয়।

ফ্লাইং ক্লাব ঃ বিমান চালনা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা, বারাকপুর, ভুবনেশ্বর, লক্ষ্ণৌ, জলন্ধর, নাগপুর, জয়পুর, ইন্দোর, বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ, বরোদা, ত্রিবান্দ্রম, কোয়েম্বাটোর ও

গৌহাটিতে মোট ১৭টি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিমানচালনা-সংঘ (Flying-Club) আছে।

১৯৬২ সালে এই সকল ক্লাবে ২১৮ জন 'এ' লাইসেন্সপ্রাপ্ত ও ৯জন 'বি' লাইসেন্সপ্রাপ্ত বিমান চালককে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

বিমান বন্দর : বর্তমানে ভারতে বিমান বন্দরের মোট সংখ্যা ৮২টি এবং এইগুলি ভারতসরকারের অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের পরিচালনাধীন। সান্তাক্রুজ (বোম্বাই), দমদম (কলিকাতা) ও পালাম (দিল্লী) এই তিনটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর।

ভারতীয় অসামরিক বিমানসমূহ বিগত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ যাত্রী, মাল ও ডাক বহন করিয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অসামরিক বিমান চলাচল (সিডিউল্ড সার্ভিস)

বৎসর	ভ্রমণ (হাজার কিলোমিটার)	যাত্রী (হাজার)	মাল (হাজার কেজি)	চিঠিপত্র (হাজার কেজি)
১৯৪৭	১৫০৬৬	২৫৫	২৫৬১	৬৩৭
১৯৫১	৩১৩৭৭	৪৪৯	৩৯৭৫৭	৩২৫৭
১৯৫৬	৩৭৭৮৮	৫৫৯	৪৩৬৪২	৫৭৫৩
১৯৬১	৪৪৩৮০	৯৭৩	৪০০৭০	৭৫৩৪
১৯৬২	৪৪৯৪২	১০৭২	৩৬৭৫৯	৭৯২৬

অসামরিক বিমান চলাচল (নন্ সিডিউল্ড সার্ভিস)

বৎসর	ভ্রমণ (হাজার কিলোমিটার)	যাত্রী (হাজার)	মাল (হাজার কেজি)
১৯৪৭	৬৫১৯	৬২	১৩৫৭
১৯৫১	১০৬৪৫	৬৬	৫৯৬৯৪
১৯৫৬	৯২২৬	১১৪	৪৪০৩১
১৯৬১	৯৫৬৭	১১০	৩৯১২৭
১৯৬২	৯১৭৬	১০৫	৩৮০৮৪

জাহাজী ব্যবসায়

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ১৯৪৭ সালে 'শিপিং পলিসি কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করেন, নিম্নে তাহাদের চুম্বক দেওয়া হইল :

(১) ১৯৫৪ সালের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ ২০ লক্ষ টন নির্দিষ্ট করা। (২) ভারতীয় জাহাজের জন্য উপকূল বাণিজ্যের সমস্তটাই সংরক্ষিত করা। (৩) মাত্র ২টি বৃটিশ জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে "ইণ্ডিয়ান কোস্ট্যাল কনফারেন্স" নামক কমিটির সহযোগী সদস্য থাকিবার অনুমতি দান। (৪) ভারত—ব্রহ্ম, ভারত—সিংহল এবং ভারত—ও অন্যান্য উপকূলবর্তী দেশসমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয় জাহাজগুলি করিবে। (৫) অন্যান্য দূর দেশের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজসমূহ বহন করিবে। (৬) প্রাচ্য দেশসমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইতিপূর্বে জাপান, জার্মানী ও ইতালীর যে সকল জাহাজ ব্যবহৃত হইত তাহার শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় জাহাজ করিবে।

অতঃপর ১৯৫০ সালে ভারত সরকার ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজসমূহের জন্য সংরক্ষিত করেন। তদনুসারে ১৯৫১ সালে "ইণ্ডিয়ান কোস্ট্যাল কনফারেন্স" নামক সংস্থাটি গঠিত হয়।

॥ ভারতীয় জাহাজের খতিয়ান ॥

বৎসর	বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রস্ টন)	বৎসর	বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রস্ টন)
১৯৩৯	৫৩	১২৬,৭০৯	১৯৫৪	১২৪	৪৩৫,৩০০
১৯৪৬	৪২	৯৮,২৮৬	১৯৫৫	১২৬	৯৬৫,২৬৪
১৯৪৭	৬০	১৮৯,২২৬	১৯৫৬	১২৬	৪৭৯,৮০০
১৯৪৮	৭২	২৪৯,২৬১	১৯৫৭	১৩৩	৫২১,৪০০
১৯৪৯	৮৪	৩৩২,৪৯০	১৯৫৮	১৪১	৬৩৯,৭০৮
১৯৫০	৯০	৩[illegible]৪,৬৩২	১৯৫৯	১৫৭	৭৩৯,০০০
১৯৫১	৯২	৩৬৬,৬৪৬	১৯৬০	১৭৩	৮৫২,০০০
১৯৫২	১০০	৪৮৫,৮১৭	১৯৬১	১৭৫	৯০৫,০০০
১৯৫৩	১১১	৪২২,৪৫২	১৯৬২	—	১০,১৪,০০০

শিপিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডঃ ২রা অক্টোবর, ১৯৬১, ভারত সরকার কর্তৃক এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ভূতপূর্ব ইষ্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন ও ওয়েষ্টার্ণ শিপিং কর্পোরেশন ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই সংস্থার অনুমোদিত মূলধন ৩৫ কোটি টাকা ও আদায়ীকৃত মূলধন ২৩ কোটি টাকা। ইহার সদর দপ্তর বোম্বাইতে অবস্থিত। ইহার ২৩ খানি মালবাহী জাহাজ ২ খানি মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজ এবং ২খানি তৈলবাহী জাহাজ আছে।

জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রঃ সিন্ধিয়া স্টীম নেভিগেশন কোং ১৯৪৮ সালে বিশাখাপত্তনমে ভারতের সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৯৪৮ সালে ইহা সর্বপ্রথম জাহাজ নির্মাণ করে। ১ ৫২ সালে ভারত সরকার এই কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া 'হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড' নামক প্রতিষ্ঠানের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়াছেন। হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ডের ২/৩ অংশ শেয়ার ভারত সরকারের। ইহা এ পর্যন্ত মোট ১,৬৮,১৯১ গ্রস্ টনের ৩৩ খানা সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করিয়াছে।

ভারত সরকার আর একটি জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। পশ্চিম উপকূলের কোচিনে উহা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। প্রাথমিক অবস্থায় এই কেন্দ্রে বার্ষিক ৬০,০০০ গ্রস্ টন পরিমিত জাহাজ নির্মিত হইবে। পরে উহা ৮০,০০০ গ্রস্ টনে বৃদ্ধি করা হইবে। ইহার জন্য ২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ও ইহা তৃতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

॥ ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের প্রসার ॥

(গ্রস্ টন হিসাবে)

বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ	পরিকল্পনার পূর্বে	প্রথম পরিকল্পনার শেষে	দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে
উপকূল বাণিজ্য	২,১৭,২০২	৩,১২,২০[illegible]	৪,১২,২০০
বৈদেশিক বাণিজ্য	১,৭৩,৫০৫	২,৮৩,৫০৫	৪,০৫,৫০৫
তৈলবাহী বাণিজ্য	—	৫,০০০	২৩,০০০
মেরামতী জাহাজ	—	—	১,০০০
অন্যান্য	—	—	৬০,০০০
মোট	৩,৯০,৭০৭	৬,০০,৭০৭	৯,০১,৭০৫

ভারতীয় বন্দর

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিন, বিশাখাপত্তনম্ ও কাণ্ডলা এই ছয়টি ভারতের বৃহৎ বন্দর। ১৯৬১-৬২ সালে এই বন্দরগুলির মাধ্যমে ৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টন মাল উঠা-নামা করিয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালে উক্ত মাল চলাচলের পরিমাণ ৩ কোটি ৩৭ টন।

ভারতীয় বন্দরগুলি বৃহৎ, মাঝারি ও ছোট এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। নিম্নে উহাদের বিবরণ দেওয়া হইল।

বৃহৎ বন্দর ঃ কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিশাখাপত্তনম্, কোচিন ও কাণ্ডলা এই ৬টি ভারতের বৃহৎ বন্দর।

মাঝারি বন্দর ঃ আলেপ্পে, ভেদী, ভবনগর, ব্রোচ, কারওয়ার, মাণ্ডভি, নবলক্ষী, ওখা, পোরবন্দর, রত্নগিরি, ভেরাওয়াল, কালিকট, কুদ্দালোর, কাফিনাদা, ম্যাঙ্গালোর, নেগাপট্টম, ভেলীচেরী, টুটিকোরিন, মসলিপট্টম্—এইগুলি ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দর।

ছোট বন্দর ঃ ভারতের উপকূলে প্রায় ২২৭টি ছোট বন্দর আছে। কিন্তু কার্যতঃ উহাদের মধ্যে ১৫০টির অধিক চালু নাই। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই সকল ক্ষুদ্র বন্দর উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১০·৭৯ কোটি টাকা এবং রাজ্যসরকারসমূহ ৪·৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। বর্তমানে এই বন্দরগুলির মাধ্যমে বার্ষিক প্রায় ৬০ লক্ষ টন মাল চলাচল করে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এই সকল বন্দরের ভিতর দিয়া ৯০ লক্ষ টন মাল উঠা-নামা করিতে পারিবে।

বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা ঃ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর পৃথক্ পৃথক্ পোর্ট ট্রাস্ট দ্বারা বহুদিন হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে; তথাপি এই তিনটি বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। কোচিন, বিশাখাপত্তনম্ ও কাণ্ডলা বন্দর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে একজন মনোনীত ব্যক্তি মারফত পরিচালিত হইয়া থাকে। মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় বা ছোট বন্দরসমূহ রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পোর্ট ট্রাস্টস্ (সংশোধিত) আইন প্রণয়ন করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পোর্ট ট্রাস্টস্ পরিচালিত বন্দরসমূহের পরিচালনা ব্যবস্থায় একটি সামঞ্জস্য আনয়ন করা।

বন্দর উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ ৬টি বৃহৎ বন্দরের উন্নতিকল্পে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মোট ৭৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। হুগলী নদীর মোহনায় হলদীয়া বন্দর স্থাপন ও বোম্বাই বন্দরের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা উহার অন্তর্গত। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে ম্যাঙ্গালোর ও টুটিকোরিন বন্দরকেও বৃহৎ বন্দরের পর্যায়ে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। মাদ্রাজ ও কোচিন বন্দরের সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্তির দিকে চলিয়াছে। বিশাখাপত্তনম্ বন্দরে ৪টি অতিরিক্ত ব্যর্থ নির্মিত হইতেছে।

বৃহৎ বন্দরগুলির আমদানি, রপ্তানি ও আয়ের খতিয়ান

(১৯৬১-৬২ সালের হিসাবে)

	প্রবেশকারী জাহাজ		আমদানি	রপ্তানি	আয়ে উদ্বৃত্ত (+) বা ঘাটতি (−)
	সংখ্যা	লক্ষ গ্রস্ টন	লক্ষ টন	লক্ষ টন	(লক্ষ টাকা)
কলিকাতা	১৮০৬	১২৩·৫	৪৮·৮	৪৪·২	+৮২·৭২
বোম্বাই	৩১৫৬	২০২·০	১০৪·১	৪১·৩	+৩৯২·৩৭
মাদ্রাজ	১২৩০	৮৫·৩	২২·৭	১২·০	+৫৪·০০
বিশাখাপত্তনম্	৬১৩	৪৩·৮	১৪·০	১৪·৬	+২·৯৩
কোচিন	১৩৪২	৭২·৭	১৮·৮	৪·৯	−৮৪·৪৪
কাণ্ডলা	২৩০	১৭·৩	১১·১	২·৭	+১২·৩৫
মোট	৮৩৭৭	৫৪৫·৫	২১৯·৫	১১৯·৭	+৪৫৯·৯৩

যোগাযোগ

ডাক, তার ও টেলিফোন লইয়া ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা গঠিত। ইহা কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ দপ্তরের অধীন। ইহা দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারী উদ্যোগ; রেল বিভাগের পরই ইহার স্থান। ১৯৬২-৬৩ সালের বিভাগীয় রিপোর্ট হইতে জানা যে ১৯৬২ সালের ১লা এপ্রিল এই বিভাগে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ১৫৯·৭৫ কোটি টাকা। ৩১শে মার্চ, ১৯৬২ তারিখে ডাক ও তার বিভাগে নিযুক্ত মোট কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৩,৯৫,৯০৬। ১৯৬২-৬৩ সালে এই বিভাগ ভারত সরকারের রাজস্ব খাতে ৬·৮২ কোটি টাকা অর্পণ করিয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ৫·৫৩ কোটি টাকা দিয়াছিল। এই বিভাগের কার্য পরিচালনার দায়িত্ব 'পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড' এর উপর ন্যস্ত; ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯, ইহা স্থাপিত হইয়াছে। একজন ডিরেক্টার জেনারেল উক্ত বোর্ডের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা।

॥ ডাক বিভাগ ॥

ভারতে ডাক বিভাগের কার্য সুরু হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সমস্ত ভারতকে ১৩টি ডাক ও তার অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। উহাদের নাম ও এলাকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

পোস্টমাস্টার জেনারেলের অধীনঃ (১) পশ্চিমঙ্গ অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং সিকিম); (২) বিহার অঞ্চল (বিহার); (৩)উত্তর-প্রদেশ অঞ্চল (উত্তর-প্রদেশ); (৪) পাঞ্জাব অঞ্চল (পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, বিলাসপুর, জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লী*); ৫ বোম্বাই অঞ্চল (বোম্বাই, সৌরাষ্ট্রও কচ্ছ); (৬) মাদ্রাজ অঞ্চল (মাদ্রাজ, মহীশূর ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কুর্গ ও হায়দরাবাদ); (হায়দরাবাদ ডিরেক্টারের অধীনে একটি উপ-অঞ্চল)। (৭) কেন্দ্রীয় অঞ্চল (মধ্য-প্রদেশ)।

ডিরেক্টার অব পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফের অধীনঃ (৮) রাজস্থান অঞ্চল (রাজস্থান, মধ্যভারত, ভুপাল ও আজমীঢ়; (৯) অন্ধ্র অঞ্চল (অন্ধ্র); (১০) আসাম অঞ্চল (আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা); (১১) উড়িষ্যা অঞ্চল (উড়িষ্যা)।

---

* দিল্লীর কেবলমাত্র তার-ব্যবস্থা পাঞ্জাব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

ডিরেক্টার অব পোস্ট্যাল সার্ভিস-এর অধীন : (১২) দিল্লী অঞ্চল (দিল্লীর কেবলমাত্র ডাক-ব্যবস্থা) এবং (১৩) হায়দরাবাদ অঞ্চল (হায়দরাবাদ-উপ-অঞ্চল)।

ডাকঘরের ক্রমোন্নতি : স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ২২,১১৬। বর্তমানে স্থায়ী ও অস্থায়ী মিলাইয়া ভারতে মোট ডাকঘরের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৮২,২২৩ (৩১ মার্চ, ১৯৬২)। ১৯৬২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত ১৬১৪টি নূতন পোস্ট আফিস খোলা হইয়াছে।

॥ ডাকঘরের সংখ্যা ॥

	৩১শে মার্চ, ১৯৫১		৩১শে মার্চ, ১৯৬২	
	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
স্থায়ী ডাকঘর	৪,৬৬৫	২১,৪৪১	৬,৩২৬	৪৬,১৯৫
অস্থায়ী ডাকঘর	৬১৯	৯,৩৬৯	১,৩০১	২৮,৪০১
ডাক বাক্স	২৩,২৫৩	৬১,৭২৬	৪১,২৫১	১,৩৪,৯৯২

বিমান বাহিত ডাক : ১৯৪৮ সালে ভারতের ছয়টি শহরের মধ্যে ডাক চলাচলের জন্য বিমান মারফত নৈশ ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, নাগপুর ও ভুবনেশ্বরের মধ্যে এইরূপ ডাক চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ভারতের যে সকল শহর অসামরিক বিমান চলাচল পথের অন্তর্গত, সেই সকল স্থানেও সাধারণ ডাক ১৯৪৯ সাল হইতে বিমান দ্বারা বাহিত হইতে সুরু করে। ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত মাশুল লাগে না। খামের চিঠি ও পোস্ট কার্ডের ক্ষেত্রে মাত্র এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯৫১ সালের ১লা মে হইতে ১৯৪৯ সালে প্রবর্তিত ব্যবস্থার পরিধি আরও কিছু প্রসারিত করা হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা সামান্য কিছু অতিরিক্ত মাশুলের বিনিময়ে দেশের অভ্যন্তরে বীমাকৃত চিঠি, পার্শেল, খবরের কাগজ ইত্যাদি বিমানে বহন করা আরম্ভ হয়।

১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে সরাসরি ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, মিশর, ফ্রান্স, সুইট্জারল্যাণ্ড, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিমানে পার্শেল পাঠানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে সিংহলেও চিঠিপত্র বিমানে পাঠাইবার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা ঃ পরীক্ষামূলক ভাবে সর্বপ্রথম নাগপুরে চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা চালু করা হয়। তৎপরে মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা এবং কানপুরেও এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে চলন্ত ডাকঘরগুলি শহরের বড় বড় রাস্তায় চলে। বৎসরের সকল দিন এমন কি পোস্ট্যাল ছুটি ও রবিবার দিনও এইগুলি শহরের বিভিন্ন পথ ভ্রমণ করে। মানিঅর্ডার ও সেভিংস-ব্যাঙ্কের কার্য ব্যতীত চলন্ত ডাকঘরগুলি ডাকের অন্যান্য কাজ করে।

॥ ডাক বিভাগের কার্য ও রাজস্বের খতিয়ান ॥

বৎসর	প্রেরিত মালের সংখ্যা (কোটি)	মোট উপার্জন (কোটি টাকা)
১৯২১	১৪১˙০	৫˙৮৩
১৯৩১	১১৭˙৫	৭˙৩৭
১৯৪১	১২৭˙২	৯˙৮৫
১৯৫১	২২৭ ০	২১˙০৪
১৯৬০-৬১	৪০২˙৯	৪০˙৭৮
১৯৬১-৬২	৪৩১˙২	৪৫˙৬২

॥ ডাক বিভাগের বিবিধ পরিসংখ্যান ॥

	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
ডাকঘরের সংখ্যা	৬৪,৯৯৩	৭০,৭১৩	৭৬,৮৩৯	৮২,২২৩
স্থলপথে ডাক পথ (মাইল)	২,৮৬,৩৪৫	৩,০৭,৫৭৪	৩,৪৬,০৭৯	৫,৪৭৯৩১*
বিমানপথে ডাক পথ „	২১,০৭৫	২২,৮৭৮	২৪,৮৫৮	৪৭,১৫৯*
ডাকযোগে প্রেরিত মোট দ্রব্যাদি (কোটি সংখ্যা)	৩৫০˙৬	৩৮১˙৮	৪০২˙৯	৪৩১ ২
মানিঅর্ডার (কোটি সংখ্যা)	৭˙৩	৭˙৫	৭˙৬	৮˙১
ডাক বিভাগের রাজস্ব (কোটি টাকা)	৩৭˙৮৭	৩৯˙২	৪০˙৮	৪৫˙৬২

*১৯৬১-৬২ হিসাব কিলোমিটারে।

॥ তার বিভাগ ॥

১৮৩৯ সালে ভারতে প্রথম কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে সরকারী তারবার্তা বা টেলিগ্রাফ প্রেরণ করা হয়। তবে উহা অনেকটা সরকারী পরীক্ষামূলক উদ্যম। কার্যতঃ ভারতে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী টেলিগ্রাফ লাইনের পত্তন হয় ১৮৫৩ সালে—কলিকাতা ও আগ্রার মধ্যে। ১৮৫৫ সালের ২৪শে মার্চ ঐ লাইনে প্রথম তারবার্তা প্রেরণ করা হয়। এই কারণেই বিগত ১৯৫৩ সালে ভারতীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৯৬২ সালে ভারতে টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা ছিল ১১,৮৯৬। প্রতি বৎসর দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক তারবার্তা সমেত প্রায় ৪ কোটি তারবার্তা এই সকল টেলিগ্রাফ অফিস হইতে প্রেরিত হয়।

॥ ভারতীয় তার বিভাগের বিবিধ তথ্য ॥

	১৯৫৯-৬০	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা	১১,১০৯	১১,২২৯	১১,৮৯৬
প্রেরিত টেলিগ্রাফের সংখ্যা (লক্ষ)	৩৭০	৩৮১	৪০৩
মাথার উপরে টেলিগ্রাফের তার (মাইল)	১০,৮৭,৫৫৭	১০,৭৮,৯৫০	১৭,৯৩,৬৫৬*
তার বিভাগের রাজস্ব (কোটি টাকা)	৮·২৬	৯·১০	৮·২৮

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাফ প্রেরণ ঃ ১৯৪৯ সালের ১লা জুনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে ইংরাজী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ করিতে হইত। ঐ সময় হইতে দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত ভারতীয় ভাষায়ও তারবার্তা প্রেরণব্যবস্থা চালু করা হয়। হিন্দী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রা, কলিকাতা, জব্বলপুর, পাটনা ও পুণাতে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হইলে এখন যে কোন ভারতীয় ভাষায়ই টেলিগ্রাফ পাঠান হয়।

স্থানীয় টেলিগ্রাফ ঃ ভারতের প্রত্যেক তার অফিসে স্থানীয় টেলিগ্রাফ লওয়া হয়। ইহার জন্য ন্যূনতম প্রতি ৮টি শব্দের জন্য ছয় আনা মাশুল লওয়া হয়। ৮টির অধিক প্রতি শব্দের জন্য লওয়া হয় দুই পয়সা।

*১৯৬১-৬২ হিসাব কিলোমিটারে।

॥ টেলিফোন বিভাগ ॥

টেলিফোন আবিষ্কারের মাত্র ৫ বৎসর পরেই ১৮৮১ সালে কলিকাতায় টেলিফোন চালু করা হয়। ভারতের মধ্যে কলিকাতাতেই সর্বপ্রথম টেলিফোন প্রবর্তিত হয় এবং বর্তমানে এই শহরেই টেলিফোনের সংখ্যা ভারতের যে কোন শহর অপেক্ষা অধিক। ১৯১৩ সালে সিমলাতে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্তন করা হয়।

॥ ভারতীয় টেলিফোন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান ॥

	১৯৫০-৫১	১৯৫৫-৫৬	১৯৬০-৬১	১৯৬১-৬২
টেলিফোন সংখ্যা	১,৬৮,০০০	২,৭৮,০০০	৪,৮১,০০০	৫,২১,০০০
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ-এর সংখ্যা	৩,০০০	৫,৮১৭	৭,৯৭৮	৮,৮০৫
ট্রাঙ্ক কলের সংখ্যা (লক্ষ)	৭১	১৮৬	৩১১	৩৬৩
টেলিফোন হইতে রাজস্ব (কোটি টাকা)	৯.০৭	১৪.৪	২৬.০০	৩১.১

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময়ে ভারতে মোট টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১,১৪,৯২২টি

বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থা

ভারতের সহিত বিদেশের সংযোগ ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় ১৯২৭ সালে। ঐ বৎসর ২৩শে জুলাই লণ্ডনের সহিত ভারতের রেডিও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার পত্তন হয়। ১৯৪৭ সালে বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থার জাতীয়করণ করা হয়।

রেডিও টেলিফোন ঃ বর্তমানে রেডিও টেলিফোন মারফতে ভারতের সহিত এই সকল দেশের সরাসরি সংযোগ আছে—এডেন, বাহারিন, বর্মা, চীন, পূর্ব-আফ্রিকা, মিশর, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, মালয়, পোল্যাণ্ড, সাইগন, সুইট্জারল্যাণ্ড, ব্রিটেন, সোভিয়েট রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইথিওপিয়া, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্মানি, ইরাক, ইতালী, সৌদি আরাবিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম। এতদ্ব্যতীত লণ্ডনের আন্তর্জাতিক রেডিও টেলিফোনের মারফত ভারতের এই সকল দেশের সহিত যোগাযোগ আছে—অস্ট্রীয়া, আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বারমুড়া, ব্রেজিল, কানাডা, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, পূর্ব-জার্মানি, ফিনল্যাণ্ড, জিব্রাল্টার, গ্রীস,

ইজরেল, হাঙ্গারী, আইসল্যাণ্ড, কেনিয়া, লাক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ডস্, উত্তর রোডেসিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, নরওয়ে, সার, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড, দক্ষিণ রোডেসিয়া, সুইডেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভ্যাটিক্যান সিটি প্রমুখ ৬৯টি দেশের।

রেডিও টেলিগ্রাফঃ ভারতের সহিত বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, চীন, আমেরিকা, আফগানিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ইরান, শ্যাম ইত্যাদি ৩১টি দেশের রেডিও টেলিগ্রাফ সংযোগ বর্তমান।

রেডিও ফটো সংযোগঃ ইহা ব্যতীত ভারতের সহিত আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন এবং চীনের রেডিও ফোটো সংযোগ ব্যবস্থাও বর্তমানে সম্পাদিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক 'টেলেক্স' সংযোগঃ ১৯৬০ সালের ১৬ই জুন বোম্বাই ও আহমেদাবাদ এবং ইংল্যাণ্ডের মধ্যে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক 'টেলেক্স' সংযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৪২টি দেশের সহিত ভারতের 'টেলেক্স' সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। টেলীপ্রিণ্টারের মাধ্যমে টেলিগ্রাম আদান প্রদানের ব্যবস্থাকে 'টেলেক্স' বলা হয়। ১৯৬৩ সালের ৩০শে জুন কলিকাতা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইনের মধ্যে 'টেলেক্স' সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে।

॥ সূচনা ও ক্রম বিকাশ ॥

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লিঃ ঃ ১৯২৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানী লিঃ' নামে একটি বেসরকারী বেতার-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয় এবং ভারত সরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির বলে বোম্বাই ও কলিকাতায় দুইটি বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই বোম্বাই বেতার-কেন্দ্র এবং ঐ বৎসরের ২৬শে আগস্ট কলিকাতা বেতারকেন্দ্র খোলা হয় এবং নিয়মিত অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করে। তৎকালে এই দুইটি কেন্দ্রের শক্তি ছিল ১৫ কিলোসাইকল। এই দুই কেন্দ্রের মাসিক ব্যয় ছিল ৩৩ হাজার টাকা।

কোম্পানীর আয় প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ায় প্রতিমাসে ঘাটতি পড়িতে থাকে। কোম্পানী সরকারী অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করে, কিন্তু সরকার ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে ইহাতে অসামর্থ্য জানান। অবশেষে কোম্পানীর ডিরেক্টারবর্গ ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ হইতে কারবার উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বেতার-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন সুরু হয়। ইহাতে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে দুই বৎসরের জন্য কয়েকটি শর্তে বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন।

দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস ঃ বেতার-কেন্দ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারের প্রস্তাব ১৯৩০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী স্ট্যাণ্ডিং ফাইনান্স কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ঐ বৎসরের মার্চ মাসে সরকার দেউলিয়া ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানীর বেতার-কেন্দ্র দুইটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১লা এপ্রিল (১৯৩০) হইতে 'দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' এই নূতন নামে ভারত সরকারের শিল্প ও শ্রম-বিভাগের সরাসরি পরিচালনাধীনে বেতার-কেন্দ্র দুইটি আনা হয়।

বোম্বাই ও কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রদ্বয়ের মাসিক খরচ সরকার ২২,০০০৲ টাকায় কমাইয়া আনিলেন। তাহার ফলে উন্নত ধরনের বেতার-সূচী অনুসারে কার্য করা বেতার বিভাগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের লাইসেন্সের সংখ্যাও বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। আয়ের তুলনায় ব্যয়

অতিরিক্ত হওয়ায় ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর এক বিবৃতিতে সরকার বেতার-কেন্দ্র দুইটির কাজ বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে, সংবাদপত্রে ও আইনসভায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে থাকে। তাহার ফলে সরকার রেডিও-সেট ও রেডিওর সাজসরঞ্জামাদির উপর আমদানি শুল্ক বর্ধিত করিয়া আয়-বৃদ্ধির দ্বারা বেতার কেন্দ্র পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে প্রয়াস পান এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর বোম্বাই ও কলিকাতার স্টেশন ডিরেক্টারদ্বয়কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেতার কেন্দ্র পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৩২-৩৩ সালে ভারতীয় বেতার-জগতে সহসা উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। এই সময়ে লণ্ডনের ব্রিটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান (B. B. C.) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী অনুসারে বেতার বার্তা প্রেরণ করিতে থাকে। ভারতে অবস্থানকারী ইউরোপীয়গণের অনেকে বি. বি. সি.-র সাম্রাজ্যিক অনুষ্ঠান-সূচী শুনিবার জন্য নূতন রেডিও সেট ক্রয় করেন।

এই উন্নতির সূচনায় ভারত সরকার উৎসাহিত হইয়া দেশের বেতার-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নানাবিধ পরিকল্পনা ও উদ্যোগ-আয়োজন করিতে থাকেন। দিল্লীতে একটি শক্তিশালী বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়—১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী ইহার উদ্বোধন করা হয় এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর দেশের নানাস্থানে আরও কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়।

নূতন নামকরণ ঃ ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন ভারতীয় বেতারের নাম পরিবর্তন করিয়া 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' (AIR) রাখা হয়।

দেশবিভাগের প্রতিক্রিয়া ঃ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে ভারতীয় বেতারের উন্নতি গুরুতররূপে ব্যাহত হয়। ঢাকা, লাহোর ও পেশোয়ার এই তিনটি বেতার কেন্দ্র পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ভারতীয় কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র সাতটি।

॥ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগ ॥

বেতার কেন্দ্র ঃ স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই ভারত সরকার দেশের বেতার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে আজ ভারতের প্রতিটি অঞ্চল বেতার ব্যবস্থার মাধ্যমে পরস্পরের সহিত মিলনসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছে। ভারতে বর্তমানে বেতার

কেন্দ্রের সংখ্যা ৩১টি। ইহা ছাড়া আছে শ্রীনগরে ও জম্মুতে রেডিও কাশ্মীরের দুইটি কেন্দ্র এবং পাঞ্জিমের রেডিও গোয়া।

বেতার অঞ্চল ঃ পরিচালনার সুবিধার জন্য সমগ্র ভারতকে ৪টি বেতার অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। নিম্নে উহাদের নাম উল্লেখ করা হইল ঃ

॥ উত্তর অঞ্চল ॥ দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা, জলন্ধর, জয়পুর-আজমীঢ়, সিমলা, ভূপাল, ইন্দোর ও রাঁচী।

॥ পশ্চিম অঞ্চল ॥ বোম্বাই, নাগপুর, আহ্‌মেদাবাদ-বরোদা, পুণা ও রাজকোট।

॥ দক্ষিণ অঞ্চল ॥ মাদ্রাজ, তিরুচিরাপল্লী, বিজয়ওয়াড়া, ত্রিবান্দ্রাম, কোজিকোড হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর ও ধারওয়ার।

॥ পূর্ব অঞ্চল ॥ কলিকাতা, কটক, গৌহাটি, কার্শিয়াং ও কোহিমা।

ইহা ছাড়া শ্রীনগর ও জম্মুতে রেডিও কাশ্মীরের দুইটি কেন্দ্র আছে এবং পাঞ্জিমে রেডিও গোয়া বিদ্যমান।

পরিচালন ব্যবস্থা ঃ 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' বর্তমানে ভারত সরকারের 'Department of Information and Broadcasting' নামক দপ্তরের অন্তর্গত। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিচালকের পদবী হইল ডিরেক্টার জেনারেল, এ. আই. আর.। ৪ জন ডেপুটি ডিরেক্টার জেনারেল তাঁহার সহায়তা করেন। ডিরেক্টার জেনারেল 'তথ্য ও বেতার' দপ্তরের সেক্রেটারীর অধীন। উক্ত সেক্রেটারী আপন বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট দায়ী।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আয়ের সূত্র ঃ বেতার যন্ত্রাদির উপর আমদানি শুল্ক, বেতার সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপনের মূল্য ও পত্রিকাগুলির গ্রাহকগণের চাঁদা এবং রেডিওর বার্ষিক লাইসেন্স ফি প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান সূত্র।

বেতার সাময়িক পত্রিকা ঃ অল ইণ্ডিয়া রেডিও এই আটখানা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যথা—আকাশবাণী (ইংরাজী), আওয়াজ (উর্দু), সারং (হিন্দী), বেতার জগৎ (বাংলা), বানলি (তামিল), নববাণী (গুজরাটী), বাণী (তেলুগু) এবং আকাশী (অসমীয়া)।

বেতার সংবাদ পরিবেশন ঃ প্রতিদিন নয়াদিল্লী কেন্দ্র হইতে ইংরাজীতে ৬ বার ও হিন্দীতে ৪ বার, বাংলা, উড়িয়া, তামিল, তেলুগু,

কানাড়া, মালয়ালম, পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাটী, আসামী ও উর্দু এই প্রত্যেক ভাষায় ৩ বার; কশ্মীরী ও ডোগ্রীতে ২ বার এবং গোর্খা ভাষায় ১ বার করিয়া সংবাদ পরিবেশন করা হয়। অল ইণ্ডিয়া রেডিও বর্তমানে দৈনিক ১২০টি বুলেটিন প্রচার করে, উহার মধ্যে ৮৫টি ভারতের আভ্যন্তরীণ শ্রোতাদের জন্য এবং ৩৫টি বিদেশী শ্রোতাদের জন্য।

বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থা : বিদেশের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বেতার সর্বপ্রথম প্রচার স্থুরু করে ১৯৩৯ সালে। ঐ বৎসর আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে বেতার স্থচী প্রচারিত হইতে স্থুরু করে। বর্তমানে ৪টি ভারতীয় ভাষা এবং ১৩টি বিদেশী ভাষায় ভারতীয় বেতার বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থা পরিচালনা করিয়া থাকে। যে সকল ভারতীয় বংশোদ্ভব ব্যক্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পূর্ব ও মধ্য আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে বাস করে তাহাদের উদ্দেশ্যে গুজরাটী, হিন্দী, কঙ্কানা ও তামিল এই ৪টি ভারতীয় ভাষায় বৈদেশিক স্থচী প্রচার করা হয়। যে ১৩টি বিদেশী ভাষায় বেতার স্থচী প্রচারিত হয় তাহাদের নাম—ইংরাজী, আরবি, বর্মী, ক্যাণ্টনী, ফরাসী, ইন্দোনেশীয়, কুয়োয়ু, নেপালী, পার্শী, পর্তুগীজ, পুস্তু, স্বাহিলী ও তিব্বতী ভাষা। বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থার জন্য দৈনিক যে সকল বেতার স্থচী প্রচার করা হয় তাহার জন্য মোট ২৩ ঘণ্টা সময় ব্যয়িত হয়।

বেতার-বীক্ষণ (টেলিভিশন) : রাষ্ট্রপুঞ্জের শিক্ষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্য স্থচীর অংশ হিসাবে ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ নয়াদিল্লীতে পরীক্ষামূলকভাবে টেলিভিশন ব্যবস্থার উদ্বোধন করা হয়। বর্তমানে প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার একঘণ্টা করিয়া টেলিভিশন স্থচী প্রচার করা হয়। নয়াদিল্লী হইতে ১২-১৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলসমূহে এই স্থচী প্রচার করা চলে। টেলিভিশন-স্থচী প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য করা। ১৪৪টি স্কুলে মোট ২৫০টি টেলিভিশন সেট বসান হইয়াছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইংরাজী ও হিন্দীতে সপ্তাহে ৮টি টেলিভিশন স্থচী প্রদর্শিত হয়। দিল্লীর স্কুলসমূহে ১লা জুলাই, ১৯৬১, হইতে যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর সহযোগিতায় টেলিভিশন প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে।

॥ বিবিধ পরিসংখ্যান ॥

রেডিও লাইসেন্সের খতিয়ান

(ডোমেস্টিক ও অন্যান্য সকলপ্রকার রেডিওর মোট লাইসেন্স)

বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা	বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা
১৯২৭ (আরম্ভকাল)	১,০০০	১৯৫১	৬,৩৫,০২৬
১৯২৭ (বৎসর শেষে)	৩,৯৫৪	১৯৫২	৬,৯৪,৫৬০
১৯৩০	৭,৭১৯	১৯৫৩	৭,৬৯,৫০৫
১৯৩১	৮,০৫৬	১৯৫৪	৮,৩৫,২৪৬
১৯৩২	৮,৫৫৭	১৯৫৫	৯.৪৭,৩৫৩
১৯৩৩	১০,৮৭২	১৯৫৬	১০,৭৫,৯০০
১৯৩৭	৬০,৬৮০	১৯৫৭	১২,৩০,৮১৪
১৯৪০	১,১৯,৪১৭	১৯৫৮	১২,৯১,৮১২
১৯৪৫	২,০২,৮২৯	১৯৫৯	১৭,২৪,০১৯
১৯৪৭	২,৩০,০৯৫	১৯৬০	২১,১১,২৪৪
১৯৫০	৫,০৭,৩২৪	১৯৬১	২৫,৯৮,৬০৮

ভারতে রেডিও তৈয়ারীর সংখ্যা

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৯৩৭	৩,০৩৬	১৯৫৫	৮১,২০০
১৯৪৮	২৪,৯৯৬	১৯৫৬	১,৫০,৫৯৬
১৯৪৯	১৬,৮৩৬	১৯৫৭	১,৯০,৬৯০
১৯৫০	৪৪,৩৪০	১৯৫৮	১,৯৮,১০৭
১৯৫১	৬১,৮০০	১৯৫৯	২,১৪,৯৫৫
১৯৫২	৭১,৮০০	১৯৬০	২,৬৮,০০০
১৯৫৩	৫৬,৩০০	১৯৬১	৩,২৬,৩৪০
১৯৫৪	৫৮,২[illegible]৩		

অঞ্চল হিসাবে ডোমেস্টিক লাইসেন্সের খতিয়ান

(১৯৬১ সালের ৩১শে অক্টোবর)

রাজ্য	লাইসেন্স-সংখ্যা	রাজ্য	লাইসেন্স-সংখ্যা
অন্ধ্র	১,৫৮,০০৯	কেরালা	৬৮,৫০৬
আসাম (ক)	৩৯,১৪৩	উড়িষ্যা	২৮,৭৮০
বিহার	৯৬,৯২২	পাঞ্জাব (গ)	২,৫৪,০০৫
বোম্বাই	৩,৬৪,৯৯৭	রাজস্থান (ঘ)	[illegible]০,৫৫১
কেন্দ্রীয় অঞ্চল (খ)	১,৭০,৪৬৭	উত্তর প্রদেশ	২,১৫,০৭৯
দিল্লী	১,৪৭,৪৭৭	পশ্চিমবঙ্গ	৩,৪৯,৩৩২
মাদ্রাজ	২,৭৫,০০৯	গুজরাট	২,২২,৮৬৭
মহীশূর	১,৩৭,৪৬৪	ভারতে মোট	২৫,৯১,৬০৮

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ঃ ৫৮টি নূতন মিডিয়াম ওয়েভ ট্র্যান্সমিটার বসাইবার এক পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। উহা সম্পূর্ণ হইলে বেতার শ্রোতার বর্তমান সংখ্যা ৫৫% হইতে বাড়িয়া ৭৪% হইবে।

নূতন বেতার কেন্দ্র ঃ উপরোক্ত সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মধ্যে বারাণসী, রাজকোট, রাঁচী, ভূপাল এবং কার্শিয়াং এ ৫টি নূতন বেতার কেন্দ্র ইতিমধ্যেই কার্য স্থরু করিয়াছে। ইহা ছাড়া কলিকাতা, ইন্দোর, জয়পুর, বিজয়ওয়াড়া, বাঙ্গালোর, কটক ও রাজকোট কেন্দ্র হইতে ৭টি অতিরিক্ত ট্র্যান্সমিটার 'বিবিধ ভারতী' স্থচী প্রচার করিতেছে।

(ক) আসাম, মণিপুর, ত্রিপুরা ও নেফা সহ।

(খ) মধ্য-প্রদেশ ও বিন্ধ্য-প্রদেশ লইয়া কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠিত।

(গ) প্রাক্তন পেপস্থ, বিলাসপুর, হিমাচল-প্রদেশ এবং জম্মু ও কাশ্মীর ইহার অন্তর্গত।

(ঘ) প্রাক্তন আজমীঢ়, ভূপাল ও মধ্যভারত সহ।

ভারতের রাজনৈতিক দলসমূহ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল। ইহা ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিম্নে কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যগণের নাম দেওয়া হইল।

সভাপতি ঃ শ্রীকামরাজ নাদার

ওয়ার্কিং কমিটি ঃ ওয়ার্কিং কমিটির মোট সভ্যসংখ্যা সভাপতিসহ ২১ জন। তাহাদের মধ্যে ৭ জন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন এবং অবশিষ্ট ১৩ জন সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হন। বর্তমান সদস্যদের নাম— (১) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, (২) সাদিক আলি, (৩) জি. রাজা গোপালন (সাধারণ সম্পাদক), (৪) রামসুভগ সিং, (৫) ওয়াই বি. চ্যাবন, (৬) বিজু পট্টনায়ক, (৭) মোহনলাল সুখদিয়া, (৮) লালবাহাদুর শাস্ত্রী, (৯) মোরারজী দেশাই, (১০) জগজীবন রাম, (১১) এস. কে. পাতিল, (১২) ডি. সঞ্জীবায়া, (১৩) সঞ্জীব রেড্ডী, (১৪) অতুল্য ঘোষ (কোষাধ্যক্ষ), (১৫) ফকরুদ্দীন আলি আহামদ, (১৬) এস. নিজলিঙ্গাপ্পা, (১৭) গুলজারী-লাল নন্দ। সভাপতি কর্তৃক আরও ৩ জন সদস্যের মনোনয়ন বাকি আছে। এই তালিকার প্রথম ৭ জন নির্বাচিত সদস্য।

॥ পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস-এর সভাপতি—শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী ॥

কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান ও সভাপতিগণের নাম

১৮৮৫	...	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বোম্বাই
১৮৮৬	...	দাদাভাই নৌরজী	কলিকাতা
১৮৮৭	...	বদরুদ্দিন তায়েবজী	মাদ্রাজ
১৮৮৮	...	জর্জ ইউল	এলাহাবাদ
১৮৮৯	...	স্যার ডব্লিউ. ওয়েডারবার্ণ	বোম্বাই
১৮৯০	...	স্যার পি. মেহ্‌তা	কলিকাতা
১৮৯১	...	পি. আনন্দ চার্লু	নাগপুর
১৮৯২	...	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ
১৮৯৩	...	দাদাভাই নৌরজী	লাহোর

১৮৯৪	...	এ. ওয়েব	মাদ্রাজ
১৮৯৫	...	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পুণা
১৮৯৬	...	আর. এম. সিয়ানী	কলিকাতা
১৮৯৭	...	সি. শঙ্করণ নায়ার	অমরাবতী
১৮৯৮	...	আনন্দমোহন বসু	মাদ্রাজ
১৮৯৯	...	রমেশচন্দ্র দত্ত	লক্ষ্ণৌ
১৯০০	...	এন. জি. চন্দ্রভারকর	লাহোর
১৯০১	...	দিনশা ওয়াচা	কলিকাতা
১৯০২	...	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	আহমেদাবাদ
১৯০৩	...	লালমোহন ঘোষ	মাদ্রাজ
১৯০৪	...	হেনরী কটন	বোম্বাই
১৯০৫	...	গোপালকৃষ্ণ গোখলে	বারাণসী
১৯০৬	...	দাদাভাই নৌরজী	কলিকাতা
১৯০৭	...	রাসবিহারী ঘোষ	সুরাট
১৯০৮	...	রাসবিহারী ঘোষ	মাদ্রাজ
১৯০৯	...	মদনমোহন মালব্য	লাহোর
১৯১০	...	স্যার ডব্লিউ. ওয়েডারবার্ণ	এলাহাবাদ
১৯১১	...	বিষেণনাথ ধর	কলিকাতা
১৯১২	...	আর. এন. মুধলকর	পাটনা
১৯১৩	...	নবাব সৈয়দ মহম্মদ	মাদ্রাজ
১৯১৪	...	ভূপেন্দ্রনাথ বসু	করাচী
১৯১৫	...	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	বোম্বাই
১৯১৬	...	অম্বিকাচরণ মজুমদার	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	...	আনি বেশান্ত	কলিকাতা
১৯১৮	...	হাসান ইমাম	দিল্লী
১৯১৮	...	(বিশেষ) মদনমোহন মালব্য	বোম্বাই
১৯১৯	...	মতিলাল নেহরু	অমৃতসর
১৯২০	...	সি. বিজয়রাঘবাচারিয়ার	নাগপুর
১৯২১	...	(বিশেষ)—লালা লাজপত রায়	কলিকাতা
১৯২১	...	হাকিম আজমল খান্	আহমেদাবাদ
১৯২২	...	চিত্তরঞ্জন দাশ	গয়া

১৯২৩	...	মহম্মদ আলী	কোকনদ
১৯২৩	...	(বিশেষ)—আবুল কালাম আজাদ	দিল্লী
১৯২৪	...	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	বেলগাঁও
১৯২৫	...	সরোজিনী নাইডু	কানপুর
১৯২৬	...	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	গৌহাটি
১৯২৭	...	এম. এ. আন্সারী	মাদ্রাজ
১৯২৮	...	মতিলাল নেহরু	কলিকাতা
১৯২৯	...	জওহরলাল নেহরু	বোম্বাই
১৯৩১	...	বল্লভভাই প্যাটেল	করাচী
১৯৩২	...	শেঠ রণছোড়লাল	দিল্লী
১৯৩৩	...	নেলী সেনগুপ্তা	কলিকাতা
১৯৩৪	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	বোম্বাই
১৯৩৫	...	জওহরলাল নেহরু	লক্ষ্ণৌ
১৯৩৭	...	জওহরলাল নেহরু	ফৈজপুর
১৯৩৮	...	সুভাষচন্দ্র বসু	হরিপুরা
১৯৩৯	...	সুভাষচন্দ্র বসু	ত্রিপুরী
১৯৩৯	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ (সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের ফলে)	কলিকাতা
১৯৪০	...	আবুল কালাম আজাদ	রামগড়
১৯৪১-৪৫	...	কোনও অধিবেশন হয় নাই	
১৯৪৬	...	জওহরলাল নেহরু	
১৯৪৬	...	জে. বি. কৃপালনী	মীরাট
১৯৪৭	...	রাজেন্দ্রপ্রসাদ	
১৯৪৯	...	পট্টভি সীতারামিয়া	জয়পুর
১৯৫০	...	পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন	নাসিক
১৯৫১	...	জওহরলাল নেহরু	নয়াদিল্লী
১৯৫৩	...	জওহরলাল নেহরু	হায়দরাবাদ
১৯৫৪	...	জওহরলাল নেহরু	কল্যাণী
১৯৫৫	...	ইউ. এন. ডেবর	আবাদী
১৯৫৬	...	ইউ. এন. ডেবর	অমৃতসর
১৯৫৭	...	ইউ. এন. ডেবর	ইন্দোর
১৯৫৮	...	ইউ. এন. ডেবর	গৌহাটি

১৯৫৯	...	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী	নাগপুর
১৯৬০	...	নীলম সঞ্জীব রেড্ডী	বাঙ্গালোর
১৯৬১	...	নীলম সঞ্জীব রেড্ডী	ভবনগর
১৯৬২	...	ডি. সঞ্জীবায়া	পাটনা
১৯৬৪	...	কামরাজ নাদার	ভুবনেশ্বর

ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি : ভারতের কমুনিষ্ট পাটি প্রথম সংগঠিত হয় ১৯২৪ সালে। শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী শ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালে সাধারণ নির্বাচনে দুইবারই ইহারা লোকসভায় আসন সংখ্যার দিক হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ২৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট 'ন্যাশনাল এক্জিকিউটিভ কমিটি' পার্টির নীতি নির্ধারণ করিয়া থাকে। ১৯৬২ সালে চীনকর্তৃক ভারত আক্রমণের পর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে দলাদলির স্ত্রপাত হয়। পার্টির সদস্যগণ 'চীনপন্থী' ও 'রুশপন্থী' এই দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সংখ্যাধিক্যের জোরে বর্তমানে পার্টির নেতৃত্ব শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে ও তাঁহার সমর্থকদের করায়ত্ব। আলোচ্যবর্ষে শ্রীজ্যোতি বসু প্রমুখ বহু বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (যাঁহারা 'চীনপন্থী' বলিয়া আখ্যাত) কমুনিষ্ট পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন।

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি (পি. এস. পি.) : সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি একত্রিত হইয়া পি. এস. পি. পার্টি গঠন করে। গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সমাজ গঠন করাই ইহার লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই দল বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। আলোচ্য বর্ষে ভাঙ্গনের ফলে পার্টির সংঘশক্তি ব্যাহত হইয়াছে। পার্টির চেয়ারম্যান শ্রীঅশোক মেহ্তা 'পরিকল্পনা কমিশনের' ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেন; ফলে তিনি পার্টি হইতে বহিষ্কৃত হন। অতঃপর শ্রীমেহ্তা ও তাঁহার সমর্থক কিছু সদস্য কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ভারতীয় জনসংঘ : স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান। উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে জনসংঘ প্রার্থীরা গত সাধারণ নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত অধিক সাফল্য অর্জন করে। বর্তমান সভাপতি : অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ।

হিন্দুমহাসভা : ১৯১৮ খৃঃ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে হিন্দুমহাসভার অধিবেশন চলিতে থাকে। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দুমহাসভা প্রথম সংগঠিত হয়

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে। বিশিষ্ট নেতা : ভি. ডি. সাভারকর ; ভি. জি. দেশপাণ্ডে ; আশুতোষ লাহিড়ী প্রভৃতি। বর্তমান সভাপতি : শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রিভলিউশনারি সোস্যালিস্ট পার্টি (আর. এস. পি.) : পশ্চিমবঙ্গে এই দলের শক্তি উল্লেখযোগ্য। বিশিষ্ট নেতা : শ্রীত্রিদিব চৌধুরী।

স্বতন্ত্রপার্টি : ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পূর্বে শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে গঠিত এই দল বৃহৎ শিল্পপতিদের সাহায্যপুষ্ট। গত নির্বাচনে ইহারা লোকসভায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। দলের বিশিষ্ট নেতৃগণ—চক্রবর্তী রাজাগোপালচারী, কে. এম. মুন্সী, মিনু মাসানি প্রভৃতি। বর্তমান সভাপতি : শ্রী এন. জি. রঙ্গ।

ফরোয়ার্ড ব্লক : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ১৯৩৮ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস নেতৃবর্গের সহিত মতানৈক্যের ফলে কংগ্রেস হইতে পদত্যাগ করিয়া এই পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় রাজনীতিতে ইহা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু বর্তমানে ইহার প্রভাব স্তিমিতপ্রায়।

মার্ক্সিস্ট ফরোয়ার্ড ব্লক : মূল ফরোয়ার্ড ব্লক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কিছু সংখ্যক সদস্য ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫০, এই পার্টি সংগঠন করেন। পাঞ্জাবের দেশসেবক পার্টি ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ : ১৯২৫ সালে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। হিন্দুদের সামরিক শিক্ষা, হিন্দুদের দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নয়ন এবং হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশন : স্বর্গতঃ ডঃ আম্বেদকরের নেতৃত্বে এই দল স্থাপিত হয়। তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা আদায় করার জন্য ইহারা আন্দোলন পরিচালনা করে।

আকালী দল : শিখদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থরক্ষার জন্য এই দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। শিখদের বাসভূমির জন্য 'পাঞ্জাবী সুবা' গঠন এবং গুরুমুখীকে পাঞ্জাবের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ এই পার্টির আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত।

দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাঝাগাম : দাক্ষিণাত্যের তপশীলী সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের সমবায়ে এই দল গঠিত। এই দল ব্রাহ্মণদের আধিপত্যের ঘোরতর বিরোধী। উত্তর ভারতের প্রাধান্যও তাহারা অস্বীকার করিতে চাহে। দাক্ষিণাত্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইহারা আন্দোলন করে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

প্রেসিডেণ্ট : মহম্মদ আয়ুব খাঁ—প্রতিরক্ষা বিভাগ

মন্ত্রিসভা : (১) মিঃ জুলফিকার আলি ভুট্টো—পররাষ্ট্র, (২) খাঁ হবিবুল্লা খাঁ—স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর, (৩) মিঃ মহম্মদ শোয়েব—অর্থ, (৪) মিঃ ওয়াহিদুজ্জমান—বাণিজ্য, (৫) খাঁ এ. সবুর খাঁ—যোগাযোগ, (৬) মিঃ খুরসিদ আহমেদ—আইন ও সংসদীয় বিষয়, (৭) রাণা আবদুল হামিদ—খাদ্য, কৃষি পুনর্বাসন ও পূর্ত (৮) মিঃ এ. টি. এম. মুস্তাফা—শিক্ষা (৯) মিঃ আবদুল্লা-আল মাহ্‌মুদ—শিল্প ও প্রাকৃতিক সম্পদ (১০) মিঃ আবদুল ওয়াহিদ খাঁ—তথ্য ও বেতার, (১১) আলহজ আবদাল্লা জহিরুদ্দিন—স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ।

পূর্ব পাকিস্তান

গভর্ণর : মিঃ আবদুল মোনেম খাঁ

মন্ত্রিসভা : (১) মিঃ হাফিজুর রহমান—অর্থ. (২) নবাব খাজা হাসান আস্‌কারি—যোগাযোগ ও যানবাহন, (৩) মিঃ মফুজুদ্দিন আহ্‌মেদ—শিক্ষা, (৪) শ্রীভবানীশঙ্কর বিশ্বাস—স্বাস্থ্য, শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও বুনিয়াদী গণতন্ত্র, (৫) মিঃ ফজলুল বারি—রাজস্ব ও ত্রাণ. (৬) কাজী আবদুল কাদের—খাদ্য ও কৃষি, (৭) মিঃ সুলতান আহ্‌মেদ—পূর্ত, শক্তি ও সেচ (৮) দেওয়ান আবদুর রব চৌধুরী—বাণিজ্য ও শিল্প।

পশ্চিম পাকিস্তান

গভর্ণর : মালিক আমির মহম্মদ খাঁ

মন্ত্রিসভা : (১) শেখ মামুদ সাদিক—অর্থ, (২) বেগম মাহ্‌মুদা সালিম খাঁ—শিক্ষা, (৩) মিঃ নুর মহম্মদ উস্তো—যোগাযোগ, পূর্ত ও যানবাহন (৪) মিঃ মহম্মদ খাঁ জুনেজো—রেলওয়ে, (৫) মিঃ আহম্মদ নওয়াজ গার্দেজি—সমবায়, শ্রম ও সমাজ কল্যাণ, (৬) মালিক কাদির বক্‌স্—খাদ্য ও কৃষি,

(৭) মিঃ আবদুল কাদির সঙ্গারানি—স্বাস্থ্য ও বুনিয়াদি গণতন্ত্র, (৮) খাঁ পীর মহম্মদ খাঁ—রাজস্ব ও পুনর্বাসন, (৯) গোলাম নবী মেমন—আইন, তথ্য ও সংসদীয় বিষয়।

পাকিস্তান জাতীয় পরষিদ

স্পীকার : মিঃ এ. কে. এম. ফজলুল কাদের চৌধুরী

সিনিয়র ডেপুটি স্পীকার : মিঃ আফজল চীমা

পূর্ব পাকিস্থান পরিষদ	পশ্চিম পাকিস্থান পরিষদ
স্পাকার : মিঃ আবদুল হামিদ চৌধুরী	স্পীকার : মিঃ সবিলুল হক সিদ্দিকি

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

গত বৎসরের 'বর্ষপঞ্জী'তে পাকিস্তানের বুনিয়াদী গণতন্ত্র সম্বন্ধে জনমানবের অসন্তোষ ও বিক্ষোভের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল। তাহার পর এক বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে এই অসন্তোষ ও বিক্ষোভের রদবদল বড় একটা হয় নাই। বুনিয়াদী গণতন্ত্রের সুযোগে পাকিস্তানের ভূতপূর্ব রাজনৈতিক দলগুলি কিছু পরিমাণে মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেও এই নতুন ধরণের গণতন্ত্রে নাগরিক মৌল অধিকার, বাকস্বাধীনতা প্রভৃতি পুরাপুরি স্বীকৃত নয় বলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি পূর্ণোদ্যমে কাজ করার সুযোগ পাইতেছে না। প্রগতিবাদী রাজনৈতিক দলগুলির উপর নির্যাতন ও নিপীড়নের খড়্গ প্রায় প্রতিনিয়তই ঝুলানো থাকে। বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রবর্তন করিয়া প্রেসিডেন্ট আয়ুব চাহিয়াছিলেন পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে। তাহা তিনি পারেন নাই এবং পারেন নাই বলিয়াই তিনি সখেদে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে পাকিস্তানের জনগণ তাঁহার বুনিয়াদী গণতন্ত্রের মহিমা বুঝিতে পারে নাই। অপর দিকে বুনিয়াদী গণতন্ত্রে পাকিস্তানে যে সীমিত ভোটাধিকার প্রবর্তন করা হইয়াছে তাহা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কোন সমর্থন না পাইলেও তাহারা বর্তমানে শাসনতান্ত্রিক বিধানে ইহা নাকচ করারও কোন উপায় খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাই আয়ুব-বিরোধী প্রায় সকল দলের কাছ হইতেই মিলিত দাবী উঠিয়াছে বুনিয়াদী গণতন্ত্র নাকচ করিয়া পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রবর্তন করিতে

হইবে। বলাবাহুল্য যে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ও তাঁহার সমর্থকবৃন্দ সর্বপ্রযত্নে ইহাতে বাধা দিতেছেন। তাঁহারা এ সত্য জানেন যে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার অর্থই হইল পাকিস্তানের রাজনীতি হইতে তাঁহাদের অপসারণ।

এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়াই প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ মুখে রাজনৈতিক দলের বিরোধী বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করা সত্ত্বেও মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন ধরাইয়া তাঁহার অনুগামী একটি কনভেনসন-পন্থী মুসলিম লীগ গড়িয়া তুলিয়াছেন। সরকারী নির্দেশনায় ইহাকেই প্রকৃত মুসলিম লীগ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অপরপক্ষে ভূতপূর্ব পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের সভাপতিত্বে গঠিত মুসলিম লীগকে বলা হইয়াছে কাউন্সিলার গোষ্ঠীর মুসলিম লীগ। আলোচ্য বৎসরে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব সকলকে অবাক করিয়া কনভেনসনপন্থী মুসলিম লীগে যোগ দিয়াছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কনভেনসনপন্থী মুসলিম লীগের তরফ হইতে দাবী উঠিয়াছে যে আয়ুব খাঁকে আজীবন প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নির্বাচিত করা হউক। স্বয়ং আয়ুব খাঁ অবশ্য আজীবন প্রেসিডেণ্ট থাকিতে আগ্রহান্বিত নন বলিয়া প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়াছেন। যাহাই হউক, পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হেরফেরের জন্য রাজনৈতিক দলবিরোধী আয়ুব খাঁকে এই ভাবে দলের খাতায় নাম লিখাইয়া অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করিতে হইতেছে। শুধু তাহাই নয়, সাম্প্রতিক ২।৪টি উপনির্বাচনের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের গবর্ণরদ্বয়সহ স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আয়ুব কনভেনসনপন্থী মুসলিম লীগ প্রার্থীদের অনুকূলে প্রচার কার্যেও নামিয়াছিলেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের দ্বারা প্রেসিডেণ্ট ও গবর্ণরগণের এই জাতীয় কার্য নিন্দিত হইলেও প্রতিবিধান কিছুই হয় নাই—বরং স্বয়ং আয়ুব খাঁ তাঁহাদের এই কার্য সম্পূর্ণ বিধিসম্মত বলিয়া দাবী করিয়াছেন।

পাকিস্তানের আয়ুব বিরোধী দলগুলি নানা কারণে আজও ঐক্যবদ্ধ হইয়া কোন বিশিষ্ট কার্যক্রম অনুসারে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না বলিয়া পাকিস্তানে এখনও কোন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নাই। শাসন ক্ষমতা যাঁহাদের হাতে তাঁহারা নির্যাতন নিপীড়ন এবং প্রয়োজন বোধে তোষণের নীতি অবলম্বন করিয়া বিরোধী দলগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস পাইতেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিয়া জনমতের সুস্পষ্ট প্রয়াসের পথ রুদ্ধ করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন দলের বহু জননেতাকে বিনা বিচারে বন্দী

করিয়া রাখা হইয়াছে। পাকিস্তানে যাহা ঘটে তাহার সংবাদ বহির্বিশ্ব সব সময় ঠিক মত পায় না, কারণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অভাব। মূলতঃ সরকারী ইস্তাহার ছাপাই অধিকাংশ পাকিস্তানী পত্র-পত্রিকার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলিম লীগের (কাউন্সিলারদের) সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন সম্প্রতি অভিযোগ করিয়াছেন যে জাতীয় পরিষদে বিরোধী সদস্য-বৃন্দের বক্তৃতা সরকারী নির্দেশে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে না। পাকিস্তানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মহম্মদ আলী সম্প্রতি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানী সংবিধানে প্রেসিডেন্টের স্বার্থে, প্রেসিডেন্টের দ্বারা এবং প্রেসিডেন্টের জন্য সরকার গঠনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দের এই ধরণের মন্তব্যের মধ্যেই পাকিস্তানের যথার্থ অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খানের মুক্তি প্রসঙ্গটি আলোচ্য বর্ষে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ২রা আগস্ট তারিখে প্রচারিত সংবাদে জানা যায় যে আবদুল গফুর খান জেলে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। লাহোর জেলে সীমান্ত গান্ধীর প্রতি পাকিস্তানী সরকার যে নির্মম আচরণ করিতেছেন তাহার প্রতিকার না হইলে পেশোয়ার জেলে বন্দী ১৫ জন আওয়ামীদলের নেতা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভের হুমকি দেন ৫ই আগস্ট তারিখে। ৭ই আগস্ট তারিখে জাতীয় পরিষদে পাক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সর্দার হবিবুল্লা খাঁ জানান যে মূলতান জেলে এবং পরে নিশ্তার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পূর্বে খান আবদুল গফুর খান লাহোর জেলে ৩রা আগস্ট হইতে ৫ই আগস্ট পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলেন। আগস্ট মাসের শেষে এই বর্ষীয়ান জননেতার মুক্তির জন্য পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীন জননেতা মৌলনা ভাসানী জোর চেষ্টা সুরু করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ ও পশ্চিম পাকিস্তানের গবর্ণর মালিক আমির মহম্মদ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। গফুর খানের জীবনের ২৯টি মূল্যবান বৎসর জেলে কাটিয়া গেলেও তিনি শর্তাধীন মুক্তি লইতে সম্মত হন নাই। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁহার জীবনের অধিকাংশই কাটিয়াছে কারাগারে। মৌলনা ভাসানীর এই প্রয়াসও সাময়িকভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়। ইহার প্রায় ৫ মাস পরে ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার অকস্মাৎ খান আবদুল গফুর খানকে মুক্তি দেন। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারতবর্ষ

যাহাতে পাকিস্তান বিরোধী প্রচার করিতে না পারে সেই পথ বন্ধ করার জন্যই তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। যাহা হউক, সীমান্ত গান্ধীর এই মুক্তির মধ্যে পাকিস্তানী জনমতের আংশিক বিজয় সূচিত হয়। আবদুল গফুর খান কারামুক্ত হইয়াছেন বটে—তবে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতা তিনি ফিরিয়া পান নাই। তাঁহার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার তাঁহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছেন যে তিনি এক বৎসরকাল স্বগ্রামের বাহিরে যাইতে পারিবেন না এবং কোন প্রকাশ্য বিবৃতি দিতে পারিবেন না।

গত এক বৎসরকালের মধ্যে পাকিস্তানে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের দাবী প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। নির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার সম্বন্ধে পাকিস্তানে প্রবল জনমত আছে জানিয়া বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইবার পরেই একটি ভোটাধিকার কমিটি গঠন করিয়া প্রেসিডেণ্ট আয়ুব জনমতকে প্রশমিত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯৬৩ সালের ১৭ই আগষ্ট উক্ত কমিটির রিপোর্ট জাতীয় পরিষদে পেশ করা হইলে তুমুল বাক বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ জানান যে তাঁহারা কমিটির রিপোর্ট চান না—তাঁহারা চান ভোটাধিকার সম্পর্কিত আইন। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানে নূতন নির্বাচন হইবে এবং ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকার ভোটাধিকার কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করিয়া আইন প্রণয়ন করা সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে সরকার পক্ষের ৯ জন ও বিরোধী পক্ষের ৭ জন সদস্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এই কমিটিতেও আলোচ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মতৈক্য না হওয়ায় ১৯৬৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এই বিশেষ কমিটির বৈঠক হইতে বাহির হইয়া যান এবং অতঃপর এই কমিটি বর্জনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে বর্তমানে একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ আলোচ্য বর্ষে পাক-রাজনীতিতে আর একটি গুরুতর বিষয়। ১৯৬৩ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর সংবাদপত্র সম্পর্কিত নূতন আইন জারি করিয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা বিশেষভাবে খর্ব করা হয়। নবঘোষিত আইনের বলে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলির বিবরণও যথাযথ ছাপিবার অধিকার সংবাদপত্রগুলির নাই।

বলা বাহুল্য, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদপত্র মহলে এ বিষয়ে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হইয়া ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ঘোষণা করিতে বাধ্য হন যে এক মাসকালের জন্য উক্ত আইন প্রয়োগ স্থগিত রাখা হইল। সংবাদপত্র সদস্যদের লইয়া গঠিত কমিটির সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া ৫ই অক্টোবর তারিখে প্রেসিডেন্ট আয়ুব ঘোষণা করেন যে সংবাদপত্র সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স সংশোধন করা হইবে। অবশ্য সংশোধিত আকারে যে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়, তাহাও স্বাধীন দেশের সংবাদপত্রের পক্ষে চরম অবমাননাকর। এই সম্পর্কে এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই এবং এপর্যন্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একাধিক সংবাদপত্র সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের সমানসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের মনঃপূত নয়। কারণ পূর্বপাকিস্তানের লোকসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা অনেক বেশী। পূর্ব পাকিস্তানের সমাজ জীবন ও রাষ্ট্র জীবনের উপর নানাভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। আর এই চেষ্টা চলিতেছে তথাকথিত জাতীয় সংহতির ছদ্মবেশে। অথচ শিল্পায়ন, সমাজকল্যাণমূলক কর্মপ্রয়াস প্রভৃতির দিক হইতে পূর্ব পাকিস্তান অপেক্ষা পশ্চিম পাকিস্তানের উপর শাসক কর্তৃপক্ষ অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন। বলা বাহুল্য, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের এই বিমাতৃসুলভ আচরণ পূর্ব পাকিস্তানবাসীদিগকে নানাদিক হইতে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে। প্রেসিডেন্ট আয়ুব ইদানীং জাতীয় সংহতির উপর বিশেষ জোর দিতেছেন। ১৯৬৪ সালের ২২শে মার্চ প্রেসিডেন্ট আয়ুব রাজধানী রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তান জাতীয় সংহতি পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করিয়াছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রকাশনা প্রভৃতি নানা বিষয়ের আদান প্রদানের মাধ্যমে পাকিস্তানের জনসমাজের মধ্যে পূর্ণ সংহতি স্থাপনই এই পরিষদের উদ্দেশ্য।

আলোচ্যবর্ষে মৌলানা ভাসানী তাঁহার অপরিনামদর্শিতার জন্য প্রগতিশীল আন্দোলনের সহিত আংশিক বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। ১৯৬৩ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি ছয়-দফা দাবীর ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট আয়ুবকে চরম পত্র দেন। এই ছয়-দফা দাবী মূলতঃ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত। তিনি জানান যে ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁহার এই দাবীগুলি গৃহীত না হইলে আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হইবে। বলা বাহুল্য যে চরম পত্রের শেষ দিন

অতিক্রান্ত হইলেও প্রেসিডেন্ট আয়ুব তাঁহার ছয়-দফা দাবীর একটিও মানিয়া নেন নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে তৎসত্ত্বেও মৌলানা ভাসানীর প্রতিশ্রুত আইন অমান্য আন্দোলনের সূত্রপাত হয় নাই। তাহার কারণ, ইত্যবসরে তিনি প্রেসিডেন্ট আয়ুবের দয়ায় একটি সরকারী সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের নেতা হিসাবে চীন পরিদর্শন করিয়া আসার সুযোগ পাইয়াছিলেন। চীন পরিদর্শনের এই আমন্ত্রণ ছিল স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুবের। তিনি নিজে চীনে না গিয়া মৌলানা ভাসানীকে দলনেতার সম্মান দিয়া সাদরে চীনে পাঠান। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে চীন হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রবীণ মৌলানা ভাসানী ঘোষণা করেন: "চীন মর্ত্যের স্বর্গ বিশেষ।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানের জনগণ প্রস্তুত নয় বলিয়া তিনি ১৫ই ডিসেম্বর হইতে আয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রস্তাবিত আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করিবেন না। এ অজুহাত স্পষ্টতঃ মৌলানা ভাসানীর আয়ুব সরকারের সহিত সহযোগিতার মনোভাব-প্রসূত। মৌলানা ভাসানীর এই সংগ্রাম ভীরু মনোভাব সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের বিরতি নাই। এ বৎসর পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী শক্তিগুলির একটা বড় ক্ষতি ঘটিয়াছে ভূতপূর্ব আওয়ামী লীগ নেতা মিঃ এইচ. এস. সুরাবর্দীর মৃত্যুতে। আয়ুব সরকারের নির্দেশে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত নির্বাচনের অধিকারে বঞ্চিত হইয়া তিনি সুদূর লেবাননে ১৯৬৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর ৭০ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন।

পররাষ্ট্র নীতি

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে এবার বড় ধরণের কোন হেরফের দেখা যায় নাই। চীনের আকস্মিক ভারত আক্রমণের পর ভারতবর্ষ দেশরক্ষার উপযুক্ত সামরিক প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মুহূর্ত হইতে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি মুখ্যতঃ পরিচালিত হইতেছে ভারত-বিদ্বেষ দ্বারা। এই বিদ্বেষের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই পাকিস্তান মূলে পশ্চিমী রাষ্ট্রজোটের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও রাতারাতি চীনের সহিত মৈত্রীর সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়াছে। চীনের সহিত সাত তাড়াতাড়ি নিজেদের সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার নামে পাকিস্তান তাহার অধিকৃত কাশ্মীরের বেশ কিছুটা অংশ চীনকে ছাড়িয়া দিয়াছে। বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষ ইহাতে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে এবং একথা স্পস্টভাবে জানাইয়া দিয়াছে যে কাশ্মীরের কোন অংশ চীনকে দিবার অধিকার

পাকিস্তানের নাই এবং ভারতবর্ষ চীন-পাকিস্তান সীমান্তচুক্তি মানিতে বাধ্য নয়। আলোচ্য বৎসরে চীন ও পাকিস্তানের সীমান্ত পরিদর্শনের জন্য উভয় দেশের যে যুগ্ম পর্যবেক্ষক দল গঠিত হইয়াছিল, তাহার কাজ শেষ হওয়ায় সীমান্ত যথাযথ চিহ্নিতকরণের কাজ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া বাণিজ্যিক চুক্তি, সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল বিনিময় এবং চীন-পাকিস্তান বিমান চুক্তি প্রভৃতির মাধ্যমে উভয় দেশের সম্পর্ক প্রগাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। ১৯৬৪ সালের গোড়ায় চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাই এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী মার্শাল চেন-ই রাষ্ট্রীয় সফরে পাকিস্তানে আসিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্রীয় সফরকালে মিঃ চৌ এন-লাই সর্বপ্রথম কাশ্মীরের ব্যাপারে পাকিস্তানকে সমর্থন জানান। তিনি বলেন যে কাশ্মীর পাকিস্তানের—ইহাই চীনের অভিমত। বলা বাহুল্য চীন ও পাকিস্তানের এই ক্রমবর্ধমান আঁতাতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগোষ্ঠী, বিশেষ করিয়া আমেরিকা, খানিকটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। চীন-পাকিস্তান বিমান চুক্তির ফলে এই উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের বিমান চীনের ক্যান্টন ও সাংহাই-এর পথে যাতায়াত করিবে এবং চীনের বিমানেরও পাকিস্তানে চলাচলের অনুরূপ সুবিধা থাকিবে—এই চুক্তির কথা ঘোষিত হইবার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে ঢাকার তেজগাঁও বিমানবন্দর সম্প্রসারণের জন্য যে মার্কিন সাহায্য দিবার কথা ছিল, তাহা আপাতত স্থগিত থাকিবে। ইহা স্পষ্টতঃই মার্কিন উদ্বেগের পরিচায়ক। চীন-পাকিস্তান বিমান চুক্তির প্রতিক্রিয়া জাপানেও দেখা গিয়াছে। চীনের যে বিমান মূল চৈনিক ভূখণ্ডে যাতায়াত করিবে টোকিওর বিমান বন্দরে তাহার অবতরণ ইত্যাদির সুযোগ পাকিস্তান জাপান এয়ার লাইন্সের কাছে চাহিয়াছিল। জাপান এয়ার লাইন্স সে সুযোগ দিতে অস্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব মন্তব্য করিয়াছেন যে এ ব্যাপারে তাঁহারা জাপান সরকারের সহযোগিতা প্রার্থনা করিবেন।

ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তান অন্যান্য ২।১টি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের সহিতও বাণিজ্য চুক্তি করিয়াছে। ইহার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের সহিত অনুষ্ঠিত দ্রব্য বিনিময়-ভিত্তিক বাণিজ্যচুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বাণিজ্য চুক্তি দুইটির মূল শর্ত হইল এই যে যথাক্রমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডের ১ লক্ষ টন এবং ৩০ হাজার টন সিমেণ্ট সরবরাহের পরিবর্তে পাকিস্তান উভয় দেশকে পাট জোগাইবে। ১৯৬৩ সালের ৭ই অক্টোবর করাচীতে স্বাক্ষরিত পাক-সোভিয়েট বিমানচুক্তিও

উল্লেখযোগ্য। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট এয়ার লাইনস্ পাকিস্তানে এবং পাকিস্তান এয়ার লাইনস্ সোভিয়েট রাশিয়ায় বিমান চালানোর অধিকারী। ১৯৬৪ সালের ২২শে জানুয়ারী রেঙ্গুণে পাকিস্তানী পররাষ্ট্রসচিব মিঃ ভুট্টো কর্তৃক স্বাক্ষরিত ব্রহ্ম-পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তিও পাকিস্তানী পররাষ্ট্রনীতির একটি বিশেষ ঘটনা। এই চুক্তি অনুসারে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যে প্রচলিত সীমান্ত আছে তাহাই সুনির্দিষ্ট সীমানারূপে চিহ্নিত হইবে।

আলোচ্য বর্ষে আফগানিস্তানের সহিত পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। 'বর্ষপঞ্জী'র নিয়মিত পাঠক-পাঠিকারা জানেন যে আফগানিস্তান পাঠানগণের পাকতুনীস্তান দাবীর সমর্থক এবং ডুরাণ্ড লাইন মানে না বলিয়া প্রায় আড়াই বৎসর পূর্বে পাকিস্তান তাহার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে ইরাণের শাহর মধ্যস্থতায় পুনরায় উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের বিনিময়ে আফগানিস্তান তাহার পাকতুনীস্তান সম্পর্কিত দাবী ত্যাগ করে নাই। কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃ স্থাপিত হইবার পরও আফগানিস্তানের প্রধান মন্ত্রী এবং আফগানিস্তানের রাজা জহির শাহ একাধিকবার প্রকাশ্যে পাকতুনীস্তানের সমর্থনে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন।

১৯৬৩ সালে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আয়ুব, নেপাল, সিংহল প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় সফরে গিয়াছিলেন। চীন ভারত সীমান্ত বিরোধের সুযোগ লইয়া ভারতবর্ষ অধিকতর সমরসজ্জা করিতেছে এবং তাহার ফলে প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন হইবার কারণ আছে—নেপাল ও সিংহল সফরে প্রেসিডেন্ট আয়ুবের ইহাই ছিল মূল বক্তব্য। নেপাল বা সিংহল তাঁহার এই যুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। সিংহল সফরে তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ও সিংহল কর্তৃক প্রস্তাবিত বেলগ্রেড সম্মেলনের অনুরূপ দ্বিতীয় নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলন আহ্বানের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন এবং তাহার পরিবর্তে বান্দুং সম্মেলনের অনুরূপ দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন আহ্বানে সিংহলের সমর্থন লাভ। কিন্তু সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়ক এ ব্যাপারে তাঁহার মত পরিবর্তনে সম্মত হন নাই। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এ প্রয়াসের কারণ সুস্পষ্ট। বেলগ্রেড ধরনের নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সম্মেলন আহূত হইলে তাহাতে পাকিস্তান বা তাহার বন্ধু চীনের স্থান

জুটিবে না। অপরপক্ষে বান্দুং ধরনের আফ্রো-এশীয় সম্মেলন আহূত হইলে পাকিস্তান ও চীন তাহাতে যোগদানের সুযোগ পাইবে এবং সেই সম্মেলনকে কেন্দ্র করিয়া অধিকতর পরিমাণে ভারত-বিদ্বেষ প্রচারের সুবিধা হইবে।

চীনের প্রধানমন্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য যে সকল রাষ্ট্রীয় নেতা এই বৎসর পাকিস্তান ভ্রমণে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন সোমালীর প্রধানমন্ত্রী আবদুর রসিদ আলি সারমানে এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সোয়েকর্ণো। আলোচ্য বৎসরে পাকিস্তান একাধিক নূতন রাষ্ট্রের সহযোগিতা পাইয়াছে। তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য ফরাসী দেশ হইতে এক কোটি ডলার অর্থ সাহায্য এবং পাকিস্তানে ২ কোটি ৪২ লক্ষ ডলার ব্যয়ে একটি জাপানী রকেট প্ল্যান স্থাপনের চুক্তি।

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক

ভারতের সহিত পাকিস্তানের সম্পর্ক আলোচ্য বৎসরে অত্যন্ত খারাপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ নূতন নহে, ইহা তাহার পক্ষে সহজাত, কিন্তু আলোচ্য বর্ষে ইহার যে অত্যুগ্র ও অশোভন রূপ দেখা গিয়াছে তাহা অসাধারণ। যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষ চরম আকার ধারণ করিয়াছে তাহা হইল চৈনিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য ভারতের সামরিক প্রস্তুতি।

ভারতে বৈদেশিক সামরিক সাহায্যের বিরোধিতা করিতে গিয়া পাকিস্তানী নেতারা যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন সেটা নিম্নোক্তরূপ :

১। ভারতের বর্তমানে যে সামরিক শক্তি আছে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যাইবে। ২। ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পাইলে পাকিস্তান প্রভৃতি ছোট ছোট দেশগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হইবে এবং ৩। কাশ্মীর সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তান সমর-সজ্জায় ভারতের বিরোধিতা করিয়া যাইবে। ভারতের তরফ হইতে পাকিস্তানের এই সব যুক্তি খণ্ডনের নানাবিধ প্রয়াস করা হইয়াছে, কিন্তু সবই বৃথা। ভারতের তরফ হইতে পাকিস্তানকে পারস্পরিক যুদ্ধ বিরোধী-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবও একাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পাকিস্তান সে প্রস্তাবে রাজী নয়। চীনের সহিত পাকিস্তান অনুরূপ

চুক্তি করিতে আগ্রহান্বিত। ১৩৭০ সালে প্রদত্ত একাধিক বিবৃতিতে পাকিস্তান প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রয়োজন হইলে পাকিস্তান চীনের সহিত যুদ্ধবিরোধী চুক্তি করিতেও কৃতসঙ্কল্প।

কাশ্মীর সমস্যার সমাধান সম্বন্ধেও আলোচ্য বৎসরে একাধিক প্রস্তাব উঠিয়াছিল। পাকিস্তান তাহার কোনটিতেই রাজী হয় নাই। পাকিস্তানের একমাত্র দাবী গণভোটের ভিত্তিতে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। গণভোট গ্রহণ করিতে হইলে সম্মিলিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব অনুসারে জম্মু ও কাশ্মীরের যে অংশ বর্তমানে পাকিস্তান গায়ের জোরে দখল করিয়া রাখিয়াছে সেখান হইতে তাহার সৈন্যাপসরণ করিতে হয়। কিন্তু পাকিস্তান তাহাতেও সম্মত নয়। পাকিস্তান হানাদারগণকে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করিতে প্ররোচিত করিয়াছে এবং গুপ্তচরদের সহায়তায় নানাবিধ নাশকতামূলক কাজের দ্বারা কাশ্মীরের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিয়া কাশ্মীর প্রশ্ন স্বস্তি পরিষদে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। কাশ্মীর সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া আলোচ্যবর্ষে পূর্ব পাকিস্তানে অতিশয় নৃশংস ও ভয়াবহ সংখ্যালঘু নির্যাতন ঘটিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে কাশ্মীরের হজরতবাল মসজিদ হইতে ১৯৬৩ সালের শেষে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশ চুরির ঘটনাটিকে উপলক্ষ করিয়া পূর্বপাকিস্তানে ভয়াবহ দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি হইয়াছিল। উল্লেখযোগ্য যে, খাস কাশ্মীরে ইহা লইয়া কোন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় নাই। পবিত্র কেশ চুরি প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ যে বিবৃতি দেন তাহাতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নগ্নভাবে ফুটিয়া ওঠে। পর্যবেক্ষকদের মতে পূর্ব-পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড উক্ত বিবৃতিরই প্রতিক্রিয়া। পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডে বিপুল সংখ্যক হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি নিহত হইয়াছে এবং দলে দলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীরা ভারতে চলিয়া আসিতেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ের পর গত ১৬ বৎসরে এক সঙ্গে এভাবে লক্ষ লক্ষ হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি পাকিস্তান ত্যাগ করিয়া আসে নাই। বলা বাহুল্য, পাকিস্তানের খুলনা, যশোহর, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে যেরূপ সংখ্যালঘু নির্যাতন হইয়াছে তাহার প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যেও মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়াছে এবং পাকিস্তানেও কিছুসংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন হইয়াছে। উভয়রাষ্ট্রে এইরূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার পুনরাবৃত্তি নিবারণের জন্য ভারতবর্ষ পাকিস্তানের সাহায্য

ও সহযোগিতাকামী। রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রেসিডেন্ট আয়ুবের নিকট উভয় রাষ্ট্রে শান্তির জন্য যুক্ত বিবৃতি প্রচারের আবেদন জানান, কিন্তু আয়ুবখাঁ তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার কিছুদিন পরে শ্রীনেহরু প্রেসিডেন্ট আয়ুবের নিকট ব্যক্তিগত পত্র লিখিয়া সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্তপ্রচেষ্টার জন্য অনুরোধ জানান। উভয়পক্ষে বহু পত্র বিনিময়ের পরে স্থির হইয়াছে যে এসম্বন্ধে কার্যকর কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য উভয়রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিদ্বয় ছয়-দফায় বৈঠকে মিলিত হইবেন। ইহার এক দফা বৈঠক ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

আলোচ্য বৎসরে ভারত ও পাকিস্তান কর্তৃক উভয় দেশস্থিত পারস্পরিক দূতাবাসের কর্মচারী বিতাড়নও অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উভয় দেশের সম্পর্ক কিরূপ তিক্ততার স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহা তাহারই প্রমাণ। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় দিল্লীতে পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্রের কার্যকলাপ ধরা পড়ে এবং দেখা যায় যে এই গুপ্তচর চক্রের সহিত পাকিস্তান হাইকমিশনের কয়েকজন কর্মচারী জড়িত। সুতরাং ভারত সরকার অবিলম্বে পাকিস্তান হাইকমিশনের ৩ জন কর্মচারীর প্রত্যাহার দাবী করেন। পাকিস্তান সরকারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা হিসাবে পাকিস্তানস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের অনুরূপ সংখ্যক কর্মচারীর প্রত্যাহার দাবী করেন। অক্টোবর মাসের শেষে ভারত পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও অবনতির পথে যায়। ২৪শে অক্টোবর পাকিস্তান সরকার আদেশ দেন যে অবিলম্বে ঢাকাস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস এবং রাজসাহীস্থিত ভারতীয় অ্যাসিস্টান্ট হাইকমিশনারের অফিস সংলগ্ন পাঠকক্ষ ও পাঠাগার বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। ইহার কিছুদিন পরে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের আদেশে রাজসাহীস্থিত ভারতীয় অ্যাসিস্টান্ট হাইকমিশনারের অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ভারতবর্ষ এই সম্পর্কে কোন প্রতিশোধকমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া অসীম ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিয়াছে।

জাতিসঙ্ঘ

জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বে। ঐ সময় এই নীতি স্থির হয় যে, জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতিগুলি উহার প্রতিষ্ঠাতা সভ্য হইবে। ফ্যাসিস্ত পক্ষের পরাজয় তখন সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য, পূর্বে যেসব রাষ্ট্র দুই দিকে তাল রাখিয়া চলিতেছিল, (যেমন—তুরস্ক, দক্ষিণ আমেরিকার একাধিক রাষ্ট্র) তখন ফ্যাসিস্ত পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাতারাতি কৌলিন্য অর্জন করে এবং জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য হয়। ভারতবর্ষও জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা সভ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা সভ্য থাকে এবং পাকিস্তানকে নূতন সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সানফ্রান্সিস্কো সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের সনদ স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। প্রধান পাঁচটি শক্তির ঐক্যমতকে বিশ্বশান্তি রক্ষার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়া সনদের খসড়া রচিত হয় আরও এক বৎসর পূর্বে ডাম্বার্টন্ ওক্‌সে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টায় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, মার্শাল ষ্টালিন ও মিঃ চার্চিল এই মূলনীতি মানিয়া লন।

জাতিসঙ্ঘের আদর্শ: সনদে বর্ণিত জাতিসঙ্ঘের আদর্শ—"ন্যায় ও আন্তর্জাতিক বিধানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া" সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা অথবা শান্তির প্রতিষ্ঠা; "বিভিন্ন জাতির সমানাধিকারের ও আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারের মর্যাদা রক্ষার ভিত্তিতে" জাতিতে জাতিতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা; আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান; মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও উহার সংরক্ষণ এবং পরাধীন জাতিগুলিকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান।

জাতিসঙ্ঘের মূল ভিত্তি: এই আদর্শ রক্ষার ও উহা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রধান পাঁচটি শক্তির উপর অর্পিত হয়। প্রধান পাঁচটি শক্তির সম্মিলিত দায়িত্বের এই স্বীকৃতিই জাতিসঙ্ঘের মূল ভিত্তি। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন (জাতীয়তাবাদী) প্রধান শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়। এই পাঁচটি শক্তি একমত না হইলে জাতিসঙ্ঘের কোন কার্যকরী

সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না—এই কঠোর শর্ত সানফ্রান্সিস্‌কোয় সমবেত ৪৬টি রাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বল্পকালের মধ্যেই বৃহৎ শক্তিপঞ্চক উহার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের জালে জড়াইয়া পড়ে। পাঁচটি শক্তির ঐক্য মতের ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘের সনদ রচনার জন্য তখন তাহারা নিষ্ফল অনু-শোচনায় আঙুল কামড়াইতে লাগিল। জাতিসঙ্ঘ এখন প্রকৃতপক্ষে দলীয় প্রচারের আন্তর্জাতিক মঞ্চে পরিণত হইয়াছে।

॥ জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ ॥

নিরাপত্তা পরিষদ্‌ ঃ জাতিসঙ্ঘের সর্বপ্রধান বিভাগ উহার নিরাপত্তা পরিষদ্‌। বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের ; জাতিসঙ্ঘের অন্য সমস্ত সংগঠনই এই বিভাগের অধীন। আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন (ফরমোসার চিয়াং কাইশেক সরকার) এই পাঁচটি শক্তি ইহার স্থায়ী সভ্য। বাকী ছয় জন সভ্য সাধারণ সভ্যগণ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। স্থায়ী পাঁচটি সভ্য একমত না হইলে নিরাপত্তা পরিষদ্‌ কোনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের "ভিটো"র অধিকার রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই—ইহার অধিবেশন সব সময়ে চলিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বক্ষণ আন্তর্জাতিক শান্তির সতর্ক প্রহরী। ইহার একটি সামরিক ষ্টাফ্‌ কমিটিও আছে।

সাধারণ পরিষদ্‌ ঃ "সনদের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনও প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে এই বিভাগটি আলোচনা করিতে পারে" এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অথবা কোনও সভ্য রাষ্ট্রের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই বিভাগে জাতিসঙ্ঘের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বিচার পরিষদ্‌ ঃ আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদ্‌টি জাতিসঙ্ঘের বিচার বিভাগ। এই বিভাগটি ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। সনদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন।

অছি পরিষদ্‌ ঃ তাহার পর অছি পরিষদ্‌। জাতিসঙ্ঘের সনদে ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির অধিবাসীর সার্বভৌম অধিকার নীতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে সময় সময় পর্যবেক্ষণে যাইবার

অধিকার অছি পরিষদ্‌কে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যেসব অঞ্চল "ম্যাণ্ডেটেড" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, সেগুলি অছি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন সমস্ত অঞ্চল অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে। বিজয়ী পক্ষের উপনিবেশ-গুলি সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, এই সব উপনিবেশের প্রভুশক্তিগুলির সম্মতি লাভ করিলে তবে উহারা অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্‌ঃ সাধারণ পরিষদ্‌ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সভ্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্‌ গঠিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপন এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজ 'সার্বজনীন অধিকার তালিকা (Universal Bill of Ri ht)' প্রণয়ন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ্‌ ত্রিশটি সার্বজনীন অধিকার নির্ধারণ করিয়াছেন। অধিকারগুলি এইরূপ—বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার, দৈহিক নিরাপত্তা, দাসত্ব হইতে মুক্তি, ব্যক্তিগত গোপনতায় অন্যের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি, স্বচ্ছন্দ চলাফেরার স্বাধীনতা, আশ্রয় লাভের অধিকার, নাগরিক হইবার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আটক হইলে অবিলম্বে বিচার বিভাগের দ্বারা আটকের বৈধতা নির্ধারণ, বৈষম্য হইতে মুক্তি, সম্পত্তিতে অধিকার, গবর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি।

"ইউনেস্কো"ঃ জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থাটি (UNESCO) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি উপ-বিভাগ। ১৯৪৫ সালে লণ্ডনে এই উপ-বিভাগ গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। "ইউনেস্কো" গঠনের কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "যুদ্ধ আরম্ভ হয় মানুষের মনে ; সুতরাং শান্তি রক্ষার কাজ মানুষের মনের মধ্যে গড়িয়া তোলা আবশ্যক।" ইহার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ন্যায়ের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং আইনের শাসন, মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করা ইহার লক্ষ্য।" এই মহান লক্ষ্য বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ্‌, সাহিত্যিক প্রভৃতি মনীষিগণ 'ইউনেস্কো'য় যোগদান করিয়াছেন। "ইউনেস্কো"র কতকগুলি আঞ্চলিক বিভাগ আছে ; যেমন, মধ্য-প্রাচ্য বিভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগ, ইত্যাদি।

"ইকাফে"ঃ এশিয়ার জাতিসঙ্ঘের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের নাম 'এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন (ECAFE)'। এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাহাদের সমাধানে প্রয়াসী হওয়া এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

কমিশন ও সাব-কমিশনঃ সমাজ কল্যাণকর ও সংস্কৃতিমূলক তৎপরতার জন্য জাতিসঙ্ঘের কতকগুলি কমিশন ও সাব-কমিশন আছে—যেমন, নারীর অধিকার সংক্রান্ত সাব-কমিশন, মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত কমিশন, ব্যবসা ও নিয়োগ সংক্রান্ত কমিশন, শিশু-মঙ্গল সংক্রান্ত কমিশন প্রভৃতি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানঃ জাতিসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নাম—আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি-সংস্থা, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও অর্থভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক বাস্তুহারা-সংস্থা এবং অসামরিক বিমান চলাচল-সংস্থা।

জাতিসঙ্ঘের সভ্যরাষ্ট্রসমূহ

জাতিসঙ্ঘের সভ্যরাষ্ট্রের সংখ্যা বর্তমানে ১১০। ইহাদের মধ্যে ৫১টি প্রতিষ্ঠাতা সভ্য অর্থাৎ, ঐ রাষ্ট্রগুলিকে লইয়া জাতিসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি পরবর্তীকালে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। নিম্নে সভ্যগণের পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল। সভ্য হওয়ার তারিখের পারম্পর্য অনুসারে নামগুলি উল্লিখিত হইয়াছে।

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
১। ভারত	প্রতিষ্ঠাতা সভ্য	১১। কলম্বিয়া	প্রতিষ্ঠাতা সভ্য
২। আর্জেন্টিনা	"	১২। কোষ্টারিকা	"
৩। অস্ট্রেলিয়া	"	১৩। কিউবা	"
৪। বেলজিয়াম	"	১৪। চেকোশ্লোভাকিয়া	"
৫। বলিভিয়া	"	১৫। ডেনমার্ক	"
৬। ব্রেজিল	"	১৬। ডোমিনিক্যাল রিপাব্লিক	"
৭। বায়লো রাশিয়া	"	১৭। ইকুয়েডর	"
৮। কানাডা	"	১৮। মিশর *	"
৯। চিলি	"	১৯। এল্ স্যালভেডর	"
১০। চীন (জাতীয়তাবাদী)	"	২০। ইথিওপিয়া	"

* বর্তমানে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক নামে পরিচিত।

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
২১। ফ্রান্স	প্রতিষ্ঠাতা সভ্য
২২। গ্রীস	"
২৩। গুয়াতেমালা	"
২৪। হাইতি	"
২৫। হণ্ডুরাস্	"
২৬। ইরাক	"
২৭। লেবানন	"
২৮। লাইবেরিয়া	"
২৯। লুক্সেমবুর্গ	"
৩০। মেক্সিকো	"
৩১। নেদারল্যাণ্ডস্	"
৩২। নিউজীল্যাণ্ড	"
৩৩। নিকারগুয়া	"
৩৪। নরওয়ে	"
৩৫। পানামা	"
৩৬। প্যারাগুয়ে	"
৩৭। পারস্য	"
৩৮। পেরু	"
৩৯। ফিলিপাইন	"
৪০। পোল্যাণ্ড	"
৪১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	"
৪২। সৌদী আরব	"
৪৩। সিরিয়া	"
৪৪। তুরস্ক	"
৪৫। ইউক্রেন	"
৪৬। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন	
৪৭। ইউনাইটেড কিংডম (বৃটেন)	
৪৮। উরুগুয়ে	"
৪৯। ভেনেজুয়েলা	"
৫০। সোভিয়েট ইউনিয়ন	"
৫১। যুগোশ্লাভিয়া	"

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
৫২। আফগানিস্তান	১৯।১১।৪৬
৫৩। আইস্‌ল্যাণ্ড	"
৫৪। সুইডেন	"
৫৫। থাইল্যাণ্ড	১৬।১২।৪৬
৫৬। পাকিস্তান	৩০।৯।৪৭
৫৭। ইয়েমেন	৩০।১০।৪৭
৫৮। ব্রহ্মদেশ	৯।৪।৪৮
৫৯। ইস্রায়েল	১১।৫।৪৯
৬০। ইন্দোনেশিয়া	২৮।১১।৫০
৬১। আলবেনিয়া	১৫।১২।৫৫
৬২। জর্ডান	"
৬৩। আয়ার্ল্যাণ্ড	"
৬৪। পর্তুগাল	"
৬৫। হাঙ্গারী	"
৬৬। ইতালী	"
৬৭। অস্ট্রীয়া	"
৬৮। রুমানিয়া	"
৬৯। বুলগেরিয়া	"
৭০। ফিন্‌ল্যাণ্ড	"
৭১। সিংহল	"
৭২। নেপাল	"
৭৩। লিবিয়া	"
৭৪। কাম্বোডিয়া	"
৭৫। লাওস্	"
৭৬। স্পেন	"
৭৭। সুদান	নভেম্বর, ১৯৫৬
৭৮। মরক্কো	" "
৭৯। টিউনিসিয়া	" "
৮০। জাপান	ডিসেম্বর, ১৯৫৬
৮১। ঘানা	মার্চ, ১৯৫৭
৮২। মালয়	৫।৯।৪৬

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
৮৩। গিনি	১২।১২।৪৮	৯৭। ক্যামেরুন	২০।৯।৬০
৮৪। আইভরি কোষ্ট	২০।৯।৬০	৯৮। মালি	২৮।৯।৬০
৮৫। মাদাগাস্কার	”	৯৯। সেনেগাল	”
৮৬। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র	”	১০০। নাইজেরিয়া	৭।১০।৬০
৮৭। কঙ্গো (ব্রাজাভিল)	”	১০১। মরিটেনিয়া	২৭।১০।৬১
৮৮। কঙ্গো (লিওপোল্ডভিল)	”	১০২। মঙ্গোলিয়া	”
৮৯। সাইপ্রাস		১০৩। সিয়েরা লিওন	৬।১০।৬১
৯০। দহোমি	”	১০৪। টাঙ্গানাইকা	১৯৬১
৯১। গ্যাবন	”	১০৫। বুরাণ্ডি	১৮।৯।৬২
৯২। নাইজার	”	১০৬। জামাইকা	”
৯৩। সোমালিয়া	”	১০৭। রুয়াণ্ডা	”
৯৪। টোগো	”	১০৮। ত্রিনিদাদ ও টোবাগো	”
৯৫। আপার ভোল্টা	”	১০৯। আলজিরিয়া	৬।১০।৬২
৯৬। চাদ	”	১১০। উগাণ্ডা	২৫।১০।৬২

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্পোরেশন

দয়া করে মনে রাখবেন

১। **ডিসকাউণ্ট কুপন** কিনলে শুধু যে আপনার অর্থ ও সময়ের সাশ্রয় হয় তা নয়, বাস-কর্মীকেও কাজে সাহায্য করা হয়।

●

২। **সঠিক** ভাড়া দিয়ে **সমমূল্যের** টিকিট পেলেন কিনা দেখে নেওয়া দরকার। ভাড়া দিয়ে টিকিট না নিলে প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়।

●

৩। সংস্থার কার্যধারা অথবা কর্মীদের ব্যবহারে কোন দোষ-ত্রুটি নজরে এলে আইন নিজের হাতে নেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বিভিন্ন গুমটিতে **'প্রস্তাব ও অভিযোগ'** খাতার সাহায্য নিন, অথবা কর্তৃপক্ষকে জানান।

●

৪। শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে **কিউতে** দাঁড়ানোর জন্য আপনার স্বাচ্ছন্দ্যের উদ্দেশ্যেই **যাত্রী আশ্রয়গুলি** তৈরী হয়েছে।

●

৫। চলন্ত বাসে ওঠা-নামা করে নিজের ও অপরের বিপদ ডেকে আনবেন না।

●

জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

ব্যক্তি-পরিচয়

বিশিষ্ট বাঙ্গালী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। আদি নিবাস নোয়াখালী; জন্ম—২রা আশ্বিন, ১৩১১ (১৯০৪) সাল; শৈশব ও কৈশোরে নোয়াখালীতে শিক্ষালাভ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; মুন্সেফরূপে কর্মজীবন আরম্ভ; ক্রমশঃ জেলা জজের পদে উন্নীত হন; বর্তমানে বিচারকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে "নীহারিকা দেবী" ছদ্ম নামে প্রথম কবিতা প্রকাশ (আশ্বিন, ১৩২৮); এই কবিতাটি প্রথমে স্বনামে প্রেরিত হইয়া ছাপা হয় নাই। প্রধানতঃ গল্প উপন্যাসই লেখেন, তবে কাব্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত; প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'অবাবস্থা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'যতন বিবি', 'ডবল ডেকার', 'ইন্দ্রাণী', 'উর্ণনাভ', 'কাকজ্যোৎস্না' ও 'আসমুদ্র' ইত্যাদি। তাঁহার রচিত 'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। ১৯৬১ সালে 'মতিলাল পুরস্কার' (যুগান্তর দৈনিক পত্র প্রবর্তিত) লাভ করিয়াছেন।

শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জী ঃ তমলুকে ১৯০১ সালে জন্ম। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বি. এস-সি. অধ্যয়নকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন (১৯২১)। ত্রিশ বৎসরাধিককাল তমলুক মহকুমা কংগ্রেসের সম্পাদকের কার্য নির্বাহ করেন; কিছুকালের জন্য মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য। দেশের কাজে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪২-৪৪ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় তমলুকে যে "জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল শ্রীমুখার্জী ছিলেন তাহার 'সর্বাধিনায়ক'। ১৯৫২ হইতে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের সেচমন্ত্রী ছিলেন; কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৪ সালের জুন মাস হইতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কমিটির সভাপতি।

শ্রীঅজিত দত্ত ঃ সুকবি ও প্রবন্ধকার। জন্ম—ঢাকা, ১৯০৭ সন; শিক্ষা—ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রাবস্থা হইতে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। 'প্রগতি' ও 'কল্লোল' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'রৈবত' ছদ্মনামে নানা প্রবন্ধ রচনা করেন। 'কুসুমের মাস',

'পুনর্ণবা', 'নষ্টচন্দ্র', 'জনান্তিকে', 'মনপবনের নাও', 'ছায়ার আলপনা' ইত্যাদি তাঁহার রচিত গ্রন্থ। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্যে ব্রত। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ১৯৫৯ সালে 'উল্টোরথ পুরস্কার' লাভ করেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি। জন্ম ২৮শে আগষ্ট, ১৯০৪ সাল। হুগলী জেলার জেজুর গ্রামে পৈতৃক নিবাস। বঙ্কিম যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক অক্ষচন্দ্র সরকার তাঁহার মাতামহ। ১৯২১ সালে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন; বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেসের সভ্য (১৯২৪); পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯৪৮) এবং ১৯৫০ সালে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। ১৯৫০-৫১ সালে সর্বপ্রথম কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। দাসপুর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ১৯৩০ সালে সর্বপ্রথম গ্রেপ্তার হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করেন। পরে আরও বহুবার কারারুদ্ধ হন, (১৯৩৩, ১৯৩৫ ও ১৯৪২ সালে)। এক সময়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তারের জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়। বিভিন্ন দফায় প্রায় ১৬ বৎসর কারাগারে কাটান। জেলে থাকা কালে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায় এবং পুলিশের অত্যাচারের ফলে তাঁহার হাত ও পায়ে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা দেয়। ১৯৫২ সাল হইতে লোকসভার সদস্য। 'জনসেবক' দৈনিকপত্রের সম্পাদক; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্তমান সভ্য। গান্ধীবাদের উপর কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় : প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জন্ম—১৫ মার্চ, ১৯০৪, উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল রাজ্যে। শিক্ষালাভ—ঢেন্‌কানল, কটক ও পাটনায়। ১৯২৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার; এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই. সি. এস্. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার, ১৯২৭; লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ ১৯২৭-২৯; জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, ১৯৩৬; জেলা জজ, ১৯৪০; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিচার বিভাগের সেক্রেটারী, ১৯৫০। প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য রচনা টলষ্টয়ের গল্পের অনুবাদ 'প্রবাসী'তে; ইঁহার রচিত 'পথেপ্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'তারুণ্য', 'বিনুর বই', 'ইসারা' প্রভৃতি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। সাহিত্য সেবার অভিলাষে ১৯৫১ সালে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে সাহিত্য আকাদমির পুরস্কারপ্রাপ্ত।

অবধূত : (কালিকানন্দ অবধূত)। তান্ত্রিক-সাধক অথচ প্রখ্যাত কথাশিল্পী। কলিকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম; ২৭।২৮ বৎসর বয়সে ঘর ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভারত ও ভারতের বাহিরে বহু

তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করেন। সম্প্রতি চুঁচুড়ায় গঙ্গার তীরে বসবাস করিতেছেন। তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনার মধ্যে 'মরুতীর্থ হিংলাজ', 'শুভায় ভবতু', 'ছুরি বৌদি', 'উদ্ধারণপুরের ঘাট', 'বহুব্রিহী', 'মিড় গমক মূর্ছনা' প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তী: কবি ও শিক্ষাব্রতী; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব ছিলেন। পাঞ্জাব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপকরূপে কার্য করেন। কাব্যগ্রন্থ: 'খসড়া', 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'পারাবার', 'পালাবদল' 'ঘরে ফেরার দিন' ইত্যাদি। 'ঘরে ফেরার দিন' গ্রন্থের জন্য ১৯৬৩ সালে সাহিত্য আকাদমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

লর্ড অরুণকুমার সিংহ: রায়পুরের দ্বিতীয় ব্যারণ। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের প্রথম পুত্র। বার-এ্যাট-ল; জন্ম—২২শে আগস্ট, ১৮৮৭; লণ্ডনে শিক্ষালাভ। পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে লর্ড উপাধি লাভ। প্রবল বিরোধিতা অতিক্রম করিয়া বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ড সভায় স্থান লাভ করেন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ: লোকসভার বর্তমান সদস্য। ১৯৫২-৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী, অতঃপর প্রতিমন্ত্রী (১৯৫৫-৫৭)। জন্ম—১৮৯২ সালে, বরিশালে। ব্রজমোহন কলেজ হইতে ১৯১৫ সালে বি. এ. পাস করেন। ১৯১৮ সালে ৩ আইনের বন্দীরূপে গ্রেপ্তার ও হাজারিবাগ জেলে অনশন। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ ও কংগ্রেসের কার্যে যোগদান। পুনরায় গ্রেপ্তার (১৯৩০)। রাজবন্দীরূপে আটক (১৯৩১)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯৪০)। ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬)। 'মন্দিরা' নামক মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সম্পাদক; কতিপয় গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীঅশোককুমার মিত্র: ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও সেন্সাস্-কমিশনার (১৯৫৮ হইতে)। জন্ম—১লা মার্চ, ১৯১৭। শিক্ষা—কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়। আই. সি. এস্ (১৯৩৯)। বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট; সেন্সাস-সুপারিনটেণ্ডেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫০-৫২); উন্নয়ন-কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫২-৫৪); বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী, পশ্চিমবঙ্গ (১৯৫৫-৫৮)। 'দি ফোক ডান্সেস অব বেঙ্গল', 'ডিস্ট্রিক্ট রেকর্ডস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্টস্' গ্রন্থমালার সম্পাদক রূপে খ্যাতি অর্জন। 'দি ট্রাইবস্ অ্যাণ্ড কাস্টস্ অব ওয়েস্ট বেঙ্গল', 'পশ্চিম ইউরোপের চিত্রকলা', 'ভারতের চিত্রকলা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীঅশোককুমার সরকার: প্রখ্যাত বাংলা দৈনিকপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক। জন্ম—১৯১২ সনে। আনন্দ-

বাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের একমাত্র পুত্র। প্রাথমিক শিক্ষা—ঢেনকানলে (উড়িষ্যা); অতঃপর কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে বি. এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার ফলে ১৯৩০ সনে কারাবরণ করেন। সদালাপী ও অমায়িকতা প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিকপত্র এবং সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার প্রধান পরিচালক। ১৯৬৩-৬৪ সালের জন্য ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজপেপার সোসাইটির সভাপতি নির্ব্বাচিত।

শ্রীঅশোককুমার সেন ঃ বর্তমানে কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী। জন্ম—অক্টোবর ১৯১৩; শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'গ্রেজ ইন' হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪১ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান। ১৯৪১-৪৩ সনে কলিকাতার সিটি কলেজে আইন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনিয়ার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল (১৯৫০)। ১৯৫৫ সনে জাতিসঙ্ঘের দশম অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান। উত্তর-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বামপন্থী নেতা মোহিতকুমার মৈত্রকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৭)। ভারত সরকারের আইন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীরূপে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান (১৯৫৭); ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে পূর্ণ-মন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া পুনরায় লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হন এবং আইনমন্ত্রী হন। শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভায় আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা দপ্তরের মন্ত্রী হইয়াছেন।

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ঃ খ্যাতনামা অভিনেতা; পশ্চিমবঙ্গের 'সঙ্গীত-নৃত্য-নাট্য আকাদমী'র নাট্য বিভাগের 'ডীন' (অধিকর্তা)। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৬৩)। জন্ম—৬ই আগষ্ট, ১৮৯৫ (কলিকাতায়)। শৈশব হইতেই নাট্যানুরাগী। প্রথম জীবনে যাত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ, পরে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে। রঙ্গমঞ্চাভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা—'অর্জুন' (কর্ণার্জুনে), 'অশোক,' 'আবন' (মিশরকুমারীতে); 'চাঁদ সদাগর' ও 'সাজাহান' নাটকের নাম ভূমিকা, 'সেলুকাস' (চন্দ্রগুপ্তে); 'রাসবিহারী' (বিজয়াতে); 'গোলাম হোসেন' (সিরাজদ্দৌলা-য়); 'রমেশ' (প্রফুল্ল-তে); 'ডক্টর ভোস' (তটিনীর বিচার-এ); প্রভৃতি। চিত্রাভিনয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা—'কৃষ্ণকান্ত' (কৃষ্ণকান্তের উইল-এ); 'স্যার শঙ্করনাথ' (সোনার সংসার-এ); অভিনয়-চিত্রে নায়িকার পিতা; ডাক্তার চিত্রে নায়কের পিতা; 'রাজ-পুরোহিত', (রাজনর্তকী-তে) প্রভৃতি। অসংখ্য নাটক ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করিয়া অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। প্রথম চিত্রাবরণ—

স্বলিখিত ও স্বপরিচালিত 'সোল অব্ অল্ স্লেভ' নির্বাক্ চিত্রে (১৯২১)। নির্বাক চিত্র পরিচালনা—কৃষ্ণসখা। নির্বাকচিত্র প্রযোজনা—রাঙারাখী, দেশের ডাক, বাসুকী, চন্দ্রনাথ, রাজপুরোহিত, অভিজাত। তাঁহার রচিত 'নিজেরে হারায়ে খুঁজি' বাংলা দেশের যাত্রা-নাটক ও চলচ্চিত্র-জগতের তথ্যমূলক একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীমতী আভা মাইতি: পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের মন্ত্রী। খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মী ও পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মাইতির কন্যা শ্রীমতী আভা মাইতির জন্ম ১৯২৫ সালে। শিক্ষা—বি. এ., বি-এল; ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় নির্বাচিত হন; পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক, মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৯); নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব পম্পাদক এবং ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভার ভূতপূর্ব সদস্য। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী নিযুক্ত।

শ্রীআলাউদ্দীন খান: স্বনামধন্য স্বরদ-শিল্পী ও সুরকার। 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৮)। জন্ম—১৮৬২ (ত্রিপুরাজেলায় ব্রাহ্মণবেড়িয়া)। শৈশব হইতেই সঙ্গীতানুরাগী। আহ্‌মদ আলী খান, মহম্মদ হুসেন খান ও ওয়াজির খান প্রভৃতি ওস্তাদের কাছে প্রায় চল্লিশ চৎসর ধরিয়া ইনি সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন করিয়া 'সঙ্গীতাচার্যে' পরিণত হইয়াছেন। প্রায় সকল প্রকার ভারতীয় সঙ্গীতযন্ত্রে ইহার সমান দখল, বিশেষতঃ স্বরদ (সরোদ), বীণা, মৃদঙ্গ, তবলা ও ঢোল। মধ্যপ্রদেশের মাইহার রাজ্যের 'রাজগুরু' (সঙ্গীতাচার্য) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে অনুষ্ঠিভ সঙ্গীত সম্মেলনে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ইনি বহুবার স্বীয় গুণপনার পরিচয় দিয়া অকুণ্ঠ প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন। 'সুর-সেতার' ও 'চন্দ্রসারঙ' নামে দুইটি সঙ্গীত-যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি খান সাহেবকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। ১৯৬২ সালে ইহার জন্মশতবার্ষিকী উৎসব পালিত হইয়াছে।

শ্রীআলামোহন দাস: ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট শিল্পপতি। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ভূতপূর্ব সদস্য। ১৮৯৫ সালে অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম। বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়া ১৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন এবং খৈ, মুড়ি বিক্রয় করিয়া জীবিকা সংগ্রহ করেন। পরে উৎসাহ ও দৃঢ়তার বলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া ওজনের যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে দাশ ব্রাদার্স, ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং, ভারত জুট মিলস্, আরতি কটন মিলস্ প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার গৌরব 'ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী : বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা। জন্ম—কলিকাতায়, ১৩১৫ সালের ২৩শে পৌষ। পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রামে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৪ সালে 'লীলা পুরস্কার' দ্বারা ইহাকে সম্মানিত করেন। 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নি পরীক্ষা', 'মিত্তির বাড়ী', 'যোগবিয়োগ', 'নির্জন পৃথিবী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিশুসাহিত্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত। ১৯৫৯ সালে যুগান্তর পত্রিকা প্রবর্তিত 'মতিলাল পুরস্কার' লাভ করেন।

শ্রীউদয়শঙ্কর : বিশ্ববিখ্যাত নৃত্যশিল্পী; ১৯০০ সালে উদয়পুরে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস অবিভক্ত বঙ্গের যশোহর জেলায়। বেনারস, বোম্বাই আর্টস কলেজ ও লণ্ডন আর্টস কলেজে শিক্ষালাভ। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহুস্থানে নৃত্য প্রদর্শন করিয়া ভারতীয় নৃত্যকলাকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট নৃত্য পটিয়সী শ্রীমতী অমলা নন্দীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'সঙ্গীত নাটক নৃত্য সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি উহার নৃত্য বিভাগের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত হন; পরে তিনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন।

ডঃ কালিদাস নাগ : খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্; এম-এ, ডি-লিট। ১৮৯২ সালে জন্ম। ১৯১৫-১৯ সাল পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯১৯-২০ সালে সিংহলে গালে মহীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯২১ সালে জেনেভায় ৩য় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি। ১৯২৩ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে অধ্যাপনা। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দান। এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক; 'ইণ্ডিয়া এণ্ড দি মিডল ইষ্ট', 'নিউ এশিয়া', 'এ ষ্টাডি অব ইণ্ডিয়ান ইণ্টারন্যাশনালিজম', 'ইণ্ডিয়া এণ্ড প্যাসিফিক ওয়ার্লড' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতীয় রাজ্যসভার ভূতপূর্ব মনোনীত সভ্য।

শ্রীকালিদাস রায় : প্রবীণ সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক। প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের পরিবারে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্ম। কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি-এ পাস করার পর দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'পর্ণপুট', 'ব্রজবেণু', 'বৈকালী', 'হৈমন্তী', 'ঋতু-মঙ্গল', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়াছেন। রংপুর সাহিত্য- পরিষদ্ কর্তৃক 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ১৯৬১ সালের কলিকাতা অধিবেশনের মূল সভাপতি। সুরেশচন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার লাভ (১৯৬৩)।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক: রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রভূত খ্যাতিমান। ইহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'শতদল', 'অজয়', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনমল্লীকা', 'বনতুলসী', 'রজনীগন্ধা' প্রভৃতি। জন্ম—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে, বর্ধমান জেলার নূতনহাট পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত উজানী গ্রামে। বি-এ পাস করার পরে বর্ধমানের 'মাথরুণ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে'র শিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি নিরহঙ্কার ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন; দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর স্বগ্রামে অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন। ১৯৬২ সালে প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র বসু: পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্তমান স্পীকার। জন্ম—১৯০৫ সালে, কলিকাতায়; শিক্ষা—বি. এস-সি., বি-এল, ইণ্টারমিডিয়েট ও ফাইন্যাল এ্যাটর্নীশিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার; কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাটর্নী তালিকাভুক্ত (১৯৩৪); পি. সি. ঘোষ এ্যাণ্ড কোং-এর প্রধান অংশীদার ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলার (১৯৬০-৬১); দুইবার ডেপুটি মেয়র (১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯), এবং মেয়র (১৯৬০-৬১)। অনেকবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৬২ সালে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত হন; উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সভাপতি; বহু দাতব্য ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র নিয়োগী: আইনসভা ও শাসনতন্ত্র-বিশেষজ্ঞ। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। জন্ম—১৮৮৮ সালে। এম-এ., বি-এল.। ১৯২১-২২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভ্য। ১৯২১-৩৪ এবং ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য। ১৯৩০-৩২ সালে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকত্রয়ে ভারতীয় রাজন্য প্রতিনিধি দলের পরামর্শদাতা। ১৯৩৪-৪৪ সাল পর্যন্ত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দেওয়ান এবং ১৯৪০ সালে রাজন্য-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। 'পূর্ব-ভারতীয় দেশীয় রাজ্য মন্ত্রী কমিটি'র প্রাক্তন সভাপতি। ১৯৪৭ সালে ভারতীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রী এবং তৎপরে বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০ সালে মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। 'ফিনান্স কমিশনে'র সভাপতি (১৯৫১)। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত: উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী; জন্ম—১৮৯৮ সালে জলপাইগুড়িতে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বাল্যকাল হইতেই রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানের জন্য একাধিকবার কারারুদ্ধ হন। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়

আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় তিন বৎসরের জন্য অন্তরীণ হন। জলপাইগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন কমিশনার ও ভাইস-চেয়ারম্যান। শ্রীদাশগুপ্ত ১৯৩৬ সাল হইতে বঙ্গীয় আইনসভার সভ্য এবং ১৯৫১ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার পূর্ত ও ইমারত দপ্তরের মন্ত্রী।

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য: ১৯৫৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত; ১৯৬২ সালে পুনর্নির্বাচিত। প্রখ্যাত সাংবাদিক। ১৯০১ সালে জন্ম। পৈতৃক নিবাস কোটালীপাড়া (ফরিদপুর); কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ, এম. এ., বি. এল.। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৩৩-৩৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস জাতীয় দলের সম্পাদক। সংস্কৃত-সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক শিক্ষণ-সংস্থার সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সভ্য (১৯৫৫-৫৬)। ভারতীয় সাংবাদিক দলের সহিত ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ (১৯৫৫)। 'এ কেস্ ফর্ রিকনসিডারেশন' 'কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। দীর্ঘকাল বিখ্যাত বাংলা দৈনিকপত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি: কলিকাতার বর্তমান মেয়র, ১৯৬৩ সালে ঐ পদে নির্বাচিত এবং ১৯৬৪ সালে পুনর্নির্বাচিত; জন্ম—১৮ই আগস্ট, ১৯০৩; শিক্ষা—এম-এ, বি-এল। আলিপুর কোর্টে আইন ব্যবসায় স্থরু; সাংবাদিকরূপে 'রয়টার' এ যোগদান (১৯৩২) ও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন; পুনরায় ১৯৩৫ সালে ব্যবহারজীবী-রূপে কার্য আরম্ভ এবং নিষ্ঠা ও একাগ্রতার বলে আইন ব্যবসায়ে স্থনাম অর্জন করেন। বহুকাল ১৪নং বরো কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন; 'কালীঘাট মন্দির সেবায়েৎ সমিতি'র বর্তমান সভাপতি।

শ্রীজগন্নাথ কোলে: পশ্চিমবঙ্গের প্রচার মন্ত্রী; জন্ম—১৯১৩ সালে বাঁকুড়ার বিখ্যাত কোলে পরিবারে। শিক্ষা—কলিকাতার হিন্দুস্কুল ও স্কটিশচার্চ কলেজে। মাত্র ২৬ বৎসর বয়সে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচিত; ১৯৫২ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত; পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ১৯৫৭ সালে প্রথম নির্বাচিত ও প্রচার দপ্তরের উপমন্ত্রী নিযুক্ত, পরে প্রতিমন্ত্রীর পদে উন্নীত। ১৯৬২ সালে নির্বাচনান্তে পূর্ণমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত। রাজ্য বিধান মণ্ডলে কংগ্রেস দলের চীফ-হুইপ-এর দায়িত্বও তিনি বহন করেন।

জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী: ভারতীয় সামরিকবাহিনীর প্রধান। জন্ম—১৯০৮ সাল, কলিকাতায়। শিক্ষা—সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও লণ্ডনের স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়ে। ১৯২৮ সালে কমিশন প্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে অংশ গ্রহণ। ১৯৪৯ সালে হায়দরাবাদ অভিযান

পরিচালনা ; হায়দরাবাদের মিলিটারি গভর্ণর (১৯৪৯) ; ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সর্বপ্রথম 'যান্ত্রিক বাহিনীর' সেনাপতি (১৯৫২-৫৩) ; ভারতীয় বাহিনীর 'চীফ-অব জেনারেল স্টাফ' (১৯৫৫-৫৬) ; দক্ষিণ অঞ্চলের সামরিক বাহিনীর প্রধান (১৯৬০-৬২) এবং চীন আক্রমণের পরে ভারতীয় বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত (নবেম্বর, ১৯৩২)।

শ্রীজ্যোতি বসু : কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা ; উক্ত পার্টির পশ্চিম-বঙ্গ শাখার ভূতপূর্ব সম্পাদক। পলিটবুরোর সদস্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধীদলের নেতা ; জন্ম—১৯১৪ সালের ৮ই জুলাই ; কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার ; নিবারক নিরোধ আইনে বহুবার আটক হইয়াছেন। চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর ভারতরক্ষা আইনে আটক হইয়াছিলেন ; প্রায় এক বৎসর পরে মুক্তিলাভ করেন। দলীয় বিভেদের জন্য কেন্দ্রীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন (১৯৬৪)।

শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ : বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে ক্ষুদ্র শিল্প, বন ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের একমাত্র পুত্র। জন্ম—কলিকাতায়, ১৯২৫ সালে। শিক্ষা—স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'জয়েন্ট সেক্রেটারীরূপে' অমৃতবাজার পত্রিকা পরিচালনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে হাবড়া কেন্দ্র (২৪ পরগণা) হইতে কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্বাচিত হন এবং পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় উদ্বাস্তু ও পুনর্বাসন দপ্তরের উপমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন এবং রাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৯৫৯ সালে পূর্ণমন্ত্রীর পদে উন্নীত হন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনেও বিপুল ভোটে জয়লাভ করিয়াছেন। সুবক্তা ও সমাজ-সেবকরূপেও তাঁহার খ্যাতি আছে।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। জন্ম—বীরভূমের লাভপুরে, ১৮৯৮ সালে ২৩শে জুলাই ; শিক্ষা—লাভপুর ও কলিকাতার সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩০)। ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া বাংলার প্রগতিশীল পাঠকসমাজে ইনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'ধাত্রী-দেবতা', 'কালিন্দী', 'দুইপুরুষ', 'জলসাঘর', 'হারানো সুর', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রামধনু', 'হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব মনোনীত সদস্য। 'আরোগ্য

নিকেতন' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন এবং একই গ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ সালে সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত হন। ভারতীয় লেখক দলের প্রতিনিধিরূপে চীন ভ্রমণ এবং তাসখণ্ডে আফ্রো-এশীয় সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান করেন (১৯৫৮)। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্য সভার মনোনীত সভ্য (১৯৬০)। মতিলাল পুরস্কার লাভ (১৯৬১)।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ : অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ; ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। জন্ম—১৮৯৯ সালের ৪ঠা অক্টোবর। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্মেলন ও ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি। এম্পায়ার প্রেস ইউনিয়নের সদস্য। ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি। প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান। সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতারূপে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫০); ইয়োরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫৭)।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী : আর. এস.-পি. রাজনৈতিক দলের নেতা ; ১৯৫৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত এবং ১৯৬২ সালে পুনর্নির্বাচিত। জন্ম—ঢাকায়, ডিসেম্বর ১৯১২। শিক্ষা—বহরমপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গোয়া মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান এবং গোয়ার পর্তুগীজ শাসকচক্র কর্তৃক কারা দণ্ডে দণ্ডিত (১৯৫৫)। ১৯৫৭ সালের প্রারম্ভে মুক্তিলাভ ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

ডঃ ত্রিগুণা সেন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র (১৯৫৭-৫৮) ও অল্ডারম্যান ; জন্ম—ডিসেম্বর ১৯০৫ সালে। শিক্ষা—কলিকাতা ও জার্মানীর Deutsche-Akademie শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (১৯২৯-৩২); অধ্যক্ষ, যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ (১৯৪৪-৫৫); কলিকাতা ও রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সভার সদস্য ; কলিকাতা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন সভ্য।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তা-সম্পাদক ; জন্ম—ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে, ১৯১২ সালে। শিক্ষা—বজ্রযোগিনী হাইস্কুলে ও কলিকাতা 'বঙ্গবাসী' কলেজে। যুগান্তর পত্রিকা প্রকাশিত হইলে প্রথম হইতেই উহাতে যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আমন্ত্রণে আমেরিকা সফর ; ১৯৫৯ সালে বৃটিশ কমনওয়েলথ

রিলেসন্স অফিসের আমন্ত্রণে বৃটেনে সফর ; ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রাক্তন সম্পাদক ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের লেক্‌চারার। 'শতাব্দীর সূর্য', 'বিদেশ বিভুঁই', 'কালোমেঘ', 'মধুরেণ', বাজীমাৎ', 'ছেড়ে আসা গ্রাম', (১ম ও ২য় খণ্ড), 'অনেক সুর', 'রোদ জল ঝড়' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীদিলীপকুমার রায়ঃ বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ও সাহিত্যসেবী। ১৮৯৭ সালে জন্ম। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। ১৯১৭ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গণিত ও আইন শিক্ষার্থ ১৯১৯ সালে কেম্বিজে গমন করেন এবং সেখানে সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে একমাত্র সঙ্গীত শিক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতে দক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে সারা ভারতে ভ্রমণ (১৯২২-২৭)। ১৯২৭ সালে ইনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী,' 'তীর্থঙ্কর', 'মনের পরশ', 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ; ইতিপূর্বে দীর্ঘকাল জনসঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৬৩ সালে ডঃ রঘুবীর দুর্ঘটনায় নিহত হইলে পুনরায় উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। বাখরগঞ্জ জেলায় (অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) ১৮৯৪ সালে জন্ম। শিক্ষা—বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন এবং কলিকাতা সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও রিপন ল' কলেজ। গণিতে ঈশান স্কলার। ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। রংপুর কারমাইকেল কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ (১৯৪১-৫০)। কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। লোকসভার ভূতপূর্ব সদস্য। 'হিন্দু কোন্ পথে', 'তরুণিমা', 'সত্তর বৎসর পরে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীঃ খ্যাতিমান ভাস্কর ও শিল্পী। ভারত-সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ললিতকলা আকাদমী'র প্রথম চেয়ারম্যান ; ১৯৬০ সালে এই পদ ত্যাগ করিয়াছেন। আদি নিবাস ডায়মণ্ডহারবারের মুড়াগাছা ; জন্ম—রংপুর, তাজহাট রাজবাড়ী ; শিক্ষা—কলিকাতার সাউথ সুবার্বান বিদ্যালয়ে। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া শিল্পসাধনায় মগ্ন হন। কলিকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিল্প-শিক্ষকের পদ গ্রহণ ; ক্রমশঃ প্রতিভার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে ও মাদ্রাজ সরকার, আর্টস কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। সাহিত্যের প্রতিও বিশেষ অনুরাগী ; নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনে মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৫৬)।

শ্রীডি. এন. ভট্টাচার্য (দেবেন্দ্রনাথ) : বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী। জন্ম—১৯১৩ সালে কলিকাতায়। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী কলেজে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে বহুল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন। সৌজন্য ও সহৃদয়তার জন্য সবিশেষ জনপ্রিয়। নিজস্ব পরিচালনাধীন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য : বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল্‌স্ (ম্যানেজিং ডাইরেক্টর), রিপাবলিক ইঞ্জিনিয়ারিং, বি. ঈ. পাম্প্‌স্, গ্লুকোসারিজ প্রভৃতি। জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীরও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। ডিরেক্টার হিসাবে আরও বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। - সভাপতি ছিলেন : বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোসিয়েশনের (২ বার) এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীজের।

বর্তমানে কলিকাতা পোর্ট কমিশনার্সের একজন কমিশনার। টেলিফোন এডভাইসরি কমিটি, ট্রাফিক এডভাইসরি কমিটি, কাউন্সিল অব ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ, এম্প্লয়িজ স্টেট ইন্সিওরেন্স, লেবার এডভাইসরি বোর্ড, এক্সাইজ লাইসেন্সিং বোর্ড প্রভৃতির সদস্য। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভাপতি ও অন্যান্য বহু সভাসমিতির পৃষ্ঠপোষক।

শ্রীদেবেশ দাশ : প্রখ্যাত সাহিত্যিক, নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি ; ১৯৫৩ সালে জয়পুরে উক্ত সম্মেলনের যে অধিবেশন হইয়াছিল তাহার মূল সভাপতি হইয়াছিলেন। জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৯১১। শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম ; ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান (১৯৩৪) ; ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী (১৯৪৪-৪৭) ; আসামের এ্যাডিশন্যাল চীফ সেক্রেটারী ও ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার (১৯৫৬) ; কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী (১৯৫৬)। 'প্রেমরাগ', 'ইউরোপা', 'অর্দ্ধেক মানবী তুমি' প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : সাংবাদিক ; 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিক পত্রের বার্তা-সম্পাদক। জন্ম—কুমিল্লায়, ১৯১২ সালে। শিক্ষা—চট্টগ্রাম কলেজ, বিদ্যাসাগর কলেজ ও ইউনিভার্সিটি ল' কলেজে ; নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে ছাত্রাবস্থায় ছাত্র ও জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এর সূচনা হইতেই উহার সহিত যুক্ত আছেন। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট এসোসিয়েশনের উপর্যুপরি কয়েকবার সম্পাদক ও সভাপতি নির্বাচন হন। ইণ্ডিয়ান ফেডারেশন অব ওয়ার্কিং জার্নালিস্ট-এর প্রাক্তন সম্পাদক। ১৯৫৪ সালে চীন ভ্রমণ করেন ; ১৯৫৬ সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক

সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৮ সালে কলম্বিয়ায় 'আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট সেমিনারে'ও যোগদান করেন। 'উইথ নেহেরু ইন চায়না' ইহার রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কাজী নজরুল ইসলাম: বাংলার বিপ্লবী কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরশিল্পী। ১৮৯৯ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ১৯০৬ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈন্যবিভাগে যোগ দেন। সাধারণ সৈনিক হইতে হাবিলদারের পর্যায়ে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই উন্মাদনাপূর্ণ কাব্য ও সাহিত্য রচনার আরম্ভ। ১৯২১ সালে সৈনিকের কার্য ত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন, 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহ-সূচক রচনা প্রকাশের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ; মুজাফ্ফর আহমেদের সহযোগিতায় বাংলার সর্বপ্রথম কৃষক ও শ্রমিক সংঘ গঠন ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। ইহার রচনাবলীর মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'সঞ্চিতা', 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ; 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা', প্রভৃতি উপন্যাস; 'আলেয়া', 'ঝিলিমিলি' নাটক ও 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি ছোট গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘকাল যাবৎ কবি কঠিন পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছেন। ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার্থ ইউরোপে গিয়াছিলেন। তথায় চিকিৎসকেরা পীড়া দুরারোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম—১৯১০ সালে নদীয়ায়। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সচিব ছিলেন। বর্তমানে 'যুগান্তর' দৈনিক পত্রের সহকারী সম্পাদক। 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', 'শতাব্দী ও সাহিত্য', 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ' 'সেতু' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীনন্দলাল বসু: বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ১৮৮৩ সালে ৩রা ডিসেম্বর মুঙ্গেরে জন্ম। এণ্ট্রান্স পাস করার পরে কলিকাতা সরকারী আর্ট স্কুলে এবং অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিল্প শিক্ষা করেন। ১৯১৭ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদান ও ১৯১৯ হইতে কলাভবনের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত। ১৯৫১ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৫১ সালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ললিতকলা আকাদমী'র

অন্যতম সভ্য। 'বাণাহত হাঁস কোলে সিদ্ধার্থ', 'দশরথের মৃত্যু', 'কালী', 'শিবের তাণ্ডব নৃত্য', 'সতী', 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা : বিদ্যোৎসাহী শিল্পপতি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা পরিবারে জন্ম। শিক্ষা—প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে—এম. এ., বি.-এল., পি-এইচ-ডি; বহু শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯২৪ ও ১৯৪৯)। বণিক সমাজের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে দুইবার বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান; বহু গবেষণামূলক ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা। 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টারলি' নামক একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদক; 'আর্থিক উন্নতি' নামক মাসিক ও 'সুবর্ণ বণিক সমাচার' পত্রিকা তাঁহার আনুকূল্যে পরিচালিত।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিশিষ্ট আইনবিদ্ ও রাজনীতিক; লোকসভার বর্তমান সদস্য। বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে রত। জন্ম—১৯শে অক্টোবর, ১৮৯৫। শিক্ষা—এম. এ., পি. আর. এস., এল. এল. বি. (কলিকাতা)। লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান ও বিপুল সাফল্য অর্জন। কলিকাতা কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান (১৯৪০-৪৪), কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪৮-৫০)। ১৯৩৭ সাল হইতে দীর্ঘকাল হিন্দু মহাসভার সহিত যুক্ত ছিলেন (কেবলমাত্র গান্ধী হত্যার পর কিছুকাল ব্যতীত); কিন্তু ১৯৫৭ সালে হিন্দু মহাসভার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইয়া লোকসভার সদস্য হন। কিন্তু ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালের দুইটি নির্বাচনে পরাজিত হন। ১৯৬৩ সালে একটি উপনির্বাচনে জয়ী হইয়া পুনরায় লোকসভার সদস্য হইয়াছেন।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় : শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। ১৯০৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কলিকাতা ও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ। এম্. এ., ডি-লিট্., ডি-ফিল.; প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী; বৃটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর ফেলো। বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৪২-এর ভারতছাড় আন্দোলনে বৎসরাধিককাল কারাবাস। এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক; বিশ্বভারতী পরিচালক মণ্ডলীর সভ্য। বিবিধ বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থের লেখক। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' লিখিয়া 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ (১৯৫০)। বার্মা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাক্তন উপদেষ্টা। রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য।

শ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায়ঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান কারা ও সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রী; জন্ম—১৯২৫ সালে, কলিকাতায়; কলিকাতা আশুতোষ কলেজ হইতে ১৯৪৫ সালে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী; ছাত্র ও যুব আন্দোলনেও বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন; ৫ বৎসর একাদিক্রমে বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। একাধিক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকার পদে কার্য করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত ও শিক্ষা উপমন্ত্রী নিযুক্ত (১৯৫২); ১৯৫৭ সালে পুনর্নির্বাচিত ও কারা বিভাগের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত; ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর পূর্ণমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৭-৪৮)। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের সেবা করিয়া ১৯৫০ সালে উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও কৃষক-মজদুর-প্রজা দল গঠনে সহযোগিতা করেন; বর্তমানে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের একজন বিশিষ্ট নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার প্রাক্তন সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., পি-এইচ. ডি.। ১৯২০ সালে রসায়নশাস্ত্রে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান এবং এক বৎসর পরেই কলিকাতা টাকশালে ডেপুটি এ্যাসেমাস্টারের পদ গ্রহণ; মাত্র এক বৎসর কার্যের পর উক্ত চাকুরি ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন (১৯২১)। 'অভয় আশ্রমে'র (কুমিল্লা) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ১০ বৎসর কাল নিখিল ভারত কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। হরিজন সেবক সঙ্ঘের বাঙলা শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস', 'ওয়েস্ট টু-ডে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া মহিষাদল (মেদিনীপুর) কেন্দ্র হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন কিন্তু ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হইতে পারেন নাই।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী (৯ই জুলাই, ১৯৬২ হইতে)। বিহারে ১৮৯৭ সালে জন্ম; আদি নিবাস অবিভক্ত বঙ্গের খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। স্কটিশ চার্চ কলেজ হইতে ১৯২১ সালে পদার্থবিদ্যায় অনার্সসহ বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি. অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু গান্ধীজীর আহ্বানে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। হুগলী জেলার আরামবাগ ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র; তাঁহার ত্যাগ ও সেবার পুরস্কার হিসাবে তিনি জনতার নিকট

হইতে "আরামবাগের গান্ধী" উপাধি লাভ করেন। প্রায় ১২ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন (১৯৩০, ১৯৪০ ও ১৯৪২)। ১৯৩০ সাল হইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সদস্য। ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভা গঠন করিলে তিনি উহাতে যোগদান করেন ও তদবধি ডাঃ রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে কার্য করেন। অকৃতদার চরিত্রমাধুর্যের জন্য সর্বজনপ্রিয়।

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র সরকার (পি. সি. সরকার): আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ভারতীয় যাদুকর। জন্ম—২৩এ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৩। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (গণিতে অনার্স লইয়া বি. এ.), এফ. আর. এ. এস্. (লণ্ডন)। যাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অজস্র খ্যাতি ও পুরস্কার লাভ:—'স্ফিংস্' (স্বর্ণপদক)—আমেরিকা; 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুকর' বলিয়া খ্যাতি লাভ—জার্মানী ('রয়াল মেডালিয়ন' ও 'গোল্ডেন লরেল' অর্জন); 'ওয়ার্ল্ড ম্যাজিক কংগ্রেস' (বোস্টন, আমেরিকা)-এর বিচারক (১৯৬০)। যাদুবিদ্যা সম্পর্কে ১৬খানি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল: বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় জন্ম; শিক্ষা—স্কটিশচার্চ স্কুল ও সিটি কলেজে। 'প্রিয়-বান্ধবী', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'আঁকা'-বাঁকা', 'মনে মনে', 'দেবীর দেশের মেয়ে', 'বনহংসী', 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইনি কিছুকাল 'যুগান্তর' দৈনিক-পত্রের সাময়িক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬০ সালে 'শিশিকুমার পুরস্কার' (অমৃতবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত) লাভ করেন।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: খ্যাতনামা সাহিত্যসাধক ও গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ। জন্ম—২৭এ জুলাই, ১৮৯২। শিক্ষা—রাণাঘাট পালচৌধুরী বিদ্যালয়ে, গিরিডি ন্যাশনাল স্কুলে ও শান্তিনিকেতনে। কর্মজীবন সুরু হয় শান্তিনিকেতনই—শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক রূপে। 'বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারের' উন্নতি ও প্রসারে প্রভাতকুমারের কৃতিত্ব অনেকখানি। তাঁহার রচিত 'রবীন্দ্র-জীবনী' রবীন্দ্রনাথের ঘটনাবহুল বিরাট জীবনের "সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক" গ্রন্থ। এই গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁহাকে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' দ্বারা সম্মানিত করেন (১৯৫৭)। 'সাহিত্য আকাদমী' কর্তৃকও তিনি 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী পুরস্কারে' ভূষিত হন (১৯৬১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে 'সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক' দ্বারা ভূষিত করেন। প্রভাতকুমার গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ। বাংলা গ্রন্থের দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া

সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ভারত-সরকারের ব্যবস্থাপনায় তিনি 'সোভিয়েট আকাদেমী অব সায়েন্স'-র অতিথিরূপে রাশিয়া পরিভ্রমণ করেন (১৯৬২)।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী : বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিতা লেখিকা। জন্ম—১৯০৫ সালের ২৮শে মে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে। বাল্যকাল হইতে দিনাজপুরে মানুষ। বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন ; প্রথম উপন্যাস 'আমার বাসা' ১৩ বৎসর বয়সে লেখা। 'ব্রতচারিণী', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'মাটির দেবতা', 'পথের শেষ', 'সাঁজের প্রদীপ' প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূতপূর্ব সভানেত্রী।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী (প্র. না. বি.) : একাধারে সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্ ; ব্যঙ্গ-রচনায় সিদ্ধহস্ত। জন্ম—১৯০২ সালে রাজশাহীর জোয়াড়ি গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিয়া থাকেন। গ্রন্থ : 'মৌচাকে ঢিল', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য', 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ' 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ' ইত্যাদি। 'কমলাকান্ত শর্মা' এই ছদ্মনামে নিয়মিত আনন্দ-বাজার পত্রিকায় লিখিয়া থাকেন। 'কেরী সাহেবের মুন্সী' গ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য নির্বাচিত (১৯৬২)।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : প্রখ্যাত পরিসংখ্যানবিদ্ ও পদার্থ-বিজ্ঞানী —এফ. আর. এস.। জন্ম—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন ; কলিকাতা ও কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। 'সংখ্যা' নামক পত্রিকার সম্পাদক ; 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স'-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ফেলো ; ১৯২৫ ও ১৯৪২ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শাখা সভাপতি ও ১৯৫০ সালে পুণা অধিবেশনের মূল সভাপতি। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়েলডেন' পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৪৪) ; লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির 'ফেলো' নির্বাচিত (১৯৪৫) ; সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জে পরিসংখ্যান্ কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি। আলিপুর মানমন্দিরের প্রাক্তন মিটিওরলজিস্ট। বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যান্ সম্বন্ধে ভারত সরকারের উপদেষ্টা। ইহার চেষ্টা-যত্নেই কলিকাতায় 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট' স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় আয় কমিটির সভাপতি।

'পরিকল্পনা কমিশনে'-র অন্যতম সভ্য। রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' লাভ (১৯৫৯)।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক: বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী; মাসিক বসুমতীর সুযোগ্য সম্পাদক। বিখ্যাত লৌহ ব্যবসায়ী ও জাতীয় আন্দোলনের অনুরাগী স্বর্গতঃ ভবতোষ ঘটকের পুত্র; জন্ম—২৪শে মে ১৯২৩, চন্দননগরে। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর এম-এ। আইন অধ্যয়নকালেই বসুমতীর কার্যভার গ্রহণ করেন। দৈনিক বসুমতীর রবিবাসরীয় সাহিত্য সম্ভারও সম্পাদক। চিত্রশিল্পীরূপেও যথেষ্ট দক্ষতার অধিকারী। প্রাচীন কলিকাতার অভিজাত পরিবারকে পটভূমি করিয়া সার্থক উপন্যাস রচনা তাঁহার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। 'আকাশপাতাল', 'রাজায়-রাজায়', 'মুক্তাভস্ম', 'খেলাঘর', 'রাণীবৌ', 'রোজালিণ্ডের প্রেম', 'মিলন মধুর রাতি', 'কলকাতার পথঘাট', 'রত্নমালা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র: রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পলেখক; কাশীতে ১৩১১ বঙ্গাব্দে ভাদ্রমাসে জন্ম; মীর্জাপুর, ঢাকা এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ। কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব; ইহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সাগর থেকে ফেরা' (কবিতা), 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা' (গল্পসংগ্রহ), 'কুয়াসা', 'ভাবীকাল' (উপন্যাস) প্রভৃতি। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের পরিচালকরূপেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বর্তমানে 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র কলিকাতা কেন্দ্রে কর্মরত। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য ১৯৫৮ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং 'সাহিত্য আকাদেমী'র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬১ সালে রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মশ্রী' উপাধি লাভ করিয়াছেন।

'বনফুল' (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়): বিখ্যাত সাহিত্যিক। পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে ১৯০০ সালে জন্ম। আদিনিবাস হুগলী জেলার শিয়াখালায়। হাজারীবাগ হইতে আই. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন; ইতিমধ্যে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে উক্ত কলেজে ভর্তি হন ও তথা হইতে এম. বি. বি. এস. ডিগ্রি লাভ করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভাগলপুর শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। বহু কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্প ইত্যাদি রচনা করিয়া ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'বৈতরণী তীরে', 'দ্বৈরথ', 'বনফুলের ছোটগল্প', 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'শ্রীমধুসূদন', 'জঙ্গম' প্রভৃতি ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৬০ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করিয়াছেন।

শ্রীবিজয় সিং নাহার: পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-মন্ত্রী; জন্ম—১৯০৬ সালে, মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জে; শিক্ষা—কলিকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৭); বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য নির্বাচিত (১৯২৮); ১৯৪২ সালে ভারত ছাড় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ও তিন বৎসর কারাদণ্ড ভোগ; ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় শান্তিস্থাপনার্থ তাঁহার প্রয়াস উল্লেখযোগ্য; কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন কাউন্সিলার (১৯৩৩-৩৪); দীর্ঘকাল পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য; ১৯৬২ সালের নির্বাচনে জয়ী হইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীবিধুভূষণ মালিক: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য (১লা নভেম্বর, ১৯৬২ হইতে)। জন্ম—১১ই জানুয়ারী, ১৮৯৫। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯১৯); লণ্ডনের লিঙ্কন'স ইন্ হইতে ব্যারিস্টার (১৯২৩); সাগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানজনক ডি. এল. উপাধি প্রদান (১৯৬৩); এলাহাবাদ হাইকোর্টে উকিলরূপে কার্য (১৯১৯-২১); ব্যারিস্টার হিসাবে আইন ব্যবসায় (১৯২৪-৪৩); এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪৪-৪৭) অতঃপর প্রধান বিচারপতি (১৯৪৭-৫৫); উত্তর-প্রদেশের রাজ্যপাল (১৯৪৯); মালয়ী সংবিধানিক কমিশনের সভ্য (১৯৫৬-৫৭); লণ্ডনে অনুষ্ঠিত কেনিয়া সংবিধানিক সম্মেলনের উপদেষ্টা (১৯৬২); সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কর্তৃক নিযুক্ত কঙ্গোর সংবিধানিক বিশারদ (১৯৬২)। বিগতদার; দুই পুত্র বর্তমান।

শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন: জন্ম—১লা জানুয়ারী, ১৮৯৮; শিক্ষা—ঢাকা, কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে; আই. সি. এস., সি. আই. ই.; মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (১৯৩৭-৪০); বাংলার রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী (১৯৪০-৪২); অসামরিক অধিবাসী স্থানান্তরকরণের ডিরেক্টর (১৯৪২-৪৩); রিলিফ কমিশনার (১৯৪২-৪৩); ভারত গভর্ণমেন্টের খাদ্য দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল (১৯৪৩-৪৫); ভারত-সরকারের খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী (১৯৪৬); ভারত গভর্ণমেন্টের কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী (১৯৪৮); ইতালী ও যুগোশ্লাভিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫০ ও ১৯৫৩); মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫১) এবং জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫৪-৫৬)। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টার জেনারেল (১৯৫৬)।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়: খ্যাতনামা সাংবাদিক ও কবি। ১৯০৪ সালে জন্ম। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক। ১৯৬৩ সালে

প্রধান সম্পাদকরূপে 'দৈনিক বসুমতী' সংবাদপত্রে যোগদান করিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভাপতি (১৯৫০-৫৩)। 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' ও 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' নামক তাঁহার রচিত বিরাট গ্রন্থদ্বয় বহুজন প্রশংসিত। কাব্যসাহিত্যে ইঁহার 'শতাব্দীর সঙ্গীত', 'বিপ্লবী নায়িকা' ও 'জীবন-মৃত্যু' উল্লেখযোগ্য ; 'সোভিয়েট-মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি' আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বিশ্বশান্তি সংসদ, চীন-ভারত মৈত্রী সংসদ ও সোভিয়েট-ভারত সংস্কৃতি সংসদের অন্যতম সদস্য। ভারতীয় শান্তি আন্দোলনের প্রতিনিধি-রূপে ১৯৫৫ সালে ফিনল্যাণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিরূপে ১৯৫৭ সালে ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠাবান লেখক ; সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রচনা ও বিশুদ্ধ কৌতুক রচনা—সাহিত্যের এই উভয় বিভাগেই সমান পারদর্শী। মিথিলার পাণ্ডুলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার চাতরায়। পাটনা হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কর্মজীবনে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সচিব, 'ইণ্ডিয়ান নেশান' দৈনিক পত্রের কার্যাধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'বরযাত্রী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৫৮ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবর্তিত) লাভ করেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষঃ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। জন্ম—১২ই ডিসেম্বর, ১৯১০, কলিকাতায়। ইনি সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞান ও দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থের চতুষ্পাঠীতে দর্শন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। প্রায় দ্বিসহস্রাধিক কবিতা রচনা করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতার পৌর প্রধান ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। ৪৭ জন কবি এই প্রসঙ্গে প্রশস্তি-কাব্য রচনা করেন। গত ৮ বৎসর যাবৎ গুরুতর অসুস্থতা ও দুঃস্থ অবস্থার জন্য ভারত সরকারের বৃত্তিলাভ করিতেছেন। রচিত গ্রন্থাবলী 'জীবন ও রাত্রি', 'দক্ষিণায়ন', 'উলুখড়', 'সাবিত্রী', 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ', 'দ্বিপ্রহর', 'উদাত্ত ভারত', 'রক্তগোলাপ' ইত্যাদি।

শ্রীবি. কে. দত্তঃ ভারতের অন্যতম প্রথমশ্রেণীর ব্যাঙ্ক 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'র ম্যানেজিং ডিরেক্টার। বর্তমান বয়স ৫১ বৎসর। ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. কম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনে যোগদান করেন, তাঁহার পিতা শ্রী এন. সি. দত্ত এই ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা-ম্যানেজিং ডিরেক্টার। স্বল্পকাল পরেই তিনি পদত্যাগ

করেন এবং 'নিউ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ' নামক নূতন একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা পরে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সহিত সংযুক্ত হয় ও শ্রীদত্ত কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টার হন; কিছুকাল পরে তিনি উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার হন। ১৯৫০ সালে ৪টি বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের সমবায়ে 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া' প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি উহার ম্যানেজিং ডিরেক্টার নির্বাচিত হন। ব্যাঙ্কিং বিষয়ে বিশেষজ্ঞ; বহু শিল্প বাণিজ্য সংস্থার সহিত যুক্ত। আসাম ও উড়িষ্যার ষ্টেট ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশনের ডিরেক্টার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বোর্ড অব ইণ্ডাষ্ট্রিজের চেয়ারম্যান, শ্রফ কমিটির সদস্য (১৯৫৩), 'এল. আই. সি'.র আঞ্চলিক উপদেষ্টা বোর্ড-এর প্রাক্তন সদস্য। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বহুল ভ্রমণ করেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধ্যাপক বিনয়কুমার স্মৃতি লেকচারার' নিযুক্ত ও ভারতীয় ব্যাঙ্কিং সম্পর্কে বক্তৃতা দান।

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্যার): বিখ্যাত শিল্পপতি; স্বনামখ্যাত স্বর্গত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। জন্ম—১৮৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ হইতে 'ট্রাইপস' সহ এম. এ পাস করেন। এম. আই. ই. (ইণ্ডিয়া)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ফেলো। মার্টিন-বার্ন লিঃ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ, হুগলী ডকিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ, অ্যালক্যালি এণ্ড কেমিক্যাল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, হুগলী মিল্‌স্ লিঃ প্রভৃতি বহু বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্তমান স্টেট ব্যাঙ্ক) কলিকাতা বোর্ডের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর ডিরেক্টার। ১৯২৫ সালে শ্রীমতী রাণপ্রীতি অধিকারীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা বর্তমান।

শ্রীবুদ্ধদেব বসু: খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক। ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., ইংরাজীতে প্রথম স্থান লাভ। কবি অজিত দত্তের সঙ্গে যুক্তভাবে ইনি 'প্রগতি' নামক একখানি সাময়িক পত্র সম্পাদন করেন। বর্তমানে ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্র 'কবিতা'র সম্পাদক। রিপন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। 'বন্দীর বন্দনা', 'অসূর্যম্পশ্যা', 'সাড়া', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'সমুদ্রতীর', 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' প্রভৃতি ইহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৫৪ সালে আমেরিকা ভ্রমণ ও 'ফুলব্রাইট' পুরস্কার লাভ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগের অধ্যাপক। ১৯৬৩ সালে 'শিশিরকুমার পুরস্কার' লাভ।

ডঃ ভবেশচন্দ্র রায়ঃ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ; 'জিওলজিকাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া'র অধিকর্তা (১৯৫৮ হইতে)। জন্ম ১লা আগষ্ট, ১৯০৭। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যান্সী বিশ্ববিদ্যালয় (ফ্রান্স) ও ফ্রেইবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (জার্মানী)। টোকিওতে অনুষ্ঠিত ইকাফে মিনারেল কনফারেন্স এ ভারতের সরকারী প্রতিনিধি (১৯৫৫) ; 'ইকাফে'-র ভূ-তত্ত্ববিদ্ গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্যরূপে রাশিয়া, ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও পূর্ব জার্মানী পরিভ্রমণ (১৯৫৫)। রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'ফেলো' রূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় খনি-উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণা (১৯৫৭) ; 'ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস'-এর ভূতত্ত্ব ও ভূগোল শাখার সভাপতি (১৯৫৭)। খনিজ-সম্পদ্ বিষয়ে প্রায় ৪৫ খানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীভূপেশ গুপ্তঃ রাজ্যসভায় বিরোধী দলের নেতা ; ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১৪ ; শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৪-৩৬ সালে বহরমপুর বন্দী শিবিরে বিনা বিচারে আটক থাকাকালীন আই. এ. ও বি. এ. পাস করেন। বহু রাজনৈতিক পুস্তিকার রচয়িতা ; কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমনোজ বসুঃ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী। ১৯০১ সালে যশোহর জেলার (পাকিস্তান) ডাঙ্গাঘাট গ্রামে জন্ম। বাগেরহাট ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ ; দক্ষিণ কলিকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুলের ভূতপূর্ব শিক্ষক ; গুরুসদয় দত্ত পরিচালিত 'ব্রতচারী' আন্দোলন পরিচালনার জন্য প্রকাশিত সাময়িক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। বর্তমানে পুস্তক প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত প্রায় ২০ খানি গ্রন্থের মধ্যে 'প্লাবন', 'বিপর্যয়', 'নূতন প্রভাত', ইত্যাদি নাটক ও 'নরবাঁধ', 'দেবীকিশোরী', 'বন মর্মর', 'পৃথিবী কাদের', 'সৈনিক', 'দুঃখনিশার শেষে', 'নবীন যাত্রা', 'খদ্যোৎ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধি দলের সভ্যরূপে ১৯৫২ সালে চীন ও ১৯৫৬ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেন। ১৯৬০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎস্মৃতি পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমন্মথ রায়ঃ প্রখ্যাত নাট্যকার। জন্ম—১৮৯৯। শিক্ষা—ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (এম. এ., বি-এল.)। পশ্চিম দিনাজপুরের সদর-শহর বালুরঘাটে আইনজীবীরূপে কর্মজীবনের আরম্ভ। বাংলা সাহিত্যে একাঙ্কিকা নাটকের প্রবর্তক। প্রথম একাঙ্কিকা নাটক—'মুক্তির ডাক'। ইঁহার রচিত—দেশাত্মবোধক 'কারাগার' নাটকটি ব্রিটিশ শাসনের আমলে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত

হয়। বাংলা রঙ্গ-মঞ্চে ইহার সাফল্যমণ্ডিত নাটকাবলীর মধ্যে আছে—'চাঁদসদাগর', 'মহুয়া', 'রাজনটী,' বিদ্যুৎপর্ণা', 'অশোক', 'সাবিত্রী', 'খনা', 'জীবনটাই নাটক', 'মহাভারতী', 'মহাপ্রেম' প্রভৃতি। ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে সহযোগী সম্পাদক ও চিত্র-প্রযোজনা আধিকারিকের পদে (১৯৪২-৫৭) এবং 'আকাশবাণীর' কলিকাতা কেন্দ্রের অন্যতম প্রযোজক-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন (১৯৫৭-৬০)। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিভাষা কমিটির অন্যতম সদস্য ও বঙ্গীয় নাট্যকার সমিতির সভাপতি।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ : জন্ম—১৮৮০ সালে। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পলিট বুরো এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯২৯-৩৩ সাল পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত। 'নবযুগ', 'গণবাণী' প্রভৃতি কতিপয় বাংলা দৈনিক পত্র সম্পাদনা করিয়াছেন।

যাযাবর (শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়): প্রভূত জনপ্রিয় গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাতে'র লেখক। জন্ম—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। চাঁদপুরে শিক্ষা সুরু। এককালে 'যুগান্তর' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, অতঃপর ভারত সরকারের ডেপুটি ইনফরমেশন অফিসার। স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখিয়া থাকেন। 'দৃষ্টিপাত', 'জনান্তিক', 'খেলার রাজা ক্রিকেট', 'মজার খেলা ক্রিকেট', 'ঝিলম নদীর তীর' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য রচনা।

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ : এম. এ. ; রসায়ন শাস্ত্রে সুবর্ণ-পদকপ্রাপ্ত, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ. সি. এস. (লণ্ডন), এম. সি. এস. (আমেরিকা)। প্রথম জীবনে ভাগলপুর কলেজে রসায়নের অধ্যাপক, পরে ঢাকা জগন্নাথ কলেজে উক্ত শাস্ত্রে অধ্যাপনা এবং অবশেষে অস্থায়ী অধ্যক্ষ। পৃথিবী-বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় প্রতিষ্ঠান 'সাধনা ঔষধালয়' তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। পাকিস্তান, ভারত ও পৃথিবীর বহুস্থানে উহার শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ডাঃ রফিউদ্দিন আহ্‌মদ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী ; ১৯৬২ সালে রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জন্ম—ঢাকায়, ডিসেম্বর, ১৮৯০। শিক্ষা—আলিগড় ও আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সুদক্ষ দন্ত-চিকিৎসক, কলিকাতা ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০) ১৯৪৭ সালে বোস্টন আন্তর্জাতিক দন্ত কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য ; কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩২-৩৬), পরে অল্ডারম্যান (১৯৪২-৪৪); মুস্লিম লীগ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান (১৯৩৬)। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত।

শ্রীরবিশঙ্কর: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতার-শিল্পী। জন্ম—১৯২০ (বারানসীতে)। পিতা—শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী। স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম জীবনে উদয়শঙ্করের নিকট নৃত্য শিক্ষা। সঙ্গীত শিক্ষা—ওস্তাদ আলাউদ্দিনের নিকট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গুণীজন সমাবেশে সেতার বাজনা পরিবেশন করিয়া অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করিয়াছেন। বাংলা ও হিন্দী বহু চলচ্চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালক। 'কাবুলীওয়ালা' চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনার জন্য বার্লিন-চলচ্চিত্র-উৎসবে 'সিল্‌ভার বিয়ার' পুরস্কার লাভ। ভারতের 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমী' কর্তৃক বিশেষ সম্মানে সম্মানিত। আকাশবাণীর 'বাদ্যবৃন্দের" ভূতপূর্ব প্রধান প্রযোজক।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার: খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিক্ষা-ব্রতী। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ., পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি.। ১৯১৪-২০ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯২০-৩৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯৩৭-৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। অতঃপর বারাণসী কলেজ অব ইণ্ডোলজির অধ্যাপক। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় ইনি অনেকগুলি প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ১৯৫৭ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করেন।

ডঃ রাধাবিনোদ পাল: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক ও ব্যবহার-জীবী। জন্ম—নদীয়া জেলার সলিমপুর গ্রামে, ১৮৯৬ সালের জানুয়ারী মাসে। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে গণিতের অধ্যাপক (১৯১৯-২০); আইন-শাস্ত্রে ১৯২০ সালে এম. এল. ও ১৯২৪ সালে ডি. এল. ডিগ্রী লাভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর ল অধ্যাপক (১৯২৫, ১৯৩৮ ও ১৯৪০); হেগে তুলনামূলক আইনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের যুগ্ম-সভাপতি (১৯৩৪); কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪১-৪৩); কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার (১৯৪৪-৪৬) অভিযুক্ত জাপ সমর-নায়কদের বিচারে স্বতন্ত্র রায় দান করিয়া খ্যাতি লাভ; কয়েকখানি আইন গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯৫৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য 'জাতীয় অধ্যাপক' পদে বৃত।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী: লোকসভায় বিরোধী দলের ডেপুটি-লিডার। জন্ম—আক্টোবর, ১৯১৭। ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী ও সাধনচন্দ্র রায়ের কন্যা। শিক্ষা—কলিকাতা লরেটো স্কুল ও কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রাক্তন সম্পাদিকা; নিখিল-ভারত মহিলা সম্মেলনের প্রাক্তন সদস্য। কলিকাতা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্য বিভাগে কিছুকাল অধ্যাপনা করিয়াছেন। কম্যুনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে বসিরহাট কেন্দ্র হইতে ১৯৫২ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৭ ও ১৯৬২ সালেও পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী রেণুকা রায়ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন প্রধান সচিব শ্রী এস. এন. রায়ের পত্নী। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব পুনর্বাসন-মন্ত্রী। ইংলণ্ডে শিক্ষা লাভ। ইংলণ্ড স্কুল অব্ ইকনমিক্স-এর বি. এস-সি.। কেন্দ্রীয় আইন-সভার সদস্য (১৯৪৩-৪৫); ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬-৫০)। ১৯৫৭ সালে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত এবং ১৯৬২ সালেও পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বহু শিক্ষা ও মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক; বিশিষ্ট সাহিত্যিক। জন্ম—ফাল্গুন, ১৩১৮ সন, বরিশাল জেলায়। শিক্ষা—বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও স্কটিশচার্চ কলেজ; দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ বি. এ. ডিগ্রি লাভ ও এম. এ.-তে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে)। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ (১৯৩৮); 'Obscure Religious Cults as background of Bengali Literature' গবেষণা মূলক গ্রন্থের জন্য পি-এইচ. ডি. উপাধি লাভ (১৯৪০)। মননশীল প্রবন্ধ ও সমালোচনা ছাড়াও গল্প, কবিতা, নাটক ও উপন্যাসের মধ্যেও তাঁহার সৃষ্টি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে', 'উপমা কালিদাসস্য', 'ত্রয়ী', 'শিল্পলিপি', 'এপারে-ওপারে', 'বিদ্রোহিনী' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৬১ সালে সাহিত্য আকাদেমীর পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ১৯০১ সালে জন্ম। সাঁওতাল ও কয়লাকুঠির মজুরদের কথা লিখিয়া প্রথমে সুপরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইনি বহু গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'অভিশাপ', 'হোমানল', 'নারীমেধ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইঁহার পরিচালিত কতিপয় বাংলা চলচ্চিত্র প্রভূত সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত। ১৯৫৯ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করেন।

শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্যঃ পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী। এম. এ. ও আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন। অল্প বয়সেই কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন; মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেসের অন্যতম নেতা। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বিমলচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর

পর শ্রীভট্টাচার্য উক্ত বিভাগের প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হন ; ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে পূর্ণমন্ত্রী হন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্য সমালোচক। জন্ম—১৮৯৪ সালে হাতিয়া গ্রামে মাতুলালয়ে ; পৈতৃক নিবাস বীরভূম জেলায় ; ঈশান স্কলার (১৯১৯) ; পি-এইচ. ডি.। বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব 'রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক' (১৯৪০)। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন।

শ্রীসত্যজিৎ রায়ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র পরিচালক। বিখ্যাত শিশু সাহিত্য রচয়িতা সুকুমার রায়ের পুত্র। জন্ম—কলিকাতায়, ২রা মে, ১৯২১ সাল। শিক্ষা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অর্থনীতিতে অনার্স সহ ডিগ্রি লাভ। আচার্য নন্দলাল বসুর নিকট শান্তিনিকেতনে কলাভবনে চারুশিল্প শিক্ষা করেন। ১৯৪২ সালে বিখ্যাত প্রচার-প্রতিষ্ঠান ডি. জে. কিমার এণ্ড কোং-এ যোগদান করেন ও পরে উহার আর্ট ডাইরেক্টার হন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপূর্ব সাহিত্যকীর্তি 'পথের পাঁচালী'র চিত্রগ্রহণ করিয়া ('পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার') বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন লায়ন' লাভ করেন (১৯৫৮)। তাঁহার পরিচালিত চিত্র 'পথের পাঁচালী' মার্কিন প্রেক্ষাগৃহে এক নাগাড়ে দীর্ঘকাল প্রদর্শনের রেকর্ড সৃষ্টি করে। ন্যুইয়র্কে শ্রীরায়কে ১৯৫৯ সালের সেরা চিত্র পরিচালক হিসাবে সম্মানিত করা হয়। তাঁহার 'জলসাঘর' চলচ্চিত্রও বার্লিন চলচ্চিত্রের উৎসবে সম্মান লাভ করে। ভারতসরকার শ্রীরায়কে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন (১৯৫৯)।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসুঃ নিস্পৃহ, নীরব বিজ্ঞানসাধক। জন্ম—১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী, কলিকাতায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি (১৯১৬) ; বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টইনের সহিত ইঁহার নাম জড়িত (বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিসটিকস্) ; ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের লেকচারার ; ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার এবং ১৯২৭-এ পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক। ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব্‌ সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ার ফেলো ও ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৪৪)। রাজ্যসভার ভূতপূর্ব মনোনীত সভ্য। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)

'বিশ্বভারতী'র ভূতপূর্ব উপাচার্য (১৯৫৬-৫৮)। ১৯৫৯ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত। ভারত সরকার কর্তৃক ১৯৫৮ সালে 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ঃ প্রখ্যাত কবি। জন্ম—১৮৯৮ সালে, নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন (১৯১৯) ও তিনবার গ্রেপ্তার হন। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পল্লীব্যথা', 'রক্তরেখা', 'মধুমালতী', 'আহিতাগ্নি', 'মডার্ণ কবিতা', 'মনোমুকুর',' 'অনুরাধা' ও 'অতসী'। গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র', 'সুভাষ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র'। ছোটদের জন্য লিখিত 'বেঁটে বক্কেশ্বর' ও 'নিদ্রাজ্জী রাজকন্যা' প্রসিদ্ধ।

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীঃ বর্তমানে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। সমাজসেবা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বনামধন্যা মহিলা। ১৯০৮ সালে জন্ম; ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৭ সালে আচার্য জে. বি. কৃপালনীর সহিত বিবাহ হয়। দেশ সেবার জন্য ১৯৪০ ও ১৯৪৪ সালে কারাবরণ করেন। কস্তুরবা স্মৃতিভাণ্ডারের সংগঠন সম্পাদিকা হিসাবে কার্য করেন। ভারত সরকার কর্তৃক ত্রাণ ও পুনর্বসতি কার্যের আঞ্চলিক ডিরেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব সভ্য; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক (১৯৫৯)। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দিল্লী কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬০ সালে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে পুনরায় উত্তর প্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী হন। কামরাজ পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে উত্তর প্রদেশ মন্ত্রিসভা পুনর্গঠিত হইলে শ্রীমতী কৃপালনী মুখ্যমন্ত্রী হন।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাশঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি (১৯৫৬-৫৯)। জন্ম—১৮৯৪; আদি নিবাস অবিভক্ত বঙ্গের ঢাকা জিলার বিক্রমপুরের তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ—বি. এ., এল. এল. বি.। লণ্ডনে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম (১৯১৮)। কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান (১৯১৯); ল কলেজের ভূতপূর্ব লেকচারার; কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি (১৯৪২-৪৪) ও বিচারপতি (১৯৪৪-৪৯); পূর্বপাঞ্জাব হাইকোর্টের

ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি (১৯৪৯-৫০)। ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্টে অন্যতম বিচারপতিরূপে যোগদান ও অতঃপর প্রধান বিচারপতি হন। ১৯৫৯ সাল হইতে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন। দাশ কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী প্রতাপ সিং কায়রোঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করেন (১৯৬৪)।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি। বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জন্ম—শিবপুর (হাওড়া), ১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর। কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারীতে শিক্ষা লাভ; এম. এ. (কলিকাতা), ডি. লিট. (লণ্ডন)। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহু বিদ্বজ্জন-সমিতির সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও শব্দতত্ত্বের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক; এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সম্পাদক ও সহ-সভাপতি। ইউরোপে বিভিন্ন সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৩৫ ও ১৯৩৮); হিন্দী ভাষা প্রচারের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক এবং ভারতীয় ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তনে ইচ্ছুক; 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'দ্বীপময় ভারত', 'The Origin and Development of the Bengali Language' (দুই খণ্ড) প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৫); ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' ভূষিত '(Litterature Mediavali & Moderne Del Subcontinente Indiano' গ্রন্থের জন্য)। ১৯৬৪ সালের মে মাসে ভারতের 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত হইয়াছে।

শ্রী এস. এম. ফজলুর রহমানঃ পশ্চিমবঙ্গের পশুপালন, মৎস্য ও বন বিভাগের মন্ত্রী; প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন; প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন ও প্রথম শ্রেণীতে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনগরে আইন ব্যবসায় সুরু করেন। মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূর্বে তিনি নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন; বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সহ-সভাপতি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সভ্য। কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন কমিশনার ও নদীয়া জেলা বোর্ড-এর ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি; নদীয়া জেলা স্কুল বোর্ড-এর সভাপতি। শ্রীরহমান ১৯৫২ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য; তাঁহার বর্তমান বয়স ৫৫ বৎসর।

শ্রীসুধাংশুকুমার বসুঃ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ইংরাজী দৈনিক পত্রের সম্পাদক। জন্ম—জুলাই, ১৯১২, কলিকাতায়। শিক্ষা—মিত্র ইনস্টিটিউশন

ও বিদ্যাসাগর কলেজে। অর্থনীতিতে এম. এ, পাস করার পর বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী হন। ১৯৪৩ সালে প্রথম 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকরূপে যোগদান করেন এবং পরে অস্থায়ী সম্পাদকরূপে কয়েক বৎসর কার্য করার পর স্থায়ী সম্পাদক হন। আমন্ত্রিত অতিথিরূপে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ পরিদর্শন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা শিক্ষা বিভাগের সহিতও ইনি সংশ্লিষ্ট আছেন।

শ্রীসুবোধ ঘোষঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম সার্থক কথা-সাহিত্যিক। ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামে আদি পৈতৃক বাসস্থান। হাজারিবাগে ১৯০০ সালে জন্ম। শিক্ষা—হাজারিবাগ স্কুল ও সেণ্ট কলম্বস কলেজ। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) ও দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' নূতন রচনাশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। কথা-সাহিত্যে নবধারার প্রবর্তক। 'ফসিল' 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ১৯৫৯ সালে 'আনন্দ পুরস্কার' (আনন্দবাজার পত্রিকা) লাভ করেন। বর্তমানে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সহকারী সম্পাদক। ইঁহার একাধিক বই চিত্রে রূপায়িত হইয়াছে।

রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরীঃ পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী। ১৮৮৯ সালের নভেম্বর মাসে টাকীর (২৪ পরগণা) বিখ্যাত জমিদার বংশে জন্ম। শিক্ষা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, স্কটিশচার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. এবং ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান। ১৯২০ সালে বারাকপুর-বারাসত-বসিরহাট মহকুমা পল্লী কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রথম নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য পার্টির প্রার্থী হিসাবে পুনরায় নির্বাচিত। ১৯২৬-২৯ সালে কংগ্রেস কাউন্সিল দলের সম্পাদক। ১৯৩৭-৪৪ পর্যন্ত বঙ্গীয় আইনসভার সভ্য। ১৯৪৮ সালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন ও পুনরায় শিক্ষামন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে নির্বাচনান্তে নবগঠিত মন্ত্রিসভায় পুনরায় শিক্ষামন্ত্রীরূপে যোগদান করেন কিন্তু ১৯৬২ সালের মে মাসে শিক্ষামন্ত্রীর কার্যভার ত্যাগ করেন।

শ্রীহিমাংশুকুমার বসুঃ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৬১ সালের জুন মাস হইতে)। জন্ম—১লা মার্চ ১৯০৪। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ., বি. এল. লিঙ্কন'স ইন., লণ্ডন, হইতে ব্যারিস্টার (১৯২৯)। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার (১৯২৯-৪৮)। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি (১৯৪৯-৬১)।

ডঃ হীরেন্দ্র নাথ মুখার্জি : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ; জন্ম—১৯০৭ সালের ২৩শে নবেম্বর। শিক্ষা—কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লণ্ডনের লিঙ্কন'স ইন-এ—এম. এ., ডি. লিট., ব্যারিস্টার। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার (১৯৩৪-৩৫) ; ১৯৩৫ সাল হইতে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (কলিকাতা) ইতিহাস বিভাগের প্রধান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের লেকচারার (১৯৪০-৪৫) ; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্য (১৯৩৮-৩৯) ; ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্য (১৯৪৭) ; কম্যুনিষ্ট প্রার্থী হিসাবে ১৯৫২ সাল হইতে লোকসভার সদস্য ; ১৯৬২ সালেও পুনর্নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীহুমায়ুন কবির : বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তরের মন্ত্রী। কবি ও সুসাহিত্যিক। 'চতুরঙ্গ' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.। জন্ম—১৯০৫ সালে ফরিদপুরে। কলিকাতা ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। অখণ্ড বাংলার আইন পরিষদে 'কৃষক পার্টি'র নেতা ছিলেন। বিবাহ করেন শ্রীমতী শান্তি দাশকে। ভারতসরকারের শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী। বহু ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের লেখক। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী (১৯৫৭-৬১) এবং ১৯৬২ সালের নির্বাচনান্তে উক্ত দপ্তরের পূর্ণমন্ত্রী হন। অতঃপর পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন।

বিশিষ্ট ভারতীয়

শ্রীঅনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গার : ১৯৬২ সাল হইতে বিহারের রাজ্যপাল। লোকসভার ভূতপূর্ব স্পীকার (১৯৫৬-৬২) ; তৎপূর্বে ডেপুটি স্পীকার ছিলেন। জন্ম—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯১ ; শিক্ষা মাদ্রাজের পাচিয়াপ্পা কলেজ ও আইন কলেজ। চিতুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের প্রাক্তন সদস্য ; হরিজন সেবকসঙ্ঘের ভূতপূর্ব সভাপতি ; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য : কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের প্রাক্তন সভ্য ; ব্রিটিশ আমলে কেন্দ্রীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন। ১৯৪০-৪১ এবং ১৯৪২-৪৪ সালে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৫২ সালে আটোয়াতে যে কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে ভারতের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্রীঅশোক মেহতা : বর্তমানে 'পরিকল্পনা কমিশনের' ডেপুটি চেয়ারম্যান। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম

প্রতিষ্ঠাতা ও উহার সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১১ ; শিক্ষা—বোম্বাই উইলসন কলেজ। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ; বহুবার কারাবরণ। ১৯৫৭ সালে লোকসভার নির্বাচনে পরাজিত, কিন্তু পরে মজঃফরপুর কেন্দ্র হইতে উপনির্বাচনে জয়ী হন। ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ ও চেয়ারম্যান ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করায় উক্ত পার্টি হইতে বিতাড়িত হন। অতঃপর কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছেন। খাদ্য কমিশনের সভাপতি (১৯৫৭)।

আলি জবরজঙ্গ, নবাব বাহাদুর : বর্তমানে ফ্রান্সে ভারতের রাষ্ট্রদূত। ১৯০৫ সালে জন্ম ; হায়দরাবাদ ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল ইতিহাসের অধ্যাপক ; হায়দরাবাদ দেশীয় রাজ্যের বিভাগীয় সচিব (১৯৩৭-৪৪) ; উক্ত রাজ্যের মন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭) ; ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৪৮-৫২) ; মিশরে ও যুগোশ্লাভিয়ায় ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত। ১৯৪৬-৫০ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন।

শ্রীই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ : বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা। কেরালার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। জন্ম—১৪ই জুন ১৯০৯, মালাবারে। ১৯৩২ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে কতিপয় সহকর্মীর সহযোগিতায় কেরালা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেন। কিছুকালের জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৩৭ সালে কেরালায় কম্যুনিষ্ট পার্টির পত্তন হইতেই উহার সদস্য। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় কম্যুনিষ্ট পার্টি জয়লাভ করিলে কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হন ; ১৯৫৯ সালে কেরালার রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তিত হইলে তাঁহার মুখ্যমন্ত্রিত্বের অবসান ঘটে। সাংবাদিক এবং লেখক হিসাবেও প্রখ্যাত।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী : শ্রীজওহরলাল নেহরুর কন্যা ; জন্ম—১৯শে নভেম্বর, ১৯১৭ সালে এলাহাবাদে। বিবাহ—ফিরোজ গান্ধীর সহিত ; ১৯৬০ সালে স্বামীর মৃত্যু হয়। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন (বিশ্বভারতী), সুইটজারল্যাণ্ড ও অক্সফোর্ডে। স্বদেশে ফিরিয়া জাতীয় কংগ্রেস ও সমাজ সেবায় যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের কাজে তেরো মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯৫৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বর্তমান সদস্য ; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মহিলা বিভাগের সভাপতি ; কেন্দ্রীয় নির্বাচন বোর্ডের সদস্য ; শিশুদের কট্রাস্টের মেম্বার, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের

সহিত সংশ্লিষ্ট ; এলাহাবাদে কমলা নেহরু বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রেসিডেণ্ট। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে বহুল পরিভ্রমণ করিয়াছেন। নেহরুর মৃত্যুর পরে ভারতের নবগঠিত মন্ত্রিসভায় অন্যতম মন্ত্রী হিসাবে যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীইউ. এন, ডেবর : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি। জন্ম—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, জামনগর রাজ্যে। ঐখানেই শিক্ষালাভ করেন ; রাজকোটে আইন ব্যবসায় স্থরু (১৯২৯)। ১৯৩৬ সালে আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব 'সৌরাষ্ট্র' রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সভাপতি—আবাদী কংগ্রেস (১৯৫৫), অমৃতসর কংগ্রেস (১৯৫৬), ইন্দোর কংগ্রেস (১৯৫৭) ও গৌহাটী কংগ্রেস (১৯৫৮)। গুজরাটের রাজকোট কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৬২)। কিন্তু খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ড-এর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করায় লোকসভার সদস্যপদ ত্যাগ করেন (১৯৬৩)।

শ্রীএ. কে. গোপালন : লোকসভায় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা। ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন। জন্ম—মালাবার প্রদেশে ১৯০৪ সালে ; প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২১) ; গান্ধী আন্দোলনে যোগদান (১৯২৭), কারাদণ্ড (১৯৩০) ; কংগ্রেস স্যোসালিস্ট পার্টিতে যোগদান (১৯৩৫) ; নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্টির সদস্য (১৯৩৬-৩৯) ; ৭০০ মাইলব্যাপী দীর্ঘপথে ভূখামিছিল পরিচালনা (১৯৩৭)। ১৯৩৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও ১৯৪০ সালে কারারুদ্ধ হন ; জেল হইতে পলায়ন করেন। ১৯৪৬ সালে আত্মপ্রকাশ করিলে পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করেন (১৯৪৬-৫০)।

এ. রামস্বামী মুদালিয়র (স্যার) : ১৮৮৭ সালের ১৪ই অক্টোবর জন্ম। মাদ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান কলেজ ও আইন কলেজে শিক্ষালাভ ; এডভোকেট। আইন পরিষদের সভ্য (১৯২১-২৬) ; মাদ্রাজ কর্পোরেশনের মেয়র (১৯২৮-৩০) ; ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার সভ্য (১৯৩১-৩৪) ; গোলটেবিল বৈঠকের সভ্য ; বড়লাটের শাসন পরিষদের সভ্য (১৯৩৯-৪২) ; মহীশূরের দেওয়ান (১৯৪৬-৪৯) ; ভারতীয় সংসদের সভ্য (১৯৫২) ; ভূতপূর্ব ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। ১৯৪৭ সাল হইতে ইণ্ডিয়ান স্টীমশিপ কোং লিঃ-এর চেয়ারম্যান। রাজ্যসভার প্রাক্তন সভ্য।

শ্রীমতী কমলা দেবী : বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেত্রী। জন্ম—১৯০৩ সালে ম্যাঙ্গালোরে। মাদ্রাজের সেণ্ট মেরিজ কলেজ, লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ শিক্ষালাভ। পিতা মাদ্রাজের সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ

কর্মচারী ছিলেন। বাল্যকালে বিধবা হইবার পরে সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। ১৫ বৎসর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ১৯৩৪ সালে সোস্যালিষ্ট পার্টির জন্ম হইতেই ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯৪৪-৪৬)। এক সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন; ১৯৪৮ সালে সোস্যালিস্ট পার্টির নির্দেশ কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ভারতীয় নারীদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। বহু পুস্তিকার রচয়িত্রী। ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ (১৯৫৫)।

শ্রী কে কামরাজ নাদার: অত্যন্ত দৃঢ়চেতা, সৎ ও নৈষ্ঠিক কংগ্রেসী নেতা। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজের রামনাদ জেলায় অতিশয় সাধারণ পরিবারে জন্ম; সাধারণ কেতাবী শিক্ষা নগণ্য; ১৯২০ সালে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। দীর্ঘ দশ বৎসরকাল (১৯৫৪ হইতে ১৯৬৩) মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কংগ্রেস সংগঠনে আত্মনিয়োগ করার জন্য ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস সংগঠন শক্তিশালী করার জন্য তিনি ১৯৬৩ সালে যে পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন তাহাই বিখ্যাত 'কামরাজ-পরিকল্পনা'। বর্তমানে কংগ্রেসের সভাপতি; ভুবনেশ্বর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিবাহ করেন নাই।

শ্রী কে. এম. মুন্সী: উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল; ১৮৮৭ সালে জন্ম। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' যুগ্ম-সম্পাদক (১৯১৫)। বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯); অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ ও পুনরায় ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসে যোগদান। গুজরাটী সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। হায়দরাবাদ দেশীয় রাজ্য থাকাকালে তথায় ভারত সরকারের এজেন্ট ছিলেন (১৯৪৭-৪৮)। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন; বর্তমানে স্বতন্ত্র পার্টির অন্যতম নেতা।

জেঃ কে. এস. থিমায়া: ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ভূতপূর্ব প্রধান সেনাপতি (১৯৫৭-৬০)। জন্ম—৩১শে মার্চ, ১৯০৬। বাঙ্গালোর বিশপ কটন বয়েজ স্কুল এবং স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক কলেজে শিক্ষালাভ করেন। গত বিশ্বযুদ্ধে মালয় রণাঙ্গনে সৈন্যচালনা করেন (১৯৪২-৪৩); জাপানে দখলকারী শক্তির ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক (১৯৪৬); কাশ্মীর অভিযানে ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়ক (১৯৪৯-৫০); দেরাদুন জাতীয় প্রতিরক্ষা শিক্ষালয়-এর পরিচালক (১৯৫০-৫১); কাশ্মীর সম্পর্কে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সামরিক উপদেষ্টা (১৯৫১-৫২) এবং ১৯৫৩ সালে কোরিয়ার বন্দীদের প্রত্যর্পণ করার

জন্ত নিরপেক্ষ জাতিসমূহের যে কমিশন গঠিত হয় ইনি তাহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীকৈলাসনাথ কাট্‌জু : ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ; পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল (১৯৪৮-৫১) ; মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৭-৬২)। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হইয়া মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। পরবর্তী উপনির্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। জন্ম—১৭ই জুন, ১৮৮৭। লাহোর ও এলাহাবাদে শিক্ষালাভ। ১৯০৮-১৪ সালে কানপুরে আইন ব্যবসায়ে রত ; ১৯১৪ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান ; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্. এল্. ডি. (১৯১৯) ; প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের সম্পাদক (১৯১৮-৪৬) ; কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিষদ ও ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬-৪৭)। ১৯৩৭-৩৯ সালে ও ১৯৪৬-এর এপ্রিল হইতে ১৯৪৭-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত উত্তর-প্রদেশ গভর্ণমেন্টের বিচার, শিল্প ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী। আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে ১৯৪০ সালের নভেম্বরে ১৮ মাসের জন্য কারারুদ্ধ ; ১৯৪২-এর আগস্ট হইতে ১৯৪৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত ভারতরক্ষা বিধানে বন্দী। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীগুলজারিলাল নন্দ : জন্ম—৪ঠা জুলাই, ১৮৯৮। বর্তমানে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কামরাজ পরিকল্পনা প্রযুক্ত হইবার পর নেহরু মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে ছিলেন শ্রম, নিয়োগ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী। শ্রীনেহরুর মৃত্যুর পর অন্তর্বর্তী সময়ে স্বল্পকালের জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন (২৭শে মে—৯ই জুন, ১৯৬৪)। শাস্ত্রী মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে যোগদান করিয়াছেন। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। শিক্ষা—লাহোর, আগ্রা ও এলাহাবাদে ; এম. এ., এল. এল. বি.। আহ্‌মেদাবাদ সুতাকল শ্রমিকদের নেতা ও শ্রমিক এসোসিয়েশনের সম্পাদক (১৯২২-৪৬) ; বোম্বাই-এর প্রথম কংগ্রেস সরকারে শ্রম দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী (১৯৩৭-৩৯) ; বোম্বাই-সরকারের শ্রমমন্ত্রী (১৯৪৬-৫০)। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সহকারী সভাপতি (১৯৫০-৫১) এবং বর্তমানে উক্ত কমিশনের অন্যতম সদস্য।

শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লা : ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি। ১৮৯৪ সালে জন্ম। বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯৪১) ; রয়্যাল লেবার কমিশনের সদস্য এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সদস্য (১৯২৭)।

শ্রীচন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ: নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। জন্ম—১৮৮৮ সালে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভারত সরকারের ফাইন্যান্স বিভাগে চাকুরী গ্রহণ (১৯০৭); ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত; বিখ্যাত 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কার (১৯২৮); ১৯৩০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হয়; আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন পদক লাভ (১৯৪১)। ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪); রাশিয়ার লেনিন শান্তি পুরস্কার লাভ (১৯৫৭)। ভারত সরকার কর্তৃক অন্যতম 'জাতীয় অধ্যাপক' নিযুক্ত।

শ্রীচিন্তামন দেশমুখ: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। ১৮৯৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। বোম্বাই ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান (১৯১৯)। ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম সেক্রেটারী। ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভূতপূর্ব জয়েন্ট সেক্রেটারী ১৯৩৯। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গবর্ণর (১৯৪৩-৪৯)। ১৯৫০ সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের অন্যতম গবর্ণররূপে প্যারী অধিবেশনে যোগদান। পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য (১৯৫০)। ১৯৫০ সালে অর্থমন্ত্রী হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করেন, কিন্তু ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন সম্পর্কে মতদ্বৈধ হওয়ায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৬-৬০)। বর্তমানে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

সি. পি. রামস্বামী আয়ার (স্যার): ভারতীয় শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বনামধন্য পুরুষ। লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের ১২ই নবেম্বর জন্ম। ১৯০৩ সালে মাদ্রাজ হাইকোর্টে যোগদান। বড়লাটের শাসন পরিষদে আইনমন্ত্রী (১৯৩১ ও ১৯৪২); ভূতপূর্ব দেশীয়রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান (১৯৩৬-৪৭); প্রেস কমিশনের সদস্য (১৯৪৩); ত্রিবাঙ্কুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩৭), আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৩) এবং বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৫৪-৫৬)।

শ্রীজয়পাল সিং: ছোটনাগপুরের আদিবাসী জননেতা: ঝাড়খণ্ড পার্টির সভাপতি। জন্ম—৩রা জানুয়ারী, ১৯০৩। ভারত ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। হকিতে অক্সফোর্ড ব্লু। ১৯২৯ সালে ভারতীয় অলিম্পিক হকি টীমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। গোল্ডকোস্টের আকিমোটা কলেজের কমার্শিয়াল মাস্টার (১৯৩৩-৩৬);

রায়পুর রাজকুমার কলেজের হেডমাস্টার ও অস্থায়ী ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল (১৯৩৬-৩৭); বিকানীর স্টেটের মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯)। বিহার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভ্য। ভারতীয় গণপরিষদের সভ্য ছিলেন। বর্তমানে লোকসভার সদস্য।

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ: বর্তমানে ভূদান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা। ইতিপূর্বে ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা ছিলেন। ১৯০৩ সালে বিহারে একটি সম্পন্ন কৃষক পরিবারে জন্ম। মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইয়াছিলেন; অসহযোগ আন্দোলনের সময় লেখাপড়া ও বৃত্তি ত্যাগ করেন; ১৯২২ সালে নিঃসম্বল অবস্থায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকায় যান; সেইখানে কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া আইওয়া, উইসকন্‌সিন প্রমুখ ৫টি মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন। ভারতে ফিরিয়া আসিলে কংগ্রেসের শ্রম-গবেষণা বিভাগের ভার পান এবং ১৯৩১-৩২ সালে কংগ্রেসের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হন; আচার্য নরেন্দ্র দেবের সহযোগিতায় সোস্যালিস্ট পার্টির পত্তন করেন; বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন; ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন আরম্ভ হইলে নভেম্বর মাসে জেল হইতে পলায়ন করেন ও ছদ্মবেশে ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন; কংগ্রেস হইতে সোস্যালিস্ট দলে বাহির হইয়া আসার পূর্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্‌স্ ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতি পরিহার করিয়া ভূদানযজ্ঞে 'জীবনদান' করিয়াছেন।

শ্রীজগজীবন রাম: ১৯৪৬ সাল হইতে একাদিক্রমে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। কামরাজ পরিকল্পনার ফলে ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। জন্ম—১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে; শিক্ষা—বানারস ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, বি. এস-সি.। বিহার হরিজন সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক (১৯৩৮); নিখিল ভারত অনুন্নত শ্রেণী লীগ-এর প্রাক্তন সম্পাদক; অতঃপর উক্ত লীগের সভাপতি (১৯৩৬-৪৬)। বিহারের কংগ্রেস সরকারের অন্যতম মন্ত্রী (১৯৪৬); কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শ্রম-মন্ত্রী (১৯৪৬-৫২), যোগাযোগ মন্ত্রী (১৯৫২-১৯৫৬), রেলওয়ে মন্ত্রী (১৯৫৬-৬২) ও অতঃপর যোগাযোগ মন্ত্রী। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার ১৯৪৭ সালের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি।

ডঃ জাকির হোসেন: ভারতের বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি (১৯৬২ সালে নির্বাচিত) বিহারের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌। জন্ম—১৮৯৯; শিক্ষা—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্লিন-বিশ্ববিদ্যালয়ে। গান্ধীজীর 'ওয়ার্ধা শিক্ষা

পরিকল্পনা' রূপায়ণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার। ভারতীয় প্রেস কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন। রাষ্ট্রীয় সম্মান 'পদ্মবিভূষণ' (১৯৫৪) এবং সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' (১৯৬৩) লাভ করিয়াছেন।

জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী, আচার্য : প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা। দীর্ঘকাল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন; ১৯৪৭ সালে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পদত্যাগ করেন। পরবর্তীকালে প্রজা সোসালিষ্ট পার্টির অন্যতম স্তম্ভে পরিণত হন। বর্তমানে ঐ দলের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে উত্তর বোম্বাই লোকসভা কেন্দ্রে মর্যাদার লড়াইয়ে শ্রীকৃষ্ণ মেনন কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু ১৯৬৩ সালের মে মাসে আর একটি উত্তেজনাপূর্ণ উপনির্বাচনে জয়ী হইয়া তিনি লোকসভার সদস্য হন। এই উপনির্বাচনে উত্তর-প্রদেশের আমরোহা কেন্দ্রে তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিমকে পরাজিত করেন। ১৮৮৯ সালে জন্ম। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম. এ. পাস করিয়া ১৯১২ সালে বিহারে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের একান্ত সচিব ও ১৯১৯ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে অধ্যাপনার কার্য ত্যাগ করিয়া খাদি ও পল্লী উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত গুজরাট বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ। প্রায় ১২ বৎসরকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করিয়া বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ সালে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী সুচেতা মজুমদারকে বিবাহ করেন। ১৯৫০ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনে পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট নামে একটি নূতন দল গঠন করেন (১৯৫০); অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া কৃষক-মজদুর প্রজা-পার্টি নামক স্বতন্ত্র দল গঠন করেন (১৯৫১)। ইহাই পরে সোস্যালিস্ট পার্টির সহিত মিলিত হইয়া প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিতে পরিণত হয়।

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী : উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী; জন্ম—১৯০১ সালে। কটকের র‍্যাভেনশ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯২৩-২৪ সালে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমে গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। অধুনালুপ্ত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উড়িষ্যা শাখার প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৪)। উড়িষ্যার দেশীয়

রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা। ১৯৪২ সালে কারারুদ্ধ। উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক।

শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডি : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৬০-৬২)। বর্তমানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেস সভাপতিত্ব ত্যাগ ও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। ১৯৫৬-৬০ সালেও অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জন্ম—১৯শে মে, ১৯১৩। অন্ধ্র প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক (১৯৩৬-৪৬); মাদ্রাজ আইন সভার সদস্য (১৯৪৬); ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭); ভারতীয় সংসদের রাজ্যসভার সভ্য (১৯৫২-৫৩)। মাদ্রাজ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী (১৯৪৯-৫১); মাদ্রাজের মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও এন. জি. রঙ্গকে পরাজিত করিয়া অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস-এর সভাপতি নির্বাচিত। অন্ধ্র রাজ্যের উপ-মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৩-৫৬)। জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য কয়েকবার কারাবরণ করেন।

শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু : পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল (১৯৫৬ হইতে) স্বর্গত ডাঃ এম. জি. নাইডু ও স্বনামধন্যা সরোজিনী নাইডুর কন্যা; হায়দরাবাদে ১৯০০ সালের ১৭ই নভেম্বর জন্ম; বাল্যকালেই গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন; জাতীয় কংগ্রেসের হায়দরাবাদ শাখার যুগ্ম স্থাপয়িতা (১৯২১); হায়দরাবাদে বিবিধ ত্রাণকার্যের সংগঠক; ১৯৩০ সালে বিদেশী-পণ্য বর্জনের জন্য হায়দরাবাদ স্বদেশী লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার ও অন্তরীণ হন। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য (১৯৫০-৫১); হায়দরাবাদ কারুশিল্প বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ভূতপূর্ব সভ্য।

শ্রীপত্তম এ. থানু পিল্লাই : পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল (১৯৬২-৬৪) বর্তমানে অন্ধ্রের রাজ্যপাল (ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪ হইতে)। জন্ম—১৮৮৫ সালে। ত্রিবান্দ্রাম মহারাজা কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিবিভাগে কেরাণীর চাকুরী গ্রহণ করেন। উক্ত চাকুরী ত্যাগ ও শিক্ষকতা বৃত্তি অবলম্বন; ১৯১৪ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও আইন ব্যবসায় শুরু এবং বিপুল সাফল্য লাভ। ১৯২৭ সালে সর্বপ্রথম ত্রিবান্দ্রম নির্বাচন কেন্দ্র হইতে শ্রীমূলম আইন সভায় নির্বাচিত হন, তদবধি তিনি এই আসনটি নিজের অধিকারে রাখিয়াছেন। ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেট কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন; দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবীতে কয়েকবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৮ সালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন। ৭ মাস পরেই মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও কংগ্রেসের সভ্যপদ ত্যাগ করেন; 'ডেমোক্রাটিক

সোস্যালিস্ট গ্রুপ' গঠন করেন। ভারতের মধ্যে ত্রিবাঙ্কুরে সর্বপ্রথম পি. এস. পি. সরকার গঠিত হইলে শ্রীপিল্লাই উহার মুখ্যমন্ত্রী হন (১৯৫৪) স্বল্পকাল। পূর্বেও প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির রাজ্য কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৬০ সালে কেরালা বিধান সভায় নির্বাচিত হন ; বিধান সভায় পি. এস. পি. দলের নেতৃত্ব করেন। কংগ্রেস ও পি. এস. পি. কোয়ালিশন সরকার গঠন করিলে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হন। পাঞ্জাবের রাজ্যপাল নিযুক্ত হওয়ায় ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৬২ কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন।

সর্দার প্রতাপ সিং কাইরোঁ ঃ পাঞ্জাবের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী। অমৃতসর জেলার কাইরোঁ গ্রামে ১৯০১ সালে জন্ম। বাল্যকালের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন ও মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক হন। তিনি গদর পার্টির কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি 'নিউ এরা' নামক ইংরাজী সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। কংগ্রেসে যোগদান (১৯২৯) ; আইন অমান্য আন্দোলন অংশগ্রহণ ও কারাদণ্ড (১৯৩২) ; ১৯৩৭ সাল হইতে পাঁচবার পাঞ্জাব আইন সভার সভ্য নির্বাচিত ; পাঞ্জাবের অন্যতম মন্ত্রী (১৯৪৭-৪৯), পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৬-৪৯) ; পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৫০-৫২), কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য (১৯৪৬-৫৩), 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ফলে তিন বৎসর কারাদণ্ড (১৯৪২-৪৫) ; ১৯৫২-৫৬ সাল পর্যন্ত পাঞ্জাবের ভূমি-রাজস্ব ও উন্নয়ন মন্ত্রী। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। শ্রীকাইরোঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করার জন্য শ্রী এস. আর. দাসের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে উক্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ও শ্রীকাইরোঁ পদত্যাগ করেন। কমিশনের মতে পুত্রদের কোন কোন কাজের জন্য তিনি দায়ী।

শ্রীফ্র্যাঙ্ক রেজিনাল্ড এণ্টনী ঃ ভারতীয় এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের নেতা, খ্যাতনামা ব্যারিস্টার। জন্ম—১৯০৮ সালে ; শিক্ষা—জব্বলপুর, নাগপুর ও লণ্ডনে। অল ইণ্ডিয়া এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর প্রেসিডেন্ট এবং লোকসভার মনোনীত সদস্য।

বক্সি গোলাম মহম্মদ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ; জন্ম—১৯০৭ সালে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ। কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সূত্রপাত হইতেই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট ; একাধিকবার ধৃত ও কারাদণ্ড ভোগ। সেখ মহম্মদ আবদুল্লার মন্ত্রিসভায় ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন (১৯৪৮-৫৩) এবং সেখ আবদুল্লা আটক হওয়ার পর হইতে একাদিক্রমে ১৯৬৩

সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কামরাজ পরিকল্পনার ফলে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ করেন।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত : বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৩-৫৪); বিশ্বের অন্য কোন মহিলা এপর্যন্ত এই সম্মান লাভ করেন নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও স্পেনে ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত এবং লণ্ডনে ভারতের প্রাক্তন হাইকমিশনার। ১৯০০ সালে জন্ম; পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা। গৃহশিক্ষক ও গভর্ণেসদের নিকট শিক্ষালাভ করেন। জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও কয়েকবার কারাবরণ করেন। ইনিই ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী; ১৯৩৭ সালে যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। পুনরায় ১৯৪৬ সালে যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী হন। ১৯৪০-৪১ সালে অখিল ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভানেত্রী। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য (১৯৫১)। ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। চীনে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের নেত্রী (১৯৫২)।

শ্রীবিজয়ানন্দ পট্টনায়ক : উড়িষ্যার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী। জন্ম—৫ই মার্চ, ১৯১৬। শিক্ষা—কটক র্যাভেনশ কলেজ। বাল্যকাল হইতেই দুঃসাহসিক জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ। তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ-এ যোগ দেন ও সুদক্ষ বৈমানিকে পরিণত হন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি জয়প্রকাশ নারায়ণ ও শ্রীমতী অরুণা আসফ আলীর সহিত কাজ করেন ও আড়াই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইন্দোনেশিয়ার মুক্তিযুদ্ধের সময় শ্রীপট্টনায়ক বিমান চালনা করিয়া ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী সুলতান সারিয়ারকে নিরাপদে দিল্লী লইয়া আসেন। এই দুঃসাহসিক ঘটনা সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করে। পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করিলে ভারতের যে বিমানটি সর্বপ্রথম কাশ্মীরে অবতরণ করিয়াছিল তাহার চালক ছিলেন শ্রীপট্টনায়ক।

উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শিল্পের প্রতি মনোনিবেশ করেন ও কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাহাদের মধ্যে একটি টিউব মিল ও কলিঙ্গ এয়ার-ওয়েজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনে তিনি জয়লাভ করেন ও উড়িষ্যা বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন। কামরাজ পরিকল্পনার ফলে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর : বার-এ্যাট-ল; কবি, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৩৭-৪৩);

জন্ম—১৮৮৩ সালে। পুণা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। রাজনৈতিক অপরাধে ১৪ বৎসর নির্বাসন দণ্ডভোগ করেন এবং পরে অন্তরীণ হইয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান এবং তদবধি হিন্দু মহাসভা-রাজনীতির পুরোভাগে ছিলেন। হিন্দু মহাসভার নিম্নোক্ত বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে: আহমেদাবাদ, ১৯৩৭; নাগপুর, ১৯৩৮; কলিকাতা, ১৯৩৯; মাদুরা, ১৯৪০; ভাগলপুর, ১৯৪১ এবং কানপুর, ১৯৪২। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অব্ ল' উপাধি লাভ। গান্ধীহত্যার পর গ্রেপ্তার হন; প্রায় এক বৎসর পরে বেকসুর মুক্তি পান। ১৯৫০ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক; বোম্বাই হাইকোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ; মুক্তির পরে হিন্দু মহাসভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ। একাধিক ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা।

বিনোবা ভাবে, আচার্য: জন্ম—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার গাগোদ গ্রামে। শৈশব হইতেই মায়ের প্রভাবে ধর্মভাবাপন্ন হন। পিতার কর্মস্থল বরোদায় শিক্ষালাভ। কলেজে পাঠকালীন গভীর অধ্যয়নশীলতা, প্রখর বুদ্ধি ও অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলতার জন্য সমাদৃত। কলেজের পরীক্ষার প্রাক্কালে 'ব্রহ্মে'র সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন এবং কাশীতে গান্ধীজীর সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর গান্ধীজীর আশ্রমের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সত্যকে জীবনের অন্যতম ব্রত করিয়াছেন। চরকা কাটায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলে "ভূদান যজ্ঞ" আন্দোলন শুরু করেন; ঐ উদ্দেশ্যে পদব্রজে সারাভারত পরিভ্রমণ করেন; বহুভাষাবিদ ও হিন্দু-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য।

শ্রীবিমলাপ্রসাদ চালিহা: আসামের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৭ সাল হইতে)। জন্ম—২৬শে মার্চ, ১৯১২, শিবসাগরে। ১৯২৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার সিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ১৯৩০ সালে কলেজ ত্যাগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩২ সালে ৬ মাস কারাদণ্ড; স্বয়ংক্রিয় চরকা আবিষ্কার করেন; খাদি সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষার জন্য গান্ধীজী কর্তৃক বিহারে প্রেরিত; 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কালে দুই বৎসরের জন্য আটক; আসাম আইন সভায় নির্বাচিত (১৯৪৬); পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত (১৯৪৭)। পল্লী উন্নয়নে বিশেষভাবে আগ্রহশীল; আসাম সরকারের পল্লী উন্নয়নের ডিরেক্টর ছিলেন। ১৯৫০ সালে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে সর্বসম্মতিক্রমে আসাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। শিবসাগর কেন্দ্র হইতে উপনির্বাচনে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৩); কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজের জন্য

আঞ্চলিক সংগঠক নিযুক্ত (১৯৫২) ; মৌমাছি পালনে বিশেষ উৎসাহী ; শক্তিশালী লেখক ; ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে আসামের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন ও অদ্যাবধি ঐ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী : আসামের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী এবং মাদ্রাজের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল। আসামের হাজো গ্রামে ১৮৯০ সালে জন্ম। শিক্ষালাভ—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ল কলেজে ; এম. এস্‌-সি., বি. এল. ; কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। ১৯৩১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বৎসরাধিককাল কারারুদ্ধ ; লাহোর কংগ্রেসের পর সর্বসম্মতিক্রমে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত ; ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্নভাবে এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে কারারুদ্ধ ; আসামের লৌহমানবরূপে প্রখ্যাত ; আসামের বরদলুই মন্ত্রীসভার অর্থ, রাজস্ব ও আইন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন (১৯৪৬-৫০)। বরদলুই-এর মৃত্যুর পর আসামের মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছিলেন। অতঃপর মাদ্রাজের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। ১৯৬৪ সালে ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন : ভারতের ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (১৯৫৭-৬২)। ১৯৬২ সালের শরৎকালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তাহার ফলে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে মর্যাদার লড়াইয়ে আচার্য কৃপালনীকে পরাজিত করিয়া উত্তর বোম্বাই কেন্দ্র হইতে লোকসভার সভ্য নির্বাচিত হন। লণ্ডনে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাই কমিশনার (১৯৪৭-৫২) ; জন্ম—১৮৯৭ সালের মে মাসে : শিক্ষা-মাদ্রাজে ও লণ্ডনে। দীর্ঘকাল লণ্ডনে ব্যারিস্টারী করেন। 'পেলিকান' পুস্তকমালার প্রথম সম্পাদক ; বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক ; লণ্ডনে সেন্ট প্যানক্রাস্‌-এর কাউন্সিলর ; লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী (১৯২৯-৪৭), পরে উহার প্রেসিডেন্ট হইয়াছিলেন ; জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৪৬) ; ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ১৯৫৭ সালে জাতিসঙ্ঘের স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে একনাগাড়ে সাড়ে দশঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

শ্রী ভি. ভি. গিরি : কেরালার বর্তমান রাজ্যপাল (১৯৬০ সালের জুলাই হইতে)। জন্ম—১০ই আগষ্ট, ১৮৯৪। শিক্ষা—আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। দীর্ঘকাল ট্রেড ইউনিয়ান আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্স ফেডারেশনের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি। নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের ২ বার সভাপতি ; জেনেভা আন্তর্জাতিক শ্রমিক

সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিক দলের প্রতিনিধি (১৯২৭); দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে শ্রমিকদলের প্রতিনিধি (১৯৩১); কিছুকাল কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ; মাদ্রাজের শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯); পুনরায় ১৯৪৭ সালে মাদ্রাজের মন্ত্রী ; সিংহলে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাইকমিশনার ; ভারত সরকারের শ্রমমন্ত্রী (১৯৫২-৫৭); লোকসভার প্রাক্তন সদস্য (১৯৫২-৫৭); উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল (১৯৫৭-৬০); কতিপয় গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীমহম্মদ আলি করিম চাগলা : ভারতের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী। লণ্ডনে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাইকমিশনার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। জন্ম—১৯০০ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর ; ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২২); বোম্বাই সরকারী আইন কলেজের অধ্যাপক (১৯২৭-৩০); বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার (১৯৪৭); জাতিপুঞ্জে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (১৯৪৭); বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪১-৪৭); উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি (১৯৪৭-৫৮)। জীবনবীমা কর্পোরেশনের অর্থলগ্নী ব্যাপারে 'তদন্ত কমিশন'-এর সভাপতি (১৯৫৮)। ১৯৬৩ সালে নেহরু মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। শাস্ত্রী মন্ত্রীসভায়ও শিক্ষামন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ১৯৬৪ সালে ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে স্বস্তি পরিষদে কাশ্মীর বিতর্কে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন।

মাষ্টার তারা সিং : আকালীপন্থী বিখ্যাত শিখ নেতা ; স্বতন্ত্র শিখরাজ্য আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা। পাঞ্জাবী সুবার দাবীতে ১৯৬১ সালে আমরণ অনশন সুরু করেন। দেড়মাস পরে অনশন ত্যাগ করেন। জন্ম—হিন্দুপরিবারে, ১৮৮৫ সালের ২৪শে জুন। ১৭ বৎসর বয়সে শিখধর্ম গ্রহণ করেন। স্কুল শিক্ষকরূপে কর্মজীবন সুরু ; নানকানা সাহেব আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ ; ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান ; এক সময়ে কংগ্রেসের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির ভূতপূর্ব সভাপতি। অনেকবার কারাবরণ করিয়াছেন।

শ্রীমুল্কুরাজ আনন্দ : জন্ম—১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৩, পেশোয়ারে পাঞ্জাব, লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপনা করেন। একাধিক সাময়িক পত্রের সম্পাদক, সমালোচক ও কৃতবিদ্য লেখক। বৃটিশ মন্ত্রিসভার তথ্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সিনেমার গল্পও রচনা করিয়াছেন। 'Coollie', 'Untouchable', 'Two leaves and a Bud' তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত।

মানমন্দিরে ১৯৩৬ সালে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তদবধি সেখানেই কর্মরত আছেন। ১৯৪৪ সালে ইংল্যাণ্ডের 'রয়াল সোসাইটি'র ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত হন।

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ: ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি। এম. এ., ডি. লিট., এল. এল. বি., এফ. বি-এ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও বাগ্মী। ১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্ম। মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজে শিক্ষালাভ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক (১৯২৯-৩১ ও ১৯৩৯-৪১); অক্সফোর্ডের ম্যানচেষ্টার কলেজে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র বিষয়ের অধ্যাপক ছিলেন। হিবার্ট লোকচারার (১৯২৯); স্প্যাল্ডিং প্রফেসার, অক্সফোর্ড (১৯৪৬); কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার; রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ও ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি (১৯৪৬-৪৭); বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি (১৯৪৮); বহু দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা; রাশিয়ায় 'ভারতের' ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত (১৯৪৯-৫১); ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ভারতীয় পি. ই. এন. ক্লাবের প্রাক্তন সভাপতি। ১৯৫০-৬২ পর্যন্ত ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ছিলেন; ১৯৬২ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ: কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক নেতা: সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠন করিলে তিনি উহাতে যোগদান করেন ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে বিশিষ্টস্থান অধিকার করেন। জন্ম—১৩ই জুলাই, ১৯০৭; শিক্ষা—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (বি. এস-সি.), লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে। আই. সি. এস. চাকুরী ত্যাগ; দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করেন। লোকসভার সদস্য।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব: উড়িষ্যার সর্বজন-শ্রদ্ধেয় প্রবীণ জননায়ক। জন্ম —১৮৯৯ সালের ২১শে নবেম্বর; কটকের রেভেন্শ কলেজে শিক্ষালাভ। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান; বালেশ্বর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান (১৯২৪-২৮); বিহার ও উড়িষ্যা আইন পরিষদের সভ্য (১৯২৪); উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি (১৯৩০ ও ১৯৩৭); উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৪৬-৫০ এবং পুনরায় ১৯৫৭-৬১ জানুয়ারী); ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী (১৯৫০-৫২); কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী জেনারেল (১৯৫২-৫৪); বোম্বাই রাজ্যের রাজ্যপাল (১৯৫৫-৫৬)। বহুবার কংগ্রেস

ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন। সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। সাত বৎসর জনপ্রিয় উড়িয়া দৈনিক 'প্রজাতন্ত্র'-এর সম্পাদক ছিলেন। একাধিক উপন্যাস, নাটক ও উড়িষ্যার ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

ডঃ হোমি জে. ভাবা: বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক; ১৯৪১ সালে রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত (এফ আর এস.)। জন্ম—১৯০৯ সালে। বোম্বাই ও কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত; গণিত বিজ্ঞানে ট্রাইপস; ১৯৩২ সালে রোজ বল ট্রাভেলিং বৃত্তি প্রাপ্ত; রোমে অধ্যাপক ই. ফেমির অধীনে ১৯৩৩-৩৪ সালে গবেষণা করেন। এর পর তিন বৎসর আইজাক্ নিউটন বৃত্তি পাইয়াছিলেন; বোম্বাইতে ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের প্রধান পরিচালক। ভারত সরকারের 'পদ্ম ভূষণ—২য় শ্রেণী' উপাধি লাভ (১৯৫৪)। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৫১); ভারত সরকার গঠিত 'আণবিক শক্তি কমিশনে'র সভাপতি। জেনেভাতে 'শান্তির জন্য আণবিক শক্তি' সম্মেলনের সভাপতি (১৯৫৫)।

শ্রীমোরারজী রণছোড়জি দেশাই: কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতপূর্ব অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য। বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫২-৫৬)। জন্ম—১৮৯৬ সালে। শিক্ষা—বুলশোর উইলসন্ কলেজ, বোম্বাই। ভারতীয় রক্ষাফৌজে ভাইস্রয়ের কমিশনপ্রাপ্ত (১৯১৭-১৯)। বোম্বাই সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকারী চাকুরী ত্যাগ; বহুবার কারাবরণ; গুজরাট কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩১-৩৭); বোম্বাই সরকারের রাজস্ব-মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৮); বোম্বাই-এর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৯৪৬-৫২) এবং অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫৬ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। কামরাজ পরিকল্পনার ফলে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন।

শ্রীরাজাগোপালাচারী চক্রবর্তী: জন্ম—১৮৭৯ সালে। ভারতের সর্বপ্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল (১৯৪৮-৫০)। ১৯৫০ সালের মে মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান। অবসর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে উক্ত পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে পুনরায় বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ; ১৯৫৪ সালে পুনরায় পদত্যাগ। ইতিপূর্বে ১৯৩৭-৩৯ সালেও মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের প্রথম রাজ্যপাল (১৯৪৭-৪৮)। ১৯০০ সালে আইন ব্যবসায় সুরু। ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহ এবং ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজীর কারাবাসকালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক। ১৯২১-২২ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড (১৯৪০)। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাষ্ট্রভাষা' নীতির বিরোধী। রক্ষণশীল "স্বতন্ত্র পার্টি"-র প্রতিষ্ঠাতা। সুলেখক; তামিল ভাষায় বহু জনপ্রিয় গ্রন্থের রচয়িতা। আজীবন কংগ্রেসের সহিত যুক্ত থাকিয়া সম্প্রতি উহার সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন।

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী: ভারতের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী; কাশীতে ১৯০৪ সালে জন্ম এবং কাশী বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন ও কারাদণ্ড ভোগ করেন; উত্তর প্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক; উত্তর প্রদেশ আইন সভার সভ্য (১৯৩৭, ১৯৪৬); উত্তর প্রদেশের পুলিশ ও পরিবহণ মন্ত্রী (১৯৪৭); ১৯৫১ সালে কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত; ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান এবং ১৯৫২-৫৬ পর্যন্ত রেলওয়ে ও পরিবহণ মন্ত্রী; ১৯৫৭-৫৮ সালে পরিবহণ ও যোগাযোগ মন্ত্রী; ১৯৫৮-৬১ সাল পর্যন্ত বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী এবং অতঃপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। ১৯৬২ সালে লোকসভার

নির্বাচনে জয়ী হইয়া পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে যোগদান করেন।

কামরাজ পরিকল্পনার ফলে ১৯৬৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীনেহেরু অসুস্থ হইয়া পড়িলে দপ্তরহীন মন্ত্রি-রূপে পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। শ্রীনেহেরুর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন।

শ্রীএন. এল. বিড়লা: ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী জি. ডি. বিড়লার পুত্র, জন্ম—১৯০৯ সালে; শিক্ষা—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৫-২৭); বিবাহ ১৯২৩; ২ কন্যা ও ১ পুত্র বর্তমান। বহু কাপড়ের কল ও চট কলের পরিচালক বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ-এর কার্যনির্বাহক সমিতির প্রাক্তন সভ্য; পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি, রাজস্থান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯৫৫)।

শ্রীশ্রীপ্রকাশ: আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল। পাকিস্তানে ভারতের প্রথম হাই-কমিশনার ছিলেন। ভারত সরকারের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী। জন্ম—১৮৯০ সালের ৩রা আগষ্ট। ১৯১৪ সালে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ১৯১৪-১৭ সাল পর্যন্ত বানারস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৮ সাল হইতে দীর্ঘকাল নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এবং নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত, ১৯৪৫ সালে পুনর্নির্বাচিত। দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন।

শ্রী এস. এ. ডাঙ্গে: জন্ম—১০ই অক্টোবর, ১৮৯৯। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান। বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ান ফেডারেশন-এর সহ-সভাপতি। তাঁহার রাজনৈতিক কার্যাবলী ও ধর্মঘট পরিচালনার জন্য বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। লোকসভার ভূতপূর্ব সভ্য; ১৯৬২ সালে লোকসভার নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হইয়াছেন।

শ্রী এস. চন্দ্রশেখর: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক: জন্ম—১৯১০ সালে ১০ই অক্টোবর। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ডিগ্রী লাভ করার পর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৩-৩৭ সাল পর্যন্ত কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো; হারভার্ড মানমন্দিরে কিছুকাল লেকচারার হিসাবে কাজ করেন। আমেরিকার এস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান 'ব্রুস' পদক লাভ করেন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কেস